ক্ষণেক রহিয়া তথা বলিয়া মধুর কথা
তথা হইতে করেন গমন ॥
যত গিরি কন্দর বন জন্তু ভয়ঙ্কর
দেখিয়া নাহিক ভয় তার।
যত যত নদ নদী নৌকা না পায় যদি
সাঁতারিয়া হয় গঙ্গা পার ॥
ক্ষণে হয় আয়াস করয়ে উপবাস
ক্ষণেত খায় বনফল।
নির্জন ভ্রমণ যথা পাইয়া তো লতাপাতা
চাবাইয়া খায় তার জল ॥
সিংহ ব্যাঘ্রের ভয় নাহি তার হৃদয়
তন্ত্রে মন্ত্রে করে নিরূপণ।
কালিকা দেবীর বরে কোন ভয় নাহি তারে
দেবী মন্ত্র জপে সর্ব্বক্ষণ ॥
যাইতে রাজার পুর পথ অনেক ত দূর
ক্রমে ক্রমে হইল ছয়মাস।
দেশ যে দেশান্তর দেখিলেন বিস্তর
গেলেন বীরসিংহ দেশে ॥
দির্ব্ব তরু তলে বসিয়া তো কুতূহলে
কাহারে কিছু নাহি বলে।
যতেক কামিনী গজেন্দ্রগামিনী
দেখিয়া পড়ে সভো ঢালে ॥
যতেক কামিনী দেখিয়া নৃপমনি
সুন্দর দেখি মোহে মন।
কালিকা মঙ্গল গীত রসময় সুললিত
দাস গোবিন্দ বিরচন ॥

সুন্দরের পুরীদর্শন

বিচিত্র জাঙ্গাল তাহে শোভে কদম্বের তরু
দিব্ব শাল শোভে দেখিতে সুচারু ॥
বিচিত্র আওয়াস ঘর দেখি সারি সারি।
প্রতি ঘরের চালে কনকের বারি ॥
সুবর্ণ কলস শোভে বহে দিব্ব নীর।
পট্টাম্বর পরিধান গমন সুধীর ॥
দেখিয়া কৌতুক বড় রূপ মনোহর।
চলিতে শকতি নাই দেখিয়া সুন্দর ॥
সুন্দরের রূপ দিতে নাহিক তুলনা।
দেখিয়াতো লোকজন পাশরে আপনা ॥
না কহে না বলে কেহ না করে প্রসঙ্গ।
অন্তরমনা হইয়া সুন্দর নানারঙ্গ ॥

দেখিল যতেক রঙ্গ না যায় কথন।
রচিল গোবিন্দদাস কালীকাচরণ ॥

নাগরীগণের সুন্দর দর্শন

মন্দার রাগ

মদনমোহন রূপ দেখরে অনুপাম।
নিছনি করিতে নাহি কত উঠে কাম ॥
সুললিত অঙ্গ কুমার মধুর বচন।
জিনিয়া মুকুতাপাতি সুচারু দশন ॥
বিনি আভরণে রূপ কহনে না যায়।
আড়ে ওড়ে থাকি সর্ব্বে চতুর্দ্দিকে চায় ॥
গবাক্ষের দুয়ারে কেহ চাহে কোন ছলে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় তরুতলে ॥
পরস্পর কথাবার্ত্তা সঞ্চারে নগরে।
রচিল গোবিন্দ দাস কালিকার বরে ॥

মালিনীর সহিত সুন্দরের সাক্ষাৎ ও তাহার গৃহে গমন

সেই নগরে আছে রম্ভা মাল্যানী।
পতিসুত নাহি সে কেবল একাকিনী ॥
বিদ্যার সহিত তার বড়ই মৈত্রতা।
কি কব তাহার সনে বড়ই একতা ॥
বিদ্যার তরে পুষ্প দিয়া যাইবে মাল্যানী।
হেন কালে লোকমুখে ঐ কথা শুনি ॥
তুরিত গমনে ধায় উর্দ্ধ মুখে।
মনোহর রূপ কদম্বতলে দেখে ॥
শুনিল যতেক রূপ দেখিল নয়নে।
এক দৃষ্ট হইয়া তারা চাহে মুখ পানে ॥
ধন্য জননী ইহা উদরে ধরিল।
ধন্য ধন্য কুমার যে নয়নে দেখিল ॥
মরমে ভেদিল রূপ হইল ব্যাকুলী।
বিরলে রাখিব আমি কুমারে বলি ॥
আপ্ত সারি কহে কিছু মধুর শুনিত।
মধুর যন্ত্রেতে যেন লোকে গায় গীত ॥
কেহ নাহি পাছে তাহে জিজ্ঞাসে মাল্যানী।
কি নাম কোথায় ঘর কহ দেখি শুনি ॥

কোন হেতু ফিরো তুমি কোন উপদেশ।
শুনিয়া মাল্যানী কথা কহেন বিশেষ॥
খণ্ডন না যায় তার দৈবের ঘটন।
কুমার কহেন কথা মধুর বচন॥
বিদ্যা হেতু ফিরি আমি দেশ দেশান্তর।
শুনিয়া মাল্যানী তবে করিল উত্তর॥
মাল্যানী কহেন কথা শুন যুবরাজ।
আইস আমার গৃহে সিদ্ধি হইবে কাজ॥
পুষ্যা নক্ষত্রে তবে সে লই সময়।
রম্ভার সহিত গেলা নৃপতি তনয়॥
খণ্ডন না যায় তার দৈবের নির্ব্বন্ধ।
রুক্মিণীর পুত্র তুমি এই সে সম্বন্ধ॥
দুগ্ধ দধি শর্করা নানা উপহার।
মিষ্ট মধুর দিব্য কৈলা ফলাহার॥
ক্ষণেক বিলম্বে করে রন্ধন ভোজন।
তাম্বুল খাইয়া কুমার করিলা শয়ন॥
প্রভাতে উঠিয়া চলে পুণ্যনদীর তীরে।
চতুর্দ্দিকে দেখিতে চলিলা ধীরে ধীরে॥
পুষ্পবন দেখিলেন অতি শুষ্কচয়।
হৃদয়ে চিন্তিয়া পূজা করে মহামায়॥
নদীতীরে বসিয়া কুমার করে স্নান।
স্নান মন্ত্র পড়িয়া করে আনন্দ বিধান॥
তটে উঠে শিব গাট থুইল আসনে।
হরগৌরী পূজে কুমার আনন্দ বিধানে॥
মনের মানসে তবে আগে মাগে বর।
আচম্বিতে ফোটে পুষ্প বিচিত্র সুন্দর॥
কেতকী বর করবী ফোটে রক্তকাঞ্চন।
মদন তুলসী ফোটে বকুল রঞ্জন॥
শিরিষ কুসুম ফোটে আর জবা যুতী।
মল্লিকা মাধব ফোটে রক্ত মালতী॥
ফুটিল যেতেক পুষ্প কি বলিতে পারি।
মত্ত হইয়া নাচে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
পুষ্পের মধুর গন্ধে যায় দিকান্তর।
বিকসিত পুষ্পবন দেখি বন আমোদে সত্বর॥
হেন কালে ধ্যান ভঙ্গ হইল কুমার।
গন্ধে মনোহর পুষ্প ফুটিল অপার॥
পুষ্পবন দেখি সুন্দর হইল আনন্দ।
চতুঃভিত প্রকাশিত হইল পুষ্পগন্ধ॥
কালিকাচরণ সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল॥

দৈবগতিতে মালিনীর বাগান পত্রপুষ্পে সুশোভিত

পাহাড়িয়া রাগ

শুষ্ক কাষ্ঠ পুষ্পময় দেখিয়া আনন্দচয়
মধুগন্ধে ধায় অলিগণ।
হইল যে উত্তরোল ভ্রমরা ভ্রমরী বোল
কোকিলে কুহরে বসি ডালে॥
কিন্নর কিন্নরী আসি দিব্য বৃন্দাবনে বসি
গীত গায় অতি কুতুহলে।
পাইয়া পুষ্পের গন্ধ মাল্যানী পড়িল ধন্ধ
স্নানেতে গিয়াছে সুন্দর॥
হেন কালে দৈবগতি মনেতে ভাবিয়া অতি
পুষ্পবনে গেলেন সত্বর।
দেখিয়া তো পুষ্পচয় মাল্যানী আনন্দময়
নদীতটে দেখিল সুন্দর॥
এ বারো বৎসর হইল যে বৃক্ষে অঙ্কুরণ হইল
তাহে পুষ্প গন্ধে মনোহর।
দেখেন মদনাজাতি শিরীষ কুসুম যুতী
বক বকুল নাগেশ্বর॥
কৌস্তরী পিয়ালি চাঁপা ভূমিচম্পক রক্তজবা
স্থলপদ্ম কুড়িয়ে টগর।
কদম্ব আবরি আদি কেয়ো কেতুকি তথি
বক বকুল ফুটিল বিস্তর॥
পাইয়া পুষ্পের গন্ধ মধু পিয়ে মকরন্দ
অলিগণ কুঞ্জরে সত্বর।
ভ্রমর কোকিল ধ্বনি অতি সুললিত শুনি
মাল্যানীর মন উল্লাসিত॥
কালিকা মঙ্গলা নাম রসময়ো অনুপাম
দাস গোবিন্দ বিরচিত॥

পত্রপুষ্পে সুশোভিত উদ্যান দেখিয়া মালিনীর বিস্ময়

যমক ছন্দ। পাঁচালি

দেখিয়া তো মাল্যানী ভাবেন মনে মনে।
হেন কালে হইল দেখা সুন্দরের সনে॥
যেরূপ দেখিল সে কিছু সত্য নহে।
দেখিতে দেখিতে ভিন্ন কতরূপ হএ॥

বিধাতা প্রসন্ন হইলে সুবুদ্ধি যোগায়।
এই কুমারের শক্তে হইল পুষ্পচয় ॥
এ বারো বৎসর বৃক্ষে নাহি পত্রফুল।
তাহার গন্ধেতে মত্ত নাচে অলিকুল ॥
দেবতার শক্তিধরে বলে মাল্যানী।
বিদ্যার ভাগ্যেতে বিধি মিলাইল আনি।
ভাগ্যে গৌরী আরাধিল নৃপতি নন্দিনী।
মনেতে মানিল ভাগ্য কৌতুক মাল্যানী ॥
স্নান দান করি তবে পুষ্প সাজি ভরি।
সুন্দর হৈয়া তবে গৃহে অনুসারি ॥
কালিকা মঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দ দাস কালিকামঙ্গল ॥

মালিনীর গৃহে সুন্দরের মালা গাঁথুনি ও বিদ্যার প্রতিজ্ঞা

সুন্দর হরষিত তবে মাল্যানীর গমন।
আপনার গৃহে আসি দিলা দরশন ॥
মিষ্টান্ন পান দিল পায়েস পরমান্ন।
অন্নব্যঞ্জন খাইলা অমৃত সমান ॥
গতায়াতো লোকজন কিছু নাহি দেখে।
এই মত দেবীর মায়া সেইখানে থাকে ॥
পুষ্প তোলে পুষ্প গাঁথে গাঁথানি সুন্দর।
মাল্য পুষ্পে তাথে সুন্দর অতি মনোহর ॥
নানাবর্ণে গাঁথে পুষ্প দেবতার তুল্য।
কতেক বন্ধন মালা কেবা জানে মুল্য ॥
সাজিতে তুলিল পুষ্প থুইল থরে থরে।
করে সাজি মাল্যানী ফিরে ঘরে ঘরে ॥
কারো বা যোগান পুষ্প কারো লয় কড়ি।
নানা বন্ধে মাল্যানী ফিরে বাড়ি বাড়ি ॥
ঢাকুনি তুলিতে পুষ্প গন্ধে মনোহর।
ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করে আমোদে তাহার ॥
রাজ দ্বারে নিরুদ্দ নাহি মাল্যানীর তরে।
আনন্দে চলিলা তবে পুষ্প সাজি করে ॥
দ্বারী প্রহরীর সঙ্গে আছে তার মেলা।
চম্পক গোলাপ পুষ্প কারো দেয় মালা ॥
দুই চারি পাঁচ পুষ্প দেয় কারো হাতে।
ধীর গমনে যায় সভা সম্ভাবিতে ॥
উপনীত হইল যথা নৃপতিনন্দিনী।
সখীগণ বলে এই আইল মাল্যানী ॥
সভার সহিত কথা মধুর সম্ভাষ।
পুষ্প দেখি নিরখিয়া সভার উল্লাস ॥
সখিগণ বলে তবে শুনহ মাল্যানী।
কভু নাহি দেখি এমন অপূর্ব্ব গাঁথানি ॥
আর নাহি দেখি পুষ্প কুতো রূপ ধরে।
ভাণ্ডন না করিহ নিশ্চয় কহো মোরে ॥
মাল্যা আনি বলে তবে শুন সখিগণ।
আপনে গাঁথিয়া যখন যেইল যমন ॥
পতিপুত্রে নাহি মোর ভাই সোদর।
কেবা যাছে কেবা গাঁথে কিদিব উত্তর ॥
মরিচ লবণ ঘৃত তণ্ডুল বিস্তর।
মাল্যানী বিদায় দিয়া পূজে গঙ্গাধর ॥
পুষ্পের অপূর্ব্ব গন্ধে শরীর অস্থির।
সখি সঙ্গে কথাবার্ত্তা বচন সুধীর ॥
সে দিবস কথাবার্ত্তা এইরূপে গেল।
সুন্দরের কাছে আসি উপনীত হইল ॥
কিছু না পুছিল তারে কুমার সুন্দর।
আপনি মাল্যানী তারে কহিল সত্বর ॥
শাস্ত্রসালে রাজকন্যা পড়িল যেমনে।
প্রতিজ্ঞা হইল তার গুরুপুত্র সনে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া কন্যা জানায় বাপমায়।
শুনিয়াত রাজরানী আনন্দ হৃদয় ॥
বিদ্যারে বিচারে যেবা জিনিবারে পারে।
সেই সে আমার স্বামী সভা সাক্ষ্য করে ॥
সাক্ষী হইয় ধর্ম্মরাজ বিচারের কর্ত্তা।
বিদ্যায় জিনিতে পারে সেই মোর ভর্ত্তা ॥
শুনিয়াতো রাজা আনায় যুবরাজ।
অভিমানে যায় সর্ব্বে সিদ্ধি নহে কাজ ॥
তবে পাত্র মিত্র রাজা করে অনুমান।
ক্ষত্রিয় মহারাজা জানায় স্থানে স্থান ॥
তারা কেহ আসিয়াছে কেহ আইসে নাই।
ইতে পরিণামে যেবা করেন গোঁসাঞি ॥
তোমা বহি পুরুষবর নাহি দেখি আর।
বিদ্যার বিধাতা তুমি কৈল সারে ॥
কালিকামঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল ॥

বিদ্যার প্রতিজ্ঞায় সুন্দরের আক্ষেপ

পঠমঞ্জরী রাগ

কুমার বলেন হাসি শুন শুন ওগো মাসী
হেন ছার প্রতিজ্ঞা কৈল কেনি।
প্রতিজ্ঞারে গেল সাধ পরিণামে পরমাদ
নাহি বুদ্ধি নৃপতিনন্দিনা ॥
কি আর বলিব আমি হয় নয় বুঝ তুমি
স্বজাতি অজাতি আছে কত।
বিদ্যার নাহিক অন্ত সর্ব্বজীব বিদ্যাবন্ত
পশু-পক্ষ আদি করি যত ॥
মাসী, শুন মোর কথা বিদ্যায় বিদ্বান যথা
ইহা মধ্যে আছে অসজ্জন।
সকলি হইল নষ্ট আপনি হইল ভ্রষ্ট
পরিণামে হইবে কেমন ॥
মাসী কহিগো তোমার কাছে কন্যার না বুদ্ধি আছে
রাজকন্যা বড়ই অজ্ঞান।
কন্যা অবোধ বড় নিশ্চয় কহিলাম দড়
অবশ্য হইবে বিদ্যাবান ॥
শুনি সুন্দরের বাণী হরষিত মালিয়ানী
সমুচিৎ সকলি কহিলা।
তব কথা পাঠান্তর কিবা দিব উত্তর
মূঞী স্ত্রী অবোধ অবলা ॥
এই সব রহস্য বুঝিয়ে অবশ্য
এহো বুঝি চাতুরালী।
কলিকা মঙ্গল গীত শ্রীগোবিন্দ সুরচিত
যাহারে সুহায় ভদ্রকালী ॥

——

সুন্দরের গাঁথুনি মালা লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন

এ সকল কথাবার্ত্তা যে দিবস গেল।
রন্ধন ভোজন করি শয়ন করিল ॥
শয্যা হইতে উঠে প্রভাতের কালে।
স্নান আদি করে জায়্যা পুণ্যনদী জলে ॥
মৃত্তিকা তুলিয়া তবে গঠে ত্রিলোচন।
দশ দণ্ড আরাধন করে দেবার্চ্চন ॥
তার পরে করে সুন্দর মন্দিরে গমন।
অমৃত সমান কৈল রন্ধন ভোজন ॥
বিনি সুতে নানাফুলে গাঁথিলেক হার।
কতেক রন্ধন রূপে কি বলিব তার ॥
কতেক রন্ধানে হার গাঁথে, যুবরাজ।
অঙ্গুরী পড়িয়া সুন্দর থুলে ফুলের মাঝ ॥
সূর্য্যের কিরণ ধরে অপূর্ব্ব তার জ্যোতি।
বিনি সুতে গাঁথিলেক তিলেক নাহি খুতি ॥
পুষ্প গাঁথিয়া কুমার গেলা নদী তীরে।
ধরিয়া যোগীর বেশ ফিরে ঘরে ঘরে ॥
শৃঙ্গ ডম্বুর করে ভস্ম বিলোপন।
এইরূপে নানাছলে করেন ভ্রমণ ॥
এথা পুষ্প লয়্যা মালীয়ানীর গমন।
সুন্দরের রূপ গুণ মনে অনুক্ষণ ॥
এমন অপূর্ব্ব রূপ কোথায় আছিল।
বিদ্যার ভাগ্যেতে বুঝি বিধি মিলাইল ॥
কত আরাধনা কৈল ভবানীশঙ্কর।
সেই পুণ্যে পাইল বর কুমার সুন্দর ॥
আপনা আপনি মালিয়ানী কথা কয়।
পুষ্পের সাজি লয়্যা করে বিদ্যার কাছ যায় ॥
কালিকা মঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল ॥

——

মালিনীর অন্তঃপুরে প্রবেশ

নটরাগ

বলিতে বলিতে বাণী রম্ভা যে মাল্যানী
হরষিত করিলা গমন।
পুষ্প সাজি লইয়া করে হরষিত অন্তরে
গেলা রাজকন্যার সদন ॥
নেতের দিব্য বসন করিয়া যে পিধন
করেতে লইয়া গুয়াপান।
গলিত কুচযুগ সদায় হাস্য মুখ
হরষিতে করিলা গমন ॥
যোগিনী যা যত জন সর্ব্বে কৈলা সম্ভাষণ
পুষ্পমাল্য দিলা সভাকারে।
নানা ছলে নৃত্যগীত সভাসঙ্গে সম্ভাষিত
আনন্দে দিলেন পুষ্প তারে ॥
অনেক দিবসাবধি পুষ্প যোগায় নিরবধি
নাই দেখি এমত বন্ধন।
কেবা গাঁথিয়াছে হার কেহ কোথা হইতে আসি
ইষ্ট কুটুম্ব কত জন ॥
যেবা যখন আসি মাল্য গাঁথেন বসি
যার মনে যে লয় যখন।

ভ্রমিয়া তো চতুর্ভিত রাজদ্বারে উপস্থিত
যে যাহার উচিত যোগান ॥
থানাদার যতজন সভে কৈলা সম্ভাষণ
পুষ্প দিয়া করিছে পয়ান ॥
তবে রাজ অন্তঃপুরে দিব্য দেবালয় ঘরে
কত রঙ্গে দিল পুষ্পপাত ॥
দেখিয়া তো মুখ্যরাণী হরষিত মালিয়ানী
হাসিয়া করিলা জোড়হাত ॥
রাণী প্রতি নমস্কার করে যোগ্য ব্যবহার
অনুনয় কথোপকথন ॥
বিদ্যাবতী আছে যথা অবিলম্বে গেলা তথা
করিল মধুর সম্ভাষণ ॥
কন্যা ভবানী শঙ্কর পূজা করে নিরন্তর
পূজা বিনে আর নাহি গতি ॥
সুমতি সুস্থিরমতি সর্ব্ব গুণে গুণবতী
শিবপূজা করে দিবারাতি ॥
ভগবতীর ভাণ্ডার অমৃতের সঞ্চার
বদনে দেই মহাশয় ॥
কালিকার আরতি রচিয়া কৃপাগতি
আনন্দে গোবিন্দ দাস গায় ॥

মালিনীর নিকট হইতে বিদ্যার মাল্যগ্রহণ ও সুন্দরের সহিত সাক্ষাতকারের উপায় নির্দ্ধারণ

উপনীত হইল যথা নৃপতি নন্দিনী।
সখিগণে বলে এই আইল মালিয়ানী ॥
বৈস বৈস বলি সব সখির সম্ভাষ।
হাস্য রহস্য কতো মধুর বিলাস ॥
পাঁচপাৎ দিলা পুষ্প চিত্ররেখার হাতে।
দেবতার স্থানে লিয়া থুইল একভিতে ॥
ঘৃত মধু শর্করা নানা উপহার।
নৈবেদ্য রচনা যতো পূজার প্রকার ॥
ধূপদীপ দিল তার গন্ধে মনোহর।
সুবর্ণের পাত্রে সব দিলেক সত্বর ॥
আচমন কৈল তবে পূর্ব্ব মুখ হইয়া।
সূর্য্যে সম্ভোদিল তবে তাম্রপাত্র লয়্যা ॥
জল ক্ষণ দিয়া মালা লইল করে।
সূর্য্যের কিরণ ধরে মালার ভিতরে ॥
হরগৌরী পাদপদ্মে দিল পুষ্পহার।
নৈবেদ্য রচনা দিয়া কৈল নমস্কার ॥
দণ্ডবৎ করি কন্যা রহিল ঐ মনে।
লজ্জায় উঠিয়া বৈসে চাহে সখি পানে ॥
কহগো কহগো শুন মালিয়ানী।
এ ফুলো গাঁথিলা কেবা কহ দেখি শুনি ॥
ঈষৎ হাসিয়া কথা কহে মালিয়ানী।
অবধান করি শুন নৃপতি নন্দিনী ॥
সুন্দর নামেতে মোর বুহিনী নন্দন।
অদ্য আসিয়াছে সে আমার ভবন ॥
কন্যা বলে মাল্যাআনী মোর মাথা খাও।
লজ্জা ভয় না করিহ সত্য কথা কও ॥
মাল্যানী বলেন কন্যা মোর কিবা ডর।
সার্থক পূজিলা তুমি ভবানী শঙ্কর ॥
কতকাল ছিল কন্যা তোমার আরাধনা।
তে কারণে পাইলা বর মনের বাসনা ॥
যেন রূপ তেন গুণ বিদ্যার নাহি অন্ত।
ধর্ম্মে ধার্ম্মিক বড় অতি গুণবন্ত ॥
মরে ছিল মালঞ্চ মোর এ বারো বৎসর।
কুমারের অনুভাবে ফুটিল সত্বর ॥
শুষ্ককাষ্ঠ মঞ্জরিল দেখি চিত্রময়।
মানুষের শকতি ·লক্ষ্যা যেমত কভু নয় ॥
মরিলে জীয়াতে পারে হারালে পারে দিতে
কুমারের গুণধর্ম্ম না পারি বলিতে ॥
শুনিয়া এসব কথা অঙ্গ অবশ।
চিত্ররেখা কহে কথা বুঝিয়া সরস ॥
ঠারাঠারি কানাকানি সখাগণ মিলি।
কহে কথা চিত্ররেখা বুঝিয়া সকলি ॥
বিদ্যাবস্তু পণ করে কত সখিগণ।
মালিয়ানা চিত্ররেখা কথোপকথন ॥
কহিলাম সকল শুনিলাম শ্রবণে।
কথাবার্ত্তা দেখাশুনা হইবে কেমনে ॥
মাল্যানী বলেন সখি কিবা জানি আমি।
এ সব সন্ধান যত কন্যা দিবা তুমি ॥
স্ত্রী কলাশাস্ত্র পড়িয়া থাক যদি।
তবে সে কহিতে পারি ইহার অবধি ॥
নাহিক জানিহ তুমি যদি স্ত্রী-কলা।
এক বুদ্ধি আছে তুমি কহ গিয়া ছলা ॥
ফুলের দোলা দেহ গিয়া মহাপ্রভু তরে।
সঙ্গীত বেড়াও তুমি নগরে নগরে ॥
এই চিহ্ন থাকে যেন কুমার সুন্দর।
শঙ্খ ঘণ্টা হাতে দিব্য চামর ॥

দেখিল চিনিব গুণ শ্রেষ্ট জন।
অবিলম্বে চল গিয়া লইয়া একমন ॥
নানারত্ন ধনে হইল মাল্যানী পরিতোষ।
চলিলা আপন গৃহে পরম সন্তোষ ॥
নানা রসায়ন ভক্ষ দিবা উপহার।
উপনীত হইল যথা নৃপতি কুমার ॥
বলিল সকল যত কথাবার্ত্তা হইল।
ঈষৎ হাসিয়া কুমার ঐ মনে রহিল ॥
এইখানে থাকিয়া আনিবারে পারি।
পরিণামে দোষ তেই ইহা নাহি করি ॥
তোমার অসাধ্য নহে মোর মনে লয়।
সাধিয়া সিদ্ধ কর নৃপতি তনয় ॥
রন্ধন ভোজন করি মিষ্টান্ন পান।
তাম্বুল খাইয়া কুমার করিলা শয়ন ॥
প্রভাতে থাকিয়া মালিয়ানী ভাবে মনে মনে
বৃন্দাবনে থাকিয়া যে পুষ্প তুলি আনে ॥
গঠেন ফুলের দোলা কতো চন্দবন্দ।
বিনোদ মোহন দোলা কতো পরিবন্দ ॥
গঠেন সুন্দর ফুলে সাজাইয়া দোলা।
নানা রঙ্গে গুণি সব আসিতে লাগিলা ॥
ঢাকঢোল কাড়াপড়া মৃদঙ্গ করোতাল।
নানাহ মুহুরি আনে শুনিতে রসাল ॥
ভেউর মন্দিরা যন্ত্র সপ্তস্বরা তথি।
আনিলেক বাদ্যভাণ্ড নাহিক অবধি ॥
কালিকা চরণ সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দ দাস কালিকামঙ্গল ॥

নাগরী নাগর সঙ্গে — যে ছিল যেমন রঙ্গে
চতুর্ভিতে চাহে দাঁড়াইয়া ॥
শঙ্খ ঘণ্ট চামর — লইয়াও সুন্দর
রহিয়াছে মহাপ্রভু ধরে।
লইয়া ফুলের দোলা — নানা রঙ্গে করে খেলা
উপস্থিত রাজার দুয়ারে ॥
চতুর্ভিতে নৃত্যগীত — রাজদ্বারে উপনীত
নানাবিধি বাদ্য বাজন।
হেন কালে চিত্ররেখা — সুন্দরে করায় দেখা
করাঙ্গুলি দিয়া ততক্ষণ ॥
দেখিলেন যেইক্ষণে — হৃদয়ে হানিল বাণে
দেখি বড় হইলা হুতাস।
কন্যা নহে স্থিরমতি — সখী সঙ্গে করে যুক্তি
কোন মতে হইবে সম্ভাষ ॥
দেখাইয়া সুন্দর — মাল্যানী চলিলা ঘর
সভাকারে করিলা অর্চ্চন।
নানাবিধি উপহারে — তুষিলেন সভাকারে
সমুচিত তুষিলা সর্বজন ॥
প্রভুরে দিলেন যত — তাহা বা কহিব কতো
সুবর্ণ রত্ন যতো আভরণ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল — সভারে সন্তুষ্ট কৈল
যার সেই গৃহে আগমন ॥
জয় জয় কালিকার — চরণ কমল সার
আর কিছু না জানি ভাবনা।
কেবল কৃপার ফলে — ভগবতী পদতলে
দাস গোবিন্দ বিরচনা ॥

নগর-সঙ্কীর্ত্তন ব্যপদেশে সুন্দরের বিদ্যার দর্শন

ধানসী রাগ

মাল্যায়ানী হরিষমনে — রত্নের সিংহাসনে
বসাইয়া প্রভু নারায়ণ।
কীর্ত্তন মহোৎসব — আইলো যতো প্রজা সব
হরি হরি বলে সর্ব্বজন ॥
নৃত্য করে নাচনিয়া — বাদ্য করে বাজনিয়া
গুণি লোক অশেষ গুণ গায়।
নানা রত্ন অভরণে — দিয়া প্রভু নারায়ণে
তুলিলেক ফুলের দোলায় ॥
দ্বিজ সর্ব্বে কান্দে করি — নগরে ভ্রমণ করি
অন্তরেতে হরষিত হয়্যা।

সুন্দরের মন্ত্রসিদ্ধি ও সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ

দক্ষিণান্ত করিল যে কার্য্য সমাপন।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল রজত কাঞ্চন ॥
অবশেষে মাল্যানী প্রসাদ মাল্য লইয়া।
চলিলেক মালিয়ানী হরষিত হইয়া ॥
চিত্ররেখা কহে কথা সরস বচনে।
আসিতে ইঙ্গিতে কৈল কথা কর সানে ॥
দ্বারী প্রহরী তোরা বড়ই চতুর।
কোন মতে আসিবে তোমার অন্তঃপুর ॥
চিত্ররেখা বলে যদি হয় গুণবান।
তবে সেই আসিবার জানিবে সন্ধান ॥
চিত্ররেখা বলে তুমি নাহি জান কাজ।
আসিতে সন্ধান সে জানিবে যুবরাজ ॥

এত কথাবার্ত্তা যদি হইল অবসান।
তবে মালিয়ানী গৃহে করিলা পয়ান॥
আসিয়া কহিল কথা শুন যুবরাজ।
মন্ত্র সিদ্ধি করিয়া সাধহ নিজ কাজ॥
শুনিয়া সুন্দর তবে সিদ্ধি মন্ত্র জপে।
সুড়ঙ্গের পথ হইল মন্ত্রের প্রতাপে॥
তৃতীয় অক্ষর বিদ্যা আগমের সার।
সেই মন্ত্র কুমার জপিল সপ্তবার॥
মন্ত্র জপিয়া কুমার হইল দণ্ডবৎ।
মন্ত্রের প্রতাপে হইল সুড়ঙ্গের পথ॥
বিদ্যার মন্দির আর মালিয়ানীর ঘর।
পাতালে জাঙ্গাল হইল পরম সুন্দর॥
কণক রচিত সে অপূর্ব্ব জাঙ্গাল।
দুই ভিতে শোভে তার মুকুতা প্রবল
মুখী দেবী আছেন তথায়।
অন্ধকারে আলো যেন চন্দ্রের উদয়॥
কালিকা মঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল॥

সুড়ঙ্গপথে সুন্দরের বিদ্যার গৃহে প্রবেশ

কামদেব জিনি রূপ অতি মনোহর।
সচকিত সখিগণ দেখিয়া সুন্দর॥
আচম্বিতে মন্দিরেতে চন্দ্রের উদয়।
কৌতুকে বিদ্যাবতী লুকায় লজ্জায়॥
দিব্য পালঙ্গ পর বসিয়া সুন্দর।
এক দৃষ্টে নিরখেন সখিরা সত্বর॥
যে অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সে অঙ্গে রয়।
সখীর সমাছে বস্যা বিদ্যাবতী চায়॥
কেমনে হইবে কথা কেমন সন্ধান।
সখীগণ সঙ্গে করি করে অনুমান॥
এই সঙ্গে সখীর সঙ্গে করেন যুকতি।
খণ্ডন না যায় তার দেবতার গতি॥
হেন কালে শিখরতে ডাকিল শিখিনী।
চিত্ররেখা বলে তবে তুমি বল শুনি॥
বুঝিয়া সুন্দর তবে করিল উত্তর।
গোকর্ণ ভক্ষক ডাকে পর্ব্বত উপর॥
রচিল গোবিন্দদাস চিন্তি বেদমাতা।
প্রথমে সখার সঙ্গে হইল কথাবার্ত্তা॥

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার

বসন্ত রাগ

বুঝিয়া সুন্দর বর অতি উল্লাসিত।
কহেন মধুর কথা সখির সহিত॥
গোমধ্য মধ্যে মৃগগোধরে হে।
সহস্র গোভূষণকিঙ্করাণাম্॥
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা।
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥
মহীধরে কলাপি গগনে ঘনমালা।
মেঘধ্বনি শুনিয়া শিখি ধরে কলা॥
বুঝিয়া না বুঝে সখী করে পরিহার।
শুনিতে না পাইব কথা কহ পুনর্বার॥
রচিল গোবিন্দদাস কালিকার বরে।
পুনরপি সেই কথা কহিল সুন্দরে॥

—:•:—

ওহে ধনি গুণবতি বুদ্ধিতে আগল।
তোমারি চাতুরীপণা বুঝিলাম সকল॥
হরসুত বাহন তাহার বর শুনি।
বল ওহে অনুচরে পূর্ণকাদম্বিনী॥
তাহার নাদে উল্লাসিত নৃত্যা শিখিনা।
রচিল গোবিন্দদাস চিন্তিয়া ব্রহ্মাণী॥

ধানসী রাগ

শুনিয়া হাসিলা কন্যা কৌতুকে রমণী।
কার সনে কহ কথা কিছুই না শুনি॥
বুঝিল কুমার তবে কাব্যরস বাণী।
বারুণীর প্রায় হেন অই অনুমানি॥
মৌন করিলা কেন শুন সখীগণ।
হেন বুঝি সখা সর্ব্বে কিবা ভাব মন॥
চিন্তিয়া সখিগণ কুমার বিচক্ষণ।
অন্য অন্য ঠারাঠারি করেন ভাবন॥
ধন্য হে কুমার ধন্য জনক জননী।
ধন্য ধন্য রূপ ধন্য ধন্য গুণমণি॥
মন দিয়া শুন হে সখী চিত্ররেখা।
কৌতুকে ডাকে ঐ স্বযোনি ভক্ষ্যা॥
নিশ্চয় জানিল যদি কুমার সুপণ্ডিত।
দেখি শুনি সখীগণ সভে উল্লাসিত॥
চিত্ররেখা সঙ্গে উঠে দিয়া গাও মোড়া।
কুমারের তরে কন্যা কৈলা হাত জোড়া।

বুঝিয়া কুমার তবে ঈষৎ হাসিত।
নিশ্চয় জানিল কন্যা হৈল দণ্ডবত॥
কালিকা মঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল॥

বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ

কামোদর রাড়ি

যতেক সখিগণ হইল আনন্দিত মন।
দাঁড়াইয়া সুন্দর রূপ করে নিরীক্ষণ॥
ধন্য যে পূজিল বিদ্যা হরপার্বতী।
তার ফলে পাইল সুন্দর হেন পতি॥
করিল বরণ সজ্জা স্বস্তিক কজ্জল।
শঙ্খঘণ্টা মৃদঙ্গাদি বাদ্য সকল॥
মালিয়ানী দিয়াছে পুষ্প পারিজাত।
কতেক বন্ধান পুষ্প সুন্দরের সাত॥
চৌদিকে মঙ্গলগীত গায় সখিগণ।
পুলকেতে আনন্দিত হইলা সর্বজন॥
মধুর স্বর ছোট শুনি বা না শুনি।
নহে বা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ সেই মঙ্গলধ্বনি॥
বিধি নিয়োজিত বেলা হইল শুভক্ষণ।
বিদ্যারে পরাইল রত্ন আভরণ॥
কুবেরের রম্ভা যেন দেবতা নন্দিনী।
সখিগণ আনি কৈল বরণের সাজনী॥
সখিগণ মেলিয়া ধরিল অন্তঃপট।
চিত্ররেখা অরুন্ধতীর ছিল নিকট॥
অন্তঃপট আচ্ছাদিয়া সপ্তপাক ফিরি।
পতি প্রণতি তবে করিল সুন্দরী॥
হরোষিত হইয়া কৌতুক নৃপবালা।
বিজয় মাহেন্দ্রক্ষণে বদল কৈল মালা॥
সখিগণ মেলিয়া করিল জয়ধ্বনি।
বিদ্যাসুন্দর হইল পুষ্পের ছায়নি॥
শঙ্খ ঘণ্টা জয়ধ্বনি শাস্ত্র বিধানে।
হইল গন্ধর্ব বিভা শাস্ত্র প্রমাণে॥
কালিকা মঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল॥

বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন

হইল গন্ধর্ব বিভা হরিষ দুই জনে।
পালঙ্কে বসিলা দোঁহে কৌতুক বিধানে॥
কর্পূরেতে পুরে মুখ অধরে চুম্বন।
বাহিরে গেলেন তবে যত সখিগণ॥
কেহ হাসে কেহ লাজে কেহ হেটমুখী।
বিদ্যাসুন্দর এখন রসেতে কৌতুকী॥
প্রথমে করিল কুমার কুচ মর্দন।
বদনে বদনে দিয়া অধরে চুম্বন॥
রতি কেলি রস বিদ্যা কিছুই না জানে।
লাজে ভয়ে চমকিত সচকিত মনে॥
মনে ভঙ্গ করি তবে ঘুচাইল লাজ।
বাহু পসারিয়া তবে ধরে যুবরাজ॥
নয়ানে নয়ান দিয়া বয়ানে বয়ান।
রসসিত ভৃঙ্গ যেন করে মধুপান॥
ঊরুপর বন্ধন অতি খরতর।
বিদ্যাবতী চমকিত জোড় করে কর॥
রতি রঙ্গ রস কেলি আমি নাহি জানি।
রঙ্গে ক্ষমা দেহ পাছে বধহ রমণী॥
ক্ষণে হাসে সচকিত ক্ষণে ভয় লাজ।
ক্ষণে ক্ষণে সুনয়ান দোঁহে মন মাঝ॥
জিনিল মদন রসরতি সমাধানে।
করে ব্যাপি নরপতি বাহির পয়ানে॥
নিরস কলেবর কুমার সুন্দরে।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকার বরে॥

—:*:—

নিয়মিত ভাবে বিদ্যার গৃহে সুন্দরের অবস্থিতি

যার যেই স্থানেতে আইলা সখিগণ।
খট্টার উপর শয়ন কৈলা দুই জন॥
রতি অবসাদে দোঁহে কিছুই না জানি।
প্রভাতে উঠিয়া দেখে পোহাল রজনী॥
সুন্দর উঠিয়া দেখে বিদ্যা অচেতন।
না হইল কথাবার্তা করিল গমন॥
এথায় মাল্যানী আছে পথ পানে চায়া।
হেনকালে সুন্দর তথা উত্তরিল গিয়া॥
দেখিয়াতো আনন্দিত হইলা মাল্যানী।
সুমঙ্গল সুন্দরের মিলিল কামিনী॥
নিশীবস্ত্র পরিহরি মাল্যানীরে দিল।
স্নান হেতু নদীতীরে কুমার চলিল।
মাল্যানী আনিল বস্ত্র রজকের বাড়ি।
বস্ত্রগুলা কাচি দেহ আমি দেব কড়ি॥
যেবা কড়ি লও যেবা যোগাইয়া ফুল।
ইহার মধ্যেতে যেবা হবে অনুকূল॥

হাসিয়া রঞ্জক তবে কহিল কাহিনী।
তোমার গৃহে পুরুষ নাই ইহা আমি জানি
শুনিয়া মালিয়ানী তবে হইল সভয়।
মোর বাড়ি আসিয়াছে মোর বুহিনী তনয়।
রঞ্জক বলে মাল্যানী তুমি যাহ বাড়ি।
যে তোমার মন লয় দেহ সেই কড়ি॥
হরষিত মাল্যানী করিলা গমন।
সুন্দর লইয়া হেথা শুনহ বিবরণ॥
নদীতীরে গিয়া সুন্দর পুজে ত্রিলোচন।
ঐ পদ মধ্যে মতি যার নাহি মন॥
দশদণ্ড রহি পূজে ভবানী শঙ্কর।
এমন প্রকারে যায় দুই প্রহর॥
মন্দিরে প্রবেশ করে কেহ নাহি জানি।
বিদ্যার কাছে গিয়াছে রম্ভা মাল্যানী॥
হাস্য পরিহাস্য করে কত রঙ্গ লীলা।
কতেক মধুর দ্রব্য মাল্যানীরে দিলা॥
ঘৃতদধিশর্করা নানা উপহার।
রাজযোগ্য দ্রব্য দিলা বিবিধ প্রকার॥
এ সকল দ্রব্য লয়্যা মাল্যানীর গমন।
উপনীত হইল গিয়া আপন ভবন॥
দুই জনের কথাবার্ত্তা রঙ্গে বেহার।
পঞ্চ উপহারে সুন্দর করে ফলাহার॥
পুনরপি যায় সুন্দর সেই নদীতীরে।
ধরিয়া যোগীবরে সফরে ঘরে ঘরে॥
ক্ষণে যুবা ক্ষণে বৃদ্ধ কতোরূপ হয়।
ক্ষণে ক্ষণে হয় সুন্দর বালকের প্রায়॥
ক্ষণে যোগী ক্ষণে ভোগী ক্ষণে ব্রহ্মচারী।
কখন কি মূর্ত্তি হয় দেখিতে না পারি॥
এমত প্রকারে সে দিবস গোঁয়ায়।
দিন অবশেষে মাল্যানী গৃহে যায়॥
রন্ধন ভোজন করি কতো মধু রসে।
পায়েস পিষ্টক খায় ভোজনের শেষে॥
আচমন করে তবে ভোজনের শেষে।
বিচিত্র খট্টায় বৈসে পরম হরিষে॥
নানা বস্ত্র অভরণ করে পরিধান।
সুড়ঙ্গের পথে কুমার করিল পয়ান॥
দিব্য জাঙ্গাল তথি চন্দ্রের উদয়।
নহে দিবা নহে রাত্র মহা জ্যোতির্ম্ময়॥
সুন্দরের রূপেতে তিমির করে নাশ।
শরত সময় যেন ? জোস্নাপ্রকাশ॥
কালিকা চরণ সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল॥

ও নব জলধর অঙ্গ।
হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
চূড়ার উপরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড।
ঝলমল কুণ্ডল চল চল গণ্ড॥
অধরে মুরারি পূরে বাজু ত্রিভঙ্গ।
বিষম কুসুম সভে নয়ান তরঙ্গ॥
বদন সুধাকর কি মধুর হাস।
জগমন মোহন মুরারি প্রকাশ॥
অরুণ বরণ জিনি পদারবৃন্দ।
পদ নখ নিছনি দাস গোবিন্দ॥
সুন্দর গমন মন্থর চলি যায় মনোরথ গ্রাম॥ ধুয়া

—:*:—

বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিহার

রাজার কুমার রঙ্গেতে বেহার
তিলমাত্র নাহি ভ্রম॥
সুন্দর শোভিত মন্দিরে উপনীত
বিদ্যাবতি আছেন কৌতুকে।
দ্রব্য অভরণ সংহতি সখিগণ
নানা রস আছে সম্মুখে॥
ঘৃত মধু শর্করা গঙ্গাজল মনোহরা
কপূর বাসিত গুয়াপান।
দিব্য কণক ঝারি তাহে সুবাসিত বারি
অনুক্ষণ কাম অঠান॥
দিব্য পালঙ্ক পরি তাহে নেউ মশারি
দিব্য বালিশ মনোহর।
দিব্য বস্ত্র আচ্ছাদন দিব্য সজ্জা সুশোভন
বৈসে তথা কুমার সুন্দর।
বসিল খট্টার পরি কত রঙ্গ চাতুরি
কতো রঙ্গে করেন বেহার।
কতো রসে অলিগণ কতো রঙ্গে চুম্বন
কতো রঙ্গে ভুঞ্জয়ে শৃঙ্গার॥
কতেক মধুর ভাস কতো রঙ্গের সভাষ
ধন্য ধন্য কুমারী কুমার।
কালিকা মঙ্গল গীত রসময় সুললিত
গোবিন্দ দাসে গায় সার॥

রাণী কর্তৃক বিদ্যার গর্ভলক্ষণ নিরীক্ষণ

সুন্দরের রস ভোগ কতেক বন্ধান।
প্রভাতে মালিনী গৃহে করিলা পয়ান ॥
এমত প্রকারে নিত্য করে গতাগতি।
দৈবের নির্ব্বন্ধ বিদ্যা হইল গর্ভবতী ॥
এক দুই তিন মাস হয় ভিন্ন ভিন্ন।
দিন কত ব্যাজে হইল গর্ভ চিহ্ন ॥
রতি রঙ্গ বেভার কিছু না গণিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ হেতু বাড়িতে লাগিল।
আন দিন যান ছাদ হয় তোর মণি।
উঠে বৈসে অনুক্ষণ ধরিয়া ধ্বনি ॥
কুমারের চাক প্রায় ফিরে তার অণ্ড।
উরুযুগ ভর করি মুখে উঠে বান্ত ॥
কুচ কাল বর্ণ হইল মুখে উঠে হাই।
গর্ভের লক্ষণ যত দেখিবারে পাই ॥
অনুক্ষণ উঠে বৈসে গমন মন্থর।
ভূমেতে শয়ন বিদ্যা ভার গুরুতর ॥
অন্য অন্য সখিগণ করে কানাকানি।
পরিণামে কি হইবে কিছুই না জানি ॥
কেমনে হইবে বিধি কি হবে বিধান।
না জানি কি হয় কিবা করি অনুষ্ঠান ॥
চুল নাক আদি কত অপমান আছে।
কেহো বলে চলো যাই মোক্ষ্যরাণীর কাছে ॥
কেহো বলে কি কহিব কহ দেখি শুনি।
কেহো বলে তখনে যে লয় যায় রাণী ॥
ভাল বই মন্দ নাই চিন্তিব বিদ্যাব।
তবে জগতি মতি হউক যাহার ॥
সাত পাঁচ সখিগণ ভাবে মনে মনে।
বিষাদিত মনে গেলা রাণী বিদ্যমানে ॥
মোক্ষ্যরাণী পায় সভে হইলা নমস্কার।
আইস আইস বলে রাণী বচন সুসার ॥
বিদ্যার কুশল আগে কহ কহ শুনি।
হেনকালে চিত্ররেখা হইলা জোড় পাণি ॥
পরিণাম না জানিয়া দিবা অনুযোগ।
না জানি বিদ্যার অঙ্গে বাড়ে কোন রোগ ॥
অনুক্ষণ বিদ্যাবতির ভূতলে শয়ন।
রয়্যা রয়্যা বলে গা কি করে কখন ॥
খাইতে না পারে বিদ্যা বসিতে উৎকট।
রহিয়া রহিয়া বিদ্যা করে ছটফট ॥
এতেক শুনিয়া রাণী চিত্ররেখা মুখে।
আসিয়া দেখিল রাণী সকল প্রত্যক্ষে ॥
গর্ভ লক্ষণ যত সকলি বিদিত।
প্রতি অঙ্গে গর্ভ চিহ্ন না যায় খণ্ডিত ॥
দেখিয়া তো মোক্ষ্যারাণী চিত্তে শোকাকুলি।
প্রতি অঙ্গে প্রতি গর্ভে লক্ষণ সকলি ॥
দিনেতে শয়ন তার নিশী জাগরণ।
অঙ্গ নিরখিয়া রাণী বিষাদিত মন ॥
নাসিকায় অঙ্গুলি দিয়া দাঁড়াইয়া চাহে।
গর্ভের লক্ষণ যত দেখিবারে পায় ॥
আঁখি মুখ কুচ যুগ করে নিরীক্ষণ।
প্রতি অঙ্গে দেখে সভ গর্ভের লক্ষণ ॥
মুখে জল দিয়া সখী করায় চেতন।
সমুখে দেখিয়া রাণী সলজ্জিত মন ॥
কালিকা মঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল ॥

—:*:—

বিদ্যার প্রতি রাণীর তিরস্কার

রাণী বলে কি হইল বড়ই প্রমাদ কৈল
প্রতিজ্ঞা করিল কি কারণ।
হইল বড় কেলেঙ্কার প্রাণে নাহি জীব আর
হইল বড় কলঙ্ক ঘোষণ ॥
শুন শুন কলঙ্কিনী প্রতিজ্ঞা করিল কেনি
কোন হেতু হইল কোন কাজ।
তোর চিত্তে নাহি ভয় শুন শুন পাপাশয়
জগত ভরিয়া হইল লাজ ॥
রাণীর বচন শুনি কন্যা মনে মনে গনি
কেন বা জীবন আছে আর।
কেবা সুবুদ্ধি হয় নাহি দেয় পরিচয়
হেন প্রমাদে করে পার ॥
জয় জয় কালিকার চরণকমল সার
আর কিছু নাহিক ভাবনা।
কেবল কৃপার ফলে ভগবতী পদতলে
দাস গোবিন্দ সুরচনা ॥

—:*:—

রাণী কর্ত্তৃক রাজাকে বিদ্যার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ জ্ঞাপন

বসিল মহাদেবী বিদ্যারে দেখিয়া।
পুনরপি জিজ্ঞাসিলা শোকাকুলি হয়্যা ॥
এতেক প্রমাদ হইল কিসের কারণ।
কহো দেখি শুনি কথা জান কোন জন ॥

ভয় না করিহ কেহ সত্য করি কহ।
তাগুন না করিহ কেহ মোর মাথা খাও ॥
ঠারাঠারি চিত্ররেখা কহে করাঙ্গুলি।
বাক্যরসে মহারাণী জানিলা সকলি ॥
মুখ্যরাণী বলে মাগো তোমারে সে বলি।
কেমন নাগর আসি করেন নাগরালি ॥
বিদ্যাবতী বলে আমি কিছুই না জানি।
আচম্বিতে শরীরে কি হইল আপনি ॥
প্রাণ ছটফট করে মুখে উঠে রাস্ত।
না জানি শরীর মোর পুড়ে উঠে অন্ত ॥
বিষাদ ভাবিয়া রাণী শিরে দিল হাত।
কেমন প্রকারে ইহার গর্ভ করি পাত ॥
না জানি কি করিব কি হবে পরিণাম।
এমন প্রমাদে বিধি কৈলা কোন কাম ॥
নৃপতিরে না কহিল কি হয় না জানি।
সাত পাঁচ ভাবিয়া চলিলা মুখ্যরাণী ॥
নিজ অন্তঃপুরে গেলা সখীগণ লয়্যা।
বিষাদ ভাবিয়া তবে মনে দুঃখ হয়্যা ॥
বেলা অস্ত গেলা দিন হইল অবশেষ।
দরবার ভাঙ্গি রাজা মন্দিরে প্রবেশ ॥
পাত্র মিত্র সভাকারে দিলেন বিদায়।
আপনে সেবক পাত্র রাখিলা তথায় ॥
আনন্দে স্বরূপে রাজা গেল নিজপুরী।
অতি বড় বিষাদিত মুখ্যসুন্দরী ॥
অতি বড় করুণ ভুমিতে শয়ন।
দেখিয়া বিস্ময় রাজা জিজ্ঞাসে কারণ ॥
কাহার শকতি খিক বলিয়াছে কথা।
ত্রাসিত পুরীমাঝ মনে লাগে ব্যথা ॥
বিস্মিত হইয়া রাজা চাহে চতুর্ভিত।
অন্য অন্য কানাকানি চাহে অন্যরীত ॥
চৈতন্য করিল রাণী মুখে জল দিয়া।
এতেক প্রমাদ কেন কহ স্থির হইয়া ॥
কাহার শকতি খিক বলিছে বচন।
কোন হেতু তোমার আজি বিষাদিত মন ॥
রাণী বলে কি কহিব কুসলের কাজ।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদ্যা থুল্যা বড় লাজ ॥
আচম্বিতে গর্ভ তার শুন নৃপমণি।
সেইক্ষণে মহারাজা বসিলা ধরণী ॥
শুনিয়া রাজার মনে হইল সন্ধে।
সেইক্ষণে গেলা রাজা বাহির বিহন্দে ॥
পাত্রমিত্র আদি যতো আইলা সত্বর।
পুনরপি সেইক্ষণে রাজার গোচর ॥

রাজার অবস্থিত দোখ উড়িল পরাণ।
কানাকাণি পাত্রমিত্র না পায় সন্ধান ॥
শোকাকুলি রাজারাণী এতেক প্রমাদ কেনি
কি বিধি করিলা পরমাদ।
তথা বিদ্যাসুন্দর অতি সুখ অন্তর
মনে ভাবে যে করে গোঁসাঞি।
রজনী প্রভাত হইল রাজারাণী স্নান কৈল
মনে ভাবে কোন উপায় নাই ॥
রাজারাণী শিরে হাত কি করিলা জগন্নাথ
পরিণামে কি হবে কেমন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর কিবা স্বর্গ বিদ্যাধর
কার শক্তি হইয়াছে এমন ॥
চিত্তে দুঃখ মহারাজ জগত ভরিয়া লাজ
মুখ তুলি নাহি কয় কথা।
মনে গণে রাজরাণী হেন কন্যা হইল কেনি
কেন হেন করিলা বিধাতা ॥
রাজা উঠে বৈসে ত তাহা বা কহিব কত
পাত্র মিত্র অন্তরঙ্গগণ।
নৃপতির তাপ দেখি সর্ব্ব হইলা মহাসুখি
কোটাল লয়্যা শুন বিবরণ ॥
জয় জয় কালিকার চরণ কমল সার
আর কিছু নাহিক ভাবনা।
কেবল কৃপার ফলে ভগবতী পদতলে
দাস গোবিন্দ রচনা ॥

রাজা কর্ত্তৃক কোটালদিগের তিরস্কার

ডাক দিয়া রাজা তবে আনে নিশীশ্বর।
ক্রোধ হইয়া কহে কথা তর্জিত উত্তর ॥
আরে বেটা রিপুসঙ্গে করিয়াছ মেলা।
তথির কারণে মোর কার্য্য কর হেলা ॥
আনন্দে পুরীর মাঝে আছ যে বিভোর।
আনন্দে আনহ তুমি অন্তঃপুরী চোর ॥
শিশুকাল হইতে তোরে দিলাম অধিকার।
তথির কারণে কার্য্য করিলি আমার ॥
তোরে আনি কোটাল করিলা কি কারণ।
আজি প্রাণ লই তোর হেন লয় মন ॥
রাজার বচন শুনি কোটাল পালে ভয়।
করজোড় করিয়া কোটালে কথা কয় ॥
এতেক প্রমাদ রাজা নাহি পাই সন্ধি।
আজ্ঞা করহ চোর করি দিব বন্দি ॥

জলে স্থলে থাকে যথা মহী এ মণ্ডলে।
চোর ধরিয়া দিব বান্ধি হাতে গলে॥
রাজা বলে কোটাল আমি যে এই চাই
নহে তোমার সবংশ গাড়িব এই ঠাঁই॥
পুনরপি সভারে রাজা দিলেন বিদায়।
কেহ নাহি বুঝে তাহা মনেতে বিস্ময়॥
কালিকা চরণ সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দ দাস কালিকামঙ্গল॥
রাজার চিত্তেতে বড় হইল বিষাদ॥

চোর ধরিবার জন্য কোটালগণের নানা উপায় অবলম্বন ও তাহাদের ব্যর্থতা

রাজা প্রণমিয়া হইল কোটালের গমন।
হাটে নগর কোটাল চাহে ঘন ঘন॥
অলক্ষিতে চোর তাহা দেখিতে না পায়।
গাছে যেন পণস ফল জাম্বুক কি তনয়॥
যেন পঞ্জরেতে সুগ বাহিরেতে বিতাল।
সুড়ঙ্গেতে হাঁটে চোর বাহিরে কোটাল॥
রাত্র দিবা চাহে কোটাল লাগি নাহি পায়।
প্রাণে উড়িল কোটাল পাইল বড় ভয়॥
কি হইল পরমাদ কোথায় পাব লাগ।
পুনরপি যুদ্ধ করি হইল ভাগ ভাগ॥
কেহো রহিল নৌকা পথেত কথোজন।
হাটে ঘাটে মাটে কহো করেন ভ্রমণ॥
আথারে পাঁথারে নগরে ঘরে ঘরে।
অলক্ষিতে চোর কেহ না পারে ধরিবার॥
পাতাল পথেতে চোর তাহা কেবা জানে।
কেমতে পাইবা লাগ ভাবে মনে মনে॥
নিত্য নিত্য বলে মালয়ানী সুলোচনা।
সাবধান হইয় বাপু কোটালের থানা॥
সুন্দর কহিলা কথা মাল্যানীর তরে।
আপনে যদি দেখা দিই ধরিবারে পারে॥
নহে যদি ঐ মনে থাকি কতোকাল।
তবে না পাইয়ে লাগ মরিবে কোটাল॥
এই মত সুন্দর নিত্য করে গতাগতি।
আরদিন কোটাল তলপ করিল নরপতি॥
আরে কোটাল তুই থাকিস কোথাকারে।
চোর না ধরিয়া নিশ্চিন্তি আছ ঘরে॥
কাটিতে হুকুম দিল বীরসিংহ রায়।
কোটাল বলেন গোসাঞি মোর কিবা ভয়॥
দৈবে মরিয়াছি সর্ব্বে নাহিক নিস্তার।
তুমি মার আপনি মরি মরণ একবার॥
রাজা কি যার আছে মোর প্রাণের বাসনা।
রাত্রদিনে অলক্ষণা সদায় ভাবনা॥
কতেক প্রকারে কতো করিলাম উপদেশ।
দুষ্ট চোরার পাকে কতো পাই ক্লেশ॥
বুঝিতে না পারি ফান্দ চরিত্র কেমন।
মনুষ্যের শক্তি কভু নহে ত এমন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা রাক্ষসের গতি।
মনুষ্য হইতে রাজা এমৎ নহে শক্তি॥
ঘুচিল রাজার ক্রোধ কোটাল বচনে।
পাত্র মিত্র লয়্যা যুক্তি করে রাত্র দিনে॥
কালিকা মঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকা মঙ্গল॥

কোটালগণের দুঃখ

মনে গনি নৃপমণি বলিলেন প্রিয়বাণী
চলো ঝাট চাহ ভাল মতে।
রাজার বচনান্তর চাহিয়া তো সত্বর
অবশ্য ঠেকাবেন জগন্নাথে॥
আজ্ঞা লয়্যা রাজধানি যুক্তি সর্ব্বে অনুমানি
প্রণমিয়া করিলা গমন।
বিদায় হৈয়া দেয় মেলা করে বসি নানা ছলা
বসিয়া যুক্তি করে সর্ব্বজনা॥
ধন্য ধন্য ধন্য ধন্যা ধন্য ধন্য রাজকন্যা
প্রতিজ্ঞা কৈল কাজ।
কোটালে করয়ে গল্প বিবাহ না হয় অল্প
জগত ভরিয়া হইল লাজ॥
কন্যা বসি করে সুখ আমা সভার এতো দুঃখ
বারে কয়দি লাগি পাই চোরে।
কেহো বড় রহস্য কারো মুখে হাস্য
সুবকে বসিয়া গল্প করে॥
হাস্য রহস্য কৈল সর্ব্বে গৃহবাস গেল
সর্ব্বে কৈলা স্নান ভোজন।
কালিকা মঙ্গল গীত রসময়ো সুললিত
দাস গোবিন্দ বিরচন॥

কোটালগণের যুক্তি ও দিবাকর রজকের সন্ধান

সাত পাঁচ কোটাল বসিয়া যুক্তি করে।
রাজকার্য্য এড়িয়া সর্ব্বে রহিলা বসি ঘরে ॥
কেহো বলে কোথায় যাব কি করিবে রাজা।
কেহ বলে ঘরে বসি সর্ব্বে করে মজা ॥
বৃদ্ধ কোটাল তবে বিমর্ষিয়া কহে।
কেহো বলে হেলা করো এমৎ ভাল নহে ॥
কেহো বলে কোথায় যাব পাব কোন খানে।
প্রচণ্ড বলেন তবে শুন সাবধানে ॥
ভাস্কর নামেতে ছিল বুদ্ধিতে সাগর।
চৌতরা করিয়া বৈসে কোটাল সত্বর ॥
ভাস্কর বলেন সভে কহো দেখি শুনি।
কাহার মনে কিবা আছে কহো অনুমানি ॥
কেহো বলে আমার মনে এই যুক্তি আছে।
সেই চোরা বয়দি লাগি পাই কাছে ॥
নাকে চুলে দিয়া শাস্ত্র বধ কর প্রাণে।
পরিণামে এমন যেন না করে কোন জনে ॥
পাইলাম তোমার বুদ্ধি চুপ করি রহ।
আরো কারে মনে কি আগু হইয়া কহ ॥
আর জনে বলে ভাই নাহি উপদেশ।
দুষ্ট কন্যার পাকে পাবো কত ক্লেশ ॥
অবিবাহ কন্যার সাহস দেখ মনে।
এমন কর্ম্ম করিল কেমনে ॥
দিবাকর বলে তবে সভাকার পাছে।
আমার মনেতে ভাই এক যুক্তি আছে ॥
সকল সন্ধান জানি কহিলাম সার।
এক যুক্তি বলি আমি করহ বিচার ॥
হয় নহে শুন ভাই এক যুক্তি বলি।
রজক ডাকিয়া আনো বুঝিব সকলি ॥
হয় হয় বলি তারে সর্ব্বে দিলা কোল।
এবড় সন্ধান ভাই কৈলা ভাল বোল ॥
তাহার বচনে সর্ব্বে মনে অনুমানি।
দিবাকর রজকেরে ডাক দিয়া আনি ॥
বিরলে বসিয়া আছে কোটাল যত জন।
হেনকালে রজক আসি দিলা দরশন ॥
হাসিয়া সভার সঙ্গে মধুর সম্ভাস।
মিত্র মিত্র বলিয়া সর্ব্বে করয়ে প্রকাশ ॥
আশোয়ার মিত্র পশ্চাতে বন্ধুলোক।
মিত্র হইতে খণ্ডে যদি এ সকল শোক ॥
মিতা রাজকন্যার কথা যে শুনিয়াছ শ্রবণে।
তাহার যে গর্ভ হইল কেমনে ॥
কেমৎ বিনোদ চোর কেমৎ তার গতি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা কোথায় উৎপতি ॥
বিস্তর সন্ধান মিতা কৈলা নানা মতে।
দুষ্ট বিষম চোর না পারি ধরিতে ॥
তোমা হইতে পাই যদি কিছু উপদেশ।
ইহা বিনু আর কিছু নাহিক বিশেষ ॥
দিবাকর বলে মিতা করি পরিহার।
তুমি মোরে মিতা বল ভাগ্য আমার ॥
কালিকা চরণ সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল ॥

দিবাকরের সহিত কোটালের যুক্তি

তুমি মিত্র দিবাকর বড় দেখি আথান্তর (১)
তোমার ভরসা কিছু করি।
আমার যতেক সন্ধি সে বুদ্ধে নহিল বন্দি
আর কিছু নাহিক চাতুরি ॥
সকল চাতুরীপণা যতো ঠাই দিল থানা
তব বন্দি নহিল দুষ্ট চোর।
এক যুক্তি অনুমানি যে হেতু তোমারে আনি
এখনে ভরসা সভে তোর ॥
মিতা যতেক রজক আছে আনিবা আপন কাছে
সভে কহিবা বিবরণ।
অঘোরে সিন্দুর রেখ জানিবা যে পরতেক
বিচারিয়া করিবা যতন ॥
এমন ধরিবা তাহে যে জন একত্র হয়ে
তার বস্ত্রে সাক্ষী পাও যদি।
কেবা হয় পরদেশী কেবা হয় সহ দেশী
বিচারিয়া করিবা অবধি ॥
কোটাল চলিল ঘর গৃহে যায় দিবাকর
দৈব গতি না যায় খণ্ডনা।
কালিকা মঙ্গল গীত রসময় সুললিত
দাস গোবিন্দ সুরচনা ॥

১। সং—অবস্থান্তর, অর্থ বিপদ।

রজকের সুন্দরের সিন্দুররঞ্জিত বস্ত্র প্রাপ্তি ও কোটালের নিকট অর্পণ

ঘৃত মধু শর্করা দুগ্ধ কদলীকে।
একত্রে খাইলা সর্ব্বে পরম কৌতুকে ॥
করে কর ধরাধরি দিলা গুয়াপান।
শীঘ্র গতি চল মিতা করোগে সন্ধান ॥
কোলাকুলি করিলা সভে অধরে চুম্বন।
রজকেরে দিলা তবে রজত কাঞ্চন ॥
আপনার গৃহে রজক করিলা গমন।
যথা যত রজক ছিল আনি ততক্ষণ ॥
বিরলে বসিয়া সব কহিলা কথন।
শুনিয়া রজক সব গৃহেতে গমন ॥
সে সকল কথাবার্ত্তা বলিল সকলি।
শুনিতে দুষ্কর বড় কুধন্য বলি ॥
প্রতিজ্ঞা করিতে কেবা বলিল তাহারে।
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ এ দুঃখ দিল সভাকারে ॥
এমৎ প্রতিজ্ঞা কথা কভু নাহি শুনি।
প্রতিজ্ঞা করিল ধন্য নৃপতি নন্দিনী ॥
দড়োদড়ি করি সর্ব্বে গেলা যার ঘর।
দৈবযোগে বিথড়ে এখন গেলা দিবাকর ॥
দৈবের ঘটন কভু খণ্ডন না যায়।
বস্ত্র তুলি যাএ এখন নিরখিয়া চায় ॥
সকল বস্ত্র নিরখিয়া চাহিল এক এক।
সুন্দরের বস্ত্রে দেখে সিন্দুরের রেখ ॥
সিন্দুরের রেখ আর লাগিছে কজ্জল।
পাইয়া হরিষ বড় হইলা সকল ॥
জৌউ জৌউ করিয়া বস্ত্র রাখিলা যতনে।
কোটালের কাছে গেলা তুরিত গমনে ॥
যতেক কোটাল সব করেন যুকতি।
বিধাতা মিলাল হেন দেখি শীঘ্রগতি ॥
তুরিতে রজক আইসে উর্দ্ধ গমনে।
কার্য্যসিদ্ধ হইল হেন বুঝি অনুমানে ॥
হেনকালে দিবাকর মিলিল আসিয়া।
আইস আইস বৈস বৈস বলে তুষ্ট হইয়া ॥
কহো কহো শুভবার্ত্তা কহ আগে শুনি।
দিবাকর কহে কথা মধুর কাহিনী ॥
কাঁখেতে হইতে বস্ত্র থুইলে ভূমিতে।
উঠিয়া কোটাল সভে লাগিলা কহিতে ॥
অঘোরে সিন্দুর আর কজ্জলের রেখ।
দেখিল কোটাল সভ সত্য পরতেক ॥
যতেক কোটাল সভ উঠে হরিবলি।
রজকের সঙ্গে সভ কৈলা কোলাকুলি ॥
কাহার অম্বর এই পাইলা কেমনে।
রজক বলেন মিতা শুন সাবধানে ॥
মালিয়ানী বস্ত্র আনি দেয় নিত্য নিত্য।
পতি সুত নাহি তার কহিলাম তত্ত্ব ॥
এতেক শুনিয়া সর্ব্বে কৈলা ফলাহার।
চলিলা কোটাল সর্ব্বে ঘর বেড়িবার ॥
ওথায় সুন্দর আছে পরম হরিষ।
অস্ত গেলা দিবাকর মন্দিরে প্রবেশ ॥
যতেক কোটাল সব রহিলা আড়ে ওড়ে।
এতেক প্রমাদ সুন্দর কিছুই না জানে ॥
নানা উপহারে কৈল রন্ধন ভোজন।
খট্টায় বসিয়া পরে নানা অভরণ ॥
যতেক কোটাল সব দেখিবারে পায়।
দোখয়া না দেখে কেহ সহায় মহামায় ॥
চলিতে শকতি নাই মুখে নাহি রা।
কুমার করেন রক্ষাকালী চণ্ডী মা ॥
দেখ দেখ করিতে সুড়ঙ্গ প্রবেশ।
দেখিলেক চোর কেহ না পায় উদ্দেশ ॥
চোর চোর বলি সর্ব্বে বেড়িলেক ঘর।
লাগিলা পাইয়া সর্ব্বে হইলা ফাঁফর ॥
এইখানে করিল চোরা রন্ধন ভোজন।
খট্টায় বসি পরিল নানা আভরণ ॥
কহ রে মাল্যানী মোরে কোথা গেল চোর।
নহে জাতি নাশ করিব আজি তোর ॥
মালিয়ানী বলে যদি দেখিলা নয়নে।
তবে কেন ধরিতে না পারিলে এতজনে ॥
ধরদ্বার আসিয়া যে চাহিলা সকল।
চোর না পাইয়া সর্ব্বে হইলা ব্যাকুল ॥
লাগিলা পাইয়া লাগিল ধন্ধ।
মালিয়ানীর সঙ্গে এখন কোটালের দন্দ ॥
দন্দ কুন্দুল বড় হইল গালাগালী।
রচিল গোবিন্দদাস চিন্তি ভদ্রকালী ॥

—

কোটালের সুড়ঙ্গ সন্ধান

পাহাড়িয়া রাগ।

মালিয়ানীর সঙ্গে এখন নিরুদ নিশীশ্বর ॥ ধুয়া।
কেনে বা বসিয়া চাও যদি লাগি নাহি পাও
মার্গে দড়ি দিবাত কাহার।

কোটাল বলেন বাণী শুন শুন মাল্যানী
বিছু ভয় নাহিক চিতে ॥
শুন ওগো সুলোচনা পাই বড় যন্ত্রণা
কহো চোর গেল কোন ভিতে ॥
এই দেখ ঘর দ্বার মুঞী কি বলিব আর
লুকাইয়া রাখিছি কোনখানে।
তুমি সব বলবান দেখিলা ত বিদ্যমান
তবে পলাইল কেমনে ॥
পরিণামে যে ছিল বুঝি আনি সে দিল
কি বুঝিল স্ত্রীজাতি কৈলা।
দৈবে মালিয়ানী আছে বসেছে সভার কাছে
এখনে করিবা কোন ছলা ॥
এ বড় রসিক হয় জানিলাম নিশ্চয়
কি করিব আর বিমরিষ।
হইল কার্য্যের লেস পাইলাম উদ্দেশ
অবশ্য মিলাবে জগদীশ ॥
বলে এইখানে ছিল নানা রস ভোগ কৈল
কোনখানে হয়্যাছে লুকি।
মনে ভাবে কোটাল নাহি ঘর পত্র আড়
সাজিটা ঘুচায়্যা চল দেখি ॥
কোটাল বলিল যবে সাজিটা তুলিল তবে
দেখিলেক সুড়ঙ্গের দ্বার।
দেখে এক গোটাখান বেড়িল যত কোটাল
সুড়ঙ্গে দেখিল সত্বর ॥
উঠে আছে হেটমুখে বড়ই প্রসর দেখে
পরিসর মহাজ্যোতির্ম্ময়।
কালিকা মঙ্গল গীত রসময় সুললিত
আনন্দে গোবিন্দদাস গায় ॥

সুড়ঙ্গ পথে কোটালগণের থানা ও রাজাকে সকল সংবাদ জ্ঞাপন

দেখিল সুড়ঙ্গ পথ মহাজ্যোতির্ম্ময়।
জন দুই চারি গিয়া উঠিল তথায় ॥
বিচিত্র জাঙ্গাল দেখে অপূর্ব্ব সকল।
যাইতে চলিল পথ সুগন্ধি শীতল ॥
সেই খণ্ডে সেই দণ্ডে কোটাল যত জনা।
সুড়ঙ্গের মুখে আগে দিল থানা থানা ॥
কেহ থানায় রহিল কেহ রাজায়ে গিয়া কহে।
বড় অপরূপ কথা শুন মহাশয় ॥

সংসারের যত কিছু বুদ্ধি আছিল।
কোন মতে কোন ছলে লাগিলা পাইল ॥
মন্ত্রণা উপায় যতো কৈল একে একে।
যেমত প্রকারে পাইল সিন্দূরের রেখে ॥
যেমতে মাল্যানী ঘর বেড়িল যতনে।
রন্ধন ভোজন কুমার করিল যেমনে ॥
যেমতে পাতাল পথে করিল প্রবেশ।
যেমতে তাহার সর্ব্বে পাইলা উদ্দেশ ॥
বিচিত্র জাঙ্গাল তাহে পথ পরিসর।
ক্রমে ক্রমে কোটাল সভে কহিল সত্বর ॥
শুনিয়া তো নৃপমুনি পরম বিস্ময়।
এতেক প্রমাদ কি বিদ্যার হেতু হয় ॥
রাজা বলে পথে সর্ব্বে রহগা যতনে।
যো কিছু হয় তাহা কহিবা বেহানে ॥
আছিআ মিলিলা যথা আছে যতোজন।
যামিনী প্রভাত হইল রবির কিরণ ॥
শয্যা হইতে তবে উঠে নৃপমণি।
খন্দক খুলিতে লোক পাঠাইল তখনি ॥
কোদালি কুঠার ঝোঢ়া খোন্তা সাতে সাতে।
আসিয়া লাগিল প্রজা খন্দক খুলিতে ॥
জানিল সুন্দর যদি পথ মুখে থানা।
সখীর সমাঝে রহে করিয়া মন্ত্রণা ॥

নারীগণের মধ্য হইতে নারীবেশী সুন্দরকে বাহির করিবার উপায় নির্দ্ধারণ ও খন্দক লঙ্ঘন কালে সুন্দরের ছদ্মবেশ প্রকাশ

রত্ন অভরণ পরি স্ত্রীর বেশ ধরি।
সখীর সমাঝে রহে করিয়া চাতুরী ॥
চতুরে চাতুরীপণা কতোক্ষণ রহে।
এথা ছাড়ি বর্গে খন্দক খুঁড়ি যায় ॥
গাছ কাটে, ঘর ভাঙ্গে তুলিয়া ফেলে মাটি।
বিচিত্র জাঙ্গাল দেখে কতো পরিপাটি ॥
দেখিয়া শুনিয়া সভার বিষম তরাস।
কেহ বলে আগে মাত্র করিব জাতি নাশ
কেহ বলে হরি হরি এত পরমাদ।
কেহো বিমরিষ করে নাকে দিয়া হাত ॥
পাত্রমিত্র রাজধানা সাধক সিদ্ধিজনা।
দেবতার তুল্য ভাই এ সব সাধনা ॥

মনুষ্যের শক্তি ইহা কভু নাহি হয়।
পরিণামে জানিব ইহা দেখিব নিশ্চয় ॥
খন্দক ফুড়িয়া গেল বিদ্যাবতীর ঘর।
তবু না পাইল লাগ কুমার সুন্দর ॥
যতেক কোটাল সব বৈসে থরে থরে।
দেখিয়া বিস্ময় লোক হইল অন্তরে ॥
সিন্দুরের মুণ্ডলি কৈল ঘরের চারিভিতে।
চিহ্ন পাইল তবু না পারে ধরিতে ॥
এতদিন চাহি চাহি প্রাণ গেল মোর।
সর্ব্বদায় এই ঘরে আছে দুষ্ট চোর ॥
কোটাল বলে যে শুন নৃপতিনন্দিনী।
একদিকে রহ তুমি হইলাম যুক্তপাণি ॥
নৃপতিনন্দিনী আমি হইলাম নমস্কার।
সখীগণ লইয়া আমি করিব বিচার ॥
খন্দক কাটিল করিয়া সপ্তগজ।
আড়ে দিকে বুঝিয়া করিলেক সজ্জ ॥
ধর্ম্মের দোহাই তাহার সাক্ষী কালিমা।
পুরুষ হইয়া যদি বাড়াও বাম পা ॥
করোতালি দিয়া কোটাল ধর্ম্ম তরাইল।
যতো সখীগণ তবে দাঁড়ায়ে রহিল ॥
আগে চিত্ররেখা যায় খন্দ ডাঙ্গাইতে।
সাত পাঁচ বিদ্যাবতী লাগিলা ভাবিতে ॥
লাফ দিয়া চিত্ররেখা বাড়ায় বাম পা।
কতদূর থাকিয়া কোটাল দেখে তা ॥
আর সখী লাফ দিয়া খন্দক লঙ্ঘিতে।
কুলেতে উঠিল গিয়া পড়িতে পড়িতে ॥
তাহা দেখি কোটালের উপজিল হাস।
পূর্ণরেখা লাফ দিয়া করিলেক আশ ॥
চলিতে না পারে সেই যৌবনের ভরে।
খন্দকে পড়িয়া সেই করে মাটি ধরে ॥
তবেত জাহ্নবী জাম্বুবতী দুই জন।
বাড়াইল বাম পা দেখে সর্ব্বজন ॥
হেনকালে সুন্দর করেন বিমরিষ।
খন্দক ডেঙ্গাই যেবা করে জগদীশ ॥
চোর হইয়া মুঞি থাকিব কতকাল।
ডাইন পা বাড়াইব যে করে গোপাল ॥
বলিয়া সুন্দর বাড়াইল ডানি পা।
চোর চোর বলিয়া কোটাল তোলে গা ॥
কোটাল ধরিবামাত্র খসিল মেখলা।
ব্যক্ত হইল তবে নৃপতির বালা ॥
পুরুষ হইল তবে পরিয়া অম্বর।
চতুর্ভিতে দেখে তবে রূপ মনোহর
যে বৈজে রিতে ছিল যেমৎ বন্ধানে।
দেখিয়া কৌতুক বড় নৃপতি নন্দনে ॥
মুখ্য মহারাণী আদি যত নারীগণ।
সুন্দর দেখিতে সর্ব্বে করিলা গমন ॥
কতোদূর থাকিয়া সর্ব্বে দেখিল সুন্দর।
ভাগ্যবতী বিদ্যার মিলিল হেন বর ॥
হরিষা বিষাদে রাণী কোটালেরে আনি।
বলিতে শকতি মুখে নাহি সরে বাণী ॥
কোটাল বলেন যাই নৃপতি গোচরে।
বাক্‌দেবী সরস্বতী যেন তুয়ায় তারে ॥
তোমার আমার এখন কিছু শক্তি নয়।
বিদ্যার বিলাপ এখন কোটালের পায় ॥
কালিকা মঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকা মঙ্গল ॥

সুন্দরের প্রাণ রক্ষার জন্য কোটালদিগের নিকট বিদ্যার বিনতি

কোটালের পায় ধরি কহে রাজকুমারী
অবগতি কর নিশীশ্বর।
মণি মুক্তা যত আছে আনি দেই তব কাছে
বারেক প্রভুরে দান কর ॥
শুন কোটাল পুণ্যবন্ত দুঃখ পাইলাম অত্যন্ত
পরস্পর শুনেছি সকল।
কি হইল পরমাদ কি করিবে অব্যাহত
উপদেশ কহ নিশীশ্বর ॥
কেহ নর হয় রাজা কেহ হয় তার প্রজা
বিষয়া বাহার নহে সার।
ধনপ্রাণ লইতে পারে ইহা যে মর্য্যাদা করে
ভুবন ভরিয়া যশ তার ॥
কোথায় গেলেন হরি কোথায় মথুরাপুরী
কোথায় রাম অযোধ্যা নগর।
শুন কোটাল ধর্ম্ম দেখ আমার বচন রাখ
বারেক প্রভুরে দান কর ॥
এহেন সুন্দর বর রূপে গুণে মনোহর
কোন হেতু করিলেক চুরি।
শুন বুহিনী মন দিয়া চুরি করি কৈল বিয়া
তেঁই হইল সভার বৈরী ॥
তুমি নৃপনন্দিনী তাহে কি বলিব বাণী
পরিণামে জানিবা সকল।

আমার মনেতে আছে যাইব রাজার কাছে
বুঝায়ে বলিব নৃপবর ॥
জয় জয় কালিকার চরণ কমল সার
আর কিছু নাহিক ভাবনা।
কেবল কৃপার ফলে ভগবতী পদতলে
দাস গোবিন্দ বিরচনা ॥

বিদ্যার বিলাপ

বিদ্যা ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয় ক্ষণেক ভাবনা।
ক্ষণে চমকিত ক্ষণে করেন করুণা ॥
ক্ষণে ক্ষণে মেলে আঁখি ক্ষণেক মুদিত।
সিন্দূর কজ্জল বিদ্যার হইল গলিত ॥
ছিঁড়িল গলার হার খসিল কবরী।
ধরিতে না পারি কেহ যায় গড়াগড়ি ॥
বিদ্যার বিলাপ দেখি রাণীর করুণা।
কতো বা সহিব বিদ্যার এ সব যন্ত্রণা ॥
বিদ্যা কোলে করি রাণী পরম তাপিত।
চাহিয়া সুন্দর পানে হইলা মূর্চ্ছিত ॥
লজ্জা হরি চাহে বিদ্যা মুক্ত কেশভার।
চতুর্ভিতে বিদ্যা দুঃখে দুঃখ সভাকার ॥
বিদ্যার বিলাপে কোটাল হরিষে বিষাদ।
হরি হরি কিবা বিধি কৈলা পরমাদ ॥
ভূমিতে লোটায়ে বিদ্যা ধরে তার পায়।
কোটাল বলে হরি হরি কি হবে উপায় ॥
যতো পুরীজন আইসে সুন্দর দেখিতে।
দেখিমাত্র প্রাণ কেহ না পারে ধরিতে ॥
অনেক সখীগণ দিল বিদ্যার রক্ষণ।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকা চরণ ॥

সুন্দরকে বধ করিতে রাজার আদেশ

বিদ্যার করুণা দেখি অধিক শোক বাড়ে।
সুন্দর করেন বন্দি লোহার নিগড়ে ॥
বিষম বন্দন কৈল কাঁকালে পাটের ডোর।
সুন্দর বলেন কোটাল খানিক রহকৈ ॥
পাত্র মিত্র বলে রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
কোন কথা কহে চোর রহ দেখি শুনি ॥
অন্তরে হরিষ রাজা বিরস বয়ানে।
অধিক জন্মায় দুঃখ বিদ্যার কারণে ॥
চোর কাটো লয়্যা রাজা ক্রোধ হইয়া বলে।
এইক্ষণে চোরকাটি তুলি দেহ সালে ॥
কোটাল বলেন রাজা কাটি লয়্যা চোরে।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকার বরে ॥

রাজার প্রতি সুন্দরের উক্তি

রাম কেরি রাগ ॥

তুমি ত সুজন বড় নাগর রসিক।
তোমার সাক্ষাতে কিবা বলিব অধিক ॥
রসময়ী বিদ্যাবতী রস বিনোদিনী।
রতি রস রঙ্গ কেলি দিবস রজনী ॥
কতেক বন্ধান কতো রসিকা রমনী।
নারিব ছাড়িতে বিদ্যা গুণ নৃপমণি ॥
এতোক্ষণ বিদ্যার সঙ্গে নাহি দরশন।
রসবতী সম্ভাষণ অতি মনোরম ॥
ধরণি ধারিণী ধনি ধূলায় ধূসর।
বিদ্যা বিনে প্রাণ রাজার নাহি রহে মোর ॥
কুপিল কঠিন রাজা ক্রোধিত অধিক।
কোটালেরে বলে ভাই রাইবা খানিক ॥
কাটিতে লইয়া যেয় নাহি অনুরোধ।
মুখ পানে চাহিলে মাত্র নাহি থাকে ক্রোধ ॥
কালিকামঙ্গল গীত রতি সুখ সার।
সুন্দর বলেন কোটাল কহিয়ে একবার ॥

পুনরায় কোটালের প্রতি রাজার উক্তি

কামদ রাগ।

রাজা আনন্দে সানন্দে রসিক রসময়ই।
বিদ্যায় বিদ্যান বিদ্যার সে তুর নাই ॥
রঙ্গে অঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা বিশেষ বিদ্বান।
বিদ্যা বিনে রহিতে নারি প্রাণ উচাটন ॥
প্রেসঙ্গ কহেন কথা বচন মধুর।
রসেতে রসিক বিদ্যা বিশেষ চতুর ॥
রসিকজন বিদ্যা প্রেম বিলাসী।
বিনোদ বিদ্যাবতীর মুখ জিনি পূর্ণশশী ॥
রঙ্গে অঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা নয়নে নয়ন।
সরসি ভুজঙ্গ যেন করে মধুপান ॥



রজনী দিবস রাজা এক নাহি জানি।
ধূলায় ধূসর রাজা তাপিত তাপিনী॥
যদি আজ্ঞা করো রাজা বিদ্যা গিয়ে দেখি।
সুন্দরের বচনে রাজা হইল বড় সুখি॥
কাট কাট বলিয়া ডাকে নৃপবরে।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকার বরে॥

—

সুন্দর কর্তৃক বিদ্যার রূপ বর্ণন

শ্রবণে শোভিত বিদ্যার মকর কুণ্ডল।
বদনে শরদশশী প্রেমেতে আগল॥
বদনেতে সুধাকর বর্ষে প্রেমধার।
অঙ্গে অঙ্গে মিলিয়া যে বিনোদ শৃঙ্গার॥
বিশেষ বিদ্যার গুণ না যায় কহন।
ভুজে গুচ্ছ আরোপিয়া দেই আলিঙ্গন॥
তরুণ নয়ান বিদ্যার কটি ক্ষীণতর।
দেখিতে যে অভিমান ঘুচিল অন্তর॥
আজি শয়নে সুখে ছিল মায়ে কোঙর।
বিদ্যা বিনে অঙ্গে যেন দংশে বিষধর॥
জন্মে জন্মে কালিকাদেবী হইয় বরোদায়।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকার কৃপায়॥

—

সুন্দরের বাক্‌ছলে রাজার বিরক্তি

শক্র অনুচর জিনিয়া উরুসাজে।
চামরি গহন তেজি প্রফুল্লিত লাজে॥
বদনে সুধাকর বরিষে কতচয়।
বিদ্যার বিচ্ছেদে জীউ ধরণে না যায়॥
কুপিল বীরসিংহ রায় সুন্দরের বোলে।
কুচ্ছিৎ কুরূপ বেটা কত কয় ছলে॥
কাটো গিয়া দুষ্ট চোর না রাখিহ হেথা।
শীঘ্রগতি কাটো লিয়া ইহার মাথা॥
কোটাল বলেন রাজা এই লইয়া যায়।
খানিক রাহ খিতিপালে কথা দুই॥
চাহিতে সুন্দর মুখ তাপ নিবারণ।
সভাসদ প্রমাণ ভাবেন কুমার বিচক্ষণ॥
রচিল গোবিন্দদাস কালিকার বরে।
পুনরপি কথা কহিতে লাগিলা সুন্দরে॥

—

বিদ্যার তিলক ভালে বিদ্যার কেশ বেশ
শোভনা সিন্দুর তিলক ভালে।
সৌরভে আকুল ভ্রমিয়া ভ্রমিকর
তরসব ফুলমালে॥
শ্রবণে শুনিতে নয়নে দেখিতে
মনেতে লাগে ধান্ধা।
বিদ্যা গুণবতী স্বচ্ছন্দে সুমতি
প্রাণ রাখিছে বান্ধা॥
বিদ্যা বিচক্ষণ নৌতুন যৌবন
রূপ বিনোদিনী গৌরী।
রসময়ী ভরে জানিয়া বিদ্যারে
মরমে ঝুরিয়া মরি॥
রাজা বীরসিংহে অনলে প্রাণদহে
বিদ্যা লাগি প্রাণ কান্দে।
গোবিন্দদাস কহে দেখিলে জীউ রহে
বিদ্যার ওরূপ ছান্দে॥
বিদ্যা সরোজো লোচন কজ্জলে ভূষণ
নাসাগ্রে গজমতি।
শরদচন্দ্রিমা বদন অনুপমা
অধর বন্ধম ভাতি॥
বিদ্যারসকেলি প্রেমেতে আগলি
পরশে পরম সন্ধান।
কালিকামঙ্গল শুনিতে সুমঙ্গল
দাস গোবিন্দ বিরচন॥

—

রাজার প্রতি সুন্দরের মিনতি

বরাড়ী রাগ।

রাজা বিষাদিত অন্তর যত কহে সুন্দর
শুনিয়া দুঃখিত নৃপবরে।
রাজা বলে নিশীশ্বর শুন শুন সত্বর
শীঘ্রগতি কাটোহ চোরেরে॥
দুষ্ট চোরা অতিশয় দুষ্ট যত কথা কয়
আর এ শরীরে নাহি সহে।
দুষ্ট দারুণ মতি দুষ্ট বন্দান গতি
দুরাস্তর বিচক্ষণ কহে।
শুনিয়া রাজার বাণী কুমার কহে অঙ্গ পাণি
বিদ্যা বিনে প্রাণ নাহি রহে॥
সুন্দর যত বলে নৃপতি ক্রোধে জ্বলে
কাটো লিয়া চোর নিশ্চয়ে॥

ইঙ্গিতে কহেন কথা কাটো লিয়া চোরের মাথা
সুন্দর বলে করি নিবেদন।
শুন রাজা মন দিয়া নৌতুন নবো দেহিয়া
বিদ্যা বিনে না রহে জীবন॥
জয় জয় কালিকার চরণ কমল সার
আর কিছু নাহিক ভাবনা।
কেবল কৃপার ফলে ভগবতী পদতলে
দাস গোবিন্দ সুরচনা॥

——

চৌতিশায় সুন্দরের বিদ্যা-স্মরণ

চৌতিশা।

কোটালে ধরিল চোর কুমারীর ঘরে।
কষ্ট মুখে লইয়া যায় রাজার গোচরে॥
কাটিতে হুকুম দিল বীরসিংহ রায়।
কুমার বলেন কিছু শুন মহাশয়॥
খট্টায় বসিয়া রাজা কহে খরতর।
খড়্গো খান খান কর কুমার সুন্দর॥
খগেন্দ্র সমানা বিদ্যা খঞ্জন নয়ানা।
খসিল কুন্তল ফুল লোটায় ধরণী॥
গজেন্দ্রগামিনী বিদ্যা গন্ধ চন্দনে।
গৌরদেহের কান্তি গুণি কত গুণে॥
গগনের শশী যে সে মুখমণ্ডল।
গলে গজমতি বিদ্যার নয়ান চঞ্চল॥
ঘোরতর কহে রাজা ঘূর্ণিত লোচন।
ঘরিসার ঘাট কথা কহে সর্ব্বজন॥
ঘার্টিলাম বিদ্যার ঘরে চাহ বিচারিয়া।
ঘণ্টা করোতালে মুঞী করিলাম বিয়া॥
উমা নারায়ণী বিদ্যা জপে অনুক্ষণ।
উপমা দিবার নাহি বিদ্যা রূপগুণ॥
উন্মত্ত হইলা রাজা হুঙ্কারে কহে কথা।
উহারে ঐমনে শীঘ্র কাটো নিয়া মাথা॥
চঞ্চল চতুর চোর চাতুরি কতে জানে।
চতুর চপল কথা কহে আঁখি কোণে॥
চামর জিনিয়া কেশ চঞ্চল নয়ানী।
চরণে নুপুর বিদ্যা মধুশব্দ শুনি।
ছা ডয়া না দিয় চোর ছিদ্র কথা কয়।
ছল ছুতা কতো জানে ছারমতি হয়
ছল ছুতা জানিল জানিয়া কোন ছলা।
স্বচ্ছন্দ গমনে আসি ছলিল অবলা॥
যশবন্ত চোর বটে যশগুণ হয়।
যো কথা এড়িয়া জঞ্জাল কথা কয়॥
জগত জিনিয়া রূপ বিদ্যা রসময়ী।
জীবন যৌবন বিদ্যার যশে ওর নাই॥
ঝকড়া ঘুচাহ ঝাট কাটো গিয়া চোর।
ঝটিতে ঝগড়া কথা প্রাণ নিলা মোর॥
ঝলমল করয়ে বিদ্যার রূপগুণ।
ঝলকিয়া কহে কথা যন্ত্র সুমিলন॥
ইঙ্গিতেতে কহে কথা ঈষৎ হাসিয়া।
এইক্ষণে কাটো চোরে কি কর বসিয়া॥
ইঙ্গিত বিদ্যার মন ঈষৎ বচন।
আজ্ঞা কর যাই রাজা বিদ্যা দরশন॥
টাইএ ঠাই বেটা টাম নানি জানে।
টাঙ্গী ছুরি অস্ত্রাঘাতে বধহ পরাণে॥
টুঙ্গিবারে রাজকন্যা টুটক দরশন।
টুকে টুক নিল প্রাণ টানে কি কারণ॥
ঠারাঠারি কহে রাজা কোটালের তরে।
ঠারের ভিতর নিয়া কাটে শীঘ্র চোরে॥
ঠেকিলাম বিদ্যার হাতে বেটা পরিবন্ধে।
বিদ্যারূপ দরশনে পড়ি গেলেন ধন্ধে॥
ডাকাতিয়া দর্পসিল ডর নাহি মনে।
ডাঙ্গুশ অঙ্কুশ ঘাতে বধ নিয়া প্রাণে॥
কুন্দ জিনিয়া বিদ্যার দশনের জ্যোতি।
ডরশঙ্কা নাহি করি রক্ষা ভগবতী॥
ঢঙ্গ ঢাঙ্গতি বেটা ঢঙ্গ কথা কয়।
ঢাল কাটিতি হাতে নিয়া বধহ চোরায়॥
ঢেকা মারি লইয়া যায় দক্ষিণ মশানে।
ঢাক ঢোলে পূজ গিয়া সুন্দর বলিদানে।
অনল জিনিয়া তেজ রূপ বিদ্যাপতি।
অনুক্ষণ থাকি আমি বিদ্যার সংহতি॥
আনে মন নাহি ভায় বিদ্যা গিয়ে দেখি।
অশক্য বিদ্যার গুণ বিদ্যা চন্দ্রমুখী॥
তরুণ রঙ্গরস বিদ্যা অরুণ নয়ান।
ত্বরিতে দেখিলে বিদ্যা রহে মোর প্রাণ॥
তপ্ত তৈলে জল বিন্দু দিলে যেন জ্বলে।
তীক্ষ্ণ তিমির নাশ বিদ্যা দরশনে॥
থরথরি কাঁপে রাজা স্থির নহে চিতে।
থাকিল অনেক দোষ নারি বিনাশিতে॥
থানা থোনা কি করিত তলে কৈল চুরি।
থাকিতাম বিদ্যার ঘরে রস পরিহরি॥
দরশন কর গিয়া বিদ্যা বিনোদিনী।
দীঘল কেশের বেশ দীপ্ত করে মুনি॥

দুষ্ট দুর্ম্মতি বেটা দগধে শরীর।
দারুণ দোসালে গিয়া কাটো চোরের শির॥
ধরণী ধূসর তনু ধন্য রমণী।
ধরিতে না পারি কহো ধর্ম্ম নাহি জানি॥
ধরণ না চায় চিত্ত ধায় অনুক্ষণ।
ধর্ম্ম দেখ ধার্ম্মিক তুমি করি নিবেদন।
নৌতুন যৌবন বিদ্যার নৌতুন শৃঙ্গার।
নৌতুন নৌতুন সখী সংহতি তাহার॥
নারিব ছাড়িতে বিদ্যার অভিনব লেহা।
নিরখিতে নিজ চিত্ত নবীন মন দেহা॥
পরমসুন্দরী বিদ্যা পদ্মিনী আকার।
পরম আনন্দে বিদ্যার প্রথম শৃঙ্গার॥
পাশরিতে নারি বিদ্যার রূপ গুণ।
পরশিলে পুষ্পফল প্রসন্নবদন॥
ফুকরিয়া কহে রাজা হইয়া ফাঁফর।
ফিরিতে না দেহ চৌকাট হও সত্বর॥
ফিরাইতে নারি যদি নৃপতির মন।
ফুল মালায় করো শোভা নৃপতিনন্দন॥
বীরসিংহ কহে কথা বিষম সন্ধানে।
বিপক্ষেরে কাটে নিয়া দক্ষিণ মশানে॥
বিদ্যার অশেষ গুণ কহনে না যায়।
বল গিয়া দেখি বিদ্যা কহ মহাশয়॥
ভয়শঙ্কা নাহি কিছু নাহিক ভয়ঙ্কর।
ভারতী ভবানী পূজা করে নিরন্তর॥
ভাগ্যে পাইলাম বিদ্যা ভবানীর বরে।
ভ্রমিয়া বিদ্যার ঘরে আছিল সত্বরে॥
মনোহর বিদ্যাবতী মহিমা অপার।
মরমে পরম ভার মোহিল আমার॥
মনের মানস ভয় শুন নৃপমণি।
মাগিলাম অপরাধ হইয়া যোগ্যপাণি॥ (১)
যমুনা প্রায় স্রোত দক্ষিণ মশানে।
যমুনায় ডুবাইলে হেন লয় মনে॥
যত্ন করি রাখ নিয়া মনে কিবা ভয়।
যানিয়া যতেক দোষ ক্ষম মহাশয়॥
রঙ্গলীলা করে বিদ্যারসে নাহি ডর।
রতিসম তুল্য রূপবতি রসে ভোর॥
রসেতে রসিক বিদ্যা প্রেম বিনোদিনী।
রাখ প্রাণ রক্ষা করো শুন নৃপমণি॥
লজ্জায় লজ্জিত বিদ্যা লাবণ্য বিশেষ।
নম্রবৎ গুণ বিদ্যার নম্রবৎ দীর্ঘকেশ॥

লজ্জিত হইলা রাজা লাবণ্য বচনে।
নড়িতে না দেহ চোর কাটোহ মশানে॥
বিদ্যুতমুখী বিদ্যাবতী বড়ই বিদ্যান্ত।
বিষম সন্ধানে পাইলাম বিদ্যার তত্ত্ব॥
বিধাতা মিলালে মোরে বিদ্যা বিনোদিনী:
বিশেষ বিদ্যার গুণ বলিতে না জানি॥
শৈলসুতাশম্ভু বিদ্যা পুজে অনুক্ষণ।
শক্র অনুচর নিশেষ সুশোভন॥
সুললিত শরীর লেশ বিদ্যারূপশশী।
শরীর সুন্দর বিদ্যার জিনি চন্দ্রশশী॥
ষড়ানন মাতা ষষ্ঠী পুজে অনুক্ষণ।
ষট ষট শঠতা প্রসন্ন বদন॥
শঠতা নহে রাজা শঠের বচনে।
ষষ্ঠীরূপা ভগবতী পূজহ মশানে॥
সকল গুণেতে বিদ্যা সর্ব্বাংশে জানি।
সতী সাবিত্রী বটে সভেত বাখানি॥
সর্ব্ব অভরণ বিদ্যা সর্ব্বলোকে জানে।
সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিল রাজার কুমার বচনে॥
হরি হরি হটিয়া বেটা এতো কথা জানে।
হারিলে না হারে বেটা কাটোহ মশানে॥
হাস্য বদন বিদ্যার হাস বড় মনে।
হাহা বিধি বিদ্যারে আমি দেখিব কতোক্ষণে।
ক্ষমা করো মোরে হেরো বীরসিংহ রায়।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখ মহাশয়॥
ক্ষীণ হইয়া আমি নাহি দেখি সেই নারী।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দেখিগে সুন্দরী॥
চৌতিশ অক্ষরে সুন্দর করিলেন স্তুতি।
বর্ণসঙ্কট দোষে ক্ষমহ পার্ব্বতী॥
কালিকামঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল॥

মাধব ভাটের আগমন ও সুন্দরের মুক্তি

পাঁচালী

সুন্দর কহেন কথা হরিষ পাত্রগণ।
সভাসদে দুঃখ ভাবে বিষণ্ণ বদন॥
অন্তরে সভার চিতে এই বর চাই।
সুন্দর করহ রক্ষা কালী চণ্ডীমাই॥
সন্ন্যাসী সাধক সিদ্ধি আদি করি যত।
করযোড় করি সভে হইলা দণ্ডবত॥
ঘরের বাহিরে কেহ আছেত তরুতলে।
কেহ পড়িয়া কণক ঝারি থুইল বৃক্ষস্থলে॥

১। যুগ্মপাণি।

সর্ব্বে মেলিয়া মাগে কুমার কল্যাণ।
চৌদিকেতে বেষ্টিত রাজার যত ঠাট ॥
হেনকালে উপনীত মাধব যে ভাট ॥
দক্ষিণ হস্ত তুলি ভাট পড়ে রায়বার।
রাজা বলে ভাট কি নাম ইহার ॥
ভাট আর সুন্দর হইল দরশন।
সুন্দরের গলা ধরি ভাটের ক্রন্দন ॥
কোটালে হাতে হইতে লইল কাড়িয়া।
সভায় বসালে তবে আদর করিয়া ॥
হরিষে বিষাদ রাজা রহে হেট মুণ্ড।
দেখিয়া যে সভাসদে হইল আনন্দ ॥
বসিয়া তো সভাগতো আছে করাঙ্গুলি।
অন্তরে হরিষ সর্ব্বে উঠে হরি বলি ॥
বন্ধন মুক্ত হইল সুন্দর বৈসে নিজানন্দে।
পরিচয় করি ভাট কহে পরিবন্দে ॥
সভামধ্যে বৈসে এখন নৃপতি নন্দন।
চন্দ্র বেড়িয়া যেন রহে তারাগণ ॥
সভামধ্যে বৈসে কুমার মহা কতুহলি।
বাগীশ বেড়িয়া যেন অমরমণ্ডলি ॥
পাত্রমিত্র আদি করি যত সভাসদ।
বলিতে লাগিলা ভাট দেশের মহৎ ॥
কালিকাচরণ সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল ॥

—

মাধব ভাট কর্ত্তৃক সুন্দরের পরিচয় প্রদান

দেখিয়া সুন্দরের মুখ মাধবের হইল দুঃখ
কহিতে লাগিলা আবাস্তর।
ভ্রমিলাম অনেক দেশ যতো পাইলাম ক্লেশ
শেষে পাইলাম কুমার সুন্দর ॥
কি কব সুন্দর গুণে বৃহস্পতি তুল্য
ভীমসম বলিষ্ঠ বিশেষ।
ধন্য গণিশা রাজা সুধন্য সকল প্রজা
ধন্য ধন্য ধন্য দিব্য দেশ ॥
ধন্য ধন্য পুরীখান ধন্য বিদ্যা ধন্য দ্বিজগণ
ধন্য ধন্য কাঞ্চননগর।
ধন্য দেশ ধন্য প্রজা দাতা গণিশা রাজা
ধন্য ধন্য সাধু সদাগর ॥
ধন্য পণ্ডিতজন ধন্য ধন্য নারীগণ
ধন্য ধন্য আর অন্তঃপুরী।
মণি রত্ন অভরণ পরে যত শিশুজন
পদ্মিনী সমান যত নারী ॥
পট্ট অম্বর পরে রতিসম বেশ ধরে
গতি যেন চলে রাজহংসী।
বাড়ীর প্রবন্ধ বড় শিল পাষাণের গড়
দেখিতে কহিতে ভয় ভাসি ॥
তাহা বহি গজিসোনা ঠাঞী ঠাঞী প্রচুর থানা
বাহিরে কাটেছে গড় খাঞী।
গঙ্গার সহিত মিত্য যো ভাটী সমরে নিত্য
প্রজাগণ সুখে তাহে রই ॥
তাহার পাশে বাঁশগড়া বাঁসে বাঁসে লাগে জোড়া
তীরগুলি প্রবেশিতে নারে।
দিব্য রঙ্গ সায়েবানা ঠাঁই ঠাঁই প্রচুর থানা
হস্তী ঘোড়া অশেষ প্রকার ॥
তাহা বহি চতুরলা চৌখণ্ড চৌচালা
দ্বিজ সিংহাসন তার মাঝে।
যেন রাজ্য অমরাবতী তুলনা নাহিক ক্ষিতি
যেন শোভে ইন্দ্র দেবরাজে ॥
বিদ্যা পণ্ডিত যত তাহা বা কহিব কত
সিদ্ধি সাধকের শুন কথা।
ধর্ম্মে ধার্ম্মিক রাজা অনুক্ষণ নিত্য পূজা
কর্ণ সমান তিনি দাতা ॥
রাজা বড় পুণ্যবন্ত ধনের নাহিক অন্ত
অবধি নাহিক কতো ঠাট।
যজ্ঞদান অবিরত প্রজাপালে পুত্রবত
তুরঙ্গে চড়িয়া বেড়ায় ভাট ॥
আনন্দে আনন্দ ভোর যশের নাহিক ওর
মুনি মন্ত্র আছে মহাসিদ্ধি।
কোন দুঃখ নাহি তথা বড়ই অদ্ভুত কথা
সুখেন করেন বসতি ॥
অপুত্রক ছিল রাজা পুজিয়াত চতুর্ভুজা
বর পাইল পুত্র সুন্দর।
শুনিয়াত নৃপবালা সেইক্ষণে দিল মেলা
নাহি জানে রাণী নৃপবর ॥
এ সকল বিবরণ নাহি জানে প্রজাগণ
আছুক আপনি নাহি জানি।
তুমি রাজা ভাগ্যবান বিদ্যাবতী কর দান
ধন্য ধন্য নৃপতিনন্দিনি ॥
ধন্য প্রতিজ্ঞা কৈল ভগবতী আরাধিল
ধন্য পতি পাইল সুপণ্ডিত।
কালিকাচরণ ধ্যান দাস গোবিন্দ ভনে
শুনিতে যে মহা উল্লসিত ॥

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ ও বিদ্যার নিকট সুন্দরের দেশে যাইবার প্রস্তাব

পুনরপি কহে ভাট করি জোড়পাণি।
প্রতিজ্ঞায় বিষপান কৈলা শূলপাণি॥
গলায় বিষের চিহ্ন আছে অবশেষ।
নীলকণ্ঠ নাম তেই ধরিলা মহেশ॥
ধরণী পৃষ্ঠে অরিবায়ু অনল।
জলধি প্রতিজ্ঞা ধরি রাখিলা দাবানল॥
বিদ্যাবতী কর দান মাধব ভাট কয়।
অন্যথা করো শুন রাজা মহাশয়॥
সুন্দর বচনে রাজা পরম সন্তোষ।
সকল সন্তোষ মাত্রে এক আছে দোষ॥
হরিষ বিষাদ কিছু হইল রাজার।
রাজা বলে আন দেখি নৃপতিকুমার॥
সুন্দর দেখিয়া ভাট হইল আগুসার।
রাজারে ভর্ৎসিয়া ভাট কহিল তখন॥
আছিল যতেক ভাগ্য শুন নৃপবলি।
সালাগ্য (১) পাইল বর ধন্য বিদ্যাবতী॥
ভবভবানী কতো যুগ আরাধিল।
সেই সে কারণে বিদ্যা হেন বর পাইল॥
লজ্জায় আকুল রাজা চিন্তে কিবা হয়।
বুঝিয়া কহে পাছে রাজা মহাশয়॥
সর্ব্বে মেলি জলধি পাণ্ডুরাজারজে।
বৈশ্যপুত্র বশিষ্ঠ ভগদেবরাজে॥
সর্বভক্ষ হুতাশন ব্যাস মৎস্যোদরে।
দেখ এতারাজা দোষ নাহি কোথাকারে॥
অপরাধ নাহি রাজা শুন মন দিয়া।
শাস্ত্রে প্রমাণে আছে গন্ধর্ব্ব বিয়া॥
বিদ্যা সরস্বতী রূপেগুণে ভগবতী।
কুমার রাখিতে আজ্ঞা কৈল নরপতি॥
মাধবের বাক্যে রাজা হইলা নিবারণ।
হরিধ্বনি করিযা উঠিলা পাত্রগণ॥
বুঝিল ইঙ্গিত যদি করিলা রাজন।
কালিকার বরে দোঁহে হইল সংঘটন॥
আগে আগে যায় ভাট পাছে দ্বিজ আদি।
পশ্চাতে চালল সর্ব্বে নাহিক অবধি॥
কেহ কেহ আগে পাছে সম্মুখে ধরে ঢাল।
বিদ্যার নাহিক তুর বাজেন্ত বিশাল॥

যত যত মুখ্যা রাণী লয়্যা সখীগণ।
জয়ধ্বনি শুভবাণী বলে সর্ব্বজন॥
বরণ করিয়া কুমার নিল আগুগণ।
ঘরেতে দেখিল গিয়া বিদ্যা অচেতন॥
সচকিত সমকিত আছে বিদ্যাবতী।
সেইখানে উপনীত নৃপতি সন্ততি॥
কেহো নাসিকা চাপে শ্বাস মাত্র আছে।
চৈতন্য পাই বিদ্যার গেলা সভার কাছে॥
সুন্দর বিষাদ বিদ্যা নাহিক সম্বিদ (সংবিৎ)
কর্ণমূলে ছাড়ে ডাক নাহিক প্রবোধ॥
কেহ বলে হের দেখ সুন্দরের মুখ।
কেহ বলে দরশনে খণ্ডিবেক দুঃখ॥
মুখ চক্ষে জল দিয়া করায় চেতন।
কেহ বলে হের দেখ সুন্দরবদন॥
ভাবিতে চিন্তিতে বিদ্যার উত্তরোল।
সখিগণের কলরবে হইল গণ্ডগোল॥
সুন্দরের দিকে দৃষ্টি পড়িল বিদ্যার।
সম্মুখে দেখিল বিদ্যা রাজার কুমার॥
দেখিয়া চমকে বিদ্যা সচকিত মনে।
বিজলী সঞ্চারে যেন দেখিতে নয়ানে॥
কুমার দেখিয়া বিদ্যা মনে করে স্থির।
সুবাসীত জলে যেন জুড়ায় শরীর॥
দোঁহে দোঁহে পুনরপি শুভ দরশন।
নিজগণে আনন্দিত মুখ্যারাণীগণ॥
শুনি কুশল বার্ত্তা মালানী সুলোচনা।
দেখিতে চলিল সুখে মনের বাসনা॥
সুন্দর বিদ্যার স্থানে হইল উপনীত।
সর্ব্বত্র মঙ্গল জয় অতি আনন্দিত॥
তবে মুখ্যরাণী মনে আনন্দিত হইয়া।
পাত্রকুলের আগুগণ আনে ডাক দিয়া॥
পাত্র বিধানে রাজা কৈলা কন্যাদান।
মণিমুক্তা দিলা কুমারের বিদ্যমান॥
হস্তীঘোড়া রথরথী দিলেক সকল।
দাসদাসী দিয়া রাজা বিনয় বিস্তল॥
তুমি ত সুজন বড় নাগর রসিক।
তোমার সাক্ষাতে কিবা বলিব অধিক॥
তুমি গুণবন্ত বট বড় সুলক্ষিত।
গুণবন্ত পুণ্যবান বিচারে পণ্ডিত॥
তুমি ত পুরুষবর শুন নৃপমণি।
রন্ধন করিল গিয়া মুখ্য মহারাণী॥
সলাজ্জতমতিকুমার করিলা ভোজন।
ভৃঙ্গারের জলে তবে কৈলা আঁচমন॥

১। শ্লাগ্য।

কর্পূর তাম্বুল কিছু করিলা ভক্ষণ।
দিব্য সিংহাসনে তবে বসিলা তখন
সুন্দর হরিষ মন মধুর সম্ভাষণে।
রমণীরে কোলে দিয়া তোষএ বচনে॥
অনেক তাপে দরশন হরষিত হইল
দোঁহে দোঁহা দরশনে দুঃখ দূর গেল
বিদ্যা সুন্দর পুন শুভ দরশন।
প্রসন্ন বদনে দোঁহে আনন্দিত মন॥
পঞ্চামৃত পুনর্বিভা হয় পুনর্ব্বার।
বিনোদ মধুর বাদ্য জয় জয় কার॥
শাস্ত্র প্রমাণ কীর্ত্তি হইল সকল।
বিশেষ বিবাহ বাদ্য মধুর মঙ্গল॥
দক্ষিণান্ত কার্য্য সব হইল সমাপন।
বেদমন্ত্রে আশীর্ব্বাদ কৈল দ্বিজগণ॥
কতদিন আছে তথা মহাকুতুহলি।
আর দিবস স্বপ্ন তথা কৈল মহাকালী॥
শিয়রে বসিয়া কন সুন্দরের তরে।
তোমার হুতাস দেশে সর্ব্বলোকে করে॥
কলাবতী মাতা তোমার গণিশা পিতা।
দেশেরে চলহ ঝাটো না রহিয় হেথা॥
স্বপ্ন কহিয়া হইল কালীর গমন।
সচকিত হইয়া সুন্দর উঠিলা তখন
বাসরে বসিয়া সুন্দর করেন ক্রন্দন।
মা বাপের সঙ্গে দেখা এই সে কারণ॥
কন্যা বলে কার শক্তি বলে কুবচন।
সুন্দর বলেন বিদ্যা শুনহ বচন॥
সপনে দেখিলাম আমি জনকজননী।
অনেক দিন দেখা নাই শুনহ কাহিনা॥
শুনিয়া আনন্দ বিদ্যা বলিল বিশেষ।
মাতাপিতা দেখ যদি চল নিজ দেশ॥
রাজরাণী নাহি জানে কাঁন্দে হা বিলাসে
পুত্র শোকে রাজারাণী মরি থাকে পাছে
শুনিয়া আনন্দ কুমার দিলা আলিঙ্গন।
উচ্চাটন চিত্ত দোঁহার আর নাহি মন॥
হেনই সময় কালে পোহাল্যে রজনী।
বিদ্যাবতী শীঘ্রগতি চলিলা তখনি
বিদ্যাবতী গেলা তবে মায়ের বিদ্যমানে
সুন্দর গমন কথা কহে রাণী স্থানে॥
শুনিল যে মুখ্যরাণী কুমার যায় দেশ।
বিদ্যার বিচ্ছেদে বড় নাহি উপদেশ
শুনিয়াত মুখ্যরাণী কাঁন্দিতে লাগিলা।
সকল বৃত্তান্ত তবে বিদ্যা বুঝাইলা॥
বুঝাই বিদ্যাবতী মায়াপি সকল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল॥

মাতার নিকট বিদ্যার বিদায় প্রার্থনা

গুঞ্জরী রাগ

কি বিধি সিজিল মহামায়।
কে বা কাহার সুত নয়॥
তুমি হইয়া কাহার বনিতা।
তুমি আছিলা কাহার সুতা॥
যত দেখ বাপ মা সন্তান সংসার।
বল দেখি ইহার মধ্যে কে বা কাহার॥
জীবন মরণ আছে মরণ হে কন্দ।
চিত্ত করো ক্ষমা মাগো যত কিছু ধন্ধ॥
জননী বন্দিয়া বিদ্যা বন্দে আর জন।
কারো কোলাকুলি কৈলা মধুর সম্ভাষণ॥
কালিকামঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিলা গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল॥

বিদ্যার সহিত সুন্দরের দেশে যাত্রা

সুহই রাগ

চিত্ত নিবারণ করি চলিলা যে সুন্দরী
দিব্য রথে করি আরোহণ।
হস্তী ঘোড়া শতো শতো বিচিত্র সাজন রথ
নানা বাদ্য বিবিধ বাজন॥
ধানকি পদাতি দ্বার রায়বাঁসি আগুসার
বিবিধ প্রকারে চলে সেনা।
দেখিয়া বিদ্যার মুখ রাজারাণী বড় দুঃখ
মাল্যানীর বিস্তর করুণা॥
বিদ্যা সখী চিত্ররেখা আর না হইবে দেখা
আমারে ছাড়িয়া যাহ কোথা।
যেবা ভাগ্যবান ছিল সে জন সঙ্গেতে গেল
মোর কিবা করিলা বিধাতা॥
এই তো যে বৃন্দাবনে কেলি কৈলাম অনুক্ষণে
বসিয়া গাঁথিলাম পুষ্পমালা।
এই যতো সখীগণ এই প্রাণের সুন্দর
কতো না সহিব দেখা জালা॥

সুন্দর যাইবে দেশে সর্ব্বে পড়িলা হুতাশে
এই মতে সভার করুণা।
কালিকামঙ্গল গীত রসোময়ো সুললিত
দাস গোবিন্দর রচনা ॥

—

বিদ্যাসুন্দরের দেশে প্রত্যাবর্ত্তনে নগরীতে উৎসব

পাঁচালী

হস্তীঘোড়া ঠেকাঠেকি কি সৈন্য সামন্ত।
রথরথী বাদ্যভাণ্ড নাহি তার অন্ত ॥
পুরীখণ্ড বিষাদিত দোঁহার গমনে।
একদৃষ্টে সর্ব্বলোক চাহে পথ পানে ।
রাত্র দিবা নাহি জানে গমন অনুক্ষণ।
ক্ষণেক রহিয়া করে রন্ধন ভোজন ॥
দুই তিন চারি মাস করয়ে গমন।
ছয় মাসে নিজদেশ দিলা দরশন ॥
চর মুখে শুনি রাজা পুত্র আইল দেশে।
পুত্র বলি রাজা কান্দে হা বিলাসে ॥
উর্দ্ধ মুখে ধায় রাজা সঙ্গে অনুচর।
বাহির বিহন্দে রহে রাণীরা সত্বর ॥
দূরেতে থাকিয়া দেখে কুমার সুন্দর।
রথে হইতে ভূমিতলে নামিলা সত্বর ॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে বাপের চরণে।
বাহু পশারিয়া কোলে করিলা তখনে।
পরম সানন্দে লয় মস্তকের ঘ্রাণ।
সারথি যোগায় রথ হইয়া সাবধান ॥
পিতাপুত্রে দোঁহে উঠিয়া গিয়া রথে।
পাত্র মিত্র আদি যত রহে চারিভিতে ॥
আপন আনন্দে রাজা আপনা পাশরে।
গগনের শশী যেন পাইলেক করে ॥
তপ্ত তাপিত শস্যে যেন বরিষণ।
তেনমৎ হইল রাজা সুন্দর দরশন ॥
আদ্যপান্ত কুমার সকল কথা কহে।
শুনিয়া আনন্দ বড় রাজার হৃদয়ে ॥
আপন মন্দিরে তবে উত্তরিয়া গিয়া।
জননী বন্দিলা কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥
মা সত-মা বন্দে যত গুরুজন।
বরণ করিয়া ঘরে লইলা দুইজন ॥
কুবেরের রম্ভা কিবা চন্দ্রের রোহিণী।
মদনের রতি কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
উপমা নাহিক খিতি যত রূপ ধরে।
ধন্য ধন্য করি সর্ব্বে কহে সর্ব্ব ওরে ॥
ধন্য ধন্য পুত্রবধূ দেখি মুখ্যরাণী।
আনন্দে পুলক সর্ব্বে দিলা জয়ধ্বনি ॥
বরণ করিয়া পুত্রবধূ লইলা ঘরে।
জয়ধ্বনি নানা বাদ্য মঙ্গল উচ্চারে ॥
কৌতুকে যৌতুক দিয়া করে নিরীক্ষণ।
সম্বোধন লইয়া সভে মন্দিরে গমন ॥
এইরূপে সেই দিনে রহিলা এমনে।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা ভাবিলেক মনে ॥
কামিলা ডাকিয়া রাজা দিলেক আরতি।
দিব্য দেবালয় গঠি দেহ রাতারাতি ॥
রাজার আরতি জিনি মন্ত্র উপাসনা।
গঠিল দেবার ঘর মনের বাসনা ॥
চতুর্ভুজা মূর্ত্তি দেবীর প্রচণ্ডত করী।
প্রচণ্ড প্রতাপে হাতে খর্পরজ ধারি।
সুবর্ণ প্রতিমা করি দেবীর আকার।
খুয়্যা খট্টা পরে নিত্য লাগে করিবার ॥
মেষ মহিষ বলি আর ছাগল।
ঘৃত দধি শর্করাদি আনিল সকল ॥
জাহ্নবীর তটে দিব্য কৈলা দেবালয়।
সেই খানে গেলা রাজা আনন্দ হৃদয় ॥
স্নান করিলা রাজা আনন্দিত হইয়া।
সেবক সকল দিব্য দিলেক রচিয়া ॥
গন্ধপুষ্পচন্দনাদি দিল ভাগে ভাগে।
নৈবেদ্য রচনা করি দিলা দুই দিগে ॥
কালিকামঙ্গল সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল ॥

—

নৃপবরের কালী পূজা

কামোদ রাগ

কালিকায় পূজিবারে বসিলেন নৃপবরে
অন্তরে হইয়া হরষিত।
নৃত্যগীত নানা যন্ত্র দ্বিজগণে পড়ে মন্ত্র
পরম উৎসব আনন্দিত ॥
তাম্র পাত্রে গঙ্গাজল করে মন্ত্র উচ্চারণ
প্রথমে অর্চ্চিলা দিবাকর।
বসি আঁচমন করি হৃষ্টদণ্ড অধিকারী
দ্বিতীয় পূজিল গজানন ॥

কালিকার ঘটবারি মন্ত্রে আহরণ করি
মন্ত্রে করিয়া অধিষ্ঠান ॥
ঘটবারি আরোপিয়া অন্তরে হরিষ হইয়া
সিদ্ধিমন্ত্র পড়ে দ্বিজগণ ॥
লইতে রাজার পূজা দেবী আইল চতুর্ভুজা
অধিষ্ঠান হইলা আসি ঘটে।
রাজার যতেক প্রজা দেখিতে দেবীর পূজা
রহে তারা পূর্ণ নদী তটে ॥
দুগ্ধ দধি ঘৃত আদি আম্র পনস দধি
আনারস আদি নারিকেল।
কর্পূর তাম্বুল পান দিব্য পাত্রে স্থানে স্থান
নৈবেদ্য রচনা সুমণ্ডল ॥
ঘৃত দীপ উপহারে নানাবিধ পূজা করে
মেষ মহিষ যত অজা।
উৎসর্গ দিয়া বলি রক্ত পিয়ে ভদ্রকালী
আনন্দিত হইয়া দশভুজা ॥
কালিকা পূজেন রাজা আনন্দিত সর্ব্বপ্রজা
চৌদিকে করেন জয়ধ্বনি।
যত সব সীমন্তিনী মঙ্গল মধুর বাণী
দণ্ডবৎ লোটায় ধরণী ॥
রাজার একান্ত ভক্তি দেখিয়াত ভগবতী
রাজারে হইলা বরদায়।
লইয়াত দ্বিজগণ হইয়া আনন্দিত মন
সুখ মোক্ষ বর রাজা পায় ॥
জয় জয় কালিকার চরণ কমল সার
আর কিছু নাহিক ভাবনা।
কেবল কৃপার ফলে ভগবতী পদ তলে
দাস গোবিন্দ বিরচনা ॥

বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গ যাত্রা ও রাজপুরীর শোক

পাঁচালী

মালসী রাগ

পরম ভকতি রাজা করে দণ্ডবৎ।
পাইলা প্রসাদ মাল্য সিদ্ধি মনোরথ॥
এইরূপে কতোদিন সুখে রাজ্য করে।
আর দিন স্বপ্নকালী কহিলা সুন্দরে ॥
পুরের বৃত্তান্ত যত স্বর্গ বিবরণ।
সুন্দর বিদ্যমানে দেবী কহিলা সপন ॥
পুষ্পদন্ত নাম তোমার বিদ্যা শশীকলা।
মায়া সরোবরে ঘর সকল পাশরিলা ॥
স্বর্গের বসতি দোঁহে বিদ্যাধর হও।
কি করহ পৃথিবীতে শীঘ্র স্বর্গে যাও ॥
পৃথিবীতে অবতার পূজার কারণে।
সে সব বৃত্তান্ত যত পাসরিলা মনে ॥
বিলম্বে নাহিক কার্য্য সম্বরহ কেলি।
কালি প্রভাতে কুণ্ড জ্বালি কুতুহলি ॥
স্বপ্ন কহিয়া হইল কালীর গমন।
রজনী প্রভাত হইল রবির কিরণ ॥
স্বপ্ন দেখিয়া দোঁহে ভাবিলেক চিতে।
কহিলা সকল পিতামাতার সাক্ষাতে ॥
মাতাপিতা শুনি সর্ব্বে পরম হুতাস।
পুত্র পুত্রবধূ যাইবেক স্বর্গবাস ॥
রাখিতে নারিলা রাজা বলিলা বিস্তর।
রাজারাণী পুরাখণ্ড কান্দিয়ে ব্যসর ॥
কাটিয়া অনেক কাষ্ঠ আনিল তখনি।
জাহ্নবীর তটে কুণ্ড জ্বালিল আগুনি ॥
জনক জননা সুন্দর বন্দি দুইজন।
বিদ্যাবতী শাশুড়ীর ধরিয়া চরণ ॥
যতো কিছু দেখ মাগো কারো কেহ নয়।
জলের বিম্বুক প্রায় জানিহ নিশ্চয় ॥
অগ্র পশ্চাতে সৃষ্টীর ঐ পথে গমন।
বাদিয়ার বাজি যেন জানিহ কারণ ॥
আমা সভার শোক কিছু না করিহ মনে।
দিনকথ ব্যাজে দেখা হইবে সেইখানে ॥
এতেক বলিয়া বাক্য শাশুড়ীরে কৈলা।
শ্বশুর চরণে বিদ্যা দণ্ডবৎ হইলা ॥
দুরেতে থাকিয়া বিদ্যা হইলা যুগ্মপাণি।
আশীর্ব্বাদ করি মোরে দেহত মেলানি ॥
শুনিয়া রাজার আঁখি ছল ছল করে।
পুত্র পুত্র বলি সুন্দরের গলা ধরে ॥
অনেক তপস্যায় পাইলাম তোমা পুত্রবর।
এখনে কি কথা কহ দগধে অন্তর ॥
আমি মরিলে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে তুমি।
বিধি কৈলে এখন পুত্রশ্রাদ্ধ করি আমি ॥
দিনকথ রয়্যা বাবু করো রাজ্য ভার।
পশ্চাদে করিহ চিত্তে যে লয় তোমার ॥
সুন্দর বলেন বাপু শুন মহাশয়।
স্বর্গের বৈভব চায়্যা এ কোন সুখ হয় ॥
জনক জননা সুন্দর প্রণাম যে করে।
শোক না করিহ দেখা হবে স্বর্গপুরে ॥

যত যত পাত্রগণ কৈলা সম্ভাষণ।
রাজারে বুঝায় সভে প্রবোধ বচন ॥
চারিভিতে প্রজাগণ সারি সারি রহে।
মধুর বচনে সর্ব্বে রাজারে বুঝায়ে ॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে তোলপাড় শুনি।
সখীগণ সঙ্গে বিদ্যা গায় মধুর ধ্বনি ॥
সখিগণেরে বিদ্যা কহেন তখন।
যদি মোর বাপের দেশ যাও কোন জন ॥
দেখিলে শুনিলে কতো কৈলা সভাকার।
জননীরে জানাইয় মোর নমস্কার ॥
তোমা সভার সঙ্গে বঞ্চিলাম এতকাল।
যদি অযোগ্য থাকে ক্ষমহ সকল ॥
এত যদি বিদ্যাবতী কহিলা কাহিনী।
এথা বহু কাষ্ঠ আনি জ্বলিল আগুনি ॥
পুষ্প চন্দন আদি নানা কাষ্ঠ দিয়া।
কুণ্ডেতে ফেলিয়া দিল উঠিল জ্বলিয়া ॥
কৌস্তুরী কুসুম দোঁহে করিয়া লেপন।
অগ্নি প্রবেশিতে তবে যায় দুই জন ॥
হেনকালে কলাবতী দেখে শৃঙ্গকার।
পুত্রবধূর গলা ধরি কাঁন্দে পুনর্ব্বার ॥
পুত্র, পুত্রবধূরাণী করিলেন কোলে।
হাহা বিধি কি করিলা এই ছিল কপালে ॥
পরম যতনে রাণী চাপিয়া ধরিল।
দোঁহে মুখে মুখ দিয়া কতোক্ষণ রহিল ॥
হেনকালে সুন্দর ভাবেন মনে মন।
মহামায়া ভগবতী করিলা স্মরণ ॥
মৌন করিয়া খানিক রহেন চিন্তিয়া।
মায়াজাল ঘুচাইয়া লহ উদ্ধারিয়া ॥
সেবকের তরে চিত্ত থাকে অনুক্ষণ।
বৈষ্ণবী মায়া নিজোজিৎ করিলা তখন ॥
দেবীর মায়ায় রাণী স্থিরমতি হইয়া।
দোঁহাকার গলা রাণী দিলেন এড়িয়া ॥
দণ্ডবৎ করে দোঁহে রাণীর চরণে।
অগ্নি কোলে করি তবে বসে দুই জনে ॥
আগে অগ্নি প্রবেশিল কুমার সুন্দর।
ঘৃত চন্দনকাষ্ঠ তথির উপর ॥
অগ্নি পড়িয়া ডাকে বিদ্যাবতীর তরে।
কোন কার্য্য কর প্রিয়া আইসহ সত্বরে ॥
এতেক শুনিয়া বিদ্যা সুন্দরের তুণ্ডে।
অগ্নি নমস্কার করি পড়িলেক কুণ্ডে ॥
হেনকালে দেবরথ আইল ততক্ষণ।
দেব আজ্ঞায় দেবরথে চড়ে দুইজন ॥
দোঁহাকার প্রাণ যায় ছাড়ি কলেবর।
আপনে চতুর্ভুজা রথে করিলেন ভর ॥
দেবরূপে দুই জন চড়ে দেবরথে।
যমদূত দেখে রথ যায় স্বর্গপথে ॥
চিত্রগুপ্ত জানাইল যমের সদনে।
শুনিয়া ভাবিল চিত্তে রবির নন্দনে ॥
আপনে লইয়া যান আপনার দাস।
তার কাছে যাব আমি কেমৎ সাহস ॥
মায়ার কারণে যম মনে হইয়া ভ্রম।
দেবীর অগ্রেতে যম গেলা ততক্ষণ ॥
সহগণ সহিত যম দেখি ভগবতী।
সহস্রেক যম তথা সৃর্জ্জে শীঘ্রগতি ॥
যে দিকে চাহে যম দেখে আপন আকার।
ভগবতীর মায়া যতো বুঝিলেক সার ॥
দেখিয়াতো ভগবতীর মায়ায় শকতি।
দেখিয়াতো যম রাজা হইল ভয়মতি ॥
যম বলে চিত্রগুপ্ত দেখহ নয়ানে।
দেবীর অশেষ মায়া বুঝিব কেমনে ॥
চরণে পড়িয়া যম করে স্তবন।
যমেরে প্রসাদ দিয়া দেবীর গমন ॥
দেবীরে প্রণমিয়া যম গেলা নিজ ঘর।
দোঁহাকারে লইলা দেবী কৈলাস শিখর ॥
দোঁহাকারে মহামায়া কৈলাসেতে থুইয়া।
জীয়ানে দোঁহারে অমৃত দৃষ্টে চাহিয়া ॥
নিজরূপ ধরে তখন বিদ্যা সুন্দর।
মনুষ্য শরীর ছিলা হইলা বিদ্যাধর ॥
ইন্দ্রের নাটুয়া পূর্ব্বে ছিলা দুই জন।
পুনরপি দিলা তাহা ইন্দ্রের সদন ॥
মনসরোবরে ছিল রত্নময় পুর।
সেইখানে থুলা নিয়া বিদ্যাসুন্দর ॥
ইন্দ্রের ভুবনে রহিলা দুই জন।
নৃত্যগীত আনন্দিত ইন্দ্রের সদন ॥
বিদ্যাসুন্দর দোহে স্বর্গে করে কেলি।
শিবদুর্গা দুইজন রস কুতহলি ॥
অষ্টমঙ্গলা লইয়া শুন বিবরণ।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকাচরণ ॥

গ্রন্থের মর্ম্ম ও ফলশ্রুতি

নম নম নমো দেবী নমো নারায়ণী।
নম নম দুর্গা দুর্গত তারিণী ॥
শুনরে সকল লোক হইয়া এক চিতে।
কালিকা চণ্ডীর ব্রতো হইলা যেন মতে ॥
মহাকালী মহাদেবী বসিএ একত্তর।
মহাকালীর তরে তবে জিজ্ঞাসিলা হর ॥
কেমতে পাইলা পূজা কহ দেখি শুনি।
মহাকালী কহেন কথা শুন শূলপাণি ॥
ব্রহ্মার নন্দন বীর বিষ্ণুভক্তি অংশে।
বৃত্রাসুর নাম জন্মিল ব্রহ্মবংশে ॥
শুনহ অনন্তকুটীদেব ত্রিলোচন।
হরগৌরী হরিহর যত ভক্তগণ ॥
ভৈরব সহিত যুদ্ধ হইল যেমনে।
যেমতে তথায় হেরিলে তিন জনে ॥
নন্দী আসিয়া যুক্ত করিল যেমনে।
কালিকার গুণ কীর্ত্তি গাইলা দেবগণে ॥
বিজয়া আইলা তবে লইতে দেবগণ।
শিবের সহিত হইল কথোপকথন ॥
বিজয়ার মুখে তবে শুনিয়া কাহিনী।
দেখিল দেবতাগণ কালিকা ভবানী ॥
যেরূপ বলিতে দেবীর নাহি পারে বিধি।
সেইরূপ বলিবারে কাহার শকতি ॥
মহামায়া বলিলা যে বুঝিবারে পারে।
চক্ষের নিমেষে গেলা কালিকার পুরে ॥
ধ্যানে দেখিয়া কিবা দেখিলা সপনে।
এমৎ প্রকারে হইল দেবতার মনে ॥
সুবর্ণ রচিত কৈলা দেবীর আকার।
কালীপূজা কৈলা ইন্দ্র বিবিধ প্রকার ॥
এই হেতু ইন্দ্র মনে অহঙ্কার করে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ হেতু গুরুপত্নী হরে ॥
পাইল অনেক তাপ সেই সে কারণ।
সহস্রভগ ঘুচি হইল সহস্রলোচন ॥
তবেত সুরথ রাজা কৈলা নানামতে।
মহাকালীর পূজা হইল যাহা হইতে ॥
মৈষাসুর আদি বধিলা যেন মতে।
নানারূপ ধরিলা পারিল এড়াইতে ॥
শম্ভু নিশম্ভু বধ অপূর্ব্ব কথন।
বত্রিস পুথালি সহ ইন্দ্র দিলা সিংহাসন ॥
সত্য রাজা উপদেশ পাত্র মুখে পাইয়া।
ভোজ কন্যা ভানুমতী করিলেন বিয়া ॥
তালবেতাল বহু রত্ন দিলা কুঁজা কুঁজী দাসী।
চারিজনের যশ পৃথিবীতে ঘুষি ॥
বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান অপূর্ব্ব কথন।
যেন মতে স্বর্গবাস কৈলা দুই জন ॥
কালিকামঙ্গল গীত শুনে যেই জন।
অপুত্রের পুত্র হয় কুশল ভাজন ॥
সকল সম্পদ হয় সুখে যায় কাল।
দেবপুরে স্থিতি তার হয় অন্তকাল ॥
মুনি অক্ষর বাণ শশী সকল পরিমিত। *
এই কালে রচিল কালিকা চণ্ডীর গীত ॥
কালিকা চরণ সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দদাস কালিকামঙ্গল ॥

* মুনি, ৭; অক্ষর, ১; বাণ, ৫; শশী, ১;—
"অঙ্কস্য বামা গতিঃ"—এই নিয়ম অনুসারে গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দরের রচনা কাল, ১৫১৭ শক; অর্থাৎ ১৫ ৫ খৃষ্টাব্দ।

ইতি কালিকামঙ্গল পুস্তক সমাপ্ত। তৎসৎ।

কৃষ্ণরাম বিরচিত

বিদ্যাসুন্দর

বিদ্যাসুন্দর

—০:✽:০—

কৃষ্ণরাম বিরচিত

—:✽:—

কালিকামঙ্গল

[শিবসুত মহামতি স্থূল তনু খর্ব্ব অতি
প্রণমহ্ু দেব গণরায়।
স্তুতি করি করপুটে উরহ মঙ্গল ঘটে
পতিত পাবন বরদায় ॥
মত্ত গজপতি তুণ্ডে সঘনে চঞ্চল শুণ্ডে
মদগন্ধে বুলে অলিকুল।
গুণনিধি গুণনাথে বিষম দশনাঘাতে
অহিত করয়ে নিরমূল ॥
চারু অতি চারি কর ধরহ অভয় বর
সুন্দর অঙ্কুশ শোভে পাশ।]✽
শুভ কর্ম্ম আরম্ভনে হেরম্ব ভাবিয়া মনে
সকল আপদ হয় নাশ ॥
কটি তটে বাঘ ছাল তাহাতে কিঙ্কিণী জাল
রত্নহার গলে জোগ পাটা।
বিকল রুধির দেহ মুকুটে চাঁদের ছেহ
মাথায় বিকট শোভে জটা ॥
কবি কৃষ্ণরামে ভণে অবিরত যোগাসনে
অনাদি পুরুষ মুষা পৃষ্টে।
মঙ্গল আসরে উর নায়কের শুভকর
ত্রিলোচনের শুভ দৃষ্টে ॥

—:✽:—

সরস্বতী বন্দনা✽

অখিল লোকের গতি বন্দো দেবি সরস্বতি
অনন্তরূপিণী ভাবিনী।
যোগধ্যানে তোমাবিনে অন্য কেবা আর জানে
মূঢ়মতি আমি কিবা জানি ॥
তোমার কৃপার দৃষ্টি আগম পুরাণ সৃষ্টি
মহ'মন্ত্র জপে পঞ্চাননে।
নিন্দি কুন্দ বিন্দু চাঁদ বিশদ দেহের ছাঁদ
বেদরূপা ব্রহ্মার বদনে ॥
নানা যন্ত্র বাদ্য লীলা আলাপে দরপে শিলা
সঙ্গীতে মোহিত হরহরি।
সৃষ্টি কৈলে রাগ ছয় রাগিণী ছত্রিশ হয়
ক্রমে সেবে দিবা বিভাবরী ॥
সুরনাগনরগণে জীব যত ত্রিভুবনে
তুমি বুদ্ধি প্রাণ সবাকার।
কেহ ধীর কেহ চাষা মিথ্যাবাদী সত্য ভাষা
যেন মতি লয়াও যাহার ॥
যারে দিলা দিব্যমতি কিবা দিবা কিবা রাতি
তোমারে ধেয়ায় নিরবধি।
যারে দিলা জড়বু'দ্ধ বচনে নাহিক সিদ্ধি
দুকুল আকুল ভবনদী ॥
তোমার মমতা যারে বাগীশ জিনিতে পারে
এ তিন ভুবনে নাহি বাদী।
চরণ কমল সেবি বাল্মীকি হইল কবি
নারদ বরদ ব্যাস আদি ॥
নৃত্য গীত বাদ্য রসে ভকত জনের বাসে
উরমাতা মঙ্গল এই ঘটে।
গায়েনে সুকণ্ঠ কর মঙ্গল আসরে উর
কৃষ্ণরাম বলে করপুটে ॥

—:✽:—

✽ এই অংশ (ক) পুঁথিতে নাই।

✽ (খ) পুঁথিতে ইহার পূর্ব্বে কালী ও মহামায়ীর বন্দন আছে।

কালিকা বন্দনা

পিঙ্গল [ছন্দ]

শম্ভু উপর চরণ জোর — সজল জলদ বরণ ঘোর
মউলি মুকত চিকুর ছন্দ — করণে কুলুপ সোহিনী।
জিহ লল লল সঘন লার — লিহ পিবহি রুধির ধার
তুঙ্গ বদন মুখ বিথার — অসুর বিসর মোহিনী ॥
বাম যুগল করহু চণ্ড — সুখর খড়্গ দনুজ মুণ্ড
অভয় বরদ অপর পানি — নরশিরচয়ে মালিনী।
উপর নয়ন অনল মন্দ — তপন দক্ষিণ অপর চন্দ
নরকর কটিতটে সুছন্দ — অখিল ভুবন পালিনী ॥
ককুভ বসন গহন নাদ — উনমত্ত কত প্রমথ সাথ
লুবধ ভকত হৃদয় ভৃঙ্গ — চরণ কমলে মাতলে।
কৃষণ রাম কহ সুবাণী — দেহি শরণ হরকি রাণী
হাম যেমন পতিত এমন — নাহি অনেক ভূতলে ॥*

—

কৃষ্ণ আদি দেবতা বন্দনা

রাধার সহিত কৃষ্ণ বন্দিব প্রথমে।
মৎস্য আদি অবতার বন্দি ক্রমে ক্রমে ॥
গোপ গোপী গোকুলে গোবর্দ্ধন ধন্য অতি।
বৃন্দাবন আদি যথা কৃষ্ণের বসতি ॥
বন্দিলাম যশোদা নন্দ পরম সাদরে।
পুত্র ভাবে আপুনি আছিলা যার ঘরে ॥
বসুদেব দেবকী বন্দিলাম জোড় হাথ।
পাইল পরমানন্দ অখিলের নাথ ॥
পুরন্দর শচী বন্দো ভাগ্যের নাহি ওর।
নবদ্বীপে চৈতন্য গোসাঞী অবতার ॥
নিত্যানন্দ ঠাকুর অপর পারিষদ।
বন্দিনু পরম ভক্তি সকলের পদ ॥
দারুব্রহ্ম গোবিন্দ বন্দিলাম নীলাচলে।
প্রয়াগ ত্রিবেণী কাশী স্থান যে সকলে ॥
সপ্ত ঋষি ঋতু ছয় গ্রহ আদি রবি।*
বাল্মীকি চরণ বন্দো মহা আদি কবি ॥
ব্যাসদেব বন্দিলাম পুরাণ ভাগবত।
ভব নদী তারণ কারণ স্মর পথ ॥
অখিলের জননী কমলা সরস্বতী।
পরিত্রাণ পরায়ণী বন্দো ভাগিরথী ॥
শুক সোনাতন বন্দো নারদ আদি মুনি।
বন্দিলাম পরমগুরু জনক জননী ॥ †
মহাদেব সকল বন্দিনু এক মনে।
প্রণমহ প্রণতি হরি ভক্তের চরণে ॥
যথায় কীর্ত্তন হয় চৈতন্য চরিত্র।
বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র ॥
তাহে গড়াগড়ি দিয়া যেবা নৃত্য করে।
জীবন মুকুত তার ধন্য দেহ ধরে ॥
[হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত।
তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত ॥] ‡
কৃষ্ণগুণ শ্রবণে পুলক যার হয়।
তাহারে দেখিলে পুণ্য কভু মিথ্যা নয় ॥
সর্ব্বভূতে দয়া যার সদা হিতকারী।
বিশেষ মহিমা তার কি বলিতে পারি ॥
সেই সে পাইল কৃষ্ণ চরণের ছায়া।
বুঝিনু কেবল সার আর যত মায়া ॥
সদাশিব বন্দিলাম বৃষভবাহন।
সৃজন পালন ক্ষয় মূল যেই জন ॥

---

* ইহার পর (খ) পুঁথিতে অতিরিক্ত মহামাইর বন্দনা আছে :—

এ মহামাই — দেখ সভাই — জনম সফল মানিয়া।
অপর আর — নাহি বিচার — আগম নিগম জানিয়া ॥
করকু চণ্ড — দনুজ মুণ্ড — অভয় বরদ বাহিনি।
গোপ্ত বেস — মুকুত কেশ — মর্দ্দ মহিস বাহিনি ॥
তপন ছন্দ — অনল কুন্দ — নয়ন তিহ মোহিনি।
চমক লাগ — দনুজ ভাগ — মনুজ মান মোহিনি ॥
নহে নিবার — রুধির ধার — মুখ বিথার থাকিয়া।
রস বিভোল — রসন লোল — দসন এক চাকিয়া ॥
জলদ কাতি — ভয়দ ভাতি — ধরণি গাঁথি কিঙ্কিনি।
ভকত জত — প্রমথ ভূত — জোগিনি জটিল সঙ্গিনি ॥
ডমুর শৃঙ্গ — ধনি মৃদঙ্গ — শঙ্খ ভেউর ভাসিনি।
সরস গান — সহ ইসান — রণ সমান বাসিনি ॥
বসন দিগ — রিপু অনেক — নিমিক একনাসিনি।
কমট পিট — অবনি নিট — বিকট অট্ট হাসিনি ॥
সরণ দেহ — চরণ জোর — এ ভব ঘোর বাহিয়া।
কিসন রাম — করি প্রণাম — লহ জননি তারিয়া ॥

* সংবত, ১৯৬৭

† ইহার পরে (খ) পুঁথিতে এই অতিরিক্ত পাঠ আছে—

"বন্দিনু সমুদ্র সাত জত নদনদি।
বন্দ কবি কালিদাস গুণের অবধি ॥

‡ এই দুই পংক্তি (খ) পুঁথিতে নাই।

গলায় হাড়ের মালা চন্দ্রকলা মাথে ।
দিগম্বর বিভূতি প্রমথগণ সাথে ॥
পণ্ডিত পাবনী দেবী অর্দ্ধ অঙ্গ বামে ।
পলায় পাতক দুঃখ ভয় যার নামে ॥
কার্ত্তিক গণেশ বন্দো নন্দী আদিগণ ।
ভকত যোগীর যত বন্দিনু চরণ ॥
ভাগিরথীর পূর্ব্ব তীর অপরূপ নাম ।
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান ॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে পরম ভকতি ।
হরি হরি বল ভাই যাহাতে মুকতি ॥

—:*:—

কবির আত্মপরিচয় ও দেবীর মঙ্গল কাব্য লিখিবার আদেশ প্রাপ্তি *

অতি পুণ্যময় ধাম   সরকার সপ্ত গ্রাম
কলিকাতা পরগণা তার ।
ধরণীতে নাহি তুল   জাহ্নবীর পূর্ব্বকূল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যার ॥
বসতি করয়ে তথি   সদাচারী শুদ্ধমতি
ধীর ধরা দেবগুণ সুখে ।
দেখি হেন মনে লয়   নারদাদি মুনিচয়
অবতার কৈল কলিযুগে ॥
চৌধুরী গন্ধর্ব্ব অরি   বলে নাহি অধিকারী
অধিকার অনেক ধরণী ।
দহিতে অহিত বন   ছিলা দারা হুতাশন
ভার ভরে প্রতাপে তরণী ॥
সাবর্ণ্য চৌধুরী সব   এক মুখে কি বলিব
অশেষ মহিমা অতি স্থির ।
শ্রীযুত শ্রীমন্ত রায়   সর্ব্বলোকে গুণ গায়
ধার্ম্মিক যেমন যুধিষ্ঠির ॥
বিধান উত্তম দাতা   জিনিয়া কল্পলতা
জনার্দ্দন রায় মহাশয় ।
উপমা কোথায় এত   কি কহিব গুণ যত
সহস্র বচন মোর লয় ॥
প্রতাপে তিমির হর   যশেতে যামিনী কর
শুদ্ধ মতি কাশীশ্বর রায় ।
পুণ্যের অবধি নাই   দেখি ইন্দ্র ভয় পায়
কলিকালে এমন কোথায় ॥

সেই গ্রামের মধ্যে বাস   নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপত্তি ।
তাহার তনয় হই   নিজ পরিচয় কই
বয়ক্রম বৎসর বিংশতি ॥
শুনে সবে একচিত   যেমনে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি ।
প্রথম বৈশাখ মাসে   স্বপনে আপন বাসে
দেখিনু সারদা ভগবতী ॥
শব শিবা আরোহণ   জিনিয়া নবীন ঘন
ঘোর অঙ্গ বরণ আঁধার ।
করাল বদনী শিবা   লহ লহ করে জিভা
দিগম্বরী মুক্ত কেশ ভার ॥
অসি মুণ্ড বাম কর   দক্ষিণে অভয় বর
হরিহর না পায় ধিয়ানে ।
দুর্গত তারিণী আসি   দরশন দিলা বসি
এই নাম সফল কারণে ॥
বলে কৃপাময়ী দেবী   শুন রামকৃষ্ণ কবি
গীতকর আমার মঙ্গল ।
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ কথা   প্রথমে রচহ গাথা
পুরাণ প্রমাণি এ সকল ॥
জন্ম হিমালয় গিরি   কামদেব ভস্ম করি
বিবাহ করিল পুন হর ।
তারকের গুণ নাশে   সুলোচনা যুঝে রোষে
তাহারে বধিলা পুরন্দর ॥
তারাবতী তার প্রিয়া   নারদ তথায় গিয়া
কৈলা মোর চরিত্র বর্ণন ।
সেবিয়া পাইল বর   পশ্চাৎ হইল নর
বিদ্যা আর সুন্দর রতন ॥
প্রভাবতী উপাখ্যান   শুনিল সখীর স্থান
গোপতে বিবাহ কৈল কবি ।
তনু পরিহরি শেষে   আইল কৈলাস বাসে
এত বলি অন্তর্দ্ধান দেবী ॥
কেবল ভরসা অই   আদেশিলা কৃপাময়ী
আরম্ভিনু পাঁচালি করিতে ।
যেন সাঁতারিয়া জলে   সাগর তরিয়া চলে
খর্ব্ব যায় চাঁদেরে ধরিতে ॥
মহা মহা কবি যথা   তথায় আমার কথা
কোকিলেরে ভেঙ্গায় বায়সে ।
যেন মুকুতার সাথে   শঙ্খ কাঁটি হার গাঁথে
ভউপলা প্রবালের পাশে ॥
ধীর বর মহা সবে   গুণ বিচারিয়া লবে
আগে আন জনের বিনয় ।

* এই অংশ (ক) পুঁথিতে নাই ।

লোহা যেন অনুকূল বিধি হৈলে অনুকূল
পরশো পরশে সোনা হয় ॥
অরংসাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রাম রাজা সর্ব্বজনে বলে।
নবাব সারিস্তা খাঁ আদি করি সাত গাঁ
বহু সরকার করতলে ॥
সারসাসনের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জ্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল বিচারিয়া সবে ॥
বলে কৃষ্ণরাম কবি ভকত বৎসলা দেবি
ধরাধর রাজার নন্দিনি।
ভবসিন্ধু ঘোর অতি তোমা বিনে নাই গতি
পার কর পতিত পাবনি ॥

—:•:—

মহাদেবীর স্তব

[উর উর মহাদেবি দীন দয়া মই গো
দয়া কর নায়েকের তরে।
ঘটেতে করিয়া বাস রিপু নাশ করগো
পূজা বলি লয়ে কুতুহলে ॥
তোমার মহিমা বাণী মুঞি কিবা জানি গো
জগত জননী বিশ্বরূপা।
ভকত বৎসলা নাম ভবের ভবানী গো
ভকত জনেরে কর কৃপা ॥
সঙ্গে করি সখীগণ স্থির মন হইয়া গো
কৌতুকে শুনহ নিজ গীত।
গায়ন বায়েন আদি যেবা ইহা শুনে গো
পুরাও তাহার মনোনীত ॥
সঙ্গীত করিতে মোরে ইঙ্গিত করিলে গো
তুয়া অঙ্গীকারে ইহা গাই।
সদয় না হও যদি সংসার তারিণী গো
তবে সদা শিবের দোহাই ॥
পুরাও দাসের আশ কৈলাস বাসিনী গো
করপুটে বলি এই বাণী।
ব্রহ্মা আদি হরিহর তোমারে না জানে গো
মুই মূঢ় কি বলিতে জানি ॥
চরণ কমল তলে স্মরণ মাগিয়া গো
বিরচিত কবি কৃষ্ণরাম।
পতিত পাবনী যদি দয়া না করিবে গো
কেমনে করিব এই নাম ॥] *

* (ক) পুঁথিতে ইহা নাই।

দেবীর আজ্ঞায় সুন্দরের বীরসিংহ গমন

গীত আরম্ভ *

সুন্দর সুন্দর নাম রাজার নন্দন।
পূজিয়া পরম দেবী করিল গমন ॥
স্বপনে শিবার কথা সত্য মনে লয়ে।
পাইবে রমণীমনি আনন্দ হৃদয়ে ॥
জনকেরে না বলিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কবি শিরোমণি ॥
জয় পত্র যুকত বিচিত্র ছত্র ধরি।
দিব্য বস্ত্র ভূষণ দ্বিজেরে দান করি ॥
কবি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপের শূর (?)।
সারদা সহায় যায় বীরসিংহ পুর ॥
ছাড়াইল নিজ রাজ্য চলি দিন ছয়।
সমুখে অরণ্য ঘোর দেখে লাগে ভয় ॥
বরাহ মহিষ বাঘ তাহাতে সকল।
ভয় পাইয়া ভাবে কালী চরণ কমল ॥ †
শিরে মণি জলে ফণী বেড়ায় চরিয়া।
পাইলে গণ্ডার চণ্ড গিলয় ধরিয়া ॥
যেই দিকে চাহে কবি সেই দিকে বন।
ফিরিয়া না যাব ঘরে করিয়াছি পণ ॥
প্রবেশে অরণ্য মাঝে ভাবিয়া সারদা।
সঙ্কটে তরিয়া লক্ষেহরের প্রমদা ॥
ব্যাঘ্র আদি দেখিয়া ফিরিয়া নাহি চায়।
পশ্চাৎ করিল বন তবে পথ পায় ॥
চলিতে না পারে আর ক্ষুধায় বিকল।
রম্যস্থান দেখিয়া বসিল তরুতল ॥
অকস্মাৎ পাইল দিব্য নানা উপহার।
দেবযোগ্য মনোহর কি বলিব আর ॥
সকলি দেবীর মায়া শুন সর্ব্বজন।
কত রঙ্গ করেন বুঝিতে তার মন ॥
হেন কালে সম্মুখে দেখিল ঘোর নদী।
কুল নাহি তরঙ্গ যেমন নিরবধি ॥
ক্ষেণে ভাসে ক্ষেণে ডুবে হাঙ্গর কুম্ভীর।
নাহিক কাণ্ডারী তরী বড়ই গম্ভীর ॥
নারিব হইতে পার দাঁড়াইল সার।
বুঝন না যায় মাতা চরিত্র তোমার ॥
আপনি কহিলা পথে কোন দুঃখ নবে।
সম্মুখে সমুদ্র ঘোর উপায় কি হবে ॥

* (ক) পুঁথিতে "গীত আরম্ভ" পাঠ নাই তাহার স্থলে "উর মাতা আসরে হও অধিষ্ঠান" পাঠ আছে।
† পাঃ (খ)—মর্ত্ত হাথি সত সত জিনিয়া অচল।

ফিরিয়া সদনে যাই হেন মনে লয়।
সবে দুঃখ তোমার বচন বৃথা হয়॥
বলিতে বলিতে কবি অপরূপ দেখে।
মহাযোগী একজন আইল সমুখে॥
রক্ত বস্ত্র পরিধান শুখাঅন * তনু।
যোগ বল কিরণ তপন যেন ভানু †॥
সুন্দরেরে বলে শুন রাজার নন্দন।
যদি মনে লয়ে ধর আমার বচন॥
কালীমন্ত্র জপ তুমি না করিহ আর।
করিতে না পারেন তিনি সঙ্কটে উদ্ধার॥
মহেশের মন্ত্র আসি লহ মোর ঠাঞি।
যাহার সমান আর তিন লোকে নাই॥
যোগবলে যাহা চাহ নিকটে মিলিবে।
এ পাঁচ মাসের পথ একদণ্ডে যাবে॥
শুনিয়া সুন্দর বলে তুমি মূঢ় জন।
সহনে না যায় মোর তোমার বচন॥
হরগৌরী এক অঙ্গ বেদ পরমাণ।
ইহাতে করিলে ভেদ রৌরবে হয় স্থান॥
যোগী মহাশয় তুমি জগতে পূজিত।
শিবশিবা ভেদ কর নহেত উচিত॥
ফিরিয়া সুন্দর দেখে যোগী নাহি তথা।
ঘুচিল মায়ার নদী অপরূপ কথা॥
হইল আকাশ বাণী শুন কবিবর।
কুতূহলে যাহ বীরসিংহের নগর॥
পাইয়া প্রসাদপুষ্প আনন্দ হৃদয়।
গমন করিল গুণসিন্ধুর তনয়॥
পঞ্চ মাসের পথ বীরসিংহ দেশ।
দশম দিবসে গিয়া করিল প্রবেশ॥
অমরাবতীর তুল্য মনোহর স্থান।
ধরণী বলিতে নাহি যাহার সমান॥
নৃত্যগীত আনন্দিত যত প্রজা লোক।
অকাল মরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক॥
নৃপতি উত্তম দাতা নাহি অবিচার।
চাঁদেরে মলিন কৈল যশেতে যাহার॥
[বাহুবলে অধিকার করিল অনেক।
অধিকার ধরাতলে কহিব কতেক]॥ ‡

* পাঃ (খ) জটাভার সুখাইল।
† পাঃ (খ) জোগ বলে কিরণে তপনে করে অনু।
‡ এই দুই পংক্তি (খ) পুঁথিতে নাই।

কমলার দয়া তারে কভু নাহি টুটে।
ভূপতি ভকত সদা ভাবে কর পুটে॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীপদ যুগ।
দেখিয়া সুন্দর দেশ সুন্দরের সুখ॥

—:*:—

কবির বেশে নৃপতি বীরসিংহের দেশে সুন্দরের উপস্থিতি

ত্রিপদী ছন্দ

[পাইয়া পরম পথ পরিপূর্ণ মনোরথ
প্রসাদাৎ প্রমথ পতির।
রবি অন্ধকার হংস কংস ধ্বংসকরব অংশ
মহাবংশ অবতংস ধীর।]*
সুন্দর কবির বেশে নৃপ বীরসিংহ দেশে †
উত্তরিলা সহায় ভবাণী।
পাছে রহে যত গ্রাম কত তার লব নাম
গতি তার দিবস রজনী॥
রাজ্য জুড়ি গড়খাই বাঁশেও না পাই ঠাঞি
বাইচে ফিরান যায় কোশা।
উপরে সিনার গড় ঘোর তরু উচ্চতর
বিষ্ণুপদ পরশিতে আশা॥
ঠাঞি ঠাঞি দেখে তথা বুরুজে কামান পাতা
দশ বারো সের ধরে গুলি।
সেনা নানা জাতি থাকে দিবা বিভাবরী জাগে
পরিচ্ছদ নানা বস্ত্রশালী॥
উড়ে কত লাল বানা প্রথমে পাঠান সেনা
খোরাসানী মঙ্গল সকল।
সোণার বরণ তনু চাপ দাড়ি শোভে জনু
মেরু শৃঙ্গে বান্ধিল চামর॥
ধরে পাগ শ্বেত পীত সমরে অভীত চিত
হাকিল হুকুম শিরে বহে।
হানা দিয়া পরদল তিলেকে করয়ে তল
হুতাশনে তুলা যেন দহে॥
নয়ান ঘুরায় বড়ি সঘনে মোচড়ে দাড়ি
সদাই খোদায় অনুরক্ত।
যে আছে আপন দিনে না খায় জবাই বিনে
নমাজ করয়ে পাঁচ ওক্ত॥

* এই অংশ (ক) পুঁথিতে নাই।
† পাঃ (ক) নৃপতি সিংহের দেশে।

দেখিল তাহার পর   দিব্য পরিচ্ছদ ধর
উজবগ রহেলা রাজপুত।
কার পাগ কার টোপ   ছাড়িয়া চামর গোঁফ
হেরিতে অভিন্ন দিতিসুত॥
ভেরি বাজে শিঙ্গা কাড়া   ঢালি পাইক সেনা পাড়া
করে সবে বহু কুতুহলি।
নাগগণ নর জিনি   রদে রদে ঠনা ঠনি
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়ায় রাহুলি॥
হাটকে বান্ধিল রদ   অবিরত ঝরে মদ
সামকত সেনা জুড়ে জুড়ে।
প্রবল সিফাই বর   উপরে আমারি ঘর
কাল কাল শ্বেত বানা উড়ে॥
ধরে ঢাল তরয়ার   খোরাসানি খর ধার
সোয়ারে সোয়ারে খেলা পাড়া।
স্বনে বিষাণ সান   জগঝম্প সিন্ধু আন
দামসা দামড় বাজে কাড়া॥
দিয়া চুলের ফুলি   তবকি চালায় গুলি
ধানুকী হেলায় বিন্ধে বেঝা।
রাহুত মাহুত যত   তাহা বা কহিব কত
শমন সমান মহাতেজা॥
রায়বাঁশ এক হাতে   ভ্রমায় আকাশ পথে
শত শত শর করে চুর।
মল্লে মল্লে হুড়াহুড়ি   জড়াজড়ি ক্ষিতি পড়ি
অমর সাহসে সবে শূর॥
মাতাল মাতঙ্গ কত   থানে বান্ধা শত শত
শুণ্ড ঝুলায় মদ ভরে।
হাজার হাজার বাজী   ইরাকী তুরকী তাজী
গমনে পবন অনুসরে॥
পশ্চাৎ করিয়া থানা   প্রচণ্ড রাজার সেনা
চালন সুন্দর সদাশয়।
সমুখে রাজার পুর   দেখি রহে কতদূর
হেরিতে নিমিখ হরে লয়॥
গড়খাই দেশ জুড়ি   মাঝেতে রাজার পুরী
নানা রত্ন মন্দির কদম্ব।
কৃষ্ণরাম বলে সার   ইন্দ্রের বসতি যার
সিন্ধু মাঝে যেন প্রতিবিম্ব॥

—:*:—

কদম্বের তরুতলে অবস্থিতি

পাঁচালি

পশ্চাৎ করিয়া গড় নৃপতি কুমার।
দেখিতে দেখিতে যায় রাজার বাজার॥
চৌহাট নগরে লোক বেচা কিনি করে।
কোন দুঃখ নাহি দিব্য পরিচ্ছদ ধরে॥
দেখিল অপূর্ব্ব কত দ্রব্য ঠাঞি ঠাঞি।
তুলনা বলিতে যার ক্ষিতি তলে নাই॥
সহর ভ্রমিতে তথা বাঘাই কোটাল।
খোরাসানি খঞ্জর কোমরে খর ধার॥
করিবর উপর আমারি মাঝে বসি।
সমুখে কামান তীর ধরি রাশি রাশি॥
পাকাইয়া নয়ান যাহার পানে চায়।
চমকে অমনি তনু তরাসে কাঁপায়॥
কালাগায়ে হেম হার গলে অভিরাম।
পর্ব্বত শিখরে যেন কর্ণিকার দাম॥
চাপ দাড়ি প্রসন্ন বদনে হেন বাসি।
রাহু যেন গরাসিল এক ভাগ শশী॥
দুই গোঁফ পরিপাটি সে যেন কলঙ্ক।
মোচড়িয়া লীলায় গরবে কাঁপে অঙ্গ॥
চৌদিগ ঘেরিয়া ঘোর সোয়ারের বেলা।
রাজপুত বল[illegible] উজবগ রহেলা॥
শিঙ্গা কাঁড়া করতাল চৌঘড়ি ঘোড়ায়।
বারবধু বার সাথে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
তাহা দেখি মনে করে রাজার নন্দন।
পশ্চাৎ বুঝিব ভায়া চতুর কেমন॥
এই রূপে অপূর্ব্ব * দেখিয়া হরষিত।
দিব্য সরোবর তীরে হইল উপনীত॥
স্বয়ম্ভু মানসহর নিরমল নীর।
ফটিকের বাঁধা ঘাট দেখিতে রুচির॥
বিকসিত কমলে কমল কত শোভা।
মত্ত মধুকর বৃন্দ মকরন্দ লোভা॥
কেলি করে রাজহংস না যায় গণন।
চৌদিগে তাহার চারু কুসুমের বন॥
মলয় পবন গন্ধ অতি মনোরম।
কুহরে কোকিল কুল যোগীর বিষম॥
রম্য কদম্বের তরু তলে রত্ন বেদী।
বসিল তথায় গিয়া কবি গুণনিধি॥

* পাঃ (খ) অনেক

কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীর প্রসাদ।
কালিন্দী কদম্ব তলে যেন যদুচাঁদ ॥ *

—:*:—

সুন্দর দর্শনে নারীগণের খেদ

চন্দ্রাবলী

ভুবনমোহন রাজার নন্দন
বদন বিমল চাঁদ।
বাহু কাকোদর চিকুর চাঁচর
কামিনী মনের ফাঁদ ॥
কষিল কনক তনু সে রসিক
বসিল তরুর তলে।
মুখে ঝরে ঘাম মুকুতার দাম
যেন শোভে শতদলে ॥
হেনই সময় কুলবতীচয়
স্নান করিবার তরে।
সেই ঘাটে আসি দেখে গুণরাশি
সুন্দর সুন্দর বরে ॥
নিমিখ তেজিয়া লোচন অমিয়া
দেখিতে রূপের শোভা।
স্মরশরে জর কাঁপে কলেবর
হইল মানস লোভা ॥
এক নারী কয় মোর মনে লয়
এই সীতাপতি রাম।
বলে আর সতী নহে রঘুপতি
সেই দূর্ব্বাদল শ্যাম ॥
আর ধনী বলে এই তরুতলে
নিশ্চয় মদন রায়।
পোড়াইল হর নাহি পঞ্চশর
আর ধনী বলে তায় ॥
[মোর মনে লয় শুনগো নিশ্চয়
এই নন্দসুত কানু।
বলে আর রাই কালিয় কানাই
ইহার সুন্দর তনু ॥]†
কিবা পুরন্দর অমর ঈশ্বর
কি হেতু আইলা ক্ষিতি।
বলে আর সখী সবে দুটি আঁখি
এ নহে শচীর পতি ॥
পরম সুন্দর এই শক্তিধর
ক্ষিতিতলে মহাশয়।
বলে নারী এক এ নহে কার্ত্তিক
না দেখি বদন ছয় ॥
কিবা নারায়ণ লছমীরমণ
গমন করিলা মহী।
নাহি কর চারি এ নহে মুরারি
শুনি বলে আর সহি ॥
বসি তরুতল করিল উজ্জ্বল
এই সদাশিব বাসি।
বলে আর জন ভুজগ ভূষণ
মাথায় নাহিক শশী ॥
দেব চতুর্ম্মুখ পরম কৌতুক
জগতের রূপ নিয়া।
নিরমিল বর পরম সুন্দর
কত দিন মন দিয়া ॥
ভাগ্যবতী ধনী ইহার জননী
সফল জীবন তার।
কতেক বৎসর আরাধিল হর
যে হবে জায়া ইহার ॥
ক্ষেণেক দেখিয়া চিত নিবারিয়া
স্নান কৈল রামাগণ।
কাখে করি ঘট তনু ছটফট
হানিল অনঙ্গ বাণ ॥
অবশ শরীর হৃদয় অস্থির
খসি পড়ে কাখে কুম্ভ।
কৃষ্ণরাম কবি কালীপদ ভাবি
রচিল রস কদম্ব ॥

—:*:—

সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ ও আত্মপরিচয় দান

মালিনী বিমলা নামে গিয়াছে বিভার ধামে
দিতে পুষ্প জোগান নিয়ম।
সদনে আসিতে সুখে শুনিল লোকের মুখে
তরু তলে রূপ মনোরম ॥
দেখিতে বাসনা অতি ত্বরায় করিয়া গতি
সরোবর তীরে উপনীত।
নিমিখ তেজিয়া আঁখি অনুপম রূপ দেখি
হৈল রামা বড়ই বিস্মিত ॥

* পাঃ (খ) যদুনাথ
† এই অংশ (খ) পুঁথিতে নাই।

রাজকন্যা ভাগ্যবতী পূজে শিবা দিবা রাতি
সেবায় শঙ্কর অনুকূল।
আদেশ পাইয়া বিধি গঠিয়া রূপের নিধি
দিল আনি করিয়া অতুল॥
জোড় করে কুতূহলে নিকটে আসিয়া বলে
কহ তুমি কোন মহাশয়।
অজ্ঞান অবলা তুমি দেখিয়া বিস্ময় অতি
জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়॥
মোরে পরিচয় দিবা ময়ূর-বাহন কিবা
মোহনিয়া রোহিণী-রমণ।
যুবতী জগত মাঝে নয়ান যাহার আছে
কুল রাখে করিয়া কেমন॥
কিবা বিদ্যা রাজসুতা রতি জিনি রূপ যুতা
পরম যুবতী গুণবতী।
শচীর নামেতে ভায় বিবাহ করিতে তায়
অমরাবতীর পতিক্ষিতি॥
কিবা ভাগ্যবান ভূপ পাইল এমন রূপ
তনুজ দনুজ রিপু বরে।
তাহার উপমা দিতে নাহি আর পৃথিবীতে
যেবা তোমা ধরিল উদরে॥
অন্য জন তোমা দেখি ফিরাইতে নারে আঁখি
মানে তনু সফল করিয়া।
হেন পুত্রে অতি দূর ছাড়িয়াত নিজ পুর
আছে প্রাণ কেমনে ধরিয়া॥
বিমলা আমার নাম হের দেখ মোর ধাম
হই মালাকারের নন্দিনী।
পুত্র কন্যা পতি নাই নাহি বন্ধু বাপ ভাই
একেলা বঞ্চি যে অভাগিনী॥
রাজকন্যা ভালবাসে নিত্য যাই তার পাশে
গাঁথিয়া জোগান পুষ্প দিতে।
নানা রত্ন দেয় সেই উপায় আমার এই
নিবেদিনু সকল নিশ্চিতে॥
বুঝিয়া তাহার মতি কবি কুতূহল অতি
কহেন সকল সমাচার।
সুন্দর আমার নাম কাঞ্চন * নগরে ধাম
গুণসিন্ধু রাজার কুমার॥
কবি পণ্ডিতের বেশে আসিয়াছি গৌড় দেশে
হইয়ে বিদ্যার অভিলাষী।
অপরূপ অতিশয় কবি কৃষ্ণরামে কয়
শুনিয়া বিমলা বলে হাসি॥

* পাঃ (খ) কাঞ্চি।

মালিনী কর্ত্তৃক বিদ্যার রূপ বর্ণন

ছন্দাবলী

রূপবতী বিদ্যারে তোমার অভিলাষ।
সারদা সদয় তার পুরাইল আশ॥
অপরূপ রূপ দেখি ভূপ মহাশয়।
গুণেও এমনি হবে মোর মনে লয়॥
রমণীমণির মন তোমায় মজিবে।
জনক না জানে তবু যাচিয়া ভজিবে॥
[বাছিয়া বিদ্যার আর না মিলিল বর।
কুসুম ধনুর তনু পুন দিল হর॥
কামিনী এমন মিলে কেমন জনের।
পরমা পুরায় তার বাসনা মনের॥]*
শুনিতে বিদ্যার কথা কবির যতন।
মালিয়ানী বলে শুন পুরুষ রতন॥
প্রতিজ্ঞা করিল এই ভূপতির বালা।
যে জন বিচারে জিনে তারে দিব মালা॥
আইল অনেক রাজা কেহ নাহি জিনে।
হারিয়া পলায় নিশি দেখা নাহি দিনে॥
রাজার মানস শ্যামা সেবার কারণে।
জিনিল জাবক বিদ্যা দশন বসনে॥
উচ্চ হয় কুচ দুটি বিবাদ করিয়া।
দাড়িম্ব বিদরে যেন শোভা না ধরিয়া॥
দিঘল লোচনজোর কি বলিব তায়।
হরিণী হারিল আর উপমা কোথায়॥
নহে নিরমল চাঁদ বদনের তুল।
কি আর গরব করে কমলের ফুল॥
রুষিল কষিল সোনা কলেবর মাঝে।
হারিয়া সুবর্ণ নাম হারাইল লাজে॥
বিশেষ সংসারে তার না হয় তুলনা।
ভুরু মদনের ধনু ধরিল ললনা॥
[বাহু হেরি পাতাল পশিতে চায় বিস।
গমনে যেমন গজ মরালের হিস্॥
সভায় যুকতি আশা নাসায় শিশির।
লীলায় লইল সুধা হরিয়া শিশির॥]†
জিনিয়া রম্ভার স্তম্ভ উরুযুগ সাজে।
অধোমুখ করিবর করিংক লাজে॥
খেয়াতি ক্ষিতির নাম বটে সর্ব্বসহা।
নিতম্বের ভরে এবে ঘুচাইল তাহা॥

* এই অংশ (ক) পুঁথিতে নাই।
† এই অংশ (ক) পুঁথিতে নাই।

[পরাভব করিল কেশ চামরের চুলে ।
কুচাবধ জলদ বিদারিত হয়ে ॥] *
জিনি মৃগরাজ মাজা অতিশয় খিনি ।
কিসের ঈশের আর ডমুরু বাখানি ॥
মহাযোগী অশনি সহিতে পারে বুকে ।
তাহার কটাক্ষ বাণ বিন্ধে একটুকে ॥
তোমারে হেরিলে হবে হৃদয় কৌতুক ।
সারসের শোভা যেন সুরের সমুখ ॥
অনেক রাজার সাধ সে ধনী পাইতে ।
দানব কোপন যেন অমৃত খাইতে ॥
কে আর জিনিতে পারে করিয়া বিচার ।
তরুণী তোমার বিনে কার নহে আর ॥
শুনিয়া বিন্তার রূপ কৃষ্ণরাম বলে ।
স্বর্গ যেন সুন্দর পাইল করতলে ॥

—:*:—

মালিনীর গৃহে সুন্দরের গমন

চৌপদী

মালিনী জুড়িয়া কর বলে বড় কুতূহল ।
না করিহ সন্দে পরম আনন্দে
আইস আমার ঘর ॥
সে বড় বিরল ঠাঞি তথা কারো গতি নাঞি ।
তোমার নামেতে বহিনি নন্দন
ডাকিয়া বলিলাম তাই ॥
মনেতে যেমন আছে সকলি হইবে পাছে ।
রাজার নন্দিনী শুনে মোর বাণী
নিত্য যাই তার কাছে ॥
সুন্দর গুণের রাশি শুনিয়া কহিল হাসি ।
না যায় খণ্ডন বিধির ঘটন
তুমি হৈলা মোর মাসী ॥
দেখহ কালীর খেলা মালীর ভবনে গেলা ।
রন্ধন ভোজন করিয়া শয়ন
রজনী প্রভাত বেলা ॥
আসিয়া নদীর তটে মৃত্তিকা লইয়া গঠে ।
শিবের মুরতি করি যত্ন অতি
সুন্দর সাধক বটে ॥
সকল মরিয়া আছে মালঞ্চ তাহার কাছে ।
অপরূপ শুন মঞ্জরিল পুন
পুষ্প বিকসিত গাছে ॥

সকলি পারুলি কেয়া সিউতী নাগেশ্বর ।
যার নহে কাল সেই ফুটে ভাল
সকলি দেবীর মায়া ॥
ফুটিল রঙ্গণ কুন্দ মাধবী লতার বৃন্দ ।
জাতী যূথি আর মল্লিকা সুন্দর
অলি পিয়ে মকরন্দ ॥
বাঁধলী হেম বকুল বরণী চম্পক ফুল ।
কদম্ব কুরচি বক করবি
ভানু ইন্দু মণি ফুল ॥
থল শতদল ওড় কিংশুক নাগকিশোর ।
চাপা নানা জাতি শিরিশ করবি
কাঞ্চি নাহিক ওর ॥
সিয়লি পিওলি আর মোহন মুকুতা হার ।
লতা মালি তরু লতার বিট
গন্ধে মনোহর যার ॥
কস্তুরি ভুজগ দাম সিন্ধুবার অভিরাম ।
শতেক বরগ কৃষ্ণকেলি
রকতি বদনি সাম ॥
কোকিল পঞ্চম গায়ে মলয় মধুর বায়ে
মুনির মানস হরে [চঞ্চল]
সৌরভ দূরেতে যায়ে ॥
সাধক সুন্দর কবি পূজিয়া পরম দেবী ।
মালির ভবন করিল গমন
প্রতাপে কেবল রবি ॥
শুন এক নিবেদন কালীর চরণে মন ।
স্থির করি রাখ বিচারিয়া দেখ
আর যত অকারণ ॥
সংসার সকলি ধন্দ মায়ার পাশেতে বন্দ ।
বুঝিয়া না বুঝে মূঢ়মতি জন
নয়ান থাকিতে অন্ধ ॥
নিমিতা নামেতে গ্রাম বৈকুণ্ঠ সমান ধাম ।
সপনে যেমন কহিলা তেমন
রচিল কেবলরাম ॥

—:*:—

মালঞ্চে মালিনীর পুষ্পচয়ন ও সুন্দরকে স্তুতিকরণ

ত্রিপদী

সুন্দর ফুলের গন্ধে, মালিনী পড়িল ধন্দে
বাহির হইল ততক্ষণে ।
কোকিল কুলের ডাক অলি উড়ে ঝাকে ঝাক
গুঞ্জরি বেড়ায় পুষ্পবনে ॥

* এই অংশ (খ) পুঁথিতে নাই।

বিমলা কমলমুখি নিমিখ তেজিয়া আঁখি
ধীরে ধীরে করিল গমন।
সকল মালঞ্চ হৈল আজি কেন হেন হৈল
নাহি জানি ইহার কারণ॥
চিত্তে করে অনুমান কোন দেব অধিষ্ঠান
হইল আসিয়া এই খানে!
হৃদয় বিস্ময় অতি ভাবিতে ভাবিতে সতী*
উপনীত কুসুম উদ্যানে॥
তবাসিল একে একে অনেক নাহিক দেখে
হেন কালে সমুখে সুন্দর।
পরম পুরুষ জানি আদরে জুড়িয়া পাণি
প্রণতি যে করিল বিস্তর॥
তোমার আসর জন্য আপনা মানিল ধন্য
পবিত্র হইল মোর ধাম।
এখন জানিল আমি পুরুষ উত্তম তুমি
চরণে করহ পরণাম॥
আমি ভাগ্যবান নারী অতিথি আমার বাড়ী
হইলা আপনি মহাশয়।
যেন হরি কুতুহলে আছিলা নন্দের ঘরে
মায়া বশে হইয়া তনয়॥
ধন্য নৃপতি-সুতা ধন্য রূপগুণ-যুতা
ধন্য ধন্য কপাল তাহার।
কত জন্ম পুণ্য ফলে বিধি দিল করতলে
মিলাইল আনিয়া যাহার॥
পতি লাগি রূপবতী পূজে তোম পশুপতি
বশ হইলা দেব শূলপাণি।
তার যুগ্য পতি আর না দেখি বুঝিয়া সার
নররূপে আইলা আপনি॥
বড় শুভ দিন আজি লইয়া আকড়ি সাজি
তুলে পুষ্প মালির মহিলা।
গন্ধে ব্যাকুল চিত কালীর মঙ্গল গীত
কবি কৃষ্ণরাম বিরচিলা॥

—:*:—

মালিনী কর্ত্তৃক সুন্দরের গাঁথুনি-মালা বিদ্যাকে অর্পণ ও বিদ্যার প্রশ্ন

পাচালি

ফুল মকরন্দ লোভে তাহে শোভে অলি।
মন্দ বায় পঞ্চম গায় কোকিল কুকিলি॥

দুঃখহান শুভদিন মালির মহিলা।
নাম লব কত যত* কুসুম তুলিলা॥
অবহেলে গেল ঘর কত সাজি ভরি।
কবি গুণাকর বলে অতি যত্ন করি॥
শুন মাসি অন্য বসি আমি গাথি মালা।
তুষ্ট হইয়া নেবে মালা নৃপতির বালা॥
বুঝি মন ততক্ষণ গাথে রম্য হার।
ফুলে নানা গুণপণা কি বলিব তার॥
তবে মালা কুতুহলি লয়্যা পুষ্প† চয়।
অবিলম্বে গেল দন্তে বিদ্যার আলয়॥
ফুল দিয়া তবে গিয়া বসিল সাক্ষাতে।
রস কথা ছিল তথা দণ্ড দুয় সাতে॥
ঘরে যায় বিদ্যা তায় হাসি জিজ্ঞাসিল।
কহ সার পুষ্পহার কে আজি গাথিল॥
গাথো তুমি চিনি আমি নিত্য আন ফুল।
আজি চিহ্ন দেখি ভিন্ন চিত করে রে আকুল।
হাস্যমুখী হইয়া সুখী মালির বিমলা।
আজি হেন কহ কেন নৃপতির বালা॥
যাহা আনি গাথি আমি কেবা মোর আছে।
নাহি যুবা মোর কেবা আসিবেক কাছে॥
উচ কুচ ভারি বুঝ এ ভর যুবতী।
ফুল গন্ধে পড়ে ধন্দে স্থির নহে মতি॥
পোড়ে মর্ম্ম অনুক্ষণ বিরহ আগুন।
বর আনি নরপতি না দেয় দারুণ॥
কায়মনে অনুক্ষণ ভাবে নারায়ণী ‡
দুঃখ যাবে পতি পাবে রস গুণমণি॥§
শুন কহি কাম অহি কামড়ে শরীর।
সেই আসি বিষ কাড়ি করিবেক স্থির॥
অতি ব্যাজ নাহি কায দুই একে হবে।
অতি রূপ রসকূপ ভূপ লইয়া রবে॥
ইহা শুনি বিরহিনী৵ হৃদয় অধীর।
গেল ক্ষুধা পাইল সুধা তাহে কি অনাদর॥
ছত্র পাট করি লাট লাগাইল আসি।৪
মুখে ভাষ মন্দ হাস সুন্দরের মাসি॥ʃ

* পা। (খ) মালির মহিলা সতি

* পাঃ (খ) নাম যত কব কত।
† পাঃ (খ) মাল্য।
‡ পাঃ (খ) ভদ্রকালী।
§ পাঃ (খ) গুণশালী।
৵ পাঃ (খ) সুবদনি।
৪ পাঃ (খ) ছত্র পাট করে লাট লাগাইল আস।
ʃ পাঃ (খ) আশ্বাস।

এত বলি গেল চলি আপন বসতি।
কৃষ্ণরাম বলে ধাম দিবা ভগবতী॥

—:*:—

বিমলার বাজারে গমন ও সুন্দরের মালা গাঁথুনি

বিমলা বিদায় হইয়া ঘরেতে আইল।
সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল॥
কি দিয়া গাথিলা মালা কেমন প্রকারে
চঞ্চল বিদ্যার মন ধরিতে না পারে॥
যতন করিয়া মোরে জিজ্ঞাসিল সতা।
কে আজি গাথিল মালা অপরূপ অতি॥
না কহিলাম সমাচার সাত পাঁচ ভাবি।
কাল গিয়া কহিব যেমন করেন দেবী॥
কিছু না কহিল কবি শুনিয়া প্রসঙ্গ।
পোহাইল বিভাবরী উদয় পতঙ্গ॥
মাল্যানী আনিল ফুল তুলিয়া সকল।
সুন্দর কহেন কিছু হইয়া কুতুহল॥
তঙ্কা দশ বারো লইয়া বাজারে যাহ মাসী।
গাঁথিব সকল মালা আজি আমি বসি॥
বহুদিন পূজি নাই হরের ঘরণী।
উপহার আন আজি কিনিয়া আপনি॥
বিমলা বাজারে গেল বেসাতি করিতে।
সুন্দর সুন্দর মালা লাগিল গাঁথিতে॥
বোটা কাটী রঞ্জন সহিত যূঁতি তার।
মুকুতা মিশালে যেন প্রবালের হার॥
গাঁথে নাগকিশোর বিশেষ মাঝে যাতি।
মল্লিকা মাধবীলতা মনোহর অতি॥
গন্ধরাজ চাঁপা মাঝে বকুলের মালা।
যা ধরিতে বিরহিণী জনের বাড়ে জ্বালা॥
ভূমিচাপা অশোক গাঁথিল করবীর।
হেরিলে হরিয়া লয় মানস মুনির॥
ভাবিয়া হৃদয় মাঝে নৃপতিকুমার॥
লিখিল কেতুকি ফুলে নিজ সমাচার॥
[কাঞ্চন নগরে রাজা নাম গুণসিন্ধু।
যশে সম নহে যার কুমুদের বন্ধু॥
তাহার তনয় সুন্দর মহাকবি।
প্রতাপে তুলনা যার হৈতে চায় রবি॥]*

তোমার প্রতিজ্ঞা কথা শুনি লোক মুখে।
মালাকার ভুবনেতে আইলাম কৌতুকে॥
হরিষে কুসুম মালা সাজিতে থুইল।]*
কদলির পত্র দিয়া সব আচ্ছাদিল॥
ভিন্ন ভিন্ন করি রাখে যার যেই দাম।
রচিল সরস গীত কবি কৃষ্ণরাম॥

—:*:—

মালিনীর বেসাতির হিসাব

পাঁচালি।

হেনকালে মাল্যানী আইল নিজ পুরি।
বোঝা ভুলাইয়া কহে বচন চাতুরি॥
পাছে বুঝ মাসি কিছু করিয়াছে চাপা।
কোথায় এমন টাকা পাইয়াছিলা বাপা॥
মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি।
সিক্কা সিক্কা কাটালঃ[?]শত বাট্টা কমি॥
বদলিয়া পুরাপিট হইল সাড়ে সাত।
থোকে ছয় তঙ্কার বণিক দিব্য জাত॥
কর্পূর কিনিনু আগে আর আর এড্যা।
তিনটা ছিল তোলা আজি তার দেড্যা॥
অগোর চন্দন চুয়া আছে কি পাইতে।
চক্ষু ঠেকরিয়া গেল চাহিতে চাহিতে॥
জায়ফল লবঙ্গ প্রসঙ্গ হাটে নাঞি।
কিছু কিছু আনিলাম আমি বুজি তেঞি॥†
তবে থাকে টাকা দেড় ভাঙ্গাইতে চাই।
আগুন লাগিল কড়ি কম দর পাই॥
আতিবিতি লইলাম বেসাতি ফুরায়।
চাহিতে চাহিতে‡ যেন চরকি ঘুরায়॥
ঘৃতের দোকানে দেখি এত কেন চোক।
ঠেলাঠেলি গণ্ডগোল গায়ে গায়ে লোক॥
কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।
প্রলয় পড়িল পোয়া সাড়ে সাত বুড়ি॥

---

* পাঃ (খ) গুণসিন্ধু বীর ধন্য ধরণীভূষণ।
বংশের পীযূষ ধাম প্রতাপে তপন॥
শুন্যেছো সুন্দর নাম তাঁহার তনয়।
যত কবি পণ্ডিত পাইল পরাজয়॥

পরম আনন্দে সদা সারদার সেবা।
প্রমথপতির বরে প্রতিযোগী কেবা॥
পাঃ (খ) দরসন করণে মনের কতুহল।
সপনে শিবার মুখে ব্যকত সকল॥
সাজায়্যা সাজিতে রাখে বিরাজিত হার।
যত ঠাঞি জোগান যেমন মালাকার॥
† পাঃ (খ) আনিয়াছি কিছু কিছু আমি জেই তেঞি
‡ পাঃ (খ) ফিরিতে ফিরিতে।

বিবাহ অনেক ঠাঞি কর্ণ-বেধ কারো।
এজন্যে দিব্বের দর বাড়িআছে আরো॥
[পশিতে নারিলাম গুয়া-পয়নের বাড়া।
পোণেকে ছুই পোন পান সেহ নহে ঝাড়া॥
যেন তেন ছাঁচের আছয়ে এক গুণ।
সন্তে মাত্র বাজারে সুলভ আছে চূণ॥]
লিখিয়া খুজুয়া দ্রব্য বুজ যত গুলা।
আমার খরচ এই ছয় বুড়ির তুলা॥
গণ্ডাদশ বারো কড়ি পড়িয়াছে ভুল।
বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল॥
মুখে বড় দড়বড়ি দিলেক বুঝান।
দশের অর্দ্ধেক তঙ্কা তার জলপান॥
সুন্দর শুনিয়া হাসে বড় কুতুহলে।
চোরের উপরে চুরি কৃষ্ণরাম বলে॥

—:*:—

বিলম্বে ফুল জোগানর জন্য বিদ্যা কর্তৃক মালিনীর প্রতি তিরস্কার

ত্রিপদী।

বেসাতি করিয়া সারা বিমলা মালিয়ানি দারা
আসি উত্তরিল নিজ ঘর।
আকাশে অনেক বেলা পাছে রোষে নৃপবালা
ভাবিতে হৃদয় বড় ডর॥
না জানি কি হয় আজি করেতে করিয়া সাজি
চলিল হৃদয় ছটফট।
কোটালে তুষিয়া ফুলে বিলম্ব করিয়া চলে
উত্তরিল বিদ্যার নিকট॥
সন্মুখে বিমলা দেখি বিমল কমলমুখী
বলে বিদ্যা ঘুরাইয়া লোচন।
সুখে থাক নিজালয় আমারে না কর ভয়
ফুল আন যখন তখন॥
প্রায় কর অবহেলা তৃতীয় প্রহর বেলা
কবে আর পূজিব ভবানী।
যেমত তোমার কাজ অভাগ্য চক্ষের লাজ
নহে পারি শিখাইতে এখনি॥
হৃদয় বড়ই ডর মাল্যানী যুড়িয়া কর
বলে শুন রাজার তনয়া।
যে কর সাক্ষাতে রাজি অপরাধ যত আজি
ক্ষেম তাহা সদয় হইয়া॥

বিদায় হইয়া মালি অন্য ঠাঞি গেল চলি
পূজে বিদ্যা শঙ্কর ভবানী।
চিকন গাঁথুনি ফুল দেখি চিত্ত ব্যাকুল
রতিপতি হানিল তখনি॥
মালাটী লইয়া হাতে সুন্দর লিখন তাতে
যত্ন করি পড়িল সকল।
বিরহে হরিল জ্ঞান ঘুচিল পূজার ধ্যান
সখীগণে গুনি কুতুহল॥*
তিরস্কারে হইয়া দুঃখী মাল্যানী বিমলমুখী
উত্তরিল আপন ভবন।
সেদিন অমনি ছিল সুন্দরেরে না কহিল
কৃষ্ণরাম করিল রচন॥

—:*:—

বিদ্যা কর্তৃক মালিনীকে বিনয়

ত্রিপদী।

পোহাইল বিভাবরী উদয় আধার গিরি
শয্যা ছাড়ি মালাকার-জায়া।
আনিয়া কুসুম ভার যতনে গাঁথিয়া হার
গেলা যথা রাজার তনয়া॥
মাল্যানী বলে কালি দিয়াছ অনেক গালি†
বড় দুঃখ হইয়াছে মনে।
সকালে আনিছু মালা লহ নৃপতির বালা
যাই আমি আপন ভবনে॥
বিদ্যা বলে ঝির দোষে মা কি কখন রোষে
কোন দেশে শুন্যাছ এমন
রাগে দুই বোল কই পাসুরি ক্ষেণেক বৈই
ক্রোধ মোরে কর সম্বরণ॥
অপরাধ ক্ষেমা করো আইস বৈইস হেরো
করে ধরি বসাইল সতী।
তুষিয়া মধুর বোলে জিজ্ঞাসিলা কুতুহলে
বিদ্যা বিনোদিনী রূপবতী॥
সবদি দিলাম তোরে কহ গো আমার তরে
কাহারে দিয়াছ ঘরে ঠাই।

* (খ) পুঁথিতে এ অংশ নাই।

* ইহার পর (খ) পাঃ—
বাসনা লাইজে খাই বসিতে না পারে রাই
শুইলে দ্বিগুণ বাড়ে জ্বালা।
বিকল হইল অতি প্রভাত হইল রাত
প্রাণ পাই দেখিলে বিমলা॥

† পাঃ (খ) দিলা অতি কটুগালি

অনুমানে বুঝিলাম সেই সে গুণের ধাম
তাহার তুলনা দিতে নাই ॥
মালার গাঁথনি দেখি নিমিখ তেজিয়া আঁখি
চঞ্চল হইল বড় মন।
কহগো বিশেষ ভাব কোথায় তাহার বাস*
কেবা সেই কাহার নন্দন ॥
মালিয়ানী কুতুহলে মুখ ফিরাইয়া বলে
সে কথা কহিয়া কিবা লাভ।
মিছা মায়া কর কেন কতেক চাতুরি জান
জান্যাছি তোমার যত ভাব ॥
প্রণতি করয়ে রামা কহগো গুণের ধামা
হের গো ফিরায়্যে দেখি মুখ।
তুমি মোর পর নও তথাচ নাহিক কও
যেন বুঝি শিলা সম বুক ॥
ঈষৎ হাসিয়া মুখে চাহিয়া বিদ্যার দিগে
কহিতে লাগিলা সর্ব্ব কথা।†
শুন শুন নৃপবালা বিরহসাগরে ভেলা
দিল আনি তোমারে বিধাতা ॥
প্রথম বয়েস বেশে উপমা নাহিক দেশে
যে মত নাহিক এক নরে।‡
দেখি সেই মহাশয় বৃদ্ধার বাসনা হয়
যুবতী কেমনে প্রাণ ধরে ॥
কবি কৃষ্ণরাম ভণে এ ভব সদত মনে
কেমনে তরিব জ্বরনদী।
গতি নাই তোমা বই কালিকা করুণাময়ই
চরণে শরণ দেহ যদি ॥

—:*:—

মালিনী কর্ত্তৃক সুন্দরের রূপ বর্ণন

(পয়ার)

মালিয়ানী বলে শুন রাজার কুমারী।
কহিতে বিশেষ কথা ভয় বড় করি ॥
নৃপবালা বলে তুমি জান মোর মন।
কহিতে বলিতে তবে ভয় কি কারণ ॥
অভয় দিলাম কহ সত্য সমাচার।
কপট করহ যদি শপদি আমার ॥
চারি দিক নিরক্ষিয়া কহিছে বিমলা।
সার্থক* সেবিলা তুমি সর্ব্বমঙ্গলা ॥
কাঞ্চন নগরে রাজা গুণসিন্ধু নাম।
লোকে বলে ক্ষিতি-তলে কলিযুগে রাম ॥
সুন্দর তাহার সুত সুন্দর মুরতি।
রূপে গুণে অনুপাম কবি-বৃহস্পতি ॥
যশ নিরমল অতি প্রতাপে তপন।
অঙ্গ-ভঙ্গ দেখে অঙ্গ তেজিল মদন ॥
অমিয়া জড়িত কথা অতিশয় ভাল।†
কিরণেতে নিবিড় আঁধার করে আল ॥
দেখিয়া তাহার রূপ হেন লয় মন
জিয়াইলা দিল হর মকরকেতন ॥
ধরণী-মণ্ডলে বুঝি নাহি তার তুল।
দরশনে কামিনী কেমনে রাখে কুল ॥
হেন কথা সুন্দরী শুনিয়াছ কোন দেশে।
মালঞ্চ ফুটিল মোর তাহার পরশে ॥
অশেষ গুণের সীমা কি বলিব আর
হেলায় জিনিতে পারে গুরুকে তোমার ॥
জনমে জনমে হর-আরাধন-বলে।
বিধি মিলাইল নিধি আনি করতলে ॥
বিশেষ সকল যদি মালিয়ানী‡ কহিল।
শুনিয়া বিদ্যার তনু লোমাঞ্চ হইল ॥
অনঙ্গে অবশ তনু হইল উতোরোল।§
মালিয়ানীরে ধরিয়া যতনে দিলা কোল
ছিঁড়িয়া গলার হার ততক্ষণে দিল।
চারিদিগ নিরক্ষিয়া কহিতে লাগিল ॥
কোন ছলে আনাইব আপন ভবন।
কহগ মাল্যানী কহ কহ সখিগণ ॥

---

* পাঃ (খ) কহগো কোথায় বাস
বিশেষ কহিবা আভাস
† পাঃ (খ) ঈষৎ হাসিয়া তবে বলে অবধান হবে
কহিতে লাগিলা কাজ কথা
‡ পাঃ (খ) বড় অপরূপ এই রূপেতে তেমন কই
হয় না হবেক নাই পরে।

---

* পাঃ) সফল।
† পাঃ) অমৃত সমান ভাষ সর্ব্বাংশে ভাল।
‡ পাঃ (খ) বিমলা।
পাঃ (খ) চাপিয়া কমলামুখি কায় শিহরিল।
অনঙ্গে অবশ অঙ্গ হৃদে উতরোল ॥
§ অতিরিক্ত পাঠ (খ)
কিছু পাছে মনে কর ভাল শূন্য তুলি।
কারুএ কহিলা করুণাময় কালি ॥
আসিতে হেথায় যদি হয় অভিমত।
বিকট কোটাল মুটা আটকায় পত ॥
গোপনে হইবে বিভা সপনেতে জানি।
কহকি তোমার মত দড় সেই বাণি ॥

কেমনে দেখিব আমি সেই মহাজন।
তিলেক বিলম্বে মোর না রহে জীবন॥
তৎকাল উপায় যদি নাহি কর তবে।
নিশ্চয় জানিবা সত্য বধের ভাগী হবে॥
মালির মহিলা বলে শুন নৃপবালা।
কৃষ্ণরাম বলে বড় বিরহের জ্বালা॥

—:*:—

মালিনীর সহিত বিদ্যার সুন্দর-সমাগমের পরামর্শ

ত্রিপদী।

বিরহে ব্যাকুল অতি দেখিয়া যুবতী সতী*
মালিয়ানী বলে এই কথা।
কোটাল প্রহরী থাকে দিবা বিভাবরী জাগে
পুরুষ আসিতে নারে এথা॥
শুনিয়া তোমার বোল হিয়া বড় উতরোল
মর করনায় নাহি সাদ।
ভাবিয়া দেখহ মনে যদি নরবর শুনে
তিলেকে হইবে পরমাদ॥†
না জানিব বাপ মায়ে গোপতে আনিবে তায়ে
ইহা কভু ছাপি নাহি হবে।‡
বড়গ আমার ভয় যদিগ প্রচার হয়
পরিণামে কেমত করিবে॥
হের শুন বলি আর তাবত থাকিবে ভাল
যাবত না হও গর্ব্ভবতী।
যুকতি ইহার এই কহ নৃপতির ঠাই
বিবাহ দেওক নরপতি॥
বিষম তোমার বাপ ভাবিতে তাহার দাপ
হের দেখ কাঁপে মোর বুক।
জগতে কলঙ্ক হবে লোকের সাক্ষাতে তবে
তুলিবে কেমন করে মুখ॥

কেমনে কেমন মন লাগ্যাছে করিতে।
পলকে প্রলয় প্রাণ না পারি ধরিতে॥
দরসন তাহার সহিত অচিরাত।
নহিলে গমন আজি সমন সাক্ষাত॥

* পাঃ (খ) রাজসুতা অতি।
† পাঃ (খ) বিষরিয়া বুঝ মনে যদি নরপতি শুনে
তিলেকে পড়িবে পরমাদ।
‡ পাঃ (খ) নাহি রবে

যতেক রাজার সুতা আছিল বিরহযুতা
হেন কর্ম্ম কেহ নাহি করে।
মাল্যানীর বাণী শুনি বলে বিদ্যা বিনোদিনী
ভয় মাত্র নাহিক অন্তরে॥
প্রতিজ্ঞা সকলে জানে যে জন বিচারে জিনে
সে মোরে করিবে পরিণয়।
রূপগুণ মনোহর বরিব পুরুষবর
ইহাতে বাপের কিবা ভয়॥
যে কর্ম্ম করিব আমি তাহাতে কি লাগি তুমি
মনে ভয় পাওগো বিমলা।
শুনিয়াছ কোন লোকে শব বিদ্যমান থাকে
দাহ করে কুশের পুথুলা॥
[মহারাজা লোকে বলে আছিল ধরণীতলে
বাণ নামে গুণের গরিমা।
ঊষা নামে তার কন্যা সর্ব্ব গুণময়ী ধন্যা
বালার রূপের নাহি সীমা॥
না বলি বাপের তরে অনিরুদ্ধ আনি ঘরে
বরিল ত সেই বিরহিণী॥
অপযশ কেবা ঘোষে ধন্য ধন্য সর্ব্বদেশে
আর না বলিহ হেন বাণী॥
মালিয়ানী আদি করি সখিগণ বলে সাধি
বিস্তারিয়া কহ শুনি ইহা।
পিতামাতা নাহি জানে অনিরুদ্ধ ঘরে আনে
কেমত প্রকারে হইল বিহা॥]*
নৃপতির বালা বলে কালীর চরণ তলে
কিষণরামের আর দাস।
যে তুয়া মঙ্গল গায় হবে কৃপাময়ী তায়
নায়েকের পুর অভিলাষ॥

—:*:—

ঊষা অনিরুদ্ধের উপাখ্যান

পয়ার।

শুনিত নগরে ছিল বাণ নামে ভূপ।
প্রতাপে তপন তুল্য কাম জিনি রূপ॥
ধরয়ে সহস্র বাহু বলবান অতি।
তাহারে সদয় বড় দেব উমাপতি॥
ঊষা নামে নন্দিনী সকল গুণধরা।
কামের প্রমদা জিনি রূপে মনোহরা॥
কামনা করিয়া পূজে গৌরী ত্রিলোচন।
পাইবে আপন পতি এই সে কারণ॥

* এ পাঠ (খ) পুঁথিতে নাই।

বিরহিনী বিস্তর স্তব করয়ে অশেষ।
সপনে পাইবে পতি দেবীর আদেশ ॥
অনিরুদ্ধ নাম কামদেবের তনয়।
তার সহ কেলি কৈল রতি সত্য হয় ॥
সকলি কালীর মায়া শুন শুন বলি।
চেতন পাইয়া রাঁমা বিরহে আকুলি ॥
চিত্ররেখা বলি এক সখি প্রাণসমা।
তার তরে সকল কহিল অনুপমা ॥
সপনে পাইনু পতি রূপগুণধাম।
দেখিলে চিনিতে পারি নাহি জানি নাম ॥
করেতে করিয়া তুলি সেই সহচরি।
সভার আকার লিখে অতি যত্ন করি ॥
গরুড় বাহনে হরি সিংহপিটে ধাতা।
সহস্রাক্ষী লিখিল বাহন গজমাতা ॥
বৃষভ বাহনে হর গ্রহ নয় জন।
লিখিল ভুবণ যার বাহন যেমন ॥
ঋষি বিদ্যাধর যক্ষ অপ্সরি কিন্নর।*
এতেক ভুবনে যত প্রধান সকল ॥
গোপনে লিখিল বসুদেবের কুমার।
যার নামে হয় লোক ভবসিন্ধু পার ॥
কামদেব লিখিল কুসুম বাণ হাথে।
বসন্ত করিয়া আদি ছয় ঋতু সাথে ॥
অনিরুদ্ধ লিখিল রূপে নাহি সীমা।
উষার পরাণ† নাথ অশেষ মহিমা ॥
সমুখে ধরিল পট দেখে বাণ-বালা।
কৃষ্ণরাম বলে সবে সারদার খেলা ॥

—:*:—

বিদ্যার নিকট হইতে ঊষা অনিরুদ্ধ উপাখ্যান শুনিয়া সুন্দরের সহিত বিদ্যার মিলনে মালিনীর সম্মতি

ত্রিপদী।

উষা নিশাকর-মুখী নিমিখ ত্যেজিয়া আঁখি
একে একে করে নিরীক্ষণ।
অনিরুদ্ধ দেখি সতী লজ্জিত হইলা অতি
বসনেতে‡ ঢাকিলা বদন ॥
বলে এই প্রাণপতি আনি দেহ শীঘ্র গতি
প্রণতি করহ যোড় করে।

* পাঃ (খ) ঋষি বিদ্যাধর যক্ষ পন্নগ কিন্নর।
† পাঃ (খ) প্রাণের।
‡ পাঃ (খ) দুকুল।

বিলম্বে মরণ মোর দুঃখের নাহিক ওর
যাবত না দেখি তার তরে ॥
সখি অতি মতি শুদ্ধ আনি দিল অনিরুদ্ধ
কুতুহলে বরিল রূপসী।
শুনি বাণ মহারোষে ভয়ঙ্কর নাগ-পাশে
বাঁধিল ত সেই গুণরাশি ॥
নারদের মুখে শুনি ক্রোধযুত চক্রপাণি
গরুড়ে করিয়া আরোহণ।
কাটীল বাণের হাথ রুষিয়া ত্রিদশনাথ
সমরে আইলা ত্রিলোচন ॥
যুদ্ধ হইল হরি হরে তিনলোক কাঁপে ডরে
দিগম্বরী দেখি* মধ্যখানে।
অনিরুদ্ধ উষা লইয়া† পরম কৌতুকী হইয়া
কৃষ্ণ গেলা আপনার স্থানে ॥
বাণের সহস্র হাথ কাটীলা কমলানাথ
অবশেষে রহে হাথ চারি।§
অহংকার বীর দাপ দেখিয়া পুরুষে শাঁপ
দিয়াছিলা দেব ত্রিপুরারি।£
শুনিয়া এসব বাণী মালাকার সীমান্তনী
বলে শুন রাজার কুমারী।
যে লয় তোমার মতি কর তাহা রূপবতী
আমি ইথে∫ কি বলিতে পারি ॥
বলে সুলোচনা সখি সুনল সরোজমুখী
ইথে না করিহ অবহেলা।
বরহ সাগরে পাড় তরিতে না পাও তরী
বিধি আনি মিলাইল ভেলা ॥
সেই গুণসিন্ধুসুত রূপে গুণে অদভুত
মালঞ্চ কুটিল অনুভবে।
নিশ্চয় আমার কথা যদি সে আইসে এথা
কোটাল তারে কি করিবে ॥☙

* পাঃ (খ) দেখি দিগম্বরী।
† পাঃ (খ) লয়ে।
‡ পাঃ (খ) হয়ে।
§ পাঃ (খ) দুই মাত্র রহে অবশেষ।
£ পাঃ (খ) দিয়াছিল ঠাকুর মহেশ।
∫ পাঃ (খ) ইতে।
☙ পাঃ (খ) ইহার পর 'খ'র অতিরিক্ত পাঠ—
বলে বিদ্যা মুখ চায়্যা শুন গো মালির মায়্যা
তার সনে জন্ম জন্ম বিভা।
সপনে শিবার বাণী মনেতে দুজন জানি
সন্দেহ ইহার আর কিবা ॥

বিদ্যা বলে মালিয়ানী কি আর বলিব আমি
যাহা জান বলিহ তাহারে ॥
অন্য না ভাবিহ ইথে বুঝাইয় নানা মতে
যদি কৃপা থাকয়ে আমারে।
তোমার সহিত দড়* প্রণয় আমার বড়
তেঞি বলি ঘুচাইয়া লাজ।
যে জন কাতর হয় একান্ত শরণ লয়
প্রাণপণে করি তার কাজ ॥†
নানা উপহার আনি মালিয়ানীরে দিলানি
যত্ন করিয়া রূপবতী।
বিমলা বিদায় করি নৃপবালা ত্বরাত্বরি
পূজিতে লাগিলা ভগবতী ॥
আরোপি সোনার ঝারা দিয়া কুসুমের ঝরা
সুন্দর ষোড়শ উপচারে।
কৃষ্ণরাম সুরচনে স্তুতি করে একমনে
বিরহ-সাগর হৈতে পারে ॥* *

—:*:—

বিদ্যার দেবী কালিকার স্তব ও বরলাভ

ত্রিপদী।

তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি সকলের জিব
তোমা বিনু‡ নহে কোন জন।
পতি পুত্র আদি জায়া সকল তোমার মায়া
তুমি দেবী সবার কারণ ॥
স্তুতি করে নৃপবালা,—
তুমি ভবসিন্ধুতরী তুমি চরাচরেশ্বরী
তুমি মা গ সর্ব্বমঙ্গলা ॥
নানা রূপে অবতরি সৃজন পালন করি
দুষ্ট নষ্ট কর মহামায়।
মহিষ অসুর শম্ভ নিশম্ভু দারুণ দম্ভ
গর্ব্ব খর্ব্ব করিলা হেলায় ॥
হইয়া বামন রূপ ছলি বলি মহাভূপ§
পাতালে রাখিলা চিরকাল।
রাম নামে দীনবন্ধু পাষাণে বান্ধিয়া সিন্ধু
বিনাশিলা নিশাচরকুল ॥

পুরব জনম অতি মিলাইলা ভগবতী
প্রণতি আমার এই সদা।
স্তুতি কি করিব আর তুমি সকলের সার
শিবা সুখ সম্প্রদ সারদা ॥
দেবী পূর্ব্ব অঙ্গীকারে সদয় হইয়া তারে
শুনিল আকাশ বাণী এই।
আসাছে তোমার* পতি সুন্দর সুন্দর অতি
নিকটে আসিব অদ্য সেই ॥
শুনিয়া নিশ্চয় কথা ঘুচিল মনের ব্যথা
পরম কৌতুকী সখিগণ।
বেশ কৈল সভে তার বিশেষ কি কব আর
রূপবতী সুন্দর যেমন ॥
বুঝিয়া বিদ্যার মন সুলোচনা ততক্ষণ
বিছান ক ল মনোহর।
সাত কুম্ভ ঝারি বারি রাখিল পূর্ণিত করি
রাখে পুর্যা পান সুধাকর ॥
নানা কুসুমের হার অগৌর চন্দন সার
গন্ধে হরে মুনির মানস।
রত্ন সিংহাসন পাতে গিরিদা যুগল তাতে
রম্য চারু উপরে ঐপষ
সময় বসন্ত ঋতু মুখর মকরকেতু
মন্দমন্দ বহে তপোবন।†
কতক্ষণে হবে নিশি ভাবয়ে ভুবনে বসি
ভূপতি নন্দিনী বিচক্ষণ ॥‡
বসিতে নাহিক পারে শুইলে বিরহ বাড়ে
দাঁড়াইলে পড়য়ে ঘুরিয়া।
কৃষ্ণরাম বলে দেবী সুন্দর সুন্দর কবি
আনি মোরে দেহ মিলাইয়া ॥

—:*:—

মালিনী কর্ত্তৃক সুন্দরের নিকট বিদ্যার মনের ভাব প্রকাশ

পাঁচালি।

ওথায়§ মালিয়ানী তবে বিদায় হইয়া।
কৌতুকে আপন পুরী£ উত্তরিল গিয়া ॥

* পাঃ (খ) মন লয় মোর দড়।
† পাঃ (খ) ইহার পর 'খ'র অতিরিক্ত পাঠ।
এখন যেমন ভাবে বুঝিয়া বিধান মবে
কহ গিয়া অবিলম্বে গতি।
‡ পাঃ (খ) ভিন্ন।
§ পাঃ (খ) মহারূপ।

* পাঃ (খ) আসিয়াছে তোর।
† পাঃ (খ) মলয়া মারুত।
‡ পাঃ (খ) ভাগ্যবতী ভূপতির সুত।
§ পাঃ (খ) তথাইতে।
পাঃ (খ) ঘর।

ঈষৎ হাসিল রামা দেখিয়া সুন্দর।
কহে অপরূপ কথা শুনে কবিবর॥
দেখিয়া মোহনমালা বিদ্যা বিনোদিনী।
দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসিল কাহার গাঁথুনি॥
কহিলাম তাহাতে তোমার সমাচার।
শুনিয়া অচৈতন্য হইল, জ্ঞান নাহি তার॥
কেমতে হইবে* দেখা ভাব মহাশয়।
তোমা বিনা তার প্রাণ তিলেক† না রয়॥
কেমনে কহিব তাহা কহিল যতেক।
হইবে তাহার বধি বিলম্ব তিলেক॥
সেই রামা গুণ-ধামা তুমি গুণনিধি।
মিলাইয়া দিল আনি বিদগধ‡ বিধি॥
তুমি কামদেব সম লয়ে মোর মতি।§
কোন জন না বলিব£ বিদ্যা নহে রতি॥
ক্ষুধিত জনেরে যদি ভাল ভক্ষ মিলে।
খাইতে বিলম্ব নাকী করে কোন কালে॥
পরিতে বিলম্ব কিবা পাইলে রতন।
এ বড় সরস ইতে তাহার যতন॥
কাম সর বাণে¶ তনু তোমার বিকল।
তাহার পরশে মাত্র হইবে শীতল॥
সে ধনি রতন বড় যতনে পাইতে।δ
তোমার সমান ভাগ্যবান নাহি পৃথিবীতে॥৵
নয়ান সফল কর দেখি তার মুখ।**
ঘুচুক মনের যত চিরকাল দুঃখ॥
দিবা বিভাবরী জাগে কোটাল প্রহরী।
এই সে কারণে আমি ভয় বড় করি॥
এক যুক্তি বলি আমি যদি মনে লয়।
নৃপতিরে বলিয়া করহ পরিণয়॥††

* পাঃ (খ) হবেক।
† পাঃ (খ) দিলেক।
‡ পাঃ (খ) বিদগত।
§ পাঃ (খ) তুমি কামদেব সম আমার ভারথি
£ পাঃ (খ) কোন জন বলিবেক।
¶ পাঃ (খ) কাম সরানলে।
δ পাঃ (খ) সে পাই।
** অতিরিক্ত (খ) পাঠ—
ঘটকালি মালির মহিলা ভাল জানে।
ভাসায় কুসুম সর শর যেন হানে॥
†† বিবরিয়া বুক বাপা বিদগধ বটো।
পরিণামে নাহি জেনো ভিনজন বটো॥

কি বলিব অবলা পণ্ডিত তুমি কবি।
কয় যাহা মনে লয় যা করুন দেবী॥
হাসিয়া সুন্দর বলে হৃদয় কৌতুক।
গোপনে করিব বিভা ইথে বড় সুখ॥
চোর রূপে যুবতী লইয়া করি লীলা।
জগতের সার সুখ বিধি যা লিখিলা॥
পশ্চাত শুনিলে রাজা যে হয় সে হবে।
সহায় পরম দেবী কোন দুঃখ লবে॥
শুনিয়া মালিয়ানী কিছু না বলিল আর।
কবি কৃষ্ণরাম বলে গীত রসের সার॥*

—:*:—

বিদ্যার আসক্তি শুনিয়া সুন্দরের উল্লাস ও দেবীর পূজা

বিমলার মুখে শুনি বিশেষ ভারতী।
লোমাঞ্চ হইল অঙ্গ ব্যাকুলিত অতি॥
কুটিল মদন বাণ হরি নিল জ্ঞান।
তিলেক বিলম্ব এক বরষ সমান॥*
স্নান দান করিল পূজিল পশুপতি।†
জপিয়া কালীর মন্ত্র করিল প্রণতি॥
[ভাবিয়া ভবানীপদ হৃদয়-কমলে।
অবিসেক প্রত্যুষে পূজিয়া এই বলে॥
নামের মহিমা সিঁমা বেদে অগোচর।
কৃপায় কেমন কিছু জানেন বুঝি হর॥
জনক জননী তুমি যত যায় দেখা।
আকার অনন্ত বটে আদি কাণ্ড একা॥
ভবগোচর সিন্ধু ভবের ভাবনা।
কারণ কতেক মত প্রকাশ আপনা॥
মোহকূপ কলি মলে সকল পতিত।
সবের মঙ্গল নয় কেহ কদাচিত॥
ও পদ-কমলে যার দড়াইল মন।
নাকের নিকরে করে তাহার বারণ॥
জীবনতে মুকত পরম পদ পায়।
কিবা না করিতে পারে শিব মহামায়॥

* পাঃ (খ) বিমলার বোল শুনি রসিক নাগর।
শিহরিল তনু পুষ্পধনু অনুকর॥
অবাহন দহন মদন বরিবাণ।
তিলেক বিলম্বে বধ সমরি সমান॥
† পাঃ (খ) জ্ঞান দান পংতে পূজিয়া পশুপতি।

ওনবত্ত পর্ব্বত লীলায় একটুকি।
দীন নর অমর অধিক হয় সুখি॥]*
জগতজননী তুমি জীবন সভার।
ভকত-বৎসলা নাম কি বলিব আর॥
গোপনে করিব বিভা তোমার আদেশ।
একাকী আইলাম আমি জানিয়া বিশেষ॥†
কেমনে যাইব রাজকন্যার আলয়।
কোটাল দুরন্ত বড় দেখি লাগে ভয়॥
হইল আকাশবাণী সদয় অভয়া।
সুখে গিয়া কর বিয়া রাজার তনয়া॥
বিদ্যার মন্দির আর বিমলার ঘর।
হইল সুড়ঙ্গ পথ অতি মনোহর॥
চন্দ্রকান্তি মণি কত জলে ঠাঞি ঠাঞি।
রজনী দিবস তুল্য অন্ধকার নাই॥
দেখিল নয়ানে কবি সুড়ঙ্গের পথ।
তখনি জানিল মনে সিদ্ধি মনোরথ॥‡
দিবাকর অস্তমিত হইল প্রদোষ।
দেখিয়া কবির মনে হইল সন্তোষ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান স্বর্ণ অলঙ্কার।
বহুমূল্য গলে শোভে মুকুতার হার॥§
সুন্দর সুন্দর তনু রাজিত চন্দন।
করিল বরের বেশ রাজার নন্দন॥
ভাবিয়া পরম দেবী মন্ত্র জপ করি।
কবিবর বিবরে প্রবেশে বিভাবরী॥
যাইতে যাইতে পথে থমকিয়া রহেঁ।£
রতির রমণ সরে বলে প্রাণ দহেঁ॥
গুরুগুরু কাপে উরু যুগল হরিষে।
কৃষ্ণরাম বলে গীত অমিয়া বরিসে॥¶

—:*:—

বিদ্যার গৃহে সুন্দরের উপস্থিতি

ত্রিপদী।

সাজাইয়া কুসুমালা বসিয়াছে নৃপবালা
সখী সঙ্গে পরম কৌতুকি।
রূপে তার রতি অনু জড়িত করয়ে তনু
পরবল মদন ধানুকি॥
সুলোচনা আদি আনি যুগত করিয়া পাণি
করে চারু চামর সমিরে।
নিশি* দণ্ড করে খেলা কতক্ষণে হবে মেলা
আসিব সুন্দর সুধীরে॥
সহায় পরম দেবী সুন্দর সুন্দর কবি
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
চন্দ্রের উদয় কিবা রজনী হইল দিবা
সখী সঙ্গে রামা চমকিত।
[স্বর্ণ ঝারি করি পূর্ণ কিঙ্করী দিলেক অর্ঘ্য
গুণ নিদ্র-নিধির নন্দন।
পাখালিয়া পদদ্বন্দ হৃদয় পরমানন্দ
রাকা ইন্দু নিন্দিয়া বদন॥]†
অভিন্ন মদনকায়ে, কসিল কনক প্রায়ে
বসিলা রতন সিংহাসনে।
অপাঙ্গলোচনে দেখি মোহযুতা বিধুমুখী
প্রশংসা করয়ে রামাগণে॥
কেহ বলে শূলপাণি মিলাইয়া দিল আনি
জিয়াইয়া মকরকেতন।
কিবা নররূপ ধরি আপুনি আইলা হরি
নৃপবালা কমলা কারণ॥
উদরে ধরিল যেই বড় ভাগ্যবান সেই
পুণ্যবতি জনকজননী।
সকল পূজিয়া হর পাইল এমন বর
সবে ধন্য করিয়া বাখানি।‡
নৃপবালা কুতুহলী বলে শুন আমি বলি
যদি নহে সুকবি পণ্ডিত।
অলংঘ্য দেবীর বর তবু প্রাণনাথ মোর
বরিব কহিল সুনিশ্চিত॥§
শুনহ সকল লোকে গিরি মাঝে দৈবযোগে
ময়ূর ডাকিল হেন কালে।
বুঝিয়া বিদ্যার মন£ সুলোচনা তত্ক্ষণ¶
কি ডাকিল কি ডাকিল বলে॥

---

* এই অংশ (খ) পুঁথির।
† পাঃ (খ) একাকী আইনু দূর জানিয়া বিশেষ।
‡ পাঃ (খ) পুরাইল ভবানী তাহার মনোরথ।
§ পাঃ (খ) বাড়ল মুকুতা গলে বেশ বাহার।
£ পাঃ (খ) ভাবিতে ভাগ্যের ওর উঠে চমকিয়া।
¶ পাঃ (খ) কহে কৃষ্ণরাম কাম বিসিখ বরিসে।

* পাঃ (খ) রজনী।
† এ অংশটি (খ) পুঁথির।
‡ পাঃ (খ) ধন্য ধন্য কপাল বিদ্যার।
§ পাঃ (খ) স্মরণ লইব এক চিত্ত।
£ পাঃ (খ) মতি।
¶ পাঃ (খ) গুণবতী।

নিমিত্তা গ্রামেতে বাস   নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপত্তি।
হইয়া যে একচিত   রচিল কালিকা গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি॥

—:০:—

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার ও বিবাহ

পয়ার।

শুনিয়া সখীর কথা রাজার সন্ততি।
বিদ্যা সম্বোধিয়া বলে শুন গুণবতী॥

শ্লোক :—

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষ্যাঃ॥

কুলিশ জিনিয়া মাঝা অতি ক্ষীণতর।
হরিনি নয়ানি শুন বলে কবিবর॥
সহস্র নয়ান হরে কিঙ্কর যাহার।
নাদ শুনি নাচে ফণি আহার যাহার॥
বুঝিয়া সখিরে বিদ্যা বলে এই ভাষা।
শুনিতে না পাই পুনঃ করহ জিজ্ঞাসা॥
সুকবি পণ্ডিত যদি হয় গুণালয়।
অবিলম্বে শ্লোক আর কহিবে নিশ্চয়॥
সখি জিজ্ঞাসিল পুনঃ কহ দেখি* শুনি।
কবিবর বলে শুন রাজার নন্দিনী॥

শ্লোক :—

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষ।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
করাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

স্বযোনি ভক্ষ্যার ধ্বজ সম্ভব যাহাতে।†
শুনিয়া তাহার নাদ থাকিয়া পর্ব্বতে॥
তিমির অহিত হিত‡ প্রতিবিম্ব ধরে।
পবন যাহার আশ তাহা নাশ করে॥

কৌতুকে ডাকিল সেই শুন পিয়া বলি।
হইলা সুশীলা বিদ্যা বড় কুতূহলি॥
হরিষে সঘনে কাঁপে শরীর তাহার।
জানিল পণ্ডিত কবি রাজার কুমার॥
সুলোচনা সখিরে বলিল গুণবতী।
জিজ্ঞাস কি নাম ধরে রাজার সন্ততি॥*
সখি বলে জোড় করে করিয়া বিনয়।
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিতে বড় লাগে ভয়॥
শুনিতে বাসনা করি তোমার কিবা নাম।
ঈষৎ হাসিয়া বলে রূপ-গুণ-ধাম॥

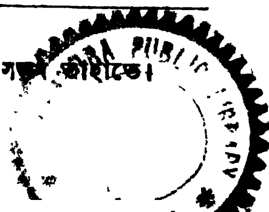
শ্লোক :—

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রাজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥

বসু হেতু বসুধারা মন্দজাতি যেই।
এমতি বিধির কর্ম্ম বন্দনীয় সেই॥†
করভোরু প্রায় উরু, রতি সমা রামা‡
দ্বিতীয়ে পঞ্চমে নাম ভাবি বুঝ আমা॥
সুন্দর সুন্দর নাম জানিল কামিনী।
সখির সমাজে বলে হারিলাম আমি॥
এমন পণ্ডিত কবি নাহি এ ভুবনে।
কি কাব বিচারে আর বুঝিলাম মনে॥
জনমে জনমে মোর প্রাণনাথ এই।
আনি মেলাইয়া§ দিলা কালী কৃপামই॥
[তথাচ অনেক শাস্ত্র করিলা বিচার।
হারিয়া হইল সুখী নন্দিনী রাজার॥
প্রতিজ্ঞা করিল দৈবের মায়া সেহ।
নিজ পতি বিনে আর নাহি জিনে কেহ॥
শিবার সেবক কবি সুন্দর সাধক।
কোন মতে পরাভব নাহি জে বাধক॥]£
হৃদয় কৌতুক¶ বড় জানি শুভক্ষণ।৭
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল রাজার নন্দন॥::

---

* পাঃ (খ) কহ কহ।
† পাঃ (খ) স্বযোনি ভক্ষের ধ্বজ সম্ভব তাহাতে।
‡ পাঃ (খ) বিধু।



* পাঃ (খ) সম্মুখে সখিরে বলে করিয়া যতন।
জিজ্ঞাস কি নাম ধর রাজার নন্দন॥
† পাঃ (খ) বন্দয় লোকে তার পরম সুখি সেই।
‡ পাঃ (খ) রূপে রতি সমা।
§ পাঃ (খ) আনিয়া।
£ এই অংশ 'খ' পুঁথির।
¶ পাঃ (খ) পরমানন্দ।
৭ পাঃ (খ) মাহেন্দ্র সময়।
:: পাঃ (খ) তনয়া।

বরিষে কুসুম ফুল যত সখি মেলি।
বাজে শঙ্খ ঘণ্টা আর জয় হুলাহুলি॥
[পূজিয়া পাবক আগে যুবক যুবতী।
জোড় হাত প্রণিপাত করেন ভকতি॥]*
বদল করিল মালা দুহে দুহার গলে।†
দুহাকার মনে যেন স্বর্গ করতলে॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী কৈল সাত বার।
লাজ হেতু লঘু গতি নন্দিনী রাজার॥
ধরিয়া প্রিয়ার‡ মুখ সুলোচনা সখি।
সুন্দরেরে দেখাইল পরম কৌতুকি॥
[হেরিয়া হরিল আঁখি বদন কমল।
মনে মনে বলে মোর জনম সফল॥
সুবর্ণ সহস্র কোটি কিছু নয় বটে।
সাধার আদর দূর ইহার নিকটে॥]§
দুহে দুহা দরশনে তনু কম্পমান্।
হইল অবস লাগি মদনের বাণ॥£
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি হইলা হরষিত।
করিলা ভোজন তবে যেমন উচিত॥
সহচরি দিল করি শয়নের স্থান।
সোনার সাপুড়া পুরি সিসা করা পান॥
সুবেশা হইয়া বিদ্যা সঙ্গে সখিগণ।
ভেটীতে চলিল কান্ত রূপ উপায়ন॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে ভাগ্যবান চোর।
সারদা সহায় তোর কি বলিব আর॥¶

—:*:

বিদ্যাসুন্দরের বিহার আরম্ভ

তোটক ছন্দ।

ষট্‌পদপাঁতি-ভীতি-ভুরু-রাজিত নয়ন বি খঞ্জন জোর।
সুরসুরনিকর উগারই পুনঃ পুনঃ করণগুহাবধি ওর॥

* ইহার পর 'খ' পাঠ সেবক শিবা সদা অনুকূলি।
† পাঃ (খ) বদল হইল মাল্য বিরাজিত গলে।
‡ পাঃ (খ) বিদ্যার।
§ এই অংশ 'খ' পুঁথির।
£ ইহার পর (খ) পাঃ।
বিসম কুসুম সর বরিষয়ে বাণ।
শর্করা সন্দেশ লুচি রুচি নহে খির।
নয়ন লিখি কহিল শয়ন কবির।
সুবেশা সারসমুখি সাথে সখিগণ॥
¶ পাঃ (খ) অভাব কিসের ঈবৎ ভজনায় তোর।

সাজল রসবতী নারী।
নারদ ভরগ আদি মুনিবর সগর সগর মনোহারী॥
যামিনীরমণদমন মুখমণ্ডল কমল হিলোলে।
নাসিক মন্দ মন্দ ঘন আসগ মুকুতা মনোহর দোলে॥
পীনপয়োধরভর-তনু-মন্থর শোভিত গজমুতি হারা।
কণ্ঠকম্বুরহি কনয় শম্ভু পর জনু মন্দাকিনিধারা॥
কোকিল বিকল মৌনি তিবিপায় কিম্মিয় জড়ান ভাষা।
বিমল মধুমুখ মধুকর বেড়ল সারসর (সরোরুহ) করি আশা॥
কিঙ্কিণী মুখরনাদ করমুঞ্জির কুঞ্জরগতি বররামা।
চমকি থমকি তনু কম্পিত মনোরথ-জরজর কিয়ে সুঠামা॥
কিষণরাম ভণ অভরণ-আকর রসগুণ-সায়েরি সাজে।
রমণ উদার পার করি রাখবি বিরহ-পয়োনিধি মাঝে॥

ছন্দাবলী।

রূপে জিনি রতি লইয়া* বিদ্যাবতী
সহচরীগণ যায়।
যথায় সুন্দর ধীর কবিবর
ভেট দিল লইয়া তায়॥
বলে সুলোচনা সখি বিচক্ষণা
শুন বিদ্যাধরমণি।†
পরম রূপসী এই তুয়া দাসী
পালন করিবে জানি॥
বাহিরে আসিয়া নিমিখ তেজিয়া
গবাক্ষে দিয়া মুখ।
না কহে ভারতী নিশবদে অতি
দেখয়ে পরম সুখ॥‡
রতন মসাল§ জ্বলিছে উজলি
অন্ধকার পলাইল দূর।
দুহু তনু তেজে মন্দির বিরাজে
চির অভিলাস পুর॥
রসিক নাগর বিদগধ বর
রসের সাগরে ভাসে॥
যুবতী ধরিয়া যতন করিয়া
বসাইল নিজ পাশে॥
মুখে মুখ দিতে কাঁপিল কামিনী
মুদিল লোচন জোর।
কহে কবিবর হইয়া কাতর
শুনহ প্রণতি মোর॥

* পাঃ (খ) লৈয়া।
† পাঃ (খ) বিদগদ মণি।
‡ পাঃ (খ) সকল সখি।
§ পাঃ (খ) মাজাল।

এমন সময় কাচুলি খসয়
দূর কর ছাড়ি ছন্দে।
পীন পয়োধর সাত কুম্ভহর
পূজি কর-অরবিন্দে॥
বাহু প্রসারিয়া আলিঙ্গন দিয়া
কিনিয়া রাখহ আমা।
বিরহ-জলধি তার তরি বিধি
করিয়া দিলেক তোমা॥
তনু পরশন* কারণ যতন
শুনল কমলামুখী।
রসনা যেমন মোর অপঘন
সফল হইল দেখি॥
কষিল কনক অঙ্গ সুকোমল
গঠিল কুসুম দিয়া।
কমল আসন না বুঝি কারণ
পাষাণে বাধিল হিয়া॥†
গুরুয়া নিতম্ব হেরিয়া বিলম্ব
না সহে মদন রায়।
রমণী মানিনী নাহি কহে বাণী
কবি কৃষ্ণরাম গায়॥

—:*:-

বিদ্যাসুন্দরের বিহার

রমণ চঞ্চল হেরিয়া অঞ্চল
রহলি আনন ঝাঁপিয়া।
হরিতে কাচুলি অধিক আকুলি
উঠয়ে কামিনী কাঁপিয়া॥
উচ্চ কুচ পর কবিবর কর‡
জোর ঘন ঘন ঘুরায়ে।
অমিয়া সাগরে লুবুধ নাগরে
খুবধ মানস পুরয়ে॥
নাথ কর ধরি রহল সুন্দরী
কহই রহ রহ বোল।
অলপ করি করি লাজ পরিহরি
ছুহুরি চিত্ত বিলোল॥

সঘন চুম্বন চাঁদ বেইছন
পাইনু বধ চকোর।
মৌলি অধরি বিহল নাগরি
মুদিল লোচন জোর॥
দশন ঘাতন অধিক ঘাতন
অধর কমল বাধুলি।
শুক-বিদারিত যুকত কামিনী
সোহি হরিদ আতুলি॥
বাম কহ ধণী রমণ কাহিনী
লাজ ভয় অপছরিয়া।†
মান পরিহরি রাখল সুন্দরী
বিরহ সাগরে তরিয়া॥

তোটক—

উচকুচ বিকচ শরে আকুল বালা।
সাতকুম্ভ গঠ বেড়ল জৈছন পরসুন রজমালা॥
আলিঙ্গন ঘন ঘন ছুহু বিসংহন ছুহে ভুজ-পাশহি বান্ধা।
চুম্বই অধর সুধারস লালস অবিরোধ চাঁদ অরবিন্দা॥
কর নীবিবন্ধ পরখি ভয় আকুলী উরূপর যুগল সাজে।
কি করব পহরি সাতায় তস্করি মদন-নিকেতন মাঝে॥
রতি-রন-মাঝ লাজ ভয় কি করব ভাগল ছুই একসঙ্গ।
কি কি রহ রহ নাগর নিরদয় অধিক বাড়য়ে অনঙ্গ॥
কিঙ্কিনী বলয় বাজে রণ বাজন রহি রহি মঞ্জির তান।
কুচ পর কর করহু পানি ঘনঘুবত করহু নারীগণ মান॥
ঘন নিশি আস ভাস করুণাযুত তরুণিক নয়ন সতোর।
কৃষ্ণরাম ভন আস না পুরই সাধনে করু কি হোয়॥

পাচালি।

লাজ পলাইল কাজ দেখিয়া ছুহার।
কাতর হইয়া বালা করে পরিহার॥
বালিকা দেখিয়া খেম বিদগধ রায়।
খিদার সময় কেবা ছুই হাথে খায়॥
মালাকার যত্তপি দরিদ্র হয় সেই।
না তুলে ফুলের কলি বিকসিত বই॥
পণ্ডিত হইয়া কর গোয়ারের‡ কাজ।
সখি সমাজে কালি বড় পাবে লাজ॥
পূরিল মনের আশ ক্ষেমা দিল রসে।
বসন পরিলা ছুহে পরম হরিষে॥

* পা: (খ) পরক্ষণ।
† পা: (খ) কমল আসন না বুঝে কেমন
পাষাণে বাধিল হিয়া।
‡ পা: (খ) সুকবিকর।

* পা: (খ) পামর।
† পা: (খ) সব ছাড়িয়া।
‡ পা: (খ) অনুচিত।

রমণী রসিকা* কবি বিদগধ রায়।
দুহু সম্বোধণ করে দুহাকার গায়॥
দুহার গলায় মালা শোভে নানা ফুল।
জোগায় রূপসি সখি সহিতে তাম্বুল॥
পতিরে চন্দন দিল রমণীরতন।
মৃগমদ চন্দন† শোভে হরে মন॥
লীলায় অপাঙ্গ‡ দৃষ্টি নৃপতির সুতা।
মন্দ মন্দ সুন্দর অমিয়া হাসযুত॥
কাকালি অবধি মাত্র অধদেশে§ বাস।
নাভি আদি শির তার সকলি উদাস॥£
শ্রম ঘাম মন্দমন্দ¶ মিলায় পবনে।
জোয়ারে তুষিল ধীর সুগন্ধি চন্দনে।
অধিক করিয়া দিল উচ দুটী কুচে।
নখাঘাত জ্বালা যত সেই ক্ষণে∫ ঘুচে॥
দুহু ভুজ জড়িত দুহার অপঘন।
দুহু মুখে ঘন ঘন চুম্বন চুম্বন॥
ধরিয়া প্রিয়ার হাথ দিল নিজ শিরে।
বিনয় করিয়া কবি কহে ধীরে ধীরে॥
উচকুচ ফুটীয়া চঞ্চল মন অতি।
বিপরীত রতি দেহ পরম যুবতী॥
ঈষৎ হাসিল রামা ফিরাইল মুখ।
বাহিরে বাড়য়ে জ্বালা:: অন্তরে কৌতুক॥
ঢাকিল বসন দিয়া পীন পয়োধর।
মানিনীψ হইয়া পুন বাড়ায় আদর॥
বলে রামা বিপরীত সে আর কেমন।
বুঝি প্রাণনাথ মোরে হইলা শমন॥
প্রকার কহিয়া দিল বিদগধ রায়।
এমনি করিয়া রাখ কিনিয়া আমায়॥
[কবি কৃষ্ণরাম বলে সরস পাচালি।
দুঃখ দুর কর পঞ্চবদনবাহিনী॥]ণ

* পাঃ (খ) রূপসী রসিক।
† পাঃ (খ) কুমকুম।
‡ পাঃ (খ) অপঙ্গ।
§ পাঃ (খ) আধা।
£ পাঃ (খ) উপরে অপর যত সকল উদাস।
¶ পাঃ (খ) বিন্দু গায়।
∫ পাঃ (খ) জলে জ্বালা ততক্ষণে ঘুচে।
:: পাঃ (খ) না ছাড়ে লাজ।
ψ পাঃ (খ) মাস্তানী।
ণ পাঃ (খ) কৃষ্ণরাম বলে ধন্যা সেই সে অবনী।
বিদগদ জোবনে অতেক জান ধনি॥

বিদ্যাসুন্দরের বিপরীত বিহার

পয়ার।

বলে রামা এড় মেনে এ কি এখালাই।
কেমনে এমন কহ* লাজ মাত্র নাই॥
রমণী এমন কাজ করে নাকি কভু।
ছাড়হ গোয়ারপন্ন নিদারুণ প্রভু॥
কে তোমারে শিখাইল এমন বন্ধান।
আমিত না জানি কভু ইহার সন্ধান॥
পতি যার বৃদ্ধ হয় সেবা ইহা পারে।
লাজ ঘুচাইয়া কত বুঝাব† তোমারে॥
বারবধূ লইয়া বুঝি আছিলা কোন‡ দেশে।
তে কারণে বাসনা হইল হেন রসে॥§
এবা কোন কর্ম্ম কেন এতেক যতন।
প্রায় পোহাইল নিশি করহ শয়ন॥
কবিবর বলে যদি বাক্য নাহি ধর।
প্রায় বুঝি পতিবধে ভয় নাহি কর॥
সুকবি পণ্ডিত যেবা বিদগধ রায়।
অবলা ভুলাব তার কত বড় দায়॥
ভুলিল রমণীমণি পতির আদরে।
ঈষৎ হাসিয়া বলে গদগদ স্বরে॥
কতবা করিব লয় পুন পুন সাধ।
এ বড় তরাস করি পাছে আমা বধ॥
এমনি করিবে যদি দূর কর আল।
আঁধারে কি করে লাজ তবে হয় ভাল॥
নৃপসুতা বলে যদি দীপ দূর করি।
তথাপি তোমার রূপে আল করে পুরি॥£
ভাবিয়া চিন্তিয়া রামা তেজে ভয় লাজ।
মাতিল মদন রসে বিপরীত কাজ॥
সঘনে নিতম্ব দোলে মুকুত কুন্তল।
তাহা আবরণ¶ কৈল বদন মণ্ডল॥
[সিহালায় সরোজ ঢাকিয়া হেন বাসি।
রাহু গরাসিল যেন পূর্ণিমার শশি॥

* পাঃ (খ) বল।
† পাঃ (খ) কহিব।
‡ পাঃ (খ) দুব।
§ পাঃ (খ) মন রসে।
£ 'খ' পুঁথির পাঃ।
[শুনিয়া সুন্দর বলে বচন মাধুরী।
তথাচ তোমার রূপে আলো করে পুরী॥]
¶ পাঃ (খ) আরোহণ।

সময় বিজয় দেখি পতি দিল ভঙ্গ।
গন্ধবহা চন্দনেতে জুড়াইল অঙ্গ ॥]*
দুহার গলায় শোভে দুহাকার হার।
ভুজিল সুরতি রস নানা পরকার ॥
পুরিল মনের আশ সুস্থির অনঙ্গ।
শয়ন করিল দুহে জুড়ি জুড়ি অঙ্গ ॥
হাস পরিহাস রসে জাগিয়া যামিনী।
বঞ্চিস পরম সুখ লইয়া কামিনী ॥
পোহাইল বিভাবরী তপনের শোভা।
কমলে কমলকুল অলি করে শোভা ॥
শয়ন তেজিয়া উঠে রাজার কুমার ।‡
সুড়ঙ্গে প্রবেশি§ গেল বিমলার ঘর ॥
মালিনী কৌতুক বড় সুন্দর দেখিয়া।
শুনিল সকল কথা বিরলে বসিয়া ॥
নদী তীরে গেল বীর রাজার কুমার।
স্নান পূজা করিবারে আনন্দ অপার ॥
মালিনী চলিল যথায় রাজার নন্দিনী।
কৃষ্ণরাম বলে শিবা ত্রৈলোক্যজননী ॥

—:*:—

বিদ্যার গৃহে মালিনীর গমন

পাচালি।

মালিনী দেখিয়া বিদ্যা লাজে মুখ ঢাকে।
করে ধরি বসাইল আপন সমুখে ॥£
ঈষত হাসিয়া কিছু না কহিল বাণী।
বুঝিয়া বিদ্যার মন জিজ্ঞাসে মালিনী ॥
কহগ কমলমুখি বলি করপুটে।¶
[সে নাকি তোমার যোগ্য বিদগধ বটে ॥
এখন কি লাজ আর কাজ হইল সারা।
কি লাগিয়া বদন লুকায় মনোহরা ॥
সুন্দর সকল কথা কহিয়াছে গিয়া।
বড় বিদগধ তুমি শুনিয়াছি ইহা ॥]ψ
নিকট না মরি যদি দেখিব সকল।
দিন কত বই হবে দুকুল মুকল ॥

* এই অংশ 'খ' পুঁথির।
‡ পাঃ (খ) সাধক সুন্দর।
§ পাঃ (খ) বিবর বাহিয়া।
£ পাঃ (খ) পরম কৌতুক।
¶ পাঃ (খ) কহগো কমলমুখি কথা অকপট।
ψ পাঃ (খ) উদ্বেগ হইয়াছে দূর কিবা কতো
পাইয়াছ প্রিয়তম প্রায় মনমতো।

বিদ্যা বলে বুড়া কালে তোমার এমন।
না জানি যৌবন কালে আছিলা কেমন ॥
[বৃদ্ধের বাসনা হয় জে জনা দেখিয়া।
কালি যে কহিলা বুঝি আপনি ঠেকিয়া ॥
নহে কি না হয় লাজ এতো পরিহাস।
ভুলিয়া পাগল হৈল ভালো তোমার পাস ॥]*
নানা উপহার আনি দিল তার তরে।
কৌতুকে মালিনী জায়া গেল নিজ ঘরে ॥
সুন্দর সকল দিন থাকে নদী তীর।
পার্ব্বতী মহেশ পূজে পরম সুধীর ॥†
কখন সন্ন্যাসি দণ্ড কমণ্ডলু ধরে।
কখন পরম যোগী বাঘছাল পরে ॥
বিমলার ঘরে করে রন্ধন ভোজন।
চিনিতে তাহারে নারে কোন জন ॥
কামিনী করিয়া কোলে যামিনী প্রভাত।
এইরূপে বহুদিন করে গতায়াত ॥
[দৈবযোগে একদিন রমণী রতন।
নিদ্রায় আকুল (হয়ে) না হয় চেতন ॥
যুবতী যতেক ঠাঞি সভার এমতি।
সপ্নে ও কুসুম শর করে উপক্রতি ॥
জাগাইতে পূর্ব্বক যতন অতিশয়।
সখির অসাধ্য সাধ্য সুন্দরের ভয় ॥
রুসিয়া রসিক রসে হইয়া বঞ্চিত।
বিধু পান পাক মুখে না দিল কিঞ্চিত ॥
বিমলার আইলায় নিশা যোগে।
কহে কৃষ্ণরাম শ্যামচাঁদ পদযুগে ॥]‡

—:*:—

বিদ্যার মানভঙ্গ §

ক্রমে তিন রাত্রি দিবা অনাহারে ভাবে শিবা
মালি-মন্দিরে মহাশয়।
ধরণী বিজয় বীর ভকত সাধক বীর
জীবন মুকত কারে ভয় ॥

এখন কিসের লাজ কাজ হইল সারা।
মুখানি লুকাও কেনো মুনিমনহরা ॥
কহিয়াছে সুন্দর সকল সমাচার।
অবনীতে রমণী এমন নাহি আর ॥

* এই অংশ 'খ' পুঁথির।
† পাঃ (খ) পশুপতি পার্ব্বতী পূজিয়া মনস্থির।
‡ এই অংশ 'খ' পুঁথির।
§ এই অংশ 'খ' পুঁথির।

করি সন্ধ্যা অনুভবে জপসমাপ্রিত ভবে
দান দক্ষিণা হাটক।
জে কিছু ভোজন পরে যামিনী জায়ার ঘরে
জায় যেন সাজিয়া নাটক॥
বিদ্যার বঞ্চন একা তিন রাত্রি নাহি দেখা
লেখায় হায়ন তিন রোধ।
মানিনী হইয়া অতি না কহে ভারথি সতি
যুবতী পতির প্রতি ক্রোধ॥
সুধাকর সুধাজানি সুমুখী মুখের বাণী
সুন্দর আপনি করে সাধ।
জিজ্ঞাসয় বারেবার উত্তর না পায় তার
জানিল আপন অপরাধ॥
চাতুরী কতেক আছে নাক কচালিয়া আছে
কামিনী শুনিয়া রচিরাত।
না বলিয়া জিব জিব চিন্তিয়া কান্তের শিব
কানে দিল কনকের পাত॥
রমণী মনের মত পাইলে সন্তোষ যতো
শত মুখে না যায় কথন।
সাক্ষিবতি বামে অমতে নাহিক ঘামে
বিয়োগেতে দুখের দহন॥
সুন্দর সুন্দর বর মন্দ মন্দ মনোহর
হাসিয়া রসিক বড় ভূপ।
বসিয়া বিদ্যার পাশ বদনের হরে বাস
তুষিয়া ভাবায় অপরূপ॥
ভাঙ্গিল বিরোধ ক্রোধ রতিপতি উপরোধ
আর কতক্ষণ সয় ভর।
নয়ানে নয়ন মিলে চিত্র বদলিয়া নিলা
দম্পতি কম্পিত কলেবর॥
যৌবন পরম ধন জগতে যতেক জন
যেমন তেমনরূপে সুখ।
বুড়া লক্ষিপতি হয় তবু দুঃখ অতিশয়
কৃষ্ণরাম রচিল কৌতুক॥

—:*:—

বিদ্যার গর্ভ-সঞ্চার

ঋতুমতী হইল নৃপতি রাজ সুতা।
ইঙ্গিতে সখীরে বলে বড় লাজ* যুতা॥
পুনঃ বিভা করিল সুন্দর সদাশয়।
রূপসি রূপসগুণ রসের আলয়॥
গর্ভবতী হইল রামা মাস দুই তিন।
ভাবিয়া সকল সখি চিন্তায় মলিন॥
মুখখানি কমল ফুল পাণ্ডুর বরণ।
শরীরে উঠিল শির* গর্ভের লক্ষণ॥†
জিহ্বার বিরতি নাই মুখে উঠে জল।
বসন পাতিয়া নিদ্রা যায় ক্ষিতিতল॥
আটিয়া পরিতে নারে খসিল বসন।
সাদে সাদে করে পোড়া মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
উপরে পড়িল ভেলা উচকুচ দ্বন্দ্ব।
সাত কুম্ভ কুম্ভ মুখে নীল অরবিন্দ॥
হইল পঞ্চম মাস গুরু উরু ভার।
অধিক আলসে নাহিঃ শকতি তাহার॥
উদর ডাগর নাভি উলটিতে চাহে।
ক্ষীণ মাজা ঘুচিল যৌবন দূরে যায়ে॥
প্রিয় সখিগণ সব একত্র হইল।
পঞ্চমাস জানি তারে পঞ্চামৃত দিল॥
সুন্দর বলেন বিদ্যা শুনহ বচন।
ভাবিহ ভবানীপদ করিয়া যতন॥
কবি কৃষ্ণরাম গান কালীর মঙ্গল।
সুন্দর সতত ভাবে বিদ্যার কুশল॥

—:*:—

সুলোচনা সখি কর্ত্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার সংবাদ জ্ঞাপন

পাঁচালী।

গর্ভবতী হইল যদি নৃপতির সুতা।
সখিগণ দেখিয়া হইল ভয়যুতা॥
ভাবিতে ভাবিতে কার না রুচে ওদন।‡
না জানি শুনিলে রাজা কি করে কখন॥
একত্র হইয়া সবে করেন বিচার।
গরল খাইয়া মরি গতি নাহি আর॥
আই আই একি কথা অতি অসম্ভব।
না জানি কেমন হবে হইলে প্রসব॥

* পাঃ (খ) ভয়।

* পাঃ (খ) আরক্ত শরীর শির।
† ইহার পর (খ) পাঃ—
বসন ঘসিয়া পড়ে যত পরে আটি।
রুচিতে নাই কিছুতে কেবল পোড়ামাটি॥
হইল পঞ্চম মাস উরু গুরু ভার।
অধিক অলসে নাই সকতি তাহার॥
উপরে পড়িল ভেলা উচ্চ কুচ দ্বন্দ্ব।
সাত কুম্ভ কুম্ভ মুখে নিল আরবিন্দ॥
‡ পাঃ (খ) না হয় চেতন।

এক সখি উঠি বলে নাকে দিয়া হাথ।
দুগ্ধের অতুল মেয়্যা পাড়িল প্রমাদ ॥
সে দিন দিলাম স্তন কোলেতে করিয়া।
কলার গাছের মত উঠিল বাড়িয়া ॥
গাল চাপিলে তার দুগ্ধ বাহির হয়।
তাহার হইল গর্ভ এ বড় বিস্ময় ॥
রাণী কি বলিব ইহা দেখিলে আসিয়া।
নিশ্চয় আমার ঘর মারিবে রুষিয়া ॥
কাজ নাই চল যাই বিছারে এড়িয়া।
পলাইয়ে যথাতথা এদেশ ছাড়িয়া ॥
সুলোচনা বলে এত কেন পাও ভয়।
যে করে অম্বিকা* আর ভাবিলে কি হয় ॥
তোমরা বসিয়া থাক যত সহচরি।
রাণীরে সকল কথা নিবেদন করি ॥
আমা সভাকার এত ভয় কিবা কারে।
সে খাউক ইহার মাথা ও খাউক তাহার ॥
[মালিনী পড়িবে দায় যদি বড় বাড়ে।
ঘোড়ার আপদ যেন বানরের ঘাড়ে ॥]†
এতেক বলিয়া সখি করিল গমন।
অবিলম্বে উত্তরিল রাণীর ভবন ॥
সুলোচনা সখিরে আদর করি রাণী।
আইস আইস বইস বুলে অতি প্রিয় বাণী ॥
কহগ আমার বিদ্যা আছেনু কেমন।
বহুদিন যাই নাহি তাহার ভবন ॥‡
তোমরা নিশ্চিন্দি হইয়া বস্যা থাক ঘরে।
কুশল বারতা তার না দেহ আমারে ॥
সুলোচনা বলে আর কিবা পুছ মাতা।
বিদ্যারে দেখিয়া কার মুখে নাহি কথা ॥
খাইতে শুইতে নারে অস্থিচর্ম্ম সার।
দিনে দিনে দারুণ উদর বাড়ে তার ॥
[ভুমেতে শয়ন সদা পাতিয়া অঞ্চল।
সোয়াস্তি নাহিক পায় হৃদয় চঞ্চল ॥]§
কোন রোগ জনমিল না পারি বুঝিতে।
কি আর বলিব ঝাটি উচিত¶ দেখিতে ॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে দেখি গিয়া ধায়্যা।
গর্ভবতী হইয়াছে আইবুড় মেয়্যা ॥

---

* পাঃ (খ) সারদা।
† 'খ' পুঁথির পাঃ।
‡ পাঃ (খ) দিনকতো দৈবাতো না হয় দরশন।
§ 'খ' পুঁথির পাঠ।
¶ পাঃ (খ) ঝাটো উঠতো।

রাণীর বিদ্যার দর্শন

ত্রিপদী।

মোহ* হইয়া পড়ে রাণী করাঘাত শিরে হানি
অসম্ভাব্য সখির কথায়।
চিত্রের পুথলি প্রায় একদৃষ্টে ঘন চায়
যেন বজ্র পড়িল মাথায়।
নন্দিনী দেখিতে যায় রাণী।
[কি করি কোথায় যাই হেন তার জ্ঞান নাই
বল কিবা করিলা ভবানী ॥
ভূমিতে আঁচল পাতি বিদ্যা বিনোদিনী সতী
করিয়াছে কৌতুকে শয়ন।]†
সুলোচনা সখি পাছে রাণী উত্তরিল কাছে
দেখিতে যত গর্ভের লক্ষণ ॥‡
সমুখে জননী দেখি বিদ্যা অরবিন্দমুখী§
সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
মুখ তুলি সুনয়ানে চাহিয়া মায়ের পানে£
প্রণমিল মায়ের চরণে ॥
তাম্বুল শীতল পানি সিংহাসন দিল আনি
বইস বইস ঘন ঘন বলে।
তুমি নিদারুণ অতি মমতা নাহিক রতি
আসিয়া না দেখ মোর তরে ॥
সহচরিগণ জানে এই দুঃখ অভিমানে
হইয়াছি মৃতের সমান।
সর্ব্বসুখ পরিহরি তিন পরে স্নান করি
সন্ধ্যার সময় জলপান ॥
জিজ্ঞাসা না করে বাপ অন্তরে অধিক তাপ
দয়া কিছু করিতে আপনি।
সেই দূর গেল এবে কে আর তলাস নিবে
কিবা মোরে করিলা ভবানী ॥¶

---

* পাঃ (খ) মলিন।
† পাঃ (খ)—
মুখ তিত নেত্র জলে হিম যেন শতদলে
বলে কিবা করিলা ভবানী।
বিদ্যা গুণবতী সতী, আঁচল পড়িয়া ক্ষিতি
করিয়াছে কৌতুকে শয়ন ॥
‡ পাঃ (খ) অনিমিখ হইল নয়ন।
§ পাঃ (খ) বিদ্যার আর বিধুমুখী।
£ পাঃ (খ) মুখ তুলি নাহি চায় বসনে ঢাকিয়া কায়
¶ পাঃ (খ) পাসরিল সমন অমনি।

বন্দি যেন কারাগারে এমতি রাখিলে মোরে
সদাই বসিয়া থাকি একা।
কবি কৃষ্ণরাম কয় হাঁপাইয়া প্রাণ যায়
কাহার সহিত নাহি দেখা ॥

—:*:—

রাণী কর্তৃক বিদ্যার গর্ভ-লক্ষণ দর্শন ও তিরস্কার

পাঁচালি।

শুনিয়া কন্যার কথা অতি দুঃখে হাসে।
অমনি বসিল রাণী সখিগণ পাশে ॥
তার অঙ্গের বস্ত্র* খসাইল টানি।
উদর ডাগর দেখি ডরাইল রাণি ॥
কালিয়া† কুচের আগে দুগ্ধ দেখে চাপি।
নিশ্চয় জানিল গর্ভে সন্ধে নাহি ভাবি ॥
নখের আচড় দেখি পয়োধর বেড়ি ‡
নাসায় অঙ্গুলি দিলে তনু যায় ছাড়ি
মর গিয়া আগ বিদ্যা আঘাটে উলিয়া
গলায় বাধিয়া ঘট কারো না বলিয়া
নহে বা গরল খাইয়া এইক্ষণে মর।
এ ছার পাপিষ্ঠ প্রাণ কি কারণে ধর ॥
হইয়া কেন নাহি মৈল জিয়া কোন সুখ
কেমনে লোকের আগে দেখাইবে মুখ ॥
করিলে এমন কাম কেমন সাহসে।
এক তিল লাজ ভয় নাহিক মানুষে ॥
অবলা হইয়া হেন নাহিল নিশঙ্ক।§
নির্ম্মল রাজার কুলে করিলি কলঙ্ক ॥
বিদ্যার জননী মোরে কেহ যদি বলে।
তখনি মরিব আমি কাতি¶ দিয়া গলে ॥
কতেক পাতক হেতু এমন নন্দিনী।
তোমা হইতে হইলাম আমি কুল কলঙ্কিনী ॥
বাহির নহিলি কেন যাহা তাহা লয়্যা।
হইলে কুলের কালি পুর মাঝে রয়্যা ॥
হায় হায় কি বলিব নৃপতির ঠাঁই।
পৃথিবী বিদার দেহ তোমাতে সাতাই ॥

কত কত রাজকন্যা আছিল যুবতী।
অল্প বয়েসে কার নাহি মিলে পতি ॥
বাপের দুলালী তুমি প্রাণ হেন বাসে।
করিলি তাহার কাজ লাজ দেশে দেশে ॥
[স্ত্রী বধ না হয় যদি কাটি তবে তোয়।
নহে বা খড়্গ হানি বধ করে মোয় ॥]*
বর চেষ্টা হেতু ভাট গেল দেশে দেশে
কেমনে হইবে যদি বর নিয়া আইসে ॥
কোথায় মিলিল পতি কহ দেখি শুনি।
কাহারে করিয়াছিলা ইহার কুটুনী ॥
জননীর বাণী শুনি রোদন বদনে
কহিতে লাগিলা বিদ্যা কৃষ্ণরাম ভণে ॥

—:*:—

রাণীমার প্রতি বিদ্যার উক্তি

ত্রিপদী।

না জানি বিশেষ কথা কেন কটু বল মাতা
ধিক্ ধিক্ আমার কপালে।
হইব আপন বধি গরল না খাই যদি
রসাল† কাটারি দিব গলে ॥
দুঃখের নাহিক ওর উদরি হইয়াছে মোর
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি পারি।
অস্থিচর্ম্ম অবশেষ দূর গেল রূপ বেশ
নড়িতে চড়িতে নাহি পারি ॥
কি কহিব দুঃখের অবধি‡।
অকারণে করো রোষ কি দিব তোমার দোষ
এত করে নিদারুণ বিধি ॥£
প্রহরি কোটালচয়ে প্রতাপে যমের ভয়ে
নারী নারে পুরে প্রবেশিতে।
সহিত সকল সখি সদনে বসিয়া¶ থাকি
সাদ যায় মানুষ দেখিতে ॥
যৌবনে বালক কেবা বৃদ্ধ আদি করি যুবা
দেখি নাহি পুরুষ জনেক।

* পাঃ (খ) বাস।
† পাঃ (খ) কালিমা।
‡ পাঃ (খ) বেকত তার বেড়ি।
পাঃ ... লা প্রবলা পাপ কলঙ্কের ডালি।
¶ পাঃ (খ) টাটারি।

* অংশটী 'খ' পুঁথির।
† পাঃ (খ) সাণিত।
‡ পাঃ (খ) কাহিনী।
পাঃ (খ) কারে বা করিব রোষ।
£ পাঃ (খ) সকল জানেন শূলপাণি।
¶ পাঃ (খ) সতত।

জিয়া* আর নাহি সাদ মা দেয় কন্যার বাদ
লোকেও হইব পরতেক॥
আমার যতেক কর্ম্ম সকল জানেন ধর্ম্ম
তিলেক নাহি করি দোষ।
না বুঝিয়া যত বল আপুনি কলঙ্ক তোল
অপরাধ বিনে কর রোষ॥
ঊষা অতি কুতূহলে অনিরুদ্ধ আনি ঘরে
বরিল না জানে বাপমায়।
হইলে তেমন লাজ যে দেখি তোমার কাজ
তখনি বধিতে মোরে চায়॥
[সদাই শয়ন কালে মার্জারী আসিয়া কোলে
আচাড়ল পয়োধরযুগে।
উদরে বেদনা বড় অধোমুখে শুই দড়
কালিমা হইচে কুচ মুখে॥]†
ভিন্ন পুরুষ নিয়া যদি থাকি সুখি হইয়া
তবে সদা শিবের দোহাই।
বুঝ যদি মনে অন্য দিব্যি করি এই জন্য
নিশ্চয় তোমার মাথা খাই॥
ভাদ্র চতুর্থীর শশি দেখিয়াছি হেন বসি
নহে কেন মিছা পরিবাদ।
যত সুখ করিয়া শক্রুতে ভুঞ্জক ইহা
মোর আর জিতে নাহি সাদ॥
না শুনি সখির মান জল লইয়া আলিপনা
বাসয়া দিয়াছি ধরাতলে।
এতেক কলঙ্ক বটে হাঁথ দিয়া পূর্ণ ঘটে
জানিয়া করিনু এ সকল॥
অনুক্ষণ মনে তাপ জনমে জনমে পাপ
করিয়াছি খণ্ডন না যায়।
বিদ্যার চাতুরি ভাষে অতি দুঃখে রাণী হাসে
সরস কৃষ্ণরামে গায়॥

—:*:—

রাজার বিদ্যার গর্ভ-বার্ত্তা শ্রবণ

পয়ার।

বিদ্যা যত কহে রাণী শুনে ক্রোধ মনে।‡
সখিগণ প্রতি বলে ঘূর্ণিত লোচনে
ঘুচাইল লাজ ভয় এই যুক্তি দিলা
যাহারে রক্ষক দিনু তাহাই ভক্ষিলা॥

এমনি লোকের কাজ কি কহিব আর।
রাজারে কহিয়া দিব সাজাই ইহার॥*
সখিগণ বলে মোরা কিছু নাহি জানি।
কি করিব কটু বল তুমি রাজরাণী॥†
যত দিন আছি মোরা বিদ্যার রক্ষক।
না দেখি পুরুষ মুখ বল নিরর্থক॥
গোপনে‡ আইসে যদি অন্তরীক্ষ§ গতি।
দেব বিনা নহে ইহা কাহার£ শকতি॥
হইল বৎসর ষোল যৌবন প্রবল।
সদাই পোড়য়ে মন বিরহ অনল॥
বিদ্যার বয়েসে দেখ যত নারী আর।
হাটিয়া বেড়ায় শিশু তাহা সভাকার॥
নিশ্চিন্ত আছেন বাপ কন্যা নাহি মনে।
তুমিও না কহ কিছু বিভার কারণে॥
কোটালে শিখাও লইয়া মোরা কি করিব।
অবিচারে মার যদি দৈবেতে মরিব॥
কিছু না কহিলা তবে রাজার মহিলা।
জিনিয়া কুঞ্জর¶ গতি সত্বরে চলিলা॥
[কোপে কাঁপাইয়া কায় না যায় ধরণী।
ঘামেতে তিতিল সতী সোনার বরণী॥
যেমন মহিস বিস রিসিক ফুটিয়া
কাক্ষের অঞ্চল যায় ধূলায় লুটিয়া
গোর জুগ পঙ্করে পুষ্করে বহে ধার।
উগরে খঞ্জন যেন মুকুতার হার॥
ক্ষুধায় আদর নাই ক্ষুধা গেল তল।
খাইতে কেবল মনে হয় হলাহল॥
সুতায় শতেক ধিক আপনার সাথে।
মানিয়া প্রমাদ গণি বিবসন মাথে॥
মুকুতার চিকুর ভার শুসল সঘরে।
আঘাতে রোহিত পাত কপালেতে করে॥]৭
পূজা করি বসিয়াছে ধরণীভূষণ।
রাণী উত্তরিল তথা বিরস বদন॥
রাজা জিজ্ঞাসিল কহ কারণ বিশেষ।
কি লাগি মলিন মুখ নাহি বাধ কেশ॥

পাঃ (খ) জিতে।
† 'খ' পুঁথিতে নাই।
‡ পাঃ (খ) বিদ্যা যত বলে তাহা রাণী নাহি শুনে।

* পাঃ (খ) জনে জনে শিখাইব।
† পাঃ (খ) ঠাকুরাণী।
‡ পাঃ (খ) গোপথ।
§ পাঃ (খ) গগনেতে।
£ পাঃ (খ) নরের।
¶ পাঃ (খ) খঞ্জন।
৭ এ অংশ 'খ' পুঁথির

কে বলিল কটু বাক্য নয়ান সজল।
ঘরদ্বার হইল আজি কাহার মুখল॥
বলে রাণী কহিতে কিবা ভয় লাজ মোর।*
বিদ্যার হইয়াছে গর্ভ শুন নৃপবর॥
আইবড় ঘরে আছে এমন নন্দিনী।
কেমনে উদরে তুমি দেহ অন্নপানি॥
চন্দ্রাদি পর্য্যন্ত কলঙ্ক নাহি সীমা।
ঘুচিল তনয়া স্নেহ অতুল মহিমা॥
মরি যেনে আমি আর কি কাজ জীবনে।
লোকের সাক্ষাতে মুখ তুলিব কেমনে॥
কন্যা হইয়া কাল আসি জন্মিল আমার।
হায় হায় কি হইল কুলের খাখার॥
বিপরীত কথা শুনি বীরসিংহ রায়।
আকাশ ভাঙ্গিল যেন পড়িল মাথায়॥
অনিমিক নয়ান হইল জ্ঞানহারা।
সাগরে ডুবিল যেন রতনের ভরা॥
অকস্মাত কেহ যেন হানিলেক খাঁড়া।
চলিয়া যাইতে যেন বাঘে দিল তাড়া॥
উচ্চ তরু হৈতে যেন পিছলিল পা।
অস্ফুট কদম্ব কলি শিহরিল গা॥
ক্রোধ দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিল পুনর্ব্বার।
কহ শুনি মিথ্যা কিবা সত্য সমাচার॥
অধোমুখে কহে রাণী শুন গুণশালী।
কন্যারে এমন কভু মিথ্যা নাকি বলি॥
দেখিয়া আইলাম সব গর্ভের লক্ষণ।
শয়ন সতত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
পুনরপি প্রিয়া† যদি এতেক কহিল।
মৌন হইয়া ক্ষিতিপতি ক্ষণেক রহিল॥
হৃদয় বিকল বড় নষ্ট হইল ধর্ম্ম।
নিশ্চয় জানিল মনে কোটালের কর্ম্ম॥
কোকনদ প্রায় কাঁপে যুগল নয়ন।
না করিল জল পান শয়ন ভোজন॥
পুনরপি বাহির মহলে বার দিল।
সোয়ারে বাধাই কোটাল ধরিয়া আনিল॥
হৃদয় বিকল ভরে‡ কাঁপয়ে শরীর।
গরিব নোয়াজ বলি নোঙাইল শির॥
কারণ না জানে কিছু রহে যোড় করে।
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালী দেবী বরে॥

কোটালের প্রতি রাজার উক্তি

ত্রিপদী।

ঘূর্ণিত লোচনে চায় বলে বীরসিংহ রায়
অন্তরে কম্পিত মহাক্রোধ।
অরে কোটালিয়া শুন খাইয়া আমার নুন
লাভে মূলে দিলা তার শোধ॥

* * * *

এমনি কলির ব্যবহার।
পালিলাম পুত্র মত প্রশ্রয়* দিলাম যত
তার কার্য্য করিলি আমার॥
তিলেক নাহিক ডর সুখে থাক নিজ ঘর
রমণী লইয়া দিবানিশি।
না রাখ আমার পুরি প্রতিদিন হয় চুরি
সে কাজে তোমার হেন বাসি॥†
অনিবার ক্রোধ মনে শূলে দিব জনে জনে
যেন কর্ম্ম সাজাই তেমন।
চণ্ডালের ব্যবহার নিমকহারাম আর
কেহ যেন না করে এমন॥
কোটাল কাতর অতি সপুটে করয়ে স্তুতি
বলে শুন নৃপ মহাভাগে।
তোমার ক্রোধের কালে অখিল ধরণীতলে
কোন জন স্থির হয় আগে॥
বিষ যদি দেয় মা বাপ কি করিতে পারি তায়
বাপে বেচে কে রাখিতে পারে।
রাজায় সর্ব্বস্ব হরে অবিচারে দণ্ড করে
কেহ নাহি পারে রাখিবারে॥
সসৈন্য প্রহরি সঙ্গে যামিনী জাগিয়া রঙ্গে‡
তবু চুরি পুরির ভিতর।
কারে কি বলিব আর মুখল যমের দ্বার
হৈল মোরে বিমুখ ঈশ্বর॥
এক নিবেদন করি চোর আনি দিব ধরি
ব্যাজ কর দিন পাঁচ ছয়।
নাগাল না পাই যদি রাখিতে নারিব নিধি
দৈবে মারিবে মহাশয়॥
শুনি গণি ক্ষিতিপতি কহিল কোটাল প্রতি
ছয়দিন রাখিনু প্রাণ।

---

* পাঃ (খ) আবর কহিতে কিবা লাজ।
† পাঃ (খ) রাণী।
‡ পাঃ (খ) বড়।

পাঃ (খ) প্রত্যয়।
† পাঃ (খ) হেন কর্ম্ম তোমা মনে বাসি।
‡ পাঃ (খ) সসৈন্য প্রহরী থাকি জাগি দিবা বিভাবরী

যদি দুই চোর মিলে খালাস পাইবে দিলে
পাবে গ্রাম দুই চারি খান ॥
আদেশিল নরনাথে শতেক শোয়ার সাথে
কোটালের মহসিল আনি।
সরদার কাছে কাছে তরাসে পলায় পাছে
সপ্তম দিবসে দিব আনি ॥
এত বলি মহারাজ সাতহৈল পুরি মাঝ
কোটাল বিদায় হইয়া যায় ।*
বুধ করি মনোনীত কৃষ্ণরাম বিরচিত
সকলি করেন মহামায় ॥

—:*:—

প্রকৃত সংবাদের জন্য বাঘাই কোটালের স্ত্রীর রাণীর নিকট গমন

পাচালি।

বাঘাই কোটাল বড় হইয়া বিকল।
আপনার স্ত্রীর তরে কহিল সকল ॥
না জানি রাজার কিবা দ্রব্য গেল চোরে।
সেই রাগে সবংশে বধিতে চায় মোরে ॥
ছয়দিন মধ্যে চোর দিব লয়্যা ধরি।
শতেক শোয়ার দিল মহসিল করি ॥
রাণীর নিকটে তুমি করহ গমন।
জানিয়া আইস গিয়া ইহার কারণ ॥
চলে কোটালের রাণী ভয়যুক্তা হইয়া।
পাছে যায় দাসীগণ দ্রব্যজাত লইয়া ॥
অবিলম্বে উত্তরিল রাণীর নিকটে।
ভেট দিয়া প্রণমি করিল করপুটে ॥
তাহারে দেখিয়া রাণী মৌনি হইল।
অনেক ক্ষণের পর বসিতে কহিল ॥
জিজ্ঞাসা করিলা রাণী কি কাজে আইলা।
করযোড় করি বলে কোটাল মহিলা ॥
রাজার ভাণ্ডারে কিবা দ্রব্য চুরি গেল।
সত্য করি ঠাকুরাণী অবিলম্বে বল ॥
তবে সে দারুণ চোর পড়িবেক ধরা।
চিন্তায় কোটাল বড় হইয়াছে জরা ॥
রাণী বলে তোমারে বলিব আর কি।
গর্ভবতী হইয়াছে আইবড় ঝী ॥
একথা মুখের আগে আনিতে আমার।
মাথা যেন কাটা যায় কি বলিব আর ॥
বাহিরে প্রহরী যত কোটালের সেনা।*
কেমনে অগম্য পুরে চোরে দিল হানা ॥
শুনি কোটালের নারী শিরে দিয়া ঘা।
অসম্ভব্য কথা শুনি একি আগে মা ॥
শিহরিল তনু তার হৃদয় কাঁপিল।
রসনা বাহির করি দশন চাপিল ॥
অবিলম্বে উত্তরিল আপনার ঘর।
কহিল সকল কথা পতির গোচর ॥
কানে হাথ কোটাল স্মরয়ে ধর্ম্ম ধর্ম্ম।
কেমনে বলিল রাজা ইহা মোর কর্ম্ম ॥
কবি কৃষ্ণরাম গীত সরস রচিল।
কালীর সেবক চোর এ কর্ম্ম করিল ॥†

—:*:—

কোটালের চোর অনুসন্ধান

ত্রিপদী।

শুনিয়া ভাবিত দড় বাঘাই বিস্ময় বড়
কেমনে পড়িবে চোর ধরা।
যদি না পাই তারে সবংশে বধিবে রায়ে
ভাবিতে ভাবিতে হইনু জরা ॥
পাষাণ পাঁচির বেড়ি রাত্রি দিবা চৌকি এড়ি
পুরুষ কেমনে গেল তথা।
হেন মোর মনে লয় গোপথে আইসে যায়
অন্তরীক্ষে কেমন দেবতা ॥
কিবা রসাতলে থাকি সুমুখী বিস্তারে দেখি
সুড়ঙ্গে আইসে যায় যানি।
এ দুঃখ-সাগর-সিন্ধু কেবা হেন আছে বন্ধু
দিবে মোরে করিয়া তরণী ॥
জনমে জনমে পাপ ব্রাহ্মণে দিলেক শাপ
জনমিল কোটাল হইয়া।
কেহ আসি সুখ করে কেবা সবংশে মরে
যত দায় পড়ে আমা নিয়া ॥
ডাকিয়া সকল সেনা ঠাই ঠাই দিল থানা
হাট ঘাট নগর ভিতরে।
কেহ রহে বন পথে খড়্গ লইয়া হাথে
কেহ উঠে গাছের উপরে ॥

---

* পাঃ (খ)—
এতো বলি পুরে মাঝ সাতাইল মহারাজে
দোসাধু বিদায় হই যায়।

* পাঃ (খ) থানা।
† পাঃ (খ) কবি কৃষ্ণ বলে ভগবতির আরাধ্য।
কালীর সেবক বিনে আর কার সাধ্য ॥

বিদ্যা আদি সখিগণে কিছুই নাহিক জানে
চৌদিক বেড়িয়া রহে পুরি।
চলে খাড়া জামা জোড়া তুরকি টাঙ্গন ঘোড়া
কতেক বেড়ায় করি খুরি॥
কেহ অবধূত হই সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া ছাই
দিগম্বর শিরে জটা তার।
কেহ বা সন্ন্যাসী হয় দণ্ড কমণ্ডল লয়
ভ্রমি বুলে বাজারে বাজারে।
কার বা ফকীর বেশ মুড়াইয়া মাথার কেশ
বেকা ঠেঙ্গা ছাগলের ছড়ি।
ফুকরে চেতনমুখী সেই জন সদা সুখী
ভিক্ষাছলে ফিরে বাড়ি বাড়ি॥
কেহ বা পাটনি ঠাটে রহিল নদীর তটে
পার করে যত আইসে যায়।
কূটবুদ্ধি কোতয়াল যুকতি করিল ভাল
সিরজিল শতেক উপায়॥
নগরিয়া লোক যত হইল আনন্দহত
নিশি নহে পুরের বাহির।
দূরে গেল নাট গীত সবে অতি তরাসিত
যাবত কোটাল নহে স্থির॥
নিমিতা নগরে বাস নাম ভগবতীদাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপত্তি।
হইয়া যে একচিত রচিল কালিকা গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি॥

—:*:—

কোটালের অনুসন্ধানে মালিনীর উদ্বেগ ও সুন্দরের আশ্বাস

পয়ার।

ঘরে ঘরে শুনিল বিদ্যার সমাচার।
তরাসে প্রসঙ্গ কেহ না করে তাহার॥*
কেহ বলে বিদ্যা মেনে এখনি মরুক।
অকস্মাত বাজ তার মাথায় পড়ুক॥
তরাসে না পরে লোক কুসুম চন্দন।
হাস পরিহাস† নাহি বিরস বদন॥
ডাকিল কোটাল সবঃ রাজার বাজার।
ন্যানারূপে অন্বেষণ করে ঘরে ঘর॥

বিদেশী পুরুষ যদি অকস্মাত পায়।
বান্ধিয়া প্রহার করে অবিচারে তায়॥
নিশিকালে পুরুষ বাহির নাহি হয়ে
প্রমাদ পড়িল দেশে কোটালের ভয়ে॥
মাল্যানী যতন করি বলে সুন্দরেরে।
সাবধানে রবে তুমি পাছে আস্তা ধরে॥*
না ধরিয়া দিলে চোরে মরিবে কোটাল।
কোটাল মরিলে তবে ঘুচিবে জঞ্জাল॥
এক যুক্তি বলি আমি যদি মনে বাসে।
বিদ্যারে লইয়া যাহ পলাইয়া দেশে
একথা কিছুই নয় যদি বুঝ আন।
পরিচয় দেহ মহারাজ বিদ্যমান॥
নৃপসুত বড় কবি সারদার দয়া।
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিবেক তনয়া॥
বমলার বোলে বলে বিদগধ রায়।
যতেক কহিলা মাসি কিছু নাহি ভায়॥
রাজার শরণ নিব অনুচিত কাজ।
পলাইয়া দেশে গেলে সেহ বড় লাজ
শতেক বৎসর যদি কোটালিয়া ফিরে।
ধরিতে নারিবে তবু কভু মোর তরে॥
কদাচ ধরিয়া যদি বধিবারে লয়।
কালীর প্রসাদে তবু নাহি মোর ভয়॥
দিবসেতে নানা রূপ† ধরে গুণরাশি।
কখন পরম যোগী কখন সন্ন্যাসী॥
বিদ্যার মন্দিরে সুখে যায় নিশিকালে।
কি করিতে পারে তারে দুরন্ত কোটালে॥
ছয় দিন নিয়ম ধরিয়া দিব চোর।
পাঁচ দিন যায় তার দুঃখে নাহি ওর॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালী পদতল।
ভাবিয়া উপায় নাহি হইল বিকল॥

—:*:—

কলাবতী ব্রাহ্মণীর কাহিনী

পয়ার ছন্দ।

কলাবতী নামে এক বাডুরি ব্রাহ্মণী।
সেইত নগরে ঘর বঞ্চে একাকিনী॥
কাটাগাছ রাখে নিজ ঔষধের গুণে।
নগরের যত লোক তার কথা শুনে॥

* পাঃ (খ) তরাসে না করে কেহ প্রসঙ্গ তাহার॥
† পাঃ (খ) কৌতূহলে।
‡ পাঃ (খ) জনে।

* পাঃ (খ) সাবধানে থাকিও আসিয়া পাছে ধরে।
† পাঃ (খ) নানান বেশ।

কূটবুদ্ধি কোতয়াল ভাবে মনে মনে।
এক উত্তরিল সেই ব্রাহ্মণীর স্থানে ॥
প্রণাম করিয়া আগে রহে যোড় করে।
আমার দুঃখের কথা শুন বরাবরে ॥
রাজকন্যা গর্ভবতী বিভা নাহি হয়।
সবংশে নৃপতি মোরে করিবেক ক্ষয় ॥
তোমার প্রসাদে যদি পাই দুষ্ট চোর
বহু ধনে তোমারে পূজিব নিরন্তর ॥
যতন করিব বিদ্যা তোমারে দেখিয়া ?
গর্ভপাত লাগি নিব ঔষধ চাহিয়া ॥
জানিয়া আইস গর্ভ ঔরস কাহার।
বারেক করহ আমা দুঃখসিন্ধু পার ॥
লুবধ ব্রাহ্মণ জাতি সহজে ব্রাহ্মণী
ধন লোভে ধীরে ধীরে চলিল তখনি ॥
দেবীর প্রসাদ ফুল লইয়া যতনে।
প্রবেশ করিল গিয়া বিদ্যার ভবনে ॥
সখি সঙ্গে নানা রঙ্গে রাজার নন্দিনী।
ব্রাহ্মণী দেখিয়া উঠে যোড় করে পাণি ॥
অনেক দিনের পর এথা আগমন।
বসিতে আসন দিল বন্দিয়া চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে ব্রাহ্মণের জায়া
লহগ প্রসাদ পুষ্প রাজার তনয়া ॥
যেন ভাব তেন লাভ হউক তোমার।
পাবে বিদগধ পতি রাজার কুমার ॥
কোটালের কার্য্য হেতু বলে কলাবতী।
কি লাগি এমন দেখি তোমার মুরতি ॥
বলিতে ডরাই বড় কটু পাছে হও।
সন্দে না করিহ মোরে সত্য করি কও ॥
পাণ্ডুর হইয়াছে অঙ্গ কুচ অগ্রে কালি।
গর্ভের লক্ষণ যত দেখিলাম সকলি ॥
বিভা নাহি হয় তবে কি লাগি এমন।
কহ কহ বিধুমুখী ইহার কারণ ॥
ভিক্ষা লাগি গিয়াছিলাম রাণীর মহল।
তথায় তোমার কথা শুনিমু সকল ॥
এমনি ঔষধ জানি কালীর প্রসাদ।
নাভিতে বাটিয়া দিলে গর্ভ হয় পাত ॥
যাহার ঔরসে গর্ভ তার নাম কবে।
সেই আসি হস্ত পাতি মোর আগে লবে ॥
যাচিয়ে ঔষধ ছাড় পূর্ব্বের প্রণয়।
তৎকাল করহ ইহা যদি মনে লয় ॥
শুনিয়া বুঝিল মনে রাজার নন্দিনী।
কোটালের চর হইয়া আইল ব্রাহ্মণী ॥
কাঁপে কম্পবান্ তনু নয়ান ঘুরায়।
বামনি নহিলে আজি বধিতাম ঠায় ॥
সখীগণ প্রতি বলে কার মুখ চাও।
সাজাই করিয়া কিছু ইহারে পাঠাও ॥
বিদ্যার আদেশে সব সখি তোলে গা।
শুদ ছেছাড় দিল তার ধরি দুই পা ॥
এক গালে কালী আর গালে চূণ দিল।
ধরিয়া বসন কাড়ি চিরিয়া ফেলিল ॥
ছড়গিয়া ঠাঞি ঠাঞি পড়য়ে রুধির।
ঢেকায় ঢেকায় কৈল বাড়ির বাহির ॥
গুড়ি গুড়ি ধায়ে বুড়ি পাছু নাহি চায়।
কান্দিয়া পড়িল গিয়া দোসাধু যথায় ॥
তোর পাকে কোটালিয়া মোর এই হাল।
কিলেতে গতর নাঞি শুদ গেল ছাল ॥
মুখে দিল কালি চূণ কাপড় চিরিয়া।
ঢেকায় ঢেকায় এড়ে বাহির করিয়া ॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে উচিত সাজাই।
কর্ম্ম অনুরূপ ফল কার দোষ নাই ॥

—:*:—

কোটাল কর্ত্তৃক বিদ্যার মন্দিরে সকল বসনে সিন্দুর মিশান

ত্রিপদী।

দেখিয়া ব্রাহ্মণীর হাল হাস্যমুখা কোতোয়াল
তারে দিল বস্ত্র একখানি।
যে হইল দিনের গতি দুঃখ না ভাবিহ অতি
আমার সাধনে ঠাকুরাণী ॥
বড়ই প্রমাদ ভেলো বল বুদ্ধি দূর গেল
কোটাল হইল সকাতর।
ধরিতে নারিমু চোর আর গতি নাহি মোর
কেন হেন করিলা ঈশ্বর ॥
দুঃখ সিন্ধু কে করিবে পার—
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা আসিয়া করিল বিভা
কালরূপী হইয়া আমার ॥
সবংশে বধিবে রায় কি কাজ আমার তায়
আপুনি আপনা বধ করি।
খড়্গা হানিয়া গলে নহে বা অগাধ জলে
প্রবেশিয়া তনু পরিহরি ॥
কোটালের সহোদর নাম তার শক্তিধর
ভাবিয়া সবার বলে ডাকি।

ধর মোর বোল   বিতার মন্দিরে চল
বসনে সিন্দুর দিয়া রাখি ॥
চোরের বসন* মাঝে   সিন্দুর লাগিলে লাজে
দিবে নিয়া রজকের বাড়ি।
আনিয়া রজকচয়   বড় দেখাইয়া ভয়
তাহারে না দেয় যেন ছাড়ি ॥
শুনিয়া যুকতি দড়   বাখাই কৌতুকি বড়
ভাইরে দিলেক আলিঙ্গন।
[যে কিছু চাতুরি সার   দুখ অকুল পার
তোমার কল্যাণে যদি পাই।
জানাইল নরনাথে   অনুমতি পাইল তাথে
তবাসিতে সুতার সদন ॥]†
গোপথে সিন্দুর নিল   অবিলম্বে উত্তরিল
যথা বিদ্যা সঙ্গে সখিগণ ॥
অতি নম্র হেট মাথা   বলে শুন রাজসুতা
ঠেকিলাম বিষম বড় দায়।
না পাই চোরের লাগ   রাজার হৃদয় রাগ‡
সবংশে বধি মোরে ঠায় ॥
আপনি মরিতে আর   লাজ ভয় কিবা তার
শুন এক নিবেদন করি।
তোমার মন্দির মাঝে   সেই দুষ্ট চোর আছে
তলাস করিয়া লব ধরি ॥
সখী সঙ্গে নৃপবালা   তখনি বাহিরে গেলা
অধোমুখি লজ্জার কারণে।
কোটাল সভার ঘর   দেখে অতি মনোহর
কত চিত্র বিচিত্র বসনে ॥
রঙ্গিণ বসন ছিল   তাহাতে সিন্দুর দিল
রঙ্গে রঙ্গ মিশাইল ভাল।
চোর দারিদ্র্যের গুরু   রাজকন্যা কল্পতরু
ধন্য ধন্য প্রশংসে কোটাল ॥
কেমন নাগর সেই   অভিরাম ধাম এই
সুখ করে রূপবতী লইয়া।
বারেক ধরিতে পারি   তবে দুঃখ পরিহরি
শিখাই তাহারে কাল হইয়া ॥
তেজিয়া সেইত পুর   বাহিরে আসিয়া দূর
আনাইল রজক সকল।
যুবতীর§ মনোনীত   কৃষ্ণরাম বিরচিত
রসময় কালীর মঙ্গল ॥

* পাঃ (খ) অম্বর।
† (খ) পুঁথির পাঠ।
‡ পাঃ (খ) রাজার হৃদয় ক্রোধ   কে করিবে পররোধ
§ পাঃ (খ) যুবগণ।

কোটাল কর্তৃক রজকের নিকট হইতে সিন্দুর-রঞ্জিত বস্ত্র প্রাপ্তি ও মালিনীর বাড়ী চড়াও

পাঁচালী।

রজক সভায় তবে বলিল কোটাল।
চোর না পাইয়া দেখ মোর এই হাল ॥
বসনে সিন্দুর মাখা যে পাবে যাহার।
ধরিয়া না আন যদি দোহাই রাজার ॥
এমন প্রকারে যদি চোর লাগ পাই।
তুষিব অনেক ধনে শুন রজক* ভাই ॥
নরম গরম করি তাহা সভার তরে।
বিদায় করিয়া তবে পাঠাইল ঘরে ॥
রজনী হইল আনি রাজার নন্দন।
কৌতুকে চলিয়া গেল বিদ্যার ভবন ॥
নানা রসে বিভাবরী হইল প্রভাত।
আইলা মাল্যানী ঘরে কবি ধীরনাথ ॥
বসনে সিন্দুর দেখি বিস্ময় মানসে।
বিমলার ঠাঞি দিল কাচার আসে ॥
মাল্যানি দিলেক লইয়া রজকের বাড়ি।
সকালে কাচিয়া দিবে আমি দিব কড়ি ॥
আসিয়াছে মোর বাড়ী বহিনি তনয়।
এতেক বলিয়া গেল আপন আলয় ॥
বসনে সিন্দুর দেখি রজক কৌতুকে।
উত্তরিল গিয়া† কোতয়ালের সমুখে ॥
হাসিয়া বিশেষ কথা কহে যোড়পানি।
এইত বসন আনি দিলেক মাল্যানি ॥
নিরখিয়া কোটাল হইল‡ কুতুহলি।
আলিঙ্গন দিয়া তারে ভাই ভাই§ চলি ॥
চোরের বসন বটে নাহি কোন সন্দে।
মাল্যানীর বাড়ী তবে চলিল আনন্দে ॥
শত শত আলোয়ার বেড়ে¶ ঘর বাড়ী।
হান হান মারমার ঘন ডাক ছাড়ি ॥
চৌদিকে খন্দক খানা একে একে চায়।
কুসুমের বন সব ভাঙ্গিয়া বেড়ায় ॥
দেখিয়া মাল্যানী আসি বাহির হইল।
দুপ দুপ করে বুক কাঁপিতে লাগিল ॥

* পাঃ (খ) সত্য শুন।
† পাঃ (খ) অবিলম্বে উত্তরলি।
‡ পাঃ (খ) দুকূল।
§ পাঃ (খ) বন্ধু বন্ধু।
¶ পাঃ (খ) ঘোরতর ঘটায় ঘেরিয়া।

কোটাল রুসিয়া বলে ধরিয়া আঠুনি।
চোরেরে হাজির কর শুনল কুটুনি॥
ফুল দিয়া বিদ্যারে আপনি যুক্তি দিলা।
কোথায় থাকিয়া বর আনি মিলাইলা॥
রাজকন্যা গর্ভবতী প্রাণ যায় মোর।
বসিয়া কৌতুক দেখ তুমি পোষা চোর॥
জীতে যদি সাদ থাকে আন বিদ্যমান।
নহে শূলে চড়াইয়া কাটিব নাক কাণ॥
মাল্যানী রুষিয়া বলে মুখে নাহি টুটে।
কুবুদ্ধি পাইল বুঝি কোটালের বটে॥
এত কটু বল তুমি কি দোষ আমার।
লুটিয়া লইলা ঘর দোহাই রাজার॥
পতি পুত্র নাহি মোর যুবা নহে ঝি।
আপনি যুবতী নহি কারে ভয় কী॥
রাজার নিকটে গিয়া শিখাইব তোমা।
অবলা পাইয়া ধর মিছামিছি আমা॥
সারা রাতি থাক তুমি রাজার সহরে।*
তোমার রমণী কত নর করে ঘরে॥†
তুমি কারো বহু নিলে কার নিলা ঝি।
আমারে কুটুনী বল কব আর কি॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে সরস মিসাল।‡
কূটবুদ্ধি কোটাল যেন প্রলয়ের কাল§

—:*:—

মালিনী নিগ্রহ

পাঁচালী।

সিন্দূর ভূষিত বস্ত্র দিল কোতয়াল।
কুটুনী হারামজাদী ইহা কার বল॥
আটুনি করিয়া আর চোরেরে লুকায়।
এখনি বধিব তোরে¶ লুকায় লুকায়॥
ভয় পাইয়া মাল্যানী উত্তর তবু করে।
অনেক দিনের বস্ত্র ছিল মোর ঘরে॥
রজস্বলা হইয়া পরি দিন দুই তিন।
না বুঝিয়া বল তুমি সিন্দূরের চিন॥

কাটিতে তুলিল খাড়া রুষিয়া কোটাল।
তখনি করিল তারে সোয়ার হাওয়াল॥
ঢেকায় ঢেকায় করে বাড়ির বাহির।
বন্দুকের হুড়া মারে কেহ ছোড়ে তির॥
সুন্দর বসিয়া জপে ভবানীর নাম।
নাহি জানে গণ্ডগোল সেই গুণধাম॥
কোটাল প্রবেশ কৈল ঘরের ভিতর।
তাহা দেখি ভয় বড় পাইল সুন্দর॥
চোর চোর ধর ধর বলিতে বলিতে।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ গিয়া করিল তুরিতে॥
দোসাধু বেড়ায় ঘর চাহিয়া সকল।
দেখিতে দেখিতে নাগ্রি হইল বিকল॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল ঘর লাগাইয়া সেনা।
চিত্র বিচিত্র দেখে চোরের বিছানা॥*
কত বার নেতের তুলি চিকন মুশরি।
টানিয়া ফেলায় দূরে খট্টা আদি করি॥
লুকি বিদ্যা জানে বুঝি কামরূপি চোর।
দেখিতে দেখিতে চক্ষে ধাঁদা দিল মোর॥
চাহিতে চাহিতে দেখে সুড়ঙ্গ বিশাল।
কেহ বলে সিদ দিয়া সাঁজাইল পাতাল॥
কেহ প্রবেশিল সেই সুড়ঙ্গ ভিতর।
আঁধার দেখিয়া উঠে তনু কাঁপে ডর॥
কূটবুদ্ধি কোটাল ভাবিয়া কৈল সার।
এই পথে আইসে যায় বিদ্যার আগার॥
কৌতুকি হইল বড় বাহু তুলি নাচে।
এখনি ধরিব তায় কোথা আর বাঁচে॥
বিজয় দুন্দুভি বাজে শিঙ্গা করতাল।
করতাল জয়ঢোল মৃদঙ্গ বিশাল॥
সবংশে পাইনু রক্ষা আর নাহি ভয়।
সিংহনাদ করে সুখে যত সৈন্যচয়॥†
কোটালের বাদ্য শুনি বিজয় নাগরা।
রাজার লাগিল মনে চোর গেল ধরা॥
এখনি কেমন করি এড়াইবে চোর।
কৃষ্ণরাম ভাবি বলে কালীপদ জোর॥‡

---

* পাঃ (খ) রাজার বাজারে।
† পাঃ (খ) তোমার মহিলা আনে কতোজন ঘরে।
‡ পাঃ (খ) কবিতা মনোরম।
§ পাঃ (খ) কুপিল কোটাল যেন প্রলয়ের যম।
¶ পাঃ (খ) আটুনি করিয়া আর।

* পাঃ (খ) দেখিল বিচিত্র চিত্র চোরের বিছানা।
† পাঃ (খ) দুঃখ তোয়নিধি তায় তারিলেক শিবা।
‡ পাঃ (খ)—
সমাচার বিশেষ শুনিয়া দূত মুখে।
বিদ্যাও ধরণী পানে হেট মাথা দুখে॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে গতি নাহি আর।
বিপদ সাগর শিবে করিবা উদ্ধার।

সুন্দরের স্ত্রীবেশ ধারণ

পাঁচালী।

নৃপতির অঙ্গীকার সুড়ঙ্গ খুলিতে।
কোদাল হাজার পাঁচ চলিল ত্বরিতে॥
বড় গাছ কাটে তাজে কত শত ঘর।
নদী যেন খন্দক হইল পরিসর॥
দেখিতে হইল* লোক হাজারে হাজার।
গণনা না যায় যত ভাঙ্গিল বাজার॥
পড়িতে পড়িতে বেগে ধায় রড়ারড়ী।
যুবার আছুক কাজ লড়ি ভরে বুড়ী॥†
রাজার কন্যার বর দেখিব কেমন।
চোর হইয়া ছিল আসি মালির ভবন॥
একথা শুনিয়া বিদ্যা বিকল হইল।
চিন্তিয়া মানসে সতী‡ পতিরে কহিল॥
শুন শুন প্রাণনাথ হইল প্রমাদ।
উপায় না দেখি মোর জিতে নাহি সাদ॥
দেখিবে কোটাল আসি তোমারে এখনি।
ধরিলে কেমনে জীবে বিদ্যা অভাগিনী॥
এক যুক্তি বলি যদি অন্য নাহি করো।
তেজিয়া এইত বেশ নারী বেশ ধরো॥
করিল পরশুরাম নিক্ষেত্রি জগত।
নারী বেশ ধরিয়া বাঁচিল দশরথ॥
কৌতুকে সুন্দর বড় প্রিয়ার বচনে।
কমলা বিমলা বাস পরিল তখনে॥
পতির কপালে সতী দিলেক সিন্দুর।
করেতে কঙ্কণ দিল বাহুতে কেয়ূর॥
চরণে নেপুর দিল পাশুলি সুন্দর।
বসনে করিল কুচ ছুটী মনোহর॥§
স্ত্রীবেশ ধরিল যদি রাজার সন্ততি।
দেখিয়া আপন রূপ নিলে রূপবতী॥
দুহে দুহা নিরক্ষিয়া সুমধুর হাসি।
কালীর চরণ ভাবে রূপস রূপসী॥
কাটিয়া শুড়ঙ্গ সবে বড় কুতূহলে।
উপনীত হইল আসি বিদ্যার মহলে॥
ঘর ছাড়ে নৃপবালা লইয়া নিজ সখী।
এক পাশ হইলা লাজে ভয়ে অধোমুখী॥

* পাঃ (খ) আইল।
† পাঃ (খ) কুলবধূগণ যায় লাজ ভয় এড়ি।
‡ পাঃ (খ) কমলামুখী।
§ পাঃ (খ) বসনে করিল উচ্চ ছুটা পয়োধর।

সুড়ঙ্গ খুলিয়া গেল মন্দির ভিতর।
পুরুষ না দেখি তথা হইল কাঁফর॥*
সবে রাজকন্যা আর সখি জন দশ।†
চোর না পাইয়া হইল বদন বিরস॥‡
কোথা পলাইল চোর করিয়া মন্ত্রণা।
বেড়াল যাইতে নারে ভাড়াইয়া খানা॥
দড়াইল মনে এই যুকতি করিয়া।
সখিগণ মাঝে আছে স্ত্রীবেশ ধরিয়া॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীর মঙ্গল।
শুনিয়ে পালায় দুঃখ সদাই কুশল॥§

—:*:—

কোটাল কর্ত্তৃক বিদ্যার সখীদিগের খন্দক পার হইতে অনুরোধ

ত্রিপদী।

দিগে মাপি পঞ্চ হাথ পরিসর পোয়া সাত
কাটিল খন্দক ততক্ষণে।
কোটাল ডাকিয়া কয় শুন সহচরীচয়
আমার বচন এক মনে॥
হৃদয় লইল মোর স্ত্রীবেশ ধরিয়া চোর
আছে তোমাঁ সবাকার সঙ্গে।
ধর্ম্ম পরমান ইতে পার হও খন্দকেতে
বাম পদ বাড়াইয়া রঙ্গে॥
শপথি দিলাম তায় পার হও বাম পায়
পুরুষ হইয়া যেই জন।
শত ব্রহ্ম বধ লাগে সপ্তম পুরুষ ভাগে
হয়ে তার নরকে গমন॥
শুনি কোটালের বাণী কাটি চোর শিরোমণি
ধরিবেক জানিল মনেতে।
তরিব দক্ষিণ পায় যেবা করুন মহামায়
মরি যদি সেই ভাল ইতে॥
চোর হইয়া কতকাল থাকিব ¶ এমন হাল
স্ত্রীবেশ ধরিয়া বড় লাজ।

* পাঃ (খ) কাতর।
† পাঃ (খ) সখির সমাজ।
‡ পাঃ (খ) পুরুষ না দেখি শিরে পড়ে যেন বাজ।
§ পাঃ (খ)—
কবি কৃষ্ণরাম বলে ভবানীর মায়া।
কোটালে পিঞ্জায় হারিলা চোর ভায়া॥
¶ পাঃ (খ) রহিব।

পরকাল নষ্ট হবে কুষশ ঘুষিবে সবে
এ নহে আমার যোগ্য কাজ ॥
সুলোচনা শকুন্তলা সুধামুখী শশিকলা
কমলা বিমলা কলাবতী।
রেবতী রোহিণী উমা প্রভাবতী মনোরমা*
পার্ব্বতী মালতী রতি সতী ॥
উর্ব্বশী রূপসী লীলা রুক্মিণী মেনকা শীলা
ভবানী পদ্মিনী প্রিয়ম্বদা।
দ্রৌপদী সাবিত্রী সতী মেনকা শলকা রতি
কনকা সুভদ্রা চিত্রাঙ্গদা ॥
যশোদা রাধিকা গৌরী হরিপ্রিয়া মহেশ্বরী
শিবাণী সর্ব্বাণী শশিমুখী।
ভাগ্যবতী পতিব্রতা মঞ্জরী মাধবীলতা
হীরাবতী তিলোত্তমা† সখী ॥
পার হইয়া বাম পায় একে একে সবে যায়
অনিমিকে দেখে কোতোয়াল।
বাঁ হাতে মোচড়ে দাড়ি হুসার হুসার করি
গরজন গভীর বিশাল ॥
ক্রমে এক সহচরী দক্ষিণ চরণে তরি
রহে গিয়া খন্দকের কূলে।
সবে বলে এই চোর দেখিয়া কোটাল জোর
তখন ধরেন তার চুলে ॥
সখি কম্পমান ডরে কাপড় খসিয়া পড়ে
দেখিয়া সকল লোক হাসে।
কেহ পড়ে কার গায় বিদ্যা কটু বলে তায়
কবি কৃষ্ণরাম রস ভাসে ॥

—:*:—

চোর ধরা ও কোটালের উল্লাস

পয়ার।

জন কত সখি গেল খন্দক তরিয়া।
পতিরে বুঝায় সতী যতন করিয়া ॥
শুন শুন প্রাণনাথ বচন আমার।
বাম পদে কৌতুকে খন্দক হও পার ॥
তবে কি করিতে পারে কোটাল বাথাই।‡
আপনি ভাবিয়া বুঝ ইতে দোষ নাই ॥
মহারাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্বলোকে কয়।*
রাজ্য প্রাণরক্ষা হেতু মিথ্যা কথা কয় ॥
[ধর্ম্ম অবতার রাজা আছিল ভুবনে।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বলোকে বলে ॥
কৃষ্ণের বচনে তেহো হইয়া সম্মত।
কহিলা দ্রোণের আগে অশ্বত্থামা হত ॥]†
নারী পুত্র ধন জন সকল ছাড়িয়া।
বিপদে আপনা রাখে যতন করিয়া ॥
আমার বচন যদি মনে নাহি লয়।
ধরিলে নাহিক রক্ষা নৃপতি নির্দ্দয় ॥
আমার মরণ সত্য তোমার বিহনে।
নারী বধ মহাপাপ তাহা নাহি মনে ॥
শুনিয়া বিদ্যার কথা বলে কবি চোর।
কালীর প্রসাদে কিছু ভয় নাহি মোর ॥
কোন চিন্তা না করিহ শুনহ প্রমদা।
ধরা দিব সত্য তবে যে করে সারদা ॥
অবধান করিয়া শুনিবে এক বোল।
ধর্ম্ম পথে থাকিলে না হয় গণ্ডগোল ॥
আমা লাগি সবংশেতে মরিবে কোটাল।
কহ দেখি কেমন হইবে পরকাল ॥
এমন জীবনে ধিক না করিহ মানা।
বিপদে করিবে রক্ষা দেবী ত্রিনয়না ॥
তিন অক্ষর মন্ত্র যদি জপি একমনে।
একান্ত রাখিয়ে মন কালীর চরণে ॥
দক্ষিণ চরণে কবি খন্দক তরিল।
চোর চোর বলি বেগে কোটাল ধরিল ॥
পরাইয়া কপিন কাপড় নিল কাড়ি।
গালে কালী চুণ দিল হাথে দিল দড়ি ॥
নূপুর কিঙ্কিনি শঙ্খ দূরে ফেলে টানি।
কামদেব জিনি রূপ কে বলে কামিনী ॥
বিনোদ নাগর চোর মুখ জিনি চাঁদ।
হরষিত কোটাল সঘনে সিংহনাদ ॥
সবংশে পাইনু রক্ষা আর ভয় কারে।
আজি পুনর্জ্জন্ম শিব সদয় আমারে ॥‡
চৌঘড়ি বাজনা বাজে শব্দ যায় দূরে।
দামামা ভেউর বাজে মৃদঙ্গ মধুর ॥
চৌদিকে ধাইল যত কোটালের ঠাট।
বিকট গভীর ডাক ছাড়ে কাট কাট ॥

* পাঃ (খ) তিলোত্তমা।
† পাঃ (খ) মনোরমা।
‡ পাঃ (খ) নহিলে বিষম বড় কোটালের ঠাঞি।

* পাঃ (খ) মহাজন ধার্ম্মিক পরম কেন নয়।
† এ অংশ (খ) তে নাই।
‡ পাঃ (খ) মোর মহেশ সদয়।

কেহ অমধার নিয়া ধাইল তুরিতে।
কেহ বা বরছি লোকে চোরেরে মারিতে ॥
খর খর খঞ্জর চৌদিকে ঝিকিমিকি।
রায়বাঁস্তা ঘিরিল বিপাক বড় দেখি ॥
কোটাল করাল বড় সুন্দর সুন্দর।
রাহু গরাসিল যেন পূর্ণ শশধর ॥
দেখিতে রড়ায় লোক ঘরে নাহি রয়।*
বর দেখা চোর দেখা একে দুই হয় ॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে অনুকূল হবে।
বিপদ সময় শিবা উদ্ধারিয়া লবে ॥

—:*:—

সুন্দরের মুক্তির জন্য কোটালের প্রতি বিদ্যার মিনতি

ত্রিপদী।

ধরিল কোটাল কাল দেখিয়া পতির হাল
বিদ্যা হইল চিত্রিত পুত্তলি।
এক দৃষ্টে ঘন চায় কিছু নাহি দেখা পায়
ধরণী তরণীহীন বলি ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ধরা পড়ে মুনিমনোহরা
প্রবোধ করয়ে সখিগণ।
ক্ষণেকে চেতনা পাই বলে প্রাণনাথ কই
হাহাকার শবদ বদন ॥
কপালে কঙ্কণ ঘায় রুধির নিকলে তায়
কলেবর ধূসর ধূলায়।
গলে সাতেশ্বরী হার আর [তেজে] নানা অলঙ্কার†
পদ্মহীন সরোবর প্রায় ॥
বেশ হইল ছারখার খসিল চিকুর ভার
ঝড়ি পড়ে সুকমলচয়।
রাহু যেন চাঁদ গিলি পুন উগারিয়া ফেলি
ধন্য ধন্য হেন মনে লয় ॥
ক্ষিতি আলিঙ্গয় রাজসুতা
পতির দুর্গতি দেখি বিমল কমলমুখী
তরুর বিহনে যেন লতা ॥
মুখ তিতি নেত্র জলে বিকশিত শতদলে
শোভা যেন শিশিরে ঘুচায়।
ক্ষেণে রহে চক্ষু বুজি শোকের সাগরে মজি
তরী হীন কূল নাহি পায় ॥

লোচনে সলিল ঝরে কাজল গলিয়া পড়ে
শোভয় অধর মনোহর।
দেখি মনে হেন বুঝি কালিয়া কমলা তেজি
ষট্‌পদ বাঁধুলি উপর ॥*
দিনে অন্ধকার ঘোর এ সুখ সম্পদ মোর
তিলেকে[তে] ঘুচাইল বিধি।
আর কি ঘুচিবে দুঃখ দেখিব কাহার মুখ
কোথায় সুন্দর গুণনিধি ॥
তরিয়া দক্ষিণ পায় দুঃখ হইল নানাময়
করিল ধর্ম্মের এই ফলে।
কি গতি তোমার হয় দেখি দণ্ড চারি ছয়
অসি ভর করিব নহিলে ॥
তোমা আমা এক প্রাণ ইহাতে নাহিক আন
তবে কেন চলিলা ছাড়িয়া।
পাইনু সেবিয়া হর অমূল্য রতন বর
বুক চিরি কে নিল কাড়িয়া ॥
যত নারী ক্ষিতিতলে আছে নানা কুতূহলে
আমা সম নাহি অভাগিনী।
রাজকন্যা হইয়া যত মনস্তাপ অবিরত
সে সব কহিব কারে বাণী ॥
শুনহে কোটাল ভাই মাগিনু তোমার ঠাঁই
দান দেহ মোর প্রাণপতি।
এই ত করিনু পণ যত চাহ দিব ধন
হের দেখ ধরিয়ে প্রণতি ॥
বহিনীর বহু দোষে ভাই কি কখন রোষে
কোন দেশে এমন প্রকার।
মহাযশ পুণ্য করো বারেক চরণে ধরো
নহে বধি হইয়ে তোমার ॥†
শুনিয়া কোটাল কোপে ঘন হাত দেয় গোঁপে
বলে শুন রাজার কুমারী।
চোর ধরা গেল মাত্র রাজারে কহিল পাত্র
কেমন ছাড়িয়া দিতে পারি ॥
অতি অসম্ভব কথা মোর নহে দশ মাথা‡
কপাল খেয়াও রূপবতী।
কৃষ্ণরাম বলে দেবী সেবক সুন্দর কবি
দূর কর তাহার দুর্গতি ॥

—:*:—

* পাঃ (খ) দেখিতে ধাইল লোক ঘরে নাহি রয়।
† পাঃ (খ) তেজে স্বর্ণ অলঙ্কার।

* পাঃ (খ) বাধিলে কুসুমে।
† পাঃ (খ) দুহার।
‡ পাঃ (খ) মোর দোষ নহে মাতা।

সুন্দরকে দেখিয়া রাণীর আক্ষেপ *

পাঁচালি।

পুরি মাঝে সোর ধরা গেল চোর
সখি সহচরী জানি।
মনে মহা দুঃখ লাজে অধোমুখ
তথায় আইলা রাণী॥
দেখিয়া সুন্দর চোর মনোহর
হৃদয় বিকল অতি।
কেবা আনি দিল কোথায় পাইল
এ হেন সুন্দর পতি॥
ভাবিলে কি হয় আর কিছু নয়
কেন না কহিলা আগে।
রাজা ক্রোধ মন করয়ে কেমন
মোর বড় দুঃখ লাগে॥
বিদ্যা করি কোলে আপন আঁচলে
মুছিল বদন তার।
নিদারুণ বিধি দুঃখের অবধি
পাপ কপাল তোমার॥
কারো না কহিয়া আপনা খাইয়া
বিভা কৈলে সুবদনী।
গণ্ডগোল তবে এত কেন হবে
আমি যদি ইহা জানি॥
সহচরীগণ করয়ে রোদন
সুন্দর চোরের লাগি।
রাজা যদি বধে শুনিয়া কেমতে
জিবেক বিদ্যা অভাগী॥
কত জন্ম ফলে হেন পতি মিলে
মিলাইয়া দিল বিধি।
কেবা বাদী হইল দিয়া কাড়ি লইল
সুন্দর গুণের নিধি।
যতেক যুবতী দুঃখ ভাবে অতি
দেখিয়া চোরের তনু।
কাঁপে কলেবর সবে জরজর
করয়ে কুসুম ধনু॥
বিদ্যা বিরহিনী যেমন তেমনি
বিধি আনি মিলাইল।
কিবা দোষ ছিল পুন বিড়ম্বিল
বিমুখ ঈশ্বর হইল॥
এমন বিমল তনু সুকোমল
ভুবনমোহন রূপ।
কেমন করিয়া আপনা ধরিয়া
কাটিবে নিষ্ঠুর ভূপ॥
ঢেকায় ঢেকায় চোর লইয়া যায়
বলে কৃষ্ণরাম কবি।
রাজার তনয় সতত নির্ভয়
ভাবিয়া পরম দেবী॥

* এ অংশ (খ) তে নাই।

—:*:—

সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের আক্ষেপ *

ত্রিপদী।

অভিনব কাম জনু দেখিয়া সুন্দর তনু
অতি বৃদ্ধ নারী এক বলে।
এ তনয় [হয়] যার সফল জীবন তার
ধন্য সে রমণী ক্ষিতিতলে।
শুনি বলে আর সতী সেই অভাগিনি অতি
হেন পুত্র না দেখিবে আর।
মহা দুঃখ এই জন্য কেমনে কহিলা ধন্য
ধিক ধিক জীবন তাহার॥
শুনি আর নারী কয় মোর মনে এই লয়
ইহারা অনেক সহোদর।
দেখি আর পুত্রগণে ইহারে নাহিক মনে
জ০নী কৌতুকে আছে ঘর॥
বলে তবে আর জন না লয় আমার মন
না বলিহ এমন বখান।
পুত্র যদি হত শত ভক্ত কিবা অভকত
মায়ে ভাবে সবারে সমান॥
যত লোক দেখি চোর দুঃখের নাহিক ওর
অঝর নয়ানে সবে কাঁদে।
বিদ্যারে করিয়া কোলে তিতিল নয়ান জলে
রাজরাণী বুক নাহি বাদে॥
কেহ কেহ বলে দড় এইত সাধক বড়
সুড়ঙ্গ করিল অনুভবে।
ইহার আপদ কিবা ভকত-বৎসল শিবা
কৃপা করি উদ্ধারিয়া লবে॥
বিদ্যার বুঝিয়া মন অবিলম্বে সখীগণ
ধরণী দিলেক আলিপনা।
পাতিয়া কনক ঝারি বিশেষ বলিতে নারি
বিধি মত উপহার নানা॥

* এ অংশ (খ) তে নাই।

স্নান করি হইল শুচি জগতজননী পূজি
পরম ভকতি স্তুতি অতি।
কালীর চরণ তলে কবি কৃষ্ণরাম বলে
নায়কের ঘুচাও দুর্গতি ॥

—:*:—

বিদ্যার দেবীর প্রতি আক্ষেপ ও বরলাভ

ত্রিপদী।

আরপিয়া হেম ঘটে স্তুতি করে করপুটে
সুবদনী রাজার কুমারী।
কহিলা পূরব কালে বিষম বিপদ হৈলে
সদয় হইবা মহেশ্বরী ॥
নিধি আনি হাতে দিলা পুন তাহা হরি নিলা*
এ দুঃখ কপালে আমার।
কে বলে করুণাময়ি দয়াশীলা† তোমা বই
এ তিন ভুবনে নাহি আর ॥
আর যত নারী ধন্যা লইয়া সবে পুত্র কন্যা
সংসার করয়ে কুতুহলে।
অপরাধ কৈনু কিবা রাগিলা আমারে শিবা
ডুবাইল দুঃখ-সিন্ধু জলে ॥
বিরহ আকুল হইয়া পতি দিলা মিলাইয়া
কৌতুকে আছিলাম কত কাল।
দেখিতে দেখিতে চুরি অনাথ আমার পুরি
এ তোমার যত ঠাকুরাল ॥
কোটয়াল নিদারুণ বাপ বড় তমগুণ
আমারে তিলেক নাহি দয়া।
পিতামাতা সহোদর আপনা হইল পর
তোমার সকল এই মায়া ॥
[পতি বিনা যেবা নারী বসতি করয়ে পুরী
দুঃখ বিনে সুখ নাহি জিয়া।
গিয়া তো মঙ্গল কাজে সধবাগণের মাঝে
থাকে [সেই] মুখ লুকাইয়া ॥]‡
পতির মরণে মরে জীবনে পরাণ ধরে
সতী পতিব্রতা যেই জন।
শশী অস্তগত কালে কৌমুদী সংহতি চলে
রাখিতে না পারে তারাগণ ॥

প্রভু যদি হয় নাশ কি আর সংসার আশ
তোমার উপরে দিব বধ।
করেতে করিয়া অসি নহে বা সলিলে পসি
নিরখিয়া সারদার পদ ॥
দেবী হইলা* অনুকূল পাইল প্রসাদ ফুল
শুনিল শ্রবণে এই বাণী।
সুন্দর সুকবি সেই সদা ভাবে কৃপাময়ই
পরম আপদে রাখিব ভবানী ॥
স্থির হও আগ সতী এখনি লইব পতি
কৌতুকে করিহ আলিঙ্গন।
দেবীর সরস ভাবে কবি কৃষ্ণরাম হাসে
চোর লইয়া শুন বিবরণ ॥

—:*:—

সুন্দরকে বধ করিবার জন্য কোটালের প্রতি রাজার আদেশ

পাঁচালী।

সিংহাসনে বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।
চৌদিকে সেবকচয় চামর ঢুলায় ॥
উপরে বিসদ ছত্র মুকুতার ঝারা।
নিশাকর বেড়িয়া চৌদিকে যেন তারা ॥
হুজুরে সিফাই সব আছে করো জুড়ি।
মাহুত মজুরা‡ করে গজ পৃষ্ঠে চড়ি ॥
চারি দিকে পাত্র মিত্র সুকবি পণ্ডিত।
নমুচি-সূদন যেন মুনিতে বেষ্টিত ॥
লইয়া সুন্দর চোর বাধাই কোটাল।
হেনকালে উত্তরিল হাতে চর্ম জাল ॥§
মজুরা£ করিয়া বলে এই নিধি চোর ॥
যাহা লাগি অন্তক হইয়া ছিলা মোর।
রাজারে বন্দিল কবি প্রসন্ন বদন।
যে করে সারদা দেবী নির্ভয় সঘন ॥
আড় আঁখি জামাতা দেখিল নরপতি।
নিশ্চয় জানিল রাজা রাজার সন্ততি ॥
পাত্র মিত্র সভাজন করে অনুমান।
পরম পুরুষ চোর কভু নহে আন ॥

* পাঃ (খ) তিলেকে হরিয়া নিলে।
† পাঃ (খ) দয়াহীন।
‡ এ অংশ 'খ' পুঁথির।

* পাঃ (খ) শিব শিবা।
† পাঃ (খ) সাধক।
‡ পাঃ (খ) মজুরা।
§ পাঃ (খ) চাল।
£ পাঃ (খ) মজুরা।

কিবা মূর্খ কিবা ধীর জানিতে কারণ।
রাজা বলে কাট নিয়া দক্ষিণ মশান ॥
নয়ান ঠারয়ে পুন কোটাল বুঝিল।
এই লইয়া যাই বলি ক্ষণেক রহিল ॥
চোর বলে কোন দোষ পাইয়াছে আমার।
কাটিতে হুকুম কর বড় অবিচার ॥
প্রতিজ্ঞা করিল বিদ্যা বিদিত সংসার।
হারিয়া বরিল মোরে শুন নৃপবর ॥
পূরবে আপনি ঘাট করিয়াছে ইথে।
কেন না করিলা মানা প্রতিজ্ঞা করিতে ॥
এখন কাহার দোষ রোষ কর রায়।
উচিত কহিতে কেহ নাহিক সভায় ॥
জিনিয়া করিনু বিভা পাছে বুঝ আন।
মোর নিবেদন কিছু শুন গুণবান্ ॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীপদ গতি।*
এক মনে শুন লোক চোরের ভারতী ॥

—:*:—

রাজার নিকট সুন্দরের শ্লোক পাঠ

প্রথম শ্লোক—

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীম্
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজীং।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

পয়ার।

আজি বিদ্যা কনক চম্পকদামগৌরী।
প্রফুল্লকমলমুখী আলো করে পুরী ॥
পীন পয়োধর চারু কনকবরণী।
রূপ হেরি তমঅরি মলিন আপনি ॥
শয়ন তেজিয়া রামা উঠিয়া বসিল।
অনঙ্গে বিহ্বল হইয়া প্রমাদ গুণিল ॥
শুনিয়া কাটিতে বলে ধরণীভূষণ।
চোর বলে অবধান করহ রাজন ॥

দ্বিতীয় শ্লোক—

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতাঙ্গীম্
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি॥

পয়ার।

আজ বিদ্যা শশিমুখী নহনি যৌবনী।
পীন পয়োধর চারু কনক * বরণি ॥
পীড়িত তাহার তনু কামশরানলে।
দেখিলে শীতল করি শুন নৃপ বলে ॥†
সুকবি পণ্ডিত চোর জানিল ভূপতি।
বধ লইয়া শীঘ্র বলে কোটালের প্রতি ॥ ‡
নিষেধ করয়ে পুন ঠারিয়া নয়ান।
অবধান§ কর বলে রাজার নন্দন ॥

৩য় শ্লোক—

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং
পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাম্।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্রম্
উন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টম্॥

পয়ার।

আজি বিদ্যা কমলনয়নী অদভুতা।
পীন পয়োধর ভরে বড়ই পীড়িতা ॥
ভুজযুগ জড়িত করিয়া মোর অঙ্গ।
অতি পীড়া দেয় বামা হানয়ে অনঙ্গ ॥
দেখিলে অধর সুধা পান করি সুখে।
যথেষ্ট কমলে যেন ভ্রমর কৌতুকে ॥
রাজা বলে কাট নিয়া£ এখনি ইহায়।
বার বার যত বলে সহনে না যায় ॥
বলে কোটালিয়া যাই বিলম্বে কি কাজ।
চোর বলে আর কিছু শুন মহারাজ ॥

চতুর্থ শ্লোক—

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গীম্
আপাণ্ডুগণ্ডপতিতালককুন্তলাক্ষীম্।
প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্থরপাবয়ন্তীং
কণ্ঠাবসিক্তমৃদুবাহুলতাং স্মরামি॥

---

* পাঃ (খ) মধুর আরতি।
এক মনে শুন পড়ে চোরের ভারথী ॥

* পাঃ (খ) চিকণ
† পাঃ (খ) বরে।
‡ পাঃ (খ) কাট লয়্যা কহে শীঘ্র কোটালের প্রতি।
§ পাঃ (খ) অবগতি।
£ পাঃ (খ) লয়্যা।

পয়ার।

আজি বিদ্যা নিধুবনস্মরতে* বিকল।
পড়িল পাণ্ডুর গণ্ডে অলক কুন্তল ॥
হৃদয়েতে সন্তপ্তা আচ্ছন্ন পাপ বহে।
কণ্ঠে বাহু আসক্ত স্মরণ করি তাহে ॥
কুপিয়া কাটিতে বলে কাশ্যপের‡ পতি।
চোর বলে মহারাজা কব অবগতি ॥

পঞ্চম শ্লোক—

অদ্যাপি তাং সুরততাণ্ডবসূত্রধারীং
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাং মদবিহ্বলাঙ্গীম্।
তন্বীং বিশালজঘনস্তনভারখিন্নাং
ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি ॥

পয়ার।

আজি বিদ্যা সুরতনর্ত্তনবিধায়িনী।
মদেতে বিহ্বল অঙ্গ পূর্ণেন্দুবদনী ॥
বিশাল জঘন উচ্চ কুচযুগ ভার।
পীড়িত যৌবন অতি ক্ষীণ কলেবর ॥
কুন্তল কলাপবতী ভাবি অনুক্ষণ।
আর কিছু কহিব ক্ষেণেক দেহ মন ॥

ষষ্ঠ শ্লোক—

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ শ্রবণায়তাক্ষীং
পশ্যামি দীর্ঘবিরহজ্বলিতাঙ্গযষ্টিম্।
অঙ্গৈরহং সমুপগুহ্য ততোঽতিগাঢ়ং
প্রোন্মীলয়ামি নয়নে ন তু তাং ত্যজামি ॥

পয়ার।

আজি বিদ্যা শশিমুখী দিঘলনয়ানী।
দীর্ঘ বিরহিতে তার ক্ষীন অঙ্গখানি ॥
দেখিয়া তাহারে অতি করিয়া যতন।
অঙ্গে অঙ্গে করি তারে গাঢ় আলিঙ্গন ॥
অনিমিখ নয়ন কখন নাহি ছাড়ি।
আর কিছু শুন রাজা বলি কর জুড়ি ॥ §

সপ্তম শ্লোক—

অদ্যাপি তন্মনসি সম্পরিবর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥

পয়ার।

অদ্যাবধি সেই কথা পড়ে মোর মনে।
রাত্রে হাঁচিলাম আমি শুনি সেইক্ষণে ॥
জীব বাক্য নৃপসুতা কোপে নাহি বলে।
ছলেতে বলিল জীব পরিয়া কুণ্ডলে ॥
কিছু না বলিল লাজে ধরণীভূষণ।
শ্রবণে দিলেক কর করিয়া যতন ॥
শুনিয়া চোরের যত অসহন কথা।
রাজা বলে কাট লয়্যা জামাতার মাথা ॥
সাক্ষী করে সভাজনে সুকবি পণ্ডিত।
সম্ভাষিল জামাতা বলিয়া নৃপবর ॥*

অষ্টম শ্লোক—†

অদ্যাপি তাং কুসুমমাল্যাদিকৃতাঙ্গরাগাং ২
প্রস্বেদবিন্দুবিততং ৩ বদনং প্রিয়ায়াঃ।
অন্তে স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রং
রাহূপরাগপরিমুক্তং সুখং স্মরামি ॥ ৪

পয়ার।

আজি বিদ্যা মনোহর ধরে পুষ্পচয়ে।
ঘামেতে ক্ষালিত হইল পরাগ সঞ্চয়ে ॥

---

* পাঃ (খ) শ্রমেতে।

† পাঃ (খ) সদন্ত।

‡ পাঃ (খ) ধরণীর।

§ এই পয়ারটী (খ) পুঃ হইতে সঙ্কলিত, ইহার ২য় পঙ্‌ক্তি 'কামানলক্ষীণ রূপে ভুবনমোহিনী ॥' ও ৪র্থ পঙ্‌ক্তি 'করে উচ্চ কুচযুগ করহ তাড়ন' শ্লোকটীর ব্যাখ্যার অনুরূপ না হওয়ায়, মৎকর্ত্তৃক পয়ারের ২য় ও ৪র্থ পঙ্‌ক্তি সংযোজিত হইল।

* এই পয়ারের প্রথম চার পঙ্‌ক্তি মৎকর্ত্তৃক শ্লোকের ব্যাখ্যা। (ক) পুঁথিতে ঐ চার পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত এই দুই পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায়,—

অদ্যাবধি মনেতে পড়িল সেই বাণী।
শুনিয়া আমার হাঁচি কুপিল কামিনী ॥

† অদ্যাপি তাং কনকরৌপ্যকৃতাঙ্গরাগ-
প্রস্বেদবিন্দুবিধুরং বদনং দধানাম্।
শ্রান্তাং স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রাং
তাম্বূলরাগপরিপূর্ণমুখেন্দুবিম্বম্ ॥

(কাশ্মীর সং, ৫২)

২ পাঃ (বলরাম) অদ্যাপি তৎকনকগৌরকৃতাঙ্গরাগং,
(বঙ্গীয় চৌরপঞ্চাশৎ) অদ্যাপি তৎক্রমপতন্মদিরাপরাগং
(নন্দকুমার দত্ত) অদ্যাপি তৎক্রমপতন্মদিরাপরাগং।

৩ (বলরাম) প্রস্বেদবারিনিচিতং

৪ (বলরাম) রাহুপরাগপরিমুক্তমিবেন্দুবিম্বম্ ॥

[রতিক্রিয় নিমীলাক্ষী স্মরি মুখ তার।
রাহুগ্রাসমুক্ত শশী অন্তিমে আমার ॥]*
শুনিয়া চোরের বাণী অসম্ভব্য কথা।
রাজা বলে কাটলিয়া জামাতার মাথা ॥
সাক্ষী করে সভাজন সুকবি সুন্দর।
সম্ভাষিলা জামাতা বলিয়া নৃপবর ॥

নবম শ্লোক—

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্বহবাড়বাগ্নিম্
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥

পয়ার।

অদ্যাবধি কালকূট না ছাড়ে শঙ্কর।
কমঠ ধরয়েৎ ধরা মাথার উপর ॥
দুর্ব্বহ বাড়ববহ্নি বহে অকূপার।
সুকৃতি জনের মিথ্যা নহে অঙ্গীকার ॥‡
কাটিতে হুকুম দিল জামাতা বলিয়া।
কেমনে এমন কহ নৃপতি হইয়া ॥
তোমার সভায় যত সুকবি পণ্ডিত।
হেন বুঝি ডরে কেহ না বলে উচিত ॥
হেট মাথা রহে রাজা বড় লজ্জা§ পাই।
নিশ্চয় জানিল কবি পণ্ডিত জামাই ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা পাত্র গুণধাম।
জিজ্ঞাসিল কহ চোর তোমার কিবা নাম ॥
কোন জাতি বসতি করহ কোন দেশ।
অকপটে পরিচয় দেহত বিশেষ ॥
সত্য যদি কহ তবে রহিবে পরাণ।
নহিলে খড়্গা-ঘাতে¶ হবে দুইখান ॥
চোর বলে কোন৵ কার্য্য দিয়া পরিচয়।
তিলেক না করি দোষ সতত নির্ভয় ॥
জাতি বিচারিয়া যে জন করি পণে।*
তুমি জিজ্ঞাসিলা তেমতি বন্ধনে ॥
স্বজাতি অজাতি হই আর কি করিবে।
পুরুষের ঘাটে তাহা কাহারে বধিবে ॥†
আমার বচনে কেন হইবে প্রত্যয়।
না বুঝিয়া অকারণে চাহ পরিচয় ॥
অবিচারে যদি বধ করয়ে ভূপাল।
হইবে কুযশ নরক পরকাল ॥ ‡
চোর যত বলে কিছু না শুনে নৃপতি।
কি করিব ভাবি কিছু না পায় যুকতি ॥
কাটিতে বড়ই§ দুঃখ রাখিব কেমনে।
পরিচয় ইহার করাবে কোন জনে ॥
কোটালেরে বলে রাজা বিরলে ডাকিয়া।
চোরেরে দেখাও ভয় মশানে লইয়া ॥
গুণবান সুন্দর কাটিতে দুঃখ লাগে।
ভয় পাইয়া পরিচয় দিবে সভার‡ আগে।
বুঝিয়া করিব তবে যে হয় উচিত।
চলিল কোটাল তবে হইয়া হরষিত ॥
সভা শুনাইয়া রাজা কহেত ডাকিয়া।
কাট নিয়া দুষ্ট চোর কি কাজ রাখিয়া ॥
দর্পে কোটালিয়া উঠে ক্রোধিত৵ হইয়া।
ঢেকায় ঢেকায় যায় চোরেরে লইয়া ॥
ঘিরিয়া চলিল সেনা সঙ্গে বলবান।
অবিলম্বে উত্তরিল দক্ষিণ মশান ॥
ভয় দেখাইছে যত কোটালের ঠাট। £
কেহ বলে তিখন খড়্গা দিয়া কাট ॥
কেহ বলে বরছি∫ হানিয়ে ইহার বুকে।
নহে বা এখনি দিব কামানের মুখে ॥
এমনি প্রকারে ভয় দেখায় সকল।
হানিতে হুকুম নাই আটুনি কেবল ॥
ভাবিয়া করুণাময়ী কালীর চরণ।
মনে মনে স্তব করে রাজার নন্দন ॥

* এই দুইটী পঙ্ক্তি মৎকর্ত্তৃক অনূদিত ও সংযোজিত, (ক) পুঁথিতে এই দুই পঙ্ক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত পয়ার পাওয়া যায়,—

তার রাহু আসি সুধা সুতুলন।
গ্রাস করিয়াছে শুন ধরণীভূষণ ॥

† পাঃ (খ) ধরিল।

‡ পাঃ (ক) সুকৃতি জনের তাহা নহে অঙ্গীকার।

§ পাঃ (খ) লাজ।

¶ পাঃ (খ) ঘায়।

৵ পাঃ (খ) কিবা।

* পাঃ (খ) জাতি বিচারিয়া যদি কুল করি পান।

† পাঃ (খ) পুরুষে আনা ঘট কাহায় ধরিবে।

‡ পাঃ (খ) অপযশ হইবে নরক পরকাল।

§ পাঃ (খ) পরম।

‡ পাঃ (খ) তোর।

৵ পাঃ (খ) ক্রোধান্বিত।

£ পাঃ (খ) নিকট বিকট ডাকে ঝাড়ে কাট কাট।

∫ পাঃ (খ) বড়শী।

চৌত্তিষ * অক্ষরে তাহা বিচারিয়া বলি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল সরল পাঁচালি ॥

—:*:—

চৌতিশায় সুন্দরের কালী স্তুতি †

করযোড়ে কবিবর করে পরিহার।
করগো করুণাময়ি কৃপা একবার ॥
খট্টাঙ্গ খর্পরা খরা খরতর অসি।
খেপেকে করিবে খুন রক্ষা কর আসি ॥
গিরিসুতা গুণবতি গহনবাসিনি।
গলে নরমুণ্ডমালা গগনবাসিনি ॥
ঘোর ঘন বাদিনি শরণ দেহ শিবা।
ঘুষ্মীতে রহুক ক্ষিতীন্দ্র নানা করিবা ॥
ঙ [উ]মা তুমি আসিয়া উধারে কৈলা দয়া।
ঙ [উ]রিতে উচিত বিম্বা মাগে পদছায়া ॥
চলন চরিত্র বড় নৃপতি দারুণ।
চন্দ্রহাস হানিয়া কোটালে করে খুন ॥
ছুতনা দেখিনু যতো সে তোমার মায়া।
ছাড়িলে কেমন করে অনাথেরে দয়া ॥
জগৎজননী তুমি জীবন উপায়।
জগদীশ যার পদপঙ্কজ ধেয়ায় ॥
ঝড়েতে কেমন ভক্ত লেগেছে কাঁপিতে।
ঝাখিয়া খড়্গা ঝাটো আইসে কাটিতে ॥
ঞ [ঈ]শানবনিতা তুমি ইন্দ্রিয় সকল।
ঞ [ই]ন্দ্রের আপদ হরো কৃপায় কেবল ॥
টুট হইল একাকালে হৃদয় বিকল।
টলমল করি যেন পদ্ম পত্রের জল ॥
ঠেকিনু বিষম দায় একতিলে মরি।
ঠাঁই দেহ পদতলে পরিত্রাণ করি ॥
ডাকিনী যোগিনীযুতা ডাড বোল ধামা।
ডুবাইয়া ভবসিন্ধু কেন বধ আমা ॥
ঢক্ক কোতয়াল অঙ্গ হেরি ভয় লাগে।
ঢাল আসি ধরে রুষি ধায় মোর আগে ॥
ণা [আ]নন্দস্বরূপ তুমি অনন্তমুরতি।
ণা [আ]নিয়া উচিত নয় করিতে এমতি ॥
তিনলোকে একা তুমি ত্রাণপরায়ণি।
ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ই তিননয়নী ॥
থলপদ্মপদে যদি নাহি দিবে থাম।
থাকিয়া কি কাজ তবে দয়াময়ী নাম ॥
দনুজ দারুণ দক্ষরিপুপদ সেবি।
দুখ দশা দূর কর দয়াময়ী দেবি ॥
ধরিল আপন শির করি বাম করে।
ধীরে বধি সেনা ঘোর কৃপাণ অব রে ॥
নগেন্দ্রনন্দিনী দক্ষ পাশেতে ডাকিনী।
নাচিয়া রুধির পিয়ে বামেতে বন্দিনী ॥
পুষ্পধনু প্রিয়সঙ্গে বিপরীত রতি।
পরমার পাদপদ্ম বিরাজিত তথি ॥
ফণিবরউত্তরী গলায় হাড়মাল।
ফুলচয়রাজিত কম্বুকেশ ভাল ॥
বিশ্বনাথমোহিনী যৌবন নব সাজে।
বারুজের বন্ধু যেন জিনি তনুরাজে ॥
ভবের ভবানী ভয় সকল খণ্ডিকা।
ভকতবৎসল নাম প্রচণ্ডচণ্ডিকা ॥
মমতা না করো মোরে যদি মহামায়।
মরিলে মহিমা তব রহিবে কোথায় ॥
যদুনাথ যমুনায় বিহার করিলা।
যশোদানন্দিনী বিন্দু (?) অচলে রহিলা ॥
রসনা চঞ্চল যার রিপু ভয়ঙ্করা।
রমা রক্তকাল কুল রামরূপে ধরা ॥
লম্ব উদর নব যৌবনধারিণী।
লক্ষ্মী দেহ লক্ষ্মীরূপা দুর্গতিতারিণী ॥
বাঘছাল পিন্ধন বাসুকি শোভে করে।
বেড়িল জটার কুল পিঙ্গ বেশ ধরে ॥
শসয় (?) পদ্ম সমান খর্পর খড়্গা ছরি।
শঙ্কর-তরুণী তারা সম মহেশ্বরী ॥
ষড়াননজননী সকল যার মায়া।
ষড়গ্রহ যোগ জানি কর মোরে দয়া ॥
সেবকে সারদা সদা অভয়দায়িকা।
শুনিয়া সুন্দর সার করিল কালিকা ॥
হইনু কাতর বড় আর নাই গতি।
হও মোরে সদয়া বারেক হৈমবতী ॥
ক্ষিতিপতি শ্রীমতি লও মায়া একটুকি।
ক্ষীণ আমি ক্ষেমা কর মারণমুখি ॥
হইলা আকাশবাণী ভয় নাই আর।
রাজায় পূজিত হয়্যা যাও নিজ গার ॥
দেখহ কালীর কৃপা কবিরে বিশেষে।
তখন মাধব ভাট উত্তরিল দেশে ॥
তুরকী তুরগ পিঠে ধরে অস্ত্র নানা।
চিকন কাবাই গায় চকমক সোনা ॥

* পাঃ (খ) চোত্রিশ।
† এই অংশ (খ) পুঁথির।

পথেতে পাইয়া ছিল চোরের বারতা।
দেখিল সুন্দর কবি মশানেতে তথা॥
হাথে দড়ি বেহাল দেখিয়া কোপে জলে।
কহে কোটালের প্রতি কৃষ্ণরাম বলে॥

—:*:—

কোটালের প্রতি ভাটের উক্তি

* * * *

কোটি কোটি কত তুরঙ্গমরিঙ্গন
মারুত পাছু রহে।
মত্ত মতঙ্গজ সংঘট কুম্ভহি কাঁপহু
মেদিনী থির নহে॥
ভানু কি মান টুটায়ল যাকর দার
সদা পরতাপ ডরে।
যস পুরি দিসা দশ দুর বেয়াপল চাঁদ
মলিন ভিমান করে॥
লোচনান করনি কোতোয়াল কোপে
উঠে খর খঞ্জর ঝাকি।
কিষণরাম কহে পরমেশ্বরী পাদ
শরণ যে নিতন মাগি॥

—:*:—

ভাটের প্রতি কোটালের উক্তি

ভট্ট কাহাকর কুট্টন চোরক
রাখিলে আর্ত্ত বাগালি।
কুর্ত্তেকি জান ঘোড়ে পর গর্ভ দুর
বেআপ কি ছির ছমেলি॥
বিদিয়া আকিনিয়ে জক কি দিন বাত
মিবাদক পুত গোয়ারা।
ধরণীক পতি যদু চাদ কি ভাতিয়
চোর কি খাতির ছো আধিয়ারা॥
মিট মে আয়েছা ভাবত আদর
ঘোঁড়নে জিউ হারানা।
তোইচিকা কুতুমাকোন নাগর বাতচিত
বিন হোয়ে পাছানা॥
কহি হার যেরি আওত দড়বড়
ভাট কি মোচ উখাড়ো।
খঞ্জর ছেদন ছির উতারই
এক সাত দোন গাড়ো॥
পাগড়ি উতারই পাপস দে
গরদান মে ভাগি।
নাই বনাই মঠাই ঠিকাছির
ঢালি দেহ দাড়ি মে আগি॥
পাপস দে গরদান।
পাওয়ে বেড়ি লাগাওত ভাট কি
আব রাখে তেরি জান॥
কিষণরাম কহে নগনন্দিনী
কোন বুঝে তেরি খেলা।
হাম অভাজন কাতর মাতহি
দুঃখ সায়রে দেহ ভেলা॥

—:*:—

রাজার প্রতি ভাটের উক্তি

ত্রিপদী।

কোটালের কটু ভাষে ছাড়িয়া চোরের পাশে
ভাট গেল রাজার গোচরে।
* জাতির ব্যাভার তার আগে পড়ে রায়বার
মদুরা করিল বাম করে॥
কুপিয়া অবনীপাল হইল অতিয় কাল
ঘুরায় নয়ানজোর ঘোর।
ভাট বলে ক্ষিতিপতি কি লাগি রুষিলা অতি
অপরাধ কিছু নাহি মোর॥
দুঃখানলে দহে মন কি করিব নিবেদন
অবধান কর নরভূপ।†
দেখিয়া সুন্দরবরে বন্দিতে তোমার তরে
না উঠে দক্ষিণ করে কাঁপ॥‡
রাজা গুণসিন্ধু নাম কলিতে কেবল রাম
তাঁর সুত সুন্দর সুধীর।
দেখি মুখে নাহি ভাষা ইহার এমন দশা
ধিক ধিক করম বিধির॥
যতেক রাজার সুতা রূপে গুণে অদভুতা
বর মাগে সেবিয়া শঙ্কর।
সুন্দর হইবে পতি অন্ত নাহি লয় মতি
আদি করি দেব পুরন্দর॥

* সভামধ্যে বীরসিংহ হেট মাথে আছে।
হান হান মার মার কোটালেরে পাচে॥
এমন সময়েতে মাধব ভাট আসি।
সুন্দরে দেখিয়া তার মনে অভিলাষী॥
ডান হাতে আশীর্ব্বাদ করিল সুন্দরে।
বাম হাতে আশীর্ব্বাদ করিল রাজা রে॥ বলঃ কাঃ

† পাঃ (খ) প্রভু।
‡ পাঃ (খ) কভু।

তুমি রাজা বিচক্ষণ মনীষা বাগীশ সম
তবে কেন করিলা এমন।
[অত্যন্ত দারিদ্র্য হয়্যা পরশ নিকটে পায়্যা
অবহেলা কর কি কারণ॥
পাত্র মিত্র যত তব বিষয়বিহীন সব
ভয়তে মাগিয়া আমি বলি।
আছয়ে তোমার কাছে হেন লয় মন মাঝে
চিত্রের কমলে যেন অলি॥
পুরবের পুণ্য ফলে যত্ন করি নিধি মিলে
আপনারে বাস ভাগ্যহীন।
কালীর চরণ তলে কবি কৃষ্ণরাম বলে
নায়কের বাড়াইবা মান॥]*

—:*:—

ভাট কর্তৃক সুন্দরের পরিচয় প্রদান ও সুন্দরের নিকট রাজার বিনয় †

শুনিয়া ভাটের বোল তুষ্ট হইয়া দিলা কোল
ততক্ষণে‡ ধরণীভূষণ।
ধর ধর বার বার বলিয়া গলার হার
আর কত অমূল্য রতন॥

তবে সেই সভার সহিত।
মশানে সুন্দর যথা আসি উত্তরিল তথা
পদব্রজে বিলম্বরহিত॥ ধ্রু॥
আপনি বন্ধন ঘোর ঘুচাইয়া দিল চোর*
করে ধরি বীরসিংহ রায়।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া অতি আনন্দিত হইয়া†
রম্য রত্ন আসনে বসায়॥
লজ্জায় যুড়িয়া পাণি বলে রাজা এই বাণী
অপরাধ না লবে আমার।
করিনু অনেক দোষ ইথে না করিহ রোষ
তুমি গুণসিন্ধুর কুমার॥
দুঃখ সুখ কুতূহল সকলি কর্ম্মের ফল
কপালে লিখন যেবা থাকে।
যত্ন করি নানামতে নাহি পারে ঘুচাইতে
হরি হর হইয়া সমুখে॥
শুন নৃপসুত বরে কপালে সকল করে
আমি কিবা কহিব তোমারে।
ছাড়িয়া আপন ধাম বনবাসে গেলা রাম
দুঃখ পাইলা কানন ভিতরে॥
বাগীশ সমান বীর মহারাজ যুধিষ্ঠির
বহুদিন বিপিনে আছিলা।
শনির পীড়ায় অতি শ্রীবৎস অবনীপতি
দেশে দেশে ভ্রমণ করিলা॥
[নলেরে পীড়িলা কলি দুঃখ পাইলা গুণশালী]‡
পশ্চাত হইল তার ক্ষেম।
জানিয়া করিবা ক্ষেমা আমি কি চিনিব তোমা
শিশুর সমুখে যেন হেম॥
তোমা হেন পতি জন্য আমার নন্দিনী ধন্য
ধন্য ধন্য মানিনু আপনা।
লোহা যেন অল্প মূল বিধি হইলে অনুকূল
পরশ ছোয়াইলে হয় সোনা॥§
রাজার বচন শুনি বলে কবি শিরোমণি
নম্র হইয়া অতিশয়।
এ হেন উচিত কাজ ¶ এবা কত বড় লাজ
সেবকের ঠাই অবিনয়॥

---

* পাঃ (খ)
এবে অনুকূল বিধি পাইয়া অমূল্য নিধি
অবহেলা কর কি কারণ।
যত পাত্র মিত্রচয়. হতমতি অতিশয়
ভয়েতে আগিয়া আমি বলি।
বসিয়াছে তোমা পূজি দেখি মনে হেন বুঝি
চিত্রের কমলে যেন অলি॥
কতো পুণ্য করেছিলে জামাতা এমন পাইলে
অখিলে অধিক আর কই।
কালীর চরণতলে কবি কৃষ্ণরাম বলে
পরিত্রাণ কর কৃপাময়ই॥

† বলরামের কালিকামঙ্গলে কিন্তু সুন্দরই রাজাকে এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন ;—
সুন্দর বলেন ঘর মাণিকা নগর।
আমার পিতার নাম শ্রীগুণসাগর॥
গুণবতী মোর মাতা শুন নরপতি।
সুন্দর আমার নাম কর অবগতি॥
তোমার মাধব ভাট গেল মোর পুরে।
বিদ্যার রূপের কথা কহিল আমারে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যত না যায় খণ্ডন।
আপনি আইনু এথা লইতে বন্ধন॥

‡ পাঃ (খ) অবিলম্বে।

---

* পাঃ (খ) ঘুচায়্যা বিনোদ চোর।
† পাঃ (খ) আদরে বসায় নিয়া।
‡ পাঃ (খ)
কলিতে করিলে বল কতো দুঃখ পায়্যা নল
§ পাঃ (খ) পরসে পরসে হয় সোনা।
¶ পাঃ (খ) স্তুতি এতো কিবা লাজ।

দৈব দোষে চোর হইয়া আছিনু বিদ্যারে লইয়া
ধরিয়া আনিল কোতোয়াল।
এখনে বাচিল প্রাণ ভবানী করিলা ত্রাণ
দুঃখ সুখ লিখন কপাল॥
বীরসিংহ মহাশয় হরিষ অন্তর কায়
বাড়াইল রতন ভাণ্ডার।
চৌদিকে মঙ্গল ধ্বনি বিবিধ বাজনা আনি
ঘরে ঘরে আনন্দ অপার॥
গরিব নোতাজ* বলি কোতোয়াল কুতুহলি
সুন্দরেরে ভসমিল করে।
কবি কৃষ্ণরাম কয় যে জন ভকত হয়
ভবানী তাহার দুঃখ হরে॥

—:•:—

সুন্দর মুক্ত হওয়ায় বিদ্যা ও বিদ্যাজননীর আনন্দ

চন্দ্রাবলী।

বাঁচিল সুন্দর চোর মনোহর
শুনি সর্ব্বলোক সুখী।
বিদ্যার গোচর কহিল সত্বর†
সুলোচনা নামে‡ সখী॥
অপরূপ কথা শুন রাজসুতা§
বাঁচিল তোমার নাথ।
পাইয়া পরিচয় রাজা মহাশয়
স্তুতি করে যোড় হাথ॥
জন্ম ক্ষিতিমাঝে দুঃখ সুখ আছে
সকলি করেন ভবানী।¶
দুঃখ-সিন্ধু তরি উঠহ সুন্দরী
সুধায় শীতল বাণী॥
হইয়া মহা সুখী যত সব সখি
দ্বিজে বহু দান দিল £
[হারাই[নি]ধিনিধি কৃপাময় বিধি
পুন আনি হাথে দিল॥
বিদ্যার জননী শুনি শুভবাণী
নন্দিনী করিয়া কোলে।
নেত্রের আচলে মুখ মুছাইয়া
তোষেণ মধুর বোলে॥
জন্ম জন্ম যেন কন্যা তোমা হেন
উদরেতে আমি ধরি।
পাইয়াছ দুখ তোল দেখি মুখ
বালাই লইয়া মরি॥
না জানিয়া আগে গালি দিনু রাগে
বদন তুলিয়া চাও।
করিয়াছি দোষ না করিবে রোষ
এই মায়ের মাথা খাও॥
সুখে নেত্র জলে বড় কুতুহলে
বলে বিনোদিনী রাই।
কামনা করিয়া জননী এমন
জনমে জনমে পাই॥
কৌতুকে সুন্দরী স্নান দান করি
পূজে কৃপাময় কালী।
কত উপহার কি বলিব আর
তুরগ অহিতবলি ?॥
নৃপতির সুতা প্রবাল মুকুতা
সুবর্ণ দ্বিজেরে দিল।]*
অতি দান জন দেখিয়া রতন
আর কত বিলাইল॥
কবি শিরোমণি রতন রমণি
মিলন হইল পুন।
কৃষ্ণরাম ভণে দিল আলিঙ্গনে
ভাব বাড়ি গেল দুন॥

—:•:—

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ

ত্রিপদী।

বীরসিংহ অনুমান নন্দিনী করিব দান
শুনিয়া কহিল পুরোহিত।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ পর বিবাহ নাহিক আর
শুন কহি শাস্ত্রের বিহিত॥
মেনকার সুতা সতী শকুন্তলা গুণবতী
ছিল কণ্ব মুনির সদন।
দুষ্মন্ত নৃপতি গিয়া করিল গন্ধর্ব্ব বিয়া
এড়ি গেল আপন ভুবন॥

---

* পাঃ (খ) নয়াজ।
† পাঃ (ক) 'উত্তর'।
‡ পাঃ (খ) প্রিয়া।
§ পাঃ (খ) পতিব্রতা।
¶ পাঃ (খ) কারণ হরের রাণী।
£ পাঃ (খ) সখির সমুখি অমূল্য রতন দিল।

* এই অংশ (খ) পুঁথির।

দুর্ব্বাসার শাপ হেতু দিল দুঃখ সিন্ধু-সেতু
নৃপতি না চিনে সীমন্তিনী।
সেই গর্ভবতী ছিল মেনকা তাহারে নিল
তথা পুত্র প্রসবে রমণী॥
শাপ অন্ত কথো দিনে মহিলা পড়িল মনে
আলয়ে আনিল নররায়।
ভারতের কথা শুন বিবাহ না হৈল পুন
দোষ কিছু নাহিক ইহায়॥
ঊষা নিশাকরমুখী চিত্ররেখা তার সখি
মিলাইল অনিরুদ্ধে পতি।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি চলি গেলা নিজপুরি
ভারথেতে ব্যাসের ভারতী॥
শুনিয়া মানসে ভায় বীরসিংহ নৃপরায়
আনাইল নরপতিগণ।
বিদ্যাসুন্দরের বিহা যতনে জানাইল ইহা
দিয়া রত্ন বসন ভূষণ॥
বলে কৃষ্ণরাম কবি সকল করেন দেবী
শুন সবে অপূর্ব্ব কাহিনী।
সুন্দর শ্বশুর বাড়ী রহিল লইয়া নারী
পাশরিয়া জনক জননী॥

—:*:—

কালিকা দেবী কর্ত্তৃক সুন্দরের প্রতি স্বপ্নাদেশ

পাঁচালী।

পাশরিয়া পিতা মাতা সুকবি সুন্দর।
রহিলা মহিলা লৈয়া শ্বশুরের ঘর॥
একদিন স্বপনে কহেন মহামায়।*
মানুষের মুণ্ডমালা বিরাজে গলায়॥
[শিব হেরি ধরিলা যাহার পদধূলি।
বিবসনা রসনা লোহিত লোল সদা।
অসি শির করে ধরি অভয় বরদা॥
কি জানি কতেক পুণ্য করিয়াছে কবি।
আসিতে অখিলমাতা দেখিলেক দেবি॥
চরণ-সরোজ-শোভা সদাশিব শবে।
ভকত লোকের ভেলা তরে ভবার্ণবে॥
তরণী তারকনাথ পাবেক নয়ানে।
মুণ্ডমালা কুণ্ডল কুলুপ দুই কানে॥
কিরণে অরুণ অম্বু তনু নীলমণি।
কিঙ্কিনী নরের করে জড়িত ধমনী॥
মুকুত চিকুর চাঁদ চকমক মাতে।
বদন বিস্তার ঘোর বারইল দাঁতে॥]*
মাথায় মুকুত কেশ সুধাকর বাল।
লহ লহ লোল জিব বদন বিশাল॥
অভয় বরদ হাথ নরশির অসি।
শব হর উপর বদন দশদশি॥
[সপন দেখান দেবি বসিয়া সিওরে।
মধুর সমান বোল চিত্তরে চিত্তরে॥]†
শুনহ সুন্দর বীর রাজার কুমার।
পাসুরিলে পিতামাতা দেশ আপনার॥
তোমা বিনে রাজা রাণী দুঃখে মরে তারা।
বাবা মা হইতে বড় হইয়াছে দারা॥
পণ্ডিত হইয়া কর মূরুখের কাজ।
প্রভাতে উঠিয়া যাও নাহি কর ব্যাজ॥‡
নিজালয় গেল দেবী পোহাইল রাতি।
চৈতন্য পাইল কবি পুণ্যবান অতি॥
মায়ের আকার ভাবি করয়ে রোদন।
ধিক রূপ গুণ মোর জীবন যৌবন॥
পিতামাতা ছাড়ি § নারী লইয়া কুতুহল।
পীযূষ ¶ তেজিয়া যেন ভক্ষিল গরল॥
ধরণী-বিজয় বুঝি আমি নরাধম।
কলি অনুরূপ যত আমার করম॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে সমসের সার।
বিপদ সময় শিবা করিবা উদ্ধার॥

—:*:—

সুন্দরের স্বদেশ গমনে ব্যাকুল দেখিয়া বিদ্যার উক্তি

পাঁচালী।

পতির রোদনে ভয় বড় মনে
চমকিয়া উঠে ধনী।
কিবা পরমাদ কহ প্রাণনাথ
রোদন করহ কেনি॥

* পাঃ (খ) একদিন সপনে কালি কৃপা অনুকুলি।

* এই অংশ (খ) পুঁথির।
† এই অংশ (খ) পুঁথির।
‡ পাঃ (খ) প্রভাতে চলিয়া জাও নহে পাবে লাজ।
§ পাঃ (খ) না সেবিয়া।
¶ পাঃ (খ) আমিষ।

বলে কবিবর তেয়াগিয়া ঘর
বহুদিন আছি এথা।
কুস্বপন দেখি উঠিনু চমকি
মরমে পরম বেথা॥
অত যাব ঘরে কহিনু তোমারে*
যাবে কি না যাবে কহ।
যদি লয়ে মন করহ গমন
নহে বাপ ঘরে রহ॥
পতির বচন শুনি উচাটন
(শুনি) মানস হ'ল আকুল।†
কহিতে লাগিল দুঃখে আগুরিল
মুখখানি কমল ফুল॥
কিবা দোষ জানি কহ হেন বাণী
নিষ্ঠুর (হে) পরাণনাথ।‡
পতিবিনে আর কিছু নহে সার
পুত্র সহোদর তাত॥
শশী অস্তকালে নক্ষত্র সকলে§
কৌমুদ (কী) রাখিতে নারে।
পতি প্রাণধন সতীর ভূষণ
এমনি বেদ বিচারে।
রাম গেলা বন সংহতি লক্ষ্মণ
সীতা না রহিলা দেশে।¶
শ্রীবৎস নৃপতি বনে কৈলা গতি
চিন্তাদেবী তার পাশে॥
ভাই পঞ্চজন যবে গেলা বন
অসীম দুঃখ অপার।£
সেবি দিবা রাতি দ্রৌপদী সংহতি
সেই সে সম্পদ তার॥
বাপ নরপতি পতি দুঃখী অতি
সতী সে দুঃখের ভাগি।
স্বামী পরিহরে রহে বাপ ঘরে
দুই কাল নষ্ট লাগি॥
রহ এক সমা সেবা করি তোমা
নানা রস বিহার।

* পাঃ (খ) কহিনু সত্বর।
† পাঃ (ক) (শুনি) রামা হ'ল আকুল।
‡ পাঃ (খ) হে প্রাণনাথ।
§ পাঃ (খ) তারক সকল।
¶ বনে গেলা রঘুনাথ সীতা গেলা তাঁর সাথ
বলরাম রচিলা ভারতী।
(বলঃ কাঃ)
£ পাঃ (খ) দুর্গতি দুখ অপার।

পুত্র কোলে করি যাব নিজ পুরি
এ বড় সাধ আমার॥
বলে কবিবর যাব নিজ ঘর
রাখিতে নারিবে বিধি।
কৃষ্ণরাম বাণী শুন সুবদনী৮
কি আর করিবে সাধি॥

—:*:—

বিদ্যার বারমাসী

যাইব জন্মের মত যদি রহো দিন কতো
জায়া [নিবেদয়ে] জোড় করে।
গতি কিবা তোমা বই চরণে শরণ তুই
ছাড়িয়া কি সুখ [আছে] মোরে॥
তেজিয়া স্বর্গের বাস রসাতলে অভিলাষ
কোথায় এমন আছে মূঢ়।
স্বর্ণহার নাহি ভায় যে [তা] না পরিতে চায়
অমৃত এড়িয়া খায় গুড়॥
ক্ষিতিপতিসুতা সতী ভকতি এমন অতি
ফিরাযা্যা শকতি কার রাখে।
রব নিয়া বারোমাস বুঝায় বিনয় ভাষ
বাসনা বরিস এক থাকো॥
মধুমাস মনোরম বিরহী জনের যম
সময় এমন নাহি আর।
শুখাইল তরুমূল সেহ ধরে ফলফুল
কোকিল কুহরে অনিবার॥
পুরুষ গুণের মণি পরশের প্রায় গণি
সরস বাঞ্ছব রাত্রিদিবা।
পঞ্চশর শর দাপে প্রমদার প্রাণ কাঁপে
পতি বিনে প্রীত কার কিবা॥
বসন্ত রাজার সখা বৈশাখ মাসের লেখা
বিশেষ কুসুম বিকসিত।
মোহিত মুনির মন মন্দ মন্দ সমীরণ
মলয়জ সৌরভ সহিত॥
অগৌর চন্দন সার জাতি যূথী যত আর
যোগাইব যামিনী জাগিয়া।
যৌবনে যেমন যেই জনমিয়া সুখ এই
জানে কিবা যত অভাগিয়া॥
জ্যৈষ্ঠির বিরহকরে শরীরেতে স্বেত ঝরে
সরোবর সুধার-সদন।
পরণ পুষ্পের হার প্রেমতম প্রমদার
পয়োধর প্রসাদ চন্দন॥

৮ পাঃ (খ) কমলিনী।

পীযুষের রসাল রস ত্রিদশ-মানস বশ
দধিদুগ্ধ গপে অপরূপ।
ইতে আর নাহি বাদ লইয়া অবনীবাদ
আপনি এখানে হও ভূপ॥
রতিপতি বাটপাড় বরিসা বিশিখ আড়
আষাঢ় মাসের শুন বোল।
যুবক যুবতী সঙ্গ কদাচিত হয় ভঙ্গ
পুলকে প্রলয় গণ্ডগোল॥
গগনে গহন ঘন গুরু গুরু গর্জ্জন
নবশির অশ্রবলির (?) সুখ।
মউরে পেকম ধরে চাতকের মান হরে
কোলাহল ভেকের কৌতুক॥
আইলে সায়ন মাস যেবা যায় পরবাস
পরবাসি পুরুষ অধম।
কামের কুসুম সার কাতর কেমন করে
কালে রাখে পরম উৎক্রম॥
ছয় রিতু সুখে জয় বিশেষত বরিষয়
ডেকে করে ভার্গধর কত।
দুখসুখ সর্ব্বকাল ইহাতে অধিক আর
পুণ্যশূন্য জন্য পাপজতো॥
ভাদ্রেতে বাদল নিত্য যুবকের হরে চিত্য[ত্ত]
ডাহুক ডাহুকী অনুমাদ।
প্রসন্ন চন্দন বাতে পূজিয়া পরমনাথে
পাইব পরম পরসাদ॥
যতো কিছু কামকলা কৌশল না জায় বলা
কুশলে [সকল রুতি] কান্ত।
যখন যে লয় মন অবিচারে প্রাণপণ
করিয়া করিব সদা শান্ত॥
আশ্বিনে সারদাদেবী চরণসরোজ সেবি
শরণ তনয় বর পাবো।
অশেষ রসের কথা কিসের অভাব হেথা
দেশেরে এখন কেন যাবো॥
ব্রাহ্মণেরে দিয়া বৃত্তি কার্ত্তিকে করিয়া কৃত্তি
চিত্ত নিত্য দান বিতরণে।
ধর্ম্ম সকলের সার ভবকুল পার পার
কর্ম্ম বিনে পায় কোন জনে॥
ক্ষীণ অতি নদীনদ নিরমল বিষ্ণুপদ
বিশদ রজনী বিধুকরে।
দুখ নাহি একটুকু কামিনা কামের সুখ
যুকুমুখ মিলন বিহরে॥
অগ্রহায়ণ মাস হয় কমলের নাশ
নিশি বাড়ে হিম বরিষন।
দিনে মুখামুখি পাখী চক্রবাক চক্রবাকী
পরেতে বিচ্ছেদ খেদমন॥
সকলি নৌতুন তার কেহ দুখ নাহি পায়
দীনহীন জন সেহ সুখী।
মদন রাজার দাপে যুবক যুবতী ভাবে
শরীরে শরীর রয় লুকি।
পাশুরিয়া সেজে ভূমি পুরুষ গুণের মণি
পৌষ মাসের শুন ভাষা।
পিষ্টক পীয়স সুপ মৎস্য মাংস অপরূপ
ভূপভোগে পুরাইব আশা॥
খাট তুলি কর যার শয়ন সুখের সার
সৌউধির সুন্দর বর পুর।
কর‍ইতে অবধান শীত [হয়] বলবান
ললনা আলিঙ্গনে করে দূর।
ফাল্গুনে গোবিন্দদোল মহানন্দ হয় ভোল
বিপুল পুলকে [হবে] সুখী।
দেখিয়া সকলে বলে যেরূপ কদম্বতলে
চলে কি হায় একটু কি॥
দেশে যাব শেষে তার বিশেষে রসের সার
ভণে কবি কৃষ্ণরাম দাসে॥

—:*:—

বিদ্যার নিকট সুন্দরের বিদায় প্রার্থনা

বারণ্ গমন সতী গমনে বারণপতি
কারণ কয়না করে পাশে॥
চঞ্চল হইল চিত্ত ধরণে না জায়।
যুবতীর জতন সাধন কিবা তায়॥
পাখলিয়া বদন মদন অনুরূপ।
অবিলম্বে গেল জথা বীরসিংহ ভূপ॥
কবিবর করে ধরি কাঞ্চীর পতি।
সিংহাসনে বসাইল আদরেতে অতি॥
সপুটে সুন্দর বলে শুন মহাশয়।
বিদায় করহ দেশে যাইব নিশ্চয়॥
জনক জননী আর যত বন্ধুজন।
আমা না দেখিয়া সদা করেন রোদন॥
কেহ নাহি জানে মোর গমনের কথা।
ভাবিতে বিদরে বুক মুখে নাহি কথা॥
বহুদিন দেখি নাই চরণ দুহার।
ধিক ধিক অতি [ধিক] করম আমার॥
একথা শুনিয়া বড় হইলা কাতর।
জামাতা করিয়া কোলে বলে নৃপবর॥

এই দেশে ছত্রদণ্ড ধরহ আপনি।
যতন করিয়া আনাইব জনক জননী ॥
বিনয় করিয়া বলে রাজার নন্দন।
নিশ্চয় যাইব আর না কর যতন ॥
মহারাজ পণ্ডিত আপনি সদাশয়।
কি আর বলিব বুঝ ভাবিয়া হৃদয় ॥
শুনিয়া নৃপতি কিছু না বলিল আর।
মহিলারে কহিল সকল সমাচার ॥
জামতা মমতা ক্ষমতা পুণ্যরায়।
রজত মাণিক দিল কতো কহা যায় ॥
সাজিল সারথির রথ আরতি রাজার।
যতনে রচিল তার রতনের হার ॥
বিচিত্রিত চিত্রচয় চুরি করে মন।
থরে থরে থরে রাখা দ্বিজের দর্পণ।
বড় বড় হাতি আর প্রকার দুকূল।
পমরি অমর জোগ জানে কেবা মূল ॥
গজ মুণি প্রবাল রজত রাশি রাশি।
মনোহর নটনটি সঙ্গে দাসদাসী ॥
চলিতে উত্তর করে বেসবাও উঠে।
খচর খেচর খর ভারতে অটুট ॥
হাতির হলকা আর দসন উজ্জল।
তুঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গ জেন অচল সচল ॥
বাজিতাজিতেজ আর তুরকি টাঙ্গন।
ছুটাইল উৎকট নিকট বাধীন ॥
জোর আসরে অনেক নেকজাদা।
পঞ্চ হাথিয়ার পুণ্য পোষাক পেয়াদা ॥
মারে মালসাট নাট তুরকি যুবক।
অহিতে বাহিনি বন দহিতে পাবক ॥
ব্যাজ কি গতি আর জার জেই সাজে।
আগুদল নিসান বিসান আদি বাজে ॥
দিতে দিতে ক্ষিতিপতি অতিশয় সুখ।
আঁখির নিমিখ হরে দেখিতে কৌতুক ॥
সদাই পরমানন্দ সুন্দর সাধক।
কলিজ মানিলেক নাহি জেব অধিক ॥
কোটালেরে ডাকিয়া শিরোপা দিল হাতি।
বেসবাও বসন ভূষণ নানা জাতি ॥
চোর ভায়ার চাতুরীতে পরাজয় মানি।
হাসিয়া রসিক বড় বিশেষ বাখানি ॥
গুণী সে গুণের পূজা ভালমতে জানি।
সাধুলোক চিনে কার মতি দয়া দানে ॥
দোষ না লইবে গুণবাণেরে লয়।
পাপ ছেড়ে পুণ্যপথ ধন্য জনে পায় ॥
গুণের মহিমা কিবা বুঝিবেক মূঢ়ে।
তুরগ বদলে যেন তিত লাগে গুড়ে ॥
ধনী হয়্যা নাহি করে ধন বিতরণ।
তার শেষ কালে হয় নরকে গমন ॥
গুণী হয়্যা গর্ব্ব করিবেক আপনার।
এ তিন জনের বাধা ধরম দোহার ॥
পতিরে তেজিয়া যেবা অন্য জনে ভজে।
যমালয় গিয়া নারী নরকেতে পচে ॥
পরিপাটি ঘটার বাহিরে দলবল।
বিদায় লইয়া পুরী হইল বিকল ॥
আঁখিতে রাখিতে জল কেহ নাহি পারে।
উদর-ধারিণী(র) মন পোড়ে অনিবারে ॥
কোলে করি কুমারী কমলমুখী কান্দে।
ব্যাকুলি বিদরে বুক নাহি কেশ বান্দে ॥
মুখখানি কমল তোল নিরখিয়া দেখি।
বলে রাণী ভবানী করিলা মোরে এ কি ॥
ধরণীতে পড়িয়া ধরিতে নারে মন।
আনিয়া তুলিয়া তায় করে নিবারণ ॥
মায়ায় মোহিত মিছা যত দেখ আর।
কালিয়া করুণাময়ী সবে ঐ সার ॥
কাতর হইয়া কবি কৃষ্ণরাম বলে।
কি গুণে শরণ পাবো চরণকমলে ॥*

—:*:—

বিদ্যাসুন্দরের স্বদেশ গমন *

তিতিয়া নয়ান জলে জামাতা করিয়া কোলে
বিনয় বচনে বলে রায়।
পূর্ব্ব যতো অপবাদ না লবে দীনের নাথ
অনুগতো জানিয়া আমায় ॥
শ্বশুরের শুনি বাণী সুন্দর জুড়িয়া পাণি
বুঝাইয়া বিশেষ ভারতী।
নৃপতির অগ্রগণ্য তোমা বিনে নাহি অন্য
পুণ্য জন্ম ধন্য ধরাঅধি ॥
সারেতে অচল মন কেন তবে অকারণ
খেঁদ কর বেদবিজ্ঞজনে।
জায়া পুত্র পরিবার যতেক বাহার আর
জেনো জেন জলবিম্বগণে ॥

* (খ) পুঁথি।

প্রতাপে প্রচণ্ড রবি রাজায় বন্দিয়া কবি
মাগি নিল পূর্ব্বের মেলানি।
সুন্দর গুণের ধাম শাশুড়ীরে পরনাম
করিয়া পাঠায় সখী আনি॥
রাণীর পদযুগ ভাবিয়া পরম সুখ
ভক্ত দম্পতী উঠে রথে।
বানা উড়ে নানা জাতি আগে চলে মাতা হাতি
সোয়ার সিফাই কতো সাথে॥
নয়নে সলিল গলে রথেতে সারথি চলে
নৃপবালা করিয়া বিনয়।
এই মোর অভিমতো বেগেতে চালায় রথ
গৌড় রাজ্য যতদূর হয়॥
অনিমিখি রাণী রহে শ্রীমুখি মায়ায় মোহে
হৃদয় না মানে পরবোধ।
জনকের অধিকার দেখিয়া চলিল আর
না আসিব এই জন্মের সোধ॥
চারিদিকে দেখে লোক পরম মরমে শোক
কান্দে কেহ নাহি বান্ধে কেশ।
বলে উচ্চনাদ করি চলিলা আপন পুরী
কমলা ছাড়িয়া গৌড়দেশ॥
সেই দেশ পাছে রয় সারথী চালায় হয়
পবন জিনিয়া যায় রথ।
ভবানীর অনুবরে প্রহরে পশ্চাত করে
দশবার দিবসের পথ॥
পুণ্য দেশ পুণ্য বিধি ছাড়াইয়া গুণনিধি
দিবস যামিনী যায় চলি।
ছাড়ায়্যা অনেক দেশ কাঞ্চী দেশে পরবেশ
দেখি সভে বড় কৌতুহলি॥
দশস্কন্ধ বধ করি জানকী লইয়া হরি
আসি জেন উত্তরিল দেশে।
যে জন যেমন ছিলো দেখিবারে রড়াইল
কোলাহল বাজনা বিশেষে॥
গুণসিন্ধু রাজারাণী দুঃখের সাগরে আনি
ভেলা মিলাইয়া দিল বিধি।
যেন শুখাইল তরু পুন মঞ্জরিল চারু
আনন্দের নাহিক অবধি॥
নিমিত্তা গ্রামেতে বাস নাম ভগবতীদাস
কায়েস্ত কুলেতে উৎপতি।
হয়ে এক মন চিত্ত রচিল কালীর গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি॥

—:*:—

সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক ও পুত্রসন্তান লাভ *

পতি পুত্রবতী নারী লইয়া সংহতি।
কৌতুকে চলিল রাণী আনিতে সন্ততি॥
গুণসিন্ধু নৃপতি লইয়া পাত্রগণ।
করে আশা করি সুখে করিল গমন॥
রথে হইতে ধরণী উলিয়া জায়াপতি।
বন্দিল রাজার তরে পরম ভকতি॥
বিদ্যা গুণবতী আর কবি গুণরাশি।
রাণীরে বন্দিয়া হেট কৈল পূর্ণশশী॥
পুত্রকোলে করিয়া কৌতুকে বড় রাণী।
দুঃখের সাগরে পার করিলা ভবানী॥
শত শত চুম্ব দিল বদনকমলে।
পুলকে ঝরয়ে জল নয়ানযুগলে॥
গদ গদ স্বর হইল হরিষ রোদনে।
বহু রত্ন দিয়া দেখে বধূর বদনে॥
যত দেখ জগতে দেবীর সব খেলা।
পুত্রবধূ ঘরে নিল শুভক্ষণ বেলা॥
যুকতি করিয়া গুণসিন্ধু নৃপবর।
শুভক্ষণে রাজা কৈল সুন্দরের তরে॥
ছত্রদণ্ড দিল আর সমর্পিল রাজ্য।
একে একে শিখাইল রাজনীত কার্য্য॥
ক্ষিতিপতি হইল সুন্দর গুণধাম।
অখিলের লোক বলে কলিযুগে রাম॥
গুণসিন্ধু অদ্যাবধি ছাড়িয়া ॰দন।
তপস্যা করিতে তবে গেল তপোবন॥
প্রসব হইল বিদ্যা পুত্র মনোহর।
দেখিয়া পরমসুখ পাইল সুন্দর॥
শুভক্ষণ জানি অন্ন দিল ছয় মাসে।
পদ্মনাভ নাম রাখে মনের হরিষে॥
পঞ্চম বৎসরের বেলা হাতে দিল খড়ি।
পড়াইল নানা শাস্ত্র অতি যত্ন করি॥
কর্ণবেধ করি সুখে যজ্ঞসূত্র দিল।
মসান রাজার কন্যা বিবাহ করিল॥
নানা সুখে দুইজন আছে ক্ষিতিতলে।
এক দিন সপনে করুণাময়ী বলে॥
পাশুরিলা পূর্ব্বকথা রাজার নন্দন।
তারকের পুত্র ছিলা নাম সুলোচন॥
তোমার প্রমদা এই তারাবতী সতি।
শিবশিবা ভিন্ন ভাব হইল কুমতি॥

---

* এ অংশ (খ) পুঁথির।

তে কারণে শাপহেতু জন্ম ক্ষিতিমাজ।
শাপান্ত হইল হেথা থাকিয়া কি কাজ॥
ক্ষিতিতলে খেয়াতি করিয়া মোর পূজা।
কৈলাসে গমন কর বলে চতুর্ভুজা॥*
এতবলি ভদ্রকালী গেল নিজ স্থান।
চেতন পাইল সেই কবি পুণ্যবান॥
গ্রাম নিমিতা গঙ্গার পূর্ব্বকুল।
সাবর্ণ চৌধুরী সব যাহাতে অতুল॥
গো মহিষ পশুপক্ষ বিক্রপের টাট।
রম্য সরোবর তীর সানবান্ধা ঘাট॥
নগর বাজার হাট দেখিতে সুন্দর।
কৈলাস শিখরে যেন দেব পুরন্দর॥
ভগবতীদাস নাম তথায় বসতি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল তাহার সন্ততি॥

সুন্দরের কালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন ও দেবীর আরাধনা †

পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন।
শুনাইল রাণীরে সকল বিবরণ॥
গঠাইল মরকতে মন্দির বিশাল।
চৌকাট কপাট কৈল কনকের সার॥
ফটিকে বান্ধিল বেদী বহুই রুচির।
বেড়িয়া চৌদিকে তার পাষাণ প্রাচীর॥
বহু মূল মরকতে কালীর প্রতিমা।
নবরূপে বিসাই গঠিল গুণসীমা।
লহো লহো করে লোল লোহিত রসনা।
জল জলদ তনু কবুতভূষণা॥
অভয় বরদে দুই দক্ষিণ করেতে।
খড়্গ চন্দ্রহাস মুণ্ড শোভে সব্য হাতে॥
চিকুরে গাঁথিল গলে নরসির হার।
করাল কলিজে দুই বদন বিথার॥
সদাশিব উপরে চরণ পদ্মসাজে।
গাঁথিল ধমনী কর কিঙ্কিনী বিরাজে॥

উচ্চকুচ অবিরোল গুরুয়া নিতম্ব।
হয় মনোহর মুক্তাকুণ্ডলকদম্ব॥
গুণসাগরের পুত্র গুণের গরিমা।
শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠিলা কালীর প্রতিমা॥
নানা রত্ন অলঙ্কারে করিল ভূষিত।
ভকতের পূজাতে ভবানী হরষিত॥
জনম জীবন ধন্য মানিয়া সকলে।
নানা জাতি পুষ্প দিল চরণকমলে॥
পুলকেতে গুণসিন্ধু রাজার কুমার।
বলিদান কৈল কত হাজার হাজার॥
মেষ অজা হয় পর না যায় গগন।
রুধিরে খর্পর পুরি দিল ততক্ষণ॥
কি কহিব পূজার বিশেষ পরিপাটী।
বিবিধ বাজনা বাজে নাচে নটনটী॥
দ্বিজবর নিয়োজিত পূজা যে করিল।
বাছিয়া অনেক গ্রাম তারে দান দিল॥
করিয়া মানসপূজা হৃদয় সুস্থির।
করযোড়ে নতি করে নরপতি ধীর॥
তুমি সংসারের সার জগতজননী।
মহিমা জানে ব্রহ্মা হর চক্রপাণি॥
অতএব স্তুতি আর কে করিতে পারে।
তরণী তারিণী তুমি সংসার সাগরে॥
দুর্গতিতারিণী নাম শুনিয়া তোমার।
হয়্যাছে ভরসা বড় হৃদয় আমার॥
তুমি রাত্র তুমি দিবা তুমি শভুকাল।
তুমি স্বর্গমর্ত্ত তুমি সে পাতাল॥
তুমি ভীমা ভয়রূপা তুমি ভয়হর।
লীলায় পাতিয়া সৃষ্টি কুত রঙ্গ কর॥
নিন্দা করে যতো জন তাহার দোষ কিবা।
আপনি আপন নিন্দা কর তুমি শিবা॥
ভকতি করিয়া ভাবে সেই বুঝ আন।
আপনি করগো তুমি আপনার ধ্যান॥
লীলায় বধিলা কংস কৃষ্ণরূপ ধরি।
বিহার করিলা লয়্যা বরজসুন্দরী॥
দুরন্ত দমনী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
পর্ব্বতনন্দিনী গৌরী গগনবাসিনী॥
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ করিলে অবহেলে।
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী নাম লোকে বলে॥
সেই মূঢ় জন যেই না ভাবে তোমায়।
ইহকাল পরকাল সকলি হারায়॥
কালী কৃষ্ণ হর তিন এক বলে বেদ।
নরকে নিবাস তার যেবা করে ভেদ॥

* ভদ্রকালী বলে রাণী শুনহ বচন।
তোমা হৈতে হব অষ্ট দিনের পূজন॥
বিদ্যাসুন্দর হয় মোর দাসদাসী।
পূজিলে আমারে দৌঁহে হবে স্বর্গবাসী॥
† এ অংশ (খ) পুঁথির।

ক্ষম উমা অপরাধ না যায় গননি।
চরণে শরণ দেহ সারদা ভবানী ॥
সেবকের মান সদা জানিয়া মহামায়।
প্রসাদ কুসুম দিল ধরণী মাথায় ॥
দ্বিজগণে দান দিয়া ধরণীর নাথ।
মন্দিরে কামিনী লয়ে যামিনী প্রভাত ॥
শুভক্ষণে পদ্মনাভ পুত্রে কৈল রাজা।
সমর্পিল হাতে হাতে আনি যত প্রজা ॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে আর নাহি জানি।
ভবভয় পার করিবে নারায়ণী ॥

—:*:—

পদ্মনাভের রাজ্যাভিষেক ও বিদ্যাসুন্দরের কৈলাসে গমন *

শিব শিবা একত্রে আছেন দুইজন।
মহাকাল প্রতি এই বলিলা তখন ॥
তারাবতী সুলোচন জন্মিল অবনী।
শ্রীমতী হইল হেথা আইলা আপনি ॥
তেজিয়া মানবতনু আসিবে কৈলাস।
পুরাইব দুহার মনের অভিলাষ ॥
এতেক কহিলা যদি হর ভগবতি।
রথ লইয়া মহাকাল উত্তরিল ক্ষিতি ॥
মহামায়া বলে এই শরীর ছাড়িয়া।
অবিলম্বে কর গতি বিমানে চড়িয়া ॥
শুনিয়া দম্পতী অতি হরষিত মন।
পদ্মনাভ পুত্রে আনি বলে ততক্ষণ ॥
দেবীর আদেশে জাই কৈলাস অচল।
শাপান্ত হইল স্নেহে জিয়া ধরাতল ॥
সুখে রাজ্য ভোগ কর প্রজার শাসন।
সেবিয় সারদা সদা শিবের চরণ ॥
দিনে দিনে সম্পদ হইবে রিপু ক্ষয়।
সেই ভাগ্যধর জেবা দুর্গা নাম লয় ॥
আমা দুঁহা লাগি দুখ না করিহ মনে।
শুনি পদ্মনাভ বলে রোদন বদনে ॥
এককালে জনক জননী যার মরে।
সেই কি সংসার সুখ হেতু প্রাণ ধরে ॥
কাজ নাই রাজ্য মোর ধরণীর সুখ।
নারিব রহিতে আমি স্থির করি বুক ॥
সংহতি করিয়া লও সাধক আমার।
সেবিত সত(দ)ত পদকমল দুঁহার ॥

অলপ বয়সে মোরে দিয়া রাজ্য ভার।
অনুচিত করিতে এমন প্রকার ॥
যে গতি তোমার মোর করি সেই আশ।
কালীর চরণ ভাবে কৃষ্ণরাম দাস ॥

—:*:—

অষ্টমঙ্গলা *

পরম আনন্দে প্রভু কৈল সৃষ্টিস্থিতি।
ব্রহ্মার অঙ্গুলে হৈল দক্ষ প্রজাপতি ॥
তাহার তনয়া সতী বিভা কৈল হর।
বিহার করেন সদা কৈলাস উপর ॥
শিব দক্ষে গালাগালি ভ্রজ (?) যজ্ঞস্থানে।
শিব নিন্দা যজ্ঞ করে দক্ষ অজ্ঞায়ণে ॥
নিমন্ত্রণ করি সব দেবেরে আনিল।
সতী আর শঙ্করে দুঁহা না বলিল ॥
চন্দ্রের বনিতাগণ চড়িয়া বিমানে।
কৌতুকে বাপের ঘরে করিল পয়াণে।
কুসুমকাননে ছিল সতী গুণবতী।
জানিয়া বিশেষ কথা ক্রোধ মনে অতি।
মহেশের কাছে গিয়া মাগিল মেলানি।
আইল জনক ঘরে জগতজননী ॥
বড়ই নিষ্ঠুর বাপ না করিল দয়া।
অভিমানে শরীর ছাড়িল মহামায়া ॥
সত্বরেতে নন্দী আসি শিবের গোচর।
ছিড়িয়া ফেলিল জটা দেব পুরন্দর ॥
জনমিল বীরভদ্র শিবতুল্য-কায়।
দারুণ দক্ষে যজ্ঞ নাশিল হেলায় ॥
ছিঁড়িয়া দক্ষের মুণ্ড ফেলে হুতাশনে।
ছারখার হৈল পুড়ে শঙ্করের বাণে ॥
শিবেরে করিল স্তুতি কমণ্ডলধর।
জিয়াইল শ্বশুরে দয়ায় দিগম্বর ॥
সতী বিনে বিকল হইল ত্রিপুরারি।
হিমালয় রহে দেবী ভুবনঈশ্বরী ॥
তারকের ভয়ে ইন্দ্র অধিক কাতর।
কামদেবে পাঠাইয়া ভুলাইলা হর ॥
নয়ান-অনলে তারে পুড়াইলা মহেশে।
পার্ব্বতী কঠোর স্তব করিল অশেষ ॥
সপ্তঋষি ঘটক করিয়া শূলপাণি।
যতনে করিল বিভা পর্ব্বতনন্দিনী ॥
হর স্তেজেশ্বর বলে হইল জন্ম।
কার্ত্তিকেয় নাম মহাবল অনুপাম ॥

* এ অংশ (খ) পুঁথির।

চড়িয়া মউর পৃষ্ঠে শক্তি কৈল লক্ষ।
নাশিল জগত অরি দুরন্ত তারক॥
সুলোচন নাম ছিল তারকের সুত।
সাজিয়া আইল রণে মহাক্রোধযুত॥
বিষম অমনি ঘায় তেজিল পরাণ।
কৌতুকে অমরগণ গেল নিজ স্থান॥
তারাবতী নাম সুলোচনার সুন্দরী।
কান্দিয়া বিকল মৃত পতি কোলে করি॥
মহামুনি নারদ আসিয়া হেনকালে।
বুঝাইয়া বিশেষ উপায় এই বলে॥
পতি যদি পাইবে আমার বাক্যধর।
কায়মনবচনে কালীর সেবা কর॥
মুনির চরণে ধরি বলে তারাবতী।
কেমনে সেবিব কালী কেমন মুরতি॥
মনোনীত বর কিবা নিল তায় সেবি।
কহ শুনি কেমনে জন্মিল সেই দেবি॥
রমণীর বাণী শুনি মুনি গুণবান।
কহিতে লাগিলা তবে মার্কণ্ডপুরাণ॥
মুনিবর কহিতে লাগিল বিবরিয়া।
কবি কৃষ্ণরাম বলে শুন মন দিয়া॥

—:*:—

গ্রন্থের মর্ম্ম ও ফলশ্রুতি

শুম্ভ আর নিশুম্ভ দনুজ দুই জনে।
জিনিয়া হইল রাজা এ তিন ভুবনে॥
হিমালয় পর্ব্বতে সকল দেব মেলি।
ভবানী ভাবিয়া স্তব করে পুটাঞ্জলি॥
মনোহর রূপ ধরি চড়িয়া কেশরী।
হিমালয় রহে দেবি ভুবনঈশ্বরী॥
কহিল শুম্ভেরে গিয়া চণ্ডমুণ্ড দেখি।
দূত পাঠাইল রাজা হইয়া কৌতুকী॥
হুঙ্কারে করিল ভস্ম দেবী ভগবতী।
চণ্ডমুণ্ড বিনাশিল করালমুরতি॥
রক্তবীজ পড়িল নিশুম্ভ বীর রোষে।
কাটিল তাহার মাথা গৌরী চন্দ্রহাসে॥
মনোনীত বর দিল সেবিয়া ভবানী।
শুন তারাবতী এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
উত্তরসাধক মুনি দয়ার সাগর।
জপ করি নিতম্বিনী শবের উপর॥
জগতজননী না দেখাইয়া ভয়।
জানিয়া ভকত দাসী হইল সদয়॥
জিয়াইয়া সুলোচন পতিতপাবনী।
কোলেতে লইল দুহা অনুগত জানি॥
নানা সুখে দুই জনে রহিল তথায়।
কুসুম তুলিয়া নিত্য অন্তত্র জোগায়॥
কুমতি হইল এই নিন্দা করে হর।
সুলোচন ভস্ম কৈল দেব মহেশ্বর॥
কান্দিয়া প্রমদা তার শরীর ছাড়িল।
সুলোচন গুণসিন্ধু ঘরে জনমিল॥
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখিল সুন্দর।
জনম লভিলা বামা বীরসিংহের ঘর॥
বিদ্যা নাম অনুপামা রূপ মনোহর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই সভার গোচর॥
যেজন বিচারে জিনে সেই মোর পতি।
মন দড়াইয়া বলে সোমমুখী সতী॥
স্বপনে বিদ্যারে দেবী কহিল আপনি।
পাইবে সুন্দর পতি শুন বিরহিনী॥
সখীরে কহিল বিদ্যা এই সমাচার।
দেবীর বচনে বড় সন্দেহ আমার॥
পঞ্চমাস দূর দেশে সুন্দরের ঘর।
কেমনে আসিবে এথা সেই গুণাকর॥
ভানুমতী উপাখ্যান শুনে সখীমুখে।
প্রভাবতী হরণের কাহিনী কৌতুকে॥
গোকুল ছাড়িয়া কৃষ্ণ মথুরায় বাস।
কংস বধ করে বাপমায়ের খালাস॥
হরিলা নন্দের খেদ নিজ বাপ বেশে।
সুলোচনা এসকল শুনাইল শেষে॥
মাধব ভাটেরে রাজা বিদায় করিল।
সুন্দরের কাছে গিয়া সকল কহিল॥
মহামায়ায় সুন্দর [পূজিয়া] শুভক্ষণে।
একাকী চলিল রূপবতী অন্বেষণে॥
কান্দিয়া বিকল রাজারাণী বন্ধুজন।
শুনিয়া সখীর মুখে স্থির করে মন॥
বীরসিংহ দেশে গেল সুকবি সুন্দর।
দেখিল অনেক সেনা গড় ভয়ঙ্কর॥
বিমলা নামেতে তথা মালাকারনারী।
রহিল বহিনপুত্রে বলে তার বাড়ী॥
সুন্দরের অনুভবে মালঞ্চ ফুটিল।
বিদ্যা লাগিয়া মালা মোহন গাঁথিল॥
লিখিল কুসুমে কবি নিজ সমাচার।
বিমলা দিলেক মালা বিদ্যার গোচর॥

বাসনা ভবনে আনি বলে রূপবতী।
মালিনী বলেন মোর ভয় লাগে অতি॥
কহিল নৃপতিসুতা বিশেষ ভারতী।
কেমনে পাইল উষা অনিরুদ্ধ পতি॥
শুনিয়া মালিনীর বড় হৈল কৌতুহল।
সুন্দরের কাছে গিয়া কহিল সকল॥
বিদ্যার মন্দির আর বিমলার ঘর।
হইল সুড়ঙ্গ পথ অতি মনোহর॥
বীরসিংহ বালার ভবনে গিয়া সুখে।
করিলা গন্ধর্ব্ব বিভা পরম কৌতুকে॥
কতোদিন বই গর্ভ তাহার হইল।
দেখিয়া বিকল রাণী রাজাকে কহিল॥
দোসাধু আনিয়া কটু বলয়ে ভূপাল।
যতনে ধরিল চোর বাঘাই কোটাল॥
কাটিতে হুকুম দিল বীরসিংহ রায়।
সঙ্কটে করিল রক্ষা দেবী মহামায়॥
সংহতি অনেক সেনা লইয়া রমণী।
আপনার দেশে গেল কবি শিরোমণি॥
করিয়া বিচিত্র পুরী কালীর মুরতি।
যতনে পূজিল গুণসিন্ধুর সন্ততি॥
তোমার চরণে যার মতি না রহিল।
নিশ্চয় জানিবা তোর বিধি বাম হৈল॥
এক মনে শুনে যেবা কালীর ভকতি।
অভিলাষ তাহার পুরায় ভগবতী॥
অপুত্রক হইলে সন্ততি বর পায়।
দরিদ্রের ধন হয় কালীর কৃপায়॥
নারীলোক শুনিলে সদাই বাড়ে মান।
পতি যেনা দেখে তারে প্রাণের সমান॥
মৃতবৎস্যা কাকবন্ধ্যা আদি ঘোচে দোষ।
ভকত জনেরে বড় ভবানী সন্তোষ॥
কালিকামঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম বলে।
অন্তকালে দিও স্থান চরণকমলে॥

পরিশিষ্ট *

বিদ্যার বারমাসী

রহ প্রভু এক সমা না যাইও পুর।
বসন্ত সময় দুর্গ পথ বহুদুর॥
মধুমাসে মধুকর পরম কৌতুকী।
যুবক যুবতী হানে মদন ধানুকী॥
কোকিল কুহরে হরে মুনির মানস।
কোন দুঃখ নাহি হয়ে সদাই সরস॥
শুন শুন প্রাণনাথ না যাইহ দেশে।
বঞ্চিব বৈশাখ মাসে নানা রঙ্গরসে॥
কুসুমকানন মাঝে করিব রমণ।
মন্দ মন্দ মলয় বহয়ে সমীরণ॥
যূথী জাতি মল্লিকা গাঁথিব নানা হার।
পূজিব তোমারে সাধ এবড় আমার॥
যদি শুনহ প্রভু প্রমদার কথা।
মন স্থির করি রহ দিনকত এথা॥
জ্যৈষ্ঠে রবির কিরণ না যায় সহন।
প্রিয়া বিনু যুবতীর সংশয় জীবন॥
সরোবর হুতাশন তাহে রবিকর।
দ্বিগুণ পোড়ায় বিধি তাহে কলেবর॥
শীতল আমার কুচ চন্দন মাখিয়া।
জুড়াইব কলেবর আলিঙ্গন দিয়া॥
সরোবরমাঝে টাজি নিদাঘের হন।
অগুরু চন্দন অঙ্গে করিব লেপন॥
বিনয় করিয়া বলি শুন মোর বাণী।
আষাঢ়ে হইবে রাজা আমি হব রাণী॥
রাজারে কহিয়া রাজ্য দিয়াইব আধা।
পালন করিহ মহী ইথে নাহি বাধা॥
নবজলধরনাদে নাচয়ে ময়ূরী।
যেন তেন জল হয় নাহি ছাড় পুরি॥
সঘনে গরজে মেঘ গরজে গভীর।
একাকার ধরণী সকল দিকে নীর॥

---

* এই পরিশিষ্টের অন্তর্গত সকল বিষয়গুলি (ক) পুঁথির অন্তর্ভুক্ত।

দিবা নিশি ভেদ নাই সকল অন্ধকার।
মদন বরিষে শর সদা অনিবার ॥
শয়ন সদনে বেড়ি ফুলতরুগণ।
আমোদ বাড়ায় বড় তাহে বরিষণ ॥
পতি বিনে যুবতী তাহাতে নাহি জীয়ে।
নারী বিনে না জানি কেমনে রহে প্রিয়ে॥
কি আর কহিব প্রভু ভাদ্রের কথা।
সেবিয়া করিব দূর হৃদয়ের ব্যথা ॥
ডাহুকের ডাকেতে কেমন করে হিয়া।
রাখিব তোমারে স্থির আলিঙ্গন দিয়া ॥
রত্নসিংহাসনমাঝে থাকিব সুধীর।
পূজিব চন্দন ফুলে করিব সমীর ॥
শুন শুন প্রাণনাথ গুণের গরিমা।
আশ্বিনে করিবে পূজা দেবীর প্রতিমা॥
যাহার প্রসাদে জয় সঙ্কট সকলে।
অন্তকালে পাব ধাম চরণকমলে ॥
নির্ম্মল আকাশ অতি ভাগীরথী ক্ষীণ।
বিকচ শোনের ফুল বরিষা বিহীন ॥
সঘনে মেঘের নাদ নাহি পড়ে বিন্দু।
ধবল রজনী চারু প্রকাশিত ইন্দু ॥
কার্ত্তিক মাসেতে করিহ নানা সুখ।
দিবানিশি পুজিব তোমার পদযুগ ॥
হেম মাসে দেশে যদি যহি গুণনিধি।
কি আর বলিব তবে হবে মোর বধি ॥
প্রথম অগ্রায়ণ মাসে হরষিত লোক।
নৌতন ওদন আদি মিলে নানা ভোগ ॥
তাহাতে দুরন্ত হিম সরোজিনীঅরি।
পুনঃপুন টুটে দিন বাড়ে বিভাবরী ॥
চক্রবাকী চক্রবাক দিনে দিনে দুখে।
খতুর রজনী কাল যায় বড় সুখে ॥
পৌষে পরম সুখে করিহ রমণ।
বিচিত্র নেহালি তুলি সৌধের সদন ॥
তনু যুড়ি যুড়ি দুহু শয়ন মিশায়।
শরতের নীর যেন সাগরে মেলায় ॥
সেই মাসে যার পতি দূর পরবাসি।
সে ধনি কেমনে বাচে কহ গুণরাশি ॥
যৌবন গরব চিরকাল নাহি রহে।
বেহার সময় এই বুঝহ যে লয়ে ॥
মাঘমাসে হিমের টুটিয়া আইসে বল।
মুখর তপন শোভা গগনমণ্ডল ॥
আমি যুবতী তুমি বিদগদ[ধ]রাজ।
কহিতে বলিতে কিছু নাহি করি লাজ ॥
ফাল্গুনে গোবিন্দদোল আনন্দ অপার।
ফগুনে:: নাহি [ক] লজ্জা সহিব নিরন্তর
তারপর মন লয় যদি যাইতে দেশে।
গমন করিহ তবে সেই মাসের শেষে ॥
সে তোমার যেমন পুর এ ত তেমন।
তবে কেন উচাটন হৃদয় এমন ॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে মধুর ভারতী।
না শুনে বিদ্যার বোল রাজার সম্মতি ॥

রাজার নিকট সুন্দরের বিদায় প্রার্থনা

পাঁচালী।

বারণগমনি সতী গমনে বারণপতি
কারণ করণাকরে পাশে ॥
চঞ্চল হইল চিত্ত ফিরান* না যায়।
যুবতীর যতন কেবা তায় হয় ॥†
মুখ প্রক্ষালন করি কবিবর তেজা ।‡
অবিলম্বে গেল যথা বসিয়াছে রাজা ॥
কবিবর করে ধরি কাঞ্চপের পতি।
নিজপাশে§ বসাইল আনন্দিত£ অতি ॥
করপুটে¶ কহে কিছু সুকবি সুন্দর।
বহুদিন আছি এথা তেয়াগিয়া ঘর ॥
কলির করম যত সকলি আমায়।
ছাড়িলাম পিতামাতা আপন আলয় ॥
এতেক কহিয়া কবির চক্ষে পড়ে জল।
দেখিয়া নৃপতি বড় হইলা বিকল ॥
সুন্দরেরে বলে রাজা করি যোড়হাথ।
আমার বচন শুন কবি ধীরনাথ ॥
এই ছত্রদণ্ড তুমি ধরহ মস্তকে।
পালন করহ মহী আপন কৌতুকে ॥
করযোড়ে কবিবর করে পরিহার।
শুন শুন মহাশয় বিনয় আমার ॥

:: সং ফল্গু (অর্থ ফাগ)—প্রাঃ—ফগ্‌গু > ফাগ।
* পাঃ (খ) ধরণে।
† পাঃ (খ) যতনে সাধন কিবা তায়।
‡ পাঃ (খ) পাখালিয়া বদন মদন অনুরূপ।
§ পাঃ (খ) সিংহাসনে।
£ পাঃ (খ) আদরেতে।
¶ পাঃ (খ) সপুটে।

পিতামাতা আমার কাঁদয়ে অবিরত।
আমার বিহনে কাঁদে রাজ্যের লোক যত
নিশ্চয় যাইব দেশে শুন সদাশয়।
তিলেক বিলম্বের বরিষ সম হয়॥
নানা মতে যত্ন করে বীরসিংহ রায়।
অস্থির হইল মন তিলেক না রয়॥
পাত্র মিত্র সভাজন সুকবি পণ্ডিত।
সুন্দরে বুঝায় সবে নানা পরিমিত॥
না শুনে কাহার বাণী রাজার নন্দন।
ভূপালে প্রণাম করি উঠে ততক্ষণ॥
সুন্দরের হাতে ধরি বীরসিংহ রায়।
পুনরপি সিংহাসনে কবিরে বসায়॥
জামাতা যাইবে দেশে জানিল ভূপতি।
কবি কৃষ্ণরাম বলে মধুর ভারতী॥

—:•:—

বিদ্যাসুন্দরের বিদায় প্রার্থনা শুনিয়া রাজারাণীর খেদ

ত্রিপদী।

সুন্দর যাইব দেশে রাজার মানস বাসে
নানা দ্রব্য আনে ততক্ষণ।
প্রবাল মুকুতা চুণি আর নানা দ্রব্য আনি
রম্য রত্ন বসন ভূষণ॥
সারথি সহিত রথ আর নানা দ্রব্য জাত
অশ্ব গজ সেনা নানা জাতি।
বীরসিংহ নৃপরায় হরিষ অন্তর কায়
জামাতারে দেয় নানা নিধি॥
সুন্দর যাইব পুরী শুনিল সকল নারী
দুঃখিত হইল সর্ব্বজন।
পরমে পরম বেথা আইলা বিদ্যার মাতা
চক্ষে জল বিরস বদন॥
বিদ্যারে করিয়া কোলে ভাসিল নায়ন জলে
অস্থির হইল রাজরাণী।
বিদ্যা মোর কোলচাছা দূর দেশে যাবে বাছা
কেমনে রহিব একাকিনী॥
চাহিয়া বিদ্যার পানে কাঁদে যত সখীগণে
শোকেতে হইল উতরোল।
বিদ্যা বিদ্যা বলি রাণী হইল ব্যাকুলি
[বলে কিছু গদগদ বোল ॥]
কেমনে বাঁচিব আমি দূর দেশে যাবে তুমি
অভাগির শূন্য কোল করি।
আমি বড় অভাগিনী না দেখিব নন্দিনী
কেমনে থাকিব নিজপুরি॥
করাঘাত শিরে হানি কান্দে রাজনিতম্বিনী
ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি।
মায়েরে প্রবোধ করি চলিল বিদ্যাসুন্দরী
রথে গিয়া কৈল আরোহণ।
কবি কৃষ্ণরাম কয় একদৃষ্টে সবে চায়
সুন্দর বিদ্যা করিল গমন॥

—:•:—

বিদ্যাসুন্দরের স্বদেশে উপস্থিতি

পয়ার।

বহুদেশ এড়াইল রাত্রি দিনে চলি।
নিজ দেশ উত্তরিল বড় কুতূহলি॥
সুন্দর আইল (দেশ) শুনি গুণসিন্ধু রায়
মহা আনন্দিত হইল কহন না যায়॥
রাজরাণী শুনিল সকল বিবরণ।
পুত্রবধূ ঘরে আনে করিয়া বরণ॥
বিদ্যার বদন দেখি ধন্য ধন্য বলে।
এমন সুন্দর নাহি দেখি কোন কালে॥
সবে বলে ভাগ্যবান বড় নরপতি।
যেমন সুন্দর পুত্র তেমন বধূ রূপবতী॥
ভাবিয়া সারদাপদ সুন্দর সুধীর।
নিজ রাজ্য করেন হইয়া বড় ধীর॥
কালীর চরণ ভাবি কৃষ্ণরাম ভণে।
সাঙ্গ হইল গীত এই শুন সর্ব্বজন॥

ইতি কালিকামঙ্গল সমাপ্ত

বিদ্যাবিলাপ নাটক

কাশীনাথকৃত

—:•:—

শ্রী৩ নৃত্যনাথায় নমঃ

সানন্দং হিমকুন্দকৈরবসুধাকর্পূরপুঞ্জপ্রভ—
শ্চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতশেখরো গিরিসুতাদেহার্দ্ধভাক্ কামদঃ।
গীর্বাণৌঘ—সুপূজিতাংঘ্রিকমলো গঙ্গাধরঃ শূলভৃ-
জ্জেবঃ পন্নগহারকঙ্কণধরো নৃত্যেশ্বরঃ পাতু বঃ॥

নান্দিমাল ॥ জতি বাধা ॥

জয় জয় শংকর দেব নটেশ্বর
বহ শির সুরসরিধার।
চাঁদ লালট শোভিত অচ্ছ
নিরমল উরবর ফণিপতিহার॥
হে নটেশ্বর॥
গৌরীকলিত তনু অপনে দিগম্বর
তীনি নয়ন সুবিরাজে।
অস (ন) থুথুরফল বসন বঘম্বর
পূরথি সুরগণ (ন) কাজে॥
ভসম লেপতি অঙ্গ হর করুণাময়
শূলডমরুকর ঈশ।
শংখ-তুহিন-তুল দেহ বরণ শুভ্র
গল রহ কালিম বীস॥
রঘুকুলকুলমণি ভূপতীন্দ্র নৃপ
বরণিত এহন অনুপে।
চারি পদারথ দায়ক ঈশ্বর
মুনিগণভাবিতরূপে॥ যেপু ১॥

সূত্র প্রবেশ॥

তোড়ি ॥ জতি ॥

তীনি নয়ন হর অনুপম বেশ।
দরশনে দূর হোঅ জরত কলেশ॥
রজত—ধবল তনু উর ফণিহার।
বসন কয়লত বাঘলিচ্ছাল॥
চ্ছারে চ্ছপাবল অপরুক দেহ।
তেজি রজতাচল পিতৃবন গেহ॥
ভূপতীন্দ্র কহ অপরুব বাণী।
পূরহ মনোরথ সহিত ভবানী॥

পুষ্পাংজলি শ্লোক

গাচ্ছেংপি ॥ কল্যাণ ॥ অ, র, প ॥

নাচয় শংকর গৌরী অরবাংগা ২ ॥ ধ্রু ॥
বিভূতি-ভূষিত—তনু নর-শির-হার।
শিরহি বিরাজিত গাঙ সুধার ॥ যেপু ২

রাজবর্ণনা

শ্রীগৌরী ॥ চো ॥

রঘুকুল-কমল-প্রকাশন ভূপে।
অবতরু দিনমণিরূপে॥
নৃপ ভূপতীন্দ্র মন্ন মদন-সুসাজ।
মহিমণ্ডল-সুররাজ॥
দানধরমগুণ করণসমান।
এহন নৃপচিবর ন দেখল আন॥
দ্বিজ কাশীনাথ বখানে ॥ যেপু ৩ ॥

দেশ বর্ণনা

কোনেহু, মা ॥

বরাড়ি ॥ খত্র ॥

সুরপুরতহ ভল তুহিনগিরিক দপ,
অচ্ছ ভগতাপুরি মাঝে॥
ওতহি-নীতি-নাটক রস-ভাব ॥ ধ্রু ॥
বেদপুরাণধুনি করয় পণ্ডিতজন,
দেখয়িতে বড় অভিরামে॥
ভনয়ি কাশীনাথ, ততহি বসথি দেখি,
সুললিত কয় নিজ গানে ॥ যেপু ৪ ॥

সুত্রধারী নিস্সার ॥

চলোরে ২ কালামা ॥

পহড়িয়া ॥

চলুরে চলুরে প্রিয়া অপনে বিচারি হিয়া ॥ ধ্রু ॥
নির্দ্দেশ করল নৃপে ভূপতীন্দ্ররাজে
বিদ্যাকুমার ভয় নাচব সুসাজয়ে ॥ মেপু ৫ ॥

গুণসাগরাদি প্রবেশ ॥

কহুর ॥ একতালি ॥

সাগরতুলগুণ গুণক নিধান।
বিদিতভুবনতর কেও নাহি আন ॥
কলাবতি প্রিয়াসংগে করব প্রবেশ।
অনুপম অছ মোর, রত্নাপুরি দেশ ॥
নৃপ ভূপতীন্দ্রমল্ল করল বখান।
নীতিবিনয়গুণ এহে ভূপ জান ॥ মেপু ৬ ॥

গুণসাগরাদিনিস্সার ॥

অবলিক্লোমা ॥

মারু, ধনাশ্রী ॥ চো ॥

আনন্দে জায়ব চলু কলাবতি ॥ ধ্রু ॥
অপন নগরি রহি করব সমাজ।
মিলব সুজনগণ ওহে মোর কাজ ॥ মেপু ৭ ॥

শিবশর্ম্মোক্তি—যজ্ঞমে

রাজবিজয় ॥ খ ॥

যাগ করব হমে ঘৃত মধু আনি।
পরসনি হোএতি এখনে ভবানী ॥ মেপু ৮ ॥

চণ্ডিকা প্রত্যক্ষ ॥

হয়রংচটি, মা ॥

সারংগ ॥ চো ॥

পরকট ভয় হমে পুরাওব কামে।
পূজাবলি লেব মোর জায় ওহি থানে ॥ মেপু ৯ ॥

চণ্ডিকা অন্তর্দ্ধান কোটান।

মে ॥ পহড়িয়া ॥ চুর্জমান ॥

পরকট (পত) ভয় হমে পুরাওল কামে ॥
পূজাবলি লেল মোর জায় ওহি থামে ॥

হাহা ৩——
এহিখনে জায়ব অপন নিবাসে।
তত্তয় করব হরষে বিলাসে ॥ মেপু ১০ ॥

বীরসিংহরাজাদি প্রবেশ ॥

নাট ॥ অ ॥

প্রবল নরাধিপ উজ্জয়িনী ভূপে।
প্রবেশ করল হমে (সে) সে (ম) সরূপে ॥
মোর প্রিয়া শিলাবতি রতি-অনুসারী ॥
সাজনি সেহে মোরি হৃদয় অধারী ॥
বীরসিংহ সন নৃপ ন দেখল আনে।
নৃপভূপতীন্দ্র কহ রসিক সুজানে ॥ মেপু ১১ ॥

বীরসিংহরাজাদিনিস্সার ॥

আসাবরি প্র ॥

শশিমুখি চলু ধনি জায়ব হরষে ॥ ধ্রু ॥
উজায়নি সুনগর করব বিলাসে।
হোএত মনক উলাসে ॥ মেপু ১২ ॥

গুণসাগরোক্তি—শৃংগার

কমল্যাবে, মা ॥

সারংগী ॥ চো ॥

সুনু আবে সুবদনি বাণী,
মনে অবধারি ॥ ধ্রু ॥
কামব্যাকুল মানস মোরা।
বদন-সুধাকর দেখিঅ তোরা ॥
পহু সজে সুন্দরী অনুচিত মান।
নৃপতিশিরোমণি ভূপতীন্দ্র জান ॥ মেপু ১৩ ॥

কলাবত্যুক্তি—শৃংগার

নামসু, মা ॥

বাজরন্তী ॥ চো ॥

ভাব ন জানো মোর কমহ পরাণ ॥ ধ্রু ॥
কুলবধূ (ধু) হমে নহি চতুরারি।
তুঅ গুণমহিমা বরণি ন জারি ॥
ভূপতীন্দ্র মল্ল ঈ রস (শ) জান।
পহু সন সুন্দর নহি জগ আন ॥ মেপু ১৪ ॥

বীরসিংহাদিতীপংহুং ॥

ইতিপ্রথমোঽঙ্কঃ ॥

—:০:—

অথ দ্বিতীয় দিবসে

সুগন্ধিমালিনীপ্রবেশ।

নাট ॥

ছুরি একতালি ॥

সুগন্ধি মালি আতি কঁয়ল প্রবেশ।
লোক নাগর জন মোহিয় সুবেশ ॥
গঁথয়িছ তলে ভাতি কুসুম সবানি।
মহিতলে কেও নহি ভুপতীন্দ্রবাণি ॥ মেপু ১৫ ॥

সুগন্ধিমালিনীনিস্‌সার ॥

মালকৌশিকএ ॥

কুসুম তোড়ব হমে উপবন জায়।
অনুপম হার গাথব মন লায় ॥
সুনব কোকিল বাণি ॥ মেপু ১৬ ॥

যোগিডিডিনিস্‌সার ॥

মালব ॥ খচো ॥

চলহ নিজ গেহ, রাজাঞ্জ মেল অত,
তুহহি এহি খনে লেহ।
আহে, ভগয়িণি কুচ তুয় পরসয় দেহ ॥
সুনহ বিনতি মো রসিক রতনু জন,
দৈব মিলাবল আজ।৮
আহে, তোহে মোর পুরবল
মনোরথ কাজ ॥ মেপু ১৭ ॥

শিবশ (স) র্ম্মা সুন্দর পৈসার ॥

নিজ গৃহ, মা ॥

কাফি ধনাশ্রী ॥ খ ॥

মন মোর হরখিত, ভেল বড় আজ ॥ ঞ ॥
অভিমত জত অছ পুরাওব সেহে।
বিবিধি শিখি গুণ আয়ব গেহে ॥
লবড় আজ ॥ মেপু ১৮ ॥

শম্ভবিভাসেনেমে ॥

তোড়ি ॥ রঘু ॥

গুরুক পাদপদ্ম সেবি শস্ত্র অস্ত্র
শিখ (ব) হ আজ ॥
বাণ জোরি রক্ত ডাকি (তাকি ?) মারি বেধ
করহ কাজ ॥ মেপু ১৯ ॥

বিত্তাদিস্কজবিদা প্রবেশ ॥

নটলয়ং, মা ॥

ইমন্ কল্যাণ ॥

উজয়িনি নরপতি তহিক তনয়া,
বিদিত বিত্তা নাম হমারি।
সুবাদনি অছ মোর সাজনি জশোমতি,
হম সনি নহি জগ নারি হো হো ॥
রূপ গুণ আগরি, রতিতহ সুন্দরি
প্রবেশ করল নটধামে।
কেলিকলারস করব সখি মিলি
কহ বীর ভুপতীন্দ্র নামে হো হো ॥ মেপু ২০ ॥

বিত্তাদি নিস্‌সার ॥

তোড়ি ॥ চো ॥

রসে রসে রসে রূপমতি আয়ব আজ রে। ঞ ॥
খেলায়ব সখি মিলি নিজ গৃহ মায়।
এহিখনে সজনী নেহর গায় ॥ মেপু ২১ ॥

বিত্তাদি পৈসার ॥

ইমং কল্যাণ ॥ প্র ॥

নহ নহ আয়ব আজ, সাজনি ॥ ঞ
পূজব শংকর ওতয় আয়।
নিব মন লাগল সায় ॥ মেপু ২২ ॥

মালিনি, নিস্‌সার ॥

বসন্ত ॥ এ ॥

উপবন জায় সুনব পিকবাণী।
গাঁথব ফুল মোর ওতয় আনি ॥
করব আনন্দ বিলাসে ॥ ঞ ॥ মেপু ২৩ ॥

বিত্তান মহাদেব পূজা মায় ॥

শ্রীরাগ ॥ খ, এ ॥

হে হর শংকর পরসনি হোউ ২ ॥ ঞ ॥
আক ধুথুরফুলে পুজব দেব।
অভিমত পাবয় জে জন সেব ॥ মেপু ২৪ ॥

অবধূত পৈসার ॥

মারুধনাশ্রী ॥ প, রঘু ॥

আজ বড় রঙ্গ।
ভসম-অংগ খায়ল ভঙ্গ ॥ ঞ ॥
অবধূত রূপ লয় আয়ব তাহা।
ওতয় ভজন মোর অছ জাহা ॥ মেপু ২৫ ॥

ভগদত্তাদি পৈসার ॥

গৌরী ॥ চো ॥

আয়ব চলু আবে শশিমুখি সংগে
মিলব নাগর জন হোয়ত বড় রংগে ॥ মেপু ২৬ ॥

বিদ্যাদি পৈসার ॥

তোড়ী ॥ চো ॥

রস রস উমেনং ॥ মেপু ২৭ ॥

বিদ্যোক্তি-দণ্ডক

সপন সুন্দর মা ॥

বেহাংগরা ॥ খ ॥

শুন সখি ক হেন মিলত পতি মোহি ॥ ধ্রু
যে জন বিদ্যাএ জিত সে পহু মোয়া ।
এইস মনোরথ কইছিছিঅ তোয়া ॥
বিচারি কহিনি তোহে সাজনি আজ ।
জনক (৬ক) জননি লগ কহু গয় কাজ ॥ মেপু ২৮ ॥

সখি-উক্তি—দণ্ডক

রাগতালউ নং ॥

শুনহে শুনহ বিদ্যা সমুচিত বাণী ॥ ধ্রু ॥
ধৈরজ করহ তোহে রাজকুমারি ।
কহব সখি মিলি বুঝ অবধারি ॥
নৃপ ভূপ্রতীন্দ্র কহ হোয়ত উপায় ।
তোহর জননি লগ কহব জায় ॥ মেপু ২৯ ॥

মাধবাদি ভাট (ভ) পৈসার ॥

দশহরূপ, মা ॥

মালব ॥ চো ॥

এখনে দেখব গুরু ভূপসমাজ ।
চল হুহু মিলি ত্বরিতহি আজ ॥
দেখল নাগর জন অনেক সুদেশ ॥ ধ্রু ॥ মেপু ৩০ ॥
ভাত পনিসেন তেবাহ ভাষি রাজাকে ॥
ইতি দ্বিতীয়েঽহ্নঃ ॥

অথ তৃতীয় দিবসে

বনিয়াদ্বয়ং ৩ প্রবেশ ॥ ৭

বিবুধ, মা ॥

সারঙ্গ ॥ রূ ॥

প্রবেশ করল হমে ভাবদাস সংগে ।
লালদাস দুহু মিলি রহব সুরংগে ॥
* মোতি (টি) মাণিকমণি মোর ঘর থীর ।
আবয় সবে কেব দেখয় লাগি হীর ।
এহন বনিকজন নহি কেও আন ।
বিদিত-ভুবনতল ভূপতীন্দ্র ভান ॥ মেপু ৩১ ॥

বনিয়া নিস্‌সার ॥

রাজবিজয় ॥ প্রচো ॥

চলহ লালদাস সংগে আজ ॥ ধ্রু ॥
রহব সুখির ভয় আয়ব পসার ।
ওতভয় বেচব মোতি(টি)ক হার ॥ মেপু ৩২ ॥

বিদ্যাদিনিস্‌সার ॥

সারংগী ॥ চো ॥

সখি মিলি আয়ব রে অনুপক গেহা ।
কেলি করব তাহা হোয়ত সিনেহা ॥ মেপু ৩৩ ॥

মাধব ভাত পৈসার ॥

হোতাথারো, (৭ক) মা ॥

ধুরিয়া মল্লার ॥ প্রচো ॥

বিজয়বিনোদে চলু নৃপতিক গেহা ।
পচব বনায় মোর ললিত সুদোহা ॥ ধ্রু ॥
পাগ বাধি কহু ধর তরবারে ।
পহিরব আগিঘুঠি সোহারে
ভাণ্ডবাদোহা ॥ ॥ মেপু ৩৪ ॥

বীরসিংহোক্তি—শৃংগার

সুনোরে, মা ॥

সারংগী ॥ চো ॥

প্রিয় সুন কজনয়নি ।
আনন সুন্দর চাদ উগল জনি ।

---

* নেপালীয়া তবর্গস্থানে প্রায়ই টবর্গ করে ।

কঞ্জনয়নী ॥ ধ্রু ॥

কামদহন দহ মোর শরীর।
এ শিতল করহ মোহি সুবচন নীর ॥
পহুক বচন ধনি কর সমাধান।
এ বিশ্বলক্ষ্মিপতি ভূপতীন্দ্র ভান ॥ মেপু ৩৫ ॥

শীলোক্তি—শৃংগার

নগরীমনো, মা ॥

সারঙ্গী ॥ এ ॥

কি কহব তুঅ গুণ অগেয়ানি নারি।
সুন পহু (৮) মনে অবধারি ॥ ধ্রু ॥
অপুরুব সুন্দর মদন সমাকে,
দেখয়িতে হরষিত মোর পরাণ।
বিহিহি মিলাওল সমুচিত বাণী।
বীর ভূপতীন্দ্র কহ মধুর সুবাণী ॥ মেপু ৩৬ ॥

বিভাদি টৈপসার ॥

পিয়ারে ২ মা ॥

সারংগ ॥ চো ॥

চলুরে খেলি খেলি উঁপবন সজনী ॥ ধ্রু ॥
তত্য করব গয় কেলি বিলাস।
দুর আয়ত তাহা মনক উদাস ॥ মেপু ৩৭ ॥

বিদ্যোক্তি

জলক্রীড়া ॥ বনক্রীড়া ॥

পিয়া সুনু, মা ॥

বসন্ত ॥ চো ॥

সাজনি সরোবর খেলায়ব রংগে ॥ ধ্রু ॥
মত্ত মরাল, বিহার কলয় জল,
দেখয়িতে ভেল উলাস।
চারু চকই, চকবা দুহু তীরহি,
করয় কেলি বিলাস ॥
জাহি জুহি ফুল, সিতরুচি বিকসিত,
তোড়ব সব মিলি আজ।
বিশ্বলক্ষ্মিপ্রিয়, ভূপতীন্দ্র নৃপ,
গাবয় রণজিত্ত রাজ ॥ মেপু ৩৮ ॥

সুন্দরকুমার ব্রাহ্মণরূপং নিসুসার* ॥

অয় ঘরিতে, মা ॥

তোড়ি ॥ খ ॥

আয়ব সরসে অবিলম্বে আজ ॥ ধ্রুত ॥
কথনে মিলতি বিদ্যাকুমারী।
ভেটব আয় বিচারি ॥ মেপু ৩৯ ॥

ঘোরদন † রাক্ষসী, পৈসার ॥

পহাড়িয়া ॥ প ॥

ঘোর কানন মাঝে তোহ ব আয়।
পেট ভরব দুহু বনচর খায় ॥ মেপু ৪০ ॥

ঘোরদর্শন রাক্ষসীন অহল যায় ॥

মল্লারি ॥ রঘু ॥

ঘোরমুখি সিকার করব বন(১) মাঝে ॥ ধ্রু ॥
মৃদঘোস মৃগ খগ, শূকর মারি কহু,
খায়ব তোহ হম সংগে।
ঘোর বিপিন রহি, উদর পুরীতে কয়,
খেলায়ব দুহু মিলি রংগে ॥ মেপু ৪১ ॥

রাক্ষসীন চণ্ডালিপাবড়মেনং ছুং ॥ মেপু ৪২ ॥

বিদ্যারূপোক্তি—মোহয়ায়মে

মোটিদীজে, মা।

সারংগী ॥ চো ॥

আজ দেখি হমারি মন লাগল ও,
অমিয় বরিস জনি চন্দারে।
আনন আনন্দকন্দারে ॥ ধ্রু ॥
জনম সফল কর নেহল গায়।
হেরহ জাগি স্বরায় ॥ মেপু ৪৩ ॥

রাক্ষসোক্তি—যুদ্ধ

পহড়িয়া ॥ খপ্র ॥

কুবুধি মানুষ(খ)‡ তোহে ছাড়হ গুমান।
এহিখনে আয়ক তোহর পরাণ ॥ মেপু ৪৪ ॥

---

* । 'নিসুসার' ভুল, 'পৈসার' হইবে।
† । ঘোরদন স্থলে ঘোরদর্শন হইবে।
‡ । নেপালীরা 'ষ' স্থানে প্রায়ই 'খ' লিখে।

সুন্দরকু (৯ক) মায়োক্তি—যুদ্ধ ॥

রাগতাল উং ॥

যুরুখ নিসাচর অছু অধিকাহ।
হোয়ত নিধন তোর পলায় জাহ ॥
রক্ষসরাক্ষসী বধঃ ॥ মেপু ৪৫ ॥

ভৈরবাদি বীভৎস ॥

কাফি ॥ রঘু ॥

রাক্ষস রুধির পিবি কর বিলাস।
ভূত বেতাল মিলি করহ উলাস ॥ মেপু ৪৬ ॥

সুন্দরকুমার পৈসার* ॥

সারঙ্গ ॥ চো ॥

দেখব জায় সরোবরতীর২ ॥ ধ্রু ॥
কমল কুমুদ অচ্ছ সুন্দর ফুল।
গুঞ্জর মধুকরকুল ॥
তে ভেল মনোহর নিরমল নীরে (লে) ।†
শিতল করব সরীর ॥ মেপু ৪৭ ॥

ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

—:•:—

অথ চতুর্থ দিবসে

মায়ধজাদি যোবিপ্রবেশ ॥

গৌরী ॥ প্র ॥

বিদিত রজক হ (১০) মে বীরধংগানামে।
জানিয়া ভলে ভাতি অপরুক কামে ॥
মনোহরসুত সহিত পরবেশ।
তন ভুপতীন্দ্র মন্ন নরেশ ॥ মেপু ৪৮ ॥

বীরধংগাদি নিস্লার ॥

কল্লোলিনি, মা ॥

রাজবিজয় ॥ চো ॥

ঘাট (ত) জায়ব আবে চলহ যোবিনী।
বসন পখারব নিকে সুবদনি ॥ মেপু ৪৯ ॥

সুগংধ্যুক্তি—দণ্ডক

আচ্ছিলো, মা ॥

বিভাস ॥ প্র ॥

সুনহ সুজনবর অপুরুব সুন্দর
সুমধুর বচন মোরা।
কিজনি বিতীয় কাম অগনিত গুণধাম
বরণি ন জায় রূপ তোরা ॥
দ্বিজভেষ অয়লাহ আজ ॥ মেপু ৫০ ॥

সুন্দরোক্তি—দণ্ডক

রাগতাল উং ॥ (১০ক)

সুনহ মালিনি ধনি মনদয় সুনয়নি
পরিচয় করাওব আজ।
হমে নহি মনোভব জিনল কোদিব সব
তন বীর ভুপতীন্দ্ররাজ ॥
মোর থিক রাজকুমার। ধ্রু ॥ মেপু ৫১ ॥

হিরাবণি বনিয়াবি পৈসার ॥

হিমগিরী, মা ॥

কাফিধনাশ্রী ॥ চো ॥

উজয়নি পুরি গয় রাখব পসার
বেচব ওতয় হমে বহুবিধ মাল ॥ মেপু ৫২ ॥

মালিনি পৈসার ॥

চলু মাধব, মা ॥

ভৈরব ॥ চো ॥

হয়বে (খে) হমে হাট জায়ব ঘরায়।
কিনব মাল মতায় ॥ ধ্রু ॥
কেহ কেন মরিতে জায়িচ্ছি সরসে আবে।
কেলি কুতুহল ভাবে ॥ মেপু ৫৩ ॥ (১১)

হিরাবণি মালিয়া শাক্তি নিস্লার ॥

গৌরী ॥ খ ॥

জগতজননি পদ ভজু মন লায়।
কলিযুগ মুকুতিক এহি উপায় ॥ ৫৪ ॥

---

* । নিস্লার হইবে।
† । নেপালীয়া 'র' স্থানে প্রায়ই 'ল' করে।

সুন্দরকুমারোক্তি—স্বপ্নে

খোপাপরটেক, মা ॥

ধনাশ্রী ॥ একতালি ॥

সুন্দরবদনি জনি নিকলংক চন্দ।
অভিনবরূপ দেখি ভেল সানন্দ॥
তহি বিনু ন রহত হমর পরাণ।
মিলাবহ মালিনী ভূপতীন্দ্র ভান ॥ মেপু ৫৫ ॥

মালিনী পৈসার ॥

এ ॥ জনমহরি মা ॥

বিভাস ॥

সুন্দর কুমার বোলে এখনে ঘরায় ॥ ধ্রু ॥
বিধি রচিত কলং লয় কহু আজ।
হরষে (খে) আরব হমে বিভাক সমা (১১ক) জ ॥
মেপু ৫৬ ॥

বিদ্যোক্তি—দণ্ডক

হোসোবত, মা ॥

বেহাংগরা ॥ খ ॥

মালিনি সুনু তোহে বঁচন মোর।
কে জনি গাথ (ঠ)ল ফুলজঁমে'র (ল) ॥ ধ্রু ॥
বাণিআবেস রূপ কহিয় মোহি।
সে জন কতয় অছ আনি দেহ জোহি ॥
দেখরক মন ভেল তকরা ৮।
ভেট (ত) করাবহ ঘরিতে হমরা ॥ মেপু ৫৭ ॥

মালিন্যুক্তি—দণ্ডক

রাগতালউ নং ॥

স্বামিনি অবে সুনু বোল হমার।
জারত সংদেহ আজ তোহার ॥ ধ্রু ॥
মহিনিক তনয় আয়ল মোরা।
তহি রসিকে ফুল গাথি দেল তোর ॥
সুপুরুষ সুন্দর কামসমান।
তনয় তু (১২) পতীন্দ্র ভূপ গুণমান ॥ মেপু ৫৮ ॥

মালিনি দুঃখভাব নিসৃসার ॥

রজনি উড়িত মা ॥

পহড়িয়া ॥ লাংএ ॥

কোপ কয়ল মোহি রাজকুমারি ॥
অছ নহি কিছু অপরাধ হমারি ॥ এ ॥
এহন লাজ পাওল আজ।
সুন্দর নিকট, কহব আর ॥ ধ্রু ॥ মেপু ৫৯ ॥

মালিনি উমেনং পৈসার ॥

পচড়িয়া ॥ লা ১০এ ॥

কোপ কয়[ল] মোহি ॥ মেপু ৬০ ॥

সুন্দরকুমারোক্তি—দণ্ডক

পোখুরিজোমা ॥

মারুধনাশ্রী ॥ খ ॥

এহন বচন অঞো কলহহি রাণি।
হরষি [খি]ত হোয় তিহি পরিচয় জানি ॥
মালিনি আজ কাজ কর আর ॥ ধ্রু ॥
পা [১২ক]ন পোথি লয় কহু অবিলম্বে জাহ।
৯ পরগতে কহি তোহে বহমান পাহ ॥ মেপু ৬১ ॥

মালিন্যুক্তি (মালিনিক্ত্যু)—দণ্ডক

রাগতাল উং ॥

এহাক বচন গয়, ভেল অপমান।
কোনেপরি গুন হমে পাওব মান ॥
রাজকুমার শুনু মোরি বাণি ॥ ধ্রু ॥
তৈয়ো হমে আরব লয় পোথি পান।
মান হোয় তোর ভূপতীন্দ্র ভান ॥ মেপু ৬২ ॥

বীরবংগাধোবি পৈসার ॥

সারঙ্গী ॥ প্রচো ॥

বেকি চলু দয়বারি আবে ॥ ধ্রু ॥
বড় লাজ তোর আজ পাছু পাছু রহি।
কী কারণ হে পরাণ মোর রহি সহি ॥ মেপু ৬৩ ॥

ইতি চতুর্থোংকঃ ॥

—:০:—

৭। কলের কোন প্রসঙ্গই নাই। "ফুল" পাঠ হইবে।

৮। "তকরা"—অর্থবোধ হয় না। বোধ কাতরা পাঠ হইবে।

৯। বোধ হয় পরগটে পাঠ হইবে, কেন না, 'প্রকটে'র অপভ্রংশে 'পরগটে'ই হওয়া উচিত। পূর্বেই বলিয়াছি, নেপালীরা "ট" স্থানে "ত" করে।

অথ পঞ্চম দিবসে

ঠুঠিরাঝুঠি (১৩)র চাণ্ডাল প্রবেশ॥

বিশ্রবা, মা॥

কৌশিক॥ থপ্র॥

ঠুঠি (ঘি)রা চাণ্ডাল হয়ে সুললিত বেশ।
ঝুঠিরা অনুজ সংগে করল প্রবেশ॥
সহজ করম মোর নিরদয় কাজ।
অনুখনে রহিয় নিঠু(থু)র সমাজ॥ মেপু ৬৪॥

ঠুঠিরাদি নিস্‌সার॥

দেখলকুমার, মা॥

নাট॥ প॥

ঝুঠিরা চলহ ঘর হরবে (খে)তোরায়।
চালনি সুপতি সুপ বনাবব জায়॥ মেপু ৬৫॥

বিদ্যোক্তি—দণ্ডক

নবঘন, মা॥ শ্রী॥

রূপকথাধা॥

জৈ [অ]চ্ছথি তোর ঘর পুরুষরতন,
আনি মিলাবহ আজ।
দেখব দিঠি [থি] ভারি, করহ জতন তোহে, (১৩ক)
আবথি জে যুবরাজ॥

মালিনি টেক॥
ওহে নাগর হমে অঞো নাহি দেখব,
আয়ত জিবন মোর জান।
হমরি বিনতি কহি, আনি দয়া বোধি (বধু ?)ওহে
রাখি লেহ মোর পরাণ॥
লালমতি দেবি সুত লোহে এহে আয়ে,
দীনকর কুলমণি বীর ভুপতীন্দ্র নৃপ এহো জান॥
মেপু ৬৬॥

মালিন্যুক্তি—দণ্ডক

বারহ বরিস, মা॥

মালব॥ আং॥

কৌন জগুতি কল, আনব সে জন মোর,
দেখব সখি সবে তোর।
হে ঠ (থ) কুরাণি, ভয় বড় হোয়ি অছি মোর॥ ঐ॥
উপায় করব হমে কুমার নিকট গয়,
কহ (১৪) ব এহাক সুবোল।
নৃপ ভুপতীন্দ্র কহ, মন থির কয় রহ,
থিল এক অচ্ছথি ন থোর॥ মেপু ৬৭॥

সুন্দরকুমার নৈসার॥

হাম্বোর, মা।

কেদা (ভা) রা মালব॥ প্র॥

কৌনে কৌনে গতে প্রাণ বিভা আবে মিলতি
সজানি ন জায়।
আবে মালিনিক ঘর হমে পুচ্ছব
অপরূক কাজ জায় ত্বরায়॥ মেপু ৬৮॥

সুন্দরাক্তি—

কালিকা—আরাধনা॥

মরতুজ, মা॥

কামোদ॥ খ॥

জগতজননি দেবি হে, সুদিঠি নিহার হমোহি।
তোহ এক দেখল ত্রিভুবন জোহি॥
হে শিবশংকরি কালি॥ ঞ॥ মেপু ৬৯॥

কালি (১৪ক) ভুতাদিপ্রত্যক্ষ॥

কণ্ডিং॥ মেপু ৭০॥

সুন্দরকুমারোক্তি—বিদ্যা থানে

হেমলতা, মা॥

মলকৌশিক॥ চো॥

জাগহ জাগহ প্রাণপিয়া, তুহ
সঞো লাগ লহ মর হিয়া॥
হে রাজকুমারি॥ মেপু ৭১॥

সুন্দরকুমারোক্তি—শৃংগার রস

বিভা তোরে রূপগুণ জোরি নহি জগ আন।
হম সঞো হসি হসি বোলিকেঁসো
দেহ মধুপান॥

মেহাগরা॥ চো॥

এখনে সুন্দরি সুন বচন হমরা এখনে,
মান তেজিঅ হরবে (খে) হসি হের আজ॥ ঞ॥

বিশম কুসুম—শর হনয় হৃদয় মোরা
মুখ (১৫) ছবি দেখি পরাণ।
মানে জনু রহ ধনি নহি জগ তোহ সনি
নৃপ ভূপতীন্দ্র ভান॥ মেপু ৭২॥

—

বিপ্রোক্তি—দুহা

মেরে শুভ-ঘরিআ হৈ মিল গয় তুম গুণমন্ত।
জয়সে পপিহা হরষ (খ) কিয়ো সো,
পানী পায় তুরন্ত॥

—

বিপ্রোক্তি—শৃংগার

বিভাস॥ এ॥

রস ন জানো মোয় প্রাণপিয়া মোরি,
নিবুধি হিয়া নাথ পিয়া॥ ধ্রু॥
হমে অবলা পহু বয়সহি থোর
দুবল তনু সুকুমার।
ন দেহ কলেশ,
কুসুম ন সহ খগভার॥
নারি কঅ বিনয়, মন জনু রাখিঅ,
নাগর (১৫ক) ভয়স গেয়ান।
লালমতিদেবিসুত ভূপতীন্দ্র নৃপ ভান॥
মেপু ৭৩॥

ছায়াবতী মালাবতী অন্দোল পৈসার॥

অসগুণ, মা॥

কেদারা॥ এ॥

রাণিক নিকট গয় নিবেদন আজ।
বিপ্রাঞ ও অনুচিত কয়লহি কাজ॥ মেপু ৭৪॥

শীলাবতিসখী পৈসার॥

কোরাব॥ লাং॥

রসবতি চলু আবে বিদ্যাক নিকেত।
বুঝব ত্বরিতে গয় তহিক সকেত॥ মেপু ৭৫॥

—

শীলারাণ্যুক্তি—দণ্ডক

কাকাকে, মা॥

ললিতভৈরবী॥ জতি॥

কি কয়ল তোহে ধিয়া নিয়কল নাশে।
চহুদিশ তাতক ভেল উপহাসে॥
বদন কয়হি লুক (১৬) অচ্ছ নহি রীতি॥
কেমন পুরুষ সঙ্গে কয়লহ পিরীতি।
সুবুধিক অনুচিত এহন অনীতি॥ মেপু ৭৬॥

—

বিপ্রোক্তি—দণ্ডক

কিলৈা, ২ মা॥

মালব॥ প্র॥

অনুচিত বোল তোহে কহলি আয।
মোর লগ কে আবত পুরুষ মায়॥
ন লাবহ এ হন কলংক॥ ধ্রু॥
খরক বচন শুনি অয়লিহে আজ।
ভন দুহু ভপতীন্দ্র রণজিতরাজ॥ মেপু ৭৭॥

শীলাসখী অন্দোর পৈসার॥

বিভাস॥ খ॥

বিপ্রাঞ্চ ঝয়লক কয় দুর নয়।
সে হমে নিবেদব নৃপলগ গয়॥ মেপু ৭৮॥

সুচি (১৬ক) রামুচিয়াদি পৈসার॥

ভূপালী॥ প্রচো॥

উজয়িনী নৃপতিক ভেল নিদেশ।
জায়ত ততয় চলু বুঝব উ[পদে]শ॥
সব মিলি আজ॥ মেপু ৭৯॥

নাগচণ্ডাদিদবলং দুং॥

ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ

—:০:—

অথ ষষ্ঠ দিবসে

গায়নীপ্রবেশ॥

ধাকন॥ মেপু ৮০॥

গুড়গুড়িয়ানায় পৈসার॥

ঝাঝুসিংহা, মা॥

রাজবিজয়॥ চো॥

কি দহু বজাবল নৃপবরে তায়
দরবরি (লি) চলহ বুঝব জায়॥ মেপু ৮১॥

নাগরচণ্ডাদি পৈসার ॥

ক্রত্তগ (১৭) মনং, মা ॥

ধনাশ্রী ॥ এ ॥

ঘাট (ত) বাট (ত) হাট ঘর জোহি অয়ল'হু ।
ন ভেটল চোরে (লে) আবে সবে থকলাহু ॥ মেপু ৮২ ॥

নাগরচণ্ডাদিনিস্‌সার ॥

কর্ণ হমে, মা ॥

গোপিবল্লভ ॥ চো ॥

সিংদুর বসন কেও ধোবাবয় আব ।
ধোবিকে কহব গয় মোর লগ লাব ॥১০ মেপু ৮৩ ॥

সুন্দরকুমারোক্তি—শৃঙ্গার

পখিয়া, মা ॥

কোয়াব ॥ রূপকব'ধ ॥

বদনকমল তোর মন মধু[ক]র মোর ।
লোভিত বড় হয় ।
লাজ তেজি ভজল আয় ॥
শুন বিদ্যা সর ॥
বিহি, সিরিজল জনি ১১ ।
অনুপম কয় তোহি ।
বিহুসি হেরত ধনি ।
দিঅ রসে নেহ লগায় ॥
সুন বিদ্যা ॥
আক মদয় (১৭ক) কহু ।
পহুকে সানন্দ কর ॥
বিশ্বলক্ষিমি প্রিয় ।
ভন ভূপতীন্দ্র রায় ॥
সুনবিদ্যা ॥ মেপু ৮৪ ॥

বিদ্যোক্তি—শৃংগার

মনোহর বিধুবন, মা ॥

মালব ॥ চো ॥

পহু গুণজলনিধি, হমে অগেয়ানি নারি,
বিনয় ন জানো তুঅ থামে ।
(আহে প্রাননাথ, সর)
রসিক সুন্দর তোর ন দেখল জগতুল
মন মোর (ল) দোসয় কামে ॥

সুজন সুহিত জন নৃপ ভূপতীন্দ্র ভন
পওলহ পিয় গুণধামে ॥ মেপু ৮৫ ॥

মালিনি নিস্‌সার ॥

কেটকী, ম' ॥

সারংগী ॥ এ, খ ॥

সুগন্ধি মালিনি, ধোবিকে সদন ত্বরিত জায়ব রে ।
সিন্দুর লা (রা) গল, কুমার বসন,
ধোওহ কহব রে ॥
গমন গজসম, মন্দ ক(১৮)য় হমে,
এহি খনে রে ॥ ধ্রু ॥ মেপু ৮৬ ॥

বীরধংগাদি পৈসার ॥

রাজবিজয় ॥ চো ॥

ঘাত জায় বড় মেনং ॥ মেপু ॥ ৮৭ ॥

নাগরচণ্ডাদিনিস্‌সার ॥

ভামিনি, মা ॥

শ্রীগৌরী ॥ প্র চো ॥

ধোবিকে কহব হমে বৃত্তান্ত এখনে ।
সবহু জায়ব চলু অপন ভবনে ॥ মেপু ৮৮ ॥

নাগর চণ্ডা দি উমেনং পৈসার ॥ মেপু ৮৯ ॥

বীরধঙ্গাদি নিস্‌সার ॥

কটক, মা ॥

ধনাশ্রী ॥ চো ॥

জন মন হোয়ত হরিক ভজনে ।
সে বুঝি তিমু মিলি করব জতনে ॥ মেপু ৯০ ॥

নাগর চণ্ডাদিনিস্‌সার ॥

ত্বরিত ললিত, মা ॥

পহড়িয়া ॥ প্র ॥

হরষে জায়ব নৃপ গেহে ।
জহি চোর চ্ছপা(১৮ক)য় রাখল লয় সেহে ॥
মেপু ৯১ ॥

সুন্দরকুমারোক্তি—দণ্ডক

নরপতি, মা ॥

বরাড়ি জতি বা খা ॥

হরি হরি ষটমাস, পথে হমে, অয়লাহু তুঅলগ ।
কয়লহু দুহু মিলি রঙ্গে ।
বিহি করব জনি, অবে রস ভঙ্গে ॥

১০। ৮৩ নং ২ বার আছে ।

১১ 'জমি'র পর একটি ক আছে—নিরর্থক ।

(হরি হরি সয়)
ভুজল, জগত সুখ একমন ভেল দুখ
পুনু রহি তোর দরশনে।
নৃপচরে ঘেরল আজ সদনে ॥
কৌন জতন মোর, রহত পরাণে।
উধার হোএত ঘর ভূপতীন্দ্র ভানে ॥ মেপু ৯২ ॥

বিদ্যোক্তি—দণ্ডক

বস্ত্রমণ্ডির, মা ॥
বরাড়ি ॥ রূপক বাধা ॥
দেখিঅ এহাক বিলাপে।
ভেল মোরে(লে) অসহন দারুণ তাপে।
ধৈরজ করহ পহু ন করু সঁতাপে ॥
(গোচর সু (১৯)মু হে সর)
বিহি লিপি মেতি ন জায়।
রাখএক জিব তুঅ করব উপায়।
নারিক ভূষণ সবে ঘহে পহিরায় ॥
নৃপ ভূপতীন্দ্র এহো ভান।
জতনে বাচত জাসু তোহর পরাণ ॥ মেপু ৯৩ ॥

বিদ্যোক্তি—বিনতিচম্

মরহঠী ॥ একতালি ॥
সুনহ সুচিয়া তোহে, বিনতি হমারি।
লয় অমু জাহ অবিচারি।
রূপ গুণ গৌরব রাজকুমারি।
মোর এহি জিবন অধারি ॥
(হে শিব হে শিব সর)
জত অছ ভূষণ লেহ গুণমান।
মানহ বচন সুজান ॥
লেবয় উচিত নহি হিনক পরাণ।
নৃপ ভূপতীন্দ্র ভান ॥ মেপু ৯৪ ॥

সুন্দর, বিদ্যা, বিলাপ মে ॥
ভথ্যারি ॥ একতাল ॥
গুপুত সি (১৯ক) নেহ আবে, ভেল পরকাশ।
জিবয় কে পরকার নহি মোর আস ॥
(হরি হরি ॥)
তোহে বিনু রহত ন হমর পরাণ।
ধৈরজ করহ তুহু ভূপতীন্দ্র ভান ॥
(হরি হরি ॥) মেপু ৯৫ ॥

বজারিন্ মালিনি চেয়াব পৈসার ॥
পহড়িয়া ॥ চো ॥
হরষে জায়ব নৃপ গেহে।
জহি চোর ছপায় রাখল লয় সেহে ॥ মেপু ৯৬ ॥
বজারিমারিং পরিং পিং ॥
ইতি ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥
—:০:—

অথ সপ্তম দিবসে

কৃষ্ণবিপ্রব্রাহ্ম[ণ] বাসু প্রবেশঃ ॥
গুণকরি ॥ রঘু ॥
দেল পরবেশ হমে দ্বিজ কৃষ্ণ নাম।
নিশি দিন জপ তপ জোগ মোর কাম ॥
আগম পুরাণ বেদ নীতি সুজান।
নৃপ ভূপতীন্দ্র মন্ত্র কয়ল বখা (২০)ন ॥ মেপু ৯৭ ॥

কৃষ্ণবিপ্রব্রাহ্মণবাসুনিসৃসার ॥
প্রিয়তম, মা ॥
কাফিধনাশ্রী ॥ চো ॥
ত্বরিত জায়ব চন্দ্র[ণ] পহুক ধাম।
ততয় তজন নিকে মদয় রাম ॥ মেপু ৯৮ ॥

নাগরচণ্ডাদি পৈসার ॥
বতসুমু, মা ॥
মালব ॥ প্র ॥
বহুল জনে চোর, ধয়ল সব মিলি আজ।
হরষে জায়ব লয় ক্রতভর নৃপতিসমাজ ॥
মেপু ৯৯ ॥

সুন্দরকুমারোক্তি

শ্লোকঃ ॥
লক্ষ্মীশ পন্নগকুলান্তকপৃষ্ঠচারিন্
দেবারিমর্দ্দন জনার্দ্দন বিশ্ববন্ধো।
মামদ্য পাহি শরণাগতদীনবন্ধো
দুঃখাম্বুধৌ নিপতিতং কৃপয়া সুরেশ ॥

সুন্দরকুমারোক্তি

বিলাপ ॥
লুহু লচ্ছিমা ॥
ভথ্যারি ॥ খ ॥
কহেন করম মোর, হে যদুনা (২০ক) থ।
অবে মোর পড়লহু তাবক হাথ ॥

নিরবিশ মোয় জগদীশ ॥ ধ্রু ॥
এহি অবসব প্রভু রাখু পরাণ।
জমু আকুল হোহ ভূপতীন্দ্র ভান ॥ মেপু ১০০ ॥

সুচিয়াযুচিয়ানিস্সার ॥
নিয়ধনি, মা ॥
বেলাবর ॥
বজার আনব চলু চোর কুমার।
জায়ত তে দুরপাক ভার ॥
দহ গয় আজ ॥ মেপু ১০১ ॥

খুখিয়াযুখিয়াশান্তিনিস্সার ॥
গৌড়ামালব ॥ প ॥
রাম ভজন তুহু করব জায়।
ভবনদি তরয় এহে উপায় ॥ মেপু ১০২ ॥

মাধবাদি ভাট (ভ) পৈসার ॥
চাপঘনোরামা ॥
সারঙ্গী ॥ রযু ॥
ভূপসমাজ জায় বিরাজিব পহরি সুসাজে ॥ধ্রু ॥
উজয়িনি পুরি অবে বিজয় বিনোদে,
চলু সংগে।
বমার পঢ়ব (২১) দোহা সব মিলি
মৃপলগ রংগে ॥ মেপু ১০৩ ॥

সুচিয়া যুচিয়া সুন্দরকুমার পৈসার ॥
বেলাবর ॥ চো ॥
বজাব আনব চলু ॥ মেপু ১০৪ ।

বিদ্যাদি আনন্দনিস্সার ॥
নট বেলাবর ॥ চো ॥
এহন রকম মোর নহি কোন দীন ॥ ধ্রু ।
হোয়ব পুন গয় পহুক অধীন।
দরশব তহি পবরীন। মেপু ১০৫ ॥

কৃষ্ণবিপ্রাদি পৈসার ॥
কৈসেনে হোলা, মা ॥
কাফি ॥ রযু ॥
অনুখন জপ তপ যোগ মোর কাজ।
হেলুবাখিরুবা চলু নৃপতি-সমাজ। মেপু ১০৬ ॥

বিবাহযজ্ঞমে ॥
বিসভ, মা ॥
নাট ॥ খচো ॥
হোম করব হমে তিল ঘৃত লয়।
তোষব সুরগণ আহুতি দয় ॥ মেপু ১০৭ ॥

কোবর, মে ॥
ধনাশ্রী। খ ॥
অহে (২১ক) নে গৌরী মহেশ, মাগি হে,
তুহু ভেলাহ অধর১২ দেহ।
বিদ্যা দেবী (য়ী) সুন্দর দেবা
তুহু বাঢ়ও নেহ ॥ মেপু ১০৮ ॥
গায়নী শান্তিধাকং ॥ মেপু ১০৯ ॥

বীরসিংহরাজাদি শান্তিনিস্সার ॥
অবেনহি, মা ॥
গৌরী ॥ খ ॥
হে মন ভজু শিবরাম।
পূ ত জত অচ্ছ কাম ॥ ধ্রু ॥
সুত মিত ধন জন সকল অসার।
ভজন ভজন করু সার ॥ মেপু ১১০ ॥

দেবভাব ॥ ভৈরবী ॥ এ ॥
জয় নগনন্দিনি ত্রিভুবননাথ ॥ ধ্রু ॥
সুরজ উগল জনি তুঅ তনু কাতি।
বিধি হরি সেবয় চরণ তলে ভাতি ॥
শঙ্খ চক্র শর, ধনুষ বিরাজে।
উরহি কলিত অচ্ছ হার সুসাজে ॥
নৃপ ভূপতীন্দ্র ভনু এহ নিভ বানি।
চারি পদারথ দেহে আনি ॥ (২২) মেপু ১১১ ॥

আশীর্ব্বাদ—শ্লোক

আকাশে পুষ্পবন্তৌ তুহিনগিরিবরো মন্দরা (রা) দ্রিঃ সুমেরুঃ
পূর্ণাদ্রিশ্চিত্রকূটঃ সুরপতিনগরী কল্পবৃক্ষশ্চ যা (জা) বৎ।
স্ফূর্জ্জৎপ্রৌঢ়প্রতাপো রণজিতমল্লধী(?) সুনুনা সার্দ্ধমেব
তাবচ্ছ্রীভূপতীন্দ্রোঽবতু সকলবধরাং শক্রসংহারদক্ষঃ ॥
হে লোকা নেপালমহীমণ্ডলাখণ্ডল
শ্রীশ্রীজয়ভূপতীন্দ্রমল্লদেব
তথা শ্রীশ্রীরণজিন্মল্লদেবস্য সপ্তাঙ্গরাজ্যবৃদ্ধিরস্তু,
সমরবিজয়োঽস্তু ॥
আরতি ॥ পঞ্চম ॥ চো ॥
ই জগ জলধি ॥ মেপু ১১২ ॥

ইতি বিদ্যাবিলাপনাটকসপ্তমাঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

সংবৎ ৮৪০ ভাদ্র শুদি ১৩ থো নাটক সম্পূর্ণ যাহা জুলো ॥ শুভ ॥ (২২ক)

১২। অধর পাঠ হইলে অর্থ বোধ হয়।

ভারতচন্দ্র বিরচিত

বিদ্যাসুন্দর

বিদ্যাসুন্দর

—•:•:•—

ভারতচন্দ্র বিরচিত

—•:•:•—

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন

যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি (ক) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠঃ—

গণেশাদি দেবতার বন্দনা

বন্দো লম্বোদর যুড়ি দুই কর
প্রণমহ গজানন।
বেদান্ত বাখানে মহিমা না জানে
পূজে সুরাসুরগণ॥
অঙ্গ অনুপাম কণ্ঠে মণিদাম
জোগপাটা হৃদি মাঝে।
• • •
প্রভাতের রবি স্থূল তনু ছবি(?)
অঙ্গ সব ভয় করে।
তেজি অন্য জ্ঞান সদা হরি ধ্যান
কটিতটে বাঘাম্বরে॥
চারি বেদ-গানে তোমারে বাখানে
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কয়।
স্মরিয়া তোমারে যে যায় সমরে
তার নাহি পরাজয়॥
শৈলসুতাসুত ভুবনে পূজিত
ভদ্র (বিঘ্ন ?) বিনাশিত।
পশ্চাতে তোমার অন্য দেবতার
বন্দনা বেদে বিহিত॥
বন্দো নারায়ণ গরুড়বাহন
সিন্ধুসুতা বাণী বামে।
অনন্ত মহিমা বেদে নাহি সীমা
বন্দো বৌদ্ধ ভৃগুরামে॥
কল্কি ও বামন শ্রীযদুনন্দন
বরাহ কমট অহি।
সযুতা (?) বদন অমরবাহন
পৃষ্ঠে বিরাজিত মহী॥
বন্দো রঘুনাথ সীতা সতী সাথ
চাপ শরাসন হাথে।
তনু দূর্ব্বাদল শ্যাম নিরমল
কিরীটী মুকুট মাথে॥
ধনুক টঙ্কার [অ]রি চমৎকার
সমর বিজয় করি।
করিয়ে বন্দন অনুজ লক্ষ্মণ
ছত্রনবদণ্ডধারী।
বন্দো নারায়ণী ভৈরব ভবানী
ধরাধর-রাজসুতা।
কেশরী-বাহনা কালী বিবসনা
ভক্তি অনন্ত মহিমা।
আমি কি বন্দিব বিধি হরি শিব
বেদে দিতে নারে সীমা॥
গঙ্গার চরণ করিয়ে বন্দন
পতিতপাপহারিণী।

তাঁর খুড়া মহাকায় আছিল বসন্ত রায় তার বেটা কচু রায় রাণী বাঁচাইল তায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল। জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল ॥

বিষ্ণুপদোদ্ভবা দেবের দুর্লভা
শম্ভুঘনবিহারিণী ॥
শেষে ভোগবতী মাথে ভাগীরথী
স্বর্গে হইলা মন্দাকিনী।
বচনে ভারত নৃপ মনোরথ
শুনহ অপূর্ব্ব বাণী ॥

শাপভ্রষ্ট যোগানন্দ ও যোগবতী মর্ত্ত্যলোকে সুন্দর ও বিদ্যা নামে জন্মগ্রহণ

যোগানন্দ যোগবতী আছিল মানবী।
সিদ্ধি বলে বরে হৈল ভৈরব ভৈরবী ॥
বড়ই সন্তোষ তারে শিব মহেশ্বরী।
রাখিল সম্মুখদ্বারে করি তারে দ্বারী ॥
পূজার প্রকাশ লাগি উপাএ ভাবিয়া।

* * *

বার্ত্তা পাইঞা কন্দর্প আইলা লঘুগতি।
জোড়পাণি করিঞা শিবেরে কৈল নতি ॥
* * দেখি শিব করিয়া উর্দ্ধবাণ।
হাতে ধরি বসাইল করি বহুমান ॥
পরম আদর সভে কৈল পঞ্চবাণে।
মানব দুর্ম্মতি যোগানন্দ নাহি মানে ॥
না কৈল আদর তারে না কৈল প্রণাম।
গর্ব্ব দেখি ক্রোধ করি বোলেন শঙ্কর (ভগবান ?) ॥
শুন শুন যোগানন্দ শুন যোগবতী।
না ছাড় মানবী জ্ঞান অদ্যাপি দুর্ম্মতি ॥
লক্ষ্মীপুত্র কামদেব আইলা আপনে।
তাহার সম্ভাষণ তুমি না করিলা কেনে ॥
শুনিয়া শিবের বাক্য যোগানন্দ বোলে।
হেন জন আমরা না বন্দি কোন কালে ॥
তিন কুলে যেই জন অবিবাহিতা হরে।
কেমতে বোলহ প্রভু বন্দিতে তাহারে ॥
উহার জনক কৃষ্ণ হরিল রুক্মিনী।
যার গর্ভে জন্মিলা কন্দর্প পুষ্পপাণী(?) ॥
আপনে সদত ফিরে পর-স্ত্রীর পাছে।
ইহার সমান পাপী আর কেবা আছে ॥
ইহার তনয় অনিরুদ্ধ নাম ধরে।
বাণঘরে অবিবাহিতা উষা কৈন্যা হরে ॥
তিন কুলে যাহার এমত ব্যবহারে।
তাহা যোগানন্দ নাহি করে নমস্কারে ॥
এমত বচন যদি যোগানন্দ বোলে।
শুনি ক্রোধে অভয়া আনল হেন জ্বলে ॥
ক্রোধ করি ভগবতী যোগানন্দে বোলে।
মনিষ্য ব্যবহার-বুদ্ধি কভু নাহি হলে ॥
কাকের শরীর কর স্বর্ণ-বিভূষিত।
মণিময় মুকুতা করহ নিবেসিত ॥
সুবর্ণ পিঞ্জর মাঝে যদি কাক রয়।
তবু নাকি রাজহংস সম সেই হয় ॥
মনিষ্য দুর্ম্মতি মূঢ় পাপমতি হও।
দেবসভা যোগ্য নয় মহীতলে যাও ॥
নর হৈয়া মহী যাইয়া অবিভা হয়।
নিন্দিলে যেমত সেইমত কর্ম্ম কয় ॥
হেন বাণী কর্ণে শুনি অভয়ার তুণ্ডে।
ভাঙ্গী পড়ে মহীধর বেজ মারে মুণ্ডে ॥
ভূমে পড়ি পায়ে ধরি কান্দি করে স্তুতি।
লঘু দোষে আবেসে করিলে অধোগতি ॥
নিশ্চয় যাইবো (মোরা) মর্ত্তক ভুবনে।
কতদিনে পুনরপি দেখিব চরণে ॥
করুণে হইয়া তুষ্ট বোলেন অভয়া।
করহ আমার পূজা মহীতলে যাইয়া ॥
গুণসিন্ধু নামে রাজা আছে কাঞ্চীপুরে।
হবে যোগানন্দ তুমি তাহার কুঙরে ॥
হইবে তোমার নাম কুমার সুন্দর।
পূজার প্রকাশ গিঞা করহ সত্বর ॥
পরম সুন্দর তুমি হবে গুণবান।
যোগবতী বর্দ্ধমানে হবে তোর (প্রাণ ?) ॥
বীরসিংহ রাজার তনয়া হবে সতী।
পণ্ডিত আচার্য্য সম হবে গুণবতী ॥
গোপনেতে দুইজনাতে মিলন হইবে।
দুহার জননী (সেই) বার্ত্তা না জানিবে ॥
প্রকাশ হইলে রাজা লইবে মশানে।
অবশেষে আমি তুমার [রাখিব ?] জীবনে ॥
পুনরপি বিবাহ হইবে দুইজনে।
সেই গর্ভে পুত্র হইবে ভুবনমোহনে ॥
কথোক দিনে করি দোহে রাজ্য অভিলাষ।
পুত্রে রাজ্য দিয়া পুন পাইবে কৈলাস ॥
এত বাল বোলে [তারা] তেজিল জীবন।
শিরে আজ্ঞা ধরি পিছে লভিল জনম ॥

ক্রোধ হইল পাতশায়   বাঁধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।

বাইশী লস্কর সঙ্গে   কচু রায় চলে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা ॥

সম্ভব সংযোগ ক্রমে গর্ভ প্রবেশিল।
দিবসে দিবসে গর্ভ বিদিত হইলো ॥
পূর্ণ হইল দশ মাস বেলা শুভক্ষণ।
শুভক্ষণে জনমিল সুন্দর নন্দন ॥
শুনিয়া ভারতচন্দ্র দিলে তার সায়।
দেখ গীঞা পুত্রমুখ গুণসিন্ধু রায় ॥

বিদ্যার বিবাহ হেতু কাঞ্চীদেশে ভাটের আগমন

দেখিঞা পুত্রের মুখ   হৃদয়ে বাড়িল সুখ।
দান করে গুণসিন্ধু রায়।
কাহাকে ত খাসা জোড়া   কাহাকে দিল ঘোড়া
ভট্ট আদি করিল বিদায় ॥
ষষ্ঠী পূজা আদি যত   কৈল ব্যবহার মত
ছয় মাসে অন্ন দিল তারে।
নাম থুইল সুন্দর   রূপে অতি মনোহর
চূড়া আদি করিল ব্যবহার ॥
কুলপুরোহিত আনি   কহিল বিনয় বাণী
অধ্যয়নে কৈল দ্বিজোচিত।
পানিনি (সদ্ আপ্ত) সদাপ্ত সার   পড়ে রাজার কুমার
দিনে দিনে হইল বিদিত॥
বর্দ্ধমানে যোগবতী   নাম হইল বিদ্যাবতী
অধ্যয়নে হইলো পণ্ডিতা।
তাহার রূপের কথা   তুলনা নারিবার কথা
অতুলা তুলনা-রহিতা ॥
তেজিয়াত অন্য মন   কালী পুজে অনুক্ষণ
জপতপ নানামত করে।
ভক্তবৎসলা হৈয়া   ভক্তিভাবে বশ হৈয়া
উত্তরিলা পূজার আগারে।
ডাকি ক'ন ভগবতী   বর মাগ বিদ্যাবতি
বামা কয় কি মাগিব বর।
বিদ্যাবতী বরমাগে   ও রাঙ্গা চরণযুগে
ভক্তি মোর রহে নিরন্তর ॥
হাসি কালী ক'ন তারে   বিবাহ উত্তম বরে
পুত্রবতী হইও সকালে।
রাজমহিষী হইয়া   রাজ্য কর পুত্র ল[ই]ঞা
কৈলাস পাইবে অন্তকালে ॥
বিদ্যারে এতেক কইয়া   রাজার নিকটে যাইয়া
স্বপ্ন কহিল ভগবতী।

করিঞাত ভবে মন   তারে ভগবতী কন
শুন বীরসিংহ মূঢ়মতি ॥
যুবক তনয়া যার   কেমত সাহস তার
বিবাহের না করে যতনে।
যদি হয় নষ্ট রীত   দুষ্ট কর্ণে করে চিত
তবে নাকি হইবে কেমনে ॥
কোলেত কামিনী ল[ই]ঞা থাক আনন্দিত হ[ই]ঞা
বিরহ বেদন নাহি জান।
লোক-লাজ রক্ষা পাই   কন্যার বিবাহ দেই
প্রয়াস করিঞা বর আন ॥
স্বপ্ন দেখি দণ্ডরায়   চিন্তিত অন্তরে যায়
প্রভাতেত সভার ভিতরে।
পাত্র মিত্র পুরোহিত   ডাকি আনি সচকিত
স্বপ্ন কথা কহিল সত্বরে ॥
ভাটেরে ডাকিয়া আনি   কহিলেন নৃপমণি
বিবরিয়া নিজ প্রয়োজন।
আমার তনয়া কিবা   হইল বিবাহ [দিবা ?]
এই চিন্তা মোর অনুক্ষণ ॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই   শুন সভাজন কই
যে বিচারে জিনিবে বিদ্যারে।
কহিল প্রতিজ্ঞা করি   বিনয়ে তাহার এই
বিদ্যাদান করিব তাহারে ॥
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি   রাজারে প্রণাম করি
গঙ্গা[ভাট] বিদায় হইয়া যায়।
যত যত রাজা আছে   যাইঞা ভেট তার কাছে
বিবরিয়া বার্ত্তা জানাও ॥
যত রাজা যায় রঙ্গে   হরি শাস্ত্র প্রসঙ্গে
পুনরপি নেওটিয়া যায়।
এই মত ফিরে ভাট   অঙ্গ বঙ্গ গুজরাট
অবশেষে কাঞ্চীপুরে পায় ॥
গুণসিন্ধু রায় নাম   রাজা তথা গুণধাম
কুমার সুন্দর যার সুত।
মল্লে ভীম বৃহন্নল   অশ্বের শিক্ষায় নল
পণ্ডিতে অদ্বিতীয় অদ্ভুত ॥
সর্ব্বদেব দেব তথি   অন্ত নাহি পদাতি
কত কোটী রথ হাথি আছে।
ধুতী কোতা ভালে ফোটা   সভারে পণ্ডিত ঘটা
নর্ত্তকী নাচএ কত নাচে ॥
বিদ্যার প্রসঙ্গে আসি   কুমার সুন্দর বসি
শাস্ত্র বিচারে কুতূহলে।

কেবল যমের দুত সঙ্গে যত রাজপুত
নানাজাতি মোগল পাঠান।
নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হৈল বৰ্দ্ধমান॥

দেবী-দয়া অনুসারে ভবানন্দ মজুন্দারে
হয়েছে কাননগোঁই তার।
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালী লয়ে
বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার॥

সদর দর[ও]জা দিয়া কত থানা পার হ[ই]ঞা
গঙ্গাভাট আইল হেন কালে॥
পড়িয়া করি[ও]ল স্তুতি নৃপেরে করিল নতি
জিজ্ঞাসে নৃপতি দণ্ডরায়।
কোথা হইতে আগমন করেতে অবিধান
কি কারণে আইলা এথায়॥
যুড়িয়াও দুই হাত বোলে শুন নরনাথ
নাম মোর গঙ্গাভট্ট রায়।
বর্দ্ধমানে নরপতি রাজা বীরসিংহ খ্যাতি
নিজ কার্য্যে পাঠাল আমায়॥
তার সুতা বিদ্যা নাম রূপে গুণে অনুপাম
পণ্ডিত সমান সুরাচার্য্য।
প্রতিজ্ঞা করিলা রায় যে বিচারে জিনে তায়
বিদ্যা আর দিব অৰ্দ্ধ রাজ্য॥
এই লাগি তার পাশে আগমন অভিলাষে
শুনি আর পুত্রের ব্যাখ্যান।
জানিবেক চন্দ্রমুখী সে যোগ্য সুন্দরে দেখি
নরপতি কর অবধান॥
শুনিয়া ভাটের ভাষা রায় তারে দিল বাসা
আদেশিল রন্ধন ভোজনে।
দিবসান্ত করি রায় ভাটের বাসায় যায়
জিজ্ঞাসিল বিশেষ বচনে॥
কহ দেখি ভট্টরাজ বিবরিঞা নিজ কাজ
কি লাগি হইলো আগমন।
ভট্ট কয় শুন রায় শুনিঞা তোমার নাম
পণ্ডিতে প্রশংসা গুণী জন॥
বৰ্দ্ধমানে রাজকন্যা রূপগুণে মহীধন্যা
বিদ্যা নামে গুণে সরস্বতী।
রাজা করিঞাছে পণে যে বিদ্যারে বিচারে জিনে
তারে দান দিব রূপবতী॥
তোমারে দেখি যেথা যোগ্য গুণবর [হেথা]
কর রায় যে বিচারে হয়।
ভাটের এমন বাণী শুনিঞাত মনে গুণি
ভারত পশ্চাতে গুণী কয়॥

ভাট কর্ত্তৃক বিদ্যার রূপ বর্ণনা।

পয়ার

নৃপনন্দন ভট্টেরে জিজ্ঞাসে বাণী।
কহসে সুন্দরী কেমন রাণী॥
বোল কতেক বয়েস রাজার বালা।
ভট্টে নিবেদিয়ে বুঝি ছলা॥
নৃপনন্দিনী রূপবতী।
গুণীনিন্দিত অদ্ভুত সরস্বতী॥
রূপ মাধুরী সাদর চন্দ্র জনি।
রসমঞ্জরী গঞ্জিত হেম মণি॥
হরি-বৈরী-ঐরী জনি উন্নত নাসা।
মধু কোকিল গঞ্জিত মধুর ভাষা॥
মোতিমতুল্য নাসাএ বিরাজে ভাল।
বস বিম্বুর অধর সহজ লাল॥
শ্রুতি মুকুতি রঞ্জিত পাইঞা চলি।
হৃদয় সোসর সাজই পথ কালি॥
মুখ মধ্যে বিরাজিত দন্ত মুনি।
হাসি হিল্লোলে ভাসই সদাই মণি॥
ভুজপঙ্কজ জিনি মৃণাল ছটা।
বলি হারি নখাগ্রে মৃগাঙ্ক মুটা॥
জিনি চাপ সহ ধনু ভুরুর টান।
তাহে গঢ়ল রঞ্জিত কটাক্ষ বাণ।
পঙ্কজ পত্র বিলোচন ভঙ্গি।
ঈষত দেখি বিমুখী কুরঙ্গী॥
কটি সুন্দর নিন্দিত মৃগপতি।
গজগামিনী কামিনী সিংহ গতি।
পদরুচি পরিমণি নপুর রাজে॥
ঘন রন নন নন গমনে বাজে
অতি লম্বিত চাচর চিকুর বেণী।
হৃদিমধ্যে রোমাবলি ভুজঙ্গিনী॥
উরু রামকলা ললিত প্রমদা।
নীল সম্বর বরচা (?)কহে জলদা॥
শুনি সুন্দর আনন্দে নিবাস যায়।
চল বর্দ্ধমানে বলে ভারত রায়।

মানসিংহ বাঙ্গালার যত কিছু সমাচার
জ্ঞাত হ'ল মজুন্দার-স্থানে।*
দিন কত থাকি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে॥
গজ-পৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুন্দারে বিশেষ কহেন তারে
যেইরূপে সুড়ঙ্গ হইল॥

—:*:—

বিদ্যাসুন্দরের কথা আরম্ভ

শুন রাজা সাবধানে পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তাঁর কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার॥
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥
শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চী নামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপগুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায়॥
বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়া দিল ভাট
লিখিয়া এ সব সমাচার।
সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হৈল তার॥
সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপগুণ।
ভাটে বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহি কহিতে নিপুণ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও
শুনিয়া সুন্দর কুতূহল॥
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তাঁর সভাসদ্‌বর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥

—:*:—

* বি-পু পাঃ মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে

সুন্দরের বর্দ্ধমান-যাত্রা

মল্লার—আড়া-তেতালা।

প্রাণ কেমন রে করে। না দেখে তাহারে॥
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥ ধুয়া॥

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ॥
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যা-প্রভাবে বিদ্যা-বিদ্যমানে যাব॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খোয়াব তনুর তরী প্রবাস-সাগরে॥
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন॥
একা যাব বর্দ্ধমানে করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥
যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু।
মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু॥
হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে।
চল বাছা বর্দ্ধমানে বিদ্যালাভ হবে॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
সোয়ারীর অশ্ব আনে গমনে বাতাস॥
আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ॥ *
বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা।
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥
গলে দোলে ধুকধুকি করে ধক্ ধক্।
মণিময় আভরণ করে চকমক॥†
খড়্গ চর্ম্ম লেজা‡ তীর কামান খঞ্জর §
পড়া শুক লৈল হাতে সহিত পিঞ্জর॥
রত্নভরা খুঞ্জী পুথি ঘোড়ার হানায়। ‖
জনকজননী-ভয়ে ভাটে না জানায়॥

* স্বর্ণময় অলঙ্কার যত মনোহর।
বহুমূল্য ধন রাখে খুঞ্জির ভিতর॥ (বল, ১৬)
† (গ) গলে দোলে ধুকধুকি তার চকমকি।
‡ (ক) নিল
§ (ক) কুঞ্জর
‖ (ক) গলায়

অতসী-কুসুম-শ্যামা স্মরি সকৌতুক।
দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক॥
অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যেন সুমেরু অটল॥
তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবার বেগে সঙ্গে যাবে কেবা
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার॥
বিদ্যানাম সোসর দোসর নাই সাথে।
কথার দোসর মাত্র শুক পক্ষী হাতে॥
কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥
জানিল* লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান।
রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান॥

সুন্দরের বর্দ্ধমানে প্রবেশ

ত্রিপদী

দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।†
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥
চৌদিকে সহরপনা দ্বারে চৌকি কত জনা
মুরুচা বুরুজ শিলাময়।
কামানের হুড়াহুড়ি বন্দুকের দুড়দুড়ি
সম্মুখে বাণের গড় হয়॥
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝর রোল‡
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীরগুলি শনশনি গজঘণ্টা ঠনঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি॥
ঢালী খেলে উড়াপাকে ঘন হান হান হাঁকে
রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মালসাটে কুটি হেন মাটী ফাটে
দূর হৈতে শুনিতে§ তরাস॥
নদী জিনি গড়খানা দ্বারে হাবসীর থানা
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লঙ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা॥
যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসে করিয়া মানা
কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও।
কি জাতি কি নাম ধর কোন্ ব্যবসায় কর
না কহিলে যাইতে না পাও॥
সুন্দর বলেন ভাই আমি বিদ্যাব্যবসাই
দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম।
এসেছি বিদ্যার আশে যাইব রাজার* পাশে
সুকবি সুন্দর মোর নাম॥
দ্বারী কহে এ কি হয় পড়ুয়ার বেশ নয়
খুঙ্গী পুথি ধুতি ধরে তারা।
ঘোড়াচড়া জোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে
চোর কিংবা হবা হরকরা॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে
রায় বলে বটি বিদ্যাচোর।
খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে
তুষ্ট হৈনু রুষ্ট বাক্যে তোর॥
সবিনয়ে দ্বারী কয় শুন শুন মহাশয়
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট।
ঘোড়াচড়া যোড় পরা বিদেশী হেতের† ধরা
ছাড়ি দিলে আমি হব নট॥
ঠক-ভরা দরবার ছলে লয় ঘর-দ্বার
ক্ষুরধার ছুঁতে‡ কাটে মাছি।
চাকুরীর মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমি সম হয়ে আছি॥
সুন্দর কহেন ভাই ঘোড় যোড়া ছেড়ে যাই
খুঙ্গী পুথি ধুতি পাখী লয়ে।
তবে নাকি ছাড় দ্বারী দ্বারী কহে তবে পারি
জমাদার বকশীরে কয়ে॥
শিরোপা-স্বরূপে রায় পেসকস দিল তায়
ঘোড়া যোড়া পাঁচ হাতিয়ার।
দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার
প্রবেশিলা নগরে কুমার॥
ভুরশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়§
মুখটী বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

* (ক) শুনিল
† (ক) ধন্য ধন্য এ গৌড় দেশ।
‡ (ক) বোল
§ (ক) লাগারে

* (ক) বিদ্যার
† (ক) হাতিয়ার
‡ (ক) যাইতে
§ (খ) ভুরশিট পরগণার নগেন্দ্র নরেন্দ্র রায়।

বর্দ্ধমানের গড়বর্ণন

সোহিনী—মধ্যমান-ঠেকা।

গুণসাগর নাগর রায়।
নগর দেখিয়া যায়॥
রূপের নাগর • গুণের সাগর
অগুরু-চন্দন গায়।
বেণী বিননিয়া চূড়া চিকণিয়া
হেলয়ে মলয়-বায়॥
মৃদু মধু হাসি বাজাইছে বাঁশী
কোকিল বিকল তায়।
ভুরুর ভঙ্গীতে নয়ন-ইঙ্গিতে
ভারত ফিরিয়া চায়॥

দ্বারীকে শিরোপা দিয়া ঘোড়া যোড়া অস্ত্র।
পরব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্ম বস্ত্র॥*
বাম কক্ষে খুঙ্গী পুথি ডানি করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক॥
প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইংরেজ ওলন্দাজ ও ফিরিঙ্গী ফরাস॥
দিনেমার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান॥
তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল॥
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রাজপুত।
রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত॥
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক মাহুত।
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত॥†
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটি আঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা॥
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন ‡
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সংখ্যা করে ধন॥
পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে।
অবধান হোক বলি নমস্কার করে॥

এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া।
প্রবেশে ভিতর* গড় অভয়া ভাবিয়া॥
সম্মুখে দেখেন চক চাঁদনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানায় উপর॥
চকের মাঝে কোতোয়ালী চবুতরা।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥
ডাকাত ছিনাল চোর হাজারে হাজার।
বেড়ী পায় যেগো খায় বাজার বাজার॥‡
বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম।
যমালয় সমান লেগেছে ধূমধাম॥
ঠকঠকি হাড়ের কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্ম-পাদুকার চটচটি॥
কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥§
ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি।
ঠেকিবে যখন সুখ¶ জানিবে তখনি॥

পুরবর্ণন

ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ-সুধাকর হাসি-সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে॥ ধ্রু॥

---

* (গ) পদব্রজে চলিলেন পরি রক্তবস্ত্র।
† (ক) তাহার নিকট বৈসে ভাট শত শত॥
‡ (ক) সেই গড়ে বসে কত মহাজন।

* (ক) সপ্তম।
† (ক) মাঙ্গি
‡ ইহার পর (ক) পুঁথির পাঠ
দেখএ সুন্দর নগর শোভা।
অপরূপ বাস ভুবন লোভা॥
§ ইহার পর (ক)
ছাতি ফাটে তৃষ্ণায় নাই দেয় পানি
দেখিঞা সুন্দর রায় ভাবয়ে ভবানী॥
¶ (ক) দায়ে

চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥*
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার ॥†
থাকে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে ॥
ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থাকে বান্ধা বাজী ॥
উট গাধা খচ্চর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী ‡ যে আছে সংসারে।
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ-অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি দরশন ॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি-ভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারী শাঁখারী ॥
গোয়ালা তাম্বুলি তিলি তাঁতি মালাকার।
নাপিত বারুই কুঁরী কামার কুমার ॥
আগুরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগী চাষা-ধোবা চাষা-কৈবর্ত্ত অনেক ॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে শুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী ॥
কুমরী কোরঙ্গা পোদ কপালী তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর ॥
বাইতি পটুয়া কান কসবী যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক ॥
দেখিয়া নগর-শোভা বাখানে সুন্দর।
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর ॥
শাণে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি ॥
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়-পবন ॥
কুহু কুহু কোকিল কোকিলাগণ ডাকে।
গুণ গুণ গুঞ্জরে ভ্রমর ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা জলচর পক্ষী § খেলিয়া বেড়ায় ॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ ॥
ডাহুক ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদিগণ ॥
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে ॥
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বর্দ্ধমান নামখানি ॥
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশ গুণ হয় ॥
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিব-শিবা-চরণ পূজিলা ॥
সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিলা কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে ॥
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে বকুলের ফুলে ॥
হেনকালে নগরিয়া যতেক নাগরী।
স্নান করিবারে আইলা সঙ্গে সহচরী।
সুন্দরে দেখিঞা পড়ে কলসী খসিয়া।
ভারত কহিছে শাড়ী পড় লো কসিয়া ॥

সুন্দর-দর্শনে নারীগণের খেদ

এ কি মনোহর পরম সুন্দর
নাগর বকুলমূলে।
মোহনিঞা ছাঁদে* চাঁদ পড়ে ফাঁদে†
রতি রতি-পতি ভুলে ॥‡
দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরী-ভূষণ কাঁচলি কষণ
কটির বসন খসে অমনি ॥
চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ্ লো সই।

* (ক) দেখিয়েছে ছত্রিশ জাতি কত কারখানা।
† (ক) আট হাট সোড় গোল বত্রিশ বাজার ॥
‡ (ক) যতেক
§ (ক) রাজহংস রাজহংসী।

* (ক) ছান্দে
† (ক) ফাঁন্দে
‡ (ক) রতি পতি দেখিঞা ইহারে হানে

মদন-জ্বালায় মরম গলায়
বকুলতলায় বসিয়া ওই।
আহা ম'রে যাই লইয়া বালাই*
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া†
যাই পলাইয়া সাগর পারে ॥
কহে এক জন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন-মাঝে।‡
বিরহে জ্বলিঞা সোহাগে গলিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে ॥
আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপাফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদি জিনিয়া তনু চিকণিয়া
স্নেহেতে ছানিঞা হৃদয়ে মাখি ॥
ধিক বিধাতায় হেন যুবরায়
না দিলে আমায় দিবেক কারে।
এই চিত্তগামী হবে যার স্বামী
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে ॥
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুরী রাগিনী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥
সেই ভাগবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি ঘন ভাবেশে।
এ মুখ চুম্বন করয়ে যখন
না জানি তখন কি করে শেষে ॥
রতি মহোৎসবে এ কর পল্লবে
কুচঘট যবে শোভিত হবে।
কেমন করিয়া ধৈরয ধরিয়া
গুমানে মরিয়া গুমানে রবে ॥
হেন লয় চিতে রতি পিরীতে
সাধিতে পাড়িতে ভর না সহে।
সুদনে মিলিত সুজনে রচিত
এই সে উচিত ভারত কহে ॥

—:•:—

সুন্দরের মালিনী-সাক্ষাৎ

এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করে তুলি পরি গলে ॥
মোহন চিকণকালা নানা ফুলে বনমালা
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জা ফলে।
বরণ কালিমা ছাঁদে বৃষ্টিজলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুটায় পায় ধরার আঁচলে ॥
কস্তূরী মিশায়ে মাখি কবরী-মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে ধৈরয ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে ॥

এইরূপে রামাগণ কহে পরস্পর।
স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর ॥
আন ছলে পুন চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পিঞ্জরের পাখী মত বেড়ায় ঘুরিয়া ॥
বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে।
শুক সঙ্গে শাস্ত্রকথা কহে কুতুহলে ॥
সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী ॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অভিরাম ॥
গাল-ভরা গুয়া-পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি ক'রে রাঁড়ী কথা কয় ছলে ॥
চুড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র-মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি ॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
পড়সী না থাকে কাছে কোন্দলের দায় ॥*
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সে পাড়া ॥
হেরিয়া হরিল চিত্ত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনি রে নিছুনি লয়ে মরি ॥
কামের শরীর নাহি রতি ছাড়া নহে।
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে ॥
এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।
কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিলা মায় ॥
খুজী পুথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে ॥

* (ক) এ রূপের বালাই লইঞা মরি জাই
† (ক) জাই পলাইয়া
‡ (ক) তরুণ ভুষণ মাঝে

* বড় রম্য স্থল নিকটেতে জল
পড়সী নাহিক কাছে।

কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে* কোন্‌খানে বাসা
সুন্দর কহিছে আমি বিদ্যাব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যা-লাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা॥
মালিনী কহিছে আমি দুঃখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই।
ভালবাসে রাজা রাণী সদা † আসি যাই॥
কাঙ্গালী দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা এস আমার আলয়॥
রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।
ইহা হইতে শুনিব বিদ্যার সবিশেষ॥
শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার॥‡
কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত॥
মাসী বলি সম্বোধন § করি আমি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে॥
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্র সম তুমি মার সম মাসী॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর॥
ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা।
চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা॥

মালিনীর বাটীতে সুন্দরের প্রবেশ

দুর্গা বলি সকৌতুকে লয়ে খুঙ্গী পুথি শুকে
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলী কুচা
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি॥
নানা জাতি ফুটে ফুল উড়ে বসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ বসায় ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥
দেখি তুষ্ট কবি রায় বাড়ীর ভিতরে যায়
রহিলা দক্ষিণদ্বারী ঘরে।
মালিনী হরিষ মন আনি নানা আয়োজন
অতিথি-উচিত সেবা করে॥
নানা উপহারে রায়* রন্ধন করিয়া খায়
নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী।
শীতল মলয়-বায় কোকিল ললিত † গায়
উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি॥
নিকটেতে দামোদর ‡ স্নান করি কবীশ্বর
বাসে আসি বসিল পূজায়।
তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা
মালিনী রাজার বাড়ী যায়॥
রাজা রাণী সম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাস-দাসী
বল হাট-বাজার কে করে॥
মালিনী বলিছে বাপু এত কেন ভাব হাপু
আমি হাট-বাজার করিব।
কড়ি কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন§
কও মোরে এখনি আনিব॥
কড়ি ফটকা চিঁড়া-দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ¶ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি-লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥
এ ভোর মাসীরে বাপা কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধর‍্যা দিতে পারি চাঁদ
কুলের কামিনী আনি ছলে॥
রায় বলে তুমি মাসী হীরা বলে আমি দাসী
মাসী বল আপনার গুণে।
হরি কাল হরিবারে মা বলিলা যশোদারে
পুরাণে পুরাণ লোকে শুনে॥∫

* (ক) আবা
† (ক) নিত্য
‡ (ক) আশার সুসার হবে হইবে আমার॥
§ (ক) সম্পর্ক

* (ক) মাল্যানীর যত্নে রায়
† (ক) সুগতি
‡ (ক) সরোবর
§ (ক) যাহাতে তোমার মন
¶ (ক) চক্ষু
∫ (গ) বৃন্দাবনে নন্দ ঘরে মা বলিল যশোদারে
আগমপুরাণে লোক শুনে

শুনি তুষ্ট কবি রায়   দশ তঙ্কা দিল তায়
ছুটি টাকা দিলা নিজ রোজ ।*
টাকা পেয়ে মুটা ভরা   হীরা পরধনহরা
বুঝিল এ মেনে আজবোজ ।।†
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি   রাজ তামা বার করি
হাটে যায় বেসাতির তরে ।
চলে দিয়া হাত নাড়া   পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানী দোকান ঢাকে ডরে ॥
ভাঙ্গাইয়া আড়কাট   এমনি লাগায় ঠাট ‡
বলে শালা আলা টাকা মোর ।
যদি দেখে আঁটা আঁটি   কান্দিয়া তিতায় § মাটী
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর ।।¶
রাঙ্গা তামা মেকী মেলে   রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া ।
কাঁদি কহে কোটালেরে   বাণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ি লয় দুহাতে গণিয়া ৭ ।।
দর করে এক মূলে   জুখে লয় দুনা তুলে
ঝগড়ায় ঝড়ের আকার ।
পণে বুড়ি নিরূপণ   কাহনেতে চারিপণ
টাকাটায় সিকায় স্বীকার ॥
এরূপে করিয়া হাট   ঘরে গিয়া আর নাট
বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা ।
সুন্দর ওলান বোঝা   তবু নহে মুখ সোজা
যাবত না চোকে লেখা-জোখা ॥
দিয়াছে যে কড়ি যার   দ্বিগুণ শুনায় তার
সুন্দর রাখিতে নারে হাসি ।
ভারত হাসিয়া কয়   এই সে উচিত হয়
বুনিপোর উপযুক্ত মাসী ।।

মালিনীর বেসাতির হিসাব

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে ।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে ॥

লাভ কে করিতে চায়,   মূল রাখা হৈল দায়,
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে ।
পসারী গোপের নারী   বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত নাটে ॥
তোমার কথায় টাকা   লয়ে গেনু জানি পাকা
তামা বলি ফিরে দিলে সাঁটে ।
মুনসীব রাখা * তায়   তুমি মোহ পাও যায়
ভারত কি কবে সেই ঠাটে ॥

বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ † রে বাছনি ।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি ॥ ‡
পাছে বল বুনিপোর মাসী দেয় খোঁটা ।
যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা ॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে না জুয়ায় ।
এ টাকা উচিত দেয়া কেবল জুয়ায় ।। §
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি ।
ভাঙ্গাইনু দুই কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি ॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ ।
আনিয়াছি আধসের খাইতে সন্দেশ ॥
আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি ।
অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥¶
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল ।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল ॥ ৭
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা । ∝
যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা ॥
দুই পণে এক সও কিনিয়াছি পান ।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান ॥
অবাক্ হৈনু হাটে দেখিয়া গুবাক ।
নাহি বিনা দোকানীর না সরে গু বাক ॥ ৮

---

* তঙ্কা এক লহ মাসী চলহ বাজার ।
কিনিয়া ত ভক্ষ্য দ্রব্য আনহ আমার ।।(বল, ৫১)
† (ক) যুবরাজ
‡ (ক) হাট
§ (ক) ভিজায়
¶ (ক) সাধু হইয়া বোলায় চোর
৭ (ক) জুখ্যা

* (ক) মুনসীব ধরা
† (ক) শুন
‡ (ক) যে দব্য যে মূল্য নিল শুনহ আপনি
§ (ক) এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায় ।
¶ (ক) অন্যকে ভুলাইঞা দেয় আমি তাহা জানি ।
৭ (ক) দুর্লভ দেখিল মাত্র হাটে কার ফল
∝ (গ)র অতিরিক্ত পাঠ :—
আমি বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ।
অন্য কেহ হইলে বাপু ফিরে যাইত ঘরে ॥
৮ (ক) নাহি মিলে দোকানে রসোগত বাক ।
অতিরিক্ত পাঠ :—
কত কষ্টে মুই পাইলো সারা হাট ফিরা ।
জেটি কথা সেটি নয় কহিতেছে হীরা ॥

দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আট পণে কিনিয়াছি কাঠ আট আঁটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আঁটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভুমে খড়ি পাতি।
পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ি-পাতি॥ *
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥ †
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥ ‡

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন

বাজারে বেসাত্তি করি মালিনী আসিল।
রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল॥
মাসী মাসী বলি ডাক দিলা মালিনীরে।
ভোজনের পরে হীরা আইল ধীরে ধীরে॥
শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে।
রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে॥
নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজ-দরবার। §
কহ শুনি রাজার বাড়ীর সমাচার॥
রাজার বয়স কত রাণী কয় জন।
কয় কন্যা ভূপতির কয় বা নন্দন॥
হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি।
পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি॥
বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে॥
রায় বলে চাতুরী করিলে কিবা হবে।
ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপা ত না রবে॥
শুনেছ দক্ষিণদেশে কাঞ্চী নামে পুর।
গুণসিন্ধু নামে রাজা তাহার ॥ ঠাকুর॥
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়।
এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয়॥

শিহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়।
অপরাধ মার্জ্জনা করিবে মহাশয়॥
বাপধন বাছা রে বালাই যাক্ দূর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর॥
কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে॥
এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির।
রাজার সকল জানি অন্দর বাহির॥
অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি॥
এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজে কয়॥
দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে। *
যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিল কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

বিদ্যার রূপবর্ণন †

নবনাগরী নাগর-মোহিনী।
রূপ নিরুপম সোহিনী॥
শারদ পার্ব্বণ সীধুবয়ানন
পঙ্কজকাননমোদিনী।
কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী
লোচনখঞ্জনগঞ্জিনী॥
কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাদিনী
স্ত্রীপরিবাদবিষাদিনী।
ভারতমানস মানসসারস
রাসবিনোদবিনোদিনী॥ ‡

* (গ) পাছে বল বুনিপোর মাসী খায় কড়ি।
† ইহার পর (গ)র পাঠ
শুনিয়া সুন্দর রায় বলিছেন হাসি।
যে এনেছ সেই ভাল রাখ গিয়া মাসী॥
‡ (ক) জগত
§ (ক) নিত্য নিত্য আইসো জাও রাজদরবার
(ক) দেশের

* (ক) কিঞ্চিৎ কহিতে কভু পারি কি না পারি।
† সীতা মন্দোদরী অপ্সরী কিন্নরী
রূপেতে নহে উপমা॥
পুরুষ-বিদ্বেষী পরম রূপসী
শাস্ত্রে যেন সরস্বতী।
অন্তঃপুরে থাকে পুরুষ না দেখে
সেবয়ে হরপার্ব্বতী॥ (বল, ৪৭)
‡ নবনাগরী নাগর মোহনিঞা
রূপ অনুপাম নিরূপমিঞা। ধুয়া
* * *
পঙ্কজনয়ন মদনিঞা।

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥*
কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা ॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাখে ফুলে।†
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে ॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে ॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় ‡ কোটি কোটি কালকূট সম ॥
কি কাজ সিন্দুরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার ॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া ॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল ॥
কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল § দাড়িম্ব বিদরে ॥ ¶
নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে ॥

কত সরু ডমরু কেশরি-মধ্যখান।
হরগৌরী কর-পদে আছে পরিমাণ ॥
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায় ॥
মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁদিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥
করিবর রামরম্ভা দেখি তার উরু।
সুচলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু ॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥ *
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন ॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ ॥
বসন-ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে ॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাবে কোকিলারে ॥ †
কিঞ্চিৎ কহিনু রূপ দেখেছি যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন ॥
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।ণ
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক ‡ তায় ॥ §
দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজ-সুত ॥
ইথে বুঝ রূপসম নিরুপমা গুণে। ¶
আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে।
সীতা-বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
ভেবে মরে রাজা-রাণী হইবে কেমন ॥ £
বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মী-সরস্বতী-পতি আইলে রহে ভ্রম ॥

কুঞ্জর গামিনী খঞ্জন নাশিনী
কুরঙ্গ নিন্দনী লোচনিঞা।
কোকিল ভাষিনী গীঃ পরিবাদিনী
দিপ বিবাদিনী রবনিঞা।
ভারত ভাবিনী তড়িত নিন্দনী
রূপের তরুণী ভাবনীঞা ॥ ধুয়া

ইহার পর (ক)র অতিরিক্ত পাঠ :—
বাহু ভয়ে করী তার সিন্ধুকে ছলে।
কর্ণার্থে না ছাড়ে সঙ্গ বাহু কেশমূলে ॥
মাণিক রচিত কর্ণ গীধিনি দেখিঞা।
লাজে মৃত মুখ বেড়ায় লুকাঞা ॥
নাসা দেখি নিজ নিন্দা বাচাবার আশে।
খগপতি থাকিলা ক্ষীরোদশায়ী পাশে ॥
কেশ বেশ মুকুতায় হেন মনে লয়।
নক্ষত্র করিল বাস দিবসের ভয় ॥
মলয় মরুত সদা নাসিকার তলে।
দিব্যস্থান দেখি থাকে নিশ্বাসের ছলে ॥

† (খ) হুলে
‡ (খ) কটীতটে
§ (খ) শোকে
¶ (ক) যাইতে কন্দর্প ভয়ে দাড়িম্ব বিদরে

* (ক) সেই বোলে কিবা চলে ব্রহ্মার বাহন
† (ক) বনবাসী কোকিল শুনিঞা তার স্বরে
ণ কুন্তী রাণী বিদ্যারে বিরলে জিজ্ঞাসিল।
বর ইচ্ছ বিদ্যা তোর যৌবন বাড়িল ॥
বিদ্যা বলে মাতা আমি করি নিবেদন।
নিত্য পূজা করি আমি কালার চরণ ॥
(বল, ৪৯)
‡ (ক) ভজিবেক
§ (খ) যে জন বিচারে জিনে মালা দিবে তায়।
¶ (ক) এথে দেখি রূপসীমা কি উপমা গুণে
£ (ক) নিরবধি ভাবে রাজা হইলো কেমন

রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে॥ ৮
যদি কহ কহি রাজা-রাণীর সাক্ষাৎ।
রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥ *
নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও॥
মালা-মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা-শুঝা।
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা॥
বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম। †
বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম॥
ভাল বলি হাস্যমুখে হীরা দিল সায়।
গাঁথিনু বঁড়িশে মাছ আর কোথা যায়॥ ‡
বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে।
ভারত পড়িলা ভোরে মালা গাঁথা ধুমে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি মঙ্গলবারের দিবাপালা।

মাল্য রচনা

কি এ মনোহর দেখিতে সুন্দর
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে §
কামমধুব্রতপালিকা॥ ¶

মালিনী আনিল ফুলের ভার,
আনন্দ নন্দন-বনের সার।
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার,
সহায় হইলা কালিকা।

কুসুম-আকর কিঙ্কর তায়,
মলয় পবন গুণ যোগায়।
ভ্রমর ভ্রমরী গুন্‌গুনায়,
ভুলিবে ভূপতি-বালিকা॥

পূজিতে গিরিশ-গিরীশবালা,
বেল-আমলকী-পাতের মালা।
নবরবি-ছবি জবা উজলা,
কমল কুমুদ মল্লিকা॥

অশোক কিংশুক মধু টগর,
চম্পক পুন্নাগ নাগকেশর।
গন্ধরাজ যুতি ঝাটি মনোহর *
বাসক বক † শেফালিকা॥

বান্ধুলি সিউলি মালতী জাতি,
কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনার পাতি।
গুলাব সেঁউতি দেশী বিলাতী,
আকু কুরচীর জালিকা॥

ধুতুরা অতসী অপরাজিতা,
চন্দ্র সূর্য্যমুখী অতি শোভিতা।
ভারত রচিল ফুল-কবিতা,
কবিতারসের শালিকা॥

পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালী মেঘমালী কালিয়া রে॥
মোহন মালার ছাঁদে রতি কাম পড়ে ফাঁদে
বিরহ-অনলে দেহ জ্বালিয়া রে।
যে দিকে যখন চায়, ফুল বরষিয়া যায়
মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে॥
নাসা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পকে ধরে
নয়ন কমল কামে টালিয়া রে।
দশন কুন্দের চাপে অধর বান্ধুলি চাপে
ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়ারে॥

ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরী।
অন্যের অদৃশ্য কিছু কারিকরী করি॥
পাত কৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে।
সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে॥

---

৮ (ক) রাজপুত্র বট কেহ রূপবান বটে।
বিচারে জিনিতে পারো তবে বিদ্যা ঘটে॥
* (ক) বুঝি আগে বিদ্যার কেমত বিদ্যা দড়।
কি জানি বিচারে হারি হাস্য হবে বড়॥
† (ক) বুঝিয়া কার্য্যের ভাব তবে করি নিশ্চয়।
‡ (ক) গাঁথিল বড়শিতে মাছ আর কোথা জায়।
§ যেই দিন হরগৌরী মোরে বর দিব।
আপন ইৎসায় বর তবে সে ইচ্ছিব॥
গাঁথে অপরূপ মালা,
বিনা সুতে নানা চিত্র করি॥ (বল, ৫৩)
¶ (ক) গাঁথি বিনা সুতে সেবে নানা মতে
কামবধূব্রজপালিকা।

* (ক) গন্ধরাজ নাগেশ্বর জাতি যূথি মনোহরা—
† (ক) কিংশুক

তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু। *
তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু॥
গড়িয়া অপরাজিতা ধরে কৈল চুল।
মুখখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল॥
তিলফুলে কৈল নাসা অধর বান্ধুলি।
চাঁপার পাপড়ি দিয়া গড়িল অঙ্গুলি॥
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া॥
কনক-চম্পকে তনু সকল গড়িয়া।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া॥ †
গড়িল পারুল-ফুলে তূণ ‡ মনোহর।
বোঁটা সহ রঙ্গণে পুরিয়া দিল শর॥
ফুলধনু ফুলগুণ ফুলময় বাণ।
দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান॥
রাখিল কৌটার কল করিয়া এমনি।
ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি॥§
চিত্র-কাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে।
নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে॥

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥ lb

লোকে যদি কোন লোক মন্দজাতি হয়।
বসু হেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয়॥
করিসুতশুণ্ড সম উরুবর-শোভা।
রতিতে পণ্ডিত আমি তাব মনোলোভা॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয়পঞ্চমাক্ষর গণ দুই বার॥ ¶
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে।
অপর শুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥ £

শ্লোক রাখি কৌটা ঢাকি হীরারে গছায়।
কহিল সকল কল দেখাইতে চায়॥ *
বেলা হইল উচুর প্রচুর ভয় মনে। †
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে॥
নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে।
সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে॥
বসিয়ে রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে।
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিত লোচনে॥

মালিনীকে তিরস্কার

শুন লো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কাল শিখাইব মায়ের আগে॥
বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হয়ে যেন যাঁড়ের নাট॥ ‡
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম।
এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে § পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা॥
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাপেরে কহিয়া শিখাব কালি॥
হীরা থর থর কাঁপয়ে ডরে।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥
কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভাল রে হইল মন্দ॥
ভ্রম বারিবারে করিনু ভ্রম।
ভ্রম বৃথা হইল ঘটিল ভ্রম॥
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥

---

* (ক) গলে কাম হাথত বকুল ফুলধনু।
† ইহার পর (খ)
বোটা সহ কেশরে করিল দণ্ডছত্র।
বিরহীর করাত গঠিল কেয়াপত্র॥
‡ (ক) গুণ
§ থুইল কটোয় বাণ এমতি করিয়া।
ফুটিবে বিদ্যার হৃদে অমনি ছুটিয়া॥
lb দিব্য তালের পাতে লিখন করিল তাতে
ভাবিয়া কুমার মনে মন। (বঙ্গ. ক)
¶ (ক) দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষর গণে তিন বার
£ (ক) জানাবে; ইহার পর (ক)
রতিসহ কাম আগে গড়িল সুন্দরে।
তার কান্দে রাখে পাত্র হরিষ অন্তরে॥

* (ক) কহিল সকল কাব্য বুঝাবারে চায়।
† (ক) বেলা হইল প্রচুর সন্দেহ হইল মনে।
‡ (ক) রাড হইয়া কর যাড়ের নাট।
(ক) ছাল্যা (খ) ছাল্যা

বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥
পুন কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল॥ *
হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে?
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর।
কি দেখি বঁধু আসিবে মোর?
ছাড় আই বলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। †
ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ॥ ‡
কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া।
থাকিয়া কি ফল § যাই চলিয়া॥
বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল।
শর হেন ফুলশর ছুটিল॥
শিহরিল ধনী দেখিয়া কল।
শ্লোক পড়ি আরো হইল বিকল॥
ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥

মালিনীকে বিনয়

কহে ওলো হীরা তোরে মোর কিরা
কি কল করিলি ফুলে।
গড়িল যে জন সে জন কেমন
বিশেষ কহ না খুলে॥
হীরা কহে শুন কেন পুন পুন
হান সোহাগের শূল।
কহিয়া কি ফল বুঝিনু সকল
আপন বুদ্ধির ভুল॥
এ রূপ তোমার যৌবনের ভার
অদ্যাপি না হৈল বিয়া।
কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া॥
যে জিনে বিচারে বরিবা তাহারে
কোন্ মেয়ে হেন কহে।
যে তোমা হারাবে তারে কবে পাবে
যৌবন তাহে কি রহে॥
যৌবনে রমণ নহিল ঘটন
বুড়াইলে পাবে ভালে।
নিদাঘ-জ্বালায় তরু জ্বলে যায়
কি করে বরিষা কালে॥
দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায়
নাহি রুচে অন্ন-জল।
পাইয়া সুজন রাজার নন্দন
রাখিনু করিয়া ছল॥
কাঞ্চীপুর ধাম গুণসিন্ধু নাম
মহারাজ রাজেশ্বর।
তাঁহার তনয় ভুবন-বিজয়
সুকবি নাম সুন্দর॥
বঞ্চি বাপ-মায় একেলা বেড়ায়
করিয়া দিগবিজয়।
পথে দেখা পেয়ে রেখেছি ভুলায়ে
স্নেহে মাসী মাসী কয়॥
অশেষ প্রকারে কহিনু তাহারে
তোমার পণের মর্ম্ম।
শুনিয়া হাসিল ইঙ্গিতে ভাবিল
নারী জিনা কোন্ কর্ম্ম॥
বুঝিতে তোমার আচার-বিচার
সে কৈল এ ফুল-খেলা।
নিজ পরিচয় শ্লোক চিত্রময়
লিখিতে * বাড়িল বেলা॥
তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
গালি-লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে চোর॥
হীরা এত বলি ছলে যায় চলি
আঁচলে ধরিল ধনী।
মাথার কিরায় হীরায় ফিরায়
মণি ধরে যেন ফণী॥
থাক বঁধু লয়ে এই কথা কয়ে
অপরাধ হৈল মোর।
কৈতে পারি যেই কহিয়াছি সেই
আমি লো নাতিনী তোর॥
কামানল জেলে যেতে চাহ ফেলে
নাতিনী-ঘাতিনী বুড়ী।

(ক) কেমন নাগরে ইহা শিখাইল।
(খ) বন্ধ
(খ) চন্দ্র
(খ) কাজ

* (খ) গাঁথিতে

কেমনে পা চলে মা ভাল মা বলে *
বাপার ভাল শাশুড়ী ॥
এস বৈস এয়ো হৌক মেনে যেয়ো
বল সে কেমন জন।
কি কথা কহিলে † কি ফেরে ফেলিলে
উড়ু উড়ু করে মন ॥
দেখিয়া কাতরা হীরা মনোহরা
কহিছে কানের কাছে।
রূপের নাগর গুণের সাগর
আর কি তেমন আছে ॥
বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল
ঈষৎ গোঁপের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে
ভ্রমর-পাঁতির দেখা ॥
গৃধিনী-গঞ্জিত মুকুতারঞ্জিত
রতিপতি শ্রুতিমূলে। ‡
ফাঁস জড়াইয়া গুণ জড়াইয়া §
থুইলা ভুরুধনু ছলে ॥
অধর-বিম্বুর খাইতে মধুর
চঞ্চল খঞ্জন-আঁখি।
মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইয়া নাক
মদনের শুক-পাখী ॥
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত
কামের কনক আশা।
রসের ¶ আলয় কপাটে হৃদয়
ফণিমণি-পরকাশা ॥
যুবতীর মন সফরী-জীবন
নাভি-সরোবর তার।
ত্রিবলী-বন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর ॥ δ
দেখিয়ে সে ঠাম জিয়ে মোর ▢ কাম
এত যে হয়েছি বুড়া।
মাসী বলে সেই রক্ষা হেতু এই
ভারত রসের চূড়া ॥

* (ক) মাতাল মারলে
† (খ) কিবে শুনাইলে
‡ গিধিনী গঞ্জন যুগল শ্রবণ
কদলী বিশেষ তরু। (বল, ৬২)
§ (ক) চড়াইয়া
¶ (ক) মদন।
δ (ক) ভাব কি বাঁচিল আর।
▢ (খ) মরা

বিদ্যাসুন্দরের দর্শন

কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥ ধুয়া।
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জরজর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোক-লাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল ॥
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত না ধৈরয ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল-ঢল ॥

বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোনমতে দেখাইতে পার না কি মোরে ॥
[যতনে রাখিব তারে করিয়া গোপনে।
তুমি আমি বিনা নাহি জানে অন্যজনে ॥] *
অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারিব হারিলে সে জিনি ॥ †
যতগুলা এসেছিল করি মোর আশা।
রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাষা ॥
সে সব লোকেতে মন মজে কি বিস্তার।
বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিস্তার ॥
জিনিবেক যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই ॥
[সাবধান হয়ে আয়ো যেমনি রাখিবা।
তুমি আমি তিনি বিনে অন্যে না জানিবা ॥] ‡
ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া ॥
এত দিনে শিব বুঝি হৈল অনুকূল।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥
হীরারে শিরোপা দিল হীরাময় § হার।
বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার ॥
কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায়।
ভাবহ মালিনী আই তাহার উপায় ॥
মোর বালাখানার সম্মুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে ॥
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার ॥

* এ অংশ (ক) ও (খ) পুঁথির।
† (খ) হারাইলে হারিব কি হারাইলে সে জিনি
‡ এ অংশ (খ) পুঁথির
§ (ক) মণিময়

পুষ্পময় রতি-কাম দিয়াছিলা রায়।
কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায়॥
কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী।
রতি-দান ছলে তারে পাঠাইলা রতি॥
চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি।
বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি॥

সবিতা পদ্যাম্বুজানাং ভুবি তে নাদ্যাপি সমঃ।
দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥

কবিতা-কমলে তুমি রবি মহাশয়।
নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয়পঞ্চমাক্ষরে গণ তিনবার॥
তিন অর্থে তিনবার মোর নাম প'বে।
অপর শুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥ *
এইরূপে † মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তিভাবে ‡ বিদ্যা বসিলা পূজায়॥
পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর। §
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ॥
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবী গলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥
দেবী-প্রদক্ষিণে বুঝে বর-প্রদক্ষিণ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন॥
ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে॥ ¶
পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময়॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
বুঝিলা কালিকা মোর পূরাইল আশ॥

* (ক) আজ্ঞা তায় জে কহ তাহা মাল্যানি জানাবে
† (খ) শ্লোক দিয়া
‡ (খ) হরিষ হইয়া
§ (ক) পূজা না হইতে রামা আগে মাঙ্গে বর।
¶ ইহার পর (ক) পুঁথির পাঠ
তুমি হারিবে তাহার স্থানে করিতে বিচার।
আমার সেবক সেই রাজার কুমার॥
বর মালা দিয়া তার কর পুরস্কার।
তাহার করিলে মান সন্তোষ আমার॥
তাহার তনয় সেই তোর যোগ্য বর।
বরিহ তাহারে তুমি না করিহ ডর॥

ওথায় মালিনী গিয়া আপনার ঘরে।
কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে॥
[চিত্রকাব্য পায়্যা পায়্যা পুষ্পময়ী রতি।
বুঝিলাম কালী মোর কৈল বিদ্যাপতি॥] *
শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে।
কহিল সঙ্কেতস্থান রথের নিকটে॥
এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায়।
রাখিয়া † রথের কাছে কহিল বিদ্যায়॥
আখিবিথি সুন্দরে দেখিতে ধনী যায়। ‡
অঙ্গুলি হেলায়ে হীরা দুঁহারে দেখায়॥
অনিমেষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥
শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
উর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব॥
দুঁহার নয়ন-ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥
আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল।
ভারত জানায় প্রেম এমনি জঞ্জাল॥

সুন্দর-সমাগমের পরামর্শ

প্রভাতে কুসুম লয়ে হীরা গেল দ্রুত হয়ে §
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি (অ) ঐ কথা নানাজাতি ¶
পুরুষের আটগুণ মেয়ে॥
হীরা বলে ঠাকুরানি কিবা কর কানাকানি
শুভকর্ম্ম শীঘ্র হইলে ভালো।
আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও
আন্ধার ঘরেতে £ কর আলো।
বিদ্যা বলে চুপ চুপ ইহা যদি শুনে ভূপ
তবে বিয়া হয় কি না হয়।

* (খ)র এ অংশ
† (খ) থুইয়্যা
‡ (ক) অস্তে বেস্তে সুন্দরে দেখিতে বিদ্যা যায়।
§ (ক) হীরা গেল দ্রুত হইঞা
¶ (ক) এই কথা কত ভাতি
£ (খ) অন্ধকার ঘরে

গুণসিন্ধু মহারাজ তাঁর পুত্র হেন সাজ
বাপার না হইবে প্রত্যয় ॥
তাঁহারে আনিতে ভাট গিয়াছে তাঁহার পাট
তিনি এলে আসিত সে ভাট।
লস্কর আসিত সঙ্গে শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে
হাটের দুয়ারে কি কবাট ॥
এমনি বুঝিলে বাপা অমনি রহিবে চাপা
অন্য দেশে যাইবে কুমার।
সর্ব্বকর্ম্ম হবে নষ্ট তুমি ত সুবুদ্ধি বট
তবে বল কি হবে আমার ॥
তেঁই বলি চুপে চুপে বিয়া হয় কোনরূপে
শেষে কালী যা করে তা হবে।
হীরা কহে শিহরিয়া লুকায়ে করিবে বিয়া
এ কি কথা ছাপা ত না রবে ॥ *
ঠক ফিরে পায় পায় রাণী বাঘিনীর প্রায়
নরপতি প্রলয়ের কাল।
কোতোয়াল ধূমকেতু কেবল অনর্থ হেতু
পলকেতে † বাড়িবে জঞ্জাল ॥
তোমার টুটিবে মান মোর যাবে জাতি প্রাণ
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।
[সখীরা ঠেকিবে দায় তুমি কি কহিবে মায়
ভাব দেখি কেমন ঘটিবে ॥] ‡
দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে কেমনে আনিবে তারে
ভাবি কিছু না পাই উপায়।
লোকে হবে জানাজানি আমা লয়ে টানাটানি
মজাইবে পরের বাছায় ॥
এই সহচরীগণ এক খিল্লী § এক জন
উদ্দেশেতে করি নমস্কার।
মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার
ঠারে ঠোরে করিবে প্রচার ॥
বিদ্যা বলে কেন হীরা ইহা কহ ফিরা ফিরা
সখীগণে তোমার কি ভয়।
মোর খায় মোর পরে যাহা বলি তাহা করে
মোর মত ছাড়া কভু নয় ॥

যত সখীগণ কয় কেন হীরা কর ভয়
দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া।
বিরহিণী ঠাকুরাণী ঠাকুর মিলাবে আনি
কিবা সুখ ইহা হইতে বাড়া ॥
কেবা দুই মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে
ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী।
সলিল চন্দন চুয়া কুসুম তাম্বূল গুয়া
যোগাইব এই মাত্র জানি ॥
বিদ্যা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল *
তিনি ভাবিবেন পথ তার।
কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে
নারিকেলে জলের সঞ্চার ॥ †

---

* (খ) এ কি কথা ছাপা কভু রবে ॥
ইহার পর (খ) পুঁথির
শুনিবে ভূপতি রায় সখিরে ঠেকিবে দায়
ভাবো দেখি পশ্চাতে কি হবে ॥
† (খ) তিলেকেতে
‡ (খ) সকলেরে মজাইবে মায়ে বা কি কহিবে
ভাব দেখি কেমন ঘটিবে ॥
§ (ক) একাধিক

* (ক) বিশেষ বুঝাইয়া বলো।
† ইহার পর (ক)
কিন্তু নিবেদন করি লঙ্কাজয়ী হইলা হরি
সুগ্রীবেরে করিয়া সহায়।
ইহার পর (ক) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ।—
শুন বলি লো মাস্যানী বলি তোরে।
মম কান্ত নিতান্ত মিলাহ মোরে ॥
ভয় কি করো না ডর সত্য বলো।
বিধির নির্ব্বন্ধে গোবিন্দ আনি দিল ॥
জেই পণ্ডিত সত্যগুণী জন।
তার রক্ষক সতত ত্রিনয়ন ॥
শুন ভাব ত (?) হাস্য কথা।
ছিল অবিবাহিতা নৃপরাজ সুতা ॥
উষা নাম তাহার জানে সকলে।
রতি পুত্র বলে এ সেই ক্ষণে ॥
বাণনন্দিনী যামিনীতে শুইয়া।
আছে ঘুম ঘোরে সখী সঙ্গে লঞা ॥
কামনন্দন কামে বিভোর হইয়া।
আসিয়া মিলিল সেই অবিবাহিত হইয়া ॥
জলে উজ্জ্বল জ্যোতি পালঙ্ক পাশে।
তথি কামিনী মোর সম বসে ॥
দেখিয়া আলু থালু আছে ঘুম ঘোরে।
চড়ে কাম-কুমার পালঙ্ক উপরে ॥
ভাসে বিকচ কমল স্থির নীরে।
যেন ধাবএ ভৃঙ্গ থুবধ দূরে ॥
সেই প্রায় কুমার কুমারী পাইয়া।
ধরে ভেকে ভুজঙ্গ জেমত ধায়্যা ॥
তেমতি রমণী দেখি মাতোয়াল।
রমণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল ॥

কৈও কৈও কহিবরে কোনরূপে মোর ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি।
তবে পণে আমি হারি হইব তাঁহার নারী
কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী ॥

বেষ্টিত ভূপতি-জাল বর আইল শিশুপাল
পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্টি ছিল।
রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন শূন্য হইতে নারায়ণ
হরিলেন তেঁই সে হইল ॥

ভুজ জোরে নিতম্বে ধরে বেড়িয়া।
উরুযুগ্ম পরি দুহু অঙ্গ লয়া ॥
* * *
কুচকুম্ভ কদম্ব কুসুম শোভা ॥
মকরন্দ পানে অলি ফিরে পাকে।
অলি পরশে পঙ্কজিনী পুলকে ॥
মুখ নির্ম্মল শারদ চন্দ্র ভাতি।
* * কান্ত চকোর পতি ॥
নবকামিনী কান্ত বিহার পাইয়া।
রতি রঙ্গে আনন্দে মগনা হইয়া ॥
রতি ঘুম ঘোরে মুদিত নঞানে।
রস সাগর ভাসে হইয়া মগনে ॥
সুখ জাগত অধিক ঘুম ঘোরে।
রতি আবেশে কম্পিত কান্ত ধরে ॥
জজরা (?) যতনে নব পঙ্কজিনী।
জলদ মু মাঝে যেন সৌদামিনী ॥
তনু জর জর মনসিজ শরে।
ঝর ঝর ঘাম দুই অঙ্গে ঝরে ॥
নবপঙ্কজ পীযূষ পানে অলি।
অতি মত্ত বিদগধ প্রকাশে কেলি ॥
ভুজ কঙ্কণ ঝনঝন শব্দ করে।
তথি নাচএ বেসর নাসা পরে ॥
মণি নূপুর মধুর দ্রুত সরে।
পদঘুঙুর বাজে পদধ্বনি পরে ॥
আলু থালু শ্রবণ চিকুর দুলে।
মকরাকৃত কুণ্ডল কর্ণে দোলে ॥
অলকা চপলা শ্রম ঘর্ম্ম ধীরে।
মনমথ-কুমার কঠোর হিয়া।
ভুজ জোরে নিতম্ব ধরে আটিয়া ॥
তথি কাতর কামিনী ঘুমঘোরে।
উহু মরি মরি বলে ঘন স্বরে ॥
নিশি ভোরে প্রভঞ্জন মন্দ গতি।
নীর হিল্লোলে পঙ্কজ দোলে তথি ॥
মধু পানে আসে ভ্রমরা বিকল।
সেই প্রায় কুমার ফিরে চপল ॥
দেখি কাতর কামিনী মত্ত করী।
ঘন ঝম্পয়ে কামিনী কোল্যে করি ॥
নিজ রাজ বয়ান বিমল অতি।
ঘন দশএ দন্তে বিদগধ মতি ॥
তথি কাতরে কান্ত চায়।
* * *
দেখি সুগম শরীর হৃদয় মাঝে।
মুখ অম্বুজ গঞ্জিত দ্বিজরাজে ॥
দেখি নাগর সুন্দর হৃদি পরে।
বল কে বট হে বলি ভুজ ধরে ॥
বিধি নির্দ্দয় রঙ্গ সমাপ্ত নহে।
অতি ভীত কুমার কুমারী ভয় ॥
ছাড়ি কামিনী সঙ্গপনা ধাইয়া।
দ্বিজ ভারত বাণী সুধা জানীঞা ॥

বিস্ময় দেখিয়া শয়ন তেজিয়া
বিরস হইয়া কামিনী উঠে।
বিধাতার কি বাদ না পূরিল সাধ
এ কি পরমাদ কেমনে ঘটে ॥
হায় হায় হায় ধিক বিধাতায়
হেন যুবরায় দিয়া হরিল।
এ নব যৌবনে বিধির ঘটনে
পুরুষ মিলনে সুখ নহিলে ॥
এমত কহিয়া বিনয়্যা বিনয়্যা
করুণা করিয়া ভূতলে লোটে।
ক্রন্দন শুনিয়া চেতন পাইয়া
শয়ন তেজিয়া সঙ্গতে উঠে ॥
দেখিয়া উষারে চিত্রলেখা বলে
কোলে করি তারে জিজ্ঞাসে বাণী।
পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূতলে পড়িয়া
কান্দ কি লাগিয়া কহ গো ধনি
সখীর বচনে পাইয়া চেতনে
বিমরিষ মনে কহিছে বাণী।
একই নাগর দেব কি কিন্নর
সুর নাগ নর তারে না জানি ॥
নবজলধর জানি কলেবর
দ্বিভুজ সুন্দর বদন-শশী।
তমোঘুম ঘোরে বলে ত আমারে
রমণ বিহরে সে আসি ॥
কি সুখ বর্ণিব কি তোরে বলিব
কেমতে পাইব নাগর মণি।
নবীন নাগর গুণের সাগর
রসে গর গর শুনলো ধনি ॥

তেমনি আমার মন তাঁহে চাহে অনুক্ষণ
ভয় করি বাপ ভাই মায়।
রুক্মিণীর মত করি হরি হয়ে লউন হরি
এই নিবেদন তাঁর পায় ॥

ওরূপ মাধুরী যাইব নিহারি
কামিনী বিহরি কাম বিভোরে।
কিবা ভুরু টান কামের কামান
জর জর প্রাণ কটাক্ষ শরে ॥
হরষিত মনে রমণী রমণে
একই পরাণে রস বিহরে।
রতি সহ মনে বদন চুম্বনে
কুচ পরশনে তনু বিহরে ॥
বাদ বিধি সনে উন্মিল নয়ানে
চাহি কান্ত পানে হরিষ হইআ।
জাগ্রত জানীঞা মনে কি বুঝিঞা
রমণী ছাড়িঞা পলায় ধাইয়া ॥
সেই গুণমণি যদি দেহ আনি
তবে সে পরাণি রাখবো সই।
নইলে এখনে তেজিব জীবনে
নাগর বিহনে আমি না রই ॥
শুনি বোলে সখি শুন শশিমুখি
চিত্রে আমি লেখি ই তিন লোকে।
সুর নাগরে লিখিঞা দিব তোরে
ইহার মধ্যে [রে] যদি সৈ থাকে ॥
মোহিনী করিঞা তারে ভুলাইআ
প্রকারে আনিয়া দিব লো তোরে।
এমন শুনিঞা উষা হৃষ্ট হইয়া
বোলেত লেখিঞা দেখাও মোরে ॥
চিত্ররেখা লেখে ত্রিজগত লোকে
উষা পতি দেখে দ্বারকা মাঝে।
এই সে আমার পরাণ নাগর
কে বট কাহার ঈশ্বর রাজে ॥
তার পরিচয় চিত্রলেখা কয়
শুনি বিস্ময় ভূপতিসুতা।
আনি দেহ বলে চিত্রলেখা চলে
কামসুতে ছলে দ্বারিকা যথা ॥
প্রকার করিয়া তাহারে হরিয়া
মিলাইল আনিয়া উষা সহিতে।
নৃপতি কুমারে আনিয়া সত্বরে
মিলাও আমারে ত্বরিতে ঘরে ॥
শুনিঞা মাল্যানী না কহে বাণী
নৃপতিনন্দিনী বোলে তাহারে।

এত বলি চারুশীলা £ হীরারে বিদায় দিলা
হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল।
রায় বলে এ কি কথা কেমনে যাইব তথা
ভারতের ভাবনা হইল ॥

সন্ধি খনন

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে।
করকলিতাসি-বরাভয়মুণ্ডে ॥
লকলক-রসনে কড়মড়দশনে
রণভূমি-খণ্ডিত-সুররিপু-মুণ্ডে।
অট্টঅট্ট-হাসে কটমট-ভাষে
নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে ॥
লটপট-কেশে সুবিকট-বেশে
হুতদনুজাহুতিমুখশিখিকুণ্ডে।
কলিমলমথনং হরিগুণকথনং
বিরচয় ভারতকবিবর-তুণ্ডে ॥

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥
কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখী এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে ॥
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিল পূজায় ॥
মনোনীত মালিনী যোগায় উপহার।
পূজা সমাপিয়া * স্তুতি † করয়ে কুমার ॥
কালের কামিনী কালী কপালমালিকা।
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা ॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া। ‡
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥ §

ভারত বরণ রুক্মিণী হরণ
শ্রীযদুনন্দন যেমন প্রকারে ॥

* * *

পুন বিদ্যা মৃদুস্বরে কহিছে হীরার তরে
শুনহ আমার নিবেদন।
বিদ্যা বলে নিরীক্ষণে চল তুমি এইক্ষণে
বিলম্ব না কর অকারণ ॥

£ (ক) চন্দ্রাশীলা
* (খ) সমর্পিয়া
† (খ) স্তব
‡ (খ) নিরীক্ষণ ক্ষণে
§ (খ) ক্ষীণ হনু ক্ষীণ মাজা ভাবি ক্ষণে ক্ষণে ॥

স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না * হইয়া।
সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া ॥ †
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র ‡ বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁদকাঠি দিলা ফেলাইয়া ॥
পূজা করি সিঁদ্‌কাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটীতে ভেজায় ॥
অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁদ কাটি বিঁদ কর কালিকা কহিল ॥
আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড়।
ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড় ॥
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।
মাটী কাটি পথ কর অনাদ্যার বরে ॥
সুড়ঙ্গের মাটী কাটি উড়ে যাবে রায়।
হাড়িঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা-আজ্ঞায় ॥
কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ।
মালিনী-বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ ॥
ঊর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার ॥
সুন্দরের চোর নাম তেঁই সে হইল।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল ॥ §

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি

ত্রিপদী।

বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস
সুন্দর সুন্দর সাজে।
কি কহিব শোভা রতিমনোলোভা
মদন মোহিত লাজে ॥
চলিল সুন্দর রূপ-মনোহর
ধরিয়া ¶ বরের বেশ।
নবীন নাগর প্রেমের সাগর
রসিক রসের শেষ ॥
উরু গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু
কাঁপয়ে আবেশ-রসে।
ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছে চায়
অবশ অঙ্গ অলসে ॥

* (খ) সদয়
† (খ) করিতে সুড়ঙ্গ পথ উপায় কহিলা
‡ (খ) সিদ-মন্ত্র
§ (ক) সেই হৈতে সিন্ধু চুরি ভারত কহিল।
¶ (খ) করিয়ে

ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে
না জানি কি হবে গেলে।
চোরের আচার * দেখিয়া আমার
না জানি কি খেলা খেলে ॥
ওথায় সুন্দরী লয়ে সহচরী
ভাবয়ে মন আকুল।
করিয়া কেমন আসিবে সে জন
ঘুচিবে দুঃখের শূল ॥
দুয়ার যতেক দুয়ারী ততেক
পাখী এড়াইতে নারে।
আকাশ বিমানে যদি কেহ আনে
কি জানি নারে কি পারে ॥
কি করি বল না আলো সুলোচনা
কেমনে আনিবে তাঁরে।
তাঁরে না দেখিয়া বিদরিছে হিয়া
যে দুখ তা কব কারে ॥
[কাটিয়ে ধরণী করয়ে সরণী
তবে হল বুঝি পথ।
কপালে কি আছে কব কার কাছে
কে পুরাবে মনোরথ ॥] †
চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুনকণা। ‡
কর্পূর তাম্বুল লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝনঝনা ॥
ফুলের মালায় সূচের § জ্বালায়
তনু হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ বায় যেন বজ্রঘায় ¶
অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে £
কানে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার
পোড়ায় মোর শরীর ॥
এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেমন কালসাপিনী।

* (খ) আকার
† (খ) এ অংশ।
‡ কুসুম কস্তুরী যত অঙ্গের ভূষণ শত
মলয়জ অঙ্গে লাগে শূল ॥
(বস, ৮৩)
§ (ক) দ্বিগুণ
¶ (ক) বজ্রপ্রায়, (খ) ও (বি) বজরের ঘায়
£ (খ) কোকিলার তানে ভ্রমরার গানে

শয্যা হ'ল শাল লজ্জা হ'ল কাল
কেমনে জীবে তাপিনী ॥ *
রজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়িছে
কি ছার বিছার জ্বালা।
বৎসরে তিলেকে প্রলয় পলকে
কেমনে বাঁচিবে বালা ॥
ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায় †
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায় সখীরা জাগায়
বঁধু এল এই ব'লে ॥
এরূপে কামিনী কাটিছে যামিনী
সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ উদয় ॥
দেখি সখীগণ চমকিত মন
বিদ্যার হইল ভয়। ‡
হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল
রাজহংস দেখি হয় ॥
এ কি লো এ কি লো এ কি কি দেখি লো
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব নাগ § কি মানব
কেমনে এল এখানে ॥
কপাট না নড়ে গুঁড়াটি না পড়ে
কেমনে আইল নর। ¶
ভারত বুঝায় না চিন ইহায়
[illegible] য় ॥

সুন্দরের পরিচয়

এ কি দেখি অপরূপ দেখ লো সই।
ভুবন-মোহন রূপ।
কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া
আইল নাগর ভূপ।
এ জন যেমন না দেখি এমন
[illegible]

থাকে সব ঠাঁই কেহ দেখে নাই
বেদেতে কহে অনূপ।
ভারতের নিধি মিলাইল বিধি
না কহিও চুপ চুপ ॥

বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয়।
কে তুমি আইলা হেথা দেহ পরিচয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা নাগ নর।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥
সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর।
দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ॥ *
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয়।
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ॥
আসিয়াছি তোমার ঠাকুরঝির পাশে।
বাসা করিয়াছে হীরা মালিনীর বাসে ॥ †
প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট।
পত্রপাঠ ‡ শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট ॥
বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার।
আহূত § অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি।
শুনি সিংহাসন দিতে কহিলা রূপসী ॥
বসিয়া ¶ চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার ॥
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে ॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে যায় বন্ধ ॥
দেখামাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই।
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই ॥ ψ
কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর।
হাসিতে তড়িতে জিনে পয়োধরে হর ॥
জিনিলেক £ এত জনে যে জন বিচারে।
দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে ॥

---

* (খ) পরাণী
† (ক) ধূলায়
‡ (খ) বিদ্যার চমক রয়
§ (খ) যক্ষ
¶ কপাট নাহিক খশে বসিলা বিদ্যার পাশে
[illegible]

* (খ) দেব যক্ষ নাগ নহি আমি বটি [illegible]
† (ক)র অতিরিক্ত পাঠ—
তোমার ঠাকুরঝির প্রতাপ এমনি
আসিতে সুড়ঙ্গ পথ দিলেন ভবানী
‡ (খ) শুভপাট, (বি) সূত্রপাঠ
§ (খ) অভুক্ত
¶ (খ) আসিয়া
ψ (খ) পরাণ হারাই
£ (খ) হারাইল

হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার।
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার॥
রতির সহিত দেখা হইবে যখন।
কেবা হারে কেবা জিনে বুঝিব তখন॥
অধোমুখী সুমুখী অধিক পায় লাজ।
সাক্ষী হৈও সখীগণ কহে যুবরাজ॥
সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর।
আমার সাধ্য কি দিতে তোমার উত্তর॥
উত্তমে উত্তমে মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে॥
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার॥
কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ।
নইলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ॥
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহিছে সুন্দর।
বলহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর॥
সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদুস্বরে।
মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া ঘরে॥
চোরবিদ্যা বিচারে আমার নহে পণ।
চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন॥
সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে।
উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে॥
কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই॥
চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা। *
আমি নিজে চোরে দিব বাকী আছে যেবা॥
এইরূপে দুইজনে কথার পাঁচাপাঁচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচা-আঁচি॥
হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহ-পাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল।
সখী উপলক্ষ মাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল॥
ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরা করি।
কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরি॥

---

* (খ) আইলে আপন চোর নাহি ধরে কেবা।

বিদ্যাসুন্দরের বিচার

গোমধ্য-মধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভূচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি।
এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহলোচন ধরণী॥
সিংহের মাজার সম মাজার বলন।
মৃগের লোচন সম তোমার লোচন॥
সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর।
তাঁহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর॥
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে।
পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে॥
লোচন-শ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়।
বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায়॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ।
এখন করিল কিবা আছিল অভ্যাস॥
পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে।
তবে ত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে॥ *
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী সম্বোধনে।
না বুঝিনু না শুনিনু ছিনু অন্যমনে॥ †
সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন।
যত বল তত পারি নূতন রচন॥

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
ররাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বত-গহ্বরে বিরহীর পরমাদ॥
পবন-অশন পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।‡
তাহারে আহার করে ময়ূর বিহঙ্গ॥
তম অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।
যার পিছে চাঁদ-ছাঁদ ডাকিলেই সেই॥

---

* (খ) তবে ত অভ্যাস ছিল বুঝিব নিশ্চয়।
† শুনহ কুমার তুমি বলিলে যে কি।
অন্য হলে আছিলাম মন নাহি দি॥ (বল, ৮৭)
‡ (বি, ৫৮) করে জানহ ভুজঙ্গ

শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে।
ইহার অধিক আর হারি কারে বলে॥
[পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥]*
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক॥
মধ্যবর্ত্তী হইলা মদনপঞ্চানন।
যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন॥
কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয়-পবন।
ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ॥
আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ করিলা সুন্দর।
সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর॥
বিচারের কোট মনে ছিল লক্ষ লক্ষ।
কিছু স্ফূর্ত্তি নাহি হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥
[মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হইলা মদন।
যার সঙ্গে ষড় ঋতু ছয় দরশন॥] †
বেদান্ত একাত্মবাদী ন্যাত্মবাদী তর্ক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক॥
বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥
সাঙ্খ্যেতে কি হবে সঙ্খ্যা আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন॥
শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার॥
শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল।
মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হারি করে দিল॥
দুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া।
মধ্যস্থ মুদ্দাই ‡ হয়ে দেয় ভুলাইয়া॥ §
সুন্দর কহেন রামা কি হইল সিদ্ধান্ত।
বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত॥
অন্য শাস্ত্রে যে সব সে সব কাঁটা-বন।
"তত্ত্বন্ত বাদরায়ণে" প্রমাণ লিখন॥
রায় বলে এক-আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হর-গৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা॥

---

* (খ) পণ্ডিতে পণ্ডিতে মেলা শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।
সুন্দরে বিদ্যার মিলে রসের প্রসঙ্গ॥
† (খ)র এ অংশ।
‡ (খ) অন্যাই
§ (খ) হাপা চাপা দিএ রায় দেয় হারাইয়া।

ব্যস্ত * হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়।
বিয়া কর বর কন্যা রাত্রি বয়ে যায়॥

——

বিদ্যা-সুন্দরের কৌতুকারম্ভ

নব নাগরী নাগর বিহরে।
লাজ-ভয়ে আর কি করে॥
সময় পাইল মদনে মাতিল
কোকিল কোকিলা কুহরে।
রসে গর গর অধরে অধর
ভ্রমর-ভ্রমরী গুঞ্জরে॥
সখিগণ সঙ্গে গায় নানা রঙ্গে
অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে।
রাধাকৃষ্ণে রাস হাস-পরিহাস
ভারত উল্লাস অন্তরে॥

[বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥]†
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥ ‡
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায়॥
খিক্ খিক্ অধিক আছিল সখী তায়।
নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায়॥
নয়ন অধর কর জঘন চরণ।§
দুহার কুটুম্ব সুখে ¶ করিছে ভোজন॥
বুঝহ চতুর ৪ এই প্রচ্ছন্ন বিহার।
ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ বিহার॥
পালঙ্কে বসিয়া সুখে ৭ যুবক-যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি॥

---

* (ক) ও (খ) ব্যস্ত
† (খ) বিভাহ না হৈলে কাম না হয় নির্ব্বাহ।
মন আঁখি চার করে গন্ধর্ব্ব বিবাহ॥
‡ (খ) বিদ্যা করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ।
§ (খ) দুজন চরণ
¶ (খ) মুখে
৪ (খ) রসিক
৭ (খ) বসিল দুই

গোলাপ আতর চুয়া কেশর কস্তুরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পুরি ॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পুরি কনকের থালা ॥
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি ॥
শীতল গঙ্গার জল কর্পূর-বাসিত।
পাখা মোরছল শ্বেত চামর ললিত ॥
মিঠা পান* মিঠা গুয়া চূণ পাথরিয়া।
রাখে ছুটা † বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া ॥
রাখে লঙ্গ এলাচী জয়িত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল ॥
প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী ॥‡
কোকিল কোকিলামুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া ॥
মুখে মুখে মধুকর মধুকর-বধূ।
গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু।
[চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর ॥] §
বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিলা গীত যন্ত্রের বাদন ॥
আলাপি বসন্ত-রাগ রাগিণীর সঙ্গ। ₰
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ ॥
বীণা বাঁশী তম্বুরা ররাব কপিনাশ।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ ॥£
অঙ্গুলে ঘুঙ্ঘুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
সম্ভোগশৃঙ্গার-রসে লেগে গেল রঙ্গ ॥
প্রস্তাব মূর্চ্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিশাইয়া।
সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া ॥
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান ॥¶
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাহিতে লাগিলা ॥

দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন ॥ *
কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে।
যন্ত্র-তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে ॥
লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাজে ভয়।
লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয় ॥

বিহারারম্ভ

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধান ধুতি পড়িছে খাসয়া ॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল ॥
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে
ধনী বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়ে ॥
কুচপদ্মকলি কবিরাজ করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে ॥
নৃপনন্দন পিন্ধন-বাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয়-হাত ধরে ॥

---

* (ক) সাঁচী পান
† (খ) রাখে ছটা
‡ (খ) সুগন্ধ মারুত বহে পরিপূর্ণ শশী
§ (খ) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ
₰ (খ) আলাপিয়া সপ্ত ছয় রাগিনীর সঙ্গ।
£ (ক) রাগের প্রধান
¶ (খ) সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি আরম্ভিলা গান।

* ইহার পর (খ)র অতিরিক্ত পাঠ—
নিজ নিজ রব করে পক্ষগণ যত।
মদনে মাতিয়া সবে রমণীতে রত ॥
নগরের মাঝে যত আছে সরোবর।
তাহে সুখে ক্রীড়া করে যত জলধর ॥
মধুর সুনাদ করে কামিনী সহিত।
সে রস শুনিয়া দুহে মদনে মোহিত ॥
বিদ্যার মহলে এক আছে সরোবর।
উপলে রচিত ঘাট অতি মনোহর ॥
তার চারিপাড়ে নানা কুসুমের বন।
মধুর সুনাদ তাহে করে পক্ষিগণ ॥
সরোবরে শোভা করে কমল সকল।
কোকনদ কুমুদ কহ্লার শতদল ॥
বকুলের বৃক্ষ আছে সরোবর তীরে।
মধুপান করিবারে অলিগণ ফিরে ॥
অলিকুল আকুল বকুল ফুল পরে।
গুণ গুণ রবে খুন ত্রিভুবন করে
রক্তবর্ণ পর্ণসব বৃক্ষে সুশোভন।
দেখিলে সে সব শোভা ভোলে মুনি মন
এই সব শোভা দুহে দেখি সরোবরে।
জর জর কলেবর মদনের শরে
পালঙ্কে বসিয়া বিদ্যা সুন্দরের সনে।
আঁখি কয়ি ইঙ্গিত করিল সখিগণে

বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া॥
ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
নব-যৌবন জোরের যোগ্য নহে॥
রতি এমন কেমনে জানি কবে।
প্রভু আজি কর ক্ষমা কালি হবে॥
তুমি কামরণে রণ-পণ্ডিত হে।
করুণা কর না কর পীড়িত হে॥
চরণে ধর কি চরণে ধরিব।
যদি জোর কর মরমে মরিব॥
রস লাভ হবে রতিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥
যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পরফুল্ল ফুলে কর পান মধু॥*
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥
নখ-আঁচড় লাগিল দেখ কুচে।
জ্বলিছে রুধির দুখ নাহি ঘুচে॥
গুণসাগর নাগর আগর হে।
নট না কর না কর না কর হে॥
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।
তনু মোর মনোজ-শরে দহিছে॥
তুমি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো॥
কুচশম্ভু-শিরে নখ-চন্দ্রকলা।†
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট-ছলা॥
কুচ-হেমঘটে নখরক্তচ্ছটা।
বলি হারি সুরঙ্গ প্রবালঘটা॥
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।‡
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া§ ভ্রমর পশিল কমলে॥
রতিরঙ্গ-রণে মাতিল¶ দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে॥

---

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ।
তরুণী বিনয়ে কবি নাহি রহে।
মরি হে মরি হে প্রিয় ছাড়ে অহে॥
† (খ) শিবলিঙ্গে কুচে নখচন্দ্রকলা
‡ (খ) তাড়িলে
§ (ক) বসিয়া
¶ (ক) মজিলা

বিহার

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুমশর খর শর জর জর
তর তর থর থর অঙ্গে॥*
রতিম-সাগর † নাগরী নাগর
সুন্দর সুন্দরী কোলে।
চুম্বন বদন মদন-রস-মোহিত
লোহিত কুচ নেত বোলে॥
রতিমদপাগর নাগরী-নাগর
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজ ঘর রতি রতিনায়ক
কুলপিল কুলুপ কপাটে॥
ঝম্পই সঘন নিতম্ব ধরাধর
অধর ধরাধরি দন্তে।
জঘন জঘনপর হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমর দুরন্তে॥
ঝন ঝন কঙ্কণ রুণু রুণু নূপুর
ঘুমু ঘুমু ঘুঙ্ঘুর বোলে।
লট পট কুন্তল কুণ্ডল ঝলমল
পুলকিত ললিত কপোলে॥
শ্বাস-পবন ঘন ঘন ঘন খেলই
হেলই সঘন নিতম্বে।
দংশই দশন দশন মধুরাধর
দুঁহু তনু দুঁহু অবলম্বে॥
দুঁহু ভুজ পাশহি দুহু জন বন্ধন
সম রস অবশ দু অঙ্গে।
দুঁহু তনু ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন
উথলিল মদন-তরঙ্গে॥
নববয় নাগর নাগরী নববয়
চিরদিন ভুক পিয়াসা।
সমর কড়াকড় অঝড় ঝড়াঝড়
তাবত যাবত আশা॥
পুরণ আহুতি অনল নিভায়ল
রতিপতি হোম নিবারে।
বরষিল মেঘ ধরণী ভেল শীতল
ঝড় দল বাদল ছাড়ে॥

---

* (খ) অতিরিক্ত পাঠ
রতিরসে গরগর সুন্দর সুন্দরী।
করে চুম্বই বদন মদন মোহিত নখ কুচ জোরে॥
† রতিমদ পাগর

চুম্বন চুচুক্তি শীৎকৃতি শিহরণ
কোকিল কুহরে পলায়ে।
সয় অবলম্বন বালিশ আলিস
মুদিত নয়ন ঢুলায়ে ॥
অলস অবশ দুঁহু অঙ্গ অচেতন
ক্ষণ রহি চেতন পায়ে।
উপজিল হাস বাস পরি সম্ভ্রম
রসবতী বাহিরায়ে যায়ে ॥
সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল
নম্রমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে শুন লো সুন্দরি
লাজ কর কোন্ কাজে ॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা

শুন শুন সুনাগর রায়।
আপন মণি মন বেচিনু তোমায় ॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি মোর তাহে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেও আর দিকে নাহি যেয়ো
সদা এক ভাবে চেয়ো এই রাধিকায় ॥
তুমি হে প্রেমের বশ তেঁই কৈনু প্রেমরস
না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কার কাছে
ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায় ॥

রসিক রসিকা সঙ্গে যুবক যুবতী।
বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি ॥
সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধমালায়।
মিষ্ট জল পান করি জলপান খায় ॥
সহচরী চামর ব্যজন করে অঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ-প্রসঙ্গে ॥
আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায় ॥
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান ॥
এ নয়ন-চকোর ও মুখ সুধাকর।
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর ॥
বিরহ-দহন-দাহে যদি রহে প্রাণ। *
রজনীতে করিব ও মুখ-সুধাপান ॥

রায় বলে আমি দেহ তুমি যে জীবন।
বিচ্ছেদ তখনি হবে যখন মরণ ॥ *
যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার।
তোমার কি আমার কি ভাব পর আর ॥
এত বলি বিদায় হইয়া থুথি ধরি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী ॥
পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি।
মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি ॥
করিয়া প্রভাত-ক্রিয়া দামোদর-তীরে।
স্নান-পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে ॥ †
মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা।
রাজবাড়ী গেলা সাজাইয়া সাজি-ডালা ॥
যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার।
বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত-আকার ॥
স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা-বিনোদিনী।
নিকটে রাখিয়া ‡ মালা বসিলা মালিনী ॥
সখীগণে সুন্দরী কহিলা আঁখিঠারে।
রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে ॥
বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয়।
ভাবিয়া উত্তরকাল মায়ে পাছে কয় ॥
ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে ॥ §
বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায়।
আনিতে হেথায় তারে কি কৈলা উপায় ॥ ¶
হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায়।
কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায় ॥
তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে।
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে ॥
কোন্ মতে কোন্ পথে কেমনে আসিবে।
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে ॥ ¶
কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে।
মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে ॥
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ-মায়।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায় ॥

---

* (খ) বিরহ অনল খায়্যা যদি থাকে প্রাণ ॥

* (খ) কেমনে বিচ্ছেদ কর নহিলে মরণ ॥
† (ক) মাল্যানীর ঘর
‡ (খ) থুইয়া
§ (ক) প্রসব বেদন তবু পতি সঙ্গ করে।
¶ ইহার পর (খ)র পাঠ—
রাখিয়াছি প্রাণ পায়্যা তোমার আশ্বাস।
কতদিনে ওগো আয়ো হইবে মাশাষ ॥
¶ (খ) কে ধরিবে কে মরিবে বিপাকে মজিবে।

বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে যা'য়।
ধর্ম্ম জানে আমি নহি এ সব কথায় ॥
বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল।
পূর্ব্বমত বাজার করিয়া আনি দিল ॥
রন্ধন ভোজন করি বসিলা সুন্দর।
মালিনীরে কন কথা সহাস্য অন্তর ॥
বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥
হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান্।
কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান ॥
হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী।
কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরী ॥
আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা।
মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা ॥
রাজাকে রাণীকে কয়ে ঘটাইতে পারি।
চুপে চুপে কোনরূপে আমি ইহা নারি ॥
[কোন্ পথে কোন্ মতে কেবা লয়ে যাবে।
কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে ॥] *
লুকায়ে করিতে কাজ দু'জনারি সাধ।
হায় বিধি ছেলে-খেলা এ কি পরমাদ ॥
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে।
কার ঘাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে ॥
এত বলি মালিনী আপন কাজে যায়।
সুড়ঙ্গ কিরূপে ছাপে ভাবিছেন রায় ॥ †
বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী।
বৈকালে সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী ॥
সুন্দর বলেন মাসী বুঝিনু সকল।
যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল ॥ ‡
বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে।
ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে ॥
যত আশা ভরসা সকল হইল মিছা।
এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা ॥
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ॥
শেষে ফাঁকি দিয়া কথার কোলানী।
বুঝা গেল ভাল মাসী বোনিপো-ভুলানী ॥ §

মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা ॥
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে।
একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে ॥
রজনীতে তুমি মোর না কর সন্ধান।
যাবত সাধন মোর নহে সমাধান ॥
এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া।
বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া ॥
বুঝহ চতুর সব এ কি চতুরালী।
কুটিনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালী ॥
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী।
সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী ॥
গীত-বাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মন।
মত্ত দেখি দু'জনে পলায় সখীগণ ॥ *
ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর।
সাধু লোক চোর হয় চুরি শুনে তোর ॥

বিপরীত বিহারারম্ভ

সুন্দরীর করে ধরি সুন্দর বিনয় করি
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিন দুপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী ॥
গিরি অধোমুখে কাঁদে এ কথা কহিতে চাঁদে
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী ভূতলে পড়িল খসি
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে ॥
কি দেখিনু আহা আহা আর কি দেখিব তাহা
কি জানি ঘটাবে বিধি কবে।
তুমি কন্যা এ রাজার তোমারি এ অধিকার
দেখাও যদ্যপি দেখি তবে ॥
বিদ্যা বলে মহাশয় এ না কি সম্ভব হয়
রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ।

* (খ) কে দেখিবে কে শুনিবে কেবা লয়্যা যাবে।
বিদেশী বিপাকে পড়ি পরাণ হারাবে ॥
† (খ) সুড়ঙ্গ উপরে শয্যা করি সুল্যা রায় ॥
‡ (খ) শাস্ত্রে বলে দেবের অধিক নাই বল
§ ভাগিনা-ভুলানী

* (খ)র অতিরিক্ত পাঠ :—
পূর্ব্বমত কামহোম করি সমাপন।
সুরতান্তে শান্ত হয়্যা বসিল দুজন ॥
আলিসে বালিশে হেলি কোলে শুয়ে প্রিয়ে।
ধরিয়ে দুখানি কুচ মুখানি চুম্বিল ॥
ধরারে মদনরসে অধীরে দেখিয়ে।
ধীরে ধীরে কহে ধীর অধীর হইয়ে ॥

এ দুঃখে যদ্যপি তার এখনি দেখাতে পার
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ ॥
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে মুচকি হাসিয়া বলে
বড় অসম্ভব মহাশয়।
শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গ'য়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥
রায় বলে আমি করী তুমি কমলিনীশ্বরী
বান্ধহ মৃণাল-ভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি ফুল্ল কুমুদিনী তুমি
উঠ মোর হৃদয়-আকাশে ॥
নয়ন খঞ্জন মোর নয়ন চকোর তোর
দোঁহে মিলি হাসিবে এখনি।
ঘামছলে কুচগিরি কাঁদিবেক ধীরি ধীরি
করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥
শুনি মনে মনে ধনী বাখানে নাগরমণি
বিনা মূল্যে কিনিলে আমারে।
অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ
এড় মেনে হারিনু তোমারে ॥
পুরুষের ভার যাহা নারী না কি পারে তাহা
তুলিতে আপন ভার ভারি।
এবে জানিলাম দড় পুরুষ নির্লজ্জ বড়
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥
শিখিয়াছ যার কাছে তাহারি এ গুণ আছে
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে।
ভাল পড়া পেয়েছিল ভাল পড়া পড়াইল
লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে ॥
লাজ নাহি চল চল কেমনে এমন বল
পুরুষের এত কেন ঠাট।
যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে
কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥
চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে।
ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
নিদ্রা যায়ো নিদ্রা যাই তবে ॥
আমারে বুঝাও ভাবে এ কর্ম্মে কি সুখ পাবে
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
হৃদয়ের রাজা হয়ে চোর হেন হেঁটে রয়ে
কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া ॥
করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।
তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত
এ কি বিপরীত কথা শুনি ॥
রায় বলে পুনপুন সাধিলে যদি না শুন
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল।
কথায় বুঝিনু কাজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ
লাজ লয়ে করহ কৌশল ॥
দিয়াছি যে আলিঙ্গন করিয়াছি যে চুম্বন
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুন কালী নাহি দিও গালাগালি
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥
হাসি ঢ'লে পড়ে ধনী কি বলিলা গুণমণি
ফিরে দিব চুম্ব-আলিঙ্গন।
এ কি কথা বিপরীত দুই দিকে বিপরীত
দায়ে কাটে কুমড়া যেমন ॥
না দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু
না পারিব থাকিতে প্রদীপ।
ভারত দিলেন সায় যে কর্ম্ম করিবে তায়
অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ ॥

বিপরীত-বিহার

মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িলা প্রেমতরঙ্গে ॥
আলু থালু লাজে কবরী খসি।
জলদের আড়ে লুকায় শশী ॥
লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ ॥
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্ঘুর বোলে ॥
আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে।
মুখ পুরে মুখ কর্পূর পুগে ॥ *
ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে।
রন রন রন নূপুর গাজে ॥
দংশয়ে পতির অধরদলে।
কপোত কোকিলা কুহরে গলে ॥
উথলিল কামরস-জলধি।
কত মত সুখ নাহি অবধি ॥
ঘন ঘন ভুরু কামান টানে।
জরজর করে কটাক্ষ-বাণে ॥
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে।
অধীরা হইয়া অধর চাপে।

* (খ) ভুগে

ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম।
কোথায় বসন ভূষণ দাম॥
তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে॥
অটল আছিল টলিল রসে।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে॥
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর।
আহা মরি বলি চুম্বে অধর॥
অবশ দোঁহে মুখমধু খেয়ে।
উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে॥
জয় জয় দুই বীরের ঘায়।
রতি লয়ে রতিপতি পলায়॥
এইরূপে নিত্য করে বিহার।
ভারত ভারতী রসের সার॥
কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞায় ভারত গায়।
হরি বল পালা হইল সায়॥

সুন্দরের সন্ন্যাসি বেশে রাজদর্শন

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণসাগর হে॥

কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী
অবধূত জটাধর হে।
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী
কখন খেঁটেল কখন ভাঁড়ারী
কখন লুঠেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে॥
কখন নাপিত কখন কাঁসারী
কখন সেকরা কখন শাঁখারী
কখন তামুলী তাঁতি মণিহরী
তেলী মালী বাজীকর হে।
কখন নাটক কখন চেটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক
ভারতের মনোহর হে॥

এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী।
কামরসে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী॥
কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায়॥
টাকা লয়ে বাজার বেসাতি করে হীরা।
লেখা-জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা॥
রন্ধন ভোজন করে ক্ষণেক শুইয়া।
নগর-ভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া॥
আগে হৈতে বহু রূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেশে ব্রহ্মচারী॥
রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার॥
দেখিব রাজার সভা সভাসদ্‌গণ।
আচার বিচার রীতি চরিত্র কেমন॥
সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব॥
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে॥
করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা।
বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা॥ *
কটিতে কৌপীন ডোর রাঙ্গা বহির্ব্বাস।
মুখে শিবনাম তেজ সূর্য্যের প্রকাশ॥
উপনীত হৈল গিয়া রাজার সভায়।
উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায়॥
নারায়ণ নারায়ণ স্বরে কবিরায়।
শ্বশুরে প্রণাম করে এ ত বড় দায়॥
আর সবে প্রণমিল লুটিয়া ধরণী।
বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি॥
সভাসদ্ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোঁসাই।
কোথা হইতে আসা আসন কোন্ ঠাঁই॥
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা॥
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে।
আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে॥
এ দেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ।
আইলাম বাপারে করিতে আশীর্ব্বাদ॥
রাজার তনয়া না কি বড় বিদ্যাবতী।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই।
যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই॥

---

* (খ) সহস্র রুদ্রাক্ষ অঙ্গে কাঁধে মৃগছাল॥

অনেকে আসিয়া না কি গিয়াছে হারিয়া।
দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া॥
বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যার অভ্যাস।
নারীর এমন পণ এ কি সর্ব্বনাশ॥
বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম দাস হব তারি॥
গুরু-কাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার॥
সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম॥
তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায়॥
পরাইব জটা ভস্ম পরাইব ছালা।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মালা॥
তীর্থব্রতে লয়ে যাব দেশদেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে॥
কানাকানি করে পাত্র মিত্র সভাসদ্।
রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ্॥
তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা॥
হারিলে ইহাকে নাহি বিদ্যা দেয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়॥
সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
রাজা বলে গোঁসাই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল॥
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার॥
সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া।
বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া॥ *
হায় কেন মাটী খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোর তোর প্রতিজ্ঞায়॥
যত রাজপুত আনি পলায় হারিয়া।
অভাগী বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া॥
এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার।
হারাইবা হারিবা হইল দুই ভার॥ †
বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই।
এমনি থাকিব আমি যে করে গোঁসাই॥
সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ।
দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ॥

---

* (খ) বিদ্যারে রাণীরে কহে অন্তঃপুরে গিয়া
† (ক) হারে বা হারাইবা হইব দুই ভার

সভাসদ্ সকলেরে জিনিয়া বিচারে।
সন্ন্যাসী প্রত্যহ কহে আনহ বিদ্যারে॥
প্রত্যহ * কহেন রাজা আজি নহে কালি।
তেজস্বী দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি॥
এইরূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা।
বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন্ জনা॥
ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী চোর-চূড়ামণি॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের রহস্য

নাগরি কেন নাগর হেলিলে।
জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে॥†
আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায়
মঙ্গল-কলস হায় চরণে ঠেলিলে।
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁবে সেই ধনী
মণি-ছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে॥
নলিনী করিয়া হেলা ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা কি খেলা খেলিলে।
মান তারে পরিহার সাধি আনি আরবার
গুমানে কি করে আর ভারত দেখিলে॥

এক দিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি।
আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী॥
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে।
শুনিনু বাপের মুখে জিনিল সভারে॥
রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই।‡
আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোঁসাই॥
যবে আমি হেথা আসি দেখা তার সঙ্গে।
হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়।
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়॥
বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাহি কাজ।
রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ॥
আমার অধিক পাবে পণ্ডিত কিশোর।§
তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর॥

---

* (খ) নিতিনিতি
† (ক) মহারাজ চক্রবর্ত্তী চোর চূড়ামণি
নাগরীকে ওহে নাগর দিলে আনি টানি ফেলে
‡ (খ) রায় বলে মোরে তুমি আর কয়ো নাঞি।
§ (খ) রূপে গুণে বড় পাবে নিধি ও কিশোর।

পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে।
ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে॥
বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন॥
এরূপ দুজনে ঠাট কথায় কথায়।
কতেক কহিব আর পুঁথি বেড়ে যায়॥
এইরূপে রজনীতে করিয়া বিহার।
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার॥
স্নান পূজা হেতু গেল দামোদর-তীরে।
ফুল লয়ে গেল হীরা বিদ্যার মন্দিরে॥
সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে।
আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে॥
কি শুনিনু কহ গো নাতিনী ঠাকুরাণি।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে জানাজানি॥ *
কান্দিয়া কহিতে পোড়ামুখে আসে হাসি।
বর নাকি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী॥
দাড়ী তার তোমার বেণীর না কি বড়।
সন্ধ্যা হলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড়॥
আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়।
তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায়॥
ছাই মাখে শরীরে চন্দন বলে ছায়।
দাঁড়াইলে পায়ে না কি পড়ে জটাভার॥
কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা।
দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা॥
এত দিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর॥
পরাইবে বাঘছাল ছাই মাখাইবে।
লয়ে যাবে তীর্থব্রতে † সিদ্ধি ঘুঁটাইবে॥
হর-গৌরী বিবাহের হইল কৌতুক।
হায় বিধি শুনিতে কহিতে ফাটে বুক॥
যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার॥
ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥
কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি।
না কহিয়া বাপ-মায়ে হারাইলা জানি॥
তোমা হেন রূপবতী * কারো ভাগ্যে নাই।
কি কব তোমারে তারে না দিল গোঁসাই॥
থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে।
সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাত খোলা লয়ে॥
বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর।
এনেছিলা বটে বর পরম সুন্দর॥
নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে।
দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে॥
সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই।
সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই॥
অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস।
মর লো নির্লজ্জ আই তুই তো মাসাস॥
আধ-বুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘুচে নাই।
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী-জামাই।
কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায়।
এত বলি মালিনীরে করিলা বিদায়॥
হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল।
সুন্দরের সমাচার কহিতে লাগিল॥
শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে।
সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে॥
জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকি।
আজি কালি লইবে তোমারে দিয়া ফাঁকি॥
এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে।
তোমার উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে॥ †
তখন কহিনু রাজা-রাণীরে কহিতে।
কি বুঝি করিলে মানা নারিনু বুঝিতে॥
এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায়।
চেয়ে রবে ফেল ফেল তেলকীর প্রায়॥
সুন্দর বলেন মাসী এ কি বিপরীত।
বিদ্যা কি বলিল শুনি বলহ ত্বরিত॥ ‡
হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে।
এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে॥
সুন্দর বলেন মাসী কেন ভাব তবে।
এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে॥
ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে।
বিদ্যারে সুন্দর বিনা কে লইতে পারে॥

---

* (বি) কানাকাণি
† (বি) দেশে দেশে

* (বি) রসবতী
† (ক) শুভকার্য্য শীঘ্র করি অশুভ পশ্চাতে।
‡ (বি) নিশ্চিত (খ) সুনিশ্চিত

দিবা-বিহার ও মানভঙ্গ

এক দিন দিবাভাগে কবি বিদ্যা-অনুরাগে
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কপাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত ॥
রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে
সখীগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চঞ্চলমতি
অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে ॥
মত্ত হৈলা যুবরাজ জাগাতে না সহে ব্যাজ
আরম্ভিলা মদনের যাগ।
না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর কামরসে হয়ে ভোর
স্বপ্নবোধে বাড়ে অনুরাগ ॥
দিবসে রজনী জ্ঞান চুম্ব আলিঙ্গন দান
বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান।
নিদ্রাবেশে সুখ যত জাগ্রতে কি হয় তত*
বুঝ লোক যে জান সন্ধান ॥
সাঙ্গ হৈল রতিরঙ্গ সুখে হৈল নিদ্রা-ভঙ্গ
রাঙ্গা আঁখি ঘূর্ণিত অলসে।
বাহিরে আসিয়া ধনী দেখে আছে দিনমণি
ভাবে এ কি হইল দিবসে ॥
আতিবিতি ঘরে যায় সুন্দরে দেখিতে পায়
অভিমানে উপজিল মান।
দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলুথালু পেয়ে মোরে
এ কর্ম্ম কেবল অপমান ॥
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম
নিদারুণ পুরুষের মন।
এত ভাবি মনোদুখে মৌন হয়ে হেঁটমুখে
ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ ॥
সুন্দর বুঝিয়া মর্ম্ম ঘাটি হৈল এই কর্ম্ম
কেন কৈনু হইয়া পাগল।
করিনু সুখের লাগি হইনু দুখের ভাগী
অমৃতে উঠিল হলাহল ॥
কি করি ভাবেন কবি অস্তগিরি যান রবি
রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়।
করিবারে মানভঙ্গ কবি করে কত রঙ্গ
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয় ॥
ছল করি কহে কবি হের যে উদিত রবি
বিফলে রজনী গেল রামা।
তোর ক্রোধানল লয়ে চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে
হের দেখ পোড়াইছে আমা ॥
কেবল বিষের ডালি কোকিল পাড়িছে গালি
ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায়।
সেই কথা দূত হয়ে ঘরে ঘরে ফিরে কয়ে
মন্দ মন্দ মলয়ের বায় ॥
বৃক্ষ * হাসে মোর দুখে সুগন্ধ প্রফুল্লমুখে
সব শত্রু লাগিল বিবাদে।
ভরসা তোমার সবে তুমি না রাখিলে ভবে
কে রাখিবে এমন প্রমাদে ॥
অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড ॥ †
আঁটিয়া কুন্তল ধর নিতম্ব-প্রহার কর
আর আর যেবা ‡ মনে লয়।
কেন রৈলে § মৌনী হয়ে গালি দেহ কটু কয়ে
ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়।
এরূপ সুন্দর যত চাতুরী করেন কত
বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায়।
জানেন বিস্তর ঠাট দেখাইব তার নাট
কথা কব ধরাইয়া পায় ॥ψ
ভাবে কবি মহাশয় লঘু মধ্য মান নয়
সে হইলে ভাঙ্গিত কথায়।
গুরু মান বুঝি ভাবে চরণে ধরিলে যাবে
দেখি আগে কত দূরে যায় ॥
চতুর কুমার ভাবে জীব বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুরা কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব কথা না কহিয়া ॥
জীব বুঝাবার তরে আপন আরতি £ ধরে
তুলি পরে কনক-কুণ্ডল।
দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায় বাখানে সুন্দর রায়
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কোন্দল ॥

---

* (ক) জাগিলে না হয় তত

---

* (বি) ফুল
† (ক) বয়ানে প্রহার তুণ্ডে
‡ (খ) যত
§ (ক) হৈলে
ψ (ক) কোথা বাপী ত্রিসাথীবে চায়
£ (ক) শুতি

হৃদে ধরে রাঙ্গাপদ   হ্রদে যেন কোকনদ
নূপুর ভ্রমর-ধ্বনি করে।
ভারত কহিছে সার   বলি হারি যাই তার
হেন পদ মাথায় যে ধরে॥

সারীশুক-বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ

তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর॥
যেমন আপন রীতি *   পরে দেখ সেই নীতি
ধরম-করম প্রতি কিছু নাহি ডর।
আগে ভাল বল যারে   পিছে মন্দ বল তারে
এ কথা কহিব কারে কে বুঝিবে পর॥
আদর কাজের বেলা   তার পর অবহেলা
জান কত খেলা-দেলা গুণের সাগর।
কথা কহ কত মত   ভুলায়ে রাখিবে কত
তোমার চরিত্র যত ভারত-গোচর॥ †

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা।
নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসের খেলা॥
সর্ব্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর।
কোন বাধা নাহি পথ মাটীর ভিতর॥
সুন্দর সুড়ঙ্গ-পথ দেখায়ে বিদ্যারে।
লয়ে গেলা একদিন হীরার আগারে॥ ‡
কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।
ফিরে আসি লয়ে গেলা আপনার সারী॥
সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বেহানী বলি বাড়ে সম্ভাষণ॥
একাকী আছিল শুক একা ছিল § সারী।
দুঁহে দুঁহা পেয়ে হৈল মদন-বিহারী॥
সারী-শুক-বিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ।
সেইখানে একবার হৈল কামযাগ॥
সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই।
সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খায়াই॥ *
কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ভেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্মে মধু খায়॥
দুজনে আইল পুন বিদ্যার আগার।
এইরূপে নানামতে করেন বিহার॥
সুন্দরীর ছিল দিবাসম্ভোগের ক্রোধ।
এক দিন মনে কৈল দিব তার শোধ॥
দিবসে সুন্দর ছিল বাসায় নিদ্রায়।
সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইল তথায়॥ †
নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিলা চুম্বন॥
সিন্দুর চন্দন সতী পতি-ভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া॥
নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
শিহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ॥
আতিবিতি গেলা রায় বিদ্যার ভবন।
দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ॥
সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেয় লাজ।
এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ॥
কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দুর চন্দন।
নয়নে পানের পিক দিল কোন্ জন॥
দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়।
দর্পণে দেখিয়া কবি হইল বিস্ময়॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাস।
মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস॥
নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা।
কত দিনে মোরে ‡ বুঝি না চাহিবে ফিরা॥
আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু।
কেবল কথায় না কি রাখা যায় বঁধু॥
[কি কাজ এখানে আর সেই খানে যাও।
মনমত চাঁদে সুধা ক্ষুধামত খাও॥] §
অনুকূল পতি যদি হয় প্রতিকূল।
ধৃষ্ট শঠ দক্ষিণ না হয় তার তুল॥ ¶
এ বার বৎসর যদি কামে তনু দহে।
তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে॥

---

* (ক) মতি
† (ক) কাছে ভাল বল তারে   পাছে মন্দ বলো তাকে
এ কথা কহিব তারে কে বুঝিবে পর।
আপন কর্ম্মের বেলা   তার পাছে কর হেলা
কত জান খেলা দোলা গুণের সাগর॥
‡ (খ) মন্দিরে
§ (ক) একাকিনী

* (ক) সুন্দর বলেন মাসী শুকেরে পড়াই।
† (ক) গেলেন তথায়
‡ (ক) কথোক দিন পরে আর
§ (খ) পুঁথির
¶ (খ) তুল

পরনারী-মুখে মুখ দেয় যেই জন।
তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন ॥
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি।
তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি ॥
সুন্দর কহেন রামা কত ভৎ স আর।
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার ॥
তোমার সিন্দুর এই তোমার চন্দন।
তোমারি পানের পিকে রেঙ্গেছে নয়ন ॥
এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল ॥
এমনি তোমার পানে রেঙ্গেছি নয়নে।
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে ॥
আপন চিহ্নিতে কেন হইলা খণ্ডিতা।
লাভ হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা ॥
ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও। *
উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিনো নও ॥
কখন না হইল করিতে অভিসার।
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা কে বা সমান তোমার ॥
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাও আমায় ॥
তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকটে।
তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে ॥
তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়।
মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয় ॥
ভাঙ্গিয়া কোন্দল দুঁহে মাতিল অনঙ্গে।
রজনী হইল সাজ অনঙ্গ-প্রসঙ্গে ॥ †
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার।
এইরূপে প্রতিদিন ‡ করয়ে বিহার ॥
বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল।
বিয়া মত পুনর্ব্বিয়া সুন্দর করিল ॥

খুদমাখা কাদাখেড়ু নারিনু রচিতে।
পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে ॥ *
অন্নপূর্ণা-মঙ্গল রচিল কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বিদ্যার গর্ভ

[নাগর মোহিনী নাগরী বর।] †
আলো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥
লুকায়ে পিরীতি কৈনু কুলকলঙ্কিনী হৈনু
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দুষিব তারে ॥
লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত কে সহিতে পারে।
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল
ভারত সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে ॥

এইরূপে ধূর্ত্তপনা করিল সুন্দর।
করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর ॥
দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ।
গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস ॥
উদর আকাশে সুত-চাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ ‡ রজ দূর হয় ॥
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিন উচ।
অভিমানে কালমুখ নম্রমুখ কুচ ॥
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।
কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির ॥

---

* ইহার পর (খ)র পাঠ—
ধীর শঠ হল্যে তার গুণে কিবা মূল ॥
উৎকণ্ঠিত তুমি তার প্রজ্ঞা কোন নয়।
কখন কি করিনু হইল অভিসার ॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকারে বাস মান তোমার।
পরস্ত্রীগ স্ত্রী হইতে বুঝি সাধ যায় ॥

† ইহার পর (খ) পুঁথির পাঠ
এইরূপে দুইজনে করে বিবিধ কৌশল।
রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদা-মঙ্গল ॥

‡ (বি) বহুদিন

* (ক) বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল।
খুদে বৈসে আদি ব্যবহার সব কৈল ॥
বিভাহ মত পুঃ বিহা করিলা সুন্দর।
করিলা মঙ্গল কর্ম্ম সখীরা সত্বর ॥
কতেক কহিব আর সাধ যত মত।
পুঁথি বাড্যা যায় বড় খেদ কৈল চিতে ॥

† এ অংশ (ক) পুঁথির

‡ (ক) কমল মুদিত আঁখি

হরিদ্রা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সম তার তাপে॥ *
দোহাই না মানে হাই কথায় কথায়।
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায়॥
অধর-বান্ধুলী মুখ কমল আশায়।
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছি তায়॥
সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দিমুখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদু অম্বল॥
মাটী খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়া-মাটী খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥
গর্ভ দেখি সখীগণ করে কানাকানি। †
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী॥
হায় কেন মাটী খেয়ে এখানে রহিনু।
না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু॥
ইহার হইল সুখ তারো হইল সুখ।
হতভাগী মো সবার ভাগ্যে আছে দুখ॥
পূর্ব্বেতে এ সব কথা যাঁরা কয়েছিল।
লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল॥ ‡
লুকায়ে এ সব কথা রাখা নাহি যায়।
লোকে বলে পাপ কাজ কদিন লুকায়॥
চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার।
যায় যাবে যার খুন গর্দ্দান তাহার॥
ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন॥

গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার

[বিদ্যা মোর কুলকলঙ্কিনী ঝি।
শুনিয়া সকল লোক দাঁতে কাটে কি॥
কার ঘরে হেন মাইয়া চক্ষু খাঞা দেখ চাঞা
কুল খোটা কুলটা ছি! ছি! ধ্রু॥]*

যত সখীগণ বিরস বদন
রাণীর নিকটে যায়।
করি জোড়পাণি নিবেদয়ে বাণী
প্রণাম করিয়া পায়॥
ঠাকুর-কন্যার যে দেখি আকার
পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি।
গর্ভের লক্ষণ এ ব্যাধি কেমন
ঠাহরিতে কিছু নারি॥
দেখিবে আপনি যে হৌক তখনি
সকলি হবে বিদিত।
শুনি চমকিয়া চলে শিহরিয়া †
মহিষী যেন তড়িত॥
আকুল-কুন্তলে ‡ বিদ্যার মহলে
উত্তরিলা পাটরাণী। §
উদর ডাগর দেখি হৈল ডর
রাণীর না সরে বাণী॥
প্রণমিতে মারে বিদ্যা নাহি পারে
লজ্জায় পেটের দায়। ¶
কাপড়ে ঢাকিয়া প্রণমে বসিয়া
বৈস বৈস বলে মায়॥ ♆
গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ
কহে ভালে কর হানি॥
ওলো নিঃশঙ্কিনি কুল-কলঙ্কিনি
সাপিনি পাপকারিণি। £

---

* ইহার পর (খ)র অতিরিক্ত পাঠ :—
বসন পরয়ে যত আটায়ে আটায়ে।
সহিতে না পারে নাভি ফেলয়ে ঠেলিয়ে॥
† লাজ পরিহরি বিদ্যা কহিল সভারে।
মোর দিব্য এই কথা না কহিবে কারে॥ (বঙ্গ, ৯৫)
‡ (খ) চলহ চলহ সখি প্রমাদ পড়িল॥
দোপাট্টে এসব কথা হইল কখন।
নিষেধ করিতে ছিল উচিত তখন॥

* এ অংশ (ক) পুঁথির
† (খ) শুনি ক্রোধে ধায় মহিষির প্রায়
‡ (ক) মুকুত কুন্তলে
§ (ক) কেশ বাস নাহি বান্ধে
গেল অন্তঃপুরীর ভিতর।
¶ (খ) দারুণ পেটের ভারে
♆ (খ) আয়ে আস্যো বলে ডরে॥
£ (ক) পাপিনী

শংখিনীর প্রায় হরিয়া কাহায়
ডাকিয়া ডাক ডাকিনী ॥*
ভয়ে মোর ঘরে বায়ু না সঞ্চরে
ইহার ঘটক কে বা । †
সাপের মাথায় ‡ ভেকেরে নাচায়
কেমন কুটিনী সে বা ॥
না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে ।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে ॥ §
রাজা মহারাজ তারে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে ।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে ॥
এলো কত জন রাজার নন্দন
বিবাহ করিতে তোরে ।
জিনিয়া বিচারে না বরিলি কারে
শেষে মিলে গেলি চোরে ॥£
শুনি তোর পণ রাজপুত্রগণ
অদ্যাপি আইসে যায় ।
শুনিলে এমন হইবে কেমন
বল তার কি উপায় ॥
সন্ন্যাসীটা আছে ভূপতির কাছে
নিত্য আসে তোর পাকে ।
কি কব রাজায় না দিল তাহায়
তবে কি এ পাপ থাকে ॥
আমি জানি ধন্যা বিদ্যা মোর কন্যা ৮
ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই ।
রূপগুণযুত যোগ্য রাজসুত
হইবে মোর জামাই ॥

---

* (খ) শঙ্খিনী হইয়ে কাহারে বরিয়ে
আনিলি ওলো ডাকিনি
† (খ) কেমনে আইল কেবা
‡ (খ) বাসায়
§ (খ) ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ :—
আল্যো কতজন রাজার নন্দন
বিবাহ করিতে তোরে ।
জিনিয়ে বিচারে না বরিলি কারে
শেষে যেতে গেলি চোরে ॥
£ (ক) শেষে মিঠা পাইলি চোরে
৮ (খ) বিদ্যা মোর কন্যা,
রূপে গুণে ধন্যা ।

রাজার ঘরণী রাজার জননী
রাজার শাশুড়ী হব ।
যত কৈনু সাধ সব হৈল বাদ
অপবাদ কত সব ॥
বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
তখনি খাইব বিষ ।
প্রবেশিব জলে কাতী * দিব গলে
পৃথিবী বিদায় দিস্ ॥†
আ লো সখীগণ তোরা বা কেমন
রক্ষক আছিলি ভালে ।
সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া
চূণ-কালি দিলি গালে ॥
তোরা ত সঙ্গিনী এ রঙ্গে রঙ্গিণী
এই রসে ছিলি সবে ।
ভুলালি আমায় দানি ভাঁড়া যায়
সজী ভাড়া যায় কবে ॥
থাক থাক থাক কাটাইব নাক
আগে ত রাজারে কহি ।
মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব
ভারত কহিছে সহি ॥

বিদ্যার অনুনয়

রাণী যত কহে বিদ্যা মৌন রহে
লাজে ভয়ে জড়সড় ।
ভাবিয়া কান্দিয়া ‡ কহে বিনাইয়া
ধূর্ত্তের চাতুরী বড় ॥
নিবেদয়ে ধনী § শুন গো জননি
কত কহ করে ছল ।
কিছু জানি নাই জানেন গোঁসাই
ভালমন্দ ফলাফল ॥
চৌদিকে প্রহরী সঙ্গে সহচরী
বঞ্চিএ বন্দীর মত ।

---

* (ক) ছুরি
† (ক) অতিরিক্ত পাঠ :—
আইমঞী লাজ কেমনে একাজ
করিলি খাইলি খাইয়া মোরে ।
‡ (ক) ও (খ) কান্দিয়া কান্দিয়া
§ (ক) ও (খ) কান্দ্যা কহে ধনী

নাহি কোন ভোগ মিথ্যা অনুযোগ
মা হইয়া কহ কত ॥ *
রাজার নন্দিনী চিরবিরহিণী
মোর সম কেবা আছে।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
দাঁড়াইব কার কাছে ॥
কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
গুল্ম হইল বুঝি পেটে।
মুখে উঠে জল অঙ্গে নাহি বল
চাহিতে না পারি হেঁটে ॥
সবে এক জানি শুন ঠাকুরাণি
প্রত্যহ দেখি স্বপন।
একই সুন্দর দেব কি কিন্নর
বলে করে আলিঙ্গন।
চোর বলি তারে চাই ধরিবারে
তপাসি ঘুমের ঘোরে।
নিদ্রাভঙ্গে চাই দেখিতে না পাই
নিত্য এই জ্বালা মোরে ॥
পুরুষে স্বপনে নারীর ঘটনে
মিথ্যায় সত্যের ভান।
দেখে নিদ্রাভঙ্গে মিথ্যা রতিরঙ্গে
বসনে রেত-নিশান ॥ †
তেমনি আমারে ‡ স্বপনবিহারে
পুরুষ সহিতে ভেট।
মিথ্যা পতিসঙ্গ মিথ্যা রতিরঙ্গ
সত্য বুঝি হবে পেট ॥
বাক্যের কৌশলে রাণী ক্রোধে জ্বলে
রাজারে কহিতে যায়।
ভারত ভাষায় সকলে হাসায়
ছায়ে ভাঁড়াইলা মায় ॥

রাজার বিদ্যার গর্ভ শ্রবণ

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায় পড়ে
আলুথালু কবরী-বন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাতনাড়া ঘন ডাক
চমকে সকল পুরজন ॥
শয়ন-মন্দিরে রায় বৈকালিক নিদ্রা যায়
সহচরী চামর ঢুলায়। *
রাণী এল ক্রোধ-মনে নূপুরের ঝনঝনে
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায় ॥
রাণীর দেখিয়া হাল জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল
কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ কি কব কহিতে লাজ
কলঙ্কে পূরিল সব দেশ ॥
ঘরে আইবুড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ
এড়াইয়ে ঝির বিয়া-দায় ॥
কি কহিব হায় হায় জ্বলন্ত আগুন প্রায়
আইবুড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে লোকধর্ম্ম কিসে রবে
† বারেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥
উচ্চ মাথা হৈল হেঁট বিদ্যার হইল পেট
কালামুখ দেখাইব কারে।
যেমন আছিল গর্ব্ব তেমনি হইল খর্ব্ব
অহঙ্কারে গেল ছারখারে ॥
বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কত বা সহিবে বালা ‡
কথায় রাখিব কত ঠেলে ॥
সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভার নাহি লাগে
উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার
আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল ॥
যে জন আপন বুঝে পরদুঃখ তারে সুঝে
সকলে আপন ভাবে জানে।
রাণী গেলা এত ব'লে বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে
বার দিলা বাহির দে(ও)য়ানে ॥
কালান্তকালের কাল ক্রোধে কহে মহীপাল
কে আছে রে আন ত কোটালে।
উকীল আছিল যারা কীলে সারা হৈল তারা
কোটালের যে থাকে কপালে ॥
হুঙ্কারে হুকুম পায় শত শত খোজা ধায়
খানেজাদ চেলা চোপদার।

---

* মাতা হৈয়া মিথ্যাবাদ দেহ নাহি জানি ॥
মিথ্যাবাদ দেহ মোরে জননী হইয়া। (বঙ্গ, ৯৯)
† (ক) বসনে নাই নিসান (খ) মিসাল
‡ (ক) একদিন আমার

* আইছুড় চুলে ধায় সভাতলে
যথা আছে নৃপমণি (বঙ্গ ১০২)
† বি-দিনেক (খ) দিনেক না ঠেকিলে তারে
‡ (খ) ক'দিন সহিবে বালা

কীল লাথি লাঠি হুড়া চর্ম্ম উড়ে হাড় গুঁড়া
এনে ফেলে মৃতের আকার ॥
ক্ষণেকে সংবিৎ পেয়ে * যোড়হাতে রহে চেয়ে
ভারত কহিছে কহে রায়।
যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি
মাথা কাটি তবে দুঃখ যায় ॥

কোটালের শাসন

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল ॥
রাজ্য কৈলি ছারখার তল্লাস কে করে তার
পাত্র মিত্র গোবরগণেশ।
আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্ব্বস্ব হরি
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ ॥
লুটিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জানবাচ্চা এক খাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ ॥
তোর জিম্মা মোর পুরী বিদ্যার মন্দিরে চুরি
কি কহিব করিতে সরম।
মাতালে কোটালি দিয়া † পাইনু আপন কিয়া
দূরে গেল সরম ‡ ভরম ॥
প্রাণ রাখিবার হেতু নিবেদয়ে ধূমকেতু
অবধান কর মহারাজ।
সাত দিন ক্ষম মোরে ধরি আনি দিব চোরে
প্রাণ রাখ গরীব নেবাজ ॥ §
পাত্র মিত্র দিল সায় ভাল ভাল বলি রায়
নাজীরের হাবালে করিল।
কোটাল বিনয়ে কয় মহল হাবালে হয়
ভাল বলি রাজা সায় দিল ॥
রাজার হুকুম পায় আগে আগে খোজা ধায়
সমাচার কহিল দোপটে।
বিদ্যা সখীগণ লয়ে বাহির হৈলা দ্রুত হয়ে
রহিলেন রাণীর নিকটে ॥

* (ক) চেতন পাইয়া
† (ক) শুন ওরে কোটালিয়া
‡ (খ) ধরম
§ দশ রোজ ভিতরে ধরিয়া দিব চোর ।(বঙ্গ ১০৪)

কোটাল বিদ্যার ঘরে সুরাখ সন্ধান করে
কোন্ পথে আসে যায় চোর।
কি করিব কোথা যাব কেমনে সে চোর পাব
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর ॥
কি জানি কেমন চোর কাল হয়ে এল মোর
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ।
হেন বুঝি অভিপ্রায় শূন্যে শূন্যে আসে যায়
কেমনে পাইব তার লাগ ॥
পূর্ব্ব-শুভাশুভ ফলে জনম ধরণীতলে *
কে পারে করিতে অন্যমত।
পরে করি গেল সুখ আমার কপালে দুখ
ধন্য রে কোটালি খেজমতে ॥
রসময়ী রাজকন্যা রূপগুণময়ী ধন্যা
চোর বুঝি উপযুক্ত তার।
দুজনে ভুঞ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ
এ বড় বিধির অবিচার ॥
কূটবুদ্ধি কোটালের কিছু নাহি পায় টের
ভাবে বসি বিষণ্ণ হইয়া।
ঘরের ভিতরে গিয়া শয্যা ফেলে টান দিয়া
দশদিক্ দেখে নিরখিয়া ॥
কপালে আঘাত হানি পালঙ্ক ফেলিতে টানি
দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ।
ভারত সরস ভণে কোটাল সানন্দ-মনে
কালী পুরাইলা মনোরথ ॥

কোটালের চোর অনুসন্ধান

এত বড় চতুর চোর।
গোকুলের নন্দ কিশোর ॥
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে
চিত্ত চুরি কৈল মোর।
সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে
লম্পট কাল কঠোর ॥
ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে
চাঁদের যেন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া বাঁশী বাজাইয়া
ভারত করিল ভোর ॥

দেখিয়া সুড়ঙ্গ-পথ কহিছে কোটাল।
দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জঞ্জাল ॥

* (ক) অবনীতলে

নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ।
পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কে বা ধরিবেক॥
হরিষে বিষাদ হইল একত্র মিলন।
আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥
না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ-কুরঙ্গ॥
কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া।
এখনি ধরিবে সাপ কান্দনী গাইয়া॥
কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায়।
বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধি-শুদ্ধি যায়॥
এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এত দিনে ধ'রে খেত কত লোক-জন॥
আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয়।
ভুঁয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়॥
আর জন বলে বুঝি শিয়ালের গাড়া।
ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেয় তাড়া॥
তাহারে নির্ব্বোধ বলি আর জন কয়।
সিঁধেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয়॥
ধূমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া।
যেখায় * দিয়াছে সিঁধ কোথায় বসিয়া॥
যত জনে যত বলে মোরে নাহি ভায়।
আমার কেবল কালসাপ আসে যায়॥
ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে॥
আমি এই পথে যাব ধরি খা'ক সাপে॥
ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর।
রাজার হুজুরে † যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥
যে মারি খেয়েছি আমি চোরের অধিক।
এ ছাড় চাকরী করি ধিক্ ধিক্ ধিক্॥
এত বলি কোটাল সুড়ঙ্গে যেতে চায়।
ভীমকেতু ছোট ভাই ধরি রাখে তায়॥
যমকেতু নামে তার আর সহোদর।
দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর॥
সাপ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব যদি হয়।
সুরাখ পেয়েছি পাব আর কারে ভয়॥
পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য।
নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য॥
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥

দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র-মন্ত্র-ফাঁদে। *
নিরাকার ব্রহ্ম দেহ-ফাঁদে পড়ি কাঁদে॥
সাপ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে।
সাপুড়ে গরুড়মণি আনি রাখ কাছে॥
যেমন থাকিতে বিদ্যা সখীগণ লয়ে।
নারীবেশে থাক সবে সেইমত হয়ে
ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই।
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষ তাই॥
এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার।
আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর
যেল'-বলি আয়োজন করহ ইহার।
কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার॥
ভারতে বিরাটপর্ব্বে কহিয়াছে ব্যাস।
এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ॥

কোটালগণের স্ত্রীবেশ

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণীমণ্ডল-ফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ সাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানামত খেলা দিবস দুপুর বেলা
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥
সে বটে বসনচোরা তাহারে ধরিব মোরা
পীত ধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে আজি সোজা করি লয়ে
ভারত রহিবে পহরিয়া॥ †

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিলা সায়।
মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায়॥
নাট্যশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন॥
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর॥
কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাগুরিতে॥
সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।
জয়কেতু জয়াবতী ‡ ভীমকেতু ভীমী॥

---

* (খ) যেখ্যায়
† (ক) রাজার নিকটে

* (ক) চকোর চান্দের লাগি পঙ্কে পড়া কান্দে
† (ক) সে হরিআ
‡ (খ) জয়া হৈল

কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী।
যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী।
ধূমকেতু আপনি হৈল ধূমধুমী॥
তিন জন সাপুড়ে মালতী চাঁপী সুমী॥
বীণা বাঁশী আদি লয়ে গীত-বাদ্য-রঙ্গ। *
গন্ধমাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ॥
চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে। †
মণিমন্ত্র মহৌষধি যে বা যত জানে॥
শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধি বসায়।
যার গন্ধে মাথা গুঁজি বাসুকি পলায়॥
এইরূপে তের জন রহে গৃহমাঝে।
আর সবে আট দিকে রহে নানা সাজে॥
থানায় থানায় নিয়োজিত হরকরা।
হুঁশার ‡ খবরদার পহরী পহরা॥
সোনারায় রূপারায় নায়েব কোটাল।
ফাটকে বসিল যেন কালান্তের কাল॥
হীরু নীলু কাশী বাঁশী চারি জমাদার।
আগুলিল সহরপনার § চারি দ্বার॥
সাত গড়ে চারি সাতে আটাইশ দ্বার।
আঁটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেশে মাল।
কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে চতুরঙ্গ দল।
ধূলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টলমল॥
খেদাবাঘ বেড়ায় করিয়া ধুমধাম।
খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদাবাঘ নাম॥ £
ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী।
এমনি কুহক জানে দিনে হয় নিশি॥
রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাখা জবা-মালা গলে।
সিন্দূর কপাল ভরা খাঁড়া করতলে॥
এইরূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে।
ঘরে ঘরে নানা বেশে ফিরে চোর চেয়ে॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর।
করিল দারুণ ধূম কাঁপিল সহর॥
উদাসীন ব্যাপারী বিদেশী যারে পায়।
লুটে লয়ে বেড়ী দিয়া ফাটকে ফেলায়॥
বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায়।
থুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায়॥ *
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন।
যার অঙ্গে দেখে তার তখনি বন্ধন॥ †
ক্ষণমাত্রে সহরে হইল হাহাকার।
ফাটক হইল জরাসন্ধ-কারাগার॥
[ফিরে হরকারা ধরি সন্ন্যাসীর বেশ।
বিভূতি ভূষণ অঙ্গে জটাজুট কেশ॥
কোন হরকারা হৈল সন্ন্যাসীর বেশ।
কপালে তিলক মুখে বেদ উচ্চারণ॥
কোন জনা বেল ফকির বেশ ধরে।
কেহো তো নাপিত হইআ ফিরএ সহরে॥
কেহো যতি কেহো মালি কেহো চর্ম্মকার।
নানা ছলে ফিরে কেহো হইআ সুত্রধার॥
কেহো গণক হইয়া বাড়ি বাড়ি গণে।
সিপাই মুছদি বেশ ধরে কোন জনে।
স্থানে স্থানে ফিরে চোর কোটাল আদেশে।
নানা স্থানে চোর চাবরি নানা বেশে॥] ‡
এইরূপে নানা বেশে ফিরে নানা স্থানে।
নানা মতে নানা ছলে চোরের সন্ধানে॥
কৃষ্ণচন্দ্র-আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥ §

চোর ধরা

আজি ধরা গেল চোর-চূড়ামণি। ¶
মোরা জেগে আছি সকল রমণী॥ £
ভাঙ্গা গেল যত ভুর ⁋ চাতুরী হইল চুর
এড়াইতে নারিবে এমনি।

---

* (খ) নৃত্যগীতরঙ্গ
† (খ) চাঁদড়াই সরোমূল ?
‡ (ক) হুসাদ
§ (ক) বাজার
£ (ক) খেদাবাঘ ধাইল করিয়া ধামধুম।
ব্যাঘ্র ধরিতে পারে পাইলে হুকুম॥

* (খ) বেড়ি দিয়া তখনি ফাটকে আটকায়
† ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ (ক)
বেসে যত ধর‍্যা যাবে দেখিবার পায়।
অবিলম্বে বেড়ী দিয়া ফাটকে ফেলায়॥
‡ ইহা (ক) পুঁথির অংশ
§ (ক) অন্নপূর্ণা আদেশে রচিল কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥
¶ (ক) চোর চূড়ামণি হে
£ (ক) রমণী হে
⁋ (ক) দুর

প্রকাশিয়া ভারি-ভুরি   অনেক করেছে চুরি
আজি ধরি শিখাব তেমনি ।
হৃদি কারাগার ঘেরে   বান্ধিয়া মনের ডোরে *
গছাইব পরাণে এখনি । †
সকলেরে ফাঁকি দেহ   ধরিতে না পারে কেহ
ভারত না ছাড়িবে অমনি ॥

‡ ওথায় ভাবেন বিদ্যা এ কি পরমাদ ।
না জানিল প্রাণনাথ এ সব সংবাদ ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে ।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে ॥
ওথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর ।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর ॥
পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ ।
ধরিতে সুন্দরচাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ ॥
হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে ।
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে ॥
কাম-কথা কহে কবি কামিনী জানিয়া ।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া ॥
কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে ।
হাতে ধরে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গিবারে ॥
আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী ।
সুন্দর আঁচল ধরি করে টানাটানি ॥
সূর্য্যকেতু বলে এটা দেখি যে গোঁয়ার ।
কি জানি চাঁদেরে ধরি এস্তে করে আর ॥
ধূমকেতু ধামধূমী ধূমধাম চায় । §
সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায় ॥
£ সভয়ে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভুজঙ্গের ডরে ॥ ‖
চক্ষুর নিমিষ আছে দেহে আছে ছায়া । ψ
বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া ॥
ধরিব মানুষ বটে হইল ভরসা ।
কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা ॥
চন্দ্রকেতু ঘরের ¶ বাহিরে যেতে চায় ।
কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায় ॥
বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল ।
খসিল কাষ্ঠের কুচ কাঁচুলী ছিঁড়িল ॥
কামমদে মত্ত কবি তবু নাহি জ্ঞান ।
সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ ॥
আসি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর ।
পাঁজা করি * চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর ॥
তখনি অমনি † ধরে আর বারো জন ।
রায় বলে বিপরীত এ আর ‡ কেমন ॥
ধামধূমী বলে শুন ঠাকুরজামাই ।
হুকুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই ॥
এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা ।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা ॥
দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার ।
মর্ম্ম বুঝি কোটালে বাখানে বারবার ॥
ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া ।
কোটালের ফাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া ॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ

কোতোয়াল   যেন কাল   খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে ।
ধরি বাণ   খরশাণ   হান হান হাঁকে ॥
চোর ধরি   হরি হরি   শব্দ করি কয় ।
কে আমারে   আর পারে   আর কারে ভয় ॥ §
জয় কালী   ভাল ভালি   যত ঢালী গাজে ।
দেই লম্ফ   ভূমিকম্প   জগঝম্প বাজে ॥
ডাকে ঠাঠ   কাট কাট   মালসাট মারে ।
কম্পমান   বর্দ্ধমান   বলবান্ ভারে ॥
হাঁকে হাঁকে   ঝাঁকে ঝাঁকে   ডাকে ডাকে জাগে ।
ভাই মোর   দায় তোর   পাছে চোর ভাগে ॥
কাছে কাছে   আগে পাছে   সবে আছে রঙ্গে ।
হরষিত   আনন্দিত   পুলকিত অঙ্গে ॥
করে ধুম   অতি জুম   নাহি ঘুম নেত্রে ।
হাতে কড়ী   পায়ে দড়ী   মারে ছড়ী বেত্রে ॥
নটশীল £   মারে কীল   লাগে খিল দাঁতে ।
ভয়ে মুখ   কাঁপে বুক   লাগে হুক আঁতে ॥

---

* (ক) চোরে
† (ক) তথুনি
‡ (ক) এথায়
§ (ক) ধামধুমি ধুমকরে ধামধুম চায়
£ (ক) সর্ব্বত্র
‖ (ক) দেব দৈত্য ভূত যক্ষ ভুজঙ্গের ডরে ॥
ψ (ক) চক্ষের নিমিখ আছে দেখিয়াছে ছায়া ।
¶ (ক) উঠিয়া

* (ক) বান্ধা
† (ক) আসিয়া
‡ (ক) আজ
§ (ক) কেবা পারে আর মোরে করি কারে ভয় ।
£ (ক), (খ) দুষ্টশীল

কোন বীর লোফে তীর দেখি ধীর কাঁপে।
খরধার তরবার যমধার দাপে॥
কোতোয়াল বলে কাল রাখ জালরূপে।
ছাড় শোর হৈসে ভোর দিব চোর ভূপে॥
সব দল মহাবল খল খল হাসে।
গেল দুঃখ হৈল সুখ শতমুখ ভাষে॥
জয় জয় শব্দ হয় শুনি ভয় লাগে।
টলমল ক্ষিতিতল বলবান্ * রাগে॥
সুন্দরেরে শত ফেরে সবে ঘেরে জোরে।
ভাবে রায় হায় হায় এ কি দায় মোরে॥
মরি যেন লোভে যেন কৈনু হেন কাজ।
স্ত্রীর দায় প্রাণ যায় কৈতে পায় লাজ॥
কত বরে বিয়া করে কেবা ধরে কারে।
কেবা গণে রোষ মনে কত জনে মারে॥
হরি হরি মরি মরি কিবা করি জীয়া।
কটু কহে নাহি সহে তাপে দহে হিয়া॥
রাজা কালি দিবে গালি চূণকালি গালে।
কিবা সেই নাথা নেই কিবা দেই শালে॥
দরবারে সব তার চাব কার পানে।
গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান্ জানে॥
যার লাগি দুঃখভোগী সে অভাগী চায়।
এ সময় কথা কয় তবু ভয় যায়॥
তার সমা নিরুপমা প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা
সে আমার আমি তার কেবা আর আছে।
সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে॥
দিক দশ শুণে বশ মহাযশ দেশে।
করিলাম বদ্‌কাম বদ্‌নাম শেষে॥
ছাড়ি বাপ করি তাপ পরিতাপ পাই।
অহর্নিশ বিষরিষ পেলে বিষ খাই॥
এইমত শত শত ভাবে কত তাপ। †
নতশির যেন ধীর হড়পীর সাপ॥
ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম আর কামনাশ॥ ‡

* (খ) রণস্থল
† (ক) এই মত ভাবে কত মনে শত পাপ
‡ (খ) বিনা কাম হ্রাস

সুড়ঙ্গ-দর্শন

সুড়ঙ্গের নৈতে টের * কোটালের সায়।
জন সাতে ধরি হাতে নামি তাতে যায়॥
ঘোরতম নিরুপম কূপসম খানা।
কেহ ডরে পাছু সরে কেহ করে মানা॥
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে দেখি বলে ভালো।
চল ভাই সবে যাই দেখা পাই আলো॥
পায় পায় সবে যায় কাঁপে কায় ডরে।
তোলে শির যত বীর মালিনীর ঘরে॥
† উঠি ঘরে ধুম করে হীরা ডরে জাগে।
ধরি তারে অন্ধকারে সবে মারে রাগে॥
আলো জ্বালি যত ঢালী গালাগালি করে।
কহে ‡ চোর ঘরে তোর দেলো মোর তরে॥
সুড়ঙ্গের পথে ফের কোটালের তরে।
কেহ গিয়া বার্ত্তা দিয়া তুষ্ট হিয়া করে॥
কোতোয়াল শুনি ভাল খাঁড়া ঢাল ধরে।
ছুটে বীর যেন তীর মালিনীর ঘরে॥
আগু সরে চুলে ধরে দর্প ক'রে কয়।
§ কথা জোর বল চোর কেবা তোর হয়॥
দেই গালি বল শালী কোথা পালি চোরে।
কেচা সেটা কার বেটা বল সেটা মোরে॥
ভারতের রচিতের ¶ অমৃতের ভার।
ভাবা গীত সুললিত অতুলিত সার॥

—

মালিনী-নিগ্রহ

মালিনী কিল খাইয়া বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিয়া॥
নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাথায় ₽ চূণ।
কি দোষ পাইয়া আরে কোটালিয়া
মারিয়া করিলি খুন॥

* (খ) মতে টের
† (ক) উঠি তবে ধুম করে
‡ (ক) বলে
§ (ক) কহে জোর কহো চোর
¶ (ক) কবিত্বের
₽ (খ) মাথয়ে

* এ তিন প্রহর রাতি ডাকিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার লুঠিল আগার †
ধরিয়া খাইলি জাতি ॥
কোটাল হাসিয়া কয় কহিতে লাজ না হয়।
হেদে বুড়ী শাঙ্গী বলে জাতি খালি
শুনিয়া লাগয়ে ভয় ॥
হীরা বলে ওরে বেটা তোরে ভয় করে কেটা।
তোর গুণপণা জানে সর্ব্বজনা
পাসরিলি বটে সেটা ॥
কোটাল কহিছে রাগি কি বলে রে বুড়ী মাগী।
ঘরে পোষে চোর আরো ‡ কহে জোর
এ বড় কুটিনী মাগী ॥
হীরা কহে পুন জোরে কুটিনী বলিলি মোরে।
রাজার মালিনী বলিলি কুটিনী
কালি শিখাইব তোরে ॥
যুবতী বেটী বহুড়ী না রাখি আপনি বুড়ী।
কার বহু বেটী কারে দিমু ভেটি
যে বলে সে হবে কুড়ী ॥
লোকের ঝি বউ লয়ে § সদা থাক মত্ত হয়ে।
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে ॥
ধূমকেতু ক্রোধে জ্বলে ভূমে পাড়ে ধরি চুলে।
কুটিনী গন্তানী বড় যে মস্তানী
উভে উভে দিব শূলে ॥ £
আমারে হেন উত্তর এখন না হয় ডর।
রাজার নন্দিনী হয়েছে গর্ভিণী
তুই দিলি চোরা বর ॥
হীরার হইল ভয় ¶ কানে হাত দিয়া কয়।
আমি জানি নাই জানেন গোঁসাই
'যতোধর্ম্মস্ততোজয়' ॥
শুনিয়া কোটাল টানে সুড়ঙ্গের কাছে আনে।
এই পথ দিয়া চুরি কৈল গিয়া
মালিনী বলে কে জানে ॥

মালিনী বুঝিল মর্ম্ম কোটালে জানায় ধর্ম্ম। *
হোমকুণ্ড বলি বুঝি মোরে ছলি
সুন্দরের এই কর্ম্ম ॥
হাতে নোতে ধরিয়াছে আর কি উপায় আছে।
যার ঘরে সিঁদ সে কি যায় নিদ
ইহা কব কার কাছে ॥
কোটাল জিজ্ঞাসা করে হীরার কথা না সরে। †
চোরের যে ছিল লুটিয়া লইল
যে ছিল হীরার ঘরে ॥
পুঙ্গী পুথি রত্নভারে দিতে হবে সবাকারে।
পিঞ্জর সহিত লয় হরষিত
পড়া শুক সারিকারে ॥
মালিনী অবাক ত্রাসে কোটাল মুচকি হাসে।
সুড়ঙ্গে ফেলিয়া পায়ু ছেঁচুড়িয়া
লইল চোরের পাশে ॥
সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসী হিতাশী।
মালিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া
কে তুই কে তোর মাসী ॥
কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাসা লয়ে
কে জানে সিঁধেল চোর ॥
যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি সিঁদ কাট সারারাতি।
আই মা কি লাজ করিলি যে কাজ
ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি ॥
যত দিন আর জীব কাহারে না বাসা দিব।
গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল
খত বা নাকে লিখিব ॥ ‡
আরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্য হেতু।
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু ॥
সুন্দর হাসি আকুল মাসী সকলের মূল।
বিস্তার মাশাস মোর আইশাস
পড়ি দিয়াছিল ফুল ॥
কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃ পুনঃ করে কিরা।
কে বলে ডেগরা § বড় যে চেঁগড়া
ঐ কথা ফিরা ফিরা ॥

* (ক) তৃতীয়
† (খ) ভাণ্ডার
‡ (ক) মোরে
§ (ক) ফিরিছ মাতাল হইয়া
£ (ক) তোরে বধিব মশালে ॥
¶ (ক) হীরার লাগিল ভয়

* (ক) মর্ম্ম
† (ক) হীরা মনে মনে ডরে
‡ (ক) কত আর সহিব
§ (ক) হিজরা (খ) অবরে ডেকরা

কোটাল কহে এ নয় * ছুঁহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে যাহার যে ঘটে
ভারত উচিত কয়॥

বিদ্যার আক্ষেপ

প্রভাত হইল বিভাবরী
বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি॥
[কাঁদে বিদ্যা আকুল-কুন্তলে
ধরা তিতে নয়নের জলে।] †
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির বানে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥
হায় রে বিধাতা নিদারুণ
কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া মনোদুখ মধ্যে দিন কত সুখ ‡
শেষে দুঃখ বাড়ালি বিগুণ॥
যুবতী জনম কালামুখ
পরের অধীন সুখ দুখ।
পর-ঘরে ঘর করে পরের মরণে মরে
পরে সুখ দিলে হয় সুখ॥
রমণীর রমণ পরাণ
তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়ে যে রহে পরাণ লয়ে §
ধিক্ ধিক্ তাহার পরাণ॥
হায় হায় কি কব বিধিরে
সম্পদ্ ঘটায় ধীরে ধীরে।
শিরোমণি মস্তকের মণিহার হৃদয়ের
দিয়া লয় সুখের নিধিরে॥
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া
শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে এখনো পরাণ আছে £
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া॥

[লুটিল পরশমণি বুকে শক্তি শেল হানি
বান্ধা নয় সুখের নিধিরে॥] *
প্রভু মোর গুণের সাগর
রসময় রসিক † নাগর।
রসিকের শিরোমণি বিলাস-ধনের ধনী
নৃত্য-গীত-বাদ্যের আকর॥
জননী ডাকিনী হৈল মোর
মোর প্রাণনাথে বলে চোর।
বাপ অনর্থের হেতু ধূমকেতু ধূমকেতু
বিধাতার হৃদয় কঠোর॥
চোর ধরা গেল শুনি রাণী
অন্তঃপুরে করে কানাকানি।
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি॥
রাণী বলে কাহার বাছনি
ম'রে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন কূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল
পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥
হায় হায় হায় রে গোঁসাই
পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই॥ ‡
এইরূপে পুরবধূগণ
সুন্দরে বাখানে জনে জন।
কোটাল সত্বর হয়ে চলিল দুজনে লয়ে
ভেট দিতে যেখানে রাজন্॥
চোর লয়ে কোতোয়াল যায়
দেখিতে সকল লোক ধায়।
বালক যুবক জরা কানা খোঁড়া করে ত্বরা
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায়॥
কেহ বলে এ চোর কেমন
এখনি করিলে চুরি মন।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে ভারত কহিছে ছলে
পতি নিন্দে আপন আপন॥

* (ক) কোটাল হাসিয়া কয়
† (ক) (খ) কান্দে বিদ্যা পড়িয়া ভূতলে।
ধারা (খ, তিতে) পড়ে নয়ন যুগলে॥
‡ (খ) আগে দিয়া নানা দুখ
মাঝে দিয়া কিছু সুখ
§ (ক) সে পরাণ ছাড়িয়া যে থাকে পরাণ লইয়া
£ (ক) আর কে এমন আছে

* (ক) ও (খ) পুঁথির।
† বি, রূপের
‡ (ক) এ বিনে বিদ্যা জীবে নাই

নারীগণের পতি-নিন্দা

কারে কব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যা'র ॥
বাঁধা আছে কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী-ভয় * কত সব আর ॥
শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লৈয়া মরি ॥
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কান।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ ॥
ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায়ে দড়ী।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ী ॥
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন ॥ †
বিস্তারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা ॥
দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি।
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমার মিলিল পতি কালা কালামুখ ॥
সাধ ক'রে শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত ॥
বুঝায় চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে ॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে ‡ শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥
আর রামা বলে সই এ ত বরং সুখ ॥
মোর দুঃখ শুনিলে পালাবে তোর দুখ ॥

মন্দভাগা অন্ধ পতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল ॥
ভরাপুরা যৌবন উদাসে বসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য ॥
আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া ॥
বদনে দশন নড়ে ওদনে বঞ্চিত।
সে মুখ-চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত ॥
আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয়।
ধর্ম্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয় ॥
* ঝাঁপনি কাঁপনি সার কেবল উৎপাত।
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত ॥
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায় ॥
আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনে তোর দুঃখ যাবে দূর ॥
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ো পেট ॥
অঙ্গের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একেবারে নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন ॥
বদনেতে চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেঁটে।
আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে ॥
একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর ॥
আর রামা বলে ইথে না ভাবিহ মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ ॥ †
বামন বন্ধুর পতি কৈতে লাজ পায়।
তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায় ॥
তাপেতে হইনু ভাজা না পূরিল সাধ।
হাত ছোট আঁত বড় এ বড় প্রমাদ ॥
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুখ।
কোল-শোভা হয়ে থাকে এই বড় সুখ ॥
রাজসভাসদ্ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে ॥ ‡
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে § সে বলে উল্বণ ॥
চতুর্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্মুখের মাথায় ॥

* (ক) দায়
† (ক) কোটালের কাছে রহি চুরি করে মন।
‡ (খ) অকালে

* (খ) ঝাঁপনি কাপনি সার নহে বিন্দুপাত।
† (খ) বড় যে আনন্দ
‡ (খ) খাত্যা পায় ঘরে
§ (ক) তাহা নাহি মন (খ) উর্ব্বণ

আর রামা বলে সেহ কিছু ভাল বটে।
নাড়ী ধরিবার বেলা হাত ধরা ঘটে ॥
রাজসভাসদ্ পতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী হৈল আমিষে বঞ্চিত ॥
পান বিনা মুখে গন্ধ নাহি দিগভোজন।
কি কব আমার মাথা * গোগ্রাসে ভক্ষণ ॥
ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ ॥
আর রামা বলে হোক তথাপি পণ্ডিত।
বরমেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত ॥
অভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার ॥
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপ-তিথি তারা।
অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে তারা ॥
সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে।
তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে ॥
আর রামা বলে মন্দ না ভাবিহ তায়।
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায় ॥
পাঁতিলেখা রাজার মুন্সী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি ॥
কেটে ফেল পাঠ যদি দেখ তকরার। †
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার ॥
আর রামা বলে সই ভাল ত মুন্সী।
বখসী আমার পতি সদাই খুন্সী ॥
কিঞ্চিৎ কশুর নাহি কশুর কাটিতে।
বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে ॥
পরের হাজীর গরহাজীর লিখিতে।
ঘরে গরহাজিরা সে না পায় দেখিতে ॥
ফেকের ফিকিরে ফেরে ফাঁকিফুঁকি লেখে।
কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে ॥ ‡
আর রামা বলে সই এ তো গুণ বড়।
উকীল আমার পতি কীল খেতে দড় ॥
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি § খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা করে সারে ॥
আর রামা বলে সই এ তো ভাল শুনি।
আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী ॥
আরজীর আঁটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।
বাথানিয়া গাই যত ফিরে অঙ্গভঙ্গে ॥

আমি ফরিয়াদি ফরিয়াদির মিশালে।
কহিতে না পারে নিশা টানে টোলে টালে ॥
আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
খাজাঞ্চী আমার পতি সবার অধম ॥
চাঁদমুখে টাকা দেই সোনা মুখে লয়।
গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয় ॥
পরধন পরে দিতে যার এই হাল।
তার ঠাঁই পানিকৌটা চাহিতে * জঞ্জাল ॥ †
কহে আর রসবতী গাল ভরা পান।
পোদ্দার আমার পতি কৃপণ-প্রধান ॥ ‡
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।
চিনির বলদ সবে একখানি গুণ ॥
আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গ তামা দিয়া।
সে দেয় তাহার শোধ হাত বদলিয়া ॥
আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
অভাগীর পতি সে হিসাবে মুহুরীর ॥
শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে প'ড়ে।
খাওয়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে ॥
গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেয় গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা ॥
আর রামা বলে সই এ বটে গভীর। §
অভাগীর পতি নিকাশের মুহুরীর ॥
মফঃস্বল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে ॥
জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।
'পরে কৈলে খরচ তাহাতে কটু কয় ॥
আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগীর পতি বাজে জমার মালিক।
যম সম ধরিতে পরের বাজে জমা।
নিজ ঘরে বাজে জমা জানে অধমা ॥
সবে তার এক গুণে প্রাণ ঝুরে মরে।
বঁধু এলে তার ভরে কেহ নাহি ধরে ॥
আর রামা বলে সই এ ত বড় গুণ।
দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন ॥
সদা ভাবে কোন্ ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়া-ভাগ্য নিজে নাহি অন্তেরে পড়ায় ॥

---

* (খ) পতির কথা
† (ক) তকবার
‡ (ক) সর্ব্বদা হজুরে থাকে না জানি কি লিখে।
§ (ক) কিল

* (খ) পহিতে
† (খ) অতিরিক্ত পাঠঃ—
আয়োত লোহার যতাছি বলিতে আছে।
বুজিয়া নামাতে বিধি ছিকার দিয়াছে ॥
‡ (ক) চোরের প্রধান
§ (ক) কহে আর রসবতী চখে বহে নীর

হেটে কর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।
পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়॥
আর রামা বলে সই এ তো শুনি ভালো।
ষড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কালো।
রাত্রি-দিন আট পর ঘড়ি পিটে মরে।
তার ঘড়ী কে পিটায় * তল্লাস না করে॥
রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ী বাজায়।
আপনি না পারে আর বন্ধুরে খেদায়॥
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে!
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥
বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ঘাটি।
জাতিতে যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি॥
দুচারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার॥
সুতা-বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥
গোদা কুঁজো কুরুণ্ডে প্রভৃতি আর যত।
সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত॥
ত' সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
[মহা কবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥] †
পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটী শ্লোক পড়ি সারে॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে কত রাত্রি বলি হারি তার॥ ‡
শাখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল বাক্যের গুণে বিহারের প্রভু॥

[ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥
তার কথা শুনে সবে মনে মনে জ্বলে।
যাইবারে চাহে ঘরে চরণ না চলে॥] *
একবার চোর যারে করে নিরীক্ষণ।
তখনি অমনি তার চুরি করে মন॥
দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল।
ভারত কহিছে গেল যথা মহীপাল॥

সভায় চোর আনয়ন

কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যামরায়॥
কংসের গায়ন যারা যে বীণা বাজায় তারা
বীণা সে গোবিন্দ-গুণ গায়।
বীরগণ আছে যত বলে কংস হৌক হত
হেন জনে বধিবারে চায়॥
বীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে
লুঠিব এ চরণ-ধূলায়।
ভারত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শত্রুভাবে মিত্র-পদ পায়॥
[বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।
পাত্র-মিত্র সভাসদ্ বসিয়া সভায়॥] †
ছত্রদণ্ড আড়ানী চামর মৌরছল।
গোলাম-গর্দ্দিসে খাড়া গোলাম সকল॥
পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ‡
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত॥
পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাইপুত্র দশ।
ভাগিনী-জামাই সাত ভাগিনী ষো'ড়শ॥ §
জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল। £
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দলবল॥
সম্মুখে সেপাই সব কাতার কাতার।
যোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তরবার॥

---

* বি, বাজায়
† (খ) অতিরিক্ত পাঠ
আর জনা বলে সখি কবি মোর পতি।
সারা রাতি ভাব্যা মরে নাহি করে রতি॥
ভুলাতে হাতেতে করা বিড়বিড়য়ে মুখে।
বুঝ দেখি সখি সব থাকি কিবা সুখে॥
বারমাস্তা কবিতা ভাব্যা কাটাইল কাল।
কত কত দিনে গেল্যা মোর ঘুচিবে জঞ্জাল॥
‡ (ক) কতো মতে করি রতি বলিহারি তার।

* (ক) হেন বুঝি এই চোর হইতে বা পারে।
সেই বুঝি কবি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥
তার বাক্যে আর সবে দুনা ক্রোধে জলে।
ধরা ধরি গেলা তিতি নয়ানের জলে॥
† বলরামের কালিকা মঙ্গলে
অবিকল এই দুই লাইন পাওয়া যায়।
‡ (ক) পুরাণ পাঠক আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
§ (খ) দ্বাদশ
£ (ক) শ্বশুর মাতুল শালা বিহাই সকল

ঘড়ীয়াল্ দুই পাশে হাতে বালিঘড়ী ॥ *
সারি সারি চোপাদার হাতে হেমছড়ী ॥
অগ্রেতে আরজবেগী আরজী লইয়া।
ভাটে পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া ॥
মোসাহেব বসিয়া সকল বরাবর।
আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর ॥
মুন্সী বক্সী বৈদ্য কানগোই কাজী।
আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজি ॥
রবাব তম্বুরা বীণা বাজয়ে মৃদঙ্গ।
নটী কালোয়াত গান গায় নানারঙ্গ ॥
ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্ত্তকে নাচে গায়।
নকীব সেলাম গাছে সেলাম জানায় ॥
[উজবক কজ্জলবাস হাবশীজহ্লাদ।
আশাওল মল্ল ঢাকী চেলা খানেজাদ ॥] †
সম্মুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুক সোয়ার।
মাহুত হাতীর কাঁধে জানায় জোহার ॥
রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল।
হেনকালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল ॥
শারী শুক খুঙ্গী পুথি মালিনী সহিত।
হাজির করিল চোরে নাজীর বিদিত ॥
নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবত।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত ॥
নিবেদিল চোর ধরিবার সমাচার।
শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতীয়ার ॥
হেঁটমুখ আড়চক্ষে চোর দেখে রায়।
রাজপুত্র হবে রূপ লক্ষণে জানায় ॥
বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যা-যোগ্য বর।
কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর ॥
কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব ॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা :
যে হয় করিব পিছে আগে যা (উ) ক জানা ॥
হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল।
এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল্ ॥
হীরা বলে ইহার দক্ষিণদেশে ঘর।
পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর ॥
সত্য কথা কে জানে দিয়াছে পরিচয়।
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয় ॥

বাসা করি রয়েছিল আমার আলয়।
ছেলে বলি ভালবাসি মাসী মাসী কয় ॥
বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে।
মাটী খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যাবিদ্যমানে ॥
চাহিয়াছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে।
আমি কহিলাম কত রাণীরে রাজারে ॥
কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা।
আনিতে কহেন চুপে কার সাধ্য আনা ॥
ইহা বই জানি যদি তোমার দোহাই।
মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই ॥
তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে।
কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে ॥
না জানি কুটিনীপনা দুখিনী মালিনী।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥
নষ্ট নষ্ট নষ্ট-সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয়।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয় ॥
রাজার হইল দয়া হীরার কথায়।
ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ॥

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা

লোকে মোরে বলে মিছা চোর।
বুঝিবে কেবা এ ঘোর ॥
সবে চোর হয়ে মোরে ধরি লয়ে
চোরবাদ দেই মোর।
দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর
আমারে বলে কঠোর ॥
সবে করে পাপ ভুঞ্জিবারে তাপ
মোর পদে দেয় ডোর।
কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে
ভারত ভাবিয়া ভোর ॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে।
অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে ॥
দূর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া।
গঙ্গাপার কর গালে চুণ-কালি দিয়া ॥
ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায়।
ধাক্কা দিয়া ছেড়ে দেয় মালিনী পালায় ॥
রাজার হীরার বাক্যে হইল সংশয়।
আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয়

---

* (ক) ঘড়িয়াল দুই পাশে ঘড়ী হাতে করি।
† (ক) চাবুকী ধানকী টানী চেলা খানেজাদ।
উজবোগ করে বৈশে হাবসী জহ্লাদ ॥

জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ ওরে চোর।
কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর॥
চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল।
কেন পরিচয় চেয়ে বাড়াও জঞ্জাল॥
তুমি ত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে।
নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে॥
চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে।
উচ্চজাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে॥
তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ।
তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ॥
দেমাক দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়।
বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয়॥
বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ।
মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ॥
চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ।
নাড়ী ধ'রে বুঝ জাতি কথায় কি কাজ॥
মুন্‌শী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুন্‌শী।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনসী॥
চোর বলে মুনসীজি তুমি সে বুঝিবে। *
জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে॥
বখ্‌শী জিজ্ঞাসে আমি বখ্‌শী রাজার।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফেরফার॥
চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায়।
পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায়॥
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এবার হইল বড় দায়॥
বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ-লক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা॥ †
এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাক্‌ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥
শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয়।
ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয়॥

রাজার নিকটে চোরের পরিচয়

[কহে বীরসিংহ রায় কহে বীরসিংহ রায়।
কাটিতে বাসনা নাই ঠেকেছি মায়ায়॥
কহ তোমার কি নাম কহ তোমার কি নাম।
কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন্ গ্রাম॥
কহ সত্য পরিচয় কহ সত্য পরিচয়।] *
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥
শুনি কহিছে সুন্দর শুনি কহিছে সুন্দর।
কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিৎ নাহি ডর॥
শুন রাজা মহাশয় শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥
আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥ †
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥
শুন শ্বশুরঠাকুর শুন শ্বশুরঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥
তুমি ধর্ম্ম-অবতার তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
অবিচারে চোর বল এ কোন্ বিচার॥
বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা করেছিল পণ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন॥
পণে জাতি কে বা চায় পণে জাতি কে বা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়॥
দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ॥ ‡
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে।
বিচারে হারিয়া পতি করিল § আমারে॥
আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই॥ £
মোর বিদ্যা মোরে দেহ মোর বিদ্যা মোরে দেহ।
জাতি লয়ে থাক তুমি ¶ আমি যাই গেহ॥
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ।
তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান॥

* (ক) জানিবে
† (ক) সজ্জন (খ) ভব্যগুণজাতি কিবা বুঝাও ব্যঞ্জন

* (ক) কহে বীরসিংহ রায় কাটিতে বাসনা জায়।
ঠেকেছে মায়াতে চোর দেহ পরিচয়॥
কি নাম তোমার তুমি কাহার তনয়।
দেহ সত্য পরিচয় দেহ সত্য পরিচয়॥
† ইহার পর (ক) পুঁথিতে,—
কি দেখায় পরিচয় কি দেখাও ডর।
কালীর কিঙ্করে যম জানে পরিচয়॥
(খ) কি দেখাও যমভয় কি দেখাও যমভয়।
কালীর কৃপায় যম জানে পরিচয়॥
‡ (ক) যথা আছে পণ তথা এই রঙ্গ॥
§ (ক) বলিলে
£ (ক) বিচারে জিন্যাছি বিদ্যা ছাড়িবারে নই॥
¶ (ক) জাতি লইয়া তুমি রহ

ক্রোধে কহে মহীপাল ক্রোধে কহে মহীপাল।
নাহি দিল পরিচয় কাট রে কোটাল ॥
চোর তবু কহে ছল চোর তবু কহে ছল।
বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যার লাগিয়া।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া।
আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায়।
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায় ॥
তুমি নাহি দিলা যেই তুমি নাহি দিলা যেই।
মাটী কাটি তলাসিতে গিয়াছিনু তেঁই ॥ †
শুনি সভাজন কয় শুনি সভাজন কয়।
সেই বটে এই চোর মানুষ ত নয় ॥
চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল।
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল ॥
চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া ॥ ‡
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক।
ভারত কহিছে তার গোটাকত শ্লোক ॥

রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ

মোর পরাণ পুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা ॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব ধাঁধা ॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধা-কৃষ্ণপদে বাঁধা ॥

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগলিতামিব চিন্তয়ামি ॥

[এখনো সে কনকচম্পকসু(ন্দর)বরণী।
তনুলোমাবলি ফুল্লকমলবদনী ॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা
কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার।
চোর বলে মহারাজ শুন আর বার ॥] *
অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥
এখনো যে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা।
এক রাত্রি মোর দোষে না কহিল কথা ॥ †
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে।
[ছলে হাঁচিলাম জীব-বাক্য বলাইতে ॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায়ে পরিল কানে কনক-কুণ্ডল ॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ্য ভাবিয়া।
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া ॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
তুমি মৈলে তার কি আয়তি রবে নাই ॥] ‡

---

† (ক) সুড়ঙ্গ করিয়া আমি গিয়াছিলাম তেঞী
‡ (ক) স্মরিয়া

* (গ)র পাঠ—

আজি বিদ্যা কনকচম্পকদামআভা।
কনক কমল মুখতনু লোম শোভা ॥
মদন অলসে বিদ্যা ছিল অচেতন।
প্রমাদ গণএ কিবা পাইয়া চেতন ॥
এই দুঃখ মোর চিত্তে কর অবধান।
শুনিঞা কোপিত রাজা বলে হান হান
দ্বিগুণ কোপিত রাজা বলে মার মার।
চোর বলে এক বোল শুনহ আমার ॥

ইহার পর (গ)র পাঠ—

খঞ্জননয়ানী বিদ্যা লহনি যৌবনী।
পীন পয়োধর দুই গৌউর বরণী ॥
মদনের শরানলে দহে তার অঙ্গ।
শীতল করিতে তনু তেজি্ঞ কৈনু সঙ্গ ॥
যদি কৃপাময়ী বিদ্যা কৃপা করে মোরে।
কি করিতে পার তুমি নৃপতিশিখরে ॥

† (খ) এক রাত্রি মোর সঙ্গে নাহি কয় কথা

‡ (গ)র পাঠ—
কলঙ্ক বেকত মোর হইল যখন।
জীবেতি মঙ্গল বিদ্যা না বলে তখন ॥
ক্ষিতিরাজকন্যা বিদ্যা কোপিল বদনে।
কলঙ্করচিত পত্র পরিল শ্রবণে ॥

ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিলা।
সভা সাক্ষী হইও রাজা জামাই বলিলা॥
ভাল হই মন্দ হই বলিলা জামাই। *
ধর্ম্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর॥
বারিনিধি দুর্ব্বহ বাড়ব-অগ্নি বহে।
সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥ †
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয়॥
ভূপতি বুঝিল মোর বিদ্যারে বর্ণায়।
মহাবিদ্যা-স্তুতি করে গুণাকর রায়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোর-পঞ্চাশী টীকায়॥
হেঁটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এবা কোন্ জন॥

বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়।
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয়॥
কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল।
তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥
লক্ষ্মণা হারিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন।
তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন॥
অতএব সহসা বধিতে যুক্তি নয়।
বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কয়॥
কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর।
ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর॥
রাজার সভায় সুন্দরের শারীশুক।
ভূপতিরে ভর্ৎসিবারে করিছে কৌতুক॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

আমি জিলে রহে তার আয়তি বিস্তর।
জানিয়া পরেন বিদ্যা কনককুণ্ডল॥
দগ্ধ হয় তনু তার দ্বিগুণ ভাবিয়া।
ইসারায় কহে জীব কথা [না] কহিয়া॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
তুমি মৈলে তার কি এয়োতি রবে নাই॥

* (খ) রোষে হক তোষে হক বলিলা জামাঞি

† (খ) অবশ্য পালন করে সুজন যা কহে।
সুজনের অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥

(গ)র পাঠ—

অঙ্গীকার করিলে শুনহ নরপতি।
অদ্যাপি না করে ত্যাগ বিষ পশুপতি॥
দেখ কূর্ম পৃষ্ঠে ধরা করি অঙ্গীকার।
[সৎজন বাক্য না] লঙ্ঘিয়াছে পুনর্বার॥
জামাতা বলিয়া মোরে কেনে অস্বীকার।
অকারণে বধভাগী হইবে আমার॥
জামাতা বিষ্ণুর সম কহে ধর্ম্মশাস্ত্রে।
কি কারণে কোটালে কাটিতে বল অস্ত্রে॥
যদি দুষ্ট বটি আমি তথাপি ভাজন।
সভামধ্যে অঙ্গীকার করিলে রাজন॥

(ক) পুঁথির পাঠ—

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির সংখ্যা 'বঙ্গীয় চৌরপঞ্চাশতে'র নির্দিষ্ট সংখ্যার অনুযায়ী লিপিবদ্ধ হইল। —প্র, পাল

১ম শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা রূপে জিনি কমলকলিকা।
প্রফুল্লকমলমুখী গজেন্দ্রসারিকা॥
শয়ন করিঞা ছিলো মদনবিহ্বলা।
প্রমাদ শুনিঞা উঠে চিন্তয়ে অবলা॥
চোরের বচন শুনি চিন্তে মহারাজ।
পাত্র মিত্র চমকিত সকল সমাজ॥
কলঙ্ক রাখিলা আর কহে হেন কথা।
ধরিঞা মশানে চোরের কাট লঞা মাথা॥
কোটালিয়া চোরেরে ধরিয়া লঞা জায়।
চোর বলে পুনরাপ শুন মহাশয়॥

২য় শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা নবীন যৌবন চন্দ্রমুখী।
সকল ঘুচিল (ক্লেশ) যদি তার দেখি॥
মদনের বাণে পোড়ে শরীর সকল।
যদি তার দেখা পাই[য়ে] হয় সুশীতল॥
পুনরপি শুনি কোপে বোলে নৃপরায়।
ফিরায় আঁখি বোলে হায় হায়॥
কোটালিয়া ধরে তারে পাইয়া আবধি।
চোর বলে পুনরপি শুনহ ভূপতি॥

৩য় শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা প্রফুল্ল কমল বিধুমুখী।
না সহে কুচের ভার যদি তারে দেখি॥
বাহু পসারিয়া তারে করি আলিঙ্গন।
কমলের অলি প্রায় বদন চুম্বন॥
শুনিয়া অধিক কোপে জ্বলে নৃপমণি।
পাত্র মিত্র বোলে হেন কোথায় না শুনি॥
রাজা বোলে চোর লঞা যাও মসানে।
চোর বলে মহারাজ কর অবধানে॥

৪র্থ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা নিধুবনে শৃঙ্গার লাস হে।
তথাপি মৈথুন বাণে তনুবর দহে॥
গোপনে করিল গর্ভ ধরিল উদরে।
মোর কণ্ঠে দিল হাথ শরণ তাহারে॥
রাজা বলে কাট চোরে বিলম্ব না কর।
শুন শুন মহারাজ কহিল সুন্দর॥

৫ম শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যাবতী বসে কৈল জাগরণ।
তরুণ তারক কিন্তু ঘূর্ণিত নয়ন॥
রাজহংসী বিদ্যা স্থির সরোবর।
লাজে করে হেটমুণ্ড স্মরিয়া তাহার॥
শুনিয়া কোপিত রাজা বোলে মার মার।
চোর বলে বচনেক শুনহ আমার॥

৭ম শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা শীতল চন্দন লেপে গায়।
কুসুম কৌস্তুরী গন্ধ দশ দিকে ধায়॥
অধর অধরে দোহে করিল চুম্বন।
শয়ন স'ওরি তার নয়ানখঞ্জন॥
রাজা বলে অদৃষ্ট আছিলে কোথায়।
মারহ ইহায় আজি রাখিতে না হয়॥
চুলে ধরি কোটালিয়া দিল একটান।
চোর বলে মহারাজ কর অবধান॥

৮ম শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা মধুবনে মত্ত মধু পানে।
অধর চুম্বনে দেখি চঞ্চল নয়ানে॥
মৃগমদ কমলে পিত্তো যত্তো সখী।
দেখিতে তাহারে যেন বিম্ব পূর্ণমুখী॥
রাজা বোলে কোটালিয়া লয়া যাও মশানে।
চোর বলে নিবোদিবো রাজার চরণে॥

৯ম শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা মধুপূর্ণ অধর যুগলে।
চুম্বন করিল পান শৃঙ্গারের কালে॥
কম্পিত প্রদীপ আভা বিনোদ বদনী।
গ্রহণান্ত চন্দ্র যেন মুখচন্দ্রখানি॥
শুনিয়া চোরের কথা কোপে মহাবল।
ঘৃত পাইলে বাড়ে যেন জ্বলন্ত অনল॥
সঘন ফিরায় আঁখি বোলে মার মার।
বচনেক বলি রায় কহিছে কুমার॥

১০ম শ্লোকার্থ—

আখন সে মোর মনে আছএ সর্ব্বথা।
একরাত্রি মোর দোষে নাহি কয় কথা॥
বিস্তর যতন তারে কথা কহাইতে।
ছলে হাচিলাম জীব-বাক্য বোলাইতে॥
আমি জিলে তবে আই সুনিশ্চল।
জানাইয়া পরে কানে কনককুণ্ডল॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ্য ভাবিয়া।
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া॥
ঘন ঘন কোপে রাজা বোলে কোটালেরে।
বিলম্ব না কর কাট বধহ ইহারে॥
ঢেকা মারি লয় চোরে বোলে কোটালিয়া।
শুন শুন বোলে চোর কৃতাঞ্জলি হইয়া॥

১১শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা বিপরীত শৃঙ্গার মাতিয়া।
কনক কুণ্ডল দোলে বদন জুলিয়া॥
ছুলিতে মুখেতে বহে ঘর্ম্মজল।
কাঞ্চন উপমে যেন নীলমুক্তফল॥
শুনিয়া চোরের কথা লাগে চমৎকার।
পাত্রমিত্র সভাজন করে হাহাকার॥
রাজা বলে কোটালিয়া না কর বিলম্ব।
চোর বোলে মোর বোলে কর উপালম্ব॥

১২শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা রতি সে না সহে পরাণে।
মোর পানে চাহে ঘন করিল নয়ানে॥
ঘুচাইল পয়োধর বসন অঞ্চল।
সুরাগ অধর বট করে ঝলমল॥
রাজা বোলে চোরে লইয়া বধ কোটালিয়া।
নষ্ট দুষ্ট কোথা হইতে মিলিল আসিয়া॥
কোটালিয়া বলে চোর চলহ মশানে।
চোর বোলে কব কিছু রাজার চরণে॥

১৩শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা অশোক পল্লব হাতে জানে।
মুকুতা হার শোভে চুচুক চুম্বনে॥
অন্তরে ঈষৎ হাসি বিলোলিত গণ্ড।
চিন্তয়ে বল্লভা মোরে রহাস্ত রঙ্গ॥

মারহ ই চোরে বলে নৃপবর রায়।
চোর বোলে কিছু কথা কহি তব পায় ॥

১৪শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা উরুদেশে হাস্তত পরশে।
কুচযুগে হাত দিতে নখাঘাতে লাগে ॥
বসনে ঢাকিয়া তাহা কোপ করি চায়।
হাতেতে ধরিল যম দীনহীনে চায় ॥
হান হান বোলে তারে বীরসিংহ রায়।
চোর বলে নিবেদন করি তুয়া পায় ॥

১৫শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যার শোভে চান নয়ান কজ্জল।
প্রফুল্ল কুসুম মালে বেষ্টিত কুণ্ডল ॥
সিন্দূর মার্জ্জিত যত দশনের আভা।
কটিতটে কিঙ্কিণী করএ অতি শোভা ॥
রাজা বোলে অবিলম্বে কাটহ এ চোরে।
চোর বলে আর কিছু কহিব তোমারে ॥

১৬শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা ধবল মন্দিরে দীপ জ্বলে।
ঘুমের সময়ে তাকে করিলাম কোলে ॥
ঘন ঘন কোপে রাজা বলে হায় হায়।
এমন পাপিষ্ঠ চোর আছিল কোথায় ॥
রাজা বলে কোটাল চোরেরে কাট লঞা
শুন শুন চোর বলে কৃতাঞ্জলি হয়া ॥

১৭শ শ্লোকার্থ—

আজ বিদ্যা শৃঙ্গারে আউলায় কেশপাশ।
খসিল গলার হার বদন সুহাস ॥
কুচেতে মুকুতা হার করএ চুম্বন।
সুওরি নিলার কালে চঞ্চল নয়ন ॥
মার মার বলে রাজা কহে কোটালেরে।
চোর বোলে নিবেদন করিবো তোমারে ॥

১৮শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যার বিরহে দগধে তনুখানি।
যুবতীর পাত্র মোরে কুরঙ্গনয়নী ॥
কলেবর ধরে বামা বিচিত্র মণ্ডল।
রাজহংসে জিনি গতি দন্ত মুক্তাফল ॥
রাজা বোলে লহ দুষ্ট চোরের পরাণ।
আর যেন আমি নাহি শুনি অপমান ॥
কোটালিয়া লয়া জায় দক্ষিণ মশানে।
চোর বলে নিবেদিয়ে নৃপতিনন্দনে ॥

১৯শ শ্লোকার্থ—

আজি বিরহে না সহে কুচভার।
চুম্বন করএ কণ্ঠে মুকুতা হার ॥
প্রবেশ করিল রতি রসের মন্দিরে।
দেখি যেন মধুকেতু সম্বরি তাহারে ॥
ঘন ঘন কোপে রাজা চোরের কথায়।
কোথা হইতে আইল চোর আমার সভায় ॥
অবিলম্বে চোরে লেহ দক্ষিণ মশানে।
চোর বলে বলি কিছু তোমার চরণে ॥

২০শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা রতি রসে বিহ্বলা।
মধুর কথায়ে কথো সাধিল অবলা ॥
ঘন ঘন কহে প্রাণ রাখ প্রাণনাথ।
বদন মলিন করি শিরে দিল হাত ॥
রাজা বলে মার চোরে চোরে বিলম্ব না কর।
শুন রায় এক কথা কহিল সুন্দর ॥

২১শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা রসাবেশে মিলিল নয়ান।
আলাইল কেশপাশ খসিল বসন ॥
রাজহংসী জিনি বিদ্যার রতি সরোবরে।
জন্মান্তরে নিধুরসে সম্বরি তাহারে ॥
রাজা বলে কোটালিয়া শীঘ্র ধর গিয়া।
শুন শুন চোর কৃতাঞ্জলী হইয়া ॥

২২শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা প্রণয়িনী কুরঙ্গনয়ানী।
অমৃতের ভার কুচ বহে নিতম্বিনী ॥
তারে যদি পুন দেখি রতি অবসানে।
হাতে হাতে স্বর্গ জায় হেন লয় মনে ॥
ঘন ঘন কোপে রাজা চোরের কথায়।
চোর বলে পুনরপি শুন নৃপরায় ॥

২৩শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা চাপিয়া ধরিল মোর কোলে।
সকল শরীর দহে মদন আনলে ॥
আমার স্মরণ বিনি নাহিক সংসারে।
প্রাণের অধিক রামা সঙরি তাহারে ॥
মার মার বলে রাজা সকল সমাজ।
চোর বলে বচনেক শুন মহারাজ ॥

২৪শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা ক্ষিতিতলে যতেক কামিনী।
সভার গণনা মাঝে আগে তারে গণি ॥
শৃঙ্গার-নাটক মাঝে উত্তম ত নন।
সঙরি সঙরি তারে দগধে মদন ॥
ঘন ঘন কোপে রাজা বোলে মার মার।
সংসার ঘুড়িয়া হইলো কলঙ্ক আমার ॥

মার রে পাপীষ্ঠ চোরে লঞা মশানে।
চোর বোলে কহি কহি তোমার চরণে ॥

২৫শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা প্রথমে সুন্দরী কুতহলী।
মমতার পাত্র বালা ননীর পুতুলী ॥
শুন শুন সকল লোক না দেখি আমারে।
না সহে বিরহ দুঃখ সঙরি তাহারে ॥
রাজা বলে মার চোর অবিলম্বে লইয়া।
শুন শুন চোর বলে প্রণাম করিয়া ॥

২৬শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা মোর মনে করিল বিস্ময়।
না জাঞা না জান তথি কাঁ হবে উপায় ॥
শুনহে পণ্ডিত অন্তে আমার বচন।
আমার বনিতা রামা হরিলেক মন ॥
শুনিঞা তাপিত জর বাচাব অন্তরে।
চোর বলে পুনরপি বোলিএ তোমারে ॥

২৭শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা শুন আমি যাব নিজ দেশে।
চঞ্চল নয়ান করি চাহে অনিমিষে ॥
কি বলিতে কারা বলে সঘনে রোদন।
সঙরি বিভোল মোকে লম্বিত বদন ॥
শুনিয়া চোরের কথা বিস্ময় বদনে।
কি কর কোটাল বলে অরুণ নয়ানে ॥
কোটালিয়া চুলে ধরি দিল একটান।
চোর বলে মহারাজা কর অবধান ॥

২৮শ শ্লোকার্থ—

আজি যদি কোটাল ধরিল মোর তরে।
ভয়ে ত শরীর মোর ঘন কম্প করে ॥
আমার রাখিতে অত করিল যতন।
বলিতে না পারি তাহা দহে মোর মন ॥
কি বলে কি বলে বেটা বলে নৃপবীর।
চোর বলে মহারাজা কহি তব পায় (?) ॥

২৯শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা বিয়োগ না সহে একক্ষণ।
শঙ্কা করি কাব কয় সোধাইলে বচন ॥
আমার জীবন ধরে মদনের ছাতি।
কিবা বিকি হরিহর সঙরে যুবতী ॥
অতি কোপে কাপে রাজা শুনিয়া।
কোটালিয়া মারো চোরে মশানে লইয়া ॥
কোহে ঢেকা মারে কেহো দড়ি ধর‍্যা টানে
শুন শুন বোলে চোর রাজ সন্নিধানে ॥

৩০শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা [চকোরিণীনয়নচঞ্চলে।]
শীতাংশুমণ্ডলমুখী কুটিল কুন্তলে ॥
করিকুম্ভ জিনি কুচভারেত কাতর।
সঙরি বিম্বলি ফল জানিয়া অধর ॥
রাজা বলে কোটালিয়া লহরে মশানে।
চোর বলে নিবেদিব রাজার চরণে ॥

৩১শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা বন্ধন সুন্দর মনোহর।
না দেখিলে দিবানিশি দহে কলেবর ॥
কামের দর্পণ জিনি অপরূপ ধরে।
পুনরপি পুন পুন সঙরি তাহারে ॥
শুনিঞা অধিক বোল নৃপতিশিখর।
হেন কথা কহে বেটা সভার ভিতর ॥
কাটরে পাপীষ্ঠ চোরে দুঃখ যায় দূর।
কহি কহি তোমার চরণে কহে চোর ॥

৩২শ শ্লোকার্থ—

জন্মান্তরে ভিন্ন সেব (?) সেই সে যুবতী।
ইহকালে পরকালে সেই মোর গতি ॥
শুনিয়া অধিক জ্বলে বীরসিংহ রায়।
চোর বলে পুনরপি কহি তুয়া পায় ॥

৩৪শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা কুচকুম্ভে সুখে নিল হাত।
মধুপানে হৃদে তথি লাগে নখাঘাত ॥
ব্যথায় পুলকে চাহে এই কথা।
বিলম্ব না কর চোর কাট লঞা মাথা ॥
আর যেন কখন না শুনি হেন বাণী।
চোর বলে পুনরপি শুন নৃপমণি ॥

৩৫শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা কোপে কিছু না বলিয়া…।
তোমায় নিতান্ত আমি ভজি শুভদিনে ॥
সঘনে কোপিত রাজা বলে মার মার।
চোর বলে বচনেক শুনহ আমার ॥

৩৬শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা বসে ঘরে আছে সখীগণে।
ধাইয়া তথাই যাই হেন লয় মনে ॥
তার সনে হাস শুন হে ভূপাল।
শৃঙ্গার কালে মোর যোগ্য সর্ব্বকাল ॥
শুনি মহাকোপে জ্বলে নৃপতিশিখর।
বিলম্ব না কর চোরে কাটহ সত্বর ॥
কোটালিয়া চুল ধরি দিল এক টান।
চোর বলে (রাজা) বচনেক অবধান ॥

৩৭শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা রূপগুণে নাহিক অধিক।
জগত মোহিতে পারে সভার অধিক ॥
পুনরপি দেখিতে বাসনা করে ধাতা।
আমারে মহিবে সেই গেল কথা ॥
রাজা বলে কাট চোরে পাইল বড় লাজ।
চোর বলে বচনেক শুন মহারাজ ॥

৩৮শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা বর্ণিতে না পারে কোন জনে।
পূর্ব্বেতে আছিল রতি হেন লয় মনে ॥
তাহার সমান রূপ যদি তারে দেখি।
তবে সে বুঝিতে পারি সেই চন্দ্রমুখি ॥
ঘন ঘন কোপে রাজা চোরের বচনে।
তখনে বিদ্যার সখী গেল সেইখানে ॥
দেখিয়া তাহার তরে বোলেন সুন্দর।
শুন শুন সখি আজি আমার উত্তর ॥

৩৯শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা গৌরী শারদ চন্দ্র জিনি।
থাকুক আমার দায় মোহে জত মুনি ॥
পুন যদি সুধা পুরিত নবনী [বদন]।
অবিরথ আলিঙ্গনে করিএ চুম্বন ॥
রাজা বলে এ তো মোরে করএ বিবাদ।
চোর বলে শুন কিছু ভাৎথ বিবাদ ॥

৪১শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা কমল সুগন্ধি পুষ্প জল।
কলেবর দহে তার শরীর সকল ॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
তুমি মৈলে তবে কিবা আর বিহা নাই ॥
জামাতা কহিলা মোরে আর ভয় নাই।
ধর্ম্মসাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই ॥

৪৮শ শ্লোকার্থ—

আজি বিদ্যা পূর্ণপদ্ম জিনি কলেবরে।
ভালে গোরচনা বিন্দু অতি শোভা করে ॥
মদন আলসে কৈল ঘূর্ণিত দৃষ্টিপাতে।
ছল বশে সেই মুখ ধায় মোর সাথে ॥
সেই সব আরে সখি চলিলা লজ্জায়।
জামাতা কহিলা মোরে আর ভয় নাই ॥
বীরসিংহ রায় কোপে [বলে] হায় হায়।
অবিলম্বে কাট গিঞা চোরের মাথায় ॥
চোর বলে পুনরপি কব কিছু কথা।

৫০শ শ্লোকার্থ—

এখোনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ ধরণী ধরে পৃষ্ঠের উপর ॥
অম্ভোনিধি অদ্যাপি বাড়ব অগ্নি বহে।
সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে ॥
পশ্চিমে হয় যদি সূর্য্যের উদয়।
সুমেরু পর্ব্বত যদি সচলিত হয় ॥
বিকসিত যদি পদ্ম পর্ব্বত শিখায়।
তথাপি সজ্জন বাক্য লঙ্ঘন না হয় ॥

এই স্থলে 'ক' পুঁ-র (চোর কর্ত্তৃক উক্ত শ্লোক পাঠান্তর শেষ হইল।

শুকমুখে চোরের পরিচয়

শুকমুখে মুখ দিয়া শারী কান্দে বিনাইয়া
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া।
শারীর ক্রন্দনছাঁদে শুক বিনাইয়া কাঁদে
সভাজন মোহিত শুনিয়া ॥
শুক পাকসাট দিয়া শারিকারে খেদাইয়া
নারী-নিন্দাচ্ছলে নিন্দে ভূপে।
আলো শারি দুর দুর নারীর হৃদয় ক্রুর
পুরুষে মজায় কামকূপে ॥
গুণসিন্ধুরাজসুত সুন্দর সুগুণযুত
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি।
দস্যুকন্যা মহৌষধে পতি করি সাধু বধে
বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি ॥
বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া
ডাকাতের দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরি হরি
পতি-বধ কৈল পাপীয়সী ॥
তুই সে বিদ্যার শারী শিখিয়াছ গুণ তারি
তুই কবে বধিবি জীবন।
যেমন দেবতা যিনি তেমনি স্বরূপা তিনি
সেইমত ভূষণ বাহন ॥
শুকের শুনিয়া বাণী সবে করে কানাকানি
রাজা হৈল সন্দেহ-সংযুক্ত।
মালিনী কহিল যাহা শুকপাখী বলে তাহা
চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত ॥
রাজা কহে শুক শুন কি কহিলা কহ পুন
চোরের কি জান পরিচয়।
গুণসিন্ধু রাজা যেই তাহার তনয় এই
বল কিসে হইবে প্রত্যয় ॥
বিদ্যা নিল চুরি করি কোটাল আনিল ধরি
পরিচয় না দেয় চাহিলে।

তুমি ত পণ্ডিত হও কেন না কাটিব কও
কেন মোরে ডাকাত বলিলে ॥
শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয়
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।
ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয়
বড়মানুষের রীতি এই ॥
নিজ পরিচয় প্রভু সুন্দর না দিবে কভু
পাখী আমি মোর কথা কিবা।
তুমি ত তাহার পাট পাঠাইয়াছিলা ভাট
ভাটে ডাক সকলি জানিবা ॥
রাজা বলে বটে হয় ভাটের সর্দ্দারে কয়
কাঞ্চীপুর কেটা গিয়াছিল।
জমাদার নিবেদিল গঙ্গাভাট গিয়াছিল
আন বলি রাজা আজ্ঞা দিল ॥
ভাটেরে আনিতে দূত ধায় যত রাজপুত
ওথায় সুন্দর মহাশয়।
পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে কালিকারে স্তুতি করে
কবি রায় গুণাকর কয় ॥

মশানে সুন্দরের কালী স্তুতি

মা কালিকে।
কালি কালি কালি কালি
কালি কালি কালিকে।
চণ্ডমুণ্ডমুণ্ডখণ্ডি খণ্ড-মুণ্ডমালিকে ॥
লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্তকেশজালিকে।
ধক ধক তক তক অগ্নিচক্রভালিকে ॥
লীহ লীহ লোলজীহ লক্ক লক্ক লক্ক সাজিকে।
স্থক ঢক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তরাজিরাজিকে ॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোরহাসহাসিকে।
মার মার ঘোর ঘোর ছিন্ধি ভিন্ধি ভাষিকে ॥
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্তনালিকে।
থেই থেই থেই থেই নৃত্যগীততালিকে ॥
ভীতিচূর্ণ কাম পূর্ণ কান্তিমুণ্ডধারিকে।
শম্ভুবক্ষপাদলক্ষ পাদপদ্মচারিকে ॥
খর্ব্ব গর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্ব-খর্ব্বকারিকে।
সিংহভাব ঘোররাব ফেরুপালপালিকে ॥
এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমস্তিকে ॥
অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত-অনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা ॥ ১ ॥
আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া ॥ ২ ॥
ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছা ইরা ॥ ৩ ॥
ঈশ্বরী ঈপতিজায়া ঈষদহাসিনী।
ঈদৃশী তাদৃশী নম ঈশানীঈহিনী ॥ ৪ ॥
উমা উর উরঃস্থল উপরে উথিতা।
উপকারে উর গো উরগ-উপবীতা ॥ ৫ ॥
উর্দ্ধজটা উরুরম্ভা উষপ্রকাশিকা।
উর্ম্মিতে ফেলিয়া কৈলা উষরমৃত্তিকা ॥ ৬ ॥
ঋতুরূপা তুমি ঋষি ঋভুক্ষের বৃদ্ধি।
ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥ ৭ ॥
ৠকার স্বর্গের নাম তুমি ৠরূপিণী।
ৠস্বরূপা রাখ মোরে ৠবাসদায়িনী ॥ ৮ ॥
ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার।
ঌ পড়িলে কি হবে ঌ কি জানে তোমার ॥ ৯ ॥
ৡকার দৈত্যের মাতা ৡকার ভব দানব।
ৡকারস্বরূপা তবু বধিলা ৡ ভব ॥ ১০ ॥
এণরিপুবাহিনীএ একান্তরে চাও।
একা আনি এখানে এখন কি এড়াও ॥ ১১ ॥
ঐশানী ঐহিক সুখে ঐকান্ত বাসনা।
ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥ ১২ ॥
ওড়পুষ্পওঘ জিনি ওষ্ঠের ওজস।
ওজোগণ তরাবার ও পদ ওকস ॥১৩॥
ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ ॥১৪॥
অংস্বরূপা অংকময়ী অংশে কংস-অরি।
অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্কে করি ॥১৫॥
অঃকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে।
অঃ কি কব অঃস্বরূপা রাখ মোরে তোষে ॥১৬॥
কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা।
কাতরে করুণা কর কুণপকর্ণিকা ॥১৭॥
খর খড়্গ খর্পর খেটকে খলনাশা।
খণ্ড খণ্ড করে খলে খল খল হাসা ॥১৮॥
গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশজননী। *
গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী ॥১৯॥
ঘন ঘন ঘোরঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী।
ঘন ঘন ঘুঙ্গু ঘুঙ্গু ঘর্ঘরঘণ্টিনী ।২০॥
ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙকার।
ঙকারস্বরূপা রাখ ঙপদ আমার ॥২১॥

(খ) গজেন্দ্রগামিনী

চন্দ্রচূড়া চন্দ্রঘণ্টা চমকচুম্বিকা। *
চাতুরীতে চোর কৈলা চাহ গো চণ্ডিকা ॥২২॥ †
ছায়ারূপা ছাবালেরে ছাড় ছদ্ম ছল।
ছয় লোক ছি ছি বলে আঁখি ছল ছল ॥২৩
জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী।
জয় দেহ জয়ন্তি গো জগতজননী ॥ ২৪॥
ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁক গো ঝটিত।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝরে শোণিত ॥২৫॥
ঞকার ঘর্ঘরধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার ॥২৬॥
টঙ্কিনী টমক টাঙ্গি টানিয়া টঙ্কার
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার ॥২৭॥
ঠাকুরাণী ঠেকাইলা এ কি ঠকঠকে।
ঠেঁটায় করিয়া ঠেঁটা ঠক কৈলা ঠকে ॥২৮॥
ডাকিনী ডমরুডম্ফে ডাকিয়া ডাগর।
‡ ডামরবিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর ॥২৯॥
ঢঙ্গনাশা ঢাক ঢোল ঢেমষা-বাদিনী।
ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢক্কিনী ॥৩০॥ §
ণত্ব লয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকারে নির্ণয়।
ণ-স্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয় ॥৩১॥ ‖
ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী।
তাপিত তনয়ে তব তারহ তারিণী ॥৩২॥
থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে।
থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥৩৩॥
দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানব-দমনী।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী ॥৩৪॥
ধরিত্রী ধাতার ধাত্রী ধূর্জ্জটীর ধন।
ধন ধান্য ধরা তার ধ্যানের কারণ ॥৩৫॥ ¶
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥৩৬॥
পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে।
পতিত পবিত্র পদ প্রসঙ্গ প্রতাপে ॥৩৭॥ ʃ
ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া।
ফাঁপর করিলা ফেরে ফাঁদেতে ফেলিয়া ॥৩৮॥

বিশালাক্ষী বিশ্বনাথ-বনিতা বিশেষে।
বিভা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ॥৩৯॥
ভীমা ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণভাষিণী।
ভয় ভাঙ্গ ভবানী গো ভবের ভাবিনী ॥৪০॥
মহামায়া মহেশ্বরী মহেশ-মহিলা। *
মোহিয়া মদন-মদে মিছা মজাইলা ॥৪১॥†
যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা।
যমালয়ে যাই প্রায় এস যবসুতা ॥৪২॥
রক্তবীজ-রক্তরসে রসিতরসনা।
রাখ গো রঙ্গিণি রণে রৌরবরটনা ॥৪৩॥
লহ লহ লক লক লোলে লোল জিহী।
লট পট লম্বিত ললিতলটলিহী ॥৪৪॥
বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বালা বালা বলা।
বদ্ধ হৈনু বর্দ্ধমানে বাঁচাও বিমলা ॥৪৫॥
শক্তি কিবা শাকম্ভরী শশিশিরোমণি।
শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী ॥৪৬॥
ষড়াননমাতা ষড়রাগবিহারিণী।
ষট্পদবরণী ষড় ঋতুবিলাসিনী ॥৪৭॥
সারদা সকলসারা সর্ব্বত্র সঞ্চার।
সকলে সমান সদা সত্তের সুসার ॥৪৮॥
হৈমবতী হেরম্ব-জননী হরপ্রিয়া।
হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া ॥৪৯॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥৫০॥
সুন্দর করিয়া স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিলা কালী জানিলা অন্তরে॥

দেবীর সুন্দরে অভয়দান

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে লৈল
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব ধাইল যোগিনী সব
অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ঘোষ॥
ডাকিনী হাকিনী ভূত শাখিনী পেত্নিনী দূত
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।
পিশাচ ভৈরব চলে ‡ যক্ষ রক্ষ আগুদলে
ঘণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল॥

* (খ) চন্দ্রচূড়া চশক চোশিকা
† (খ) চতুরেতে চোর হৈনু চাইগো চণ্ডিকা
‡ (খ) ডামরা বিদিত
§ (খ) ঢক্ক বেটা ঢেকা মারে ঢাক গো ঢক্কিনী
‖ (খ) ণয় ণয়ে জ্ঞান ণয় ণ কারে নির্ণয়।
ণ-স্বরূপা ণয়ে রাখ ণ হইল ক্ষয়॥
¶ (খ) ধন ধান্য ধরা ধান্য তোমার সদন।
ʃ (খ) পতিত পবিত্র তব পায়ের প্রতাপে॥

* (খ) মহেশ মোহিনী
† (খ) সিদ্ধা মজায়িনী
‡ (খ) যক্ষিনী রাক্ষসী চলে

লোল জটা কেশপাশ   অট্ট অট্ট অট্ট হাস
চক্রসম রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
লোল জিহ্বা লক লক   ভালে অগ্নি ধক ধক
কড়কড় বিকট দশন॥
মুখ অতি সুবিস্তার   * সৃক্কেতে রক্তের ধার
শব-শিশু শ্রবণে কুণ্ডল।
খড়্গ মুণ্ড বরাভয়   চারি হস্ত মোহময় †
গলে মুণ্ডমালা দলমল॥
দৈত্য-নাড়ী গাঁথা থরে   কিঙ্কিণী দৈত্যের করে
অস্থিময় নানা অলঙ্কার।
রুধির-মাংসের লোভে   চারিদিকে শিবা শোভে
‡ কে করে ভুবন চমৎকার॥
পদভরে টলমল   স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
অকাল-প্রলয় নিবারণে।
শিব শবরূপ হয়ে   হৃদয়ে সে পদ লয়ে
ধ্যানে শুয়ে মুদিতলোচনে॥ §
এইরূপে বর্দ্ধমানে   রহিলা আকাশ-যানে
সুন্দরেরে করিয়া অভয়।
মা ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ বেটা তোরে বা বধিবে কেটা
তবে আজি করিব প্রলয়॥
তোরে রাজা বধে যদি   রুধিরে বহাব নদী
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।
তোরে পুনঃ বাঁচাইয়া   বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া ৪
ভয় কি রে বিদ্যা-বিনোদিয়া॥ ∫
দেবীর আকাশ-বাণী   শুনিলা সুন্দর জ্ঞানী
আর কেহ শুনিতে না পায়।
ঊর্দ্ধমুখে কবি চায়   দেবীরে দেখিতে পায়
পুলকে £ পূরিল সব কায়॥
কালিকার অনুগ্রহে   সুন্দর আনন্দে রহে
দূর হৈল যতেক বন্ধন।
কোটাল সৈন্যের সনে   বান্ধিলেক ☞ জনে জনে
ডাকিনী যোগিনী ভূতগণ॥

* (খ) শরীরে
† (খ) শোভা হয়
‡ (খ) ফের রবে
§ (খ) নয়নে
৪ (খ) বিদ্যা আর রাজ্য দিব
∫ (খ) ভয় কিরে দেশে পাঠাইব
£ (খ) আনন্দে
☞ (খ) বাঁধিলেক

এরূপে সুন্দর আছে   তথায় রাজার কাছে
গঙ্গা ভাট হৈল উপনীত। *
ভারত সরস ভণে   শুন সবে একমনে
ভাট ভূপে কথা সুললিত॥ †

—:•:—

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি

ভাটাই কথা ছন্দ

গঙ্গা কহে গুণসিন্ধু মহীপতি-নন্দন সুন্দর
ক্যোঁ নাহি আয়া।
যো সব ভেদ বুঝায় কথা কি ধোঁ নাহি তঁহা
সমাঝায় শুনায়া॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভুল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভায়া কবিতাই ভটাই মে
দাগ চঢ়ায়া॥
ম্যায় কহা বহু পায়া কিবা গজবাজি দিয়া
শির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া
সব কাব্য পঢ়ায়া॥
গামই ধাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম
বড়াই বঢ়ায়া।
কাম গয়া নরাবাদ সবে অরু ভারতীকে
নহি ভেদ জানায়া॥

ভাটের উত্তর

ভূপ মৈ তিহারি ভট্ট কাঞ্চীপুর জায়কে।
ভূপকো সমাজ বাঝ রাজপুত্র পায়কে॥
হাত জোরি পত্র দীহ শীঘ্র ভূমিনায়কে। ‡
রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈ শুনায়কে॥
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছি ভেদ ভায়কে।
এক মে হাজার লাখ মৈ কহা বনায়কে॥
বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে।
আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে॥
ম্যাহি হে কহা ভায়া কাঁহা গয়া ভুলায়কে।
বাপ মা মহাবিয়োগী দেখনে না পায়কে॥

* (খ) আসি উপনীত
† (খ) ভাট ভূপের কথা সুলিত
‡ (ক) চলে তথি

শোচি শোচি পাঁচ মাহু মৈ উঁহা গমায়কে।
অগুহী কাহাহুঁ বাত বর্দ্ধমান আয়কে॥
ম্যাদ নাহি হৈ মহীপ মৈঁ গায়া জনায়কে।
পুছহু দিবানজীসো বখসীকো মঙ্গায়কে॥
বুঝকে কহে মহীপ ভট্টকো মনায়কে।
চোর কোন হৈতু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে।
ভুপকে নিদেশ পায় গঙ্গা যায় ধায়কে।
চোরকো বিলোকি চিহ্ন শীবভূমি নায়কে॥
বেগমে মহা মহীপ পাশ ভট্ট আয়কে।
সহি এই হৈ কুমার কাঞ্চীরাজ রায়কে॥
ভাগ হৈ তিহারী ভূপ এচি আয়কে।
বাসমে রহা তিরহা পুত্রিকো বিহায়কে॥
চোরকে মশানে মে কহা দিও পাঠায়কে।
ভাগ মানি আপ যায় লয়েছ মনায়কে॥
ভট্টকো কহে মহীপ চিন্তমোয় লায়কে।
লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে॥

সুন্দর-প্রসাদন

শুনিয়া ভাটের মুখে বীরসিংহ মহাসুখে
ভাটেরে শিরোপা দিল হাতী।
কুঠার বান্ধিয়' গলে আপনি মশানে চলে
পাত্রমিত্রগণ সব সাথী॥
মশানেতে গিয়া রায় সুন্দরে দেখিতে পায়
উর্দ্ধমুখে কালীরে ধেয়ায়।
কোটাল * সৈন্যের সনে বান্ধা আছে জনে জনে
কে বান্ধিল দেখিতে না পায়॥
শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া
ডাকিনী যোগিনী হুহুঙ্কার।
ভৈরবের ভীম রব নৃত্য-গীত মহোৎসব
মশানে শ্মশান-অবতার॥ †
দেব অনুভব জানি রাজা মানে অনুমানি
সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব।
না জানি ‡ করিনু দোষ দূর কর অভিরোষ
জানিনু তোমার অনুভব॥ §

* (খ) সন্যার
† (খ) মশানে দিবসে অন্ধকার
‡ (খ) জানি যে
§ (ক) অতিরিক্ত পাঠ
করি অতি মন্দকাজ পশ্চাতে হইল লাজ
অপরাধ ক্ষেমহ আমার
পাত্রমিত্র নৃপবর স্তুতি কৈল বিস্তর
কৃপাযুক্ত হইল কুমার

বিনয়েতে কবিরায় * শ্বশুর জ্ঞেয়ানে তায়
কহিলেন প্রসন্নবদনে।
আপনি হইনু চোর দুখ নহে সুখ মোর
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে॥
নৃপ বীরসিংহ কয় শুন বাবা মহাশয় †
কোটালের কি হবে উপায়।
কিসে হবে বন্ধন মুক্তি বলহ তাহার যুক্তি
সুন্দর কহেন শুন রায়॥
বিশেষিয়া শুন কই কালিকা আকাশে অই
‡ অই অনুভবে এ সকল।
পূজা কর কালিকার রক্ষা হবে সভাকার
ইহ পরলোকের মঙ্গল॥ §
বীরসিংহ এত শুনি মহাপুণ্য মনে গণি £
গুরু পুরোহিত আদি লয়ে।
আনি নানা উপহার পূজা কৈল অন্নদার ʃ
স্তুতি কৈল সাবধান হয়ে॥
বীরসিংহ পুনঃ কয় শুন বাপা মহাশয়
অই যে কহিলা কালী কই।
যদ্যপি দেখিতে পাই তবে ত প্রত্যয় যাই
তোমার কৃপায় ধন্য হই॥
হাসিয়া সুন্দর রায় আঙ্গুলে ছুঁইলা তায়
বীরসিংহ পায় দিব্য-জ্ঞান।
দেখি কালী-রাঙ্গাপায় আনন্দে অবশ-কায় ¶
ভবানী করিলা অন্তর্দ্ধান॥
ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গে গেলা সর্ব্বজন
কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া।
রাজা দিব্য-জ্ঞান পায় :: সুন্দরে লইয়া যায়
নিজপুরে উত্তরিলা গিয়া॥
সিংহাসনে বসাইয়া বসন-ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈলা সমর্পণ।
¶ করিল বিস্তর স্তব নানামত মহোৎসব
হুলাহুলি দেয় রামাগণ॥

* খি হাসিয়া সুন্দর রায়
(ক) হাসিয়া কুমার রায়
† (খ) রাজা কহে বাপা শুন ভয় করি কবে পুন
‡ (খ) সেই
§ (খ) তবে হবে সকল মঙ্গল
£ (খ) সুন্দরের কথা শুনি বীরসিংহ মনে গণি
ʃ (ক) (খ) কালিকার
¶ (খ) ভুমি পড়ি মোহ যায়
:: খি বীরসিংহ জ্ঞান পায়
¶ (খ) কালীর

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে চোর ছিলা * সাধু হয়ে
কত দিন বিহারে † রহিলা।
পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভদিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা॥
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হইল তনয়।
সুন্দর বিদ্যারে কন যাব আমি নিকেতন
ভারত কহিছে যুক্তি হয়॥

সুন্দরের স্বদেশ গমন প্রার্থনা

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।
তিল নাই সহে তালে বেতালে বাজায়ো না॥
তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শির তত তন্ত্র
আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না॥
তুমি বল যাই যাই ‡ মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে কয়ে কয়ে বুরখে শিখায়ো না॥
অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না। §
ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও
না ঠেলিয়ো ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না॥
সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।
তুই হয়ে কহ মোরে যেবা লয় মন॥ ¶
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ।
যদি মোরে ভালবাস সঙ্গেতে চলহ॥
বিদ্যা বলে হৌক প্রভু পারিব তাহারে।
❡ বিধিকৃত স্ত্রী-পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ। ʃ
এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ॥

শুনিয়াছি সে দেশের কাইমাই * কথ
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥
গঙ্গাহীন সে কি দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধা সম † এ দেশের নীর॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট।
ন পুন গঙ্গার দুরে ভূপতি প্রকট॥
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সি।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী॥
বিদ্যা বলে এত দিন ছিলা চোর হয়ে।
সাধু হয়ে দিন কত থাক আমা লয়ে॥
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন।
চোর নাম আমার না ঘুচিবে কখন॥
কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে।
তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে॥
তোমার বাপের কাছে তোমার লাগিয়া।
করিয়াছি যাতায়াত ‡ সন্ন্যাসী হইয়া॥
তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী।
এমতি তোমার আমি শুন লো কামিনী॥
বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই।
সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলে তেঁই॥
পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন।
নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন॥
কেমনে হইয়াছিলা কেমন সন্ন্যাসী।
দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি॥
রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কিবা § দায়। ʃ
তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায়॥
কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ।
চোরের দায়ে লুঠিয়া লইল মহারাজ॥
[শুনি বিদ্যা ত্রিলোচনা ❡ সখীরে পাঠায়।
সারী শুক খুঙ্গী পুঁথি তখনি আনায়।,] ¶
খুঙ্গী হইতে বাহির করিয়া সেই সাজ।
£ পূর্ব্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ॥

---

* (খ) ঘুচে
† (খ) আনন্দে
‡ (ক) তুমি হয় নই জেই
§ (ক) না দেখিলা আলোতে আন্ধার
¶ (খ) পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ
বিদ্যারে কহিলা রায় যাব নিকেতন।
চলহ আমার সঙ্গে যদি লয় মন॥
না কহিয়ে বাপ মায় এ দেশে আইনু।
কেমন আছেন তাঁরা কিছু না জানিনু।
❡ (ক) বিধি বন্ধত
ʃ (খ) কৃপা করি আসি মোরে কৈলা অনুগ্রহ

* (ক) কাক্কি মাক্কি (খ) কাঙ্কি মাঙ্কি
† (খ) সুধাময়
‡ (খ) গতায়াত
§ (ক) (খ) কোন
ʃ (খ) রায় বলে সন্ন্যাসী হইব কোন দায়।
❡ (খ) সুলোচনা
¶ (ক) সুলোচনা সখিরে পাঠায় বিনোদিনী।
হীরা ঘরে হৈতে খোঙ্গা আনায় তখনি
£ (ক) সেই মত

ভারত কহিছে শুন ভারতী গোঁসাই।
পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই॥

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ

* সব নাগরী • নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনীয়া॥
কত ভাব ধরে কত হাব করে।
রস-সিন্ধু তরে ভবতারণীয়া॥
নূপুর রণ-রণ কিঙ্কিণী কণ-কণ।
ঝঞ্জন ঝনঝন কঙ্কণিয়া॥ †
লপট লটপট ঝপট ঝটপট।
রচিত কচজট কমনিয়া॥
কুটিল কটুতর নিমিষ বিষভর।
বিষমশর শর দমনিয়া॥
সখী সকল মিলিত মধুমঙ্গল গায়ত,
ভতকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত ‡
ঘন বিবিধ মধুর রব যন্ত্র বাজাবত §
তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া॥
ধিধি ধিকট ধিকট ধিধিকট ধিধি থেই।
ঝিঝি তক ঝিম তক ঝিমি ঝমক ঝমক থেই॥
তত ততত তা তা থুং থুং থেই থেই।
ভারত মানস মানসিয়া॥ •
সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা £ কুমারী।
সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল ভারি॥
পূর্ব্ব-কথা মনে করি হৈল চমৎকার।
নমঃ নারায়ণি বলি কৈলা নমস্কার॥
রায় বলে নারায়ণি কিবা ভিক্ষা দিবা।
বিদ্যা বলে গোঁসাই অদেয় আছে কিবা॥
ভিক্ষাচ্ছলে একবার হৈল কামযাগ।
পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাঁগ॥
তোমার বাপের কাছে সভায় বসিয়া।
শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া॥
সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে।
মুড়াইব জটাভার সেবিব তোমারে॥
জিনিলে তোমারে তীর্থব্রতে লয়ে যাব।
বাঘছাল পরাইব বিভূতি মাখাইব॥
সকলে জানিল আমি জিনিনু এখন।
সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ॥
বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই।
সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই॥
হাসিয়া ধরিল বিদ্যা সন্ন্যাসিনী-বেশ।
জটাজুট বানাইলা বিনাইয়া কেশ॥
মুখচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দূর উপর।
শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর॥
ছি বলিয়া ছাই হেন চন্দন ফেলিয়া।
সোনা অঙ্গে * ছাই মাথে হাসিয়া হাসিয়া॥
হীরা নীল পলা মুক্তা ছিল যে গলায়।
দেখিয়া রুদ্রাক্ষ-মালা ভয়েতে পলায়॥ †
বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর বামে।
দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি-কামে॥ ‡
হর-গৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে।
ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে॥
মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ।
কব কত যত মত হৈল কামযাগ॥
§ পূরণ আহুতি দিয়া কহে কবিরায়।
দক্ষিণে আমার দেহ দক্ষিণে বিদায়॥
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিল ভাবিতে।
এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে॥
একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস।
মোর উপরোধে থাক আর বার মাস॥
বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির।
যে নারী না করে তার বিফল শরীর॥
বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর।
ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর॥

বারমাস বর্ণন

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে, প্রাণনাথ।
এইখানে বারমাস রহ হে॥

---

* (ক) নব
† (ক) ঘন ঘন কিঙ্কিণী কঙ্কন
‡ (ক) তত কি রত তত ইঙ্গিত নাচত
§ (ক) বরবস যন্ত্রে
£ (খ) মোহিতা

* (খ) গায়
† (খ) স্ফটিক রুদ্রাক্ষ মালা দেখিয়া পলায়॥
‡ ইহার পর (খ) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ
সম্মুখে আরসি থুয়্যা হাসি মনে মনে।
অনিমিখে নিরখে দুজন দুইজনে॥
§ (খ) পুরাণ

বার মাসে ঋতু ছয় লোকে তিন কাল কয়
কাল হয় এ কালে বিরহ হে। *
কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গণগণি
প্রলয় মলয়-গন্ধবহ হে॥
বিজুলী জলের ছাট মত্ত ময়ূরের নাট
মণ্ডূকের কৌতুক দুঃসহ হে।
মজিবে কমলকুল সাজাবে মূলার ফুল †
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে॥

বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুলগন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥ ‡
বসাইয়া রাখিব হৃদয়সরোবরে।
কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে॥১॥§৭
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর॥
মল্লিকা-ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া। ¶
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া॥২॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘে গম্ভীর গর্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥ £
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥৩॥
শ্রাবণে রজনী দিনে এক ৮ উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥
ঝঞ্জনার ঝঞ্জনী বিদ্যুৎ চকমকি।
দেখিবে শিখীর নাদ ভেক-মকমকি॥৪॥ ☞
ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটী॥ ::
[ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥ ৫ ॥ ৭] ৮

* (ক) কাল হয় একা নারী বয় হে।
† (ক) মৃণাল ফুল
‡ (গ) নানাফুলে আমোদিত গন্ধ এ মলয়।
§ (গ) কোকিলের ডাকে কামে হৃদয় বিদরে।
৭ (ক) নিদ্রা কি করে
¶ (ক) মল্লিকা ফুলের মালা অগুরু রাখিয়া
£ (ক) বিয়োগীর সংশয় যোগীর টলে মন।
৮ (ক) ক্রমে
☞ (গ) দেখিবে শিখিবে নাচ শিখাবে আমাকে।
:: (ক) উজানিয়া ভাটি
৭ (ক) গারেন কবি
৮ (গ) ঝড়ঝড়ি বাউ বহে জলের তকতকি।
দেখিব দুজনে গিয়্যা গলাগলি থাকি॥

আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে উহার সঞ্চার॥ *
নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥৬॥
কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আত্মার মূর্ত্তি অনন্ত মহিমা॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥৭॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার।
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥৮॥ †
পৌষমাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়।
দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়॥
সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে।
এবার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে॥৯॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।
ঘরের বাহির নাহি সেই যুবজানি॥
শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে।
মূলাফুলে ফুলবাণ কামী জনে হানে॥১০॥ ‡
বারমাস মধ্যে মাস বিষম ফাল্গুন।
মলয়-পবনে জ্বালে মদন-আগুন॥ §
কোকিল-হুঙ্কার আর ভ্রমর-ঝঙ্কার।
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে কত কব আর॥১১॥
মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
£ জানাইব নানামত মদন-বিলাস॥১২॥
আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর॥
[হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর।
তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর॥] ¶
অবাক্ হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়।
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায়॥

* (ক) তাহার প্রকার
† (ক) অম্বর
‡ (ক) মূলাফুলে ফুলধনু কামিনী জনে হানে॥
§ (ক) দ্বিগুণ আগুন
£ (ক) আনাইব
¶ (ক) হাসিয়া তাহার তরে কহিল সুন্দর।
তেঁই হেতু বলি চল শ্বশুরের ঘর॥

বিস্তর নিষেধ-বাক্য করে রাজা রাণী।
বিদায় করিল শেষে করি যোড়পাণি॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর।
দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর॥
মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন।
রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন॥
কাঁদিতে লাগিল হীরা সুন্দরের মোহে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে॥
তুষিলা তাহারে তবে মহাকবি রায়।
নানা ধন পায়া হীরা নিকতনে যায়॥*
ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজনা।
কহিব কতেক আর মেয়ের কাঁদনা॥ †

বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশ-যাত্রা

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে ঘরে গেল হৃষ্ট হয়ে
বাপ-মায়ে প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা॥
রাজা গুণসিন্ধু রায় পুলকে পূর্ণিত কায়
সুন্দরেরে রাজ্যভার দিলা।
সুন্দর আনন্দচিত লয়ে গুরু পুরোহিত
নানামতে কালীরে পূজিলা॥
সুন্দরের পূজা লয়ে কালী মূর্ত্তিমযী হয়ে
দম্পতীরে কহিতে লাগিলা।
তোরা মোর দাস-দাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা॥
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানা মতে আমারে তুষিলা। ‡
এত বলি জ্ঞান দিয়া মায়াজাল ঘুচাইয়া
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা॥
দেবী দিলা দিব্য জ্ঞান দুয়ে § হৈল জ্ঞানবান
পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা।
দেবীর চরণ ধরি বিস্তর বিনয় করি
দুই জনে অনেক কান্দিলা॥
বাপ-মায়ে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া
দুই জনে সত্বর চলিলা।
আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে
রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা॥
বিদ্যা সুন্দরেরে লয়ে কালিকা কৌতুকী হয়ে
কৈলাস-শিখরে উত্তরিলা।
ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা॥

---

* (গ) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
কতদিন অন্তরে রায় দেশে প্রবেশিল।
দেখি কাঞ্চীপুরের লোক আনন্দ হইল॥
মাতাপিতা চরণেতে করিল প্রণাম।
ভারত বলিছে বিদ্যা সুন্দর গেল ধাম॥

ত্রিপদী

রাজারে সুন্দর কয় শুন নৃপ মহাশয়
বর্দ্ধমানে বীরসিংহ রায়।
তাহার আইল ভাট সভায় দেখিল নাট
তথায় গিয়া জিনিনু বিদ্যায়॥
সকল কহিয়া বাপে ঘুচাইল মনস্তাপে
পুত্র পুত্রবধূ দেখি রাজা।
কাশীতে হইল মন করি নানা আয়োজন
দেবীর করিল তবে পূজা॥
কালী আবিষ্ট হয়া সভাকারে বর দিয়া
কহিলেন হাস্য যে বদনে।
সভে রাজ্য ভোগ কর কেহ রাজদণ্ড ধর
সুন্দর যাইবে স্বর্গারোহণে॥
কালী রাজায় বলিয়া বিদ্যাসুন্দরে লইয়া
চলিলেন কৈলাস ভুবনে।
বর দিলা সর্ব্বজনে স্তুতি কৈল জনে জনে
চাহিয়া দেখিল সভাজনে॥
স্বর্গে পথে আরোহিলা সব জানা ঘুচাইলা
কালী তারে সব বুঝাইল।
দেবী দিল দিব্যজ্ঞান দোঁহে হৈল জ্ঞানবান
নিজস্বর্গ দেখিতে পাইল॥
বাপ মায় বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্য ভার দিয়া
দুইজনে সত্বরে চলিল।
আনন্দে দেবীর সনে স্বর্গে গেলা দুইজনে
আনন্দেতে হরিধ্বনি কৈল॥
বিদ্যাসুন্দরে লইয়া কালিকা কৌতুক হৈয়া
কৈলাস শিখরে উত্তরিল।
কালিকামঙ্গল সায় ভারথ ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কহাইল॥

† (খ) কব কত আর যত মায়ের বন্দনা

‡ বিদ্যাসুন্দর হয় মোর দাস-দাসী।
পূজিলে আমারে হবে হবে স্বর্গবাসী॥ (বঙ্গ, ১৭১)

§ (বি) দুহে

বিদ্যাসুন্দরের কথা সমাপ্ত

দ্বিজ রাধাকান্ত বিরচিত

বিদ্যাসুন্দর

বিদ্যাসুন্দর

———:•:———

দ্বিজ রাধাকান্ত বিরচিত

———:•:———

ভাটমুখে বিদ্যার রূপের বর্ণনা শুনিয়া সুন্দরের বর্দ্ধমান যাইবার ইচ্ছা

শ্যামার সংগীত সপ্তা করি সমাপন।
আরম্ভিল রসের সাগর আগরণ ॥
ভাটের ভারতী অতি পিরীতি পাইয়া।
সহচর রাজার কুমারে কহে গিয়া ॥
কহে এক ভাট আসি রাজসন্নিধানে।
বীরসিংহ ভূপতি বসতি বর্ধমানে ॥
রমাসমা তাহার তনয়া-রূপ শুনি।
পরমপণ্ডিতা পণ করাছে আপনি ॥
সেই ভর্ত্তা হবে তারে যে পারে বিচারে।
শুনিলাম হারিয়াছে সকল সংসারে ॥
ভাটের আশয় লয়া যাইতে তোমায়।
ভূপতির অনুমতি লইল তাহায় ॥
শুনিয়া শিশুর হৃদিপুর পুলকিত।
মরমে মন্মথ মত্ত চিত্ত চঞ্চলিত ॥
বুঝিতে বিশেষ অবশেষ হৈল মনে।
রসবতি গতি মতি ভাটের সদনে ॥
রাজার কুমার বার দেখি ভাট রায়।
কায়বার ভার তার দরশিয়া যায় ॥
বোলে বিধি নিধি হেন গঠিল কিরূপে।
কিসের সে সব ঐরি তাহার সমীপে ॥
এ বেশে সে দেশে যদি প্রবেশে কুমার।
কুলবতী সতী জাতি রাখিবে কি আর ॥
রূপের স্বরূপে অনুরূপ দিব কার।
অভিন্ন হইলে ধন্য না বল্য বিদ্যার ॥
বাটীর বাহির ধীর রাজার নন্দন।
প্রবেশিল মনোরম কুসুম কানন ॥

সরসিজপূর্ণিত শোভিত সরোবর।
মলয় মারুত মন্দ মত্ত মধুকর ॥
নবীন পল্লব সব নানা বৃক্ষগণ।
ডালে কল বোলে কীর খেলয়ে খঞ্জন ॥
পাষাণ নির্ম্মাণ সব সোপান তাহার।
সরোবর তট ঘাটে বসিলা কুমার ॥
সমুখে রহিয়া ভাট ঠাট দেখে তার।
যুববর আঁখির নিমিষে করে ঠার ॥
ভট্টরাজ ভাবে ভাষা জিজ্ঞাসে আমায়।
কি বুলিয়া শুনাইয়া লইব ইহায় ॥
রাজার ব্যভার তার তনয়া অবধি।
নিবেদন মন দিয়া শুন গুণনিধি ॥
কি কব বিভব সব বীরসিংহ রাজা।
সুখ বিনা দুখ [কভু] না দেখএ প্রজা ॥
কুলের শীলের কথা কত কব আর।
বিচারে চিকুর চিরি করয়ে প্রজার ॥
মনোহর রূপ ভূপ ভুবনবিখ্যাত।
ধনমণি জিনি ধনী ধরে ধরণীর নাথ ॥
দুহিতা যুবতী সতী বিদ্যাবতীনামা।
রূপের স্বরূপ রূপ নাহিকে উপমা ॥
তথাপিহ কবির আশয় কাব্যরসে।
ভুবনে ঘোষণা যার নাম গুণযশে ॥
সরসিজভিত সিত কিরণবদনী।
ইন্দুজ নিন্দিত কুন্দ শমনদলনি ॥
মৃদুমন্দ হাস্য মত্ত মন্মথমোদিনি।
মধুরবচনী সুধা সুধা-বিছায়িনী ॥
বিম্বুবর অধর সুন্দর কামিনীর।
খগচঞ্চু জিনি নাসা আশা করে কীর ॥
খঞ্জন গঞ্জন নিল হরিণী নয়নী।
বিরূপাক্ষ বিপক্ষ কটাক্ষ সুচাহিনী ॥

কামধনু নিন্দি চারু ভুরু সুদাপিনী।
শ্রবণ কমলদল গিধিনিতাপিনী ॥
ভালে পুণ্য সিন্দুর চন্দন বিন্দু পাশে।
তম দূর সুর কেশ বাহুতে গরাসে ॥
মৃদুল মৃণাল নাল বাহু সুবলনি।
কনক বদরি বক্ষে শোকের সাক্ষিনী ॥
যরস অঙ্কুর লোম নাভি সরোবর।
সুসঙ্গী ভঙ্গিমা ক্ষীণ মধ্য মনোহর ॥
রামরম্ভা তরু উরু গুরু নিতম্বিনী।
গজবর গঞ্জি মন্দ মরালগামিনী ॥
শুনিয়া কিঞ্চিত স্মিত হাসিলা কুমার।
ঠাট দেখি ভাট পুন করে পরিহার ॥
হাস পরিহাস নাশ কর মহাশয়।
আমি কি দেখিব রূপ ভূপদৃশ্য নয় ॥
রূপবতী পতি মতি গতি সে আমার।
আসি মোরে সহচরী সম্বাদিল তার ॥
যেমতে বিদিত চিত খিত কর বলি।
জিনি সুরগুরু [তার] গরিমা আগলি ॥
রসমতী পতি যত মন্মথ-রূপে।
বিচার বাসনা আন বিদ্যার সমীপে ॥
হৈয়া পরাজয় সব বিষাদ বয়ান।
ছিজিলি হইতে যেন দেশের পয়ান ॥
এমনি কতেক ধরাধীশে রত নয়।
না পারে বিচারে তারে হয় পরাজয় ॥
যদি তুমি জিনিতে পারহ মহামতি।
না কর অপেক্ষা চল আমার সঙ্গতি ॥
শুনিয়া শিশুর সম সরস বয়ান।
না ভাবিল ভাল মন্দ করিল পয়ান ॥
বিচার বিদ্যার সনে বাড়িল বাসনা।
একান্ত ভকতি ভবভাবিনী ভাবনা ॥
আচম্বিত আকাশে উঠিল দেববাণী।
শুনিল সাধিলে সিদ্ধি হবে গুণমণি ॥
দ্বিজ রাধাকান্তে শুভ সঙ্গীত রচনে।
কৃপায় কমল পায় রাখ নিজ জনে ॥

সুন্দর কর্ত্তৃক বিভিন্ন দেশ অতিক্রম

মানসে বিষাদ সাধি বিদ্যার বিচারে।
চঞ্চল চরণে চলে না চাহিল কারে ॥
অচঞ্চল চিত্তে চিন্তি চণ্ডীর চরণ।
লইল সম্বল সঙ্গে অমূল্য রতন ॥
নিত্য নিশি যোগে গতি গোপন দিবসে।
এড়াইল আপনার দেশ দুই মাসে ॥
বীণা যন্ত্রে বাদ্য সদা আত্মনিবেদন।
শ্যামার সঙ্গীতে প্রেমধারা দুনয়ন ॥
অখিল ঈশ্বরী উমা অমর গমনে।
শিব সত্য হৈলা সখা শিশুর রক্ষণে ॥
এইরূপে গেলা এড়ি অনেক নগর।
না মানে তামসী দেখি গতি অতিতর ॥
মজায়া মানস মত্ত চরণ মায়ের।
খিধা তৃষ্ণা শ্রম নাই জানয়ে পথের ॥
আপন নগর হৈতে ক্রমে পঞ্চ মাসে।
উত্তরিল বীর মন্দ ভূপতির দেশে ॥
বিষম জগতি থানা না ছাড়ে কাহাকে।
আমুক উজির মীর আটকে ফাটকে ॥
নৃপসুত ফাটকের নিকটে আইল।
অঙ্গেতে অর্পিত আঁখি অবাক হইল ॥
ইহার সমীপে কিবা খানি পূর্ণমাসী।
হায় হায় নবীন বয়সে পরবাসী ॥
রমণী পুরুষ বৃদ্ধ বালক যুবতী।
না চলে চরণ চিত্ত চঞ্চলিত অতি ॥
বয়সে সবার নবা বালক বলি মোহে
মজিল যুবতীগণ মদন বিরহে ॥
পশ্চাত প্রথম থানা রূপ দেখাইয়া।
দ্বিতীয় ফাটকে শীঘ্র উত্তরিল গিয়া ॥
তথায় দারুণ থানা নাহিক এড়ান।
আসিয়া সুন্দরে সব ধরিল পাঠান ॥
থানাদার আরতি দিলেক অনুচরে।
রাজার নিকটে লব রাখ কারাগারে ॥
দেখ দেখ শিশুর লক্ষণ নৃপতির।
বিবেকী হইয়া বুঝি হৈয়াছে বাহির ॥
পরিচয় চাহিতে পথিক মাত্র কয়।
রাজার নিকটে নিলে জানিবে যে হয় ॥
বিষম বিপাকে অতি মনে অনুমানি।
কুমার চাতুরী করি কহেন কাহিনী ॥
আমারে আটক কর অল্প কথা বটে।
ধরমে আটক আছি নিবেদি নিকটে ॥
আসিতে অপূর্ব্ব এক দেখিলাঙ পথে।
গড়ের বাহির বট বৃক্ষ বারাশতে ॥
কামদেব পুরুষ প্রমদা বিমুন্দরী।
চিকুরে শিশুর পাদপদ্ম বন্দ করি ॥
কর্দ্দম ধরণী অশ্রু যার হার দাম।
বিনয় বলয়ে বালা না হইয় বাম ॥

সকরুণ করুণ করিছে কমলিনী।
গমন করহ গৃহে ওহে গুণমণি॥
এমন যুবতী সতী পতি কে বুঝায়।
দেখা পায়া দিব্য দিয়া কহিল আমায়॥
না কহিব নাম প্রাণ পুরুষ আমার।
পরিচয় দিলে ক্ষিতিপতির কুমার॥
এ নব বয়েসে দেশে পরিহরি যায়।
তোমার আমার কিয়া কহিয় থানায়॥
দেখি থানাদার আর না বলিল বাণী।
শুখাইল মুখ বুক বিদ[ায়] অমনি॥
থানা তেজি তাজি বাজি করি আরোহণ।
ধরিতে ধাইল ধরাধীপের নন্দন॥
রাধাকান্ত কহে অতি আনন্দ সুন্দর।
প্রকারে জিনিল বীর মন্দের নগর॥

দেবী কালিকার মায়ায় সুন্দরের নদী পার

এমনি কতেক দিন করিয়া ভ্রমণ।
সমুখে বিষম ঘোর গহন কানন॥
প্রবেশে পরমাপাদপদ্ম অনুবলে।
সম্মুখে শার্দ্দূল সিংহ শত শত চলে॥
তর্জ্জন করিয়া তারে মারিবারে ধায়।
অসিধারী শ্যামা বামা দেখিয়া পালায়॥
লোভ সম্বরিতে নারে আইসে পুনর্ব্বার।
কি করিতে পারয়ে পার্ব্বতী সঙ্গ যার॥
পথতে প্রদোষ হৈল অন্ধকার নিশি।
নির্ণয় না হয় দিগ হারাইল দিশি॥
তথি বেগবতী বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী।
চিন্তা চমকিত চিত না দেখি তরণী॥
অকুল দুকুল কুলে নাহিকে তরণী।
এবার করহ পার পতিতপাবনী॥
শুনিয়া ভাটের ভাষা আশ্বাস বনিতা।
পুরী পরিহরি গতি অবিদিত পাতা॥
উপদেশ লেশ কিছু না জানি পথের।
আছি অচকিত [চিত] ভরসা মায়ের॥
অধীর নদীর নীর হইয়া কাণ্ডারী।
তাপীতে করহ ত্রাণ ত্রিপুরসুন্দরী॥
আচম্বিতে আইল তরণী একখানি।
তাহে কাণ্ডারিণী বসি ধীবরনন্দিনী॥
জিজ্ঞাসা করেন তাহে মুখ নিরখিয়া।
একল্যা কাননে কেনে ঘাটে বসিয়া॥
পাবে পরিচয় কন্যা কহিছে কুমার।
দারুণ দুর্গতি আগে কর গো নিস্তার॥
দয়া উপজিল অতি কাতর দেখিয়া।
কুমারে করেন পার তরণী বাহিয়া॥
সুন্দর বলেন কন্যা কর অবগতি।
কিবা এ দেশের নাম কেবা নরপতি॥
কতদূর আছে আর যাইতে নগর।
হাসি কাণ্ডারিণী বলে শুনহ সুন্দর॥
দেশ বর্দ্ধমান বীর সিংহ নৃপবর।
দুই প্রহরের পথ আছয়ে সহর॥
মধ্যেতে বিচ্ছেদ নাহি সকল বসতি।
পাবে মনোনীত প্রীত যাহ শীঘ্রগতি॥
কত ক্ষণেতে কুল পাইল যুবরাজ।
উঠিঞা নিরখে তরী দেখিতে না পায়॥
বুঝিয়া কালীর মায়া করি প্রণিপাত।
পরম পুলকে নিশি করিল প্রভাত॥
প্রণমি পিনাকীপ্রিয়াপদ্মসরসিজে।
রাজার বাজারে উপনীত যুবরাজে॥
[প্র]বৈসল নৃপসুত প্রথম ফাটকে।
দেখিল বেষ্টিত সব বিকট ফটকে॥
অচকিত চরণে চলিল নৃপসুত।
সচকিত হইয়া দেখে জামিকের যুত॥
এইরূপে যুব ভূপ দ্বিতীয় ফাটকে।
প্রবেশে প্রহরী নাহি করিল আটকে॥
রক্ষক তক্ষক সম বসিয়া সেখানে।
অনিমিখ নয়নে নেহালে তার পানে॥
এইরূপে যায় রায় এড়ায়া ফাটক।
নিকট হইল তবে তৃতীয় ফাটক॥
উর্দ্ধমুখে যার উর্দ্ধ না হয় লোচন।
ঘনঘটা বিঘটিত তাহার কেতন॥
বসিয়া দুআরপাল পদাতি বেষ্টিত।
রাজার সমান স্থান অতি সুশোভিত॥
নির্ম্মাণ পাষাণ সান সমান সরনি।
দুই ভিতে শোভিত কুঠরি গাঁথনি॥
তথি সুমণ্ডিত মহাজনের দোকান।
নিরখে সমুখে হীরা প্রবাল পাষাণ॥
সুলতানি চুণি মণি মুকুতার হার।
দেখি হরষিত চিত রাজার কুমার॥
দেবালয় দেউল আছয় কত শত।
গায়ন বায়ন গান [করে] অবিরত॥
নানা বৃক্ষ বায়া শত বাগিচা বিস্তর।
দেখি শিশু সরোজে শোভিত সরোবর॥

গন্ধ পদ্ম ছিদ্র ধরি ষড় দরশনে ।
বিরাজিত সর্ব্বদা বিচারয়ে বুধগণে ॥
সুধীর নন্দনগণ গরিমা করিয়া ।
ভ্রময়ে সহর সহচর সঙ্গে লয়া ॥
নগর নিবাসি নীসকামাখ্যা যতেক ।
গয়ণে উজির মীর মারএ কতেক ॥
সাস পরিহাস সভে হরসিত মনে ।
সুখী দুখী নাহি চিহ্নি রাধাকান্তে ভণে ॥

বিভিন্ন ফটক ও মহল অতিক্রম করিয়া সুন্দরের বিজয়সিংহের সভায় উপস্থিতি

এইরূপে দেখি অতি উলসিত চিত ।
সমুখে রাজার পুরী হইল বিদিত ॥
অচঞ্চল নয়নে নিরখে নৃপসুত ।
চৌদিকে বেষ্টিত পুরী অতি অদভুত ॥
গণনা বিংশতি গজ গভীর পাথার ।
গছগিরি গাথনি গঠিত ফরমার ॥
বজরা উলাক ভেরি ডিঙ্গি জলকর ।
নাজ ছোট ভোট মোট গনিয়া বহর ॥
মামসা পানসী কোসা কোসি কাসমিরি ।
বাহিচ খেলায় বসি বিহরে শওারি ॥
জড়িতে নির্ম্মিত চারুপতাকা উড়িত ।
আতপে দলপে যেন বিধুমণ্ডিত ॥
চৌদিকে বেষ্টিত সেই গড়ের ভিতরে ।
থরে থরেতে ধরি কামান উড়ি পরে ॥
ঠাঞি ঠাঞি বুরুজ মরুচা গিরি প্রায় ।
গোলাগুলি বারুদের লেখা করি যায় ॥
ফুরুস ফরাস ইলামান ইঙ্গরেজ ।
তেলঙ্গা ফিরিঙ্গি উলন্দেজ গুলন্দেজ ॥
রজনী দিবসে ঘন ঘোর গরজনে ।
ভূমিকম্প হেন মানি না শুনি শ্রবণে ॥
প্রবেশিল গড়ের দুয়ারে গুণধাম ।
দেখি চিত্র বিচিত্র নির্ম্মিত অনুপাম ॥
পশ্চিমা পাঠান ঠাট প্রহরী তাহার ।
দেখিতে বিষম যমদুতের আকার ॥
প্রভাতে ভাস্করপ্রভা সহজে নয়ন ।
ব্যাপক ব্যাপক পায়া পাখালে সঘন ॥
কেশহীন শির শ্রুতি জুলফি লম্বিত ।
চাচর চিকুরচয় নাভিতে চুম্বিত ॥

গোপেতে গোপিত ওষ্ঠ না হয় লোকন।
সতত সুশষ্য নানা অস্ত্র সুশোভন ॥
সচকিত হৈয়া সভে নেহালে তাহারে ।
অবাক হইল আঁখি অর্পিল কুমারে ॥
কহে কি কারণে শিশু নৃপের নিকটে ।
চল যাই আমরা কহিব করপুটে ॥
যেরূপে ইহার অভিলাষ পূর্ণ হয় ।
কহিব রাজার পার্শ্ব করিয়া বিনয় ॥
যাইল পশ্চাৎ তারা প্রহরী সমাজ ।
প্রবেশিল দ্বিতীয় মহলে যুবরাজ ॥
দরজা উপর অভিমত কত শত ।
ঘড়িয়ালে ঘড়ি পীটে বাজে নহবত ॥
যম সম তথা যেন জামিকের যুত ।
খেত্রি খোট্টা খট্টায় বসিয়া রজপুত ॥
রূপ অভিনব অবলোকন করিয়া ।
আস্ত ব্যস্ত বলে শিশু চলে উপেক্ষিয়া ॥
কোপে কহে কয়দ করিব কারাগারে ।
তখন তারণকর্ত্তা কে তারে তোমারে ॥
শুনিয়া সরস শিশু ভাবে ভগবতী ।
কাল বিনা কেমনে বুঝিব কার্য্যগতি ॥
থাকিহ খাতির জমা কাল যায় নাই ।
উদ্বেগ না হয় মোর রামরামি ভাই ॥
প্রবেশিয়া দেখে রাজ দেওানখানায় ।
পাত্রমিত্র বসি সব সুরপতি প্রায় ॥
ডাকাতি ছিনারী চুরি হাজার হাজার ।
কেহ বা পদ্মর বেড়ি কেহো গুহ্যাগার ॥
কান কাটে কারু কারে দেই সাল ।
কোড়ার ধমকে কারু উধাড়য়ে কাল ॥
পায়ে বেড়ি হাতে দড়ি জেহন গলায় ।
সহরে কাটয় মাটি ভিক্ষা মাঙ্গি খায় ॥
কেহ পয়জার খায় যায় কারাগারে ।
কর্ম্ম অনুসার যার যে হয় বিচারে ॥
যমের দক্ষিণ দ্বার সম হেন মানি ।
প্রবেশিল চতুর্থ মহলে গুণমণি ॥
বস্তাছে বিজয় সিংহ রাজার কুমার ।
সম্মুখে ফিরায় রায় (ঘোরা) চাভুক সওার ॥
বারণ বলদ বাঘ বুজার বরয়ার ।
বিড়াল কুকুর হরিণী কালসার ॥
কত নাম লব পক্ষ পাল্যাছে বিস্তর ।
সদা খুসি খোস গল্প আমিরি নজর ॥
হমেসা তামাসা নানা গুনে গীত নাট ।
সুন্দর কিঞ্চিত সুখী দেখি তার ঠাট ॥

তারপর দেখে পঞ্চ মহল ভিতর।
দ্বার দিয়া বাহিরে বৈস্যাছে নৃপবর॥
আত্মবন্ধুগণ সব বসিয়া সভায়।
বুধগণ ধর্ম্মশাস্ত্র সদত শুনায়॥
মুসাহেবগণ আসি বসি দুই পাশে।
নিরন্তর খোসগপ্প হাস্য পরিহাসে॥
অবিরত কত খিদমতগারগণ।
করয়ে ময়ূরপুচ্ছ চামর ব্যজন॥
বকসী মুনসি বসি জমার্দ্দারগণ।
সম্মুখেতে বুকে হাতে খাড়া কতজন॥
সালাম নকিব ফুকারে ঘড়িঘড়ি।
ভাটগণ গায় গুণ কায়বার পড়ি॥
অষ্টক্ষণ থাকে কাছে জানয়ে মগজ।
বুঝিয়া আরজবেগি করয়ে আরজ॥
দূরে হইতে সুন্দরে দেখিয়া মহীভূপ।
নিকটে নিলেন ডাকি দেখি অপরূপ॥
অভিপ্রায় বুঝি হবে রাজার নন্দন।
এ নব বয়সে পরদেশী কি কারণ॥
শুনিয়া রাজার সুত কহেন তাহায়।
বসতি যে রত্নাবতী গুণসিন্ধু রায়॥
বহুকাল আছিলাঙ তাহার সভায়।
প্রাণের অধিক রাজা দেখিত আমায়॥
তাহাতে মরণাধিক দুঃখ রাত্রি দিনে।
কিছু না করয়ে শোভা হৈল্যাঙ বিদ্যাহীনে॥
স্বদেশে না মিলে বিদ্যাসুখ অভিলাস।
বিদ্যা বিদ্যা করি আমি ভ্রমি দেশে দেশ॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয়।
আশীর্ব্বাদ কর যেন বিদ্যা লাভ হয়॥
ঈষত হাসিয়া তবে কহে নৃপবর।
কোন গুণবান নাহি আমার নগর॥
যে বিদ্যা ভ্রমণ করি না পারে সংসারে।
অনায়াসে যেন বিদ্যা লভিবে তোমারে॥
রায় বলে দৈববাক্য গিয়াছে বিবাদ।
কনক উপরে হীরা তব আশীর্বাদ॥
বুঝিলাঙ বিধি বিদ্যা দিল এত দিনে।
প্রণমি রাজার পদ চলে কুতূহলে॥
নৃপতির বাটির বাহির হৈল রায়।
শ্যামার সঙ্গীত দ্বিজ রাধাকান্তে গায়॥

সুন্দর দর্শনে নারীগণের মোহ

ধীরে ধীরে যাও হে নাগর।
তব নিরখয়ে নগর-নাগরী॥ ধুয়া
এক তাল মান দিয়া বীণাতারেতে।
গতি সুমন্থর পদ গাইতে গাইতে॥
কুলবতী সতী সব দেখিতে সুন্দরে।
আরোহে আপন অট্টালিকার উপরে॥
গবাক্ষে বদন দিয়া করয়ে লোকন।
সরোবরে শোভে যেন কমল কানন॥
শ্রুতিতে চুম্বিত চারু চঞ্চল লোচন।
অলিকুল কমলে করিছে আন্দোলন॥
সরোবরে পায়্যা পঙ্কজের উপদেশে।
যৌবন কিনারে করী কর‍্যাছে প্রবেশে॥
কুচযুগকুম্ভ তার বক্ষতে বিদিত।
তনুলোমরাজি কর নাভিতে চুম্বিত॥
অঙ্কুস উল্লখি দেখি চিবুক উপরে।
সে জন কলঙ্ক অঙ্ক পূর্ণ নিশাকরে॥
তেজি ত্রপা ভয়চয় কুলের কামিনী।
যাই কি যা না যাই করয়ে কানাকানি॥
কেহ বলে কলঙ্ক কিসের কুলবতী।
ধাইল ধন্যারা সব অবর্জিত গতি॥
রহিল কাহার করে কজ্জলের লতা।
কেহ ধায় এক পায় পদ্ধয়া আলতা॥
সীমন্তে সিন্দূর গেল সজ্জ কর্ণ রুচি।
চলিল যুবতীযুত কেশ বেশ তেজি॥
অবিরত তারাপরা তরুণী প্রচুর।
নূপুর ভরমে পদে পড়িল কেয়ূর॥
কঙ্কণ ভরমে পদে পরে খুলি খুলি।
মস্তকে কাচুলি তুলি দিল বক্ষ বুলি॥
অঞ্চলে বন্ধন দেয় বলিয়া চিকুর।
না মানিল গুরুজন তেজি নিজপুর॥
রূপ দেখি যতেক যুবতী জনাজনি।
মলিন সঅ হসিত বিকল বদনী॥
বলে ধন্যা পুণ্যবতী প্রমদা ইহার।
না জানিত তপস্যা কিবা করি(ল) ইহার॥
এ নব বয়েস বেশ দেশ পরিহরে।
কেমনে (যে) ইহার মাতা পিতা প্রাণ ধরে।
কেহ বলে ধিক ধিক থাকুক বিধিরে।
কেন বিধি হেন নিধি না দিল আমারে॥
কেহ কহে যদি কৃপা করে যুবরাজে।
হিয়া চিরি রাখি দিত সরোবর মাঝে॥

এমতি যুবতীযুত সচকিত চিত।
গতি সুমন্থর যুববর অবিদিত॥
যুবভূপকুল রূপ দেখিল যাহারা।
বিরহদাহনে দগ্ধ হইল তাহারা॥
তেজি গৃহ কাজ শিশু ভাবনা সভার।
সমবৃক্ষ ছায়া তত্ত্ব করয়ে কুমার॥
সম্মুখে বিদিত সরোবর তরুমূল।
অতি অচকিত গীত হইয়া ব্যাকুল॥
গিয়াছে রমণীগণ জল আনিবারে।
হৈয়া সচকিত চিত নেহালে তাহারে॥
কোন সখী কহে দেখি পিনাকীকুমার
কেহ কহে নহে ছয় বদন তাহার॥
রোহিণী-রমণ কোন জন অনুমানি।
চান্দেতে কলঙ্ক আছে কহে আর ধনী॥
কেহ বলে কিবা তোরা কর কানাকানি।
কামের পয়ান মান তেজহ মানিনি॥
রতিপতি এত মন্দগতি কি কারণ।
শুন পুনরপি সখী বলে সর্ব্বজন॥
অবলার কামমত্ত বসন্ত সময়।
সৌরভ শীতল মন্দ মারুত উদয়॥
অপর নগর পারিজাত পুষ্পবন।
বিহরে বিবুধ সহ বিদ্যাধরীগণ॥
মানিনীগণের মান চুরি করিবারে।
পবনের গতি পুষ্প কানন ভিতরে॥
মধুপ কুকিল কুল রক্ষক তাহার।
চোর চিহ্নি সচকিত করিল চকার॥
সহজে চোরের চিত্ত চঞ্চল তরাশে।
লুকাইল পবন কামিনী কুচ পাশে॥
স্তনের চন্দন গন্ধে অস্থির হইয়া।
উরু ভঙ্গ পবন পরিছে পিছিলিয়া॥
মানিনীগণের মনে আছিল মদন।
দেখিল সখার দৈন্য হইল চেতন॥
অনুকূল তাহার হইল পঞ্চশরে।
পবনের গতি রতিপতি হস্ত ধরে॥
এই হেতু অনঙ্গ গমন অচকিত।
নিরখি দেখিলা তনু করিল কম্পিত॥
কমল কম্পিত অল্প কম্প কিনালের।
নিরখি শিখণ্ডী মুণ্ড নহে ময়ূরের॥
তরুমূল আশ্রয় করিয়া যুবরায়।
শ্যামার সঙ্গীত দ্বিজ রাধাকান্তে গায়॥

তরুমূলে সুন্দরকে দেখিয়া নাগরীগণের চিত্ত চাঞ্চল্যতা

ত্রিপদী

নিরখি নাগর আকুল অন্তর
উমদ মদন মত্ত।
সচকিত চিত ক্ষণে অচকিত
অচল চঞ্চল চিত্ত॥
শীতল সমীর শিহরে শরীর
বিপুল পুলক ভঙ্গ।
মানিনী যারা মজিল তারা
অনঙ্গ সঙ্গীত অঙ্গ॥
যেন অচতুর নয়ন ভঙ্গুর
ভঙ্গ সুরঙ্গিনী রঙ্গ।
ভাবিল মরম কিসের সরম
যাব যুবরাজ সঙ্গ॥
হেন মনে লয় রূপগুণময়
কিবা দিবা বিভাবরী।
তেজি গৃহ কাজ ভজি যুবরাজ
এ পাপ তর্পণ করি॥
এমনি সকল রমণীমণ্ডল
মদনমোহিত চিত।
এথা যুবরাজ চাহি নিজ কাজ
গতি অতি সচকিত॥
হেন অবিদিত চঞ্চলিত চিত
চলিল যুবতীযুত।
না চলে চরণ ফিরয়ে সঘন
নিরখে রাজার সুত॥
বিরহ দাহন অঙ্গ সুভঙ্গন
উপনীত নিজ ঘরে।
মুদিত নয়ন করে নিরীক্ষণ
অভিনব যুববরে॥
ভাবি বিসরণ করে অন্য মন
পাছে গুরুজন জানে।
নহে বিচলিত পুলকে কম্পিত
দ্বিজ রাধাকান্তে ভণে॥

সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ ও বিদ্যা বিষয়ে কথোপকথন

এমতি যুবতীযুত সচকিত চিত্ত।
এথা যুবরাজ নিজ কাজে বিচিন্তিত ॥
প্রবল প্রতাপ বীরসিংহ নরপতি।
নানা অনুরূপ ভূপ ভীষণ আকৃতি ॥
যেন যুগান্তের যম যামিকের গণ।
দিবা বিভাবরী জাগে জামিক রাজন ॥
মহারাজা রাজাধিরাজের কুমারী।
কিরূপে প্রবেশি পর প্রমদার পুরী ॥
এমতি ভাবিত চিত সচকিত গতি।
সম্মুখে কুসুমোদ্যান দেখি হৃষ্টমতি ॥
সরসিজ শোভিত সুচারু সরোবর।
হেরি মনোহর হাসী বসিলা সুন্দর ॥
এথা উপনীত মালাকারের যোষিত।
প্রবেশি মালঞ্চ শুনে মধুর সঙ্গীত ॥
গতি অতি তরতরা ঘর মাল্যানীর।
নিরখে নয়নে নব কুমার সুধীর ॥
গানে পুলকিত প্রেমপযোধি উথলে।
চাহিতে চঞ্চল চিত চরণ না চলে ॥
কুসুম কাননে কলানিধি কি প্রকাশ।
বিকচ কমল কুচ কুমুদের সায় ॥
মালাকার মহিলা মধুর মন্দ ভাষে।
করপুট করিয়া কহয়ে কাব্যরসে ॥
কে তুমি বসতি কোথা কাহার কুমার।
একাকী কাননে অন্বেষণ কর কার ॥
দেখি রসকূপরূপ মন ভূপ হেন।
এ নব বয়স বেশ পরদেশী কেন ॥
সরসে রাজার সুত কহেন তখন।
প্রবাসী পুরুষ কাছে নারী কি কারণ ॥
কোন্ প্রয়োজন প্রমদারে পরিচয়।
যাও গো ভজন ভাব ভঙ্গ ভাল নয় ॥
কপট বিশেষ বুঝি বিদগ্ধা মালিনী।
পুন তার পরিহরি করে পুটপাণি ॥
রাজাধিরাজেন্দ্র বীরসিংহ দুহিতা।
তাহার কুসুমোদ্যান বিশেষ রক্ষিতা ॥
রূপের স্বরূপ তার কহিতে না পারি।
বিধি বুঝি সৃজিল দ্বিতীয় স্রষ্টা করি ॥
অবনি উপর যুগ রকত কমল।
সরোজ উপরে শোভে কদলী যুগল ॥
শুন গুণমণি তথি অতি সুশোভন।
কুসুমকেতন অর্চ্চনের সিংহাসন ॥
কিছু মাত্র নাহি ভার তাহার উপর।
তারপর শোভিত যুগল গিরিবর ॥
তাহার উপর পূর্ণ বিধুর উদিত।
চপল চকোর চারু চান্দেতে চুম্বিত ॥
এমতি অদ্ভুত কন্যা কিবা কব আর।
বিদগ্ধ বটহ বুঝ বলিলাম সার ॥
কপটে কুপিয়া [তবে] কহে কবিমণি।
কে তোর রাজাধিরাজ কে তার নন্দিনী ॥
উত্তমমধ্যমাধম বিধি যে কর‍্যাছে।
এ কথা আনিলি কেন সন্ন্যাসীর কাছে ॥
নিপট কপট বাক্য বুঝিয়া অন্তরে।
মালিনী মহিলা পুন নিবেদন করে ॥
কর‍্যাছে দারুণ পণ পরম পণ্ডিতা।
যে পারে বিচারে হবে তাহার বনিতা ॥
পতি অভিলাষী সুরূপসী শশিমুখী।
পঞ্চ উপচারে নিত্য পূজএ পিনাকী ॥
ব্রতের নিয়ম তার আছে মহাশয়।
অনাহূত আইলে অতীথ বলিতে হয় ॥
আইস আইস আমার আলয়ে যুবরায়।
শ্যামার সঙ্গীত দ্বিজ রাধাকান্তে গায় ॥

বিদ্যাকে দর্শন করাইয়া দিবার জন্য বিমলার প্রতি সুন্দরের অনুরোধ

বিমলার আশা বাসা বুঝি বিচক্ষণ।
হাসিয়া সরস ভাষে রসের কথন ॥
কিরূপ রূপসী শশিমুখী সরোজিনী।
মোরে নাকি দেখাইতে পারো গো মালিনি ॥
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ শুনি সুন্দরের কথা।
মালিনী কহেন কার স্কন্ধে দশমাথা ॥
পতঙ্গ কি পায় প্রাণ পাবকে উড়িয়া।
বিধু ধরিবারে পারে বামন হইঞা ॥
কালসর্প রুষিলে রাখিবে কার বাপে।
ক্ষমা কর শুনিতে শরীর সব কাঁপে ॥
শুনিয়া কুমার বাক্য কহেন কৌতুকে।
এই যে বলিলে তুমি আপনার মুখে ॥
কর‍্যাছে প্রতিজ্ঞা কন্যা করএ বিচার।
যে জনা এ মজে দেখাবা বাধা কি তাহার ॥

কিরূপে বিচার হয় না হইলে সাক্ষাত।
না বুঝিয়া চমকিলে নাকে দিলি হাত॥
আপনার অনলে হইয়া পরাজয়।
মালিনী মহিলা পুন করয়ে বিনয়॥
এ কথার উত্তর পশ্চাতে জানাইবে।
তুমি যে সন্ন্যাসী কেন রূপসী দেখিবে॥
বুঝিলাম আশয় আইস মমাগারে।
না পারে আমার ঘাটি কর্ম্ম অনুসারে॥
বুঝিল বিদগ্ধা বটে বিমলা মাল্যানী।
উপনীত তাহার ভবনে গুণমণি॥
নিরখি মালিনী মুখ কহিছে সুন্দর।
কেন গো চঞ্চল চিত্ত বিরস তোমার॥
আমার লাগিয়া যদি থাকে কোন কথা।
কপট তেজিয়া কহ না কর অন্যথা॥
বিমলা বলেন বাছা বালাই তোমার।
আপনি অভাগী দশা ভাবনা আমার॥
অল্পকালে ঈশ্বর করিল অনাথিনী।
এক সের দিয়া মোরে পালয়ে কামিনী॥
করয়ে কামের পূজা কমলনয়না।
কুসুম কাননে অষ্ট কুসুম অর্চ্চনা॥
আমি তার পূজার মালিনী যোগানিয়া।
না জানি কি করে ধনী বিলম্ব দেখিয়া॥
এতেক বলিয়া প্রবোধিয়া গুণমণি।
কুসুম লইয়া গেল যথা নিতম্বিনী॥
বিদ্যা বলে হেন রীত কেন গো মালিনী।
যখন পড়য়ে কাজ তখনি অমনি॥
অবহেলা কর বুঝি ছাওাল দেখিয়া।
এখন শিখাইতে পারি রাজারে বলিয়া॥
বিমলা বলেন ক্ষম কর পরিহার।
দাসীরে এমন উষ্মা উচিত তোমার॥
বারেক এমত হৈলে দিবে সমুচিত।
শুনিয়া সরোজমুখী হাসিলা কিঞ্চিত॥
মানিনী ভাসিল যেন অমিয়া সাগরে।
এথায় রাজার সুত ভাবেন অন্তরে॥
পুরী পরিহরি আজি আসিবে কুমারী।
বুঝিলাঙ এ ঘটনা করিল ঈশ্বরী॥
এমন সময় আর না পাবে সুন্দর।
রাধাকান্ত ভণে গতি কর অতি ত্বর॥

—

সুন্দরের স্তবে দেবী কালিকার সদয় ও সুন্দরকে কজ্জল দান

মাল্যানী ভবনে কবি ভাবয়ে পরম দেবী
অভিলাষ নৃপতিনন্দিনী।
অচিন্ত্য ভাবিনী এই বেদমাতা কৃপাময়ী
অনন্ত মুরতি নারায়ণী॥
অনাদি অনন্ত স্রষ্টা তুমি [পরা] পরমেষ্টা
তুমি তিনগুণ অভাবিনী।
বেদধ্যানাধীন নহ চিহ্নিতে না পারে কেহ
কি স্তব করিতে আমি জানি॥
আধার রূপিণীশ্বরী মুণ্ডমালী দিগম্বরী
শবাসনা শ্মশানবাসিনী।
তুমি জগতের হেতু সংসার-সমুদ্র সেতু
তুমি শ্যামা স্বভাবকারিণী॥
চরাচর বিধায়িনী দিগম্বরী নিতম্বিনী
স্বভাবিনী ভাবে ত্রিভুবনে॥
দৈত্য-দর্প-বিদারিণী সুরপুরনিস্তারিণী
খরখর্গখর্পরধারিণী।
উদয় প্রলয় ক্ষিতি ইচ্ছাময়ী ভগবতী
আদি শক্তি অখিল জননী॥
অবোধ তনয় যদি নিরবধি অপরাধি
জননী সকল দোষ সয়।
আপনি বলিলে মোরে কামিনী মিলিবে তোরে
তব বাক্য ভরসা হৃদয়॥
ভূষর এ পাই ত্রাস পুর মোর অভিলাষ
কমলিনী কামিনী কমলা।
শুনি সকাতর বাণী সকরুণ সনাতনী
সুন্দরে সদয় ত্রিলোচনা॥
মালিনীর মূর্ত্তি ধরি কজ্জল করেতে ধরি
হাসিয়া কহেন সুকুমারে।
বুঝি তোর কার্য্য সিদ্ধি লহ শিশু মহাবুদ্ধি
দিলে এক ব্রাহ্মণী আমারে॥
এক জন অতিশয় ত্রিলোক অদৃশ্য হয়
যদি করে নয়নে অঞ্জন।
এতেক বলিয়া তায় অন্তর্ধ্যান মহামায়
রাধাকান্ত মিশ্র সুবচন॥

কামের পূজা হেতু বিদ্যার সখীগণসহ অশোকবনে প্রবেশ

কথোপকথনে দেবী হৈল অদর্শন।
অভয়া কজ্জল দিল বুঝিল তখন॥
কজ্জল অঞ্জন করি সুগুরি শঙ্করী।
চলিলা রাজার সুত ভেটিতে সুন্দরী॥
পরম পুলকে প্রবেশিয়া পুষ্পবন।
অশোক তরুর তলে করিয়া আসন॥
এথায় রাজার সুতা কহে সভাকারে।
ত্বরা পর কর মন শিব পূজিবারে॥
জয় জয় কলরব করিয়া কামিনী।
সহচরী সহিতে সাজএ সরোজিনী॥
কিশলয় পদ্ম জিনি মৃদু দুই পদ।
* * ফুল্ল নব কোকনদ॥
ঝুনু ঝুনু করে পায় রতন নূপুর।
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে জিনিয়া ময়ূর॥
ভুজযুগ কনক কদলী সুরসাল।
বিপুলজঘনী বালা নিতম্ব বিশাল॥
উন্নত নাসিকা তথি মুকুতা দোলিছে।
তিল ফুলে হিম বিন্দু যেমন শোভিছে॥
সুচঞ্চল উৎপল জিনিয়া নয়ন।
কনক দর্পণে যেন বিহরে খঞ্জন॥
চকিত চঞ্চল জিনি ভুজগী সমান।
কটাক্ষ কনক কিবা কামের কামান॥
ললাটে সিন্দুর বিন্দু পূর্ণিমার চান্দ।
শ্রবণযুগল জিনি আকুটির ফান্দ॥
চাঁচর চিকুর চায়্যা চমকে চামর।
জগত বঞ্চিত যেন জীমূতনগর॥
কিবা ফণী জিনি বেণী পৃষ্ঠেতে দোলিছে।
কনকপ্রাঙ্গণে যেন যমুনা চল্যাছে॥
কনক কেতুকী দাম জিনি তনু শোভা।
মদন সদন যুবজনমনোলোভা॥
ভুবনমোহন রামা করিয়া সাজনি।
সঙ্গিনী লইয়া সাথে চলিলা রঙ্গিনী॥
অমলকীলকি আদি গন্ধদ্রব্য চূর্ণ।
কনক কটরে সভে করি পরিপূর্ণ॥
নানাবিধি সজ্জা লইঞা সহচরিগণ।
উল্লসিত চিত সভে করিলা গমন॥
উত্তরিল নিতম্বিনী কুসুম কাননে।
বিহরে শশাঙ্ক যেন পঙ্কজের বনে॥
নিয়োজিত সঙ্গে মাত্র সখী দশ জনা।
অমলা কমলা শকুন্তলা সুলোচনা॥
সুধামুখী কনকলতিকা ইন্দুমতী।
সুশীলা সুমুখী আদি প্রেয়সী মালতী॥
করিতে কামের পূজা কমলনয়নী।
নির্জ্জন অশোক বনে প্রবেশে কামিনী॥
করি কাব্যরস কিছু শুন সভাজন।
মালিনী আইল এথা আপন ভুবন॥
হইল চঞ্চল চিত না দেখি কুমার।
তত্ত্ব করি ভ্রমে সব রাজার বাজার॥
কোনখানে না পায়্যা কুমার উপদেশ।
ঘরে আসি মাথে হাথে করেন আবেশ॥
সঘনে নিঃশ্বাস এড়ি সোঙরি সোঙরি।
বিধি নিধি দিয়া পুন করিলেক চুরি॥
স্থির মতি কর শিশু পাবে গো মাল্যানী।
রাধাকান্তে কহে শুন কি করে কামিনী॥

চক্ষে কজ্জল দেওয়ায় সুন্দর অদৃশ্য হইয়া বিদ্যাকে দর্শন

ত্রিপদী।

অপরূপ সরোবর নানাবিধি শোভাকর
শীতল সলিলে মনোহর।
তথি শিলা সমুদয় রচিত সোপানচয়
নানা চিত্র বিচিত্র বিস্তর॥
বিভূষিত নানাফুল মধুগন্ধে ব্যাকুল
মনোহর গুঞ্জয়ে ভ্রমর।
অশোক কিংশুক তথি মাধবী মালতী যূথী
কুন্দবৃন্দ বকুল কেশর॥
বিকচ চম্পকচয় তথি অতি শোভা হয়
প্রফুল্ল মল্লিকা সুশোভিত।
নানা জাতি তরু তথি শোভিত কানন অতি
সুগন্ধি সমীর বহে শীতল॥
কোকিল ময়ূর যুত তথি শোভে অদ্ভুত
মনোহর কল কল বোল।
প্রফুল্ল কমল বন শোভিত মরালগণ
বকা জন অতিশয় রোল॥
খেলএ খঞ্জনগণ মদনে মোহিত মন
প্রিয়ামুখ করয়ে চুম্বন।

লইয়া সহচরীগণ বিদ্যা অতি হৃষ্ট মন
সরোবরে নামিলা তখন ॥
নিজ সহচরী মিলি করয়ে কি নানা কেলি
আনন্দিত নৃপতিনন্দিনী।
বিকচ সরোজবন হরষিত ভ্রমরাগণ
তথি মাঝে সাজে নিতম্বিনী ॥
পাইয়া তাহার গন্ধ ভৃঙ্গ তেজে অরবিন্দ
বৈসে গিয়া বিদ্যার বদন।
আমোদে আকুল অলি তথি পরে কুতুহলি
নিবারিতে নহে নিবারণ ॥
অলি নিবারিতে ধনী ব্যস্ত হৈয়া নিতম্বিনী
ধায়া যায় সখীর নিকটে।
দেখি কামিনীর রীত নৃপসুত সবিস্মিত
বিচারয়ে রহি তার তটে ॥
কামিনী সৌন্দর্য্য সব কি করিব অনুভব
এ না[কি] অতি অদ্ভুত রীত।
ভ্রম্যাছি অনেক ঠাঞি হেন কভু দেখি নাই
পদ্মোৎপল একত্র উদিত ॥
অচল চপলা রাশি মেদিনীমণ্ডলে আসি
ফিরাএ হৈয়াছে পরকাশ।
না জানি কি হয় যেবা কিবা কান্তি অধিদেশ
ধরাতলে করয়ে বিলাস ॥
একত্র সৌন্দর্য্য সব করিবারে অনুভব
ধাতা কিবা হৈয়া আনন্দিত।
উপমান বস্তু যত তাহা সব একত্রত
মিশাইয়া করিল নির্ম্মিত ॥
দেখি অতি অদ্ভুত সচকিত নৃপসুত
অনিমিখে নিরখিয়া রয়।
ক্ষণে ক্ষণে উচাটন মদনমোহিত মন
দ্বিজ রাধাকান্তে বিরচয় ॥

কামের পূজান্তে সুন্দরের দর্শনলাভ

স্নান করি নিতম্বিনী অতি কুতুহলে।
অনঙ্গ অর্চ্চনা করে অশোকের তলে ॥
স্থাপিয়া মঙ্গল ঘট মুখে আম্রসার।
সিন্দুর চন্দন (তখন) গন্ধ কুসুম বিহার ॥
জয়স্তি কন্দর্প কাম কুসুমকেতন।
উলাউলি মঙ্গল উচ্চারে সখীগণ ॥
মন্দ মন্দ ত্রিবিধ পবন সঞ্চারে।
কুহু কুহু কোকিলীকুল [রব] করে ॥
ভ্রমর গুঞ্জরে নৃত্য করয়ে খঞ্জন।
কামিনী কামের পূজা করয়ে তখন ॥
সচন্দনমল্লিকাকুসুম করে করি।
ঘট নিরখিয়া মন্ত্র পড়য়ে সুন্দরী ॥
পুষ্প পঞ্চশর স্তবে যেরূপে বিধান।
আমার কুসুম লয়া কিয়া ছয়বাণ ॥
এই বাক্য বলি গন্ধমাল্য দিল ঘটে।
অদ্ভুত দেখয়ে রায় থাকিয়া নিকটে ॥
শিবধ্যান ভঙ্গ হেতু কে না শেখিবে।
ধাতার আরতি গিয়াছিল পঞ্চশরে ॥
অনঙ্গ হইয়া ছিল কোপেতে শিবের।
এখনি বা খেদ বুঝি জন্মিল কামের ॥
কমলিনী নাগগন্ধ করিছে লেপন।
শরীর থাকিতে করে পায়ে পরসন ॥
এমতি যুবতীরূপে করিয়া বিচার।
কজ্জল বিনাশি হাঁসি প্রকাশ কুমার ॥
ধায়্যা গিয়া বিদ্যারে কহেন সুলোচনা।
কি কর কামের পূজা শুন সুবদনা ॥
যাহার অর্চ্চনা ঘটে কর আরাধনা।
সাক্ষাতে কন্দর্প রায়া নয়নে দেখনা ॥
শুনিয়া সখীর বাক্য নিরখে সুন্দরী।
অপূর্ব্ব পুরুষ এক দেখএ কুমারী ॥
মনোভব রূপ জিনি অদ্ভুত রূপ।
ভুবনমোহন অপরূপ রসকূপ ॥
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর।
নাসিকা উপরে অতি জিনি মর্ত্তকীর ॥
মঞ্জুল লোচন কঞ্জ খঞ্জন গঞ্জিয়া।
অনবদ্য মধ্য মত্ত কেশরী জিনিয়া ॥
করিবর কর জিনি উরুর বলন।
কনক কপাট বক্ষতট সুশোভন ॥
বালেন্দু-নিন্দিত মুখ ভুরু সুগঠন।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু জিনি সুগঠন ॥
হেন যুবভূপ রূপ দেখি নিতম্বিনী।
অনঙ্গযাচিত অঙ্গ মুছিত কামিনী ॥
পলে সচেতন হৈয়া কহে বিধুমুখী।
কেবা এ পুরুষ বর বল প্রাণসখী ॥
সুলোচনা বলে শুন নিবেদি কামিনী।
পতি অভিলাষী নিত্য পুজ শূলপাণি ॥
তুষ্ট হৈয়া ত্রিপুরারি তোমার সেবায়।
ত্রিভুবন ভ্রমণ করিল দেবরায় ॥
তব যোগ্য পতি না পাইয়া অন্বেষণ।
পড়্যা দিল হরবর মকরকেতন ॥

পরিচয় লাগি তার অতি উৎক মন।
সখীরে আদেশ বিদ্যা করেন তখন॥
রাধাকান্ত কহে সার শুন লো কামিনী।
মনের বাঞ্ছিত বর বিধি দিল আনি॥

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার

সখী কহে শুন ওহে পুরুষরতন।
কিবা নাম গুণধাম কোথা নিকেতন॥
কাহার তনয় তুমি দেহ পরিচয়।
না বঞ্চহ শীঘ্র কহ স্বরূপ যে হয়॥
শুনিয়া আনন্দকন্দ সুন্দরের মন।
নিজ পরিচয় তারে কহেন তখন॥
জগত জীবনে জন্মে যাহার জঠরে।
পূর্ব্বগুণ বিচারিয়া জান জন কেবা॥
সখী প্রতি কপট কহেন বিধুমুখী।
কি বলিল আর বার জিজ্ঞাসহ দেখি॥
রায় বলে যাহে বন্ধ্যা হৈয়াছে সংসারে।
সাগর সঙ্গম করি জান জনকেরে॥
বিদগ্ধা বটহ মোরে বুঝহ হৃদয়।
আছে নাম তোমার সকল অঙ্গময়॥
বিদ্যা বলে কি বলিলে বুঝিতে না পারি।
যুববর বলে পুন বুঝিয়া চাতুরী॥
যাহাতে যতন রামা করয়ে তোমায়।
এক অভিন্ন শব্দ জানহ আমায়॥
পুনরপি কামিনী কহেন কিবা নাম।
হাঁসিয়া কবিত্ব কাব্য কহে গুণধাম॥

শ্লোক :—

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজৎ।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥

বসুনাম সুকৃতি সার্থক মহীতলে।
মন্দ সে বন্দনা হয় এ ভূবি মণ্ডলে॥
সরসতে রসময়ী বুঝহ হৃদয়।
দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নামের উদয়॥
বুঝিয়া সুন্দর গুণসাগরতনয়।
প্রাণভূত হয় নয় ভাবয়ে হৃদয়॥
তখন পড়িল মনে জনকের পণ।
কেমন পণ্ডিত বটে এই মহাজন॥
বুঝিব ইহার আজি কেমন শকতি।
তবে সে আসন দিব মানিব যুবতী॥

সেইকালে শুন ভাই দেবের করণ।
সময় জানিয়া হৈল মেঘের গর্জ্জন॥
হেনই সময়ে শুনি ময়ূরের ধ্বনি।
কিবা কলরব বামা কহেন কামিনী॥
হাসি হাসি মুখশশী প্রকাশি সুন্দর।
বিদ্যার ইঙ্গিত বুঝি কহে যুববর॥

শ্লোক :—

গোমধ্যমধ্যো মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
বাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

সিংহমধ্যে মধ্য সিঙ্গি মৃগ সুনয়নী।
শুন শুন নিতম্বিনি অপূর্ব্ব কাহিনী॥
সহস্র লোচন যার তাহার কিঙ্কর।
তাহার নিনাদ শুনি প্রফুল্ল অন্তর॥
গোকর্ণ শরীর যেবা করয়ে ভক্ষণ।
শিখরী শিখরে সেই কলরব শুন॥
অন্তের করিতে কিবা ভাবয়ে সুন্দরী।
হেনকালে আবার ডাকয়ে ময়ূরী॥
বুঝিতে পণ্ডিত চিত্ত ভাবয়ে সুমুখী।
পুন কহ কি শব্দ কহ না প্রাণসখী॥
নিকট কপট বাক্য বুঝিয়া কুমার।
তখনি করিয়ে কাব্য করিল সঞ্চার॥

শ্লোক :-

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোঽরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

নিজ উৎপত্তি স্থানে যে করে ভক্ষণ।
যাহাতে সম্ভূত যেই তাহাতে জনন॥
তাহার নিনাদ শুনি হরষিত চিত।
অচল গহ্বর হৈতে হইল মোহিত॥
নভসুত বৈরি পায়া যে করে ভোজন।
ধ্বান্ত [বৈরী] প্রতিবিম্ব যাহার ভূষণ॥
তাহার নিনাদ বামা কহিছে সুন্দর।
শুনিয়া যুবতী অতি আনন্দ অন্তর॥
ঈষৎ হাসিয়া বিদ্যা কহেন তখন।
কিবা অভিলাষে আসে এথা আগমন॥
হাসিয়া সরস ভাষে নব যুবভূপ।
শুনিয়া কোভিত্ত চিত্ত অদভূত রূপ॥

তুমার বদন বিধি সৃজিল যখন।
কিরণে মুদ্রিত হৈয়া ছিল পদ্মাসন ॥
চিন্তারি চিন্তিত তাহা প্রকাশ কারণ।
কত না বিধাতা তাতে পায়াছে যতন ॥
যে দিবস ভাট মুখে শুনি এই ভাষা।
তদবধি তুমা পেতে হৈয়াছে লালসা ॥
পুরী পরিহরি তব রূপের ভিখারী।
না কর নৈরাশ আশ পুর প্রাণেশ্বরি ॥
বিদ্যা বলে দেখি রূপ জগমনোরম।
বচনে বুঝিল মূর্খ নাহি তব সম ॥
পরের প্রমদা ইৎসা কর পুসু প্রায়।
ঈষৎ হাসিয়া বলে নব যুবরায় ॥
নগর প্রবেশি শুনি রাজার দুহিতা।
ভুবনমোহন রূপ পরম পণ্ডিতা ॥
এ বেশে জানিল সব আমি তব ঠায়।
তুমি যদি ধীমতী সংসারে মূর্খ নায় ॥
অবিবাহে কেমনে হইলা পরনারী।
না বুঝি আমারে মূর্খ বলিলে সুন্দরী ॥
বুঝিলাম যত গুণবতী সুকুমারী।
পাইবে প্রতীত যদি করেন ঈশ্বরী ॥
এতেক বলিয়া কবি করিলা গমন।
উপনীত হৈল গিঞা মাল্যানী-ভবন ॥
বিমলা বলেন বাপু ছিলারে কোথায়।
জীবনে মরিয়াছিলাম না দেখি তোমায় ॥
প্রতারণা না করি কত বুঝাইল তায়।
শ্যামার সঙ্গীত দ্বিজ রাধাকান্ত গায় ॥

বিদ্যার প্রতি সখীদের পরিহাস

ত্রিপদী।

বিদ্যা বিচলিত মন লয়া নিজ সখীগণ
নিজ পুরী চলিলা সুন্দরী।
পণ হর‍্যা নিল সেহ কেবল লইয়া দেহ
গতি অতি ধীর সুকুমারী ॥
তার রূপ নিরখিয়া অতি উচ্ছলিত হিয়া
স্মরজ্বর লাগিল অন্তরে।
দুই চারি পদ যায় পুন পুন ফিরি চায়
ঘন ঘূর্ণ চলিতে না পারে ॥
বিপুল পুলক অঙ্গ সঘনে কম্পিত অঙ্গ
অনঙ্গ তরঙ্গ মাঝে ভাসে।
এ সব বিকার দেখি চাতুরি করিয়া সখী
জিজ্ঞাসয়ে নিবারয়ে হাসি ॥
সখী কহে বিধুমুখি এ কি অপরূপ দেখি
হেন কভু না দেখিনু আর।
আজি কেন তব দেহ ক্ষণেক না রহে স্থেহ
কৈল কম্প পুলক প্রচার ॥
বুঝিল সকল কাজ সেই নব যুবরাজ
তুমার হরিয়া নিল মন।
শুনিয়া সরস বাণী ঈর্ষাভারে নিতম্বিনী
মুগ্ধা প্রায় কহিছে বচন।
শীতল সমীর তথি হেতু এ পুলকপাতি
দেখি কিবা দেহ পরিবাদ।
আপনার মত সব বিশ্বে কর অনুভব
সখি মিথ্যা সার পরমাদ॥
শুন পুন সহচরী কহে অল্প হাস্য করি
কেন বিদ্যা মিথ্যা কর রোষ।
আমরা সকল ধনী কেন নহি পুলকিনী
মাকতে মিছাই দেহ দোষ ॥
কহি যেবা সত্য হয় সঙ্গোপন ভাল নয়
পরিজনে শুনহ কামিনি'
শুনিয়া সখীর বাণী মনে গুণে নিতম্বিনী
যে কহিলে সব সত্য মানি ॥
এরূপ ভাবিতমনা গৃহে গেল সুনয়না
এই মত ওথায় কুমার।
আপন আলয় যাইয়া রহিল বিমর্ষ হৈয়া
দ্বিজ রাধাকান্তে বিরচয় ॥

বিদ্যা ও সুন্দরের উৎকণ্ঠাবস্থা

গজেন্দ্রগামিনীগণ গৃহে উত্তরিয়া।
সতত সুন্দররূপ ভাবেন বসিয়া ॥
সবেমাত্র নৃপতির দুহিতাবিহন।
নিশ্বাসে দর্পণ যেন করিল মিলন ॥
এথায় রাজার সুতা সখী আদেশিয়া।
এক অদ্ভুত কথা কহেন হাসিয়া ॥
ক্ষণমাত্র দেখিলাম নব যুববরে।
পুলকি চমকি চিত ধৈরজ না ধরে ॥
যদি আঁখি মুদ্রিত করিয়া থাকি সখী।
নয়নে লাগয়ে আসি সেইরূপ দেখি ॥
গরল অনল সম অঙ্গ সুকথন।
তাহার প্রস্তাব বিনা না শুনে শ্রবণ ॥

সতত ইহার দেশে দেখিতে যাহারা।
কিরূপে পরাণ ধরি আছয়ে তাহারা॥
চকিতলোচনা চিত্র সম অনিমিখ।
থাকি থাকি চমকি নিরখে চতুর্দ্দিগ॥
সরমে ভরম রাখি মরমে মরণ।
বিরলে বসিয়া বিদ্যা হইলা নির্জ্জন॥
প্রবল বিরহ তাপে তাপিত হইয়া।
আক্ষেপ করেন নিজ মন সম্বোধিয়া॥
একত্র জনম তব আমার সহিত।
কখন তুমার সঙ্গে নাহি কেহ প্রীত॥
এবে অনুচিত এত না হয় তোমারে।
কে দোষ ত্যজিয়া মোরে ভজিলা নাগরে॥
প্রাণ থাকিবেক কেন তোমা হারাইঞা।
কত না যতন প্রাণ প্রবোধ লাগিয়া॥
সুন্দরের প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া কামিনী।
সতত দেখএ সেই চিত্রপটখানি॥
এ বড় বিষম হৈল সুলোচনা কহে।
পাছে প্রণয়িনী প্রাণ তেজএ বিরহে॥
সখীগণে চিত্রপট লইঞা পরিহাসে।
বিদ্যার আকৃতিখানি লিখে তার পাশে॥
ক্ষেণে সচেতন হৈয়া রাজার দুহিতা।
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি হইলা লজ্জিতা॥
কি করিলে বলি বিদ্যা পট পরিহরি।
সুলোচনা তুলিয়া রাখিল যত্ন করি॥
এথায় সুন্দর মনে ভাবিছে আপুনি।
কিবা সে দেখিলাম রূপ ভুবনমোহিনী॥
না জানি কি দিয়া বিধি গড়িল তাহায়
মরমে মূর্চ্ছিত হৈঞা কহে যুবরায়॥
ক্ষেণেক করেন পুন আপনা নিন্দিত।
ধিক ধিক স্ত্রীর লাগি হৈয়াছি মোহিত॥
তখনি কহেন রায় আপনা পাসরি।
মনে লয় হিয়া চিরি রাখি প্রাণেশ্বরী॥
কহিতে কহিতে পুন কাটেন রসনা।
এত শ্রম পর নারী কৈর‍্যাছি বাসনা॥
পুন কহে কুপিয়া রুষিয়া কমলিনী।
তথাচ প্রফুল্ল মুখ নহিল মলিনী॥
পুনরপি বলে সব জানি হিতাহিত।
হায় হায় কেন হৈল মন বিচলিত॥
পুন কহে কি কাজ কৈরাছি দ্বন্দ্ব করি।
নহিলে তখনি বুঝি ভজিত সুন্দরী॥
এথায় রাজার সুতা করিছে তেমনি।
প্রভাতে কুসুম লইঞা চলিলা মালিনী॥
দেখয়ে বিদ্যার অতি বিরস বদন।
নাসার নিশ্বাস দিঘ বহিছে সঘন॥
করপুটে কহে মালাকারের যোষিত।
কেমন ঠাকুর কন্যা দেখি বিপরীত॥
পূর্ণকলা বিধুবর বদন উদয়।
না হয় প্রফুল্ল কেন নেত্র কুবলয়॥
হাসিতে অমিয়ারাশি বাসি সুসঞ্চার।
সরসে বিরস কেন অধর তোমার॥
প্রতারণা করিয়া কামিনী তারে কয়।
হৈয়াছে মনের দুঃখ আর কিছু নয়॥
বিমলা বলেন তুমি রাজার নন্দিনী।
তোমার কিসের দুঃখ কহ ঠাকুরাণী॥
পরিজনে কেন কর এত প্রতারণা।
শুনিয়া সরোজমুখী লজ্জিতবদনা॥
আশয় বুঝিয়া তার সহচরীগণ।
বিমলারে কহে তবে বিশেষ বচন॥
সুলোচনা চিত্রপট দিলেক আনিয়া।
রাধাকান্তে কহে দেখ কি কাজ শুনিয়া॥

মালিনীর সহিত বিদ্যা ও সুন্দরের পরস্পরের আসক্তি বিষয়ক আলাপ

চিত্রপট দেখি চিত্তে হরিষ মালিনী।
যেমন নাগর বর তেমনি কামিনী॥
স্বরূপ সুন্দর রূপ করি নিরীক্ষণ।
হাস পরিহাস রস করেন তখন॥
ধন্যা এ প্রমদা যদি পায় হেন পতি।
এ কাজ দেখি রাজকন্যা তোমার আকৃতি॥
এরূপ পুরুষ তুমি পাইলে কোনখানে।
বুঝি না ভ্রূকুটি কৈরাছ কার সনে॥
কামিনী কহেন অতি কলঙ্ক কাহিনী।
সাবধানে কহি তোরে শুনলো মালিনী।
কুসুম কাননে করি কামের অর্চ্চনা।
আচম্বিতে আইল পুরুষ একজনা॥
ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমাধিক নয়।
মনোরম রূপ কোটি কামের উদয়॥
বীণা যন্ত্রে বাদ্য সদা সঙ্গীত বদনে।
আচম্বিতে উপনীত হইল পুষ্পবনে॥
কি জানি কে হয় আসি দেখা দিল ঘাটে।
শতেক অংশের অংশ রূপচিত্রপটে॥

কামরূপী মন্ত্র বুঝি জানে সেই জন।
শয়নে স্বপনে দেখি নহে বিস্মরণ॥
বিমলা কৌতুক ভাবে শুনিয়া এ কথা।
প্রতিজ্ঞা কৈরাছ কেন খায়া মোর মাথা॥
কোনখানে একটা পরের শিশু দেখি।
নারিলে ধৈরয ধরিবারে বিধুমুখী॥
কামতুল্য রূপ কত শত যুববর।
রাজার বাজারে আমি দেখি নিরন্তর॥
আপনে ধৈরয বল সার্থক বাখানি।
তেমন হইলে কিবা করিতে না জানি॥
পুনরপি মালিনী কহেন জোড়করে।
আমিত দেখ্যাছি সেই নব যুববরে॥
ভুবনমোহনরূপ নির্ম্মাছেন ধাতা।
তুমি সে ভুলিবে দেখে এবা কোন কথা॥
দিবসে ভ্রমণ করে রাজার বাজারে।
প্রদোষ সময় নিত্য আইসে মমাগারে॥
আপন আলয়ে তারে দিয়াছি আশ্রয়।
আমার সহিতে তার কত কথা হয়॥
শুনিয়া বিদ্যাবতী সতী আনন্দ অন্তরে।
শবদেহ পুন যেন জীবন সঞ্চারে॥
নানা পুরস্কার করি তুষিয়া মালিনী।
মণ দুই প্রমাণেতে দিল সিধা আনি॥
নিজ জনে কিসের সরম সুবিধান।
সতত করিহ তত্ত্ব সেই মোর প্রাণ॥
এই নিবেদন মোর কহিয় তাহাকে।
সুকৃতি জনার কোপ কতক্ষণ থাকে॥
রমণী বধের পাপ জানিঞা কে করে।
করে রত্ন পায়া কেবা তেয়াগে তাহারে॥
মালিনী আনন্দমতি গতি অতি ত্বর।
উপনীত হৈলা আসি আপনার ঘর॥
দেখিয়া ঈষৎ হাসে ভাবে গুণমণি।
বড় সে সিধার ঠাট দেখি গো মাল্যানী॥
বিমলা বলেন বাপু তোমার প্রসাদে।
কামিনী সহিতে কত আছিলাঙ আমোদে॥
কুসুম কাননে তুমি দেখা দিলে তায়।
আকাশ হইতে পড়ে বলে যুবরায়॥
স্বপনে না জানি বিদ্যা সে কমলধন।
ছলছিদ্র কৈর‍্যা বুঝ বুঝ মোর মন॥
মাল্যানী কহেন করে কাছে কর ছল।
কামিনী কহিল যাহা শুন সে সকল॥
অতি শব্দ হইলে সে রস ভাসা হয়।
কহিবে বিদগ্ধা বটে বুঝিবে হৃদয়॥
পরিতোষ কর তারে চায়া চান্দমুখ।
আমা অভাগিনী প্রতি করি দিল সুখ॥
হাসি হাসি অনুমতি দিল যুবরায়।
শ্যামার সঙ্গীত দ্বিজ রাধাকান্তে গায়॥

বিদ্যা ও সুন্দরের সহিত রহস্যালাপ

কামিনী ভেটিতে ভাবে নৃপতিনন্দন।
ভুবনমোহন রূপ সাজে অভরণে॥
পুলকে পরমাপদ পূজিয়া মানসে।
কজ্জল অঞ্জন করি চলি অপ্রকাশে॥
যুবভূপভূপতি ভবনে প্রবেশিয়া।
মহল মহল ভ্রমে গড় নিরক্ষিয়া॥
থাকুক এ সব শুন জানিয়া বিষয়।
উপনীত যুববর বিদ্যার আলয়॥
সখীসঙ্গে একাসনে বসিয়া কামিনী।
হাস্য পরিহাস রসে আছে নিতম্বিনী॥
এমতি লাবণ্যখানি দেখিয়া ধন্ধার।
কজ্জল বিনাশি প্রকাশিত সুকুমার॥
দেখি পুলকিত চিত থিত নাহি হয়।
চকিতলোচনা স্থির চিত্র সম রয়॥
জাতির মাহাত্ম্য কেহো ছাড়িতে না পারে
সখী সম্বোধিয়া ধনী শুনয়ে সুন্দরে॥
দেখ দেখি সখী সব বুঝিয়া অন্তরে।
অনুমান করি চোর এ পুরুষবরে॥
এ বড় কৌতুক সখী কহয়ে কুমার।
চুরিতে চুরিতে তনু সৃজিল যাহার॥
সে চোর অন্যেরে চোর বলে কি বুঝিয়া।
শুনিয়া সরোজমুখী কহেন আসিয়া॥
না পারে যাইতে মিথ্যা অপবাদ দিয়া।
কামিনী কিসের চোর দেহ ভজাইয়া॥
যুববর বলে সখী মুখ পঙ্কজের।
চিকুর কর‍্যাছে চুরি চামরিকুলের॥
কোকিলের নাসা তাবা কীরেরে গঞ্জিয়া।
আক্ষটির ফান্দ দেখে প্রবল চাহিয়া॥
কামের কামান ভুরু মৃগের নয়ন।
করভের কুম্ভ কুচ হংসের গমন॥
রমার লাবণ্য কথা পাইল সুন্দরী।
এইরূপ প্রতি অঙ্গে দেখাইল চুরি॥
নীলবাসে ঝাপি মুখ লজ্জিত কামিনী।
গ্রহণ লাগিল বুঝি বলে গুণমণি॥

এই কালে কেন তবে না করি কামনা।
জ্ঞানভূতা গুণবতী পুরাবে যাচনা॥
শুনিয়া সরস সুধা বচন মাধুরী।
রসের সাগরে পড়ি ভাসে যে নাগরী॥
চকিতলোচনা চায়া হাসিয়া লুকায়।
যেমন নবঘন ছেদি চপলা খেলায়॥
কপটে কুপিত হৈয়া কহিছে কামিনী।
কামাকুল হৈয়া কেনী কহ কুকাহিনী॥
ভূপতি শুনয়ে যদি এ সব ভারতী।
তবে তোমার আর আছে অব্যাহতি॥
হাসিয়া রসিক রায় কহেন তখন।
দেখ ল জনকসুতা হরিল রাবণ॥
দশশিরে রঘুবীর হইল অন্তক।
আমি ত নারিব দিতে একটী মস্তক॥
পরম সরমে মুখ ফিরায় হাসিয়া।
পবনে কমল যেন পত্র হেলিয়া॥
আশয় বুঝিয়া তার কহে সখীগণ।
পুরুষবিদ্বেষী বিদ্যা যাচয়ে নির্জ্জন॥
কিবা অভিলাষী বল আইসে এথায়।
বিদগ্ধ বুঝিয়া কাবা কহেন তাঁহায়॥
যুগল কমল এক মৃণাল উপর।
আছে নাকি বিদ্যার যৌবন সরোবর॥
দেখিত শোভিত চিত্ত অদভূত শুনি।
কহ দেখি সখীগণ কি বলে কামিনী॥
ঈষৎ হাসিয়া সত্য কহে সখীগণে।
যুবতীর ওই ধন আছে সঙ্গোপনে॥
প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন যেবা করিবে বিদ্যার।
শিহরণ দিয়া মন তুষিবে তাঁহার॥
তুমি কি তাঁহার যজ্ঞ পাইবে দেখিতে।
বামন হইয়া চাহ চান্দরে ধরিতে॥
কামনা করিয়া গিয়া কর আরাধনা।
ঈশ্বর সদয় হয় পা[ইবে] সুবদনা॥
কুমার কহেন কহ কামনা কিসের।
যখন যে হবে তাহাই ইচ্ছা ঈশ্বরের॥
যাহাতে যখন যারে করে নিয়োজিত।
তদ্রূপ হয় কর্ম্ম জানিহ নিশ্চিত॥
বুঝি ঈশ্বরের ইচ্ছা হৈয়াছে এমতি।
তুমি কর আমি করি মুখের ভারতী॥
কামিনী কহেন এ কি কহেন কুমার।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি ভোগাভোগ কার॥
সুন্দর বলেন সত্য ঈশ্বরের কর্ম্ম।
সুখ দুখ ভোগাভোগ শরীরের ধর্ম্ম॥
রাধাকান্ত কহে এ কি হয় যুবভূপ।
কি লাগি জীবের ভোগ হয় কর্ম্মরূপ॥

বিদ্যার সহিত সুন্দরের দর্শন বিচার

কহিল অপূর্ব্ব কথা রাজার নন্দিনী।
যুবরব বলে তবে শুন নিতম্বিনি॥
জ্ঞানের স্বরূপ এক ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়।
তাহা বিনে ত্রিভুবনে কিছু সত্য নয়॥
নিশ্চয় জানিহ এক নৃপতিতনয়া।
অনাদি অদ্ভুত আছে ঈশ্বরের মায়া॥
পরমাত্মা তুল্য কিবা অতিরিক্ত হয়।
আমি কি কইব বেদে নাহিক নিশ্চয়॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় সৃষ্টি করে সেই জন।
ব্রহ্ম ভোগাভোগ সিদ্ধি নাহিক কখন॥
পরমাত্ম বিনে দেখ জীব ভিন্ন নয়।
সুখদুঃখ শরীর ধারণ মাত্র হয়॥
বিদ্যা বলে বুঝি তব হইয়াছে ভ্রম।
ঈশ্বরের ইচ্ছা কেন নহে একমন॥
দেখ দেখি বিচারে যতেক চরাচর।
কেহ বা ভিখারী কেন কেহ নৃপবর॥
সর্ব্ব জীবে পরমাত্মা একই তুলন।
কেহ সুখী কেহ দুখী হয় কি কারণ॥
ঈশ্বরে অভিন্ন জীব কহ মহাশয়।
জীবের দুখেতে কি ঈশ্বর দুখী হয়॥
ভামিনী ভাষিল ভাল না বলিলে রায়।
কোন জন চাহে দুখ আপন ইচ্ছায়॥
বরঞ্চ এমন হয় শুন হে সুন্দর।
কেবল মধ্যস্থ মাত্র থাকেন ঈশ্বর॥
যখন অজ্ঞানে জীব হৈয়া দুরাচার।
করয়ে দুষ্কৃত কর্ম্ম অধর্ম্ম সঞ্চার॥
যদ্যপি কাহার হয় জ্ঞানের উদয়।
নানা পুণ্য করে সেই ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
সুখ দুখ ইচ্ছা ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে।
এরূপ কারণ তবে বলহ ঈশ্বরে॥
যুবরব বলে ভাল বলিলে যুবতি।
শুনিহ রহস্য সব এসব ভারতী॥
না কর সন্দেহ সখি আমার বচনে।
এক ভিন্ন দুই নাই এ তিন ভুবনে॥
যত দেখ জগতে সকলি তার মায়া।
দেখ না বিচারি কেন নৃপতিতনয়া॥

এক চন্দ্র বিনা নাহি গগনমণ্ডলে।
সপ্তশশী দেখ শক্ত সবার সৃজনে॥
এক মুখ দেখ যদি অনেক দর্পণে।
প্রতিবিম্ব শত শত হবে সেই ক্ষণে॥
এক জীব নিদ্রাগত হইয়া অচেতন।
স্বপনে অদৃষ্ট সব করে নিরীক্ষণ॥
যদি ঈশ্বরের ইংশা না বল সুমুখি।
স্বপনে এ সব তবে হয় কোথা থাকি॥
দেখ না যখন তার নিদ্রা ভঙ্গ হয়।
সকলি অলীক সেই জীবমাত্র রয়।
বিনাশিয়া দর্পণ করহ অনুভব।
এক মুখ বই আর কোথা যায় সব॥
সবার সৃজন যদি করহ সংহার।
এক চন্দ্র বিহনে না থাকিবেক আর॥
তেমতি ঈশ্বর এক আছে অনুপাম।
নিত্যানন্দ ভজনের স্বরূপ সুখধাম॥
মায়া প্রতিবিম্ব তারে করিয়া উপাধি।
দেখয়ে অনেক রূপ যতেক জীবাদি॥
পরমাত্মা ভিন্ন কেহ নাহিক সংসারে।
আছয়ে সভাতে কিন্তু লিপ্ত নহে কারে।
মেঘে আচ্ছাদিত যেন থাকে শশধর।
তেমতি মায়ায়ে মুগ্ধ আছেন ঈশ্বর॥
যখন হইবে মহাপ্রলয় সময়।
পরমাত্মা বিনা সিদ্ধি কিছু নাহি রয়॥
সচেতন ঈশ্বরের ইংশাহি কারণ।
ভোগাভোগ জীবের অজ্ঞান যতক্ষণ॥
নিরূপেয় ঈশ্বর হইলে তত্ত্বজ্ঞান।
কিনালে মরাল যেন করে দুগ্ধপান॥
দ্বিতীয়রহিত আত্মা প্রকাশস্বরূপ।
কল্পনায় সাকার ভাবনাক বহুরূপ॥
নানামতে দরশনে বিচার তাহায়।
রাধাকান্ত কহে লীলা বালকের প্রায়॥

বিদ্যা কর্তৃক সুন্দরকে জয়পত্র দান

এমতি কতেক রূপ   বিচারিয়া যুবভূপ
চাতুরালি করয়ে চতুর।
প্রকাশিয়া কামকলা   কহে কহ দেখি বালা
রস পরিশেষ কতদূর॥
শুনি সুকৌতুক বাণী   লজ্জাযুত নিতম্বিনী
কি করিব ভাবেন হৃদয়।
অবিবাহে রস সার   কহিলে কহি বেজার
না কহিলে হয় পরাজয়॥
ভাবিয়া হরিষ হিয়া   কিছু না কহিয়া ক্রিয়া
বিদগ্ধা হইলা কমলিনী।
চিত্র করে করিবর   প্রসবয়ে মৃগবর
সেই শিশু গরাসে করিণী॥
যেরূপ বিষয় যার   সে সব ধাতার ভার
কে শিখে শিখায় কোন জন।
যুববরে করি নৃত্য   শুনিতে সঙ্গীত শাস্ত্র
কামিনী করয়ে নিবেদন॥
হাসিয়া কহেন রায়   বুঝি বাণী অভিপ্রায়
গান শক্তি দিয়াছে তোমারে।
কালী কৃপাময়ী যদি   কামনা পুরান বিধি
শুনাইব শুনিব বাসরে॥
সরসে কামিনী পুন   কহে নিবেদন শুন
বাসনা বিচার প্রহেলিকা।
শুনিয়া সুন্দর কয়   কহ বালা যেবা হয়
হাঁসি হাঁসি কহে সুবালিকা॥
তিন বর্ণে উৎপন্ন   বসু বাণ রস পূর্ণ
আদ্য অন্তে সেই হয় সার।
সে যুগান্ত অবতার   বলয়ে বালাই আর
ফিরাইলে দেহের বিচার॥
সুবুদ্ধি সকল জানি   কেনে পরিহর প্রাণী
তাহে পড়ি পতঙ্গের প্রায়।
শুনিয়া সরস বাণী   সত্য বটে নিতম্বিনী
হাঁসি হাঁসি কহে যুবরায়॥
যাহাকে করয়াছ সার   বিপরীত কর তার
নিরাকার কারণ যে হয়।
সমস্ত তাহার সনে   দেখিলাম বিদ্যমানে
জানিলে কে করে কারে ভয়॥
শুনি অতি সুকৌতুক   সরমে লুকায় মুখ
নীল বাসে ঝাপিয়া কামিনী।
সুন্দর কিঞ্চিত হাসি   কহে শুন সুরূপসি
মম গৃহে নিরাশার বাণী॥
তিন বর্ণে নাম যেই   জগত পূজিত সেই
অবিরত ভাবয়ে ধেয়ানে।
শুন লো রহস্য সার   প্রথম অক্ষর তার
চতুষ্পদ জন্তু অভিধানে॥
মিথ্যা কেন [কর] ক্লেশ   যুগল অক্ষর শেষ
বল বিদ্যা বিবাদে কি কাজ।
হাসিয়া রূপসী কয়   না করি বিচার জয়
এ কথা কহিতে নাহি লাজ॥

কোনরূপে নাহি পারি কুমার চাতুরী করি
কহে এক অপূর্ব্ব কবিতা।
ধিক ধিক বিধাতারে এ দুখ কহিব কারে
কেন ভিন্ন করিল বনিতা॥
কবিত্ব করিয়া তায় কামিনী কহেন রায়
এমত বিচার ভাল নয়।
মূঢ় প্রায় নিন্দি বিধি অভিন্ন করয়ে যদি
কিসে হবে রসের উদয়॥
যুববর বলে তবে আমি স্তব করি ভবে
তাহা কেন আন কামকলা।
অভিপ্রায় বুঝি ওই কামের প্রস্তাব বই
জ্ঞান নাই সহজে অবলা॥
শুনি পুন সুকুমারি কবিত্ব বিচার করি
পরমার্থ অর্থ দরশনে।
সরমে সরোজমুখী লুকায় যুগল আঁখি
দেখি সুখী রাজার নন্দনে॥
সখী সাক্ষী করি রায় কামিনী ধরয়ে তায়
সহচরীগণ ঘন হাঁসে।
মিথ্যা বাক্য বলি যদি হারাবে হাতের নিধি
পরলোকে পাপ অনায়াসে॥
যদি কুল প্রাণ পায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিব তায়
এই আছে বেদের বিধানে।
বিদ্যা বলে কিবা [চাই] ক্ষণের গৌরব নাই
সাক্ষী সখী দেখ বিদ্যমানে॥
এমতি সরস কত সখীগণে নানামত
করি নারী মানি পরাজয়।
হাসি হাসি শশীমুখী জয়পত্র দিল লিখি
দ্বিজ রাধাকান্তে বিরচয়॥

সুন্দর ও বিদ্যার তপস্বী ও তপস্বিনীর সাজ

বিচার বিজয় হৈঞা কহেক রমণী।
বল কি উচিত হিত চকিতলোচনী॥
হাসি হাসি রূপসী ভাষয়ে সবিনয়।
আমি কিবা কব তব যেবা মনে লয়॥
বিবাহের ব্যবহার এই সে বিধান।
বেদ বিধি মতে পিতা কন্যা করে দান॥
শুনিয়া সুন্দর মুখে উপজিল হাস।
প্রকাশিলে সরসে হইবে রসাভাস॥
প্রকারে রাজার কাছে লইব তোমারে।
শুনিয়া সরোজমুখী কহিল সুন্দরে॥
কেমনে এমন কাজ করিবে গোপন।
ঈষৎ হাসিয়া রায় কহেন তখন॥
পায়াছি কজ্জল আমি পূজি মহাশয়।
অঞ্জন করিলে কেহ দেখিতে না পায়॥
চল চল চকিতলোচনী মোর সনে।
এখনি লইব তব নৃপের সদনে॥
সখীগণে সাবধান করি দুইজনে।
অদৃশ্য হইয়া গেলা মাল্যানী ভবনে॥
নিরখি মাল্যানী অতি হইঞা বিস্ময়।
কি ভাগ্য ঠাকুরকন্যা আমার আলয়॥
সুশীতল জল দিল পদ প্রক্ষালনে।
অন্তরে সশঙ্ক পাছে দেখে কোন জনে॥
মালিনী বলেন বিদ্যা বৈস গো আসরে।
হইলে নাতিনি বধূ লাজ কর কারে॥
হাসিয়া বলিলা সতী সুন্দর সদন।
রতির সহিত যেন কুসুমকেতন॥
এখন এ সব রস রাখ গো মালিনী।
বুঝাইয়া বিশেষ বলিলা নিতম্বিনী॥
শুনিয়া বিমলা মনে স্থির নাই মানে।
আকাশ পাতালে কিবা আছে কোনখানে॥
সুখেত কাটিব কাল হৈয়াছিল সাধ।
অভাগীর কপালে বিধাতা সাদে বাদ॥
কুমার কহেন কেনো কর গো সংশয়।
কাতর হইলে কেহ কোন কার্য্য হয়॥
পুনরপি পরিহার করে সে প্রণতি।
দেখিয়া আপনি কন্যা জানিবে ভূপতি॥
তোমা দুহাকারে রাজা কিছু না কহিবে।
ঘোড়ার আপদ আসি বানরে ঘটিবে॥
মধুর সভাষে তুষি মালিনীর মন।
ঘুচাইল অঙ্গের যতেক আভরণ॥
মস্তক বেষ্টিত কৈল জটা পাকাইয়া।
দ্বীপিচর্ম্ম কুশাসন কক্ষেত করিয়া॥
ত্রিশূল শোভিত বাম স্কন্ধের উপরে।
পরিধান রক্ত বাস কমণ্ডলু করে॥
সকল শরীরে ভস্ম করিয়া লেপন।
মেঘে আচ্ছাদিত যেন শশীর কিরণ॥
এমতি অদ্ভুত বেশ দেখিয়া সাক্ষাতে।
মালাকার-মহিলা নাসায় দিল হাত॥
তপস্বিনী বেশ বিদ্যা হাঁসিতে হাঁসিতে।
বলেন মালিনী কিছু পার গো লখিতে॥
দ্বিজ রাধাকান্তে কহে শুন গো সুন্দরী।
অন্যে কি চিহ্নিবে না চিহ্নিবে সহচরী॥

বীরসিংহ রাজসভায় বিদ্যাসুন্দরের ছদ্মবেশে উপস্থিতি ও মিথ্যা পরিচয় দান

এমতি যুবতী সতী পতিসঙ্গ রতি গতি
যেন শশী সহিত রোহিণী।
সতত শঙ্কর নাম সাধিতে আপন কাম
উপনীত যথা নৃপমণি॥
দেখি দুহাকার রূপ সম্ভ্রমে সাদরে ভূপ
বসাইল সভামধ্যস্থল।
নিমিক তেজিল আঁখি একে অপরূপ দেখি
শশী তুল্য কিরণ উজ্জ্বল॥
কহেন তপস্বী তথি ধন্য ধন্য ধরাপতি
গুণ যশ ঘোষণা ভুবনে।
কি কব তোমার কীর্ত্তি বিদিত সকল পৃথ্বী
অনুরূপ না দেখি নয়নে॥
সদা পুণ্য পথে রতি সুধীর সুশীল মতি
দানে দীনদুখহীন দেশ।
তুল্য তব জন কেবা পণ্ডিত পণ্ডিত শোভা
কবি কাব্য সতত আবেশ॥
শুন শুন সভাজন বলি নিজ বিবরণ
আমি ত তপস্বী বনচারী।
কনকনগরী ধাম বিক্রমকেশরী নাম
গুণবতী তাহার কুমারী॥
দেখ রূপবতী সমা শুন সুলক্ষণা রমা
পরম পণ্ডিতা নিতম্বিনী।
প্রতিজ্ঞা করিল সার যেন জয়ে অঙ্গীকার
হইবে তাহার সীমন্তিনী॥
শুনি রূপগুণ অতি কত শত ক্ষিতিপতি
মনোভব রূপ সভাকার।
বিচারিতে প্রতিযোগী লহিয়া মন তেয়াগী
অগোচরে গতি নিজাগার॥
যাইয়া দৈবযোগে তথা শুনিয়া গুণের কথা
উপনীত রাজার আলয়।
কিঞ্চিত বিচার করি সহজে অবলা নারী
পদে পদে হইল পরাজয়॥
এমত কি জ্বালা যাবে হারিলে প্রমদা হবে
তবে কি এখন কাজ করি।
সভে বিষাদিত মুখ হইল অধিক দুখ
নরপতি তেজিল কুমারী॥
কর্যাছি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ সতী না ছাড়য়ে সঙ্গ
রাজা না করিল কন্যাদান।
দ্বিজ রাধাকান্তে গায় ইহার বিচার রায়
বেদ বিধিমতে যে বিধান॥

বীরসিংহের নিকট হইতে সুন্দরের বিবাহের জন্য ব্যবস্থাপত্র-গ্রহণ ও বিদ্যার সহিত বিচার প্রার্থনা

শুনিয়া বিস্মিত চিত্ত এ বড় কৌতুক।
ভূপতি নিরখে সভা পণ্ডিতের মুখ॥
বল কি বিধিল বেদ বিধি নিরূপণ।
সভামধ্যে বিচার করয়ে বুধগণ॥
ষড় দরশন সার সমস্ত দেখিয়া।
বিধান ব্যবস্থা পত্র দিলেন লিখিয়া॥
যদ্যপি কাহার থাকে পণ নিরূপণ।
প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন তার করে যেইজন॥
যেমতে নিয়ম তাহা পুরাবে তাহার।
বেদ বিধিমতে রাজা এই সে বিচার॥
পুনর্ব্বার বীরসিংহ বলে বুধগণে।
তপস্বী আশ্রম ধর্ম্ম করিবে কেমনে॥
বুধগণ বলে আছে শাস্ত্রের বিচার।
বিধান সন্ন্যাস ধর্ম্মে নাহিক সংসার॥
সূক্ষ্ম অনুভব করি লাগিলা কহিতে।
পারয়ে তপস্বী ধর্ম্ম আশ্রয় লইতে॥
এমতি ব্যবস্থা-পত্র করেতে লইঞা।
ভূপতি ভাবেন তপস্বীর মুখ চাঞা॥
নরপতি-দুহিতা করিয়াছিল পণ।
তোমার বিচারে হৈল প্রতিজ্ঞাভঞ্জন॥
এখন কামিনী যদি না কর গ্রহণ।
তবে তব ধর্ম্ম নষ্ট কর্ম্ম অকারণ॥
রূপসী সতী পুণ্যবতী পতিব্রতা।
লহ সুকুমারী কিছু না কর অন্যথা॥
তপস্বী বলয়ে যদি তব আজ্ঞা হয়।
অবশ্য লইব কন্যা কিসের সংশয়॥
দেখয়ে কচিত যদি এড়াইতে পারি।
আপনা জানিতে কি এমন কর্ম্ম করি॥
ভাবিনী ভজন ভঙ্গে রঙ্গের ভাণ্ডার।
না হয় একান্ত পর চায়া কি তাহার॥
রাজা বলে আমিত ব্যবস্থা দিতে নারি।
ধর্ম্ম নষ্ট নহে তব ভজিলে সুন্দরী॥

অনুমতি করিয়া তপস্বী তবে কয়।
বাক্‌দত্তা করি কন্যা দেহ মহাশয়॥
অনায়াসে পাবে পুণ্য এ বড় আহ্লাদ।
শুনিয়া নৃপতি অতি হরিষে বিষাদ॥
রাজাধিরাজের কন্যা প্রতিজ্ঞা কারণ।
তপস্বী সহিত নানা দেশেতে ভ্রমণ॥
সুখ অভিলাষ আশ সকল তেয়াগী।
তপস্বিনী হৈঞা সতী পতি অনুরাগী॥
এমতি প্রকার চিত্তে নানা খেদ করি।
দ্বিগুণ দগধে মন দুহিতা সোঙরি॥
এইরূপে নিরূপণ প্রতিজ্ঞা বিস্তার।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে তাহার॥
সঘনে নিশ্বাস এড়ি সুঙরি শঙ্করী।
ভাবিয়া স্থকিত চিত্ত কৈল অধিকারী॥
সভামাঝে কন্যা সম্ভাষিয়া কামিনারে।
বাক্‌দত্তা করি সুতা দিলা তপস্বিরে॥
স্নেহ হইল কন্যাকে কহেন নরমণি।
না দেখ দুখের মূল রাজার নন্দিনী॥
তাহাতে তপস্বী ভর্ত্তা হইল তোমার।
অগাধ সাগর মাঝে দিলে গো সাঁতার॥
স্বামীর সহিত সুখে থাক মোর দেশ।
সতত লইব তত্ত্ব না পাইবে ক্লেশ॥
প্রিয় সুমধুর বাক্য শুনিয়া রাজার।
করপুটে কামিনী করেন পরিহার॥
কর্ম্ম অনুসারে সব বিধির ঘটনা।
সুখদুখ বিনা নহে শরীর ধারণা॥
ভুবনবল্লভা মাতা জনকদুহিতা।
রামের ভাবিনী দেবী লক্ষ্মীরূপা সীতা॥
যাহার ইঙ্গিতে হয় সৃষ্টির সৃজন।
সে সীতা কাননে কেনে করিলা ভ্রমণ॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা সব দিন কত।
পতিগত যুবতীর জনমের মত॥
মম সম ভাগ্যবতী কে আছে অবনী।
পিতার বিহিত কর্ম্ম করিলে আপনি॥
হেন কালে তপস্বী কহেন মহীভূপে।
তোমার কুমারী নাকি আছে এইরূপে॥
শুনিয়া তাহার কাছে হার্য্যাছে সংসার।
আন দেখি একবার করিব বিচার॥
পরাস্ত হইলে দাসী দিব প্রমদারে।
নহিলে ইহার দাসী করিব তাহারে॥
তাহে যদি হারি রাজা নাহি মন কথা।
নহে যদি জনে জন বাড়ান বিধাতা॥

তথাচ তাহাতে মোর না যাইবে ক্রটি।
ভার নহে বোঝার উপরে শাখ আটি॥
সে হইলে আমার অনেক কার্য্য হবে।
যথা তথা সার দুটি একত্রেতে রবে॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা সাধিলে যে হিত।
তপস্বী কহয়ে ভালো হিতের উচিত॥
বান্ধিয়া ধর্ম্মের ছালা না চিনি আপনা।
কিছু না করহ অগ্র পশ্চাত ভাবনা॥
আপনার কালকন্যা রাখ্যাছ মন্দিরে।
কি বলি প্রবোধিবে দেহ তপস্বীরে॥
মন্ত্রণা করিয়া মনে কহিছে ভূপাল।
কি রূপে বিচার হবে নহে তার কাল॥
মাস মধ্যে দিনমাত্র অবসর পায়।
সতত থাকেন কন্যা শিবের সেবায়॥
কাল অনুসারে আসি করহ বিচার।
তখনি জানিব জয় পরাজয় যার॥
ভালো ভালো অনুমতি দিলেক তপস্বী।
অবসর ক্রমে তার বিচারিব আসি॥
এখন স্বস্থানে যাহ বলি দুইজন।
বিদায় হইঞা তথা করিলা গমন॥
ভাবিতে ভাবতে রাজা হইলা মলিন।
কি জানি তপস্বী পুন আইসে কোন দিন॥
পরম পণ্ডিত অতি দেখি তেজোময়।
বিদ্যা যে হারিবে তারে নাহিক সংশয়॥
নিদারুণ বিধির কি দারুণ করুণা।
বরঞ্চ মরণ ভালো হইলে এ ঘটনা॥
প্রাণোপমা কন্যা মম কুলকমলিনী।
আসিয়া গরল হবে স্বপনে না জানি॥
ক্ষণেক সুস্থির মন করি অনুমান।
দরোবানে ডাকিয়া করেন সাবধান॥
বার বার বলি বিনা আমার আজ্ঞায়।
তপস্বী কদাচ যেন আসিতে না পায়॥
এতেক বলিয়া স্থির নহে কোন মতে।
আপনি সতত গিয়া থাকে খেলবতে॥
শয়নে স্বপনে ওই ভাবেন ভূপালে।
এ পাপ জঞ্জালে মুক্ত হব কতকালে॥
রাধাকান্ত কহে আর দিনকত [আছে]।
ব্যস্ত না হইও তুমি ব্যক্ত হবে কাজে॥

বিদ্যার সখীগণ কর্ত্তৃক সুন্দরের কজ্জল চুরি ও কালিকার কৃপায় সুড়ঙ্গ-পথ নির্ম্মাণ

এথায় বিলম্ব দেখি ভাবিছে মালিনি।
বাধা ঠেলি গেল দুহে কি হৈল না জানি॥
সকাতর হইঞা সংশয় ভাবে মনে।
শুদ্ধমনে শেণ্ণি [মানে] সত্যনারায়ণে॥
সুবচনি সভারে সুমতি দেহ গিঞা।
পূজিব চরণ ডালা গুয়া পান দিঞা॥
হেনকালে কামিনী সহিত যুববর।
উপনীত হৈল আসি মালিনীর ঘর॥
হরিষে পূরিল হৃদি তেজিল বিষাদ।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইলেন চাঁদ॥
মালিনী কহেন আগে কহরে কুশল।
কুমার কহেন তব আশীষে মঙ্গল॥
শ্রুতমাত্রে সুবচনি পূজিল মালিনী।
পুনরপি পরিহার করেন কামিনী॥
তেজিল তপস্বী বেশ পরিল আভরণ।
অন্য অন্য হসিত বদন দুইজন॥
ভুমার লাগিঞা পীরে মান্যাছি শেরেণি।
নিরখি নাগর মুখ হাসায় কামিনী॥
আমার সম্বল তব অগোচর নয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
বিদ্যা বলে হেন ধন দিব গো মালিনি।
অনায়াসে সর্ব্বকাল কাটিবে আপনি॥
কজ্জল অঞ্জন তবে পরি দুইজন।
অদৃশ্য হইঞা গেলা বিদ্যার ভুবন॥
দেখিয়া সজীব সব হৈলা সহচরী।
জিজ্ঞাসা করয়ে কহ রাজার কুমারি॥
কিরূপে বা গেলে আলে রাজার সভায়।
হৈল কি না বোল যাহা কৈর‍্যাছিল রায়॥
সুন্দরের সে সব এসব সব কথা।
একে একে শতকরি কহিলেন তথা॥
শুনিয়া নাসায়ে হাত দেয় সহচরী।
ধন্য হেন নাগর পাইলে সুকুমারী॥
সরমে বদনখানি বসনে ঢাকিয়া।
ঈষৎ হাঁসিয়া কহে সখি আদেশিয়া॥
অঙ্গ ভঙ্গ ছার সভে অঙ্গের আলস।
কামনা করিয়া পূর্ণ করহ সরস॥
এতকালে সাফল করিল ত্রিপুরারি।
বিবাহের সুসজ্জ সাজহ সহচরি॥

এইরূপে যুবভূপ যুবতী সহিত।
অপরূপ দেখি রতিপতি পুলকিত॥
রূপসী রসিকা রসময় সুনাগরে।
হেন সুখ সার আর পাব কি সংসারে॥
আজি জনমের সাধ সফল করিব।
বিসাধে সাদিব বাদ খেদ না রাখিব॥
পুলকিত মদন হইল মূর্ত্তিমান।
কুসুম কামান করে ধরে পঞ্চবাণ॥
উপনীত হইঞা নিজ সখার সদন।
বিশেষ বলিলা রাজকন্যার কথন॥
শুনি ষড় ঋতুগণ [হরিষে] বিরাজে।
সঙ্গে সৈন্য সামন্ত বসন্তরাজ সাজে॥
একত্র হইঞা সভে চলিলা নিজসুখে।
উপনীত রমণী ভুবনে সুকৌতুকে॥
রাজার আরতি রহে ত্রিবিধ পবন।
মূর্ত্তিমন্ত ঋতুগণ সাজয়ে তখন॥
সজলজলদগণ গরজে নাগরা।
সুস্বর সুনাদ রস গাইছে ভ্রমরা॥
কুহুকণ্ঠি যন্ত্রী তাহে হৈল আপনি।
সুতান মন্দিরা ধ্বনি করে মরালিনী॥
শিখরিণী খঞ্জনী হইলা নৃত্যকর।
তারাগণ মশাল দীপক শশধর॥
আকাশে আতশ বাজি খেলয়ে চপলা।

* * * *

আগে আগে পাহাড় চলিলা ঋতুরাজ।
স্বয়ম্বরা হয় সাক্ষি সভার সমাঝ॥
পতি পত্নী ভাবে মাল্য করিয়া বদল।
দুহে দুহা প্রাণে চাহি অতি কৌতুহল॥
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া যুববরে।
রসবতী পতি সহ প্রবেশে বাসরে॥
মন্দ মন্দ সুগন্ধি সমীর সুবাসিত।
সময় পাইয়া মনমথ পুলকিত॥
একবারে পঞ্চশর মারে সুকুমারে।
মরম মূর্চ্ছিত রায় পুলক শরীরে॥
তাহে এক সরস কৌতুক উপজিল।
যুবতীর প্রতি মতি অতি দগ্ধ ছিল॥
শীতল হইল তনু পুরিল বাঞ্ছিত।
রস অবশেষ নিশি প্রভাতে নিদ্রিত॥
সেই কালে কামিনী কজ্জল করি চুরি।
অঞ্জন করিলা সাধ্বী সহ সহচরি॥
কৌতুক করয়ে সভে অদৃশ্য হইয়া।
সপনের প্রায় রায় স্বপন দেখিয়া॥

হায় হায় কোথা গেল প্রাণের ঈশ্বরী।
তুসহ কন্দর্প দর্প নিবার সুন্দরী॥
সুলোচনা কহে আসি কজ্জল বিনাশি।
সর্ব্বনাশ হৈল আইল রাজার মহিষী॥
আছে কি নিষ্কৃতি রাজমহিলা দেখিলে।
আত্মরক্ষা হেতু লাজ নাহি পালাইলে॥
সখীর বচনে অতি হৈয়া সচাকত।
না পায় কজ্জল রায় হইলা ভাবিত॥
যাহ যাহ সঘনে বলিছে সহচরী।
তখন নাগরবর বুঝিলা চাতুরী॥
ঈষৎ হাঁসিঞা গিয়া বসিলা নির্জ্জনে।
পরম পরমানন্দ ভাবেন ধিয়ানে॥
তব দাসে পরিহাসে হাসে নারী হৈঞা।
লজ্জানিবারিণী তারা ত্রপা বিনাসিঞা॥
ভকতবৎসলা শ্যামা সেবক শরণে।
মাভই মাভই সদা ডাকেন গগনে॥
মায়া নিদ্রা দিয়া দেবী ঈষদ হাসিঞা।
করিল সুড়ঙ্গপথ ফুতকার দিঞা॥
যাও শীঘ্র কেন ভাব সমুখে শরণি।
এত বলি অন্তর্ধ্যান অখিলজননী॥
এমতি সপনরূপ দেখিয়া সুন্দর।
নিরখে সুড়ঙ্গপথ শক্তি মনোহর॥
উদ্দেশে প্রণাম করি কালীর চরণে।
উপনীত হৈলা রায় মাল্যানী ভবনে॥
এথা চমৎকার দেখি বিদ্যার অন্তর।
ধন্য ধন্য প্রাণনাথে বাখানি বিস্তর॥
সখী কহে তব নাথ চোরচূড়ামণি।
এ নহে মানব কভু দেব অনুমানি॥
বিদ্যা বলে বহু রত্ন এ ভূমিমণ্ডলে।
কিনা করি বারে পারে মন্ত্র অনুবলে॥
এমন সময় তথা আইল মালিনী।
রঙ্গ ভঙ্গ কত ঠাট শরীর দোলানি॥
হাথনাড়া কিবা পোড়ামুখে তাই সে হাসে।
বদনে বসন দিয়া হাসেন রূপসী।
বিমলা বলয়ে বিদ্যা মোর দিব্য তোরে।
তব যোগ্য বটে বর সত্য বল মোরে॥
জনমের মত যেন খোটা নাহি রয়।
এমন উপায় আছে অন্য চেষ্টা হয়॥
যার দিকে হাসে বিদ্যা সেই পরিহাসে।
সরমে সরোজমুখ লুকাইল বাসে॥
মালিনী কহেন আর লাজে কাজ নাই।
বুঝিল মনের মত দিয়াছে গোসাঞি॥
আজিকার রজনী দেখিতে পারে নাই।
কুসুম শয়নে পতি নয়ে মোর ঠাঁই॥
আশ্বাসে রূপসী তুমি আইল ভুবনে।
সেদিন অমনি গেল রাধাকান্তে ভণে॥

বিদ্যার সহিত রাণীর কথোপকথন

তপস্বীর বিবরণ শুনিয়া বিরস মন
সদা শঙ্কিত রাজারাণী।
বিদ্যার প্রতিজ্ঞা এই না জানি কি হবে সেই
চলিলেন বুঝাইতে নন্দিনী॥
মায়েরে মন্দিরে দেখি উঠিয়া কমলমুখী
প্রণাম করিল পদতলে।
নিরখি কন্যার মুখ হৃদয়ে ভাবেন দুখ
রাজার মহিষী কিছু বলে॥
ভুবনমোহিনী ধন্যা নাম গুণবতী কন্যা
প্রতিজ্ঞা আছিল এইমত।
তব তুল্য রূপবতী রাজার দুহিতা সতী
হইল তপস্বী অনুগত॥
তা দেখি দারুণ ব্যথা রাখ বাছা মোর কথা
প্রতিজ্ঞা ছাড়হ এই ক্ষণে।
অবনীর অধিকারী আনি নিমন্ত্রণ করি
বিভাহ করহ যারে মনে॥
শুনিয়া এতেক বাণী করপুটে কহে ধনী
কেন মাতা এমন ভারখি।
প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন যার নাহিক বিস্তার তার
বরঞ্চ মরণ শুভগতি॥
নয়ন সপন ঘোরে শঙ্কর কহিল মোরে
পাবে পূর্ব্বপতি যে তোমার।
নিশ্চয় জানিহ সেই মম অভিলাষ সেই
না ভাবিহ সবধি আমার॥
শুনিয়া বিদ্যার বাণী কহেন রাজার রাণী
কত মত নীত শিখা যায়।
অবলা যৌবন যথা ভর্ত্তাতে রক্ষিতা তথা
রাখ কন্যা নিরখি আমায়॥
নিষ্কলঙ্ক কুল আছে সর্ব্বনাশ কর পাছে
সদা সঙ্কিত মোর মন।
রাধাকান্ত সুকৌতুক কি ভাব কন্যার দুখ
আজ নিশি কুসুমশয়ন॥

বিদ্যার ভবনে সুন্দরের গমন

প্রভাতে মালিনী নিয়োজিত কার্য্য সারে।
স্নান পূজা ভোজন করিল যুবরে॥
নিদ্রা হৈতে উঠি রায় যোগায় বিমলা।
বসিয়া কথার পরিপাটী কত ছলা॥
হাসিয়া কহিছে যুববর মুখ চায়া।
আজি নিশি বেহারিবে বিদ্যারে লইয়া॥
রূপসী পাইয়া পাছে পাশর আমারে।
হাসিয়া নাগরবর তুষিলা তাহারে॥
পুলকে পূজিল হৃদি প্রদোষ সময়।
ত্রিবিধ পরমপূর্ণ বিধুর উদয়॥
প্রথম বসন্তকাল শুভ মাঘ মাস।
আরম্ভিল নাগর নাগরী সুবিলাস॥
বর বেশে যুববর সাজি অভরণে।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা বিদ্যার ভবনে॥
আচম্বিতে নিতম্বিনী দেখি যুবরায়।
আচ্ছাদিল দশদিগ সরস সুধায়॥
অপূর্ব্বসুসজ্জ সব দেখি গুণমণি।
কুসুম কাননে যেন বিধুর লখিনি॥
বিদগ্ধ বসিল গিয়া পুষ্পের সজ্জায়।
সুলোচনা সহচরী তাম্বুল যোগায়॥
হাস পরিহাস রসে তুষি তার মন।
রসবতী আনি গিঞা বলি আগমন॥
সুধীর অধীর হৈঞা যেদিগে নেহালে।
দেখে কাল রূপকামধনু শর করে॥
আকর্ণ পূরিয়া সদা হানে পঞ্চশর।
মরমে মূর্চ্ছিতা হৈয়া বলে যুববর॥
পুরী পরিহরি ভ্রমি যাহার লাগিয়া।
সে ধনী বিধাতা যদি দিল ঘটাইয়া॥
ক্ষেমা কর ক্ষেণেক বিনাশি তার মুখ।
জনমের মত নহে থাকিবে এ দুখ॥
আমি ত নিশ্চয় আছি হে তোমার।
একদণ্ড রাখ যশ ঘুষিবে সংসার॥
এমতি মিনতি কামে করি যুবরায়।
কুসুমশয়নে রহে কপট নিদ্রায়॥
এথা বিদ্যা বসিয়া বিরলে সখীসনে।
ভুবনমোহন রূপ সাজে অভরণে॥
সুলোচনা সহচরী কহিছে সভারে।
যে যে গুণবিধি সখী দিয়াছেন যারে॥
সুধামুখী সাজায়া সার্থক কর সব।
কমলা কহেন কেন কহ অসম্ভব॥
কি কাজ ভূষণে যেবা সহজে মোহিনী।
এরূপ দেখিয়া কেবা ধরয়ে পরাণী॥
আর এক কথা মোর শুন সুলোচনা।
নয়নে কজ্জল দিতে আমি করি মানা॥
যদি প্রাণতেজে শুধু বাণেতে কেবল।
নিরর্থক তাহাতে কেন মাখিবে গরল॥
এইরূপ হাস্য পরিহাস্যেতে সাজায়।
শ্যামার সঙ্গীত দ্বিজ রাধাকান্তে গায়॥

বিদ্যার বাসর সজ্জা

বেশ বিন্যাসি হাসি মুখ মুচকি।
কহে সুমুখী মুখখানি নিরখি॥
কি নাগরবরে দুখ না দিয়।
সরলা হইঞা হাসিয়া চাইয়॥
বিনা রসের সার সুধার বদনা।
যেন না বলে কমলিনী কৃপণা॥
তবে তখনি হাসি কহেন কমলা।
মোর কথাটি সার জান অবলা॥
কপটে কপট করহ কি জানি।
সরলে সরলা হয়িয় কামিনী॥
কপট সরলা আপনা খাইতে।
পাছে পাসর যার তার কথাতে॥
শুনি সখীর কথা লাজ পাইঞা।
মরমে বাজিল কহিছে কুপিঞা॥
কিসের কৃপণা কপটী সরলা।
মর নিলাজ গুণা ও কি বল না॥
আর হাসিলে গালি দিব সর না।
কেনে ত কথা কহ তবে খাব না॥
শুনি সখীরা কহে কেনে মরিব।
কব সহজ কথা কারে ডরিব॥
কি করে সরমে মরমে মজিঞা।
চল কামিনি ততকাল করিঞা॥
এমতি রূপসী সরসে হাঁসিয়া।
গতি মন্থর মত্ত গজ জিনিয়া॥
যম সমান দেখিল নব কুমারে।
ধরি কপাটখানি রহে দুয়ারে॥
ঘরে সখীরা যদি দিল ধরিঞা।
ভয় সরমে গেল প্রাণ উড়িঞা॥
ভাবয়ে কি জানি কি করে কি বলে।
আমি কেমন কিবা কব ইহারে॥

বরণ মরণ কবুল করিল।
তবু বিছানা পর পদ না দিল॥
সখীরা কহিছে সহিতে না পারি।
উঠ না বিছানা পর নৃত্যকারী॥
ভুরু ভঙ্গিমা করি কোপে কামিনী।
পদ অঙ্গুলি সদা ঘষে অবনী॥
ভাবে এ কথা প্রাণনাথ শুনিলে।
তবে লাজ কি মোরি যাইবে ধুইলে॥
মুখ-প্রকৃতি কিবা মিছা কপটি।
নিরখে ভামিনী ঘোমটা উলটি॥
চারু নয়নে দেখি মৃদু হাসিয়া।
মুখ ঝাপিল বাসে জিহ্বা কাটিয়া॥
সুখ কি ধারা তাহে করব রচিঞা।
সভে জানহ মনে দেখ বুঝিয়া॥
ভাবে কিরূপে কথা কহে নাগরী।
নব নাগর বর করে চাতুরী॥
করে কমল ছিল নিল কাড়িয়া।
সভারে ভামিনী ঈষত হাসিয়া॥
যেন উনি তা মোর দেখিঞা ছিলেন।
তাহা আপন বলি কাটিয়া নিলেন॥
পুলকে পুরী নরমণি বচনে।
সুধা সাগরে ভাসি ধরে বসনে॥
সখীরা কহিছে সহজে ধরিয়া।
প্রথম বালিকা মুখটী চাহিয়া॥
যেমন মজিযা রস ঝড় ঝংকারে।
কাম অঙ্কুরখানি ভাঙ্গিয়া পড়ে॥
হাসিয়া রসিঞা সলিয়া কলিয়া।
ফেলে বুকের বাসখানি খুলিয়া॥
লাজে অঘনে কুচযুগ ঢাকিঞা।
করে জড়িয়া পরে জড় হইঞা॥
রাধাকান্ত কহে শুনহ নাগর।
হিয়া পাষাণে বান্ধ দয়া কি কর॥

শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয়

কত মত যতন করিয়া যুবরায়।
ধরিতে বসন বালা মস্তক ফিরায়॥
আলিঙ্গনারম্ভে শয্যা ত্েয়াগে কামিনী।
হাসিয়া বসিয়া করে ধরে স্তনখানি॥
অধরে অধর দিতে অধিক চপল।
প্রবল পবনে যেন হেলয়ে কমল॥
হৃদে হাত দিতে বামা করে বাহুবল।
কি করিব যুববর ভাবেন তখন॥
সভার সমীপে বুঝি লয্যা বাসে মনে।
নাগর চাতুরী করি কহে সখীগণে।
দেখ দেখি সখীগণ হইয়া বাহির।
আচম্বিতে কেবা আসি নাশিল তিমির॥
না পুরিল মনোরথ নব রস সুখ।
বুঝি নিদারুণ দিনকর দিল দুখ॥
সখীরা ইঙ্গিত বুঝি চলিল হাঁসিয়া।
নিরখে গবাক্ষ পথ অদৃশ্য হইয়া॥
হাঁসিয়া নাগরবর করে আলিঙ্গন।
নাহিকে এড়ান বিদ্যা বুঝিলা তখন॥
আধ আধ বচনে কহেন সুকুমারী।
কে ছাড়িবে নাথ আছি ত তোমারি॥
ক্ষমা কর যুবতীর মিনতি রাখিয়া।
মিছা কেন কর তিতা লেম্বু কচালিয়া॥
ভ্রমরের ভয় বিনা নব কিশলয়।
কহ দেখি কখন পক্ষের ভর সয়॥
তাহাতে প্রাণের নাথ তুমি গজবর।
আমি কমলিনী কি সহিব তব ডর॥
যুববর বলে সত্য বলিল সুন্দরী।
শশিকলা বিনা নাহি সাজয়ে শর্ব্বরী॥
সরোজ বিহনে কি সাজয়ে সরোবর।
কিসের কমল যাহে নাহি মধুকর॥
কেমনে প্রত্যয় যাব তুমি সে নলিনী।
কি বুঝ্যা ধর্‍্যাছ নাম মরালগামিনী॥
যে জনা অবলে ধরি করে শরাসন।
নিমিষে বিজয় করে ই তিন ভুবন॥
হেন মনোভব তুমি কর পরাজয়।
বিজয় দুন্দুভি ছুটি ধর্‍্যাছ হৃদয়॥
বুঝিলাম তোমার কথা লব রহিয়া।
এতো কি ভুলায় কেহ বিদেশী দেখিয়া॥
বুঝিলাম চাতুরী ভুলিব নাহি আর।
মিথ্যা ছল ছাড়হ সময় নাহি তার॥
সাত পাঁচ ভাবি বিদ্যা বাক্য পরিহরি।
নিশ্বাস ছাড়িয়া মুখ রহে নম্র করি॥
সম্মত লক্ষণ তাহার পাইয়া আশয়।
প্রবেশে মদন বলে রাজার তনয়॥
অধরে অধর রাখি ঈষৎ হাসিঞা।
প্রবালে প্রবাল যেন গেল মিশাইঞা॥
সঘনে চপল চারু নিমিক নয়ন।
একত্রেতে চড়ে যেন চারিটি খঞ্জন॥

হাঁসি হাঁসি মুখশশী কেবল উজ্জ্বল।
প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন বিকচ কমল॥
ক্ষণে যুববর কুচপর হাত রাখে।
তাহা দেখি সুলোচনা হাত দেয় নাকে॥
হেদে অদভূত শশী দেখসিয়া সখি।
কমলে গরাসে চক্রবাক চক্রবাকী॥
রতি শ্রমে মুখে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম।
তারায়ে বেষ্টিত যেন দেখি সুধাধাম॥
সঘনে নিশ্বাস দীর্ঘ অমিক নয়ন।
প্রভাতের শশী যেন করিয়া বদন॥
সবে অবলা তাহে পড়িঞা বিপাকে।
সবে মাত্র স্বরের পঞ্চম বর্ণ ডাকে॥
দয়াল রমণ জয় করিয়া মদন।
মন্দ মন্দ ঈষৎ বদন দুই জন॥
আসিয়া সখীরা সব মিলিলা তথায়।
কুমকুম কস্তুরী কেহ লেপে সর্ব্ব গায়॥
কর্পূর তাম্বুল জোগাইছে কোন জন।
কমলা বাতাস করে বিনোদ ব্যজন॥
এইরূপে সুখ নিশি করিয়া বিহার।
প্রভাতে মালিনী গৃহে চলিল কুমার॥
যাইবার কালে বিদ্যা কহেন তাহাকে।
আপনা বলিয়া মোরে দয়া যেন থাকে॥
তুষিয়া সুন্দর তারে করি আলিঙ্গন।
রাধাকান্ত ভণি গেল মালিনী ভবন॥

বিদ্যাসুন্দরের সহিত মালিনীর কথোপকথন ও সুন্দর সহ পুষ্পবনে বিহারে বিদ্যার সম্মতি

হাস পরিহাস তারে কহেন মালিনী।
কেমন আছিলে বাছা কহরে কাহিনী॥
হাসিতে হাসিতে তবে কহে যুবরাজ।
বৃদ্ধজন সে সব শুনিয়া কিবা কাজ॥
এতো বলি স্নান পূজা করিলা ভোজন।
ধরিলা অঘোর নিদ্রা করিতে শয়ন॥
হেথায় কুসুম লয়া চলিল মালিনী।
উপনীত হইল যথা রাজার নন্দিনী॥
লাজে নিতম্বিনী [তবে] করে নম্রমুখ।
বিমলা বলেন মনে পায়া বড় সুখ॥
কেন সখি বিদ্যা মোরে কথা নাহি কয়।
কাজ সারা হৈলে কেবা ভইশালা হয়॥

বিদ্যা বলে তোরে দেখি হৈয়াছি লজ্জিত।
ধান ভাঙ্গে আন কেন মহেশের গীত॥
মালিনী বলেন লাজ যদি তোর আছে।
তবে এতো কাল রাখ্যাছিলা কার কাছে॥
আমি তো সবার ভাল চাহিএ ভালাই।
প্রাণ সমর্পয়ে যদি [তোর] প্রীত পাই॥
আর কিছু নাই চাহি মনে যেন থাকে।
করিহ গুণের পূজা মানিহ আমাকে॥
এমতি সরস রস করি কতক্ষণ।
উপনীত হৈলা যথা ভূপতিনন্দন॥
করপুট করি তারে কহেন মালিনী।
আমার নাটের গুরু তুমি গুণমণি॥
যার কাছে কথাটী কহন ছিল তার।
দেবতার মত মোরে আদর তাহার॥
মরি মোর বাছনি নিছনি লইঞা মরি।
তোমার কল্যাণে বীরসিংহে নাহি ডরি॥
এইরূপে কতকাল করয়ে বিহার।
প্রতিদিনে নতুন রসের সঞ্চার॥
প্রথম অবস্থা বিদ্যা প্রকাশে কমল।
হরিষে বিষাদ ভাবে সখীরা সকল॥
মুখে হাসে নাচে গায় অন্তরে ভাবনা।
গর্ভবতী হইলে মরিব কত জনা॥
সে সরসময় নয় হয় রসাভাস।
মন দিয়া শুন কিছু সরস বিলাস॥
একদিন সুখনিশি বঞ্চিয়া কুমার।
ধরি[য়া] কামিনীকর করে অভিসার॥
আজি নিশি বিহার করিব পুষ্পবনে।
আমার শবধি বিদ্যা যাইবে আপনে॥
হাসিয়া যুবতী অনুমতি দিল তায়।
রসনিধি অভিসার রাধাকান্তে গায়॥

সুড়ঙ্গপথে মালিনীর গৃহে বিদ্যার উপস্থিতি ও সুন্দরের বঞ্চনা

প্রভাতে মালিনী গৃহে রাজার নন্দন।
স্নান পূজা জলপান করিঞা ভোজন॥
কোনরূপে দিবস হইল অবসান।
মনে মনে কুমার করয়ে অনুমান॥
অভিসার করিয়া আস্যাছি কমলিনী।
করিব বঞ্চনা দেখি কি করে কামিনী॥

রাজার বাজারে আসি নৃপের তনয়।
দেখল অপূর্ব্ব এক রাজদেবালয়॥
আর দেখিয়া ধ্যানে বসিলা কুমার।
এথায় রাজার সুতা সাজে অভিসার॥
সুলোচনা বলে ঘোর অন্ধকার নিশি।
একলা নির্ভয়ে কোথা চলিলা রূপসী॥
বিদ্যা বলে যাই প্রাণনাথের সদনে।
কাহারে তরাশ একা যাব কি কারণে॥
হইয়া সহায় মোর মদনধানুকী।
আগে আগে যম সম দেখ না নিরখি॥
সখী কহে কি লাগি লুকাহ চূড়ামণি।
নূপুর কঙ্কণ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার ধ্বনি॥
মুখপদ্ম গন্ধে শত শত ধাইবে ভ্রমর।
তাহাতে রূপসী সব জানিবে অন্তর॥
শকুন্তলা কহে পহ্র সুনীল বসন।
অঞ্চলে বন্ধন করি লেহ আভরণ॥
মন্দ মন্দ গমনে চলিলা নিতম্বিনী।
পথেতে যাইতে কথা না কহিল ধনী॥
শারদ বিধুর প্রায় দশন প্রকাশ।
কি জানি করয়ে যদি তিমির বিনাস॥
হাসিয়া রূপসী সাথে লঞা সখীগণে।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা মালিনীভবনে॥
হরিষে হৃদয়পুর পুরে বিমলার।
করপুট করিয়া করয়ে পরিহার॥
বারাণসে ভূমিকম্প দেখিগো কামিনি।
একি ভাগ্য মম গৃহে আইলা আপনি॥
জল পিড়ি আনিতে কামিনী ধরে হাথে।
রাখ গো আদর আগে মিলি গিয়ে নাথে॥
কালি প্রাণনাথ কৈরাছিল অভিসার।
কুসুমকাননে আজি করিব বিহার॥
শুনি সুবিস্মিত চিত অবিহিত কথা।
বিমলা বলেন বুঝি খাবি মোর মাথা॥
অমিয়া ছাড়িয়া কেবা হলাহল খায়।
সুখেতে থাকিতে বুঝি ভূতেতে কিলায়॥
ব্যাধের মন্দিরে মৃগ যায় কি আপনি।
কে কোথা পর্ব্বত হৈতে পড়য়ে ধরণী॥
ইৎশায়ে আগুনি কেবা করয়ে ভক্ষণ।
অলঙ্ঘ্য সাগর মাঝে পড়ে কোন জন॥
যদি কদাচিত ক্রমে হইবে প্রকাশ।
ভাঙ্গিবে ভ্রুকুটী নাট হবে সর্ব্বনাশ॥
মুখেতে দুগ্ধের গন্ধ যায় নাহি যায়।
সে কি এত জানয়ে রসের সমাচার॥

বুঝিলাম সখীরা তোমরা হইলে কাল।
হেন কুমন্ত্রণা কেহো করে কি জঞ্জাল॥
কত মত যতনে ভুবিয়া তার মন।
সখীর সংহতি সতী করিলা গমন॥
বিমলা বোলয়ে মেঘে পূরিল গগন।
আঁচলে শরীরখানি কর আবরণ॥
পাইলে প্রকাশ হবে চপলার প্রায়।
কেহ যদি দেখে প্রাণ হারাবে হেলায়॥
শকুন্তলা বলে সত্য বলিলে বিমলা।
করিহ উদাস অঙ্গ খেলিলে চপলা॥
তিমিরে শরীর আচ্ছাদিয় নীলাম্বর।
পরস্পর না থাকিবে চপলার ডর॥
সুজনে সভয় আশ সরস বিলাস।
ভাবিয়া না পান দেখেন আকাশ॥
এসব ভারতী যদি শুনে গুরুজন।
কেমনে সহিব তার দুঃসহ বচন॥
কিরূপে দুর্গম পথ যাব এড়াইয়া।
চতুর্দ্দিকে চাহে ঘন উঠে চমকিয়া॥
পতি প্রতি মতি সতী নাহি লাজ ভয়।
কি কবো ভরসা যত হৈয়াছে হৃদয়॥
ডরিতে সর্পের ভ্রম মৃণাল দেখিঞা।
প্রকৃত ফণী রমণী ঢাকে কর দিঞা॥
সুলোচনা বলে তারে শিখাইয়া নীতি।
কুমার তোমার লাগি হৈঞাছে পীরিতি॥
মদন মারিছে বাণ মাখিয়া গরল।
আছয়ে তোমার মুখ চাহিয়া কেবল॥
ঈষৎ হাসিয়া তারে কথাটী কহিয়।
ইঙ্গিতে কটাক্ষসুধা দিয়া জুড়াইয়॥
এ হেন শরীর দান দিলে সুবদনা।
হাসিতে চাহিতে কেন হইবে কৃপণা॥
যদি কেহ বিক্রয় করয়ে কবিবরে।
অঙ্কুশ লাগিয়া কিবা বাদ সেই করে॥
এইরূপে উপনীত কুসুমকাননে।
করয়ে বাসর শয্যা রাধাকান্ত ভণে॥

বিদ্যার বিরহ

নবীন কুসুমদল আনি সখিগণ।
অপূর্ব্ব সুচারু শয্যা করিল রচন॥
জাতী যূতী মালতী মল্লিকা কৃষ্ণকেলি।
শিঅলি পিঅলি জবা পাড়লি বান্ধুলী॥

করবী অপরাজিতা কুরাল চম্পক।
কুসুম কনকচাঁপা বকুল অশোক ॥
গুলাচি গুলাব শত বর্গ নাগেশ্বর।
রাঙ্গন ধূর্জ্জটি ঝাটি পলাশ টগর ॥
রাসনা রজনীগন্ধা চামেলী কাটাঁলি।
সরঙ্গ লবঙ্গলতা কুন্দ সূর্য্যমণি ॥
কুমুদ মাধবীলতাবৃন্দ পারিজাত।
যতনে তুলিল কত মৃনালের পাত ॥
বৃন্ত কাটি কেহ বিনা সুতে গাঁথে হার।
নানা বর্ণ কুসুমে করয়ে অলঙ্কার ॥
পুষ্প অভরণ দেখি কহিছে সুন্দরি।
পরিহর ভূষণ কহিছে সহচরি ॥
দেখ অন্ধকারে আচ্ছাদিল দিগগণ।
আইল প্রায় প্রাণনাথ লিছে মোর মন ॥
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখে নিরখিয়া।
ক্ষণে উঠে বেশে যায় আগ বাড়াইয়া ॥
পবনে গলিত হৈয়া পড়ে বৃক্ষপাত।
আইল বলি প্রাণখানি হয় পাঁচ সাত ॥
এমতি ভাবিতে গেল নিয়ম বহিঞা।
সখী প্রতি কহে সতী চঞ্চল হইঞা ॥
প্রাণনাথ মোর মুখ বিনা নাহি চায়।
আমার গুণান বাদ গাইতে বেড়ায় ॥
যেখানে থাকুক সদা করে অন্বেষণ।
সে জন এখন না আইল কি কারণ ॥
এক অনুমান সখি লয় মোর মনে।
বুঝি সে আসিতেছিল আমার সদনে ॥
অপরূপ দেখি পথে একলা পাইয়া।
আর কোন কামিনী রাখ্যাছ ভুলাইয়া ॥
কিবা সে বীণাটি বুঝি ছিল বাজাইতে।
কেহ বা যুবতী যন্ত্রী পাইল শুনিতে ॥
বিবাদ করিয়া পণ করিল রূপসী।
যে হারে তাহারে লয়া বিলাসিব নিশি ॥
বুঝি সেই কামিনী রাখিল লুকাইয়া।
রজনীর মত নাথে রাখ্যাচে কিনিয়া ॥
প্রায় প্রকাশিত আসি হইল কমল।
মন্দ মন্দ সুগন্ধি সমীর সুশীতল ॥
মলিন হইল বিধুমুখে কুমুদিনী।
কুলুকুলু কাননে কোকিল করে ধ্বনি ॥
দেখ শেফালিকা সখি পড়িছে গলিঞা।
চল ঘরে যাই আর কি কাজ থাকিয়া ॥
সহচরী লয়া বিদ্যা করিল গমন।
আসিতে অপূর্ব্ব এক হইল দরশন ॥
কমলে যাইল অলি কুমুদ মুদিতে।
নলিনী মানিনী হইয়া না দেয় বসাতে ॥
পবনে সঘন হেলি করিতেছে মানা।
চাইঞা কমলমুখ বলে সুবদনা ॥
অনাথিনী বলে মোরে ভাল শিখাইলে।
আজি হইতে তুমি মোর মকর হইলে ॥
না জানি কি বাদ বিধি অবধ সরলারে।
নিপটি কপটি আনি ঘটাল তাহারে ॥
যেরূপ ঠেক্যাছ তুমি কপটীর হাথে।
এইরূপে কাট ল আমার প্রাণনাথে ॥
যদি কদাচিদ আজি থাকএ পরাণী।
আমিহ তোমার মত হইব মানিনী ॥
এমতি যুবতী সতী করিল গমন।
উপনীত হইল মালিনী নিকেতন ॥
অদভূত দেখি তারে জিজ্ঞাসে মালিনী।
কেন গো বিরস মন রাজার নন্দিনী ॥
সরসে বিবাদ বুঝি কর্য্যাছে কুমার।
নহিলে কিসের দুখ আছে গো তোমার ॥
কামিনী ক্রোধিত মতি কিছু না কহিল।
সুরঙ্গ পথে নিজ পুরেতে উত্তরিল ॥
এথায় আইল রায় আপন আলয়।
কোপমতি মালিনী মহিলা তারে কয় ॥
বুঝি বহুবিলাসী হয়েছে নাগরালী।
রাধাকান্তে কহে দোষ ক্ষম গো সকলী ॥

প্রভাতে সুন্দরের দর্শনে বিদ্যার খণ্ডিতা অবস্থা

সরসে রাজার সুত ভাবিয়া অন্তরে।
বুঝিতে বিদ্যার মন চলিলেন ভোরে ॥
আপনি রমণচিহ্ন করয়ে সকল।
নয়নে তাম্বুল রাগ অধরে কজ্জল ॥
ললাটে সিন্দুর-আভা রাখিল কিঞ্চিত।
নিশি জাগরণে যুগ নয়ন ঘূর্ণিত ॥
কঙ্কণ কেয়ুর দাগ করিঞা গলায়।
সুমুখি সদনে উপনীত যুবরায় ॥
সকল শরীরে তার রতিচিহ্ন দেখি।
নিশ্বাস ছাড়িয়া রামা বলে বিধুমুখি ॥
হেদে অপরূপ সখি দেখসিয়া এথা।
এতো দিনে জানিলাও মানসে দেবতা ॥
কুমার কহেন শোন প্রাণের ঈশ্বরি।
তোমার সবধি যদি বিলাসি সুন্দরি ॥

অপূর্ব্ব প্রতিমা গ্রাম দেবতা ভবানী।
দেবীর মন্দিরে জপে গেল যে রজনী॥
কোপে কমলিনী কহে এ কথা শুনিয়া।
ভাল দেব সাধিলে সাধকারে লইয়া॥
যার চিহ্নগুলি অঙ্গে করাছ ধারণ।
কি কাজ এখানে যাহ তার সদন॥
সুন্দর বলেন চিহ্নি কর্যাছি আপনি।
কেবল তোমার মন বুঝিতে কামিনি॥
বিদ্যা বলে কেন মিথ্যা বল বারেবার।
যেমন চরিত্র চিত্ত বুঝ্যাছি তোমার॥
নিশি দিশি যে রূপসী জাগিছে হৃদয়।
সহস্র সহস্র রাজা অভিলাষী হয়॥
কপটিনীগণ মন রাখ্যাছে হরিঞা।
তুমি কি থাকিতে পার তারে পাসরিয়া॥
প্রভাতে সুখের কাল যাও যথা ছিলে।
আমারে পারিবে কেন তারে দুখ দিলে॥
কপট করিতে যদি শিখিতাম আমি।
তবে কি আমারে নাথ দুঃখ দিতে তুমি॥
তখনি এসব কঞাছিল সে কমলা।
আপনি খাইয়াছি নাম হইয়া সরলা॥
ছাড় কর ভয় বড় হৈতেছে আমার।
পাছে আসি দেখে প্রাণেশ্বরী বা তোমার
আমি কি তোমার যোগ্য স্তব কর কেন।
জানা গেল কপট আপনা ছাড় যেন॥
এ হেন প্রেমেতে যদি হৈল বিড়ম্বনা।
সহজে চপল প্রাণ গেলে কি ভাবনা॥
বিধাতা বিমুখ মোর কি দোষ তোমার।
সুলোচনা বলি তবে করি পরিহার॥
ছাড় সরলতা বহুবিলাসী নাগরে।
মনে কর নলিনী কি করিল ভ্রমরে॥
মানিনী হইলা সাক্ষী সখীর বচনে।
নম্রমুখ করে বাক্যে নাহিকে বদনে॥
সঘনে নিশ্বাস দীর্ঘ মুদিত নয়ন।
খসাইয়া ফেলিল অঙ্গের অভরণ॥
এ সব দেখিয়া রায় অধিক ভাবিত।
করপুটে মিনতি করেন যথোচিত॥
কি কহিব প্রত্যয় না হবে প্রাণ দিলে।
বুঝিলাম আমার বধের ভাগি হইলে॥
ভাল বিদ্যা সকলি আমার অপরাধ।
ক্ষমহ শরণাগত জনে কি বিবাদ॥
এমতি মিনতি কত করিল কুমার।
মানিনী কামিনী কিছু না দিল উত্তর॥
চতুর নাগর বর চাহিল প্রকারে।
ধর্ম্ম নষ্ট হয় জীব না বলিলে তারে॥
বিদগ্ধা রাজার কন্যা কিছু না কহিয়া।
কর্ণের কনক পত্র পরিল তুলিয়া॥
শকুন্তলা বলে তবে করি জোড় কর।
মোর কথা শুন মান না কর বিস্তর॥
অপূর্ব্ব পদার্থ মিলে অনেক যতনে।
হেলায়ে হারায়ে কেনে পুরুষরতনে॥
প্রেম অবগাহনে বাসনা যদি থাকে।
কদাচ বিমুখ বিদ্যা না হৈয় ইহাকে॥
কোনরূপে কামিনী না তেজিলেক মান।
বুঝিয়া রাজার সুত করিল প্রয়াণ॥
সখীরা নিরখে ফিরি হইয়া দুঃখিত।
তাহাতে কামিনী অতি হইলা কোপিত॥
যাও যাও যাওক কি দেখ নিরখিয়া।
বল না প্রাণের বৈরি কি কাজ রাখিয়া॥
পরম দেবতা মানি কপটিনী যারা।
কোপিল তাহার সেবা তুষ্ট হবে তারা॥
গেল গেল এখন যে সেই কথা কব।
আমার সবধি যদি তার নাম লব॥
এথায় আসিয়া রায় মালিনী ভবন।
স্নান পূজা জল পান করিয়া ভোজন॥
বিমলা কুসুম লঞা আইল ত্বরিত।
দ্বিজ রাধাকান্ত ভণে সরস সঙ্গীত॥

বিদ্যার বিরহাবস্থা

এইরূপ রূপসী করিয়া অবিনয়।
বাড়িল দ্বিগুণ দুখ বিদরি হৃদয়॥
প্রবল বিরহ তাপ সহিতে না পারি।
কামে বিমোহিত হইয়া কহিছে কুমারী॥
অল্পমতি অবলার চাহিয়া বদন।
আমার শরীরে বাণ না মার মদন॥
যুবতী মিনতি রাখ মলয় পবন।
মোর পুরি পরিহরি প্রবেশ কানন॥
প্রাণনাথ বিনা আমি আছি হে মরিয়া।
কিবা যশ পাবে বল মরাকে মারিয়া॥
সুলোচনা বলে শুন রাজার কুমারি।
কি জানি কেমন রীত না বুঝি বিচারি॥
যে শরীরে নাই অগ্রপশ্চাত ভাবনা।
সুখের সাগরে থাকি দুখী সে হয় না॥

সকলি তেয়াগি সমর্পিত যারে।
ঠাট নাট ঠেকার সাজয়ে নাকি তারে ॥
অল্প দোষে অতি ক্রোধ কভু ভাল নয়।
হেলায় হাতের নিধি হারাইতে হয় ॥
কার কি হইছে ভাল অস্তুতি করিলে।
অমিয়া গরল হয় কাজ না জানিলে ॥
নখছিদ্র কর্ম্ম যাহা তেয়াগ তাহায়।
শ্রমের অসাধ্য শেষে কুতানি খণ্ডায় ॥
রসিক চাতুরী তার চাতুরীর সের।
কুথল খাইয়া রস চাতুরী কেসের ॥
বড় যে বড়াই কর রাজার দুহিতা।
জাতির মাহাত্ম্য মূর্খ কিসের পণ্ডিতা ॥
এখন এমন কেন বল শকুন্তলা।
আপনি করিলে বিদ্যা আপনার জ্বালা ॥
না বুঝি প্রেমের পরিশেষ কতদূর।
মিছা মান করি তারে হৈলেন নিষ্ঠুর ॥
দুঃসহ বিরহবহ্নি প্রবল করিলে।
সাধ কর‍্যা আপনার হাথে টাল্যা নিলে ॥
কাহার কথাটি নাহি শুনিল তখন।
কাননে কান্দিলে মিছা কি হবে এখন ॥
বিদ্যা বলে আর কেন দগধ আমায়।
ভালবাস লবণ দিলে কি কাটা যায় ॥
ভালোর ভালাই বিনা পারে কি ভর্চ্চিতে।
কাজটি করিলে বল কি হবে লাঞ্ছিতে ॥
যদি আমা প্রতি মতি থাকে চিত সহ।
প্রাণের হিতাশী হব নাথে আনি দেহ ॥
জনমের মত বুঝি জ্বলিল অনল।
আর কি প্রাণের নাথ করিবে শীতল ॥
যদি বা সাধের নিধি বিধি মিলাইল।
অভাগীর ভাগ্যে সব সপন হইল ॥
যখন প্রাণের নাথ সহ দেখা হয়।
তখনি নতুন রাগ [হয়] উপজয় ॥
পাসরিতে নারি বিধি দয়া করে যদি।
পুনর্বার আনিয়া ঘটান গুণনিধি ॥
এই বর নিব তবে ঈশ্বরের ঠাঁই।
সতত নয়ান শ্রবণ যেন পাই ॥
পারে কি না পারে বিধি এরূপ ঘটনা।
জলয়ে হৃদয়পুর বিরস বদনা ॥
সাধিয়া প্রাণের নাথ ধর‍্যাছিল করে।
কেন বা কি দোষে মান করিলাম তারে।
সময় পাইলে না ছাড়য়ে কোন জন।
মালিনী চাতুরী করি কহেন তখন ॥
এই হেতু কুমার কহিতেছিল মোরে।
চল্যাছি চঞ্চল যাব আপন নগরে ॥
শুনিয়া চিত্রের প্রায় হইলা কামিনী।
নাসায়ে নয়ন দুটি বহিল অবনী ॥
শূন্যময় জগত দেখয়ে নিতম্বিনী।
কি করে ভাবিয়া কিছু না পান কামিনী ॥
সখী কহে এ কি বিদ্যা হৈলে তপস্বিনী।
বুঝিতে না পারি কি হৈয়াছো বিবাগিনী ॥
না কান্দ পাইবে পতি কহে সখীগণে।
মালিনীরে তুষ্ট কর রাধাকান্তে ভণে ॥

বিমলার প্রতি বিদ্যার বিনয় ও সুন্দরের প্রণয় চাতুরী

সখীবাক্যে বিমলারে তুষি দিয়া ধনে।
কহেন তুমি কি পর ভাবহ আপনে ॥
দেহমাত্র স্বতন্তরা জানিহ নিশ্চয়।
কি কহিব হিয়া চিরি দেখাবার নয় ॥
বল গো বিমলা হাথ দিয়া মোর মাথে।
আপনি আনিয়া তুমি দিবে প্রাণনাথে ॥
মালিনী বলেন যদি তুষ্ট থাকি আমি।
তাহার ভাবনা কিছু না ভাবিহ তুমি ॥
আশ্বাসে রূপসা তুষি আসি নিজ ঘর।
মালিনী কহেন এ কি কর‍্যাছ সুন্দর ॥
যদি বা যুবতী কত যতনে পাইলে।
হায় হায় হেন ধন হেলে হারাইলে ॥
এরূপে চাতুরী তারে কেন বা করিলে।
কার দোষ আপনি বুঝিতে না পারিলে ॥
আমি যাই বল্যা কয়্যা হয়াছিল বেনে।
বুঝিল মনের মত দেখা তার সনে ॥
কহিলে তোমার কথা কোপে কমলিনা।
আপন মুরতি বুঝি আস্তাছি আপনি ॥
শুনিয়া বিস্মিত চিত ভাবিত অন্তর।
বিমলার কর ধরি সাধেন সুন্দর ॥
এ দেশের বিচার বুঝিতে না পারি।
ছল ছিদ্র ধরি পতি তেয়াগে সুন্দরী ॥
কহ দেখি গিয়া এই কথাটী আমার।
যেবা জীবে মারে আগে তোষে একবার ॥
বিমলা বলে কি ঘাটি কর‍্যাছি তাহায়।
ছার বেণে কেন [হেন] দগধ আমায় ॥

প্রতি দিন যাব তার ধার কৈবা খাই।
তৈল পান লাগি কার কাছে নাই যাই॥
পথেতে যাইতে বেড়ে নানান বালাই।
কিছু যে দিবেন তার নামগন্ধ নাই॥
যুববর বলে তোরে দিব হেন ধন।
না ফুরায়ে জনমে খাইলে শতজন॥
মালিনী কহেন তাহ আমি ভাল জানি।
আপন কাজের বেলা সভাই অমনি॥
কথায় কহিয়া রাজা কাজ সাধি লয়।
চিহ্নিতে না পারে সেই দিনে পরিচয়॥
আশয় বুঝিয়া ধনে তুষিলা তখনি।
হাঁসিতে হাঁসিতে তবে চলিলা মালিনী॥
এক বার মিছা পথে [ঘুরে] বেড়াইয়া।
সম্মত হইলা সাধ্বী কহেন আসিয়া॥
এথায় সচিন্তিত হৈয়া নৃপতিবালা।
তত্ত্ব জানিবারে পাঠাইলেন কমলা॥
পুনর্ব্বার বিদ্যার চরিত্র জানিবারে।
হাঁসিয়া নাগরবর ধরে কমলারে॥
মদনবিলাস চিহ্ন করি সর্ব্ব গায়।
মধুর বচনে তুষি করিলা বিদায়॥
মরমে মরমে মরি আইলা কমলা।
দেখিয়া সহাস মুখে কহে নৃপবালা॥
হেদে অপরূপ সব দেখ গিয়া সই।
যার ঘর তার নয় নেপা মারে দই॥
কমলা কহেন কেন গো ভর্চ্ছ গো সুমুখি।
তোমার সবধি যদি কিছু কয়্যা থাকি॥
হাসিয়া কহেন রামা এ বড় সরস।
কি লাগিয়া হয়্যাছে তব অধর বিরস॥
কথাটি কহিতে নারে৷ অধিক নিশ্বাস।
কেশ বেশ ভঙ্গ দেখি পুরুষের বাস॥
সখী কহে তব লাগি করয়ে যতন।
শুখায়েছে মুখ তারে করিতে স্তবন॥
সাধিয়া সাধিয়া যত পর্যাছিনু পায়।
বুঝিলাম কেশবেশ ভাঙ্গিয়াছে তায়॥
অতি ত্রস্ত গতিহেতু বইছে নিশ্বাস।
প্রত্যয় কারণ তব পরি তার বাস॥
মানিনী ভাবেন ভাল রাখ্যাছ সতীত্ব।
কাজ দেখ গিয়া সব জানিলাম তত্ত্ব॥
আপনি বড় যে তার করিতে বড়াই।
নির্দোষ পুরুষ কোন দোষ [তার] নাই।
এক দিবসেতে দাসী করিল পরস।
না জানি কি করে যদি যায় দিন দশ॥

এইরূপ রূপবতী আছয় তথায়।
আইল রজনীযোগে নব যুবরায়॥
জাতির সধর্ম মান বাঢ়িল দেখিয়া।
হৃদে মধু মুখে বিষ শুইল ফিরিয়া॥
বুঝিঞা হইল মানি ভূপতিনন্দন।
মান ভাবে দুইজন করিল শয়ন॥
মনে মনে ভাবনা করেন নিতম্বিনী।
কত না যতন মোরে কৈল গুণমণী॥
সে সব সঙরি বুঝি না কহেন কথা।
হায় হায় হেন কেন করিলে বিধাতা॥
একবার আর যদি সাধে গুণমণি।
তেজিঞা জঞ্জাল মান কহি যত জানি॥
এইরূপে বিষাদেত আছে দুই জন।
কোনরূপে চারি চক্ষে হইল মিলন॥
দুর গেল মান দোহে হাঁসে খল খল।
মদনবিলাসে অঙ্গ পুরিল সকল॥
এমতি যুবতী লয়্যা বিহরে শর্ব্বরী।
দিবসে মালিনী গৃহে শুদ্ধ ব্রহ্মচারী॥
ভাঙ্গিল ভ্রুকুটী নাট কত দিন পরে।
রাধাকান্ত কহে রাঢ়ি পড়িল চাতুরে॥

বিদ্যার গর্ভাবস্থা

এমতি যুবতী সতী ভুঞ্জে সুযুবতি।
শুভক্ষণ বেলা বালা হৈলা গর্ভবতী॥
সিত পক্ষ পৌর্ণমাসী শুভ মধুমাস।
দিবসে দিবসে তার গর্ভের প্রকাশ॥
এক মাস গেল না হইল ঋতুমতী।
দুই মাসে ঠারি ঠারি করেন যুবতী॥
তিন মাসে প্রকাশ হইল অতিশয়।
চারিমাসে সখীসব সশঙ্ক হৃদয়॥
অবিবাহে গর্ভবতী অতি বিপরীত।
কি বলি প্রবোধ দিব বচন কুৎসিত॥
যে দিবস প্রকাশ হইবে এই কথা।
আগে আমা সভার রাজা লইবেক মাথা॥
হেনকালে মালিনী হইলা উপনীত।
দেখি সখী খরতরা করয়ে লাঞ্ছিত॥
কান কথা লয়্যা নষ্টা করিলি কন্যারে।
আপনি খাইলি আর আমা সভাকারে॥

আমরা কখনো যাহা না দেখি নয়ানে।
খাঞাছ পর‍্যাছ ঘর পুরিয়াছ ধনে ॥
অনাথিনী বলি অত করি উপরোধ।
মর মাগী বুড়াকালে এমন অবোধ ॥
মালিনী বলেন সব দোষ কি আমার।
চোর পালাইলে বুদ্ধি উপজে সভার ॥
যে কর বিষম হৈল সভাকার দায়।
কলহে কি কাজ বল ভাবহ উপায় ॥
সখীগণ বলে যদি গর্ভনষ্ট হয়।
তবে সে ইহার গতি জানিহ নিশ্চয় ॥
বিমলা বলেন সর্ব্ব রক্ষা হবে।
আমি জানি ঔষধ আনিব কালি তবে ॥
এতেক বলিঞা আসি যথা যুবরায়।
কহে কহ আরে বাছা কৈরাছ কি কাজ।
ভূপতি শুনয়ে যদি কন্যা গর্ভবতী।
তবে অভাগীর আর আছে কি নিষ্কৃতি ॥
কুমার কহেন কেন কদর্থ আর।
ধাতার নির্ব্বন্ধ যথা কথা কি তাহার ॥
ভাবিলে কি হবে গতি যে করে ঈশ্বরী।
বিমলা বলেন তার গর্ভ নষ্ট করি ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র সম বস্তু আছে মোর ঠাঞি।
সেই সে উপায় তার আর গতি নাই ॥
বিমলার বচনে ভাবয়ে যুববরে।
কি জানি ভয়েতে গর্ভ যদি নষ্ট করে ॥
আমি গিঞা করি আগে উদর বন্ধন।
তবে কার সাধ্য তাহা করিবে খণ্ডন ॥
উপনীত রাজসুত মালিনী-ভবনে।
দেখি নিদ্রাগত বিদ্যা আছয়ে শয়নে ॥
ললাটে অঙ্গুরী রাখি রাজার নন্দন।
উদর বন্ধন মন্ত্র করে উচ্চারণ ॥
ভূত প্রেত আদি দেবঘাত অপঘাত।
যে জন বিদ্যার গর্ভের করে উৎপাত ॥
হন হন মথ মথ নাহি করি শঙ্কা।
এহ লঙ্কা ছাড়ি গিয়া পর আহু লঙ্কা ॥
রামের দোহাই রক্ষ হনুমান বীর।
কামাক্ষা চণ্ডীর পদ আজ্ঞা হাড়িঝির ॥
এই মন্ত্র পড়ি গর্ভে হুঙ্কার করিয়া।
আইল মালিনী গৃহে ঈষৎ হাসিয়া ॥
প্রভাতে বিমলা আসি বিদ্যার ভবনে।
গর্ভ নষ্ট ঔষধ করয়ে সখীগণে ॥
পানের শিকরা শ্বেত করবীর মূল।
ধুতুরফুলের বীজ নিল সমতুল ॥

প্রকারে এ দ্রব্য সব খাইল কামিনী।
আর চিন্তা নাহি সখী কহেন কাহিনী
দিন দুই রহি গর্ভ ভস্ম হয়া যাবে।
ঔষধি পরীক্ষা করা সন্দে না করিবে।
যে গর্ভের বন্ধন কৈল রাজার তনয়।
কার সাধ্য করে নষ্ট বাপাকার কয় ॥

বিদ্যার প্রতি রাণীর ভৎর্সনা

নিশি অবসানে কুসপন দেখে রাণী।
প্রভাতে কন্যার ঘরে আইল আপনি ॥
সাক্ষাতে দেখিল সব গর্ভের লক্ষণ।
হাহা বিধি কেন মোরে না করে মরণ ॥
কেন না মরিলি কি করিলি কলঙ্কিনি।
অকলঙ্ক কুলে কালি দিলি অভাগিনি ॥
পড়িলি শুনিলি যত প্রতিজ্ঞা করিলি।
প্রকাশিলি গুণ যত সতীত্ব রাখিলি ॥
এখন উপায় মর গরল ভক্ষিয়া।
কলসী বান্ধিয়া গলে কুঘাটেতে গিয়া ॥
বিদ্যা বলে কেন মাতা কহ অবিচার।
কিরূপে হইল গর্ভ লক্ষণ আমার ॥
রাণী কহে রক্তহীন পাণ্ডুর বরণ।
অধিক উদরে কেনে ধূসর বদন।
কি লাগি সামর্থ্য হীন শ্রম গুরুতর।
কেনে তোর জৃম্ভণ উঠয়ে নিরন্তর ॥
শ্যামল কুচের অগ্র হৈল কি লাগিঞা।
ভূতলে শয়ন কেন পালঙ্ক ছাড়িঞা ॥
কেনে লো এতেক পাতখোলার আদর।
কনক কটরা দেখি যে বিস্তর ॥
হাসিয়া রূপসী তবে কহেন তাহারে।
মা হয়া কহিলে মন্দ কি কব কাহারে ॥
কালিমা কুচের অগ্র বিধির নিবন্ধ।
ইহাতে জননী কিছু না করিহ সন্ধ ॥
অগুরু চন্দন রসে পাণ্ডুর বরণ।
রক্তহীন দেখ মাতা তথির কারণ ॥
নিদ্রা নাহি হয় মোর রবির উত্তাপে।
পালঙ্ক তেজিয়া তেঞি শয়ন ভূমিতে ॥
এই হেতু উঠে হায় ধূসর বদন।
হয়াছি সামর্থ্যহীন নিদ্রার কারণ ॥

উদরে দারুণ বিধি করিলে উদরী।
অধিক জঠর শ্রমে নড়িতে না পারি॥
বালিকা অবধি পাতখোলাতে আবেশ।
ইহাতে জননী হইয়া কর এত দ্বেষ॥
পুনর্ব্বার কহ তার করিয়া ভর্চ্ছন।
উপনীত হইল রাণী রাজার সদন॥
রাণী কহে ওহে রাজা কি কব তোমারে।
আপনা খাইয়া কন্যা রাখিয়াছ ঘরে॥
যখন বালিকা সুতা রক্ষে মাতাপিতা।
যৌবনে তাহার কর্ত্তা ভর্ত্তা সে রক্ষিতা॥
না জানি কেমন চোরে ভজিল কামিনী।
গর্ভের লক্ষণ তার দেখিলাম আপনি॥
হঠাৎ বিকট কথা শুনিয়া শ্রবণে।
কুলিস পতন শিরে জানিলেন মনে॥
চিত্রের পুত্তলী সম রহেন রাজন।
ভাবেন সর্ব্বস্ব দাহ দিগ ঐরিজন॥
খরতর অসি আসি কেহ দিন গণে।
অন্যমনা জনা যেন তাতায় শকুলে॥
অচল চড়িতে যেন বিচলিত পা।
আন্ত্রিক ত্রিদোষে যেন ভ্রমিলেক গা॥
কৃতান্ত সমান যেন হইল রাজন।
মেঘান্তর দিবাকর হৈল দরশন॥
চকিতে বাহির বাড়ী উত্তরিল গিঞা।
রাজকারবার সব উঠে চমকিয়া॥
সম্থানে বসিঞা কহে অতি ঘোর স্বরে।
কাহারে ধরিল আসি সমন কিঙ্করে॥
কাহার মস্তক আসি ভুজঙ্গ দংশিল।
হলাহল অমিয়া বলিঞা কেবা খাইল॥

* * *

গিরি হইতে কোন জন পড়িল ধরণী॥
কুপিত নৃপতি মুখে শুনি এত বাণী।
দিওয়ান দিয়া উঠে পরমাদ গণি॥
ক্রোধমতি ভূপতি কোটাল নিরখয়।
শার্দ্দুল সমাজে মৃগ কতক্ষণ রয়॥
আপাদ মস্তক তার শিহরিল দেহ।
ভ্রম হৈয়া গিরি হৈতে পড়ে যেন কেহ॥
রাজা বলে দুষ্ট বেটা দাগাবাজ অতি।
সারাদিন রহে ঘরে লইয়া যুবতী॥
মাস মাস মযুর মাহিনা মাত্র খাএ।
রাজমধ্যে হিতাহিত তত্ত্ব নাহি চাএ॥
সবংশে বধিলে তোরে তবে দুঃখ জায়।
আরে ভ্রান্ত গতি দ্বিজ রাধাকান্ত গায়॥

কোটালের যুক্তি

বিদায় হইয়া যায় আমিক নন্দন।
শমন সদনে থাকি গমন যেমন॥
সহচর সহ আসি বসিলা থানায়।
ভাবয়ে ভূপতি কেন কুপিল আমায়॥
কখন কুকর্ম্ম কিছু না করি কাহার।
ডাকাচুরি ছিলা বা নাহিক অবিচার॥
জানহ যেমন আমি রাজার পেয়ারা।
কথার ধরাটি করি বুঝহ তোমরা॥
কুচরিত্র নামে কোটালের সহোদর।
নিবেদন করি শুন আমির ঈশ্বর॥
প্রজারা নালিশ বন্ধ যদি হৈত ভাই।
হজুরে হাজির রথা বা থাকিত মুর্দ্দই॥
রাজ্যের প্রতুল কিবা অপ্রতুল হয়।
প্রকাশিয়া তখনি কহিত মহাশয়॥
গোপনে কুকর্ম্ম কিছু হৈয়াছে অখ্যাতি।
আমি বুঝিলাম সার কহ [গো] যুগতি॥
দুর্ম্মুখ নামেতে এক কোটালের চরে।
এই কথা বটে সে কহিছে জোর করে॥
এই হেতু নরপতি কুপিল আমারে।
এতেক কহিল আমি সভাকার তরে॥
এতেক শুনিয়া তারে কহে দুরাশয়।
এই কথা সত্য বটে লইল হৃদয়॥
রাজার কন্যার সখী অমলা কমলা।
আমি দেখিয়াছে তারে নিতে পাতখোলা
এই কথা সত্য বটে ভাব অকারণ।
বুঝিয়া কামিনী-চোরে কর অন্বেষণ॥
এইরূপে নিশাচর করিয়া নিশ্চয়।
কি ফিকিরে ধরি চোরে ভাবেন হৃদয়॥
হেন কালে কহে এক কোটালের চর।
সিন্দূরে মণ্ডিত কর কামিনীর ঘর॥
অবশ্য রজক বাটী দিবে তার বাস।
নিশানে ধরিব চোর কিসের তরাস॥
কোটাল কহেন কিছু নহে এহ মত।
ইজার পড়িলে রাখে প্রস্রাবের পথ॥
রাজাধিরাজের কন্যা গৃহিণী যাহার।
দ্বিতীয় বসনখানি নাই কি তাহার॥
হেন কালে কহে এক আর অনুচর।
চলহ রজনী যোগে রূপসীর ঘর॥
কেহ বিদ্যারূপ সাজ কেহ সহচরী।
অবশ্য আসিবে চোরে ধরিবারে পারি॥

শুনিয়া কোটাল ঠাট হাসে খল খল।
বুঝিলাম তুমরা সে বড়ই পাগল॥
অকৃত্রিম কৃত্রিম এ জ্ঞান নাই যার।
সে কি করিবারে পারে এমতি দুস্তার॥
রাজাধিরাজেন্দ্র বীরসিংহ অধিকারী।
তার পুরী প্রবেশি রূপসী করে চুরি॥
এ চোর নির্বুদ্ধি নহে বুদ্ধের সাগর।
অপূর্ব্ব পুরুষ হবে রাজার কোঙর॥
অসম সাহস তার বুঝিলাম চিত্তে।
নহে কি যমের ঘরে পারে প্রবেশিতে॥
এ নহে মানব কভু তবে যদি হয়।
আছয়ে দেবতা সখা জানিহ নিশ্চয়॥
কিরূপে এমন চোরে করিব প্রকাশ।
বুঝিলাম এতদিনে হৈল সর্ব্বনাশ॥
এমতি কোটাল বসি ভাবয়ে এথায়।
নাগর কি করে শুন রাধাকান্তে গায়॥

সুন্দর কর্ত্তৃক বিদ্যাকে সান্ত্বনা দান

ত্রিপদী ছন্দ

এথা নব যুবরাজে সাজিয়া মোহন সাজে
রজনী আইল বিদ্যাপুরী।
ধরি কামিনীর করে বসিলা পালঙ্ক পরে
দুই পাশে দশ সহচরী॥
বিষাদিত দেখি তায় করিল জিজ্ঞাসে রায়
সুখে দুখী কি লাগি সুমুখি।
ধরিয়া পতির হাথ কহে কি কহিব নাথ
না জানি কি করেন পিণাকী॥
বুঝি গর্ভ হৈল কাল দিনে বহে তিনতাল
গিয়াছেন দেখিয়া জননী।
রাজা কি শুনিতে আছে সর্ব্বনাশ সহরে পাছে
সাবধানে থাকিহ আপনি॥
শুনিয়া সুন্দর কয় রসে রসাভাস হয়
কেনে হেন ভাবলো ভাবিনি।
বিষাদ করিঞা দূর পূর্ণ কর মধপুর
গতিমতি আছেন তারিণী॥
এমতি কতেক কহি সরসে রজনী রহি
প্রভাতে আসিয়া নিজ বাসে।
স্নানদান করি কবি পুজিয়া পরম দেবী
এই কথা ভাবেন মানসে॥

কেহ না জানয়ে মর্ম্ম বুঝিয়া দুষ্কৃত কর্ম্ম
রাজা যদি করে অন্বেষণ।
ধরিলে বিপত্য ঘোর কেবা সখা হবে মোর
প্রতিকূল হইবে তখন॥
বেদাগমে অনুভব ধাতার কারণ সব
তথাচ নিমিত্ত চাহি কর্ম্ম
যখন বসতি যথা বন্ধু করিবেক তথা
দেশাচার সংসার স্বধর্ম্ম॥
এইরূপ ভাবি কত স্থির কৈল অভিমত
অন্তরূপ না পান সখার।
দ্বিজ রাধাকান্ত ভণে বিদ্যার অগ্রজ বিনে
কে তুল্য আছয়ে তোমার॥

সুন্দর ও বিজয় সিংহের কথোপকথন

এমতি ভাবিয়া রায় হরিষ হৃদয়।
সমতুল্য বটে সখা রাজার তনয়॥
তেজহীন তপন দিবস অবশেষ।
চলিলা রাজার সুত পুযুতার বেশ॥
উপনীত হইলা যথায় যুবরায়।
সখা সম্বোধিয়া আসি বসিলা সভায়॥
জিজ্ঞাসে বিজয় সিংহ কি তোমার নাম।
কিবা জাতি কার পুত্র কোন দেশ ধাম॥
কিবা অভিলাষে আশে এখানে আইলে।
কখন সাক্ষাৎ নাই সখা যে বলিলে॥
শুনিয়া সুন্দর কহে আনন্দ হৃদয়।
উদাসীন জনের কি কাজ পরিচয়॥
আমার সবধি যদি আন পূর্ব্বকথা।
কিনা করিবারে পারে দারুণ বিধাতা॥
এখন যেখানে বাস দেশ তুমি সেই।
জনক জননী বন্ধু ভালবাসে যেই॥
ধনজন সুখসার শ্যামার চরণ।
অভিলাষ চাহি তব শীতল বচন॥
গুণবন্ত বট তুমি বুঝাছি বচনে।
গুণবান বিনে কি গুণিব গুণ জানে॥
শুনিয়া বিজয় সিংহ ভাবয়ে হৃদয়।
অভিপ্রায় বুঝি হবে রাজার তনয়॥
শরীরে লক্ষণ সব দেখি নৃপতির।
বিবেকী হইয়া বুঝি হৈঞাছে বাহির॥
তাহাতে গুণের কথা শুনিয়া উল্লাস।
সখা সম্বোধিয়া বৈসাইল নিজ পাশ॥

সুন্দর আপন গুণ করে প্রকাশিত।
শাস্ত্রের প্রস্তাবে নৃত্য সকল পণ্ডিত ॥
রসাল সঙ্গীত যন্ত্রে রাগের উদয়।
কার সাধ্য খেলায়ে করয়ে পরাজয় ॥
করি সাধ্য বস মুখে খেলায় ধীমতি।
মন্ত্রণায় রাজমন্ত্রী বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
দেখিয়া বিজয় সিংহ বলে তখন।
আজি সে সার্থক হৈল সখার মিলন ॥
প্রাণ চাহ দিব তাহা ইথে নাহি আন।'
কর যথোচিত কার্য্য থাকি মোর স্থান ॥
বন্ধু বন্ধু করি দোহে করে আলিঙ্গন।
তখন সুন্দর কহে নিজ বিবরণ ॥
বাসা করিয়াছি আসি মালিনী ভুবনে।
সাধিয়ে আপ ॥ কার্য্য থাকিয়া নির্জ্জনে ॥
নিশি যাবে সাধনে দিবসে হবে দেখা।
এখন বিদায় হই হৈস প্রিয় সখা ॥
এতেক কহিয়া তবে চলিলা সুন্দর।
উপনীত হইল আসি মালিনীর ঘর ॥
বিহরে কামিনী লঞা সকল রজনী।
প্রভাতে আপন বাসে আসি গুণমনি ॥
স্নান পূজা জলপান করিঞা ভোজন।
সমস্ত দিবস থাকে সখার সদনে ॥
নানা কাব্যরস সদা করয়ে বিহার।
এই মত প্রতিদিন করয়ে কুমার ॥
এথায় ভাবিয়া মনে আকাশ পাতাল।
সাহসে করিয়া ভর কহিছে কোটাল ॥
ধরিব রমণী-চোরা কিসের তরাস।
সুশার সুশার কথা না হয় প্রকাশ ॥
চলিল রজনী চোর সহ সৈন্যগণে।
ব্যাধের গমন যেন মৃগ অন্বেষণে ॥
চারি মাথা পথ রাজপুরীর সন্ধান।
খেলয়ে বালকগণ বিহারের স্থান ॥
নৃপতির * *
সেই স্থানে তাহারা বিহরে অবিরত ॥
সুধীর নন্দন যত আছয়ে নাগর।
থানা থানা বসি গল্প করে নিরন্তর ॥
রাবণের পুরী কেহ লেখয়ে ভূতলে।
কেহ চক্রব্যূহ করি ফিরে কৌতূহলে ॥
নানা চিত্র কাব্য রসে করে কোনজন।
হাসয়ে খেলয়ে কেহ করয়ে ভ্রমণ ॥
সেই স্থানে কোটাল হইলা উপনীত।
দ্বিজ রাধাকান্ত গায় শ্যামার সঙ্গীত ॥

চোর ধরিবার জন্য কোটালের ফাঁদ

নিশাচর তথা আঞা সেই তরুতলে।
রচিল অপূর্ব্ব খেলা করিঞা কৌশলে ॥
ভূমে অঙ্ক পাতিয়া লিখিল সরোবর।
চতুর্দ্দিগে শোভে ঘাট অতি মনোহর ॥
পশ্চিমে ভেকের থানা পূর্ব্বে ফণাধর।
দক্ষিণে আছয়ে ছাগ শার্দ্দূল উত্তর ॥
উভয়ত বিপরীত করে জলপান।
কেহ কারে পথে নাহি করয়ে পয়ান ॥
পরস্পর কার সঙ্গে নহে দরশন।
গমনে কাহার পথ না হবে লঙ্ঘন ॥
এরূপ প্রকার যার বুদ্ধির সঞ্চার।
প্রবেশে রাজার পুরী শকতি তাহার ॥
বিস্ময় গোচর চোর না করিবে চুরি।
রচিল তেমতি খেলা বুঝিতে চাতুরী ॥
কোটাল কহেন তবে সভাকার তরে।
এ খেলা খেলাত্তি দেখি কে খেলিতে পারে ॥
অপূর্ব্ব কৌশল খেলা দেখি বিপরীত।
না পারিল কোন জন মানে পরাজিত ॥
আইসে অতেক জন চতুর্দ্দিক দিঞা।
সবিস্মিত হয় সব সে খেলা দেখিঞা ॥
কত শত একত্রত মিলিয়া তথায়।
থানা থানা বসি তার ভাবয়ে উপায় ॥
বলিতে কহিতে শুনে রাজার কুমারে।
আজ্ঞা দিল ডাক দিঞা কোটালেরে ॥
ক্ষণমাত্র নিশাচর আসিয়া তথায়।
ভূমে অঙ্ক পাতি খেলা দেখান সভায় ॥
সুন্দর দেখিয়া খেলা হাসিয়া কিঞ্চিত।
আমা লাগি এ সব হইল উপস্থিত ॥
আমি ত প্রকাশ হব [নাহি] রব কাল।
এ খেলা খেলায়া দেখ কি করে কোটাল
এতেক ভাবিয়া রায় হরিব অন্তর।
ক্ষণমাত্র ভাবি খেলা খেলয়ে সুন্দর ॥
সৃজিল দুহার পথ জলের উপর।
দক্ষিণে ভেকের গতি সর্পের উত্তর ॥
উপরে করিল পথ এমতি ভাবিঞা।
ছাগলের পশ্চিম শার্দ্দূল পূর্ব্ব দিঞা ॥
ধন্য ধন্য করিয়া বাখানে সর্ব্বজন।
অনিমিখে নিশাচর করে নিরীক্ষণ ॥
অপূর্ব্ব পুরুষ যেন অশ্বিনীকুমার।
নব যুববর যোগ্য এই সে বিভার ॥

এরূপ নহিলে কেনে ভজিবে কামিনী।
নিশ্চয় রমণীচোরা এই গুণমণি॥
ভাল সখা মিলিয়াছে ঠাকুর কুমারে।
হঠাৎ দুর্ভাষা পষ্ট বলিতে না পারে॥
বাসা অন্বেষণে চরে ইসারা করিঞা।
চলিল রজনীচর বিদায় হইয়া॥
এথায় সন্ধ্যায় আইলা রায় নিজালয়।
অনুচর আসিয়া কোটালে নিবেদয়॥
বিমলা মালিনী বাড়ী রাজার উত্তর।
দেখিলাম নাগরের বাসা তার ঘর॥
ভাল ভাল বলি দীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস।
কিরূপে দারুণ চোরে করিব প্রকাশ॥
সুবুদ্ধি হইবে যেন সেই কি তস্কর।
এ কাজ যাহার তার সাহস বিস্তর॥
বুঝিতে চরিত্র তার কোটাল দুর্জন।
অকৃত্রিম প্রায় সর্প করিল সৃজন॥
রাজার ভাণ্ডার হৈতে আনে এক মণি।
ফণির মস্তক পরে থুইল আপনি॥
রাখিল বিজয়সিংহ মহল নিকটে।
হঠাৎ বিকট সর্প দেখিল শঙ্কটে॥
প্রভাতে বিজয়সিংহ বসিল সভায়।
আসিয়া নাগরবর মিলিল তথায়॥
সহচরগণ বাক্যে করয়ে রসাল।
সম্মুখে মজুরা করি কহিছে কোটাল॥
প্রাচীর বাহির এক রহিয়াছে ফণী।
দেখেতে বিষম মাথে জ্বলিতেছে ফণী॥
অদভুত শুনি সভে হইলা বাহির।
দেখিয়া সর্পের মূর্ত্তি শিহরে শরীর॥
বলিছে বিজয়সিংহ চাহি সভাকারে।
যে পারে আনিতে মণি দিলাম তাহারে॥
শুনিয়া তাহার সভাসদ যত জন।
করপুট করিয়া করয়ে নিবেদন॥
কার সাধ্য ধরে করে জ্বলন্ত পাবক।
সবারে আদেশ দেহ বটেন সাধক॥
শুনিয়া বিজয়সিংহ ক্রোধিত বদন।
বরঞ্চ কুলিশ সহ্য অসত্য বচন॥
হাসিয়া সখার প্রতি কহিছে কুমার।
কিসের শঙ্কট কেন ভাব পারাপার॥
যার মানে এ ভব-সাগর হই পার।
তাহারে অধিক সখা এ নহে দুস্তার॥
এতেক বলিয়া কালী ভাবিয়া মানসে।
কাড়িয়া ফণির মণি আনে অনায়াসে॥
অসম সাহস ধন্য বলে সর্ব্বজন।
সম্ভ্রমে বিজয়সিংহ করে আলিঙ্গন॥
বুঝিলাম তোমার অসাধ্য কিছু নয়।
এথায় রজনীচর ভাবয়ে হৃদয়॥
বিষয়ে সন্তুষে চোরে অনুমান করি।
বিজয়সিংহের সখা বলিতে না পারি॥
এখন স্বস্থানে যাহ রাধাকান্তে গায়।
পাইবে রমণী চোরা যাইবে কোথায়

বিজয় সিংহ রাজ সভায় কোটালের ফাঁদ

এইরূপে কোটাল মানসে অনুমানি।
পরমপণ্ডিতা বিদ্যা যার নন্দিনী॥
সে কভু ভুলিবে নাহি মূর্খের সহিত।
দেখিয়া আপন তুল্য করিয়া প্রীত॥
এই নবযুবরাজ অপমনোরম।
রূপগুণ সাহস দেখিতে তার সম॥
কিরূপে জানিব প্রেম রসিক কেমন।
তাহাতে অপূর্ব্ব শুন দেবের ঘটন॥
হৈয়াছে তনয় এক বিজয় সিংহের।
সে দিন সমূহ ঘটা মাল্য চন্দনের॥
রাজা সভা করিয়া বৈসাছে ভূপালন।
সূর্য্য তুল্য তেজপুঞ্জ বৈসে বুধগণ॥
বিদেশী নগরবাসী মহাজনগণ।
রাজার আদেশে আসিয়াছে সর্ব্বজন॥
আসিয়া বিজয় সিংহ বসিলা সভায়।
কর ধরি বাম পাশে আছে যুবরায়॥
কোটাল আসিয়া তথা মনের উল্লাসে।
পাগল হইয়া মাল্য চন্দনের বাসে॥
করপুটে কহে এক সন্ধ আছে মন।
প্রাণ প্রেম কে বড় কহিবে সর্ব্বজনে॥
বুধগণ বলে প্রেম কেবল ঐহিক।
নাহিক জগতে কিছু প্রাণের অধিক॥
পৃথিবীতে জিলে যদি থাকয়ে জীবন।
অবশ্য করিবে তাহা সুবুদ্ধি যে জন॥
একে একে এই বাক্য কহিল সভায়।
অপরূপ শুনিয়া হাসয়ে যুবরায়॥
মানসে রজনীচর প্রশংসা করিয়া।
ভাল না কহিল কেহ বলিল ডাকিয়া॥

কি বিচার করিয়া কহ প্রাণ বড় ধন।
কর্ম্ম বিনা জন্ম নাহি জন্মিলে মরণ॥
আজি যায় কালি যায় যাইবে পরাণ।
বড় ছোট কিবা তার করহ বাখান॥
বরঞ্চ প্রেমের লাগি যদি প্রাণ যায়।
ভুবনে ঘোষয়ে যশ সার্থক তাহায়॥
বুধগণ বলে কহ এ তিন ভুবনে।
প্রেম লাগি প্রাণ তেজিয়াছে কোন জনে॥
ঈষৎ হাঁসিয়া তবে কহে কবিমণি।
পাইবে বৃত্তান্ত দেখ ভাগবত আনি॥
অনিরুদ্ধ উষা সহ পীরিত করিয়া।
কি দশা ঘটিয়াছিল তাহার লাগিঞা॥
ঈশ্বর সহায় হেতু রহিল জীবন।
ভুবনে দুর্ল্লভ নাহি প্রেমের সদন॥
থাকুক সে প্রেম যদি মিলয়ে সুন্দরী।
তাহার লাগিয়া কেনা প্রাণ পণ করি॥
শুনিয়া সকল সভার হাস্য বদন।
নায়িকা লাগিঞা প্রাণ তেজে কোন জন॥
যুববর বলে দেখ আছে রামায়ণে।
সবংশে রাবণ মরে সীতার কারণে॥
হয় নয় দেখ তার ভারত আনিয়া।
কীচকে ে জিল প্রাণ দ্রৌপদী লাগিঞা॥
লজ্জিত হইয়া পুন বুধগণ কহে।
সুখের সম্ভোগ প্রেম দুঃখ নাহি রহে॥
হাঁসিতে হাঁসিতে পুন কহে গুণনিধি।
শশিকলা বিনা যদি থাকয়ে কৌমুদী॥
গরুড়ের বল যদি হর্য্যা লেয় কাকে।
খলের শরীরে যদি পাপ নাহি থাকে॥
পশ্চিমে উদয় যদি করে দিনমণি।
গরল বরিষে বিষ সুধা ধরে ফণী॥
আগুণ শীতল হয় চলয়ে অচল।
শিখরী শিখর যদি প্রকাশে কমল॥
এ সব সম্ভব যদি হয় কদাচিত।
সুকৃতি জনের প্রীত নহে বিচলিত॥
কার সাধ্য সুন্দরের বদনে কহে কথা।
লজ্জিত পণ্ডিতগণ করে নম্র মাথা॥
পরিতোষে পরিচয় চাহেন নরপতি।
কহিল বিজয়সিংহ মম সহবতী॥
ধন্য ধন্য করি তারে বাখানে বিস্তর।
ভাঙ্গিল সকল সভা গেল নিজ ঘর॥
মনে মনে কোটালিয়া ভাবেন তখন।
অবশ্য তস্কর এই না যায় খণ্ডন॥
নোত বিনা চোরবাদ বিষম কাহিনী।
তখনি বিজয়সিংহ লইবে পরাণী॥
এমতি ভাবিয়া স্থির করিল হিয়ায়।
আপনি দেখিব নিশি কি করে বেটায়॥
তাহে যদি কিছু পাই তখনি বুঝিব।
নহে যে কপালে থাকে প্রভাতে ধরিব॥
এমতি ভাবিতে হৈল সন্ধ্যার সময়।
বিদায় হইয়া রায় গেলা নিজালয়॥
পাছে পাছে আসি উপনীত নিশাচর।
চৌদিকে বেষ্টিত কবি বেড়িলেক ঘর॥
আছিদ্র গবাক্ষ পথ নিরখে তাহায়।
দেখএ কবাট বন্ধ বসি যুবরায়॥
ক্ষেণেক নিরখে পুন না দেখি কুমার।
হরষে হৃদয়পুর পুরিল তাহার॥
অনুচরগণে সদা করে সাবধান।
আপনি গবাক্ষ পথে রাখিলা নয়ান॥
এমতি রজনীচর রহিল এথায়।
শ্যামার সঙ্গীত দ্বিজ রাধাকান্তে গায়॥

বিদ্যাসুন্দরের বিপরীত বিহার ও কোটালের চোর ধরা

এথায় আসিয়া রায় যুবতী লইঞা।
সে দিবস বড় রস শুন মন দিঞা॥
হাঁসি হাঁসি মধুপূর্ণ অধর চুম্বিত।
বলে এক বার দেহ রতি বিপরীত॥
বিদ্যা বলে কি কহ কিছুই না জানি।
সে প্রকার কেমন নাথ কহ দেখি শুনি॥
সেরূপ প্রকার তারে কহে যুবরায়।
শুনিয়া সরোজমুখী বসনে লুকায়॥
বলে এক বারে কি খায়াছ না সর লাজ।
নারী কি করিতে পারে নাগরের কাজ॥
আই মা কিবা নাই জঞ্জাল এত আছে।
অসম সমস্যা সব শিখ কার কাছে॥
লাজেরে পড়ুক বাজ বলে যুবরাজ।
এখন যে কর লাজ এ বড় নিলাজ॥
কত না যতনে রামা সম্মত হইঞা।
সাজিলা পুরুষ সাজ বসিলা হাঁসিয়া॥
কামিনীর বসনে ভূষণে সাজে রায়।
অদ্ভুত দেখিয়া সব সখীরা পালায়॥

লাজে পরিহরি রতি আরোহে কামিনী।
কনক শিখরে জন খেলে কমলিনী ॥
অনুমানি চান্দ যেন আসিয়া ভূতলে।
পিয়ে মধুরস সার বসিয়া কমলে ॥
রতি রস বিনাসে আকুল কেশপাশ।
রাহু যেন আসি শশী করিল গরাস ॥
রহি রহি কুচযুগ দেখিছে চাহিঞা।
নাচয়ে অচল যেন অধোমুখ হৈয়া ॥
রতিবল শ্রমে মুখে বহে ঘর্ম্মধারা।
সারি সারি শোভে যেন মুকুতার হারা ॥
দৈবের করণ তাহে না যায় খণ্ডন।
স্বরূপে এ সব বাণী দেখিল সপন ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈল উষা উর্দ্ধমুখে ধায়।
হেলয়ে দুলয়ে মত্ত বারণের প্রায় ॥
লোহিত লোচন চারু অচল লোটায়।
বাসনা সন্তবে সদা করে হায় হায় ॥
আচম্বিতে দেখি রাজরাণীর পয়ান।
সুলোচনা আসি এথা করে সাবধান ॥
আস্তব্যস্তে যাব যেই লইল ভূষণ।
পলাইল প্রমদার লইয়া বসন ॥
মহিষী আসিয়া কন্যা করে নিরীক্ষণ।
সকল শরীরে দেখি রতির লক্ষণ ॥
দেখি পুরুষের বাস করেন ভচ্চনা।
সরমে সরোজমুখী মুদিতনয়না ॥
ভাবিতে আকাশ দেখে নিরখে কামিনী।
বসন লইয়া তবে চলিলেন রাণী ॥
আসিয়া রাজার কাছে দিঞা সেই বাস।
নৌতনহ গিঞা চোরে করহ তল্লাস ॥
দেখিয়া ভূপতি যেন পাবকের প্রায়।
বসন লয়া আসি বসিলা সভায় ॥
এথা বাসে আসি রায় সঙ্গে কবি কাল।
কপাট খুলিতে অটে ধরিল কোটাল ॥
হতাশে মালিনী কিছু না দেখি নয়ানে।
উঁকি ঝুকি মারে মাগী মন পলায়নে ॥
ধরিয়া কোটাল ঠাট বান্ধিল তখনি।
সর্ব্বনাশ হইয়া ছিলি হইয়া কুটিনী ॥
বিমলা বলেন বাপু নিবেদন করি।
কি বোল তোরা বুঝিতে না পারি ॥
অনাথিনী একাকিনী নাতিটি লইঞা।
কোন রূপে কাল কাটুন কাটিঞা ॥
ডাকা চুরি ছিলা বা না জানি ভাল মন্দ।
রাজার দোহাই মিছা দোষে বান্ধ ॥

কোটালিয়া বলে তোর নাতি কোথা ছিল।
রাজার কন্যার বাস সে কোথা পাইল ॥
বিমলা বলেন সত্য নিবেদন করি।
যেদিন কন্দর্প পূজা করিল সুন্দরী ॥
অপূর্ব্ব কুসুম হার দিলাম তাহারে।
তুষ্ট হৈয়া বস্ত্রখানি দিয়াছেন মোরে ॥
নাতিটি পড়িয়া তাহা আপন বসন।
দিয়াছেন কালি সব রঙ্গক ভবন ॥
হাসিয়া প্রবেশে ঘরে দারুণ কোটাল।
দেখয়ে সুড়ঙ্গ পথ ঢাকা বাঘছাল ॥
তখন বিমলা বলে আর কথা নাই।
এথায় কামিনী ভাবে কি হৈল গোসাঞি ॥
কি জানি প্রাণের নাথে কোন দশা করে।
তত্ত্ব জানিবারে পাঠাইল কমলারে ॥
কমলা দেখিয়া গিঞা ছাড়িল নিশ্বাস।
কহে কি কহিব হইয়াছে সর্ব্বনাশ ॥
রাধাকান্ত ভণয়ে এখনও হাতে আছে।
আপন কোটাল বটে যাহ তার কাছে ॥

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়

এইরূপে নিশাচর ধরিয়া তস্করে।
বাম হাতে গোপে তা দি কহিছে সুন্দরে ॥
বিজয় সিংহের সখা হৈয়া ছিলে গিয়া।
নহে কিঁ এতেক ফিরহে বাঁচিয়া ॥
এখন কেমন হবে কহরে তস্কর।
হাসিয়া নাগরবর বাখানে বিস্তর ॥
কৈরাছ যতেক কাজ আমা অন্বেষণে।
তাহাতে চাতুর বট বুঝিয়াছি মনে ॥
এথায় রূপসী আইলো মালিনীর ঘর।
দেখেন প্রাণের নাথ বান্ধা দুটি কর ॥
স্বামীর সঙ্কটে সাধ্বী রাজার নন্দিনী।
কহিছে কোটালে কত সকাতর বাণী ॥
মিনতি করেন বিদ্যা জোড় করি হাত।
দয়া করি দেহ দান দুঃখিনীর নাথ ॥
নিজ অভরণ যার অঙ্গে লাগে ভারি।
বিরাম বন্ধ তার দেখিতে না পারি ॥
চোর নহে রাজার কুমার প্রাণেশ্বর।
বারেক অভাগীপানে চাহ নিশাচর ॥
দেখ না প্রাণের নাথে ঘামিয়াছে মুখ।
না পারি দেখিতে বিদরয়ে মোর বুক ॥

যত্তপি শরণাগত শত্রুকুল হয়।
প্রণত জনায় কেবা করে অপচয়॥
শঙ্কটে শরণ নিলে শাস্ত্রের বিধান।
নিজ প্রাণ দিয়া তারে করয়ে রক্ষণ॥
আইবে পুরুষ দশ বসি সর্ব্বকাল।
হেন ধন দিব নাথে ছাড়বে কোটাল॥
করপুটে কোটাল কহেন ক্ষেম মোরে।
তস্কর দুষ্কর অকরণ কর্ম্ম করে॥
যদি ছাড়ি চোর মোর সবংশে হরে।
তবে ধন সঞ্চা কেবা খাইবে আমার॥
শুন্যাছি বেদের বাক্য ব্রাহ্মণ বদনে।
আত্মরক্ষা সতত করিবে ধন জনে॥
এমতি কতেক কহি মিনতি করিয়া।
চলিল রজনীচর চোরেরে লইঞা॥
ক্ষেণে সচকিত সতী অতি বেগে ধায়।
পথ রাখি বোলে আগে বধরে আমায়॥
নিশি না দেখিয়া যারে না পারি রহিতে
তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ রহিবে কিমতে॥
অভাগীর ভাগ্যে যদি দয়া লেন তোর।
তিলেক বিলম্ব কর নিবেদন মোর॥
নিরখি নাথের মুখ আগে তেজি প্রাণ।
শেষে যথোচিত নামে করিহ বিধান॥
কোটাল কহেন কন্যা করি পরিহরি।
বুঝ্যাছি ব্যথিত বড় বট গো আমার॥
কাল সর্প পোষ করে আহার যোগায়্যা।
যাইত গোষ্ঠীর প্রাণ যাহার লাগিঞা॥
রাখগো মিনতি সতী বৈস গিঞা পুরে।
কাল কোপে কোটাল কম্পিত কলেবর॥
হাকডাক রব সব করে সৈন্যগণ।
মার মার কাট কাট করয়ে তর্জ্জন॥
কেহ কোপ করিয়া বন্ধন ধরে টানি।
কেমন কামিনীচোরা জানিব এখনি॥
এমনি কোটাল ঠাট করিলেক গতি।
হা হা প্রাণনাথ করি কান্দে রূপবতী॥
মজিল যুবতীগণ অগাধ সাগরে।
ঘন পূর্ণা সঘনে কম্পিত কলেবরে॥
নানা উতপাত চিত্তে সতত ভাবিত।
ক্ষেণে শত বার অচকিত সচকিত॥
দেখি সশঙ্কিত সব সহচরীগণ।
কুশল সম্ভাষে তুষি নিল নিকেতন॥
গৃহ গত মাত্র বেহারের সজ্জা দেখি।
ছইল দ্বিগুণ বিরহিনী বিধুমুখী॥
পতি প্রতি মতি সতী নৃপতিদুহিতা।
কোথা প্রাণনাথ বলি হইলা মূর্চ্ছিতা॥
হাহাকার করএ সকল প্রিয়সখী।
কেহ কেহ কোলাহল করে অশ্রুমুখী॥
কোন সখী তুষিয়া কামিনী করে কোলে।
মুখ প্রক্ষালয়ে কেহ সুশীতল জলে॥
কমলা বাতাস করে বিনোদ ব্যজনে।
বলে বিশ্বনাথ বিদ্যা কর সচেতনে॥
সুলোচনা শীতল কমলদল আনি।
আচ্ছাদন করি রাখে রাজার নন্দিনী॥
বিরহ দাহনে সেই কাষ্ঠ তুল্য হয়।
দেখি সখীগণ অতি ভাবিত হৃদয়॥
এমতি প্রকারে এথা আছে নিতম্বিনী।
রাধাকান্ত কহে শুন চোরের কাহিনী॥

চোর ধরায় নাগরীর খেদ

কৃষ্ণপক্ষ চতুর্থী দিবস ভাদ্রমাস।
ধরিল বিদ্যার চোর হইল প্রকাশ॥
শুনিয়া দেখিতে সব নগর ভাঙ্গিল।
ঢেকায় ঢেকায় চোর সভাই লইল॥
পালাবে লোহার বাড়ে রাখিতে কাহায়।
সরমে না তুলে মুখ বীরসিংহ রায়॥
পুত্র ভাবে ক্রন্দন করয়ে বৃদ্ধগণ।
মজিল পরের বাছা বিদ্যার কারণ॥
কামাকুল হয়া বলে যতেক যুবতী।
এরূপ দেখিয়া যাদ কাটে নরপতি॥
বিদ্যারে করিয়া চুরি এই হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা॥
এ ছার রাজার দেশে না করিব ঘর।
ভিখারী হইয়া যাব দেশ দেশান্তর॥
রাণী আসি গবাক্ষে করয়ে নিরীক্ষণ।
দেখয়ে চোরের রূপ ভুবনমোহন॥
কেমন জাতির ধর্ম্ম কে পাইবে শেষ।
সুবেশ পুরুষ দেখি রাণীর আবেশ॥
কি কব কর্য্যাছে কন্যা হয়াছে জামাই।
ধর্য্যাছে পাপিষ্ঠ রাজা তাহে রক্ষা নাই॥
ধন্য ধন্য বিদ্যা হেন পাঞা ছিল নিধি।
অপর অভাগ্য বড় হরিলেক বিধি॥
এথায় বিজয় সিংহ আছে অভ্যন্তরে।
যুবতী আসিয়া তায় নিবেদন করে॥

ভাল সে ভগিনী চোরা সখা পায়াছিলে।
ধরিল কোটাল তারে রাখিতে নারিলে॥
ভাল মন্দ যা করুক বিধির ঘটনা।
কাজ ফুরাইলে শেষে কিসের শোচনা॥
নহে যে জনের অঙ্গ হইবে মাজ্জিত।
তোমাকে তাহার হিত সাধিতে উচিত॥
শুনিয়া কর্কশ ভাষা বিদেশী সখার।
তাহে ভগিনীর বাদ না পায় পাথার॥
মানস এমন আছে রক্ষা পায় সখা।
সরমে সভায় আসি না দিলেন দেখা॥
দুয়ারে কপাট দিঞা করিল শয়ন।
এথায় রজনীচরে তর্জ্জেন রাজন॥
পায়াছ কৌতুকে লোকে তামাসা দেখাঞ।
মালিনী হারামজাদী আগেতে শিখাও॥
প্রাণে না মরিয়া মুখে কালি চুণ দিঞা।
সহর বদল কর মাথা মুড়াইঞা॥
যে কাজ কৈর‍্যাছ বেটা দুষ্ট দাগাবাজ।
কাটহ চোরের মাথা না করিহ ব্যাজ॥
শুনিয়া সুন্দর তবে হাঁসিলা কিঞ্চিত।
রাজধর্ম্ম নহে রাজা এমন উচিত॥
পূর্ব্বেত আসিয়া তব মিলিলাম যবে।
দিয়াছিলে আশীর্ব্বাদ বিদ্যালাভ হবে॥
তব আশীর্ব্বাদে বিদ্যা মিলিল আমায়।
পুনরপি বাকদত্তা করিলে সভায়॥
আছিল ব্যবস্থা পত্র দিলেক ফেলিঞা।
সমুচিত কর রাজা বিচার করিয়া॥
কিছু যে না কহ কেনে অহে বুধগণ।
দেখি দেখি এ লিপি লিখিল কোনজন॥
দিয়াছ নন্দিনী রাজা যদি সত্য মান।
কি জানি এখন যদি জানিয়া না জান॥
না হয় তোমার কন্যা আছে তব ঘরে।
আজ্ঞা দেহ যাই চলে আপন নগরে॥
জানা গেল আসয় যে তোমার চরিত।
এমন প্রতিজ্ঞা রাজা না ছিল উচিত॥
আগের বুঝি বার ঘাটি গিয়াছে তোমার।
বুঝি কন্যা রাখিতে নারিলে নৃপরায়॥
অবিচার করিলে কি করিবারে পারি।
শুনিয়া বিস্ময় হইয়া কহে অধিকারী॥
সে ত এক তপস্বী আসিয়াছিল বটে।
তাহার সে কাজ বেটা তোরে কিসে ঘটে॥
হাসিয়া কহিছে চোর নিকটেতে আসি।
সে ধনী নন্দিনী তব আমি সে তপস্বী॥
সভাসহ লজ্জিত হইয়া নরবর।
ধন্য ধন্য মানসেতে বাখানে বিস্তর॥
বিস্ময় গোচর বড় চাতুরী করিয়া।
অসম্ভব কৈল কাজ সভারে ছলিয়া॥
দৈবে এ পুরুষ হবে রাজার নন্দন।
নহে কার সাধ্য এত করে অকরণ॥
বিষয়ানুসারে প্রাণ দিতে ইচ্ছা যায়।
কি করিব দারুণ দুর্ভাগা দেশময়॥
এমতি ভাবিত রাজা আছে অধোমুখে।
প্রণতি করিয়া চোর কহিছে সম্মুখে॥
বুঝিলাম এ দেশের আচার বিচার।
কেহ না ধরয়ে গুণ দোষ আপনার॥
আমি কি তস্কর কিবা তব কন্যা চোর।
বুঝিয়া বিহিত হিত শাস্তি কর মোর॥
কি বলে পাগল বেটা বলে নরেশ্বরে।
রাখ্যাছে বুকের পাটা মরিবার তরে॥
দুহাই দুহাই রাজা বলে যুবরায়।
প্রতিপন্ন করি অরি দিব সভামায়॥
হাসিয়া হর‍্যাছে চাহিয়া চাহিয়া মানস।
প্রেম দিয়া বল বুদ্ধি লয়াছে সাহস॥
এমতি যুবতী চোর মিছা বল পাছে।
এখন আছে এয়োত চিহ্ন তার কাছে॥
রাজা হাঞা চোর পুষ ঘরের ভিতর।
আমারে তর্জ্জন কর বলিয়া তস্কর॥
হাসয়ে তামাসগীর লজ্জিত রাজন।
নম্রমুখ করি রহে না মেলে নয়ন॥
ভাবিয়া ভূপতি তার পরিচয় চায়।
ঈষৎ হাসিয়া পুন কহে যুবরায়॥
ধর‍্যাছে কন্যার চোর আছে কিবা কথা।
এই পরিচয় ভাল তোমার জামাতা॥
হীনজাতি প্রকৃত কি কাজ পরিচয়।
তস্করে উচিত শাস্তি কর মহাশয়॥
যে দ্রব্য তোমার ঘরে করিয়াছি চুরি।
সভার সমাজ তারে আন শীঘ্র করি॥
গলায়ে বান্ধিয়া মোর ফিরাহ রাজার।
ইহা হৈতে অপমান কি আছে আমার॥
পুন পুন কুবচন লজ্জিত রাজন।
কাল ক্ষেপে কোটালেরে করয়ে তর্জ্জন॥
আগ বাড়াইয়া চোর বলে আরবার।
একান্ত বধিবে রাজা বুঝিলাম সার॥
গোটা কত নিবেদন শুন গুণমণি।
রাধাকান্ত কহে তব কন্যার কাহিনী॥

চোরের শ্লোক পাঠ

১ম শ্লোক

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি ॥

আজি বিদ্যা কনকচম্পকদামগৌরী।
ফুটিত পঙ্কজমুখী দীপ্ত করে পুরী ॥
তনুলোমরাজী বালা উঠিয়া বসিল।
মদনে বিহ্বল রামা প্রমাদ গনিল ॥
মার মার করিয়া হাকারে মহীপাল।
কুপিয়া তর্জ্জন করি ধরয়ে কোটাল ॥
চোর বলেন নরনাথে উষ্মা কর কেন।
কন্যার রহস্য কিছু মন দিয়া শুন ॥

২য় শ্লোক

অদ্যাপি তাং শশীমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি ॥

আজি বিদ্যা নবীন যৌবনী সুধামুখী।
পীন কুচ গৌর কান্তি পুন যদি দেখি ॥
মদন দহিছে তনু মারি শরানল।
যে হয় সম্প্রতি অঙ্গ করি সুশীতল ॥
রাজা বলে পুন পুন কহিবে কোটাল।
পাগল উন্মাদ বেটা পাড়ে কি পচাল ॥
চোর বলে নরপতি উষ্মা পরিহর।
বিনোদ বিদ্যার কথা অবধান কর ॥

৩য় শ্লোক

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং
পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাম্।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্রু-
মুন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টম্ ॥

আজি বিদ্যা কমলনয়নবিধুমুখী।
না সহে কুচের ভার যদি তারে দেখি ॥
বাহু প্রকাশিতে অঙ্গ করি আলিঙ্গন।
সরোজে মধুপ করে বদন চুম্বন ॥

কুপিয়া কোটাল প্রতি কহিছে ভূপাল।
বধহ হারামজাদে ঘুচুক জঞ্জাল ॥
কুপিয়া কোটাল তার টানে দড়া ধরি।
আগে আসি কহে চোর তিষ্ঠ তিষ্ঠ করি ॥

৪র্থ শ্লোক

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গীম্
আপাণ্ডুগণ্ডপতিতালককুন্তলাক্ষীম্।
প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্তরপাবয়ন্তীং
কণ্ঠাবসিক্তমৃদুবাহুলতাং স্মরামি ॥

আজি বিদ্যা নিধুবনে শ্রম কলেবর।
পাণ্ডুগণ্ডে অলক উদয় মনোহর ॥
আসক্ত আমার কন্যা দিয়া তুই কর।
প্রচ্ছন্ন কমল বিদ্যার দুই পয়োধর ॥
কুপিয়া নৃপতি ঘন ঘুরায় নয়ন।
মার মার কাট কাট করয়ে তর্জ্জন ॥
চোর বলে সাম্য হৈয়া শুন নরপতি।
অপূর্ব্ব রহস্য তব কন্যার ভারতী ॥

৫ম শ্লোক

অদ্যাপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণ্যমানাং
তির্য্যগ্‌গলত্তরলতারকমাবহন্তীম্।
শৃঙ্গারসারকমলাকররাজহংসীং
ব্রীড়াবনম্রবদনামুরসি স্মরামি ॥

আজি বিদ্যা সুরতে জাগিঞা ঘূর্ণমানা।
স্খলিত তারক বক্র চপল নয়না ॥
রতিসার সরোবরে রাজহংসী প্রায়।
লজ্জাবিনম্রমুখ স্মরিয়া হিয়ায় ॥
কুপিয়া অবনীপতি গর্জ্জে নিশাচরে।
কৃতাঞ্জলি হৈয়া চোর নিবেদন করে ॥

৬ষ্ঠ শ্লোক

অদ্যাপি তাং সুরততাণ্ডবসূত্রধারীং
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং মদবিহ্বলাঙ্গীম্।
তন্বীং বিশালজঘনাং স্তনভারনম্রাং
ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি ॥

সুরত তাণ্ডব সূত্রে ধরিল অবলা।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখী আনন্দে বিহ্বলা ॥

বিশাল জঘন কুচ ভারে ক্ষীণকায়।
ব্যালোল কুন্তল তার সঙরি তাহায়॥
রাজা বলে দুষ্ট বেটা কাটরে কোটাল।
চোর বলে আর কিছু শুন মহীপাল॥

৭ম শ্লোক

অদ্যাপি তাং মসৃণচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গীং
কস্তূরিকাপরিমলেন বিসর্পিগন্ধাম্।
অল্পেন্দুরেখপরিশীলিতভালরেখাং
মুগ্ধাক্ষিবামনয়নাং শয়নে স্মরামি॥

আজি বিদ্যা অপূর্ব্ব চন্দন লেপে গায়।
সুগন্ধি কস্তুরী বাস দশ দিকে ধায়॥
পরস্পর অধরেতে করিয়ে চুম্বন।
খঞ্জননয়নী বালা সঙরি শয়নে॥
ক্রোধিত নৃপতি অতি অরুণ নয়ন।
না ডরে বিষম চোর করে নিবেদন॥

১০ম শ্লোক

অদ্যাপি তন্মনসি সংপরিবর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা॥ *

একদিন বিচ্ছেদ হইয়াছিল তার।
তাহাতে মানিনী হৈল দুহিতা তোমার॥
এখন আমার মনে জাগে সে সকল।
হাঁচিলাম তার কাছে শুনিতে মঙ্গল॥
বিদগ্ধা কামিনী তাহে কিছু না কহিয়া।
কর্ণের কনক পত্র পড়িল তুলিয়া॥
কুপিয়া কহেন রাজা কাটরে কোটাল।
চোর বলে এক কথা শুন মহীপাল॥

৪৯ম শ্লোক

অদ্যাপ্যহং নববধূসুরতাভিযোগাং
শক্নোমি নান্যবিধিনা রচিতুং কদাচিৎ।
তদ্‌ভোগতো মরণমেব হি দুঃখশান্ত্যৈ
বিজ্ঞাপয়ামি বিনয়াৎ ত্বয়ি শক্তিহীনঃ॥

নববধূ রতি-যোগে যেমত চরিত।
মম ভিন্ন কার সাধ্য করিবে রচিত॥
শুনরে সকল ভাই করি নিবেদন।
তত কাল কাটিয়া দুঃখ কর বিমোচন॥
চোর বাক্যে হাসিয়া কহিছে নৃপবর।
এমতি জামাতা মোর দেখ সর্ব্ব নর॥
পাইয়া বাক্যের ছল কহিছে সুন্দর।
শুনরে সকল ভাই শুন নরেশ্বর॥

৫০ম শ্লোক

অদ্যাপি নোজ্‌ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নিং
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

অদ্যাপি শঙ্কর কণ্ঠে ধরে কালকূটে।
অদ্যাপি ধরণী দেখ কূর্ম্ম ধরে পিঠে॥
দুর্ব্বহ বাড়বানল বহে অন্তঃপতি।
অঙ্গীকার কেহ নহে লঙ্ঘয়ে সুকৃতি॥
অতএব নিবেদন করি নৃপরায়।
জামাতা বলিয়া দুঃখ দিতে না যুয়ায়॥
শুনিয়া চোরের কথা ভাবেন রাজন।
করপুটে মন্ত্রিগণ করে নিবেদন॥
করিয়া দুষ্কৃত এত না ডরে হৃদয়।
অনুমানে বুঝি কোন রাজার তনয়॥
অপূর্ব্ব পুরুষ দেখি পরমপণ্ডিত।
কোপ দূর কর রাজা বুঝ হিতাহিত॥
সত্য সত্য মানসে ভাবিয়া ভূপাল।
গোপনে কোটাল প্রতি কহিছে তখন॥
না মার মশানে চোরে দেখাইয় ভয়।
আনিয় আমার কাছে দিলে পরিচয়॥
এমতি কটাক্ষ করি কোটালের প্রতি।
ব্যাপক পাবক প্রায় কোপে নরপতি॥
কোটালে তর্জ্জন করে অরুণ নয়নে।
বধহ পাপিষ্ঠ বেটা লইয়া মশানে॥
রাজার আরতি পায়া ক্রোধিত হইঞা।
চলিল রজনীচর চোরেরে লইঞা॥
কেহ খর্গ হাকে কোপে বড়সা ফিরায়।
কেহ বলে মার বেটা শানিত লেজায়॥

* এই শ্লোকটির সহিত চৌরপঞ্চাশতের কাশ্মীরী সংস্করণের মিল আছে,—শ্লোক নং ৩৬ দেখুন।

(সঃ প্র, পাল)

এইরূপে উপনীত মশান সদন।
ঘেরিয়া কোটাল ঠাট করয়ে তর্জ্জন ॥
শঙ্কটে সুন্দর আর না দেখি উপায়।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব রাধাকান্ত গায় ॥

চৌতিশায় কালীর স্তব

কালী কমলিনী কালী কণ্ঠ সুনাশিনী।
কাতরে করহ কৃপা কৈলাসবাসিনী।
খড়্গিনী খেচরী ক্ষেমা খল বিদারিণী।
খলে খণ্ডদুখ খরখর্পরধারিণী ॥
গজরিপু গজ্জিয়া গ্রীবা গভীরনাদিনী।
গৃহগঞ্জি গরাসহ গিরিশগৃহিণী ॥
ঘোরতর রূপে স্তব ঘটারি ঘণ্টিনী।
ঘৃণা তেজি ঘনাইয়া ঘটাহ ঘণ্টিনী ॥
চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চরাচর বিহারিণী।
চিন্তিতে চকিতে চাহ চেতনকারিণী।
ছাতে ভব ছটা রবিছবি আচ্ছাদিনী।
ছাওয়ালে ছাড়হ ছল ছদ্মবিধায়িনী ॥
জলদ জিনিয়া যে জাতি জগতজননী।
জারহ জঞ্জাল জ্বালা জমনকারিণী ॥
ঝাকে ঝাকে আসি দৈত্য ঝাকেতে ঝম্পিনী।
ঝটাতে ঝকরা ঝরে ঝোর ঝঙ্কারিণী ॥
টল টল টাঙ্গি দৈত্য টালিলি টঙ্কানী।
টুটিলাম ঠাটা কারে টালো টঙ্কারিণী ॥
ঠমকিনি ঠায় ঠক ঠাট সংহারিণী।
ঠেকিলাম ঠকঠকে রাখ ঠাকুরাণী ॥
ডাকিনী ডম্বর ডম্ফ ডিণ্ডিমবাদিনী।
ডরে ডাকে ডিম্বভর তুহ গো তারিণী ॥
ঢল ঢল মধুমত্তে ঢুলিতনয়নী।
ঢাক ঢোলো ঢক্করব ঢাক ঠাকুরাণী ॥
ত্রিমাত্রী ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিতাপতারিণী।
তাপিত নয়ন তার ত্রিলোকতারিণী ॥
থলশূন্য স্থিরাস্থির চকিতলোচনী।
স্থান দিয়া স্থির করি থাপ নারায়ণী ॥
দুষ্ট দৈত্য দর্প দূর দানবদলনী।
দাসে দয়া কর দুর্গা দুঃখবিদারিণী ॥
ধনদা ধূর্জটী ধাত্রী ধরণীধারিণী।
ধজে ধরি বধে সুতে ধাদে উধাম্বিনী ॥
নমো নমো নিত্য নগেন্দ্রনন্দিনী।
না সহে নীচের টান নাশ নারায়ণী ॥
প্রণব প্রভৃতি পাদপদ্মে প্রসবিনী।
প্রণহ প্রণত পাহি পতিতপাবনী ॥
ফলাফল প্রদাফণিমণিবিভূষণী।
ফুকরি ফুকরি ফিরি ফের ফুনিন্দিনী ॥
বসুধা বাস নিবাসী বারণগামিনী।
বারেক বালকে উর বিবাদবাদিনী ॥
ভ্রামরী ভৈরবী ভীমা ভবের ভাবিনী।
ভয় বিভঞ্জনী ভয় অভয়দায়িনী ॥
মহেশমর্দ্দিনী মহামায়া বিমানিনী।
মানব রক্ষা কর মম মহেশমোহিনী ॥
জটিনিজস্বিনী যম জাতন জাতিনী।
যশ দেহ যশোদানন্দিনী যশস্বিনী ॥
রুক্মিণী কবিরপ্রিয়া রথিনী রূপিণী।
রুধিল রজনীচর রাখ ঠাকুরাণী ॥
লম্বিত রসনা লোলা অতি সুললিনী।
লীলায় লজ্য কালে লজ্জানিবারিণী ॥
বিশ্বময়ী বেদাকারী বিধুর নন্দিনী।
বল বুদ্ধি দান কর বন্ধবিমোচনী ॥
শঙ্করী শ্যামলা শ্যামা শোকের শাসিনী।
শাসে নিশাপতি শাস্তি করগো শূলিনী ॥
ষড়গুণা ষোড়শী ষড়ঙ্গারূপিণী।
ষড়ানন প্রায় রক্ষা ষড়দরশিনী ॥
শমন সদৃশ সৃষ্টি সংহার জননী।
সাবিত্রী সারদা সুভাবিনী সনাতনী ॥
হরবিমোহিনী হরিহৃদয়বাসিনী।
হরষ করহ হীনে হেরিয়া হাকিনী ॥
ক্ষুদ্র ক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাচারে ফেলিয়া জননী।
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমে রক্ষ হৈয়া সুপক্ষিণী ॥
ভকতবৎসল শ্যামা সেবক শরণ্যে।
সাঙ্গিল করুণাময়ী রাধাকান্ত ভণে ॥

সুন্দরের স্তুতিতে দেবীর রণসজ্জা

সুন্দরের স্তুতি পর ক্রোধপূর্ণ কলেবর
জননী সাজেন মহীসাজ।
পড়িয়া যুগল পদে তিমির মিহির চান্দে
অবিবাদে সাধে নিজ কাজ ॥
রাগ রাগিণীর মেলে তাল মান নানা তালে
মঞ্জুল মঞ্জীর করে গান।
সদা উনমাদ মন লুবধ ভ্রমরগণ
নিজ সুখে করে সুধাপান ॥

সুচারু কটীর পর ক্ষুদ্র ঘণ্টা নবকর
মনোহর মুখর কিঙ্কিণী।
উরে হরি সুললিনী মনে হেন অনুমানি
অবনীগামী সুরধনী ॥
গলে নব মৌলিমাল অসুরকুলের কাল
করবার খর্পরধারিণী।
সরসিজ পদতলে সাজে দেবী কুতূহলে
ধরে বেশ অভয়দায়িনী ॥
ভূষিত শোণিত ধারা করালবদনা ঘোরা
লহ লহ রসনা লোলনী।
যেন পদ্ম রাগ নিভা অরুণ-কিরণ কিবা
জলদে লসপে সৌদামিনী ॥
রবিশশীহুতাশন সুশোভিত ত্রিলোচন
শবশিশুশ্রবণশোভিনী।
সদা উনমত্ত বেশা দিগম্বরি মুক্তকেশা
কালী রূপ ভুবনমোহিনী ॥
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে অমর কিন্নর নরে
অকালে প্রলয় হেন মানি।
মুনি ধ্যান ছাড়ে ডরে বিধি নিজ বেদ হরে
প্রাণ আশা তেজিল মেদিনী ॥
অভীরু ভৈরবগণ জবা জিনি সুলোচন
নাচে গায় ভৈরব যোগিনী।
ডাকয়ে ডাকিনীগণ মুখে জ্বলে হুতাশন
পালে পালে পাগলা প্রেতিনী ॥
কাহার মস্তকহীন কার মুণ্ড দুই তিন
কেতকী জিনিয়া সুদশন।
গিরিবর সমকায় উদর সাগর প্রায়
কালান্তের যম দরশন ॥
দেখিতে বিকট গুলা অঙ্গে মাখে রাঙ্গাধূলা
আধ বিন্দু রক্ত চন্দনের।
গলায় জবার হার ত্রিভুবনে চমৎকার
কড়মড়ি শুনিয়া দন্তের ॥
কোপে কাঁপি ওষ্ঠ চাপে হাকডাক বীরদাপে
লাফে ঝাপে সুখে করে খেলা।
দানা সঙ্গে কুতূহলি সরমে সাজিলা কালী
দয়াময়ী সেবকবৎসলা ॥
দেখিয়া প্রলয় অতি সহচরী করে স্তুতি
কহে সাম্য হও গো জননী।
দ্বিজ রাধাকান্ত ভণে অল্পমতি নরজনে
কি নিমিত্তে এতেক সাজনী ॥

দেবী কালিকার নিকট সুন্দরের কৃপা ভিক্ষা

সহচরী বলে মাতা নর অল্প বোধ।
কোন ছার নরপতি তারে এত ক্রোধ ॥
কিঞ্চিত কটাক্ষ করি ঈষৎ লীলায়।
রাখ গিয়া নিজ দাস ছলিয়া মায়ায় ॥
এতেক শুনিয়া সাম্য হইলা ঈশ্বরী।
সঙ্গে অষ্ট নায়িকা যুগল সহচরী ॥
সাধিতে সেবক হিত আসিয়া মশানে।
অভয়া বালক মুক্ত করিলা বন্ধনে ॥
কোটাল নিরখে যেন যুগান্তের কাল।
ভয় পায়্যা যায় ধায়্যা যথায় ভূপাল ॥
কহিতে না পারে কথা কাঁপে থরথর।
চকিয়া পলকে শিহরে কলেবর ॥
দেবীর প্রভাবে তার ঘুচিল বিষাদ।
কত কষ্টে কহে নৃপে পড়িল প্রমাদ ॥
তস্করে তর্জ্জন করি ওহে মহিভূপ।
আচম্বিতে কোথা হৈতে আ[ই]লো কালরূপ।
বন্ধন করিয়া মুক্ত লইল তস্কর।
নিবেদন হিতাহিত বুঝ নরেশ্বর ॥
শুনিতে শুনিতে নৃপ ক্রোধিত বদন।
পবন সহায় যেন জ্বলে হুতাশন ॥
দেবতুল্য মানব দানব যদি হয়।
প্রতিজ্ঞা করিল তার করিব সংশয় ॥
সাজ সাজ বলে ঘন ঘূর্ণিত নয়ন।
নৃপতির আরতি সাজিল সৈন্যগণ ॥
অভিনব যম যেন চলিল সমর।
কৌতুকে দেখিতে সব ভাঙ্গিলা নগর ॥
চকিতে মশানে উপনীত নরমণি।
দেখিয়া রাজার সাজ হাসিলা ভবানী ॥
কালীর মায়ায়ে রাজা হইলা মোহন।
ভগবতী বিদ্যারূপে করে নিরীক্ষণ ॥
দেখিয়া ক্ষোভিত চিত সুন্দরের মন।
করপুট করি মায়ে করয়ে স্তবন ॥
বিনা অপরাধে রাজা বধয়ে জীবন।
দয়াময়ি কর দয়া অকিঞ্চন জনে ॥
আপনি কহিলে সখা আছ গো আমার।
বিষম দুর্গা যে ত্রাণ কর এইবার ॥
তব ভিন্ন কার নাহি জীবন মরণে।
কৃপায় কাতর জন গণ নিজগুণে ॥
তুমি বিদ্যা গুণময়ী সংসারের সার।
যে কিছু আমার বল ভরসা তোমার ॥

এত কঠিনতা কেন রাজপুত্রী হৈয়া।
রাখহ শরণাগতে রাজারে তুষিয়া॥
প্রণত জনের আশা যদি না পুরাবে।
কৃপণতা বলি তিন ভুবনে ঘোষিবে॥
মনোভবতাপনিবারিণি নিজগুণে।
করুণা করহ করি বদন চুম্বনে॥
এ তিন জগতে তুমি রমণী রমণী।
আসি তোষ তোষিণী ভুবনবিমোহিনী॥
করয়ে মায়ের স্তব কুমার সুন্দর।
বিদ্যাপক্ষ অর্থ করি কোপে নরবর॥
সরোজে জননী হাস্য বদনমণ্ডল।
স্থির সৌদামিনী পুঞ্জ করিল উজ্জ্বল॥
আশ্বাসে তোষেন মাতা সুন্দরের চিত।
দ্বিজ রাধাকান্তে গায় শ্যামার সংগীত॥

কন্যাকে বধ করিতে রাজার উদ্যোগ

শুনি সকাতর বাণী করুণ অন্তরে।
হাসিয়া করুণাময়ী কহেন সুন্দরে॥
মম বাক্য মিথ্যা নহে জানিহ নিশ্চিত।
অকারণে কেনে এত হৈয়াছ ভাবিত॥
সুমতি কুমতি কিবা এ তিন ভুবনে।
আমাতে শরণাগত হয় যেই জনে॥
বিবাদে বিষাদে জন্মে অচলে অনলে।
নাহি সে তাহার ভয় আকাশ ভূতলে॥
অন্যে কি কহিব স্তব করয়ে শমনে।
আমি তার বলবুদ্ধি জীবনে মরণে॥
প্রাণের সাদৃশ তুমি রাজার তনয়।
খণ্ডিব আপদ কিছু না করিহ ভয়॥
এত কি অবনীনাথ হইবে দুর্ম্মতি।
আপনি করিবে নষ্ট দুহিতার পতি॥
এতেক শুনিয়া কোপে জ্বলে নরমণি।
হয়া কেন না মরিলি কুলকলঙ্কিনী।
গোরসে গোমূত্র দিলি রাকানাথে কালি।
চতুথার চান্দ সিংহে উদয় হইলি॥
মশানে কোটাল করে দুষ্টের দমন।
আপনি আইসাছ পুন লৈয়া সখীগণ॥
নাহি ত্রপাত্রাণলেস তাতের সাক্ষাতে।
কাটিতে কন্যারে রাজা খর্গ নিল হাতে॥
স্তম্ভিত হইয়া মহামায়ার মায়ায়।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহে নৃপরায়॥

হাসিয়া রাজারে পুন কহেন অভয়া।
যদ্যপি অবুঝ হয় তনয় তনয়া॥
পিতা মাতা তাহে কি প্রাণের বৈরী হয়।
জগতে ঘুষিবে রাজা কঠিন হৃদয়॥
বিধির করণ মিথ্যা নহে কোন কালে।
যা বাকী যে ছিল হৈল বিদ্যার কপালে॥
রাজা বলে বার বার কি বলে নাগিনি।
বরিষে পীযূষ কাদা বিষ কাদম্বিনী॥
মার মার সঘনে হাকারে ভূপালন।
নৃপতির আরতি সাজিল সৈন্যগণ॥
দেখিয়া জগৎমাতা হাসিলা কিঞ্চিত।
মায়া মোহকূপে সব হইলা মোহিত॥
কন্যা ভাবে তর্জ্জন করয়ে মহীভূপ।
যোদ্ধাপতিগণ সব দেখে কালরূপ॥
কবিশিরোমণি বুধ দেখয়ে ধীমতি।
কামরূপ ভাবি কান্দে যতেক যুবতী॥
দেখয়ে নাগরগণ অপূর্ব্ব সুন্দরী।
যতী ব্রহ্মচারীগণ নিরখে ঈশ্বরী॥
কেহ দেখে হরি হর কেহ বা বিধাতা।
কেহ দেখে আপন কুলের দেবতা॥
কেহ বা পুরুষ কেহ নিরখে রমণী।
কেহ রসনিধি কেহ দেখে তপস্বিনী॥
কেহ দেখে নিরাকার ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়।
কেহ কেহ যোগের যোগিনী নিরখয়॥
কত নাম লব যত আছে ত্রিভুবনে।
সেইরূপ দেখে যেবা যাহা ভাবে মনে॥
কুপিয়া নৃপতি তথা করিছে তর্জ্জন।
ভূপতিরে ভর্ৎসনা করয়ে সভাগণ॥
বুঝিলাম রাজলক্ষ্মী হৈয়াছে বঞ্চিত।
সমর করিতে চাহ যমের সহিত॥
কেহ বলে কি বলে পাগল নরপতি।
দেবতা সহিতে বল করয়ে দুর্ম্মতি॥
এই মত কত শত শুনিয়া রাজন।
ভাবিতে আকাশ দেখে না জানি কারণ॥
বিদ্যা বাস মনে কেন দেব অবতার।
পুলকে পূরিল তনু শিহরে রাজার॥
সুন্দর প্রণতি করি কহে গো জননি।
মায়া দূর করহ জানুক নরমণি॥
হাসিয়া অভয়া তারে মায়া পরিহরি।
সাক্ষাত করয়ে রাজা পরম ঈশ্বরী॥
আপনারে ধন্য মানি ধন্য বিদ্যাবতী।
রাধাকান্ত কহে স্তব করয়ে প্রণতি॥

দেবী কালিকার মূর্ত্তি দর্শনে বীরসিংহের ভীতি ও স্তব

সম্মুখে দেখিয়া কালী নরপতি কৃতাঞ্জলি
পরিহার করয়ে চরণে।
ক্ষেমিয়া দাসের দোষ দেহ দেবি পরিতোষ
কেন রোষ অকিঞ্চন জনে॥
বিধি আদি হরি হর অমর কিন্নর নর
তোমার মায়া এ নহে স্থির।
আমি দীন হীন অতি কি জানি ভকতি স্তুতি
মূঢ়মতি মানব শরীর॥
দেব নিরূপিত নহ চিহ্নিতে না পারে কেহ
অনন্ত মূরতি অভাবিনী।
হলাহলে হৈয়া মত্ত জানিয়া কিঞ্চিৎ তত্ত্ব
শবরূপে সেবে শূলপানি।
জগৎজননী তুমি জগৎ বহিনি আমি
ভরসা আছয়ে বড় ওই।
ঘৃণা করি পরিহর যদি না তাপিতে তার
কেহ না বলিবে দয়াময়ী॥
রাজার স্তবন শুনি সকরুণ সনাতনী
হাসি হাসি কহেন কারণ।
আমার সেবক বিনে বিদ্যার প্রতিজ্ঞা জিনে
কার সাধ্য অসাধ্য সাধন॥
বসিত রত্নাবতী গুণসিন্ধু নরপতি
তার সুত সুকবি সুন্দর।
তব কন্যা বিদ্যাবতী যারে অভিলাষী পতি
নিত্য নিত্য সেবে সে শঙ্কর॥
বিবাদ তাহার সনে ধন্যা না মানহ মনে
তব ভাগ্য ঘটিল আপনি।
শুনি পুন নরপতি করপুটে করে স্তুতি
কেমনে এমন তত্ত্ব জানি॥
ধন্য সে নন্দিনী মোর ভজিল এমন চোর
তব দাস ভূপতিনন্দন।
ধিয়ানে না পায় তব বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত তব
দেখিলাম অভয়া চরণ॥
রাজার স্তবন শুনি হাস্যযুক্ত নারায়ণী
কুমারে সঁপিয়া তার করে।
অন্তর্ধ্যান হৈল মাতা জামাতা লইয়া তথা
নরপতি আইল নিজ ঘরে॥
সবে করে এক ধন্যা সার্থক রাজার কন্যা
অসম্ভব দেখি অপরূপ।
কালীর কমল পায় সুধার সৌরভ তায়
রাধাকান্ত লুব্ধ মধুপ॥

সুন্দরের মুক্তিতে রাজ্যময় আনন্দ

জামাতা লইয়া ঘরে আইলা ভূপালন।
কুতূহলে সকল পুরিল পুরজন॥
আসিয়া সবার মাঝে বসি একাসনে।
ভূপতি ভাষেন তারে মধুর বচনে॥
কেন না মিলিলি আগে রাজার তনয়।
এত অনুচিত হিত উচিত না হয়॥
বিষম দুর্ভাষা সব ঘোষয়ে ভুবনে।
রাখিলে বাপের ধারা বুঝিলাম মনে॥
যুববর কহে পূর্ব্বে কহিয়াছি সব।
আজ্ঞা দিয়া কটু বল শুনি অসম্ভব॥
হৈয়াছে যে কিছু করিলেন ত্রিলোচনা।
কাজ ফুরাইল শেষে কিসের শোচনা॥
এমতি কৌতুকে রসে আছয়ে সভায়।
এথায় বিজয়সিংহ আইল তথায়॥
হরিষে পুরিল দেখি সবার বদন।
আলিঙ্গন করিয়া বসিলা দুইজন॥
হাস্য পরিহাসে রস করে কত ছলা।
এথায় বিদ্যারে আসি কহে কমলা॥
না কান্দ না কান্দ আর রাজার কুমারি।
ধন্য এত কালে যে সে নিলে ত্রিপুরারি॥
এড়ায়া শঙ্কট সব আইল সুন্দর।
এখনি পাইব তব প্রাণের ঈশ্বর॥
কুশল সম্ভাষে বিদ্যা বারিপূর্ণ আঁখী।
কহ কথা প্রাণনাথ কহ প্রাণসখি॥
আমার সবধি যদি কহ মিথ্যা কথা।
আর কি এমন দিন করিবে বিধাতা॥
সত্য সত্য করি সখী কহে বিস্তারিত।
শুনিয়া সরোজমুখী আনন্দে পূর্ণিত॥
মরুভূমি মাঝে যেন হৈল সুধানিধি।
কিবা শব দেহে পুন প্রাণ দিল বিধি॥
এমতি রাজার সুতা আনন্দে অপার।
কমলারে প্রসাদ করিলা চন্দ্রহার॥
পঞ্চমুখ করি গুণ গাইছে নাগর।
মন্ত্রিগণ লৈঞা এথা ভাবে নরেশ্বর॥

বিজাতি কুখ্যাতি অতি লজ্জা রাশি মনে।
দেশে দেশে সমাচার দিল রাজাগণে॥
রত্নাবতী পুরে গুণসিন্ধু মহাশয়।
তার পুত্র সুকবি সুন্দর গুণালয়॥
অনায়াসে হেন নিধি দিলেন বিধাতা।
সেই জন মম ভাগ্যে হইল জামাতা॥
ধন্য ধন্য করি সভে বাখানে বিস্তর।
আনন্দে বিহারে এথা কুমার সুন্দর॥
একদিন আছে রায় বসিয়া সভায়।
কায়বার পড়ি ভাটে সমুখে দাঁড়ায়॥
দেখিয়া ভাটের তবে জিজ্ঞাসে কুমার।
কহ রে কুশল কথা শুনিব রাজার॥
ভাট বলে তুমা বিনে জীবনে মরণ।
হা হা পুত্র বলি সদা করয়ে ক্রন্দন॥
দিবস রজনী তুল্য সকল নগর।
অধিক কি কব ইথে বুঝহ অন্তর॥
শুনিতে শুনিতে আঁখি করে ছল ছল।
সঙরি দ্বিগুণ দুঃখ জলিছে অনল॥
বিষাদ হইয়া গেল নিজ অন্তঃপুরী।
দেখিয়া বিস্ময় হইয়া কহিছে সুন্দরী॥
হরিষে বিষাদ কেন দেখি হাস্যহীন।
এ কি পরমাদ চাঁদবদন মলিন॥
যুববর বলে মন্দ নাহি বলে কেহ।
সঙরিতে জনক জননী দেহ দহ॥
অবশ্য যাইব দেশ নিশ্চয় জানিয়া।
যাবে কিনা যাবে প্রিয়া যুক্তি কর গিয়া॥
পুনরপি কামিনী করিছে কাকুর্বাদ।
দূর কর কমলের দারুণ অবসাদ॥
পতিগত যুবতীর বিধির ঘটন।
জীবন মরণ দুহে একই তুলন॥
স্ত্রীপুরুষে কোন কালে কেবা কারে ছাড়ে
মায়া মোহে জনক জননী মনে পড়ে॥
একান্ত যাইবে যদি জনমের মত।
পুরাইয়া অবসাদ রহ দিন কত॥
অর্দ্ধরাজ্য দিয়াইব বলিয়া রাজনে।
আনন্দে বিহার কর বসি সিংহাসনে॥
গুণের সাগর তুমি নহে কাপুরুষ।
আনাব তোমার পুরী পাঠায়া মানুষ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহে যুবরায়।
অবশ্য যাইব বল গিয়া বাপমায়॥
শুনিয়া আকাশ ভাঙ্গি পড়িল মাথায়।
বার মাসের সুখদুঃখ রাধাকান্ত গায়॥

বিদ্যার বারমাসী

বৈশাখ মাসের রবি সহজে আনল।
প্রমদা পতির মন করয়ে শীতল॥
অলিকুল আকুল করয়ে কলেবরে।
রসিকা রসিক চিত্ত হরে মনোভরে॥
আমি কি বুঝাব নাথ হইঞা অবলা।
ভুবনে দুর্ল্লভ সুখ মদনের খেলা॥
কুমকুম কস্তুরি ফুল সুগন্ধি চন্দনে।
অলষত্র করি বিনা বসিব দুইজনে॥ ১
ততোধিক জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড কিরণ।
পতিহীন প্রমদার জীবনে মরণ॥
রসিক চাতুর সদা হাস্য পরিহাসে।
কর্পূর তাম্বুল ভোগে থাকে রতিরসে॥ ২
আষাঢ় মাসের ঘন খেলয়ে বিজুরী।
না রাখে মদন মান ভাঙ্গএ চাতুরী॥
কদম্ব কুসুম কেলি করে পঞ্চবাণ।
যুবক যুবতী হীন করয়ে বিয়ান॥
দিবা অবসানে কত পড়য়ে বঞ্চনা।
রসিক তরুণী পাশে পাশারে আপনা॥
যুবতীর মিনতি বিষাদ তেজ মনে।
ভুঞ্জিবে স্বর্গের ভোগ থাক এইখানে॥ ৩
শ্রাবণ মাসের ঘোর ঘন গরজন।
চপলা খেলায় নিত্য করে সখীগণ॥
নিশি দিশি ভেদ নহে বহে জলধারা।
যুবতীবিহনে যুবা জীবনেতে মরা॥
রসিক প্রেয়সী যার বিনয়কারিণী।
দিবস রজনী তুল্য স্বর্গ সে অবনী॥
পালঙ্ক উপরে সুখে মশরি শয়নে।
নানা রঙ্গে একত্রে বঞ্চিব দুইজনে॥
জানিয়া এ সব কেনে করিছো বিষাদ।
আমি অভাগিনী কৈরাছি অপরাধ॥ ৪
ভাদ্র মাসে ঘোর ঘন বেড়ায় ডাকিয়া।
বরিশন বিহনে চাতক রহে চায়া॥
দিবসে দিবসে শশী হয় নিরমল।
বিহরে রূপসী লৈঞা রূপস সকল॥
নিবিড় নীরদনাদে বিদরে হৃদয়।
ত্রিবিধ পুরুষ কেহু নারী ভিন্ন নয়॥
রাজপুত্রী হৈয়া নাথ করি নিবেদন।
করিব দাসীর কাজ স্থির কর মন॥ ৫
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজন।
নানা রাগ রঙ্গে সদা যুবতী বাখানে॥

আমি কি বুঝাই নাথ নহে অগিয়ান।
কেমনে কামিনী তেজি করিবে পয়ান ॥ ৬
কার্ত্তিকে সুখদ হিম মদনের তাপ।
যুবতী পাইয়া যুবা পাশরে মা বাপ ॥
অভাগিনী জনার পুরুষ পরবাস।
পুণ্যবতী পতিসহ করয়ে বিলাপ ॥ ৭
মার্গশীর্ষ মাসে বায়ু সহজে শীতল।
সুখদ রবির তাপ অতি নিরমল ॥
প্রলয় নিথাকে যার আপনি রসিক।
সার্থক পুরুষ তার কে আছে অধিক ॥ ৮
পৌষ মাসে হয় পঞ্চ প্রহর রজনী।
বিরহ অনলে পড়ি জ্বলে বিরহিণী ॥
অপূর্ব্ব শয্যায় অট্টালিকার উপরে।
দুই জনে বঞ্চিব সুখে কেনে যাবে ঘরে ॥ ৯
মাঘ মাসে মলয় মারুত দুরবার।
মানিনী জনার মান করে ছারখার ॥
মুকুলের কুল আদি কুসুম কেতক।
হরিষ যুবকজন রসিক যতেক ॥ ১০
আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত উদয়।
নবীন পল্লব সব বিকশিত হয় ॥
ভ্রমরা চাড়ো দিয়া দিয়া ফিরয়ে জগতে।
আইল বসন্তরাজ সখা আছে শাখে ॥
বিরহিনী শুনি প্রাণি তেজয়ে অমনি।
থাকএ পতির কাছে পুণ্যবতী ধনী ॥ ১১
দিবসে দিবসে সুখ বাড়ে মধুমাসে।
বিফল জন্ম তার পতি পরবাসে ॥
সার্থক যৌবন জন্ম সেই পুণ্যবান।
বার মাসে প্রিয়ে মুখ করে মধুপান ॥
আমি কি বুঝাব নাথ কৈরাছ আপনি।
তবে কেন বুঝিয়া না বুঝ গুণমণি ॥
যত কিছু কহ প্রিয়া না লইল মনে।
অবশ্য যাইব বাড়ী রাধাকান্ত ভণে ॥

বিদ্যাসুন্দরের বিদায় গ্রহণ

একান্ত জানিল না রহিল কদাচন।
কান্দিয়া ব্যাকুল বিদ্যা করিলা গমন ॥
দেখিয়া মহিষী কহে বিস্ময় হইয়া।
কেবা মন্দ বলে বাছা কান্দ কি লাগিয়া ॥
জামাতা যাইবে দেশে শুনি রাজরাণী।
বিচ্ছেদ নয়নে ধারা বিষণ্ণবদনী ॥
সারা ঘরে প্রাণতুল্য তুমি সে নন্দিনী।
কেমনে দারুণ তাপ সহিবে জননী ॥
কেবা লই যাবে আমার প্রাণধন।
কন্যা কোলে করি রাণী চুম্বয়ে বদন ॥
মায়ে ঝিয়ে গলাগলি কান্দে উতরায়।
এথায় রাজার সুত আইল সভায় ॥
প্রণমি শ্বশুর পদে কহে যুবরায়।
নফর বলিয়া মনে জানিহ আমায় ॥
যাইব আপন রাজ্যে রজনী বিহানে।
তল্লাস করিহ সদা যদি থাকে মনে ॥
শুনিয়া দারুণ কথা ভাবয়ে রাজন।
ক্ষণে বিষাদিত হৈয়া স্থির করে মন ॥
বলে মায়ামোহকূপ এমতি সংসার।
আমি কিবা কব যাহা উচিত তোমার ॥
প্রাণোপমা বিদ্যা কন্যা দিলাম তোমায়
আমার শবধি যেন দুঃখ নাহি পায় ॥
এইরূপে সেই নিশি হইল প্রভাত।
জামাতারে বিদায় করেন নরনাথ ॥
মণিমুক্তা স্বর্ণ কত দিল মহীভূপে।
ঘোড়া জোড়া বসন ভূষণ অপরূপে ॥
কাল শরহরিণি বারণ দিন কত।
দাসদাসী পদাতি কটক কতশত ॥
জামাতারে করে ধরি বলে নরবর।
না জানিয়া মন্দ বাক্য বল্যাছি বিস্তর ॥
মনে না কল্পিহ কিছু শশুর তোর।
বৈবাহিকে কহিয় আমার নমস্কার ॥
যুববর বলে কোন করহ অনীত।
দাসেরে এমন কথা না হয় উচিত ॥
পিতামাতা শ্বশুর শাশুড়ী ভিন্ন নয়।
তনয়ের স্নেহ মোরে করিহ হৃদয় ॥
এথায়ে বিদ্যার বেশ বিনাইয়া বাণী।
নীত শিখাইতে তারে চক্ষে পড়ে পানি ॥
সাবিত্রী সদৃশ ভব চিরজীবি প্রাণী।
পুত্রবতী হয় গো স্বামীর সোহাগিনী ॥
প্রাণপণে শ্বশুরের সেবাটী করিয়।
সাবধানে শাশুড়ীর সন্তুষ্ট রাখিয় ॥
এমতি ভাবিহ অন্নদাতা গর্ভধারী।
লজ্জাশীলা হয় গো পতির আজ্ঞাকারী ॥
সভার সহিতে করে প্রিয় সুবচন।
ধর্ম্মে মতি থাকে যেন পুণ্যের কারণ ॥
পিতামাতা পদ বিদ্যা বন্দি একযোগে।
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে ভূপতির আগে ॥

কতকাল পালন করিল নরপতি।
আজি যেন মরিল তোমার বিদ্যাবতী॥
রাজা কহে হেন কথা কহ কি লাগিয়া।
মাসে মাসে তল্লাস করিব লোক দিয়া॥
শুভক্ষণ দেখিয়া মঙ্গল কোলাহলে।
বিদায় হইয়া বিদ্যা চড়ে চতুর্দ্দোলে॥
কবিবর পর যুববর আরোহণ।
জয় জয় রবে সভে করিয়া গমন॥
নানা দেশ পশ্চাত করিয়া যুববর।
এক মাসে উত্তরিল বির্দ্দভ নগর॥
আসিবার কালে যাহা কৈরাছিল যথা।
বিস্তারিয়া বিদ্যাকে বলেন সেই কথা॥
রাধাকান্ত কহে সব এড়ায়া দুর্গতি।
উপনীত হইল স্বরাজ্য রত্নাবতী॥

বিদ্যাসুন্দরের স্বদেশ প্রত্যাগমনে গুণসিন্ধু রাজার আনন্দ ও দূতমুখে তাহাদের বিবরণ শ্রবণ

দূতমুখে বার্ত্তা পায় আইল সুন্দর রায়
আনন্দে পূরিল গুণসিন্ধু।
আসিবে কি ছিল মনে বুঝিলাম এতদিনে
শুভদিন দিল দীনবন্ধু॥
সভাগণ লৈঞা সাথে চলিলা নরনাথে
ঘন ঘন জয় কোলাহলে।
পিতা দেখি পদব্রজে অস্তে ব্যস্তে যুবরাজে
প্রণমি পড়িয়া পদতলে॥
সংভ্রমে তুলিয়া রায় আলিঙ্গন দিল তায়
পুলকে বহিছে অশ্রুধারা।
আজি সে সার্থক হৈল বিধি নিধি হাতে দিল
হারাধন নয়ানের তারা॥
বিষাদ করিল দূর পূর্ণ হইল হৃদিপুর
পিতা পুত্রে বসিলা সভায়।
বীরসিংহ দূতগণ আস্তাছে যতেক জন
তাহারা তখন গুণ গায়॥
কি কব তোমার ভাগ্য তনয় এমন যোগ্য
বহু পুণ্যে দিয়াছে ঈশ্বর।
অকথ্য ইহার কাজ শুন শুন মহারাজ
কহিতে কাঁপয়ে কলেবর॥
কাঞ্চন নগর ধাম ধরে বীরসিংহ নাম
প্রতাপে শমন তুল্য ভূপ।
বিদ্যা নামে তার কন্যা রূপে গুণে এক ধন্যা
মানবী নাহিক অনুরূপ॥
পণ ছিল পতি লাগি ভর্ত্তা হবে প্রতিযোগী
হারিয়াছে সকল সংসার।
তোমার তনয় তারে জিনিয়া বিবাহ করে
অগোচর করিয়া রাজার॥
বয়স হইল এত না দেখি ইহার মত
চোর চূড়ামণি সুনাগর।
আকাশে পাতিয়া ফান্দ ধরিতে পারয়ে চাঁন্দ
দেখিয়াছি নয়ন গোচর॥
সুচিনা প্রবেশে যায় বেঢ্যাঢ়া না হয়া তায়
শুদ্ধ শত হন হাম ঝাড়ি।
সর্ব্বনাশ করে যার সখা পুন হয় তার
কে জানে এমন বাটপারি॥
বিদ্যা হইল গর্ভবতী শুনি কোপে নরপতি
চোর বলি ধরিল সুন্দরে।
না পাইয়া পরিচয় আদেশিলা মহাশয়
কাটিবারে কোটালের তরে॥
কৌতুকে দেখিল লোক কহিল পঞ্চাশ শ্লোক
বীরবরে বিদ্যার বর্ণনা।
কারণ বুঝিতে শেষে পাঠায় শ্মশান দেশে
তাহাতে তারিল ত্রিলোচনা॥
শুনিয়া বিস্ময় হয়া কোলেতে কুমার লয়া
পুন তার নিছুনি লইল।
এথা বধূ গর্ভবতী দেখিয়া মহিষী সতী
নয় মাসে সাধ খাওয়াইল॥
এমতি দিবস কত পূর্ণ হইল অভিমত
দশমাসে প্রকাশে তনয়।
আসিয়া কহিছে দূত হইল সুতের সুত
শিরোপা করহ মহাশয়॥
রাজার হইল খোস লুটায় রতন কোষ
কি কব দানের পরিশেষ।
পঞ্চমুখ হইলে কয় সকল নগরময়
দীনদুখী দেখিতে সন্দেশ॥
দিবসে দিবসে যত নিত্য কর্ম্ম বিধি মত
নরপতি করেন তল্লাস।
বিচারিয়া অনুপাম সদানন্দ রাখিলাম
অন্ন খাওয়াইল ছয় মাসে॥
নরপতি সুকৌতুকে পরিবার লঞা সুখে
বিহরে বৎসর পাঁচ ছয়।
দ্বিজ রাধাকান্তে গায় দৈবের ঘটন তায়
শুন এক বিষম সংশয়॥

সুন্দরের পুত্রের মৃত্যু ও কালিকার কৃপায় পুর্নজন্ম লাভ

রাক্ষসী আছিল এক কালীর সাধিকা।
মানুষের রক্ত দিয়া পূজিবে কালিকা॥
তবে সে হইবে সিদ্ধি ডাকিনী বিদ্যায়।
দেখিল শিশুর ঘটা একত্র খেলায়॥
আইল করিয়া ঝড় ঘোর দরশন।
সদানন্দ রাখি পলাইল শিশুগণ॥
রাক্ষসী বালক ধরি হরষিত চিতে।
কালীরে করিল প্রীত তাহার শোনিতে॥
নিজ কাজ সাধি সিদ্ধি ডাকিনী বিদ্যায়।
সদানন্দ পড়িয়া রহিল মৃত্যুকায়॥
বালক বিলম্বে বিদ্যা হইল ব্যাকুলী।
দাসেরে আদেশ আন প্রাণের পুতলী॥
একেরে বলিতে আর শতেক ধাইল।
কোন জন বেহারের স্থানে উত্তরিল॥
দেখি প্রাণহত শিশু ভূতলে লুটায়।
কান্দিতে কান্দিতে আনি দিলেক বিদ্যায়॥
মৃত পুত্র দেখি বিদ্যা হইলা মূর্চ্ছিত।
হাহাকার করে সভে দেখি বিপরীত॥
ক্রন্দনে কলরব হৈল অন্তঃপুরী।
সভা হৈতে শুনিতে পাইল অধিকারী॥
সুন্দর সংহতি তথা আসি নরপতি।
দেখে মৃত পুত্র কোলে কান্দে বিদ্যাবতী॥
হায় হায় করি রাজা হইল অজ্ঞান।
মনে মনে সুন্দর করেন অনুমান॥
বরপুত্র করি কালী করিল আমারে।
তবে কেন অকালে আমার পুত্র মরে॥
ইহার অধিক কিবা অপযশ ভাবা।
যার সখা জগতি তার হেন দশা॥
কান্দিতে কান্দিতে মৃত পুত্র কোলে করি।
প্রবেশে পূজার ঘরে সুন্দর বিহারী॥
বেদবিধিমত মৃত করিয়া স্থাপন।
শবের উপরে রায় করয়ে সাধন॥
তনয় জীবন পায় কামনা অন্তর।
সিদ্ধি বিদ্যা কালীমন্ত্র জপয়ে সুন্দর॥
সেবক সাধনে অতি অস্থির কালিকা।
প্রহরে প্রহরে অতি ভয় বিভীষিকা॥
প্রথমে প্রহরে সর্প আইল বিস্তর।
চতুর্দ্দিক বেড়িয়া উঠিল কলরব॥
গর্জিয়া গর্জিয়া গিয়া দংশে তার পায়
সর্ব্বাঙ্গ জর্জর হৈল বিষের জ্বালায়॥
প্রবেশি দক্ষিণ কর্ণে যায় বাম কর্ণে।
যোগেন্দ্র পুরুষ তথি ভয় নাহি মনে॥
দ্বিতীয় প্রহরে দানা ঘোর দরশন।
আসিয়া সুন্দরে সব করয়ে তর্জ্জন॥
শরীর সুমেরু সম সমুদ্র উদর।
দশন নিশ্চল শুনি কাঁপে কলেবর॥
বিষম কালীর মায়া অপূর্ব্ব কাহিনী।
আচম্বিত উদিত হইল দিনমণি॥
গৃহকর্ম্ম করে যত কুলবধূগণ।
তনু রুচি খসে দিবাকরের কিরণে॥
সরে ওঠি মুখ মেলি কামরাই যায়।
মন্ত্রিত করিয়া পুন স্থাপেন তাহায়॥
কেহ আসি কহে ধরি আকার কালীর।
যোগভঙ্গ করব বলহ রে কুমার॥
জানয়ে সকল তত্ত্ব প্রত্যয় না হবে।
শুনিয়া সহস্র দলে বোলে বসিবারে॥
কার সাধ্য কালী বিনা বসিবে তাহায়।
লজ্জিত হইঞা সে হো অমনি পালায়॥
পালে পালে মহিষ গণ্ডার ব্যাঘ্রগণ।
তর্জ্জন করয়ে শিশু ভয় নাহি মন॥
তৃতীয় প্রহর সব আইল সুন্দরী।
স্বর্গ বিদ্যাধরী রূপে দীপ্ত করে পুরী॥
নবীন বয়েস বেশ ভুবনমোহিনী।
সম্মুখে দাঁড়ায় আসি হইয়া বিবসনী॥
কেহ হাসে নাচে গায় তান বাজাইয়া।
কটাক্ষ করিয়া চায় স্তন দেখাইয়া॥
কালিকা কমল পায় মজাইয়া চিত।
কোনরূপে মন তার নহে বিচলিত॥
সাধিতে সেবক হিত জগতজননী।
প্রভাতে প্রহরে মাতা আইল আপনি॥
বর লেহ বর লেহ কহে মহামায়া।
সুন্দর বুঝিল মনে আইল মহামায়া॥
প্রসন্ন নয়নে দেখি মায়ের চরণ।
প্রণতি করিয়া কত করিল স্তবন॥
তোমার দাসের সুত অকালেতে মরে।
এই অপযশ দূর কর গো সংসারে॥
হাসিয়া করুণাময়ী করিলা কল্যাণ।
উঠিয়া বসিল শিশু পায় প্রাণদান॥
ক্ষেণমাত্রে অন্তর্ধ্যান হৈল ভগবতী।
এথায় সুন্দর অতি আনন্দিত মতি॥

বাহির হইলা কোলে করিয়া তনয়।
দেখিয়া সভার মনে হইলা বিস্ময়॥
জয় জয় কলরব করিছে সকলে।
মুখচান্দ চুম্বি বিদ্যা পুত্র নিল কোলে॥
অদভুত দেখি রাজা জিজ্ঞাসে তাহায়।
কহরে কাহার বরে মৃত প্রাণ পায়॥
সুন্দর কহেন রাজা জানিহ নিশ্চয়।
সেবকবৎসলা শ্যামা হইলা সদয়॥
রাজা বলে কহ তার শুনিব চরিত।
দ্বিজ রাধাকান্তে গায় শ্যামার সংগীত॥

গুণসিন্ধু রাজা কর্ত্তৃক দেবী কালিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গে গমন

শুনিয়া সুন্দর এত তাতের ভারতী।
করপুটে কহে নৃপ কর অবগতি॥
অনন্ত মুরতি মাতা জগতজননী।
আগমে বাখানে তারে শবদরূপিণী॥
ইৎশায় সুসজ্জ যার এ শব্দ ত্রিদিব।
ষড়রূপ যে পদ সেবয়ে সদাশিব॥
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত না জানয়ে নারায়ণে।
যোগীগণ যার পদ ধেয়ায় ধেয়ানে॥
জড়মতি মানব কি জানিব তাহায়।
ইতিহাসে এক বাক্য শুন নৃপরায়॥
একদিন শিব শিবা বৃষভবাহনে।
নানা রঙ্গ অভিলাষে যান দুইজনে॥
ভবানী ভাবেন ভবে করি জোড়কর।
দেবের দেবতা তুমি পরম ঈশ্বর॥
মণিমুক্তা আদি সব তেজি অভরণ।
অস্থি মালা গণ্ডে কেনে ভশম ভূষণ॥
হাসিয়া কারণ তারে কহে ত্রিপুরারি।
তব ভিন্ন পার্ব্বতী রহিতে না পারি॥
অতএব যত বার তৈজাছ জীবন।
সেই অস্থি ভস্ম অঙ্গে কর্য়াছি ধারণ॥
শুনিয়া কুপীত ভবে পার্ব্বতীর চিত।
আপনারে নিত্য ভাবে আমি ত অনিত্য॥
ভাবিয়া অভয়া মায়া করিলেন তথি।
আচম্বিতে দেখে রক্ত নদী বেগবতী॥

বিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসেন ত্রিলোচন।
ঈষৎ হাসিয়া মাতা কহেন তখন॥
তুমি আর বিরিঞ্চি কেশব তিন জন।
যতবার গর্ব্ভে আমি কর্য়াছি ধারণ॥
প্রসবি শোণিত বস্ত্র করিতে মার্জ্জিত।
তাহাতে হৈয়াছে রক্ত নদী বিপরীত॥
শুনিয়া লজ্জিত অতি হইলা কৃত্তিবাস।
হাস্য পরিহাসে দুহে বিহরে কৈলাস॥
এমতি প্রভাতে দেবী অপারমহিমা।
বেদের বিদিত নহে কে পাইবে সীমা॥
বিশেষিয়া কলিতে কল্পতরু তিনি।
জিয়াইল সদানন্দ সেই ঠাকুরাণী॥
শুনিয়া আপনাধিক মনে ধরাপতি।
হেন দেবে নাহি জানি আমি মূঢ়মতি॥
পূজিব পরমপদ দিয়া উপহার।
শুনিয়া আনন্দমতি হইলা কুমার॥
অপরূপ কণক দেউল নির্ম্মাইল।
তাহাতে পাষাণময়ী কালিকা স্থাপিল॥
নানা বাদ্য বাজে রঙ্গ বিবিধ বিধান।
ছাগ মেষ মহিষ কতেক বলিদান॥
জয় জয় রবে রাজা পূজয়ে মঙ্গলা।
উড়িলা করুণাময়ী ভকতবৎসলা॥
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদ দেখিয়া রাজন।
প্রণতি করিয়া কত করিল স্তবন॥
ভগবতী বলে বর দিলাম ভূপতি।
অন্তকালে নরোত্তম পাবে স্বর্গপতি॥
সদানন্দ লঞা সুখে করয়ে বিহার।
পুত্রবধূ দেহ সঙ্গে লব আপনার॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া রাজা পুন কয়।
কেমন কঠিন মাতা তোমার হৃদয়॥
প্রাণের পুত্তলী যদি যাইবে লইঞা।
কিরূপে ধরিব প্রাণ কার মুখ চায়া॥
হাঁসিযা করুণাময়ী কহেন তখন।
ইহারা তোমার নহে শুন হে রাজন॥
ইন্দ্রের নর্ত্তকী চন্দ্রকলা জয়কালে।
পূজা হেতু প্রকাশ করিল মহীতলে॥
কেমতে রাখিব কাল হইল পূর্ণিত।
শুনিয়া নৃপতি পুরী হইল মূর্চ্ছিত॥
পদে পড়ি মিনতি করেন রাজারাণী।
দিন কত পুত্রবধূ রাখ গো জননি॥
নানামতে কহে শান্ত নহে কোনরূপে।
মহামায়া পড়িলেন মহামোহকূপে॥

ভাবিয়া সভার মায়া হরিলা ঈশ্বরী।
রথ পরে নিল সুহাকার কর ধরি ॥
পবন গমনে রথ উঠিলা গগন।
ক্ষণ মায়া মোহ সভে করয়ে ক্রন্দন ॥
এথায় নারদ আসি কহেন শমনে।
বৃথা ধর্ম্মরাজ তব অধিকার কেনে ॥
গিরিজা মানব তনু হইলা ত্রিদশে।
শুনিয়া তপনসুত সাজিলেন রোষে ॥
অন্তরে জানিল তাহা অনাদি শকতি।
লক্ষ লক্ষ যম দেবী সৃজিলেন তথি ॥
দেখিয়া ত্রাসিত হৈয়া পলায় শমন।
ব্রহ্মার চরণে গিয়া কর নিবেদন ॥
সাজিল বিরিঞ্চি দেবী জানিল হিয়ায়।
লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মারূপ সৃজিল মায়ায় ॥
দেখিয়া বিধাতা অতি বিকল অন্তরে।
ভয় পায়া কহে গিয়া বিষ্ণুর গোচরে ॥
শুনিয়া সাজিলা হরি জানিয়া জগতি।
লক্ষ লক্ষ বিষ্ণুরূপ সৃজিলেন তথি ॥
জগদীশ দেখি মনে বিস্ময় হইয়া।
শিবের সদনে গিয়া কহে বিস্তারিয়া ॥
শুনিয়া আইলা ভব বৃষভ বাহনে।
লক্ষ লক্ষ নিজ মূর্ত্তি দেখিল নয়নে ॥
চরণে পড়িয়া স্তব করে ত্রিনয়ান।
বেদমুখে বিধাতার করেন বেদগান ॥
দিগশত বদনে বিষ্ণু আরাধনা।
কিঞ্চিত কটাক্ষ করে দেবী ত্রিলোচনা ॥
তত্‌ক্ষণ বিভুসব হয় অদর্শন।
প্রণতি করিয়া সভে করিল গমন ॥
এথায় আইলা মাতা অমর নগরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিধি নমস্কার ক'রে ॥
পীযূষ পরশে নৃপসুত নৃপবালা।
পূর্ব্বের মত হইল জয়কাল চন্দ্রকলা ॥
করপুটে কহে তবে বিবুধ রাজন।
অল্পকালে সাঁপে মুক্ত হইল কি কারণ ॥
ভগবতী আরতি দিলেন সখীপ্রতি।
হাসিয়া কহেন সহচরী মধুমতী ॥
ফল করে করিয়া শুনহ দেবরায়।
ভগবতী তোমার হইল ফলদায় ॥
সখীবাক্য ফলহাতে সুনে নরপতি।
রাধাকান্ত গায় অষ্টমঙ্গল ভারতি ॥

কালিকামঙ্গলের সারমর্ম্ম

শুন শুন দেবরাজ অবনীমণ্ডল মাঝ
গুণসিন্ধু নামে মহাবল।
তনয় কারণ তার শাস্ত্রের সারাৎসার
ইতিহাসে শুনিল সকল ॥
তারক বধের কথা কার্ত্তিকের জন্মকথা
দক্ষ যজ্ঞ নাশিলা যেমনি।
শিবধ্যান ভঙ্গ হেতু অনঙ্গ মকরকেতু
পুন জন্ম লইল যেখানি ॥
তাহাতে দুর্গতি যত সমরে করিয়া হত
পূর্ব্ব মত হইল রতিপতি ॥
শুনহে অমরবরে আসিয়া নগেন্দ্র ঘরে
পুন জন্ম হইলা পার্ব্বতী ॥
ভাবি কবি ত্রিপুরারি আসিয়া কৈলা সাগরী
আনন্দে বিহরে দুইজন।
তনয় জন্মিয়া তথি হয়া দেব সেনাপতি
অসুরে নাশিলা ষড়ানন ॥
সপনে শিবরি মূর্ত্তি নারদে হইলা শক্তি
কহিল বিরিঞ্চি হরি হরে।
কেহ না জানয়ে তত্ত্ব দেখিতে চঞ্চল চিত্ত
উনমত্তা হইলা অন্তরে ॥
সত্য মানি শূলপণ চলিলেন চারিজন
পাইল কালীর দরশন।
বিদায় হইয়া আসি সে কথা নারদ ঋষি
কহে মহাবিষ্ণুর সদন ॥
শুনিয়া বিষ্ণুর মনে ইৎশা হইল দরশনে
মুনি বলে না পারে দেখিতে।
তাহে অহঙ্কার করি চলিলেন গদাধারী
গর্ব্ব খর্ব্ব হৈল দরশিতে ॥
শেষে কত স্তুতি করি প্রার্থনা করিল হরি
কতকালে হবে দরশন।
হাসিয়া জননী কন নাশিতে দনুজগণ
প্রকাশিব দেখিবে তখন ॥
শুনিয়া বিশেষ তার মার্কণ্ড পুরাণের সার
আছিল সুরথ নরপতি।
বৈরী হস্তে পরাভব তেজিয়া বিভব সব
কৈল রাজা কাননে বসতি ॥
তাহে এক অদ্ভুত সমাধি বৈশ্যের সুত
অতি বড় ধনী সেই ছিল।
অর্থলোভে সুত দারা খেদারিয়া দিল তারা
সে হেথা আসি সুরথে মিলিল ॥

দুহেতে একত্র হৈয়া মেধার সদন গিয়া
কহিল যতেক বিবরণ।
মুনির হইল দয়া কহেন মায়ের মায়া
অবগতি করহ রাজন॥
মহাপ্রলয়ের কালে জন্মে বিষ্ণু কর্ণমূলে
অসুর কৈটভ দুই ভ্রাতা।
ব্রহ্মারে মারিতে ধায় স্তব কৈল মহামায়
হরিনাভি সরোজে বিধাতা॥
নিদ্রাভঙ্গ হইল হরি উঠিয়া সমর করি
অসুরে বধিলা নারায়ণ।
এমতি প্রভাবে তার বিশেষিয়া কহি আর
শুন শুন অবনীভূষণ॥
জন্মিয়া মহিষাসুর লইল অমরপুর
আপনি হইলা শচীবর।
দেবগণ লৈঞা তথা মন্ত্রণা করিল ধাতা
নিবেদিল যথা হরিহর॥
শুনিয়া দেবের দুঃখ ভ্রুকুটী কুটিল মুখ
কোপানলে পুরিল আকাশ।
দনুসুত বিপক্ষিণী সুরপুরনিস্তারিণী
তাহে আসি হইলা প্রকাশ॥
যতেক দেবতাগণ দিল অস্ত্র অভরণ
অসুরে বধিলা মহামায়া।
স্তুতি কৈল দেবগণ তুষিল সভার মন
অন্তর্দ্ধ্যান হৈল মহামায়া॥
পূর্ব্বেতে নিশুম্ভ শুম্ভ অসুর দারুণ দম্ভ
হৈয়াছিল অমরাধিকারী।
দেবতা হইয়া দুখী উদ্দেশে মায়েরে ডাকি
স্তবন করিল হেমগিরি॥
মোহিনীর মূর্ত্তি ধরি হেমঝারি করে করি
স্নানছলে উড়িলা উল্লাসে।
দনুসুতগণ যত একে একে করি হত
নিরাপদ করিলা ত্রিদশে॥
শুনিয়া মুনির কথা পূজিয়া জগতমাতা
নিজ রাজ্য পাইল সুরথ।
সমাধি নিস্তার পায় শুনি গুণসিন্ধু রায়
করিলেন সুকুমার ব্রত॥
শুন ইন্দ্র অদভুত অল্পকাল তার সুত
হৈয়াছিল সুকবি সুন্দর।
বিশেষ কারণ কথা সপনে কহিলা মাতা
নৃপসুত ভাবিত অন্তর॥
প্রসন্ন হইয়া মায় প্রবোধ দিলেন তায়
কহিল দানব উপাখ্যান।

কত দিনে চন্দ্রকলা হৈল বীরসিংহ বালা
বিদ্যা নামে ঘুষিল ভুবন॥
পতি অভিলাষী ধনী পূজিল পিনাকপাণি
স্বপনে কহিলা ত্রিপুরারি।
তোমার পূর্ব্বের পতি আছয়ে রতনাবতী
ভাবে পুন না ভার সুন্দরী॥
স্বপ্ন দেখি অসম্ভব সখীরে কহিল সব
সহচরীগণ সত্য মানি।
দৈববাক্য মিথ্যা নয় অসাধ্য সাধন হয়
কহে ভানুমতীর কাহিনী॥
শুনি চিত্তে নিল তার প্রতিজ্ঞা করিল সার
সেই ভর্ত্তা যে লঙ্ঘিবে পণ।
ভাট মুখে বার্ত্তা পায় আসিয়া সুন্দর রায়
এত কৈল করিয়া গোপন॥
বিদ্যা হইল গর্ভবতী শুনি কোপে নরপতি
আদেশিলা বধিতে সুন্দরে।
স্তব কৈল মহামায় সদয় হইল তায়
রাখিলেন মশান ভিতরে॥
শেষে পরিচয় করি সঙ্গে লয়া সুকুমারী
গেলা রায় আপনার ধাম।
সভার উল্লাস অতি তনয় জন্মিল তথি
অনুপাম সদানন্দ নাম॥
রাক্ষসী বধিয়া তার রক্তে তৃপ্তি কালিকার
করিয়া সাধিল নিজ কাজ।
আরাধিয়া সুরেশ্বরী শবেতে সাধন করি
সুতে প্রাণ দিল যুবরাজ॥
বিস্ময় হইল রায সুন্দর কহিল তায়
মায়ের মাহাত্ম্য ইতিহাসে।
রাজার হইল স্ফূর্ত্তি স্থাপিয়া মায়ের মূর্ত্তি
পূজা কৈল মনের উল্লাসে॥
সদয় হইয়া তায় বর দিল মহামায়
অন্তকালে করিবে নিস্তার।
সদানন্দ হইয়া রাজা পালন করয়ে প্রজা
গুণসিন্ধু আনন্দ অপার॥
এইরূপে কৌতূহলে পূজা লয়া মহীতলে
পুন দুহে দিলেন কুমার।
শ্যামা পদ কর সার যদি ভব হবে পার
দ্বিজ রাধাকান্ত মিশ্র গায়॥

গ্রন্থকারের পরিচয়

দেবীর মাহাত্ম্য শুনি দেব অধিকারী।
বিবুধবৃন্দের সহ পূজিল ঈশ্বরী ॥
বহু কালাবধি কলিতানি বসতি।
কাশ্যপের বংশ দ্বিজকুলে উৎপত্তি ॥
পিতামহ শ্রীবল্লভ মিশ্র মহাশয়।
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শুভোদয় ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীরামনাথ মিশ্র খ্যাতনাম।
তার সুত বিখ্যাত শ্রীযুত দেবীরাম ॥
তাহার অনুজ দ্বিজ রাধাকান্ত ভণে।
কৃপায় কাতর জনগণ নিজগণে ॥
এ কথা কহিতে বড় লজ্জা ভয় হয়।
শবরূপে যে পদ সেবয়ে মৃত্যুঞ্জয় ॥
যাহার চরণ রজ ধরিয়া মস্তকে।
সৃজন পালন কর‍য়ে ক্ষ(ণ)কে ॥
আগম নিগম বেদে না হয় প্রকাশ।
সে পদ বাঞ্ছিত করি বলি তব দাস ॥
বুঝিলাম মম সম নাহিকে পাগল।
কিন্তু তাহা এক বাক্য আছয়ে কুশল ॥
পাগলের প্রায় বট আমি পাগলি।
বিষম পাগল তব পুত্র যতগুলি ॥
দাসদাসীগণ যত সকলি পাগল।
পাগলের হাট ঘাট দেখিবে সকল ॥
অতএব লাজ ভয় তেজি মহামায়ী।
মানসে ভরসা অই দাস হৈতে চাই ॥
এই হেতু নিবেদন করি জগতমাতা।
কৌতুক করিয়া শুনে পাগলের কথা ॥
অভয়ের পাগল দাসের নিবেদন।
নৌতুন মঙ্গল তব করহ শ্রবণ।
কৃপা কর আমার অনুজ সর্ব্বজনে।
যথাযথা রহে মম আত্মবন্ধুগণে ॥
আর এক নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
প্রাচীন কবির সব কৈর‍্যাছি রচন ॥
কেহ কহে মায়ের হয়্যাছে প্রত্যাদেশ।
কেহ কহে দিলা দেখা ধরি নিজ বেশ ॥
কেহ বলে জিহ্বাতে কবিতা দিল লিখি।
কেহ কেহ বলে আমি সপনেতে দেখি ॥
যে পদ ধিয়ান করিলা পান বিধাতা।
মানব হইয়া কেহ কহে হেন কথা ॥
কেমনে এমন কথা লইবে হিয়ায়।
কিন্তু সত্য মিথ্যা কিছু কহা হি জায় ॥
বেদে বলে জগতবৎসলা মহামায়া।
কে জানিবে কেমন কাহার তরে দয়া ॥
আপন সম্বাদ বলি সপুট বিনয়।
ভজিলে তাহার নাম অতি উপজয় ॥
শাকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গণনে।
এই হেতু হইলা গীত প্রকাশ ভুবনে।
দ্বিজ রাধাকান্ত সদা ভাবে নারায়ণী।
গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল সভে বল হরিধ্বনি ॥ *

* 'গ্রন্থকারের পরিচয়ে' জানা যায় যে কবি ১৬৮৯ শকে অর্থাৎ ১৭৬৮—৬৯ খৃষ্টাব্দে দেবীকালিকার মাহাত্ম্য জ্ঞাপক 'শ্যামার সঙ্গীত' গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। কবি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম রাধাকান্ত মিশ্র, অগ্রজের নাম দেবীরাম মিশ্র, পিতার নাম রামনাথ মিশ্র, পিতামহের নাম বল্লভ মিশ্র।

কবি তাহার আত্মপরিচয়ের প্রসঙ্গে তাঁহার 'নূতন মঙ্গল' কাব্যের উৎপত্তির কথায় বলেন যে তাঁহার কাব্যের উপাদান প্রাচীন কবিদের নিকট হইতে সংগৃহীত; এবং কোনও দেবদেবীর প্রত্যাদেশ বা স্বপ্ন তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির কারণ নহে।

সঃ প্রফুল্ল পাল

চৌরপঞ্চাশৎ বা বিল্‌হণ-চরিত্র

চৌরপঞ্চাশৎ অথবা বিল্‌হণ-চরিত্র

—— :•: ——

ম˚সিয়ে এরিয়েল নামক একজন ফরাসী সংস্কৃত সাহিত্যবিদ্‌এর সম্পাদনায় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে Journal Asiatique নামক সাময়িক পত্রে এই গ্রন্থ 'চোরপঞ্চাশৎ' অথবা 'বিল্‌হণ চরিত্র' নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ যে সকল পুঁথির পাঠ মিলাইয়া সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই দক্ষিণ ভারতীয় তামিল অথবা তেলেগু লিপিতে লিখিত।

ভূমিকায় দক্ষিণ ভারতীয় উপাখ্যান বলিয়া আমরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা বস্তুতঃ এই চোরপঞ্চাশৎ অথবা বিল্‌হণ চরিত্র।

(সঃ প্রফুল্ল পাল)

বন্দেহহং বন্দনীয়ানাং বন্দ্যাং বাচামধীশ্বরীং।
কামিতাশেষকল্যাণকলনাকল্পবল্লিকাং ॥১॥

বন্দনীয় দেবতাপ্রভৃতির বন্দ্যা বাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আমি নমস্কার করিতেছি। ইনি সর্ব্ববিধ মঙ্গল-সমূহের কল্পলতা যাহার সাহায্যে সকল কামনা সিদ্ধ হয় ॥১॥

পৃথ্বীমণ্ডলনাভিভূতকনকাদ্রীন্দ্রোত্তরস্যাং দিশি
প্রায়ঃ সজ্জনসঙ্ঘরাজিতমহাপঞ্চালদেশোহভবৎ।
লক্ষ্মীমন্দিরনাম পত্তনবরন্নানাসুখৈকাস্পদং
তত্রাসীন্মদনাভিরামনৃপতির্ভূপালচূড়ামণিঃ ॥২॥

পৃথ্বীমণ্ডলের নাভিস্বরূপ শৈলশ্রেষ্ঠ মেরু পর্বতের উত্তর দিকে সজ্জনসমূহের দ্বারা বহুলভাবে অধ্যুষিত পাঞ্চাল নামে এক শ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। সেখানে অশেষ সুখের একমাত্র আশ্রয় লক্ষ্মীমন্দির নামে এক প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। নৃপশ্রেষ্ঠ মদনাভিরাম নামে এক রাজা সেই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ॥২॥

মন্দারমালা তত্রাসীন্মহিষী সুগুণা তয়োঃ।
যামিনীপূর্ণতিলকা তনয়া বিনয়ান্বিতা ॥৩॥

সুন্দরগুণযুক্তা মন্দারমালা নামে তাঁহার মহিষী ছিলেন। তাঁহার কন্যা যামিনীপূর্ণতিলকা সুশিক্ষার অনুবর্ত্তিনী ছিলেন ॥৩॥

আসীদ্‌যৌবনশালিনী মধুরবাক্ সৌভাগ্যভাগ্যোদয়া
কর্ণান্তায়তলোচনাতিচতুরা প্রাগল্ভ্যগর্বান্বিতা।
রম্যা বালমরালমন্থরগতির্মত্তেভকুম্ভস্তনী
বিম্বোষ্ঠী পরিপূর্ণচন্দ্রবদনা ভৃঙ্গালিনীলালকা ॥৪॥

তিনি মনোহারিণী যুবতী, সুচতুরা, প্রগল্‌ভা, গর্ব্বিতা, মধুরভাষিণী, সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্যের আশ্রয় ছিলেন। তাঁহার লোচন দুটী আকর্ণবিস্তৃত ছিল, গতি বালমরালের মত ধীর, স্তনযুগল মত্ত হস্তির কুম্ভসদৃশ, ওষ্ঠ বিম্বফল তুল্য, বদন পূর্ণচন্দ্রোপম, এবং অলকাবলী ভৃঙ্গসমূহের মতন ছিল ॥ ৪ ॥

দৃষ্ট্বা তাং মদনাভিরামনৃপতিঃ পুত্রীম্পবিত্রীং স্বয়ং
সঙ্গীতাম্বুনিধেঃ সুধাকরকতাং(?) সাহিত্যহীনান্তদা।
আলোচ্যাত্মনি সর্বশাস্ত্রনিপুণা কার্যা ময়েতি ধ্রুবং
নিশ্চিত্যানুপদং প্রধানপুরুষঞ্চাহূয় সম্পৃষ্টবান্ ॥৫॥

রাজা মদনাভিরাম তাঁহার স্বতঃপবিত্রা কন্যা সঙ্গীত-সমুদ্রে চন্দ্রের তুল্য হইলেও সাহিত্যকাব্যাদিতে পারদর্শিনী নহে দেখিয়া মনে মনে তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ করা কর্ত্তব্য আলোচনা করিলেন। তদনন্তর নিশ্চয় করিয়া রাজ্যের প্রধানপুরুষকে ডাকিয়া অনুযোগছলে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৫॥

যামিনীপূর্ণতিলকা সঙ্গীতনিপুণাভবৎ।
সাহিত্যবিদ্যা নাভ্যস্তা যুবত্যা প্রৌঢ়য়া তয়া ॥৬॥

যামিনীপূর্ণতিলকা সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণা কিন্তু সে পরিপূর্ণযৌবনা এখনও সাহিত্যশাস্ত্র অভ্যাস করে নাই ॥৬॥

মুখমখিলন্নয়নযুগং বক্ষঃ সর্বং পয়োধরদ্বন্দ্বং।
মধ্যমশেষঙ্গগনস্তস্যাঃ শিক্ষাবিধৌ সমর্থঃ কঃ ॥৭॥

তাহার মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল বিস্ফারিত, সমগ্র বক্ষস্থলই তাহার স্তন, সকল অঙ্গই গগনের মত বিশাল, কে তাহাকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে? ॥৭॥

দেবৈরালোচ্যতাং সম্যক্ সন্তিষ্ঠস্তেহখিলা বুধাঃ।
তানাহূয়াধুনা সর্বান্ বহুবারম্পরীক্ষ্য চ ॥৮॥

পণ্ডিতগণ সমবেত আছেন; তাহাদের সকলকে ইদানীং আহ্বান করিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া আপনারা সম্যক আলোচনা করুন। ॥৮॥

তথৈব ভূয়াদিতি সর্বশাস্ত্রব্যাপ্তাশয়ান্ চারুচরিত্রযুক্তান্।
আহূয় সর্বান্ বিবুধান্নরেন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ যুষ্মাসু বলঙ্কিমস্তি ॥৯॥

তাহাই হউক বলিয়া রাজা সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন সুন্দর চরিত্রবান তাঁহাদের সকলকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের সামর্থ্য বা যোগ্যতা কতদূর আছে ॥৯॥

তর্কে ব্যাকরণে পুরাণবিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রাগমে
বেদে তৎপদপালিতৎক্রমজটারোহাবরোহে বয়ং।
স্বভ্যস্তা স্ফুটবাদযুধ্যবহুবাদপ্রৌঢ়িযোগান্বিতাঃ
নৈবং বক্তুমুপক্রমে তব বিভো নেদৃগ্বিধম্পৌরুষং ॥১০॥

মহারাজ, ন্যায়শাস্ত্রে ব্যাকরণে পুরাণে বেদান্তশাস্ত্রে আগম নিগম অর্থাৎ তন্ত্রে, বেদে এবং তাহার পদ ক্রম জটা ঘটা পাঠের বৈশিষ্ট্যে এবং স্বরের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি পাঠ ভেদে আমরা বিশেষ ব্যুৎপন্ন। বাদবিসম্বাদ, বিচারকৌশলেও আমরা দক্ষ। কিন্তু মহারাজ, যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা আপনাকে বলিতে পারি এত সামর্থ্য আমাদের নাই অথবা মহারাজ আপনার এবংবিধ পৌরুষ বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই ॥১০॥

তদা যূয়ং সর্বে মম বরসুতাঙ্কাব্যনিপুণাং
রসালঙ্কারজ্ঞাঙ্কুরুত নিতরামেবমুদিতে।
রসজ্ঞা ন স্যামো বয়মথ রসজ্ঞাঃ ক কবয়ঃ
কবিত্বঙ্কে নাস্তি প্রবিশতি কথং ছান্দসকুলে ॥১১॥

তখন (রাজা কর্তৃক) 'আপনারা সকলে আমার আদরণীয় কন্যাকে কাব্য নিপুণ রস ও অলঙ্কারে বিশেষ পারদর্শিনী করুন' এইরূপ বলা হইলে তাহারা বলিলেন, মহারাজ, আমরা রসজ্ঞ নহি। তবে রসজ্ঞ অথচ কবি কোথায়? নিকটেতে কোন কবি দেখিতেছি না, আর বেদজ্ঞের কুলে কবি কেন অবতীর্ণ হইবে? ॥১১॥

নৈব ব্যাকরণজ্ঞমেব পিতরন্ন ভ্রাতরন্তার্কিকম্
দূরাৎ সঙ্কুচিতেব গচ্ছতি পুনশ্চণ্ডালবচ্ছান্দসং।
মীমাংসানিপুণন্নপুংসকমিতি জ্ঞাত্বা নিরস্তাদরা
কাব্যালঙ্করণজ্ঞমেব কবিতাকান্তা বৃণীতে স্বয়ং ॥১২॥

কবিতা-কামিনী বৈয়াকরণ পিতার নিকটে উপস্থিত হয় না। নৈয়ায়িক ভ্রাতার কাছেও সে গমন করে না চণ্ডালের মত বৈদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে দূর হইতে সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হয়। মীমাংসককে ক্লীব মনে করিয়া তাহার প্রতি সকল আদর শিথিল করে। কিন্তু স্বয়ম্বরা নারীর মত সে সাহিত্যালঙ্কারনিপুণকে বরণ করিয়া থাকে ॥১২॥

রসালঙ্কারনিপুণঃ সর্বকাব্যবিচক্ষণঃ।
ছন্দোনাটকসংযুক্তঃ কো বা কবিরুদীর্যতাং ॥১৩॥

(তখন রাজা অনুযোগ করিলেন) রসালঙ্কারনিপুণ সকল কাব্যের বিশেষ বোদ্ধা ছন্দঃ-শাস্ত্র ও নাটকে প্রকৃত ব্যুৎপন্ন এমন কবি কে আছেন, বলুন ত? ॥১৩॥

মলূহণো বিলূহণশ্চেতি বিদ্যেতে সরসৌ কবী।
তয়োর্বিলূহণনামাত্র কবিরাট্ কথ্যতে বুধৈঃ ॥১৪॥

(প্রধান রাজপুরুষ বলিতেছেন) এই সভায় মলূহণ এবং বিলূহণ নামে দুই জন রসিক কবি আছেন, তাহাদের মধ্যে বিলূহণ পণ্ডিতদিগের দ্বারা কবিরাজ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥১৪॥

বাসঃ শুভ্রমৃতুর্বসন্তসময়ঃ পুষ্পং বরং মল্লিকা
ধানুষ্কঃ কুসুমায়ুধঃ পরিমলঃ কস্তূরিকাস্ত্রদ্ধনুঃ।
বাণী তর্করসোজ্জ্বলা প্রিয়তমা শ্যামা বয়ো যৌবনং
দেব শ্রীপতিরেব পঞ্চমলয়া গীতি কবির্বিলূহণঃ ॥১৫॥

বস্ত্রের মধ্যে যেমন শুভ্র বস্ত্র, ঋতুর মধ্যে যেমন বসন্ত কাল, পুষ্পের মধ্যে যেমন মল্লিকা, ধনুর্ধারীর মধ্যে যেমন কামদেব, আর সুগন্ধের মধ্যে যেমন মৃগনাভি, অস্ত্রের মধ্যে যেমন ধনু, আর বাক্যের মধ্যে যেমন যুক্তিপূর্ণ বাক্য, স্ত্রীলোকের মধ্যে যেমন শ্যামা স্ত্রী, বয়সের মধ্যে যেমন যৌবন, দেবতাদের মধ্যে যেমন লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু, গানের মধ্যে যেমন পঞ্চম রাগের গান, কবির মধ্যে তেমন বিলূহণ ॥১৫॥

আগত্য তদ্বিলূহণনামধেয়ঃ কবিঃ সুধর্মাখ্যসভান্তরালে।
দদৌ নরেন্দ্রস্য তথাশিষস্তুর্যথা দদৌ সর্বধনং মহাপতিঃ ॥১৬॥

সুধর্মানামক সেই সভার মধ্যে বিলূহণ নামা কবি উপনীত হইয়া মহারাজকে এমনভাবে আশীর্বাদে তুষ্ট করিলেন যাহাতে মহারাজ তাহাকে প্রচুরভাবে ধন অর্পণ করিলেন ॥১৬॥

বিদ্বন্‌রাজশিখামণে সুখমহো সৌখ্যং প্রসাদাচ্চ তে
যুষ্মৎকীর্তিরমীভিরেব কথিতা নাস্মাভিরালোকিতা।
যুষ্মাকেতি নিরূপিতে নৃপতিনেয়ৎকালমস্মিন্ পুরে
সদ্বিদ্যাব্যসনেন কালমনয়স্তামত্র সন্দৃষ্টবান্ ॥১৭॥

রাজা—হে বিদ্বন্
কবি—রাজশিখার মণিস্বরূপ
রাঃ—আপনার অনুগ্রহে সমস্ত কুশল।

ক:—আপনার কীর্ত্তির কথা ইহারা বলিয়াছেন, আমরা কিন্তু কখনও তা৷ দেখি নাই এবং আপনাকেও দেখি নাই।

রা:—এই সহরে সদ্বিদ্যার চর্চায় বহুকাল কাটাইয়া আজ আপনাকে দেখিতে পাইলাম ॥১৭॥

তদা নরেন্দ্র: কবিপুঙ্গবায় স্বকণ্ঠহারাদিসমস্তভূষা:
দুকূলবস্ত্রদ্রবিণং যথেষ্টমন্দ্যোচিতম্প্রেষিতবান্ গৃহায় ॥১৮॥

অনন্তর রাজা সেই কবিশ্রেষ্ঠকে নিজের কণ্ঠের হার প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কার, উত্তরীয় সমেত বস্ত্র এবং যথেষ্ট ধন দান করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥১৮॥

আকারে মদন: সুকাব্যরচনাচাতুর্য্যযুক্তো গুরু:
ষড়্ভাষাস্বপি দৃশ্যতে ব্যসনিতা তন্দৃষ্টবত্য: স্ত্রিয়:।
স্বপ্রাণেশ্বরসঙ্গমং সুখকরং হিত্বা ন জীবন্ত্যহো
তস্যান্তে ক্রিয়তেঽনয়া তনয়য়াঽভ্যাস: কলানাকথং ॥১৯॥

(রাজা চিন্তা করিয়া বলিতেছেন) কবি আকারে মদন-তুল্য, সুকাব্যরচনাচাতুর্য্য ও যুক্তিতে বৃহস্পতিতুল্য আর ছয়টী ভাষায় তাঁহার পারদর্শিতা দৃষ্ট হইতেছে। তাহাকে যে স্ত্রীলোকগণ দেখিয়াছে তাহারা আনন্দদায়ক নিজ পতির সহিত সহবাস ত্যাগ না করিয়া বাঁচিতে পারিতেছে না অথচ অহো এই কন্যা তাহার কাছে কলা বিদ্যা কি করিয়া শিক্ষা করিবে ॥১৯॥

ধরণীকল্পবৃক্ষস্য তস্য তারুণ্যমঞ্জরী। •
আকর্ষত্যায়তাক্ষীণামন্ত:করণষট্পদং ॥২০॥

পৃথিবীতে কল্পবৃক্ষস্বরূপ এই কবির যৌবনের নূতন মঞ্জরী বিশাললোচনা পুরনারীগণের চিত্ত ভ্রমরকে আকর্ষণ করিতেছে ॥২০॥

এবং বদতি রাজেন্দ্রে প্রধানো নৃপমব্রবীৎ
তথাপি শাস্ত্রাভ্যাসোঽস্যা বিধেয়োঽনেন ভূপতে॥২১॥

রাজা এই কথা বলিলে প্রধান রাজপুরুষ তাহার উত্তরে বলিলেন, মহারাজ, তাহা হইলেও ইঁহা কর্ত্তৃক আপনার কন্যার শাস্ত্রচর্চা কর্ত্তব্য হইতেছে ॥২১॥

এনং বিনা ন কোঽপ্যস্তি মদ্দেশে সরস: কবি:।
কিন্তুর্ম: ক উপায়োঽস্য কথ্যতান্নীতিকোবিদ ॥২২॥

আমাদের দেশে ইহাকে বাদ দিয়া আর কোন সরস কবি নাই। হে নীতিনিপুণ রাজেন্দ্র, কি করিব ইহার উপায় নির্দ্ধারণ করুন। ২২ ॥

ভবদ্ভির্জ্ঞাতসর্বস্বৈর্দেবৈরেব বিচার্য্যতাং।
তস্যোপায়স্তথাভূতস্ত্বয়া পূর্ব্বমুদীর্য্যতাং ॥২৩॥

হে দেবতুল্য বিবুধবর্গ, সর্ব্বজ্ঞ আপনারা আপনারাই ইহার বিচার করুন।

ভাল কথা মহারাজ, এই শাস্ত্রালোচনার উপায় আপনি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া বলুন। ২৩ ॥

তয়োর্ব্রতদ্বন্দ্বমিহান্ধকস্য মুখাবলোকন্ধুরুতে কুমারী।
ন বিল্হণ: কুষ্ঠশরীরদর্শনন্তথা করোতীতি
ময়া শ্রুতং বিভো ॥২৪॥

তাহাদের উভয়ের অবশ্য প্রতিপাল্য দুই ব্রতের কথা। রাজকুমারী কোন অন্ধ লোকের মুখ অবলোকন করেন না। প্রভু, শুনিয়াছি, বিল্হণ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দর্শন করেন না। ২৪ ॥

পুত্রী কুষ্ঠগলেতি বিল্হণকবেরাচক্ষ্ব তস্যা: কবিঞ্চ
জাত্যন্ধম্প্রতিপাদয়স্ব নিতরাং শ্রুত্বা তদুক্তং বচ:।
তন্ন স্যাদিতি জল্পতোশ্চ হি তয়োর্মধ্যে হ্যদৃগ্গোচরম্
বদ্ধা কাণ্ডপটন্দদামি তদিতি স্বভ্যস্যতামুচ্যতে ॥২৫॥

আপনার কন্যা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, আপনি ইহা বিল্হণকে বলুন। আর তাহার (কবি বিল্হণের) জন্মগতঅন্ধতা আপনার কন্যাকে বুঝাইয়া বলুন। আর তাহার কথা শুনিয়া যাহাতে পরস্পরের আলাপ না হয়, এমন করিয়া দুই জনের মধ্যে সাধারণের অনেত্রগোচর যবনিকা রচনা করিয়া দিন। যাহাতে বিদ্যা অভ্যাস সুষ্ঠু চলিতে পারে, এই বলিতেছি ॥২৫॥

যদুক্তম্ভবতা মন্ত্রিস্তদেব ক্রিয়তেঽধুনা।
ইত্যুক্ত্বা কারয়ামাস কুমারীকোমলাকৃতীং ॥২৬॥

মন্ত্রিবর, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই এক্ষণে করা হইতেছে, এই বলিয়া কুমারীর এক কোমলাকৃতি প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন ॥২৬॥

আগত্য সা মন্মথমন্ত্রদেবতাসমানরূপা পিতুরন্তিকে স্থিতা।
তাং বীক্ষ্য শাস্ত্রশ্রবণং বিধেয়স্ত্বয়া ভবত্বিত্যবদৎ কুমারী ॥২৭

কামের মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসদৃশী রাজকুমারী পিতার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, এই প্রতিকৃতি দেখিয়া তোমার শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে। রাজকুমারী বলিলেন 'তাহাই হউক' ॥২৭॥

ইত্যঙ্গীকৃততনয়াং বিসৃজ্য চাহূয় বিল্হণকবীন্দ্রং।
কুষ্ঠগলা মৎপুত্রী সর্বকলাকোবিদা ত্বয়া কার্য্যা ॥২৮॥

কন্যাকে এইরূপ অঙ্গীকার করাইবার পর বিদায় দিয়া রাজা বিল্হণ কবীন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তাহার গলিতকুষ্ঠযুক্তা কন্যাকে সর্ব্বকলা বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়া তে হইবে ॥২৮॥

সাধুক্তং নৃপশেখর কদাপি নেক্ষে হি কুষ্ঠরোগিমুখং।
ব্রতমিতি ভূয়াদ্দ্বয়োর্মধ্যে দাস্যামি যবনিকাবন্ধং ॥২৯॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন আমি কখনও কুষ্ঠরোগীর মুখ দেখি না।

রাজা বলিলেন, তোমাদের মধ্যে ইহা ব্রতরূপে পালিত হউক, আমি তোমাদের মধ্যে যবনিকা টাঙাইয়া দিব ॥২৯॥

স্বামিন্ ত্বয়ৈব নির্বন্ধঃ ক্রিয়তে কিঙ্করোম্যহং।
তথা ভবতু মচ্ছক্ত্যা বিদ্যাদাস্যামি ভূপতে ॥৩০॥

বিল্হণ বলিলেন, 'আপনি এ বিষয়ে নির্বন্ধ প্রকাশ করিতেছেন, আমি কি করি। হে রাজন, তাহাই হউক, আমার শক্তি অনুযায়ী আমি বিদ্যাদান করিব' ॥৩০॥

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রেষয়ামাস বিল্হণং
মন্ত্রিস্তন্নোদিতোপায়ঃ সাধ্বভূদিত্যভাষত ॥৩১॥

বিল্হণের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা তাহাকে বিদায় দিলেন এবং মন্ত্রীকে বলিলেন আপনার দ্বারা উক্ত উপায় সার্থক হউক ॥৩১॥

ততঃ সমাহূয় মুহূর্ত্তকোবিদান্ নিমিত্তমালোক্য শুভঙ্করং বরং।
বিচিত্রগেহে বহুচিত্রচিত্রিতে তদন্তরে কান্তপটোঽপ্যবধ্যত ॥৩২॥

তাহার পর জ্যোতিষিগণকে ডাকিয়া শুভদায়ক, শ্রেষ্ঠ সময় নির্ব্বাচিত করিয়া বহু চিত্রপূর্ণ সুন্দর গৃহে সেই দুই জনের মধ্যে সুন্দর যবনিকা ঢাকিয়া দিলেন ॥৩২॥

তদাদি বিল্হণকবিঃ সর্বশাস্ত্রাণি সন্ততং
অপাঠয়দগ্রহীৎ সা তপ্তলোহ ইবোদকম্ ॥৩৩॥

ইহার পর বিল্হণ কবি যামিনীপূর্ণতিলকাকে সকল সময় সর্বশাস্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন এবং তপ্তলৌহ যেমন জলকে নিজের ভিতরে গ্রহণ করে, সেই প্রকার রাজকুমারী ও সমস্ত শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৩৩॥

নানালঙ্কারযুক্তে নবরসভরিতে ভাবসংরম্ভরক্তে
কাব্যে নব্যার্থসার্থে সুজনহৃতমতে নাটকেঽলঙ্কৃতৌ চ।
স্বচ্ছে ছন্দস্যপারে বহুসুখবিষয়ে কামদে কামশাস্ত্রে
প্রৌঢাসীদ্বিল্হণাদপ্যধিকমতিযুতা রাজপুত্রী পবিত্রা ॥৩৪॥

নানালঙ্কারযুক্ত নবরসপূর্ণ ভাবগাম্ভীর্য্যরঞ্জিত নূতন অর্থসমূহসমুল্লসিত সজ্জন কর্ত্তৃক প্রশংসিত কাব্যে, নাটকে, অলঙ্কারে স্বচ্ছ ছন্দে বহু সুখকর বিষয়ে কামপূরক কামশাস্ত্রে শুদ্ধমতি রাজপুত্রী বিল্হণ কবি অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমতী ও প্রগল্‌ভা ছিলেন ॥৩৪॥

অথৈকদা কামসহায়বাতে বসন্তকালে বরপৌর্ণমাস্যাং।
প্রকাশিতানেকদিগন্তরালো বিধুদয়েঽভূৎ কিরণৈঃ স্বকীয়ৈঃ ॥৩৫॥

অনন্তর একদিন কামসহায় পবন প্রবাহিত হইতে থাকিলে বসন্তকালের শ্রেষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিতে চন্দ্রদেব তাহার কিরণমালার দ্বারা দিগন্তরাল উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইলেন ॥৩৫॥

মারনারাচনির্ম্মাণশাণচক্রমিবোজ্জ্বলং
যামিনীকামিনীকর্ণকুণ্ডলং চন্দ্রমণ্ডলং ॥৩৬॥

কামদেবের বাণ নির্ম্মাণ করিতে যে শাণিত চক্র প্রয়োজন হয়, তাহার মত উজ্জ্বল ও যামিনীরূপ কামিনীর কর্ণ কুণ্ডলের মত বৃত্তাকার বলিয়া চন্দ্রমণ্ডলটীকে মনে হয় ॥৩৬॥

শয্যাগেহে শয়নতলগো বিল্হণাখ্যঃ কবীন্দ্রঃ
চন্দ্রন্দৃষ্ট্বা নয়নসুভগঞ্জালমার্গপ্রবিষ্টং
পৃথীভাগে বিরহিযুবতেঃ কামসন্তাপবীজং
চিন্তোদ্ভূতপ্রবলমদনো বর্ণয়ামাস তূর্ণম্ ॥৩৭॥

আপনার শয়নগৃহের শয্যাতল হইতে কবিশ্রেষ্ঠ বিল্হণ গবাক্ষ পথে প্রবিষ্ট নয়নানন্দকর চন্দ্রকে দেখিয়া প্রবল মদনোন্মত্ত হইয়া বিরহী যুবতীর মদনপীড়িতা হইবার কারণ শীঘ্রই বর্ণনা করিলেন ॥৩৭॥

ইদন্তমুদভেদনং মদনমান্দ্যবিচ্ছেদনং
বিয়ত্তিমিরবারণং বিরহকামিনীমারণং।
সমুল্লসতি সুন্দরাদুদয়কন্দরাদৈন্দবং
পুরন্দরদিগঙ্গনাশ্রবণকুণ্ডলং মণ্ডলম্ ॥৩৮॥

গগনপটের অন্ধকার দূর করিয়া কুমুদপুষ্পের বিকাশকারী কামোন্মত্ততার শৈথিল্যবিলোপকারী, বিরহযুক্ত কামিনীদের মরণতুল্য এই জ্যোৎস্না সুন্দর উদয়গিরির গুহা হইতে উদ্ভূত পূর্বদিগ্‌বধূর কর্ণের কুণ্ডলরূপভূষণের ন্যায় সারা মণ্ডলকে উল্লসিত করিল ॥৩৮॥

স্মেরকৈরবকোরকান্বিদলয়ন্যূনাং মনঃ খেদয়ন্
অম্ভোজানি নিমীলয়ন্মৃগদৃশাং মানং সমুন্মূলয়ন্।
জ্যোৎস্নাং কন্দলয়ন্ দিশো ধবলয়ন্নম্ভোধিমুদ্বেলয়ন্
কোকানাকুলয়ংস্তমঃ কবলয়ন্নিন্দুঃ সমুজ্জৃম্ভতে ॥৩৯॥

নিজের কলঙ্কে অন্তর্নিহিত কোরকে বিদলিত করিয়া যুবজনের খেদের সঞ্চার করিয়া পদ্মগুলিকে মুদ্রিত করিয়া হরিণনয়নাদের মান নির্ম্মূল করিয়া জ্যোৎস্নার প্রকাশ করিয়া দিঙমণ্ডল ধবল করিয়া সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া চক্রবাক মিথুনগণকে আকুল করিয়া অন্ধকারকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া ঐ ইন্দু প্রকাশিত হইতেছেন ॥৩৯॥

নক্ষত্রেশ ত্বদুদরগতক্লিষ্টমেকস্তদেকে
ভাবত্যেহন্যে শশ ইতি পরে কোমলাঙ্কমূহং।
মন্যে কান্তাধরদলবিধাবগ্রহীৎ কুক্ষিসংস্থং যৎ
পীযূষস্তব বিধিরতো জালমাসীৎ তদাদি ॥৪০॥

হে চন্দ্র, তোমার উদরস্থ দ্রব্যকে কেহ কেহ চিহ্ন বলেন, কেহ কেহ ইহাকে খরগোস বলিয়া থাকেন, কেহ কেহ কোমলাঙ্গ বলিয়া থাকেন, মনে হয় বিধাতা কান্তার অধরদলে যে মধু থাকে তোমার কুক্ষি মধ্য হইতে সেই মধুই গ্রহণ করিয়াছেন। যাহার ফলে তখন হইতে অভ্যন্তর-দেশ জালেতে পরিণত হইয়াছে ॥৪০॥

নেদং নভোমণ্ডলমম্বুরাশির্নৈতাশ্চ তারা নবফেনখণ্ডা:
নায়ং শশী কুণ্ডলিত: ফণীন্দ্রো নায়ংকলঙ্ক: শয়িতো মুরারি: ॥৪১॥

ইহা নভোমণ্ডল নহে, সমুদ্র; এইগুলি নক্ষত্ররাজি নহে, ইহা সব ফেনখণ্ড; ইহা চন্দ্র নহে, কুণ্ডলিত বাসুকি; ইহা কলঙ্ক নহে, অনন্ত শয্যায় শায়িত শ্যামবর্ণ বিষ্ণু। ৪১।

অঙ্কেহপি শশঙ্কিরে জলনিধে: পঙ্কম্পরে মেনিরে
সারঙ্গকতিচিচ্চ সঞ্জগদিরে ভূচ্ছায়মৈচ্ছন্ পরে
ইন্দৌ যদ্দলিতেন্দ্রনীলশকলশ্যামন্দরীদৃশ্যতে
তৎ সান্দ্রং নিশি পীতমন্ধতমসংকুক্ষিস্থমাচক্ষহে ॥৪২॥

কেহ কেহ ইহাকে সমুদ্রের ক্রোড়দেশ বলিয়া শঙ্কা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বা ইহাকে পাঁক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কেহ কেহ ইহাকে সারঙ্গ বলিয়াছিলেন, কেহ কেহ বা ইহাকে পৃথিবীর ছায়া বলিয়া বর্ণনা করেন। চন্দ্রের মধ্যে ইন্দ্র নীলখণ্ডের ন্যায় শ্যামল যাহা কিছু পুন: পুন: দেখা যায়, তাহাকে রাত্রিতে কুক্ষিগত গাঢ় দুর্ভেদ্য অন্ধকার আমরা বলিয়া থাকি ॥৪২॥

প্রাচীভাগে সরাগে রহিনি বিরহিণি ক্রান্তমুদ্রে সমুদ্রে
নিদ্রাঢ্যে নীরজাঢ্যে তমসি চ শমিতে নির্বিকারে চকোরে
আকাশে সাবকাশে ঘনমুদি কুমুদে কোকলোকে সশোকে
কন্দর্পেহনল্পদর্পে বিকিরতি কিরণান্ শর্বরীসার্বভৌম: ॥৪৩॥

পূর্ব্বদিঙ্মণ্ডল রঞ্জিত হইতে থাকিলে বিরহীর চিত্ত শূন্য প্রায় হইলে সমুদ্র সীমা লঙ্ঘন করিলে পদ্মদল নিমীলিত হইলে অন্ধকার প্রশমিত হইলে চকোরসমূহ স্থির হইলে আকাশ বিস্তৃত আকার ধারণ করিলে কুমুদসমূহ গভীর আনন্দে ফুটিয়া উঠিলে চক্রবাককুল বিরহে শোকাক্রান্ত হইলে মদনদেব প্রভূতদর্পে উদ্দীপিত হইলে যামিনীর সর্ব্বময় অধিপতি চন্দ্র চতুর্দ্দিকে কিরণমণ্ডল বিকীর্ণ করিতে থাকেন। ৪৩।

চন্দ্রমণ্ডলসুরঙ্গয়া জগন্মন্দিরে মদনদস্যুরাগত:
মানচিত্তমপহর্তুমুজ্ঝিতা মোহচূর্ণিপটলীব চন্দ্রিকা। ৪৪।

চন্দ্রমণ্ডলের গুপ্ত পথ (সুরঙ্গ) দিয়া জগতের মন্দিরে মানী জনের চিত্ত অপহরণ করিতে মদনদস্যু আসিয়াছে ও সে চন্দ্রকিরণরূপ মোহকারী চূর্ণ ছুঁড়িয়াছে। ৪৪।

আকাশবাপীসিতপুণ্ডরীকং শাণোপলং মন্মথসায়কানাং
পশ্যোদিতং শারদমুৎপলাক্ষি সন্ধ্যাঙ্গনাকন্দুকমিন্দুবিম্বং ॥৪৫॥

আকাশরূপ পুষ্করিণীতে শ্বেত পদ্ম, কামদেবের বাণের শাণ দিবার প্রস্তর ও সন্ধ্যাঙ্গনাদিগের খেলিবার কন্দুক শরৎকালের চন্দ্রবিম্বরূপে এই আকাশে উঠিয়াছে। হে পদ্মলোচনে তাহাকে দেখ। ৪৫।

ইন্দুমিন্দুমুখি লোকয় লোকস্তানুভানুভিরমুম্পরিতপ্তং।
বীজিতুং রজনিহস্তগৃহীতস্তালবৃন্তমিব নালবিহীনং। ৪৬ ॥

হে চন্দ্রবদনে, সূর্য্যের কিরণদ্বারা পরিতপ্ত লোককে ব্যজন করিবার জন্য রজনীরূপ নারীকর্ত্তৃক গৃহীত নালবিহীন তালবৃন্তের মত প্রতীয়মান চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ৪৬ ॥

ক চন্দ্র: ক কলঙ্কেশ: কথং বা বর্ণ্যতেহধুনা।
এতদাশ্চর্য্যকং মত্বা স্বমনস্তবিচারয়ৎ। ৪৭ ॥

কোথায় অন্ধ (আমার পিতা কর্ত্তৃক অন্ধ বলিয়া বর্ণিত) কবি কোথায় বা এইরূপ চন্দ্র, কেমনেই বা তাহার বর্ণনা সম্ভব হয়। ইহা আশ্চর্য্য মনে করিয়া রাজকুমারী মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ৪৭ ॥

অসংশয়মেতৎ সর্বং ভবেজ্জনককৃত্রিমং
ব্রতভঙ্গো মম স্যাদ্বা তং পশ্যামীত্যমন্যত। ৪৮।

বুঝিতেছি নিশ্চয়ই এ সব আমার পিতার উদ্ভাবিত কৃত্রিম প্রয়োগ; হইল বা আমার ব্রতভঙ্গ, আমি তাহাকে দেখিতে চাই, এইরূপ তিনি মনে করিলেন। ৪৮।

উত্থায় শয্যাতলত: কুতূহলাদ্ ধৃত্বা চ হস্তদ্বয়তস্তির: পটং।
দদর্শ পর্য্যঙ্কতলস্থিতস্ফুটোদয়ঞ্চন্দ্রমসঙ্গ রোহিণীং ॥৪৯॥

শয্যাতল হইতে উত্থিত হইয়া কৌতূহলে মধ্যের যবনিকা অপসারিত করিয়া পর্য্যঙ্কতলে অবস্থিত তাঁহাকে এবং আকাশে উদিত রোহিনীযুক্ত চন্দ্রকে দর্শন করিলেন। ৪৯।

যামিনীপূর্ণতিলকা পশ্যন্তী বিল্হণন্তদা
পঞ্চবাণশরাহত্যা মূর্চ্ছাম্পরামবাপ সা। ৫০।

তখন বিল্হণকে দেখিতে দেখিতে যামিনীপূর্ণতিলকা কামশরে জর্জ্জরিত হইয়া মূর্চ্ছার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ৫০।

ততঃ কবীশ্বরো দৃষ্ট্বা কাণ্ডবস্ত্রোপরি স্থিতং।
বক্তু পূর্বাচলাদুদ্যৎ প্রালেয়াংশুবিজিত্বরং। ৫১॥

তাহার পর কবিশ্রেষ্ঠ যবানকার উপরে অবস্থিত উদয়াচল হইতে উদিত চন্দ্রের পরাজয়কারী রাজকুমারীর মুখ দেখিয়া * * ৫১।

কিমিন্দুঃ কিম্পদ্মঃ কিমু মুকুরবিম্বঃ কিমু মুখং
কিমব্জে কিম্মীনৌ কিমু মদনবাণৌ কিমু দৃশৌ।
খগৌ বা গুচ্ছৌ বা কনককলসৌ বা কিমু কুচৌ
তড়িদ্বা তারা বা কনকলতিকা বা কিমবালা। ৫২॥

(তাহার মুখ দেখিয়া) কবি সংশয় করিলেন, ইহা কি চন্দ্র অথবা পদ্ম, অথবা দর্পণের প্রতিবিম্ব, তাহার চক্ষু দুটি দেখিয়া তাহার সংশয় হইল, ইহারা কি দুটি পদ্ম অথবা দুইটি মীন অথবা কামদেবের দুটি বাণ, তাহার স্তনযুগল দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল, ইহারা কি দুইটি পক্ষী (চক্রবাক) অথবা পুষ্পের দুটি স্তবক অথবা দুইটি হেমকলস, ইনি কোন নারী, আমার ত সংশয় হয়, ইনি বিদ্যুৎ অথবা তারা অথবা কোন সুবর্ণলতা। ৫২॥

নেদং মুখমনঙ্গবিমুক্তশশাঙ্কবিম্বং
নেমৌ স্তনাবমৃতপূরিতহেমকুম্ভৌ।
নৈবালকবলিরিয়ম্মদনাস্ত্রশালা
নৈবেদমক্ষিযুগলং নিগলং হি যূনাং॥ ৫৩॥

ইহা (নায়িকার বদনমণ্ডলকে লক্ষ্য করিয়া) মুখ নহে পরন্তু কলঙ্ক-বিমুক্ত চন্দ্রমণ্ডল, এই দুইটি স্তন নহে সুধায় পরিপূর্ণ দুইটি কনককলস, ইহা তাহার চূর্ণ কুন্তলের রাশি নহে পরন্তু মদনবাণের তূণীর, ইহা তাহার অক্ষিযুগল নহে পরন্তু যুবজনের নিগড়পাশ। ৫৩॥

ধ্বান্তানাম্পটলং সুধাংশুশকলঙ্কোদণ্ডমিন্দীবরে
পত্রঙ্কোকনদস্য কম্বু লতিকে কুম্ভৌ নভঃ সৈকতং।
রম্ভে কাহলিকে সরোজযুগলং সম্ভূয় সর্ব্বং ক্বচিৎ
পঞ্চেষুস্তবদগ্ধমঙ্কুরয়তে ভাবজ্ঞৈর্বিভ্রমৈঃ। ৫৪॥

(নায়িকার কেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কবি এখানে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করিতেছেন) অন্ধকারের সমূহ (কেশরাশি), চন্দ্রখণ্ড (ললাট), ধনু (ভ্রূ), দুইটি পদ্ম (চক্ষু দুইটী), রক্তপদ্মের দল (অধরযুগল), শঙ্খ (গ্রীবা), দুইটি কোমললতা (বাহুযুগল), দুইটি হস্তিকুম্ভ (স্তনদ্বয়), আকাশ (কটিদেশ), সৈকত (জঘন), দুইটি রাম কদলী (উরু), দুইটি পদ্ম (চরণদুইটি)—এই সমস্তকে একত্র সাজাইয়া এই নারী মনোহারী বিলাসবিভ্রমে শিবকর্তৃক দগ্ধ অনঙ্গকে পুনরায় অঙ্কুরিত করিতেছে। ৫৪॥

মনো মে নাথাতঙ্কঠিনকুচযোরন্তরগতং
তদুদ্দর্ষধ্বস্তঃকিমুত বিরহাগ্নৌ নিপতিতং।
তরুণ্যা লাবণ্যামৃতসরসি মগ্নঙ্কিমথবা
চরন্মারশ্চোরঃ কিমু সমহরদ্যৌবনবনে। ৫৫॥

ইহার কঠিন স্তন পাষাণের মধ্যবর্ত্তী আমার মন তাহার ঘর্ষণের ফলে বিরহানলে কি নিপতিত হইল? অথবা আমার মন কি তাঁহার লাবণ্যরূপ অমৃতসরোবরে মগ্ন হইল? অথবা যৌবনবনে চোর কামদেব চতুর্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইল কি। ৫৫॥

আস্তাম্মণ্ডলমৈন্দবং বরতনোর্বক্ত্রশ্রিয়শ্চেৎকথা
কোণে কুত্রচিদাসতাং কুবলয়াণ্যক্ষ্ণোঃ প্রসঙ্গো যদি।
দূরে তিষ্ঠতু বল্লকীকলরবঃ প্রস্তাবনা চেদ্গিরাং
বার্ত্তা চেদবলগ্নকস্য যশসাং ব্যোম্নঃ প্রণামৈ নমঃ। ৫৬॥

এই বরাঙ্গীর মুখসৌন্দর্য্য বর্ণন প্রসঙ্গে চন্দ্রমণ্ডলের কথাই হইতে পারে না। যদি চক্ষু দুইটির উল্লেখ করিতে হয়, নীলপদ্মকে তাহা হইলে এক কোণে লুক্কায়িত থাকিতে হয়। তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গের বীণার মধুর নিক্কণ পরাজিত হইয়া বহুদূরে অবস্থিত হয়। ইহার বিশাল মধ্যদেশের যশের কথা আকাশের বিশালতাকে নমস্কার অর্থাৎ তাহাও ম্লান হইয়া যায়। ৫৬॥

এবং বর্ণয়তি কবৌ তদ্বাক্যামৃতবোধিতা
বালা পশ্চান্মুখী চন্দ্রং দৃষ্ট্বা লজ্জাভরান্বিতা। ৫৭॥

কবি এইরূপ বর্ণনা করিতে থাকিলে তাহার সুধা-মধুর বাক্যে বোধিত হইয়া রাজকুমারী মুখ ফিরিয়া চন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া লজ্জাভরে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ৫৭॥

যদ্যহং লঘুচিত্তেন গচ্ছামীহ তদন্তিকং
স্বীকরোতি ন বা তস্য মনো ন জ্ঞায়তে ময়া। ৫৮॥

যদি আমি চপলতায় তাহার নিকটে যাই আর সে আমাকে স্বীকার না করে—আমি ত তাহার মন এখন জানি না। ৫৮॥

ইত্থঞ্চেতসি সংবিচার্য্য বিমলা সা রাজপুত্রী করাৎ
ত্যক্ত্বা কাণ্ডপটস্তদা নিপতিতা শয্যাতলে মন্মথে।
তূণাদ্বাণততিং বিকৃষ্য সৃজতি জ্ঞাত্বা ক্ব জীবাম্যহং
রক্ষ ত্বঙ্কুরানন্দেতি বচনং শ্রুত্বা কবীশোঽবদৎ। ৫৯॥

এইরূপে মনে নানারূপ তোলপাড় করিয়া সেই সুন্দরী রাজকন্যা হাতে করিয়া যবনিকা সরাইয়া তখনই শয্যাতলে নিপতিত হইলেন। অমনি কামদেব তাঁহার তূণ হইতে বাণরাশি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহা বুঝিয়া হায় বিধাতা! কেমন করিয়া আমি বাঁচি কবি শ্রেষ্ঠ

তুমি আমাকে রক্ষা কর।) রাজকুমারীর এই কথা শুনিয়া কবিশ্রেষ্ঠ বলিতে লাগিলেন। ৫৯ ॥

ইন্দীবরাক্ষি তব তীব্রকটাক্ষবাণপাতব্রণে

বিতরমৌষধমেব মন্যে।

একত্বদাধরসুধারসপানমন্যত্তুঙ্গপীন-

কুচকুঙ্কুমপঙ্কলেপঃ ৬০ ॥

"অয়ি কোমলনয়নে, তোমার তীক্ষ্ণ কটাক্ষবাণের আঘাতে সঞ্জাত ক্ষত দূর করিতে আমি দুইটীকে ঔষধ বলিয়া মনে করি—একটি তোমার অধরসুধার রসপান, অন্যটী তোমার পীনোন্নত পয়োধরের কুঙ্কুমের লেপন। ৬০ ॥

তত্যাজীকরণঞ্চ জ্ঞাত্বা রাজপুত্রী প্রমোদিতা।

উত্থায় মঞ্চাদাগত্য গাঢ়ালিঙ্গনমাতনোৎ। ৬১ ॥

রাজপুত্রী তাঁহার সম্মতি বুঝিতে পারিয়া প্রফুল্লচিত্তে মঞ্চ হইতে উত্থিত হইয়া কবিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ৬১ ॥

ঈষন্মীলিতলোচনা শ্লথসমস্তাঙ্গা শ্রমোদ্বেজিতা

নিশ্বাসপ্রথমা বিরম্বরসনা সন্ত্যক্তকণ্ঠস্বনা।

প্রোদ্ভৎকামজলা কলাসু কুশলা নির্লজ্জয়া কামিনী

কান্তা কালবশাৎ প্রিয়স্য বশগা জাতা রতান্তে ক্ষণং। ৬২ ॥

কামকলাকুশল কামিনী কামবশে সুরতোৎসবের পর ঈষৎ লোচন নিমীলিত করিয়া সমস্ত অঙ্গ শিথিল করিয়া শ্রমের উদ্বেগ প্রকটিত করিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মেখলা রত্নহীন করিয়া মুহুর্মুহু গদ্‌গদ কণ্ঠস্বর ত্যাগ করিতে করিতে সুরতজনিত স্বেদজলে দেহময় আপ্রিত হইয়া লজ্জাকে পূর্ণ মাত্রায় বিসর্জ্জন দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে নায়কের বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়িলেন। ৬২ ॥

ততঃ কদাচিৎ রাজা চ জ্ঞাত্বা পরিজনাৎ স্বয়ং

ঘোটপালকমাহূয় রুষা কলুষিতোঽবদৎ। ৬৩ ॥

তাহার পর কোনক্রমে রাজা পরিজনের মুখে সমস্ত জানিতে পারিয়া ঘোটপালকে আহ্বান করিলেন এবং ক্রোধে অভিভূত হইয়া বলিলেন। ৬৩ ॥

বধ্বা তম্বিল্হণং শীঘ্রং শিরশ্ছেদস্কুরু স্বয়ং

ইতি ত্রিবারমবদৎ শূনাসোঽপি [শূনাং সোঽপি ?]

তমানয়ৎ। ৬৪ ॥

শীঘ্রই সেই বিল্হণকে বাঁধিয়া তাহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা কর। বার বার তিনবার রাজার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল। ঘাতকও তাহাকে বধ্যস্থলে আনিলেন। ৬৪ ॥

গত্বা শ্মশাননিলয়ং বরবিল্হণাখ্যঃ

তত্র প্রবিশ্য সকলাশ্চ দিশো বিলোক্য।

মন্দস্মিতেন সহিতং বচনং বভাষে

সঞ্ছেদয়াশু মম মস্তকমুস্তভাসে॥ ৬৫ ॥

বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া কবিশ্রেষ্ঠ বিল্হণ এদিক ওদিক চারিদিক লক্ষ্য করিয়া মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে বলিলেন 'ঘাতক, তোমার উদ্যত অসি ব্যবহার করিয়া শীঘ্রই আমার মস্তক ছেদন কর'। ৬৫ ॥

কিঙ্কারণং সুকবিরাজ দরস্মিতস্তে

ভীতির্ন কিন্তব ভবিষ্যতি ভীঃ কথং বা।

উৎফুল্ললোচনলসদ্বদনারবিন্দা

দেবী মদীয়হৃদয়ে নিবসত্যজস্রম্। ৬৬ ॥

(ঘাতক বলিতেছে) কবিবর, কি কারণে তুমি ঈষৎ-স্মিতবদনে রহিয়াছ, তোমার কি কোন ভয় নাই। (কবি বলিতেছেন) কেন, কিসের ভয় আমার হইবে ? হৃদয়ে সর্বদা উৎফুল্ললোচনে মুখপদ্ম প্রকাশ করিয়া আমার ইষ্টদেবতা বাস করিতেছেন। ৬৬ ॥

তান্দেবতাং স্মরশসন্মদচারুশোভাং

গণ্ডস্থলবিতয়রাজিতপত্রবল্লীং

উত্তুঙ্গপীনকঠিনস্তনমধ্যসংস্থ-

হারাবলীং গুণবতীং মনসা স্মরামি। ৬৭ ॥

আমি গুণবতী কামবিহ্বলামুখশোভাসমন্বিতা গণ্ডস্থলে চন্দনাদিচর্চা-বিভূষিতা পীনোন্নত কঠিন স্তন যুগলের মধ্যে রম্যহারাভরণা গুণবতী আমার সেই ইষ্ট-দেবতাকে একমনে স্মরণ করিতেছি। ৬৭ ॥

চিন্তয়ামি কিমপি স্মরবক্ত্রস্পন্দনেত্র-

মতিচিত্রবিলেখং

কিংশুকাধরপুটস্পটুতেজোভ্রাজমানবিপুলস্তনভারং ॥ ৬৮ ॥

আমি সেই অনির্বচনীয় দেবতাকে স্মরণ করিতেছি যাঁহার বদন কামবিবশ, পদ্মসদৃশ অতি বিচিত্র ভ্রূলেখ সংবলিত যাঁহার নয়ন, কিংশুক ফুলের মত যাঁহার রক্তবর্ণ অধরপুট, যাহার সারা দেহে তেজের বিকাশ এবং যাঁহার বিপুল স্তনভারে অপূর্ব্ব লাবণ্য। ৬৮ ॥

অদ্যাপি তদ্বিকসিতাম্বুজমধ্যগৌরং

গোরোচনাতিলকভাসুরফালরেখং।

ঈষন্মদালসবিঘূর্ণিতদৃষ্টিপাতং

তস্যা মুখস্মৃতি মনো মম গচ্ছতীদং ॥ ৬৯ ॥১

অদ্যাপি তৎকনককুণ্ডলমৃষ্টগণ্ডং

আস্যং স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।

আন্দোলনশ্রমজলস্ফুটসান্দ্রবিন্দু-

মুক্তাফলপ্রকরবিস্ফুরিতং যুবত্যাঃ ॥ ৭০ ॥২

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
অপ্রাপ্য কিম্পুনরহং যদি গৌরকান্তিং।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি
গাত্রাণি মে প্রতিকরোমি সুশীতলানি ॥ ৭১ ॥৩

অদ্যাপি তাং নববয়শ্রিয়মিন্দুবক্ত্রাং
উত্তুঙ্গপীবরপয়োধরভারখিন্নাং।
সম্পীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্রং
ঔষ্ঠীনমন্মথরসক্ষমলং যথেষ্টং ॥ ৭২ ॥৪

অদ্যাপি তন্মনসি সম্পরিবর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য রোষাৎ
কর্ণোর্পিতঙ্কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥ ৭৩ ॥৫

অদ্যাপি তাঙ্কুটিলকুন্তলকেশপাশাং
উন্নিদ্রতামরসপত্রবিশালনেত্রাং।
উত্তুঙ্গপীবরপয়োধরকুড্মলাঢ্যাং
ধ্যায়ামি চেতসি যথৈব গুরূপদেশম্ ॥ ৭৪ ॥৬

অদ্যাপ্যহং বিকচকুন্দসমানদন্তং
তির্য্যগ্বিবর্ত্তিতবিশালবিলোচনান্তং।
তস্যা মুখং সুবিজিতেন্দু ন বিস্মরামি
চোরক্ষতজ্ঞ ইব সাধুকৃতোপকারং ॥ ৭৫ ॥৭

অদ্যাপ্যহং সরসমঞ্জুলভৃঙ্গনাদং
ঈষৎ স্মরোল্লসিতরাগসুপাণ্ডুগণ্ডং।
পশ্যামি পূর্ণশরদিন্দুসমানকান্তি
তস্যা মুখং বিকচপঙ্কজপত্রনেত্রং ॥ ৭৬ ॥৮

অদ্যাপি তাঙ্কটিতি বক্রিতকন্ধরাগ্রাং
নিক্ষিপ্তপাণিকমলাঞ্চ নিতম্ববিম্বে।
বামাংসপার্শ্বলসদুল্বনকেশপাশাং
পশ্যামি মাম্প্রতি দৃশম্বহুশঃ ক্ষিপন্তীং ॥ ৭৭ ॥৯

অদ্যাপি তামবিগণয্য কৃতাপরাধং
মাম্পাদমূলপতিতং সহসা চলন্তীং।
বস্ত্রাঞ্চলং মম করান্নিজমাকৃষন্তীং
মা মেতি রোষপরুষং বদন্তীং স্মরামি ॥ ৭৮ ॥১০

অদ্যাপ্যহঞ্চলিতচারুনিমীলিতাক্ষং
আস্যং স্মরামি সততং সুরতাবসানে।
তৎকালনিশ্বসিতনিঃসৃতকান্তিকান্তং
প্রস্বেদবিন্দুপতিতম্পতিতং যুবত্যাঃ ॥ ৭৯ ॥১১

অদ্যাপি তাং ময়ি কৃতাগসি দুষ্টভাবাং
ভাষাং লপন্ত্যপি মুহুর্নিগৃহীতবাচং।
বামাং নিরুদ্ধঘনমন্যুসবাষ্পকণ্ঠীং
নিশ্বাসশুষ্কদধরাং রুদতীং স্মরামি ॥ ৮০ ॥১২

অদ্যাপি তাং সমপনীতনিতম্ববস্ত্রাং
শ্যামাঞ্চ সাধ্বসরসাকুলবিহ্বলাঙ্গীং।
একেন পাণিকমলেন পিধায় গুহ্যং
অন্যেন নাভিকুহরন্দধতীং স্মরামি ॥ ৮১ ॥`৩

অদ্যাপি তাং রহসি দর্পণমীক্ষমাণাং
দৃষ্ট্বা স্ফুটম্প্রতিনিধিম্ময়ি পৃষ্ঠলীনে।
পশ্যামি বেপথুমতীঞ্চ বিভ্রমাঞ্চ
লজ্জাকুলাঞ্চ সমুদঞ্চিতমন্মথাঞ্চ ॥ ৮২ ॥১৪

অদ্যাপি তাং সুরভিনির্ভরদন্তভাজং
ধাবন্তমাস্তকমলঞ্চলচঞ্চরীকং।
কিঞ্চিচ্চলল্ললিতকুঞ্চিতবামনেত্রাং
পশ্যামি কেলিকমলেন নিবারয়ন্তীং ॥ ৮৩ ॥১৫

অদ্যাপি তামিত ইতশ্চ পুরশ্চ পশ্চাৎ
অন্তর্বহিঃ পরিতঃ এব পরিভ্রমন্তীং।
পশ্যামি ফুল্লকনকাম্বুজসন্নিভেন
বক্ত্রেণ তির্য্যগপবর্ত্তিতলোচনেন ॥ ৮৪ ॥১৬

অদ্যাপি তাম্ময়ি কপাটসমীপলীনে
মম্মার্গদত্তদৃশমাননদত্তহস্তাং।
মদ্গোত্রচিহ্নিতপদং মৃদুকাকলিভিঃ
কিঞ্চিত্তরঙ্গমনসম্মনসা স্মরামি ॥ ৮৫ ॥১৭

অদ্যাপি তানি মম চেতসি সংস্ফুরন্তি
বিম্বোষ্ঠদেশপরিকীর্ণশুচিস্মিতানি।
পীযুষপূর্ণমধুরাণি তদোত্তরাণি
পশ্যামি মন্মথরসানি মৃদুনি তস্যাঃ ॥ ৮৬ ॥১৮

অদ্যাপি তত্তরলতারকিতাক্ষমাস্যং
আলিপ্তচন্দনরসাহিতলোভমস্যাঃ।
কস্তুরিকাতিলকতারকিতাভিরাম-
গণ্ডস্থলদ্যুতি মুহুর্মনসা স্মরামি ॥ ৮৭ ॥১৯

অদ্যাপি তাঞ্চিরয়িতে ময়ি তন্নিবাসং
রাত্রৌ সমাগতবতীম্পরিবর্ত্তমানাং।
গত্বা স্মিতঞ্চিমপি চঞ্চলিতাং নিষণ্ণাং
সখ্যা সমাগতবতীমধিকং স্মরামি ॥ ৮৮ ॥২০

অদ্যাপি তাঞ্জঘনদর্শনলালসেন
কৃষ্টম্ময়া নিবসনাঞ্চলমেকপার্শ্বাৎ।
পৃষ্ট্বা স্থিতামপি ততো মুহুরাকৃষন্তীং
মন্দাক্ষসঙ্কুচিতনুম্রমুখীং স্মরামি ॥ ৮৯ ॥২১

অদ্যাপি তামনিভৃতক্রমমাগতঞ্চ
মাস্বাবি বীক্ষ্য শয়নে নিমিষেণ সুপ্তাং।
মন্দস্ময়ি স্পৃশতি কণ্টকিতাঙ্গযষ্টিং
উৎফুল্লগণ্ডফলকাম্বহুশ স্মরামি ॥৯০॥২২

অদ্যাপি তাম্প্রথমমেব গতং বিরাগং
নির্ভৎস্য রোষপরুষৈর্বচনৈর্দুর্হর্ষাৎ।
আন্দোলনেন চ নিতম্বসভারবৃত্ত্যা
সঞ্চিন্তয়ামি রতয়ে সুদতীমভিক্ষণং ॥৯১॥২৩

অদ্যাপি তাং সললিতশ্লথকেশপাশাং
ঈষৎসমুন্মিষিতঘূর্ণিতবক্তনেত্রাং।
সুপ্তোত্থিতাং বিদধতীম্মুহুরঙ্গভঙ্গং
পশ্যামি দষ্টমধরমহুশ স্পৃশন্তীং। ৯২। ২৪

অদ্যাপি তাং সুবদনাং বলভৌ নিষণ্ণাং
তদ্দেহসন্নিধিপদে ময়ি দৃষ্টগাত্রে।
বীতোত্তরাম্প্রিয়সখীষু কৃতস্মরাসু
লজ্জাবিলাসহসিতাং হৃদি চিন্তয়ামি॥ ৯৩॥২৫

অদ্যাপি তামনুনয়ত্যপি চাটুপূর্বং
কোপাৎ পরাকৃতমুখীম্ময়ি সাপরাধে।
আলিঙ্গতি স্ম রভসনিস্পুলকাঙ্গযষ্টিং
মা মেতি দুঃসহমিবোক্তবতীং স্মরামি ॥ ৯৪ ॥ ২৬

অদ্যাপি তাং সুশয়িতাঙ্ক্ষণবিপ্রবুদ্ধাং
নিদ্রালসাং হৃদি বহামি কৃতাঙ্গভঙ্গাং।
জৃম্ভাবতীর্ণমুখমারুতগন্ধলুব্ধ-
মুগ্ধভ্রমদ্ভ্রমরবিভ্রমলোলনেত্রাং ॥ ৯৫ ॥ ২৭

অদ্যাপি তাম্ময়ি নিমীলিতচারুনেত্রে
কোঽয়ং বদেত্যভিহিতাং বদতীং সখীভিঃ।
মার্তন বিদ্ম ইতি সস্মিতমুল্লসন্তীম্
উৎফুল্লগণ্ডফলকাং নিতরাং স্মরামি ।। ৯৬ ।২৮

অদ্যাপি তাম্প্রথমসঙ্গমজাতলজ্জাং
বালাং রসেন পতিতে ময়ি মন্দপীঠে।
ফুৎকারকম্পিতশিখাতরলপ্রদীপং
কর্ণোৎপলেন বিনিবারয়তীং স্মরামি ॥ ৯৭ ॥২৯

অদ্যাপি তাঙ্গতিনিরাকৃতরাজহংসীং
ধম্মিল্লনির্জিতকলাপময়ূখভাসাং।
মত্তশ্রিয়া মদচকোরবিলোলনেত্রাং
সঞ্চিন্তয়ামি কলকণ্ঠসমানকণ্ঠাং ।। ৯৮ ॥৩০

অদ্যাপি তান্মদনমন্দিরবৈজয়ন্তীং
অন্তর্গৃহে বিবসনান্ধবতীং নিশান্তে।
অঙ্গৈরনঙ্গবিসরৈর্মম গাঢ়মঙ্গং
আলিঙ্গ্য কেলিশয়নে শয়িতাং স্মরামি ॥ ৯৯॥৩১

অদ্যাপি তামুপবনে পরিচারযুক্তাং
সঞ্চিন্তয়াম্যুপগতাম্মদনোৎসবায়।
মাম্পার্শ্বসন্নিহিতলোকভয়াৎ সশঙ্কং
ব্যাবর্তিতেক্ষণমলংসমপেক্ষমাণাং ।। ১০০॥৪০

অদ্যাপি তানি মৃদুবাক্যসুভাষিতানি
তির্যগ্বিবর্তিনয়নান্তনিরীক্ষণানি।
লীলালসাঞ্চিতগতানি শুচিস্মিতানি
তস্যা স্মরামি মদবিভ্রমচেষ্টিতানি ।। ১০১॥৪১

অদ্যাপি তামলসমীলিতচারুনেত্রাং
লোলস্তনাবলয়বক্রিতিমাবহন্তীং।
বেল্লৎকরোরুকুচযুন্নমিতস্বকর্ণে
কণ্ডূয়নং বিদধতীং হৃদি চিন্তয়ামি ॥ ১০২॥৪২

অদ্যাপি তামুরসিজদ্বয়মুন্নমধ্য
মধ্যে বলিত্রিতয়লক্ষিতরোমরাজিং।
ধ্যায়ামি বেল্লিতভুজাং বিহিতাঙ্গভঙ্গ-
ব্যাজেন নাভিকুহরম্মম দর্শয়ন্তীং ।। ১০৩॥৪৩

অদ্যাপি তাং সুরততাণ্ডবসূত্রধারং
দুর্বারদর্পজঘনগৃনপিতাঙ্গযষ্টিং।
অঙ্গং রবৈঃ সমুপগুহ্য কটিন্দধানাং
কিঞ্চিন্নিমীলনয়নাং মনসা স্মরামি ।। ১০৪॥৪৪

অদ্যাপি মারুতবিধূতলতাবিতানাং
বীণাবিনোদরচনাং মম জীবিতেশাং।
পঙ্কেরুহাষ্টকমলাং শুভবেদিমধ্যাং
ধ্যায়ামি চেতসি সতীস্মরনাভিরামাং ॥১০৫॥৪৫

অদ্যাপি তাং বদনপঙ্কজগন্ধসঙ্গ-
ভ্রম্যদ্দ্বিরেফচয়ঝঙ্কৃতেষু প্রকামং।
ক্লেশাবধূতকরপল্লবহস্ততালিং
সঞ্চিন্তয়ামি ভয়বিহ্বলচারুনেত্রাং ॥১০৬॥৪৬

অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিপীড়িতাঙ্গীং
তন্বীং কুরঙ্গনয়নাং সুরতৈকপাত্রীং।
নানাবিচিত্রকবরীকুসুমাবহন্তীং
শ্যামাম্মরালগমনাং সততং স্মরামি ॥১০৭॥৪৭

অদ্যাপি তিষ্ঠতি দৃশোরিদমুত্তরীয়ং
ধর্তুম্পুনস্তনতটে গলিতম্প্রবৃত্তা।
বাচাংরশম্য নয়নত্রয়ম্মমেতি
কিঞ্চিত্তদা যদকরোৎ স্মিতমায়তাক্ষী ॥১০৮॥৪[illegible]

অদ্যাপি তাং সুবদনাং স্তনভারনম্রাং
শ্যামাক্ষ বামনয়নাং রমণীয়গাত্রীং।
নিদ্রালসামলকনির্জিতষট্পদালিং
সঞ্চিন্তয়ামি সততং স্মরবৈজয়ন্তীং ॥১০৯॥ ৪৯

অদ্যাপি তাং শিখরচারুবলক্ষদন্তৈর-
মুখ্যানি কুন্দমুকুলানি (?) জিতাঞ্চ সাধ্বীং।
সঞ্চিন্তয়ামি সততম্প্রবিলোলচিত্তাং
কামেষু নীরজদৃশং বনজাবতংসাং ॥১১০॥ ৫০

অদ্যাপি তাং কনককঙ্কণভূষিতাগ্র-
হস্তাঞ্চ বক্ত্রকমলেন সুনির্জিতেন্দুং।
লীলাবতীং সুরতখেদনিমীলিতাক্ষীং
ধ্যায়ামি চেতসি মদাকুললালসাঙ্গীং ॥১১১॥৫১

অদ্যাপি তামহমলজ্জিতপূর্বঘৃষ্টে
শয্যাতলে সুশয়িতাম্মনোৎসবায়।
বীণাবতীং বিকচচম্পকপুষ্পনাসাং
ধ্যায়ামি চেতসি সদা নদতীং (?) শুভাঙ্গীং ॥১১২॥৫২

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দনয়নাস্তনুরোমরাজিং।
সুপ্তোত্থিতাং সুরতবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাৎপ্রমাদগলিতামিব চিন্তয়ামি ॥১১৩॥৫৩

অদ্যাপি কোকনদচারুসরেখহস্তাং
তাং শাতকুম্ভকলশস্তনচারুগাত্রীং।
বিম্বাধরীং বিষমবাণনপীড়িতাঙ্গীং
সঞ্চিন্তয়ে হ্যণুকমধ্যতনুপ্রকাশাং ॥১১৪॥৫৪

অদ্যাপি তামুভয়পার্শ্বগহাররম্যাং
বাসন্তিকাকুসুমভাসিতকঞ্চুকাঞ্চ।
রাকাভিরামবিধুমণ্ডলবক্ত্রবক্ত্রাং
লাবণ্যনির্জ্জিতরমাং সততং স্মরামি ॥১১৫॥৫৫

ভবৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি শিরো
মদীয়ং যদি যাতি যাতু।
নীতানি নাশঞ্জনকাত্মজার্থং
দশাননেনাপি দশাননানি ॥১১৬॥

হে খঞ্জননয়নে, তোমার কারণে আমার মস্তকচ্ছেদ হয়, হউক। জনকতনয়া সীতার জন্য দশানন রাবণের দশটী মুখই নাশপ্রাপ্ত হয় নাই কি ? ॥১১৬॥

পঞ্চত্বস্তনুরেতু ভূতনিবহা স্বাংশৈর্মিলন্তু ধ্রুবং
ধাতস্ত্বং শরণং প্রণম্য নিতরাং যাচে
নিবদ্ধাঞ্জলিঃ।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা
তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥১১৭॥

দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হউক, দেহের পঞ্চভূত স্ব স্ব অংশে পঞ্চমহাভূতে মিলিত হউক। হে বিধাতঃ! শরণ্য তোমাকে বারবার নমস্কার করিয়া করপুটে নিবেদন করিতেছি, যেন তাহার ক্রীড়াসরোবরে আমি পদ্ম হইয়া থাকি, তাহার আদর্শে যেন আমি আলোকচ্ছটা হই, তাহার হৃদয়াকাশে যেন আকাশখণ্ড হইয়া বাঁচিয়া থাকি, তাহার সঞ্চরণ-পথে যেন আমি ধরণী হই, তাহার তালবৃন্তে যেন আমি ব্যজনানিলে পরিণত হই ॥১১৭॥

বিল্হণকবিনা রচিতাম্বহুধা শ্রুত্বাহ
রাজচন্দ্রোঽপি।
তামেব রাজকন্যাস্তস্মৈ দত্ত্বাস্ত
সুখমনুভবেতি ॥১১৮॥

বিল্হণ কবি রচিত এই বহুধা প্রস্তুত কাতর আর্ত্তি শুনিয়া রাজশ্রেষ্ঠকেও রাজকুমারীকে কবির হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিতে হইল, সম্প্রতি তোমরা সুখভোগ কর ॥১১৮॥

চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা

পণ্ডিত বিল্‌হণকৃতা

সর্বস্বং গৃহবর্তি কুন্তলপতির্গৃহ্ণাতু তন্মে পুন-
র্ভাণ্ডাগারমখণ্ডমেব হৃদয়ে জাগর্তি সারস্বতম্।
রে ক্ষুদ্রাস্ত্যজত প্রমোদমচিরাদেষ্যন্তি মন্মন্দিরং
হেলান্দোলিতকর্ণতালকরটিস্কন্ধাধিরূঢ়াঃ শ্রিয়ঃ ॥১॥

আমার ঘরে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই কুণ্ডলেশ্বর গ্রহণ করুন, তাহাতে দুঃখ নাই, আমার হৃদয়ের সরস্বতীর অনন্ত ভাণ্ডার জাগ্রত রহিয়াছে।

ওহে নীচ (রাজভৃত্য), এত তোমাদের আনন্দ ত্যাগ কর, শীঘ্রই আমার গৃহে সলীল তালপত্রের মত কর্ণ শোভিত বিরাট হস্তিগণের স্কন্ধে অধিরূঢ় ঐশ্বর্য্য সম্পদ আসিতেছে।

অয়ি কিমনিশং রাজদ্বারে সমুদ্ধুরকন্ধরে
কুবলয়দলস্নিগ্ধে মুগ্ধে বিমুঞ্চসি লোচনে।
অমররমণীলীলাবল্গদ্বিলোচনবাগুরা-
বিষয়পতিতো ন ব্যাবৃত্তিং করিষ্যতি বিল্হণঃ ॥২॥

অয়ি মুগ্ধে, তুমি কেন গ্রীবা বাঁকাইয়া অনবরত তোমার নীল পদ্মের মত সুন্দর লোচনদুটী রাজদ্বারের দিকে ঘুরাইতেছ? জানিও বিল্হণ স্বর্গ-স্ত্রীর সুন্দর নয়ন-জালে নিপতিত হইয়া আর ঘুরিয়া আসিবে না।

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বলসালসাঙ্গীং
মদ্বল্লভাং সমদহংসগতিং স্মরামি ॥৩॥

অদ্যাপি তাং সুরতজন্মযশঃপতাকাং
লম্বালকাং বিরহপাণ্ডুরগণ্ডভিত্তিম্।
সুপ্তাং বিলোলনয়নাং ক্ষণদৃষ্টনষ্টাং
বিদ্যাং প্রমাদগলিতামিব সংস্মরামি ॥৪॥

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নব যৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতাঙ্গীং
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি ॥৫॥

অদ্যাপি তদ্বিকসিতাম্বুজমধ্যগৌরং
গোরোচনাতিলকপাণ্ডুরিতৈকদেশম্।
ঈষন্মদালসবিঘূর্ণিতদৃষ্টিপাতং
কান্তামুখং প্রতিভয়া সহ সংস্মরামি ॥৬॥

অদ্যাপি তাং মকরকেতুশরাতুরাঙ্গী-
মুত্তুঙ্গপীবরঘনস্তনভারখিন্নাম্।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্রং
প্রোন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টম্ ॥৭॥

অদ্যাপি তাং কুটিলকোমলবক্রকেশী-
মুন্নিদ্রতামরসপত্রবিশালনেত্রাম্।
প্রোত্তুঙ্গপীবরকঠোরপয়োধরাগ্রাং
ধ্যায়ামি চেতসি যথৈব গুরূপদেশম্ ॥৮॥

অদ্যাপি তদ্বিকচকুন্দকদম্বদন্তং
তির্যগ্বিবর্তিতবিলোলবিলোচনান্তম্।
তস্যা মুখং ন হি মনাগপি বিস্মরামি
চিত্তে কৃতঘ্ন ইব হন্ত পরোপকারম্ ॥৯॥

অদ্যাপি তৎসরলমঞ্জুলতুঙ্গনাসং
কিং চিন্নদোল্লসিতপাংসুলরক্তগণ্ডম্।
পশ্যামি শারদনিশেন্দুসমানকান্তি
কান্তামুখং বিকচপঙ্কজপত্রনেত্রম্ ॥১০॥

অদ্যাপি তন্মদনকার্মুকভঙ্গুরভ্রু
দন্তদ্যুতিপ্রকরদন্তুরিতাধরৌষ্ঠম্।
কর্ণাবসানবিপুলোজ্জ্বলদন্তপত্রং
তস্যাঃ পুনঃ পুনরপীহ মুখং স্মরামি ॥১১॥

অদ্যাপি তাং ঝগিতি বক্রিতকন্ধরাগ্রাং
হৃষ্টৈকপাণিকমলাং স্বনিতম্ববিম্বে।
কান্তাং স্বপার্শ্বলুলিতোত্থণকেশপাশাং
পশ্যামি সংপ্রতি দৃশো বহুশঃ ক্ষিপন্তীম্ ॥১২॥

অদ্যাপি তামবিগণয্য কৃতাপরাধং
মাং পাদমূলপতিতং সহসা গলন্তীম্।
বস্ত্রাঞ্চলং মম করাল্লিজমাক্ষিপন্তীম্
মা মেতি রোষপরুষং ব্রুবতীং স্মরামি ॥১৩॥

অদ্যাপি তামতিবিশালনিতম্ববিম্বাং
গম্ভীরনাভিকুহরাং তনুমধ্যভাগাম্।
অম্লানকোমলমৃণালসমানবাহুং
লীলালসাং স্থিরগতিং ন হি বিস্মরামি ॥১৪॥

অদ্যাপি তাং মদপনীতনিতম্ববস্ত্রাং
পশ্যামি সাধ্বসরসাকুলবিহ্বলাঙ্গীম্।
একেন গুহ্যনিহিতেন করেণ বাহু-
মন্যেন নাভিকুহরান্মম বারয়ন্তীম্ ॥১৫॥

অদ্যাপি তদ্ঘূর্ণিততারনিমীলিতাক্ষ-
মাস্যং স্মরামি সুতরাং সুরতাবসানে।
তৎকালনিঃশ্বসিতনিহ্নুতকাক্কিকাস্যং
স্বেদোদবিন্দুপরিদন্তুরিতং প্রিয়ায়াঃ ॥১৬॥

অদ্যাপি তাং ময়ি কৃতাগসি পৃষ্ঠভাগাৎ-
সংভাবয়ন্ত্যপি মুহুর্নিগৃহীতবাচম্।
অন্তর্নিরুদ্ধদৃঢ়মন্যুসবাষ্পকণ্ঠাং
নিঃশ্বাসগুম্ফদধরাং রুদতীং স্মরামি ॥১৭॥

অদ্যাপি তাং রহসি দর্পণমীক্ষমাণাং
সংক্রান্তমৎপ্রতিনিভং ময়ি পৃষ্ঠলীনে।
পশ্যামি বেপথুমতীং চ সসংভ্রমাং চ
লজ্জাকুলাং সমদনাং চ সবিভ্রমাং চ ॥১৮॥

অদ্যাপি তাং সুরভিতদ্বর্ণগণ্ডলোভাৎ
ব্যাবৃত্তমাস্যকমলং প্রতি চঞ্চরীকম।
কিং চিচ্চলচ্চকিতকুঞ্চিতবক্রনেত্রং
পশ্যামি কেলিকমলেন নিবারয়ন্তীম্ ॥১৯॥

অদ্যাপি তামিত ইতঃ পুরতশ্চ পশ্চা-
দন্তর্বহিশ্চ সকলে চ পরিভ্রমন্তীম্।
পশ্যামি ফুল্লকমলাম্বুজসংনিভেন
বক্ত্রেণ তির্যগপবর্তিতলোচনেন ॥২০॥

অদ্যাপি তানি মম চেতসি বিস্ফুরন্তি
কর্ণান্তসংগতকটাক্ষনিরীক্ষিতানি।
তস্যাঃ স্মরজ্বরকরাণি মদালসানি
লীলাবিলাসচটুলানি বিলোচনানি ॥২১॥

অদ্যাপি তস্তরলতারতরাক্ষমাস্য-
মালিপ্তচন্দনরসাহিতপাণ্ডুকান্তি।
কস্তুরিকাকুটিলপত্রলতাভিরাম-
গণ্ডস্থলং হৃদি মুহুঃ স্থিরয়ামি তস্যাঃ ॥২২॥

অদ্যাপি তাং ময়ি সমীপকবাটলীনে
মন্মার্গমুক্তদৃশমাননদত্তহস্তাম্।
মৎগোত্রনির্জিতপদং মৃদুকাকলীভিঃ
কিং চিচ্চ গাতুমনসং মনসা স্মরামি ॥২৩॥

অদ্যাপি তানি মম চেতসি বিস্ফুরন্তি।
বিম্বোষ্ঠপৃষ্ঠপরিকীর্ণমুনিঃসৃতানি।
পীযূষপানমধুরাণি সুশীতলানি
বাক্যানি সুন্দরদৃশোঽতিমৃদূনি তস্যাঃ ॥২৪॥

অদ্যাপি তৎকৃতকুচগ্রহমাগ্রহেণ
দন্তৈর্ময়াধরদলে পরিখণ্ড্যমানে।
তস্যা মনাঙ্ মুকুলিতাক্ষমলক্ষ্যমাণ-
সীৎকারগর্ভমসকৃদ্বদনং স্মরামি ॥ ২৫॥

অদ্যাপি তাং কনকপত্রসনাথকর্ণা-
মুত্তুঙ্গকর্কশকুচার্পিততারহারাম্।
কাঞ্চীনিরন্তরবিশালনিতম্ববিম্বা-
মুদ্দামনূপুররণচ্চরণাং স্মরামি ॥২৬॥

অদ্যাপি তাং ভুজলতার্পিতকণ্ঠপাশাং
বক্ষঃস্থলং মম পিধায় পয়োধরাভ্যাম্।
ঈষন্নিমীলিতসলীলবিলোচনান্তাং
পশ্যামি মুগ্ধবদনাং বদনং পিবন্তীম্ ॥ ২৭

অদ্যাপি তানি পরিবর্তিতকন্ধরাণি
কিং চিৎকুচক্রটিতকঞ্চুকজালকানি।
তস্যা ভুজাগ্রললদুজ্জ্বলকুণ্ডলানি
চিত্তে স্ফুরন্তি মম বক্রবিলোকিতানি।২৮॥

অদ্যাপি তৎসপরিবেশশশিপ্রকাশ-
মাস্যং স্মরামি নিজগাত্রবিবর্তনেষু।
উদ্বেল্লদুল্বনকরাঙ্গুলিজালগুল্ফ-
দোঃকন্দলীযুগলমণ্ডলিতং প্রিয়ায়াঃ ॥২৯॥

অদ্যাপি তামনুনয়ন্ত্যপি মধ্যভক্তাং
ব্যাবৃত্য কেলিশয়নে শয়িতাং পরাচীম্।
নিদ্রাবিলামিব কিলাভিমুখীং ভবন্তীং
প্রাতর্ময়ৈব নিহিতৈকভুজাং স্মরামি ॥৩০॥

অদ্যাপি তাং স্মিতমুখীং পুরুষায়িতেষু
লম্বালকাকুলকপোলতলাং স্মরামি।
আন্দোলনোদ্গতমদাকুলবিহ্বলাঙ্গীং
শ্বাসোত্তরং চ নিভৃতং চ মুহুর্মিলন্তীম্ ॥৩১॥

অদ্যাপি তাং ময়ি চিরায়তি কুপ্যমানাং
শয্যাং সমাগতবতীং পরিবেপমানাম্
অগ্রে স্থিতাং কিমপি চঞ্চলিতাং নিষণ্ণাং
মাল্যাম্বুমাগ্রথবতীমধিকং স্মরামি ॥৩২॥

অদ্যাপি তাং সুনিভৃতক্রমমাপতন্তীং
গাত্রাণি বীক্ষ্য সংসৈব নিমেষসুপ্তাম্।
পাদং ময়ি স্পৃশতি কণ্টকিতাঙ্গযষ্টি-
মুৎফুল্লগণ্ডফলকাং বহুশঃ স্মরামি ॥৩৩॥

চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা

অদ্যাপি তাং মুখগতৈররুণৈঃ করাগ্রৈ-
রাপৃচ্ছমানমপি মাং ন বিভাষয়ন্তীম্।
তদ্বাষ্পপূরিতদৃশং বহু নিঃশ্বসন্তীং
চিন্তাকুলাং কিমপি নম্রমুখীং স্মরামি ॥৩৪॥

অদ্যাপি তৎপ্রচলকুণ্ডলঘৃষ্টগণ্ডং
বক্ত্রং স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।
আন্দোলনশ্রমজলস্ফুটসান্দ্রবিন্দু-
মুক্তাফলপ্রকরবিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ ॥৩৫॥

অদ্যাপি মে বরতনোর্মধুরাণি তস্যা
যান্যর্থবন্তি ন চ যানি নিরর্থকানি।
নিদ্রানিমীলিতদৃশো মদমন্থরায়া-
স্তান্যক্ষরাণি হৃদয়ে কিমপি ধ্বনন্তি ॥৩৬॥

অদ্যাপি তন্মনসি সংপরিবর্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ-
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥৩৭॥

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং
পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাম্।
ত্রৈলোক্যরাজ্যমিব তৎক্ষণমাপ্তমস্ত—
দাত্মানমিন্দ্রসদসি স্থিতবৎ স্মরামি ॥৩৮॥

অদ্যাপি তৎসুরতকেলিবিমর্দখেদ—
সঞ্জাতঘর্মকণবিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ।
আপাণ্ডুরং তরলতারনিমীলিতাক্ষং
বক্ত্রং স্মরামি পরিপূর্ণনিশাকরাভম্ ॥৩৯॥

অদ্যাপি তাং মধুরকজ্জললোলনেত্রাং
বেণীপ্রভূতকুসুমাকুলকেশপাশাম্।
সিন্দূরসম্বলিতমৌক্তিকদন্তকান্তিম্
হৈমং বপুর্গুণগণং দধতীং স্মরামি ॥৪০॥

অদ্যাপি তাং গলিতবন্ধনকেশপাশাং
মুক্তাদতীং নবসুধামধুরাঙ্গযষ্টিম্।
পীনোন্নতস্তনযুগোপরিহারকুম্ভো-
মুক্তাফলাং হসিতলোলদৃশং স্মরামি ॥৪১॥

অদ্যাপি তাং ধবলবেশ্মনি দীপ্তরত্ন-
চ্ছায়াময়ূখপটলৈর্দলিতান্ধকারৈঃ।
প্রাপ্তোদয়ে মনসি মন্মথদর্শনেন
লজ্জাবিলাং সবিনয়ামনুচিন্তয়ামি ॥৪২॥

অদ্যাপি তাং বিধুরবহ্নিনিপীড়িতাঙ্গীং
তন্বীং তরঙ্গনয়নাং সুরতৈকপাত্রম্।
নানাবিচিত্রমণিমণ্ডিতমাবহন্তীং
তাং রাজহংসগমনাং সরসাং স্মরামি ॥৪৩॥

অদ্যাপি তাং রতিবিঘূর্ণিতলালসাঙ্গীং
শ্বেতাঙ্গযষ্টিমতিকুঞ্চিতকেশপাশাম্।
শৃঙ্গারবারিকমলাকররাজহংসীং
জন্মান্তরেঽপ্যনুদিনং পরিচিন্তয়ামি ॥৪৪॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং মৃগশাবকাক্ষীং
পীযূষবর্ণকুচকুম্ভযুগং বহন্তীম্।
পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দিবসাবসানে
স্বর্গাপবর্গবররাজ্যসুখং ত্যজামি ॥৪৫॥

অদ্যাপি তাং ক্ষিতিতলে বরকামিনীনা-
মাকারসুন্দরতয়া প্রথমৈকরেখাম
বালাঙ্গনামশরণামনুকম্পনীয়াং
প্রাণাধিকাং ক্ষণমহং ন হি বিস্মরামি ॥৪৬॥

অদ্যাপি তাং ক্ষণবিয়োগবিষোপমেয়াং
সঙ্গে পুনর্বহুতরামমৃতাভিষেকাম।
তাং জীবধারণকরীং মদনাতপত্রাং
কিং ব্রহ্মকেশবহরৈরনুচিন্তয়ামি ॥৪৭॥

অদ্যাপি ধাবতি মনঃ কিমহং করোমি
সার্ধং সখীভিরপি বাসগৃহে স্বকান্তাম।
পশ্যামি কান্তপরিহাসবিচিত্রমত্র
ক্রোড়ান্বিতাং চ সহসা বিজনেঽন্তকালে ॥৪৮॥

অদ্যাপি তাং ন খলু বেশিতবীজযোগা-
স্তোগাঙ্গনাং সুরপতেরনুদৃষ্টলক্ষ্মীম্।
ধাত্রৈব কিং নু জগতীপতিমোহনায়
সৃষ্টাঙ্গনা যুবতিরত্নদিদৃক্ষয়া বা ॥৪৯॥

অদ্যাপি তাং মম মনঃপরিতাপশান্ত্যৈ
চক্ষুর্বিশুদ্ধতটিনীমলসালসাঙ্গীম্।
শ্রীখণ্ডখণ্ডখচিতাচিতগাত্রযষ্টিং
তন্বীং সদা হৃদয়হর্ষনিধিং স্মরামি ॥৫০॥

অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদালসাঙ্গীং
বীভৎসকান্তিজননীমলসালসাঙ্গীম্॥
অঙ্গাঙ্গসঙ্গপরিচুম্বনমোহনায়
সঞ্জীবনৌষধিমিব প্রমদাং স্মরামি ॥৫১॥

অদ্যাপি তৎসুরতকালনিবদ্ধবৈরং
বন্ধপ্রবন্ধপতনস্থিতিশূন্যহস্তম্
দন্তোপপীড়ননখক্ষতরক্তবাহং
লোলং স্মরামি রতিবন্ধননিষ্ঠুরত্বম্ ॥৫২॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনে মধুদিব্যগন্ধাং
লোলাধরাং কৃশতনুং চপলায়তাক্ষীম্।
কাশ্মীরপঙ্কমৃগনাভিকৃতাঙ্গরাগাং
কর্পূরপূগপরিপূর্ণমুখীং স্মরামি ॥ ৫৩॥

অদ্যাপি তাং কনকরৌপ্যকৃতাঙ্গরাগ-
প্রস্বেদবিন্দুবিধুরং বদনং দধানাম্।
শ্রান্তাং স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রাং
তাম্বূলরাগপরিপূর্ণমুখেন্দুবিম্বাম্॥ ৫৪॥

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজপুত্রীং
সংপূর্ণযৌবনবতীং নিশি ঘূর্ণমানাম্।
গন্ধর্বযক্ষসুরকিন্নররাজপুত্রীং
সাক্ষাৎদিবো নিপতিতামিব চিন্তয়ামি ॥৫৫॥

অদ্যাপি নোজ্‌ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
শেষো বিভর্তি ধরণীং খলু মস্তকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুঃসহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥৫৬॥

ইতি চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা পণ্ডিতবিল্হণকৃতা সমাপ্তা।

এই গ্রন্থটি Die Kasmir Recension der Pancacika নামে Dr. W. Solf কর্তৃক 1886 খৃষ্টাব্দে জার্মাণ ভাষায় সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

ভূমিকায় কাশ্মীর দেশীয় চৌরপঞ্চাশৎ বলিতে আমরা এই গ্রন্থকে নির্দিষ্ট করিয়াছি। (সঃ প্রফুল্ল পাল)

বিদ্যাসুন্দর

মধুসূদন কবীন্দ্র বিরচিত

বিদ্যাসুন্দর

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র বিরচিত

—— :•: ——

মধুসূদন কবীন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের ভাষা ও বিষয়বস্তু লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, ইহা রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র পূর্ব্ববর্ত্তী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের রচনা।

এই 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে বেশীর ভাগ ভণিতায় পাই 'কবীন্দ্র', ক্বচিৎ 'কবিচন্দ্র'ও আছে। 'মধুসূদন কবীন্দ্র'— এই নামটি গ্রন্থের ভণিতায় দুই একটি স্থল ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে অম্বিকাচরণ গুপ্ত কবিচন্দ্রের 'কালিকামঙ্গল' কাব্য প্রকাশ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা উহার মুদ্রিত রূপ কোথাও দেখিতে পাই নাই। এই গ্রন্থ আদৌ মুদ্রিত হইয়া সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩৫০ সালের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার কোন প্রবন্ধে বলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পুঁথিশালায় রক্ষিত একটি 'বিদ্যাসুন্দর' পুঁথির পত্রে দুইটি ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা দুইটি এই ;—

(১) ঘটকচক্রবর্ত্তীসুত কৃষ্ণচন্দ্র পদে রত শ্রীযুতঘটকচূড়ামণি।
তাহার অনুজ কহে কালীপদসরোরুহে রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্রনন্দিনী॥

(২) শ্রীযুত কবিচন্দ্রে কহে শুন মহামায়া।
কিসের অভাব যারে কর দয়া॥

এই দুইটি ভণিতার উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত 'বিদ্যাসুন্দর' পুঁথিটির (নং ২৩৮৩) পত্রটিকে অম্বিকাচরণ গুপ্তের বিজ্ঞাপিত কবিচন্দ্রের 'কালিকামঙ্গল' গ্রন্থের অংশবিশেষ বলিয়া মনে করেন।

সুখের বিষয় এই যে, মধুসূদন কবীন্দ্রের কালিকামঙ্গলে অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উল্লিখিত ভণিতাগুলি পাইতেছি। এই হেতু অনুমান করিতে পারি যে, অম্বিকাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত কবিচন্দ্রের কালিকামঙ্গল, অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিদ্যাসুন্দর পুঁথি আর আমাদের সম্পাদিত মধুসূদন কবীন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ এক এবং অভিন্ন।

তবে অম্বিকাচরণ গুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেন কালিকামঙ্গলের গ্রন্থকারের নাম বলিতে 'কবিচন্দ্র' বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সম্পাদিত কালিকামঙ্গলের ভণিতায় স্পষ্টাক্ষরে মধুসূদন এই নাম থাকায় উক্ত গ্রন্থের রচয়িতার নাম 'মধুসূদন' তাঁহার উপাধি 'কবিচন্দ্র' বা 'কবীন্দ্র' বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

(সঃ প্রফুল্ল পাল)

হাটে গিয়া বেসাতি আনিবার জন্য মালিনীর প্রতি সুন্দরের অনুরোধ

কথা মোর শুন মাসী কহিল সুন্দর।
কিনিয়া পূজার সজ্জ আনহ সত্বর॥
এক তঙ্কা লহ মাসী যার তুয়া মতি।
পরিপাটী করি হাট আনহ বেসাতি॥
শুন হে কুমার বর কহিল মালিনী।
কেমনে যাইব হাটে আমি অভাগিনী॥
রাজার বাড়ীতে মোর কুসুম জোগান।
সময়ে না পাল্যে বাপু হারাব পরাণ॥
আমি মালা গাঁথি মাসি না ভাব বিষাদ।
সময়ে আসিয়া দিবে কিসের প্রমাদ॥
মালিনী কহিল বাপু তুমি শিশুমতি।
মাল্যের গাঁথুনি নহে তুমার শকতি॥

হাসিয়া কহিল শিশু শুন মোর কথা।
গাঁথিব পুষ্পের মালা গাহি মন কথা॥
কালকূট কণ্ঠে রহে মন সাপ খেলা।
তেমতি গাঁথনি মোর কুসুমের মালা॥
অবিলম্বে হাট গিয়া আনহ বেসাতি।
কারে কারে দেহ পুষ্প কহ না ঝটিতি॥
দৃঢ় মতি সুন্দরের দেখিয়া মালিনী।
কহিতে লাগিল পূজা করে রাজা রাণী॥
নানা দেব পূজা করে রাজার নন্দন।
অপরূপ পুষ্প মালা করহ রচন॥
শিবপূজা করে বিদ্যা রাজার নন্দিনী।
বুঝিয়া করহ রাজা মাল্যের গাঁথুনী॥
এত বলি হরষিত হৃদয়ে মালিনী।
হাতে তঙ্কা করি হাটে চলিলা মালিনী॥
ভাজায় তঙ্কার মূল্য করিয়া বিচার।
ধূপ দীপ আদি যত কিনে উপহার॥
কিনিঞা পূজার দ্রব্য কিনিল বেসাতি।
ভ্রমণ করিল হাটে হয়ে হৃষ্টমতি॥
তথায় সুন্দর করে মাল্যের গাঁথুনি।
ভুলাব কবীন্দ্র কহে রাজার নন্দিনী॥

সুন্দরের গাঁথুনী মালা লইয়া মালিনীর রাজবাটী গমন

বন্দিয়া সুন্দর নগের বালা।
গাঁথে মনোহর কুসুম মালা॥
অপরূপ রূপ ধরয়ে মাল।
যেমন আপনি গুণ দুলাল॥
রাজারাণী আর তনয়াকুল।
সভার পূজার বান্ধিল ফুল॥
বিদ্যা মনে করি কৌতুক ভার।
বিনি সূতে গাঁথে কুসুমহার॥
কামবাণ হৈতে কুসুম আনি।
রচিল কি মালা নতুন মানি॥
অপরূপ হল কুসুম মাল্যা।
দেখি ভুলিব রাজার বালা॥
ভাবিয়া কালিকা কোমল পায়।
বন্দিল কুসুম সুন্দর রায়॥
হেন কালে আসি মালিনী ঘরে।
উপহার দিল শিশুরে ভরে॥

দেখিয়া সুন্দর কৌতুক মতি।
ঝটিতে বুঝিল কার্য্যের গতি॥
কুসুম দিলেক মালিনী ঘরে।
যারে যে দিবেক বলিল তারে॥
চলিল মালিনী রাজার ঘরে।
একে একে ফুল দিল সভারে॥
শেষেতে বিদ্যার মন্দিরে গিয়া।
কুসুম দিলেক কৌতুক হয়া॥
নিশ্চয় দেবের করণ মূল।
তখনি সুন্দরী দেখয়ে ফুল॥
বিচিত্র দেখিয়া * *
এমন গাঁথুনি কোথা না দেখি॥
কৌতুকে কুসুম রাখিয়া হাতে।
হাসি কহে কথা মালিনী সাতে॥
কালিকা-চরণ ভাবিয়া মনে।
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ সঙ্গীত ভণে॥

মালিনী কর্ত্তৃক বিদ্যার নিকট সুন্দরের পরিচয় কথন

গান্ধার

মোর কথা শুন লো মালিনি।
এতেক বিলম্ব আজু কেনি॥
সভয়ে মালিনী বলিছে ধীরে।
আজি অপরাধ ক্ষম মোরে॥
বিধাতা করিল এক কিনী।
কি করিব আমি অভাগিনী॥
আছয়ে মালঞ্চ অতি দূরে।
আনিতে বিধাতা বেলা করে॥
পুনরপি রাজার নন্দিনী।
কহে শুন শুন লো মালিনী॥
তুমা ঘরে যাইল কোন জন।
মোরে কহ নিশ্চয় কথন॥
করপুটে কহিল মালিনী।
কেহ নাঞি হাম অভাগিনী॥
তুমি ভাল জান আপনি।
কোপে কহে রাজার নন্দিনী॥
মর মাগি না কর বক্ষান।
এ ফুল গাঁথিল কোন জন॥
সত্য যদি নাহি বল মোরে।
বিষম সাঁপন দিব তোরে॥

কহি তবে মালিনী সভয়।
মোর এক ভগিনীতনয়॥
আইল আমায় দেখিবারে।
সে ফুল গাঁথিয়া দিল মোরে॥
শিশু নাহিঁ জানয়ে গাঁথনি।
অপরাধ খেম ঠাকুরাণি॥
বিদ্যা কহে কুতূহল মতি।
কেবা তোর ভগিনীসন্ততি॥
কোন দেশে ছিল এতকাল।
সে কেন গাঁথনি মাল॥
পুনরপি সভয় মালিনী।
কহে শুন রাজার নন্দিনী॥
গগনে হইল অতি বেলা।
সভে মেলি গাঁথিলা মালা॥
ইহাতে না লবে অপরাধ।
[ত্যজ তব] দাসীতে বিষাদ॥
পুনরপি কহে নৃপসুতা।
শুন গো মালিনি মোর কথা॥
বোনিপো যে আইল ঘরে।
কোন মত কি নাম ধরে॥
মালিনী কৌতুক বড় মনে।
যেবা নাম কহিল তখনে॥
বিদ্যা বলে হইয়া হরষিত।
তোর বোলে না যাব প্রতীত॥
সে জন যে কহে তোর তরে।
তাহা আসি কহিবে আমারে॥
ভাল ভাল কহিল মালিনী।
বিদ্যা তারে সিদা দিল আনি॥
অতি সুখ মালিনীর মনে।
নিবেদিল কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে॥

বিদ্যার সুন্দরের পরিচয় জানিবার ইচ্ছা

দয়া কর অধম দেখিয়া—ধ্রু।

বিদ্যার প্রসাদ পায়া চলিল মালিনী।
অসম্ভব সুখ মনে আপনা আপনি॥
উপনীত হইল গিয়া আপন সদনে।
বিদ্যার ভারতী কহে রাজার নন্দনে॥
কুসুমে গাঁথিলে তুমি শুন হে কুমার।
নৃপতি-নন্দিনী বিদ্যা বলে মার মার॥
সভয় ভারতী শুনি হইয়া সদয়া।
পুনরপি কহে মোরে নৃপতিতনয়া॥
কে তোর ঘরে আইল কহ না মালিনি।
এমন করিল কেবা কুসুম গাঁথনি॥
যতেক বলিলা বিদ্যা নিরোধ না মানে।
শেষেতে কহিল বাপু তোমার কথনে॥
শুনিয়া নৃপতিসুতা কহিল আমারে।
বোনিপো তোমার কেবা কিবা নাম ধরে॥
যে নাম তোমার তাহা কহিলাম তাহারে।
শুনিয়া রাজার সুতা প্রত্যয় না করে॥
কহিল আমার তরে শুন গো মালিনি।
তুহিঁ কহিস তাহা প্রত্যয় না মানি॥
সেইজন করে যদি নিজ পরিচয়।
তবে ত মনেতে আমি কহিব নিশ্চয়॥
সুবুদ্ধি বলহ বাপু সুবুদ্ধি আপনে।
তোমারে বীরের সুতা জানিব কেমনে॥
আনন্দ হৃদয় হৈল কৌতুক অন্তর॥
কহিতে লাগিল মাসি শুন মোর কথা।
যেই মতে জানে মোরে নৃপতির সুতা॥
করিব তেমন কাজ কহিনু নিশ্চয়॥
মনোহর পাত্র আমি দিব পরিচয়॥
ভাল ভাল বলি সায় দিলেক মালিনী।
কোন মতে গেল তবে দিবস রজনী॥
মালিনী কৌতুকে গিয়া মালঞ্চ ভিতরে।
কুসুম তুলিয়া আনি দিলেক কুমারে॥
চলিল মালিনী হাটে করিতে বেসাতি।
কুমার করিল রোজ তঙ্কা দিল প্রীতি॥
তাহাতে কৌতুক বড় করয়ে মালিনী।
দশ পাঁচ পোনের * কিনি॥
ইহা দিয়া এক তঙ্কা করে জলপান।
এমন বাসায় রে প্রবাসী পায় প্রাণ॥
এথায় কুমার করে পত্রিকা [লেখন]।
[ঝাঁট] করি লিখ বলে কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

সুন্দর কর্তৃক সাঙ্কেতিক পত্রে আপনার পরিচয় লিখন ও মালিনীর সহযোগে বিদ্যার নিকট প্রেরণ

পঠমঞ্জরীরাগ

বসুনা বসুধা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রান্তে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্॥
নিন্দিত করহ শুন লো রমণি।
জগতে যে জন ধন্য সেই জন আমি॥

সন্তের কুলেতে কিবা অসন্তের কুলে।
বিরাজে সভার মাঝে অতি কুতুহলে॥
তাহার চরণে তুমি শুন নারি বরে।
দ্বিতীয়ে পঞ্চমে আছি জানিবে আমারে॥
লিখন সুন্দর রায় কোমলবদরী।
পুনরপি পত্র লিখে করিয়া চাতুরী॥
রূপ মহিমায় তুমায় প্রশংসে সংসারে।
চিৎরূপ ভেদ কহি জানিবে আমারে॥
যাহাতে পূজিতা তুমি তথি সিন্ধু দিয়া।
জনকের নাম জান সাবধান হয়্যা॥
জাহারে জনত তোমা করয়ে সংসার।
তথি মন্ত দিয়া ছুরি জানিবে আমার॥
জানিবে সঙ্কেত রূপে দিনু পরিচয়।
জগতে পণ্ডিত করি মানে পরাজয়॥
অঙ্গ বঙ্গ মানে জিনিনু কর্ণাট।
কলিঙ্গ তেলেঙ্গ ভঙ্গ বিজয় বিরাট॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশীর পণ্ডিত।
জিনিয়া নগর কাঞ্চী হইলাম উপনীত॥
ইহা পা[ল]ন করে বীরসিংহ মহারায়।
পণ্ডিত কেমন তার জানিব সে ভায়॥
জিনিব তাহার সভা বড় আছে মনে।
আমারে কামিনী তুমি জানিবে কেমনে॥
লিখিল সুন্দররায় ভাবিয়া কালিকা।
বিদ্যার মনের সাধে বান্ধিল পত্রিকা॥
রতন অঙ্গুরী থুয়্যা কুসুমের মাঝে।
বান্ধিল মঞ্জুল ফুল সুখে যুবরাজে॥
হেনকালে হাট করি আইল মালিনী।
কুমার কহিল মাসি শুন মোর বাণী॥
কালি যে চাহিল বিদ্যা মোর পরিচয়।
লিখুনু পত্রিকা তবে উচিত যে হয়॥
যাচহু পুষ্পের মালা যারে যে উচিত।
বুঝিয়া জোগয়ে যেন নহে বিপরীত॥
ভাল ভাল করি উঠে মালিনী সত্বর।
অগোচরে রাখে পত্র কুসুম ভিতর॥
সহসা স্বভাবে গিয়া দিলেক যোগান।
ওথায় বিদ্যার দহে তনু পঞ্চবাণ॥
তখনি মালিনী তথি হল্য উপনীত।
আস্য আস্য বলি বিদ্যা ডাকিল ত্বরিত॥
ধন্তরে সুন্দররায় কি কব কথন।
যাহার প্রসাদে দেহ হইল মালিনী এমন॥
মালিনী কুসুম দিয়া পত্র দিল হাতে।
অবিলম্বে পড়ে পত্র সখীগণ সাথে॥

ভাবিয়া কৌতুক মনে শঙ্কর শঙ্করী।
নয়নে পড়িয়া পত্র বুঝিল চাতুরী॥
সুন্দরী সুন্দর রূপে কহে যত নর।
চিহ্ন ভেদে নাম তার জানিল সুন্দর॥
গুণেতে পূজিত লোকে সিন্ধু দিয়া তায়।
জানিলা জনক নাম গুণসিন্ধু রায়॥
বামায় রতন বামা যতনের হেতু।
রতনাবতী পুরী জান * *॥
পড়িয়া পত্রিকা বামা হরিষ অন্তরে।
স্মরশরে জরজর দহে কলেবরে॥
মোহিত রাজার বালা বলে মালিনিরে।
কেমনে কবীন্দ্র কহে দেখাবে তাহারে॥

মালিনীর প্রতি বিদ্যার বিনয়

কল্যাণরাগ

মালিনি সার যুক্তি বলহ আমারে।
কেমন পুরুষবর কোন দেশে ঘরে॥
রাখিয়াছ কেমন প্রকারে॥

কিবা রূপ গুণ ধরে কেমনে দেখিব তারে
কিবা কহে কাহার নন্দনে।
কেমন বয়েস তার কহ গো মালিনি সার
এতাসে আইল্যা কি কারণে॥
এত যদি কহে ধনী সকাতর করিয়া বাণী
মালিনী হাসয়ে মনে মনে।
ছল করি কহে কথা শুন গো রাজার সুতা
কিবা কথা কহ মোর সনে॥
ছলতা রাখিয়া দূরে কহিনু তোমার তরে
মোর আইল ভগ্নী-নন্দন।
এই হাতে এমন বাণী কহ কিবা মনে মানি
ভয় ভয় করে মোর মন॥
ওথা ঘন দিয়া শান বাণ মারে পঞ্চবাণ
জরজর বিদ্যার অন্তর।
পুনরপি বলে ধনী বল গো সদয়া বাণী
ছল মোরে না কর না কর॥
শুনিয়া বিদ্যার বাণী মালিনী কৌতুক মানি
পুনরপি করে সম্ভাষণ।
যেই যে পড়িলে পাঁতি ইহাতে কি জানিলে মতি
কিবা নাম কাহার নন্দন॥

পুন কহে নৃপসুতা শুন গো মালিনি কথা
পাছে পাব তাহার বিচার।
কহি গো তোমার ঠাঞি তার কি দেখিতে পাই
যুক্তি মোরে বল তাহার॥
মালিনী কহিল কথা শুন গো রাজার সুতা
কোন মতে দেখিবে তাহারে।
কেমন সাহস করি আনিব তোমার পুরী
পাছে গো প্রমাদ পড়ে মোরে॥
শুনিয়া মালিনী বাণী রাজার নন্দিনী ধনী
পুন কহে শুন গো মালিনি।
কালীপদসরোরুহে শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে
রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্রনন্দিনি॥

স্নানছলে সরোবরে সুন্দরকে দেখিবার জন্য বিদ্যার প্রস্তাব

গান্ধার রাগ।

শুন শুন শুন গো মালিনি।
প্রমাদ পড়িব ইথে কেনি॥
হেথা কেন আসিব কুমার।
আর কথা শুন গো আমার॥
আছয়ে বাপার সরোবর।
সজল জলদ মনোহর॥
যত যত সখীগণ মেলি।
স্নান ছলে যাব কুতূহলী॥
সেই জন যাইব তথায়।
যেমতে দেখিব তথায়॥
ঝাট গিয়া দেহ সমাচার।
যেন যায় তথায় কুমার॥
অনুমতি দিলে কমলিনী।
হরষিত রাজার নন্দিনী॥
উপনীত মালিনী ভবনে।
কহিলেক রাজার নন্দনে॥
শুনি মনে কুতূহল তার।
ভাল ভাল কহিল কুমার॥
সমাচার দেহ গিয়া তারে।
পুনরপি কহিবে আমারে॥
তবে আমি করিব গমন।
দেখিব দুহারে দুইজন॥
মালিনী চলিল কুতূহলে।
বিদ্যারে সকল আয়্যা বলে॥

শুনি ধনী উঠিল সত্বরে।
চলিল সঙ্কেত সরোবরে॥
কৌতুকে চলিল সখীগণ।
মাঝে চলে রমণীরতন॥
নিবেদয়ে কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে।
যাবে কেহ যেন নাহি জানে॥

স্নানছলে সরোবরে বিদ্যাসুন্দরের সাক্ষাৎ

পয়ার

আজি কত শুভ দিন দেখিব কানুরে। ধুয়া
বীরসিংহ রায় দত্ত দিব্য সরোবরে।
চলেরে রাজার বালা স্নান করিবারে॥
কৌতুকে তাহার সঙ্গে চলে সখীগণ।
পরিল মঙ্গল বস্ত্র মঙ্গল ভূষণ॥
আগে মাঝে সখীগণ মাঝেতে পদ্মিনী।
মনোহর রূপবতী কুঞ্জরগামিনী॥
রুনু ঝুনু করে পদে মঞ্জুল মঞ্জীরে।
শুভক্ষণে হইল ধনী বাটীর বাহিরে॥
ঘন রুনু ঝুনু বাজে কটিতে কিঙ্কিণী।
কেমন গুণি তাহা করিল গাঁথনি॥
রণে ধনুগুণ পাছে ছিণ্ডে হইল মানি।
• • • •
কুচযুগ শোভা করে গলে মণিহার।
সুন্দরী সুন্দরী মনে করিয়া বিচার॥
হাসি হাসি মুখশশী করে ঝলমল।
শ্রবণ-যুগলে দোলে রতন কুণ্ডল॥
উপনীত হইবে সঙ্কেত সরোবরে।
তথায় মালিনা বলে কুমারের তরে॥
আইল নৃপতিসুতা শুন হে সুন্দর।
স্নান করিবার ছলে চলে সরোবর॥
সেই মতে চলেরে রাজার যুবরাজ।
মালিনী চলিল সাথে সাধিবারে কাজ॥
দোহারে দোহার ঠাঞি দিব পরিচয়।
চারিদিকে চাহে বামা হইয়া সভয়॥
সেই সরোবরে গিয়া হইল উপনীত।
দেখিয়া দুহারে দোহে হরিলেক চিত॥
মালিনী দুহার ঠাঞি দিল পরিচয়।
রাজার তনয়া [আর] এই ভগ্না-তনয়॥
দেখিয়া দুহারে তবে দোহে করে মনে।
কেমনে মিলিব কহে কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে॥

বিদ্যা ও সুন্দর পরস্পরের রূপে মুগ্ধ

পয়ার

বড় অপরূপ দেখি নমি কাতরে ধুয়া
দেখি সুন্দর রায় রাজার নন্দিনী।
বিধির যুবতিপ্রধান হেন মনে গণি॥
কোথাহ না দেখি হেন রমণী-রতন।
কেমন রূপেতে বিধি করিল গঠন॥
সহজ রূপেতে মন হরিল রমণী।
বিন্ধিল হৃদয় মোর বঙ্কিম চাহনী॥
কাঞ্চনচর্চ্চিত করি ধরে কলেবর।
অপরূপ কলাবতী রসের সাগর॥
রাজার নন্দিনী মনে ভাবএ তখন।
বিধি মিলায়ল আনি পুরুষরতন॥
নাহিক জগতত্তলে ইহার সমান।
হরিয়া লইল মন নিমিষ প্রমাণ॥
দেখিয়া দোহার রূপ সুন্দরী সুন্দর।
স্মর শরে জর জর হইল অন্তর॥
মনে মনে ভাবে তবে যত সহচরী।
যেমন নাগরবর তেমন নাগরী॥
গড়িল দুহারে তবে কৌতুক অবধি (?)।
ধরিয়া কনক তুল রূপ দিল বিধি॥
এই মতে সখীসঙ্গে বীরসিংহ-বালা।
সরোবর মাঝে সুখে করে নানা খেলা॥
কমলে কমল মাঝে বদন কমল।
জানিতে কারণ তাই ভ্রময় চঞ্চল॥
স্থিরতর হয়্যা আছে কমলকানন।
মধুলোভে আছে কত মধুকরগণ॥
কমল তাহার কিব্যা করিয়া নয়ন।
সঘনে দোহার রূপ করে বিলোকন॥
এমনি করিল স্নান দিব্য সরোবরে।
দগদগী ভাবে ঘন দুহার অন্তরে॥
কহিল কুমার কিসে মোর হরল চিত্ত।
শুন রে কবীন্দ্র কহে রসাল কবিত্ব॥

স্নান করিবার পর বিদ্যাসুন্দরের বিদায় গ্রহণ

কমলবদনী রাজে বদন কমল।
অপরূপ দেখি তথি খঞ্জনযুগল॥
আছুক লাভের কাজ চিত্ত চিরন্তন।
হরিয়া লইল তাই শুন সভাজন॥
রাজার নন্দিনী ধনী সখীর সহিত।
কবিত্ব শুনিয়া হইল চমকিত চিত॥
এহারে সৃজিল বিধি হেন মনে করি।
কামেরে করিয়া ভস্ম রূপ নিল হরি॥
এবলি দুহার মন দহে পঞ্চবাণ।
স্নান করি ঘরে দোহে করিল গমন॥
না দেখি দুঁহারে দোঁহে এমনি বিকলি
চরণ জড়তা হেন গমনের কালি॥
এমনি গদগদ মদনে নাগরি নাগর।
কোনরূপে উপনীত যার যেই ঘর॥
ভগবতী পূজা করি রাজার নন্দন।
জলপান করেরে বিদ্যায় দিয়া মন॥
বিফলা হইল এতা নৃপতির সুতা।
সঘনে কবীন্দ্র কহে কুমারের কথা॥

সুন্দর দর্শনে বিদ্যার মোহ

বসিয়া সখীর সনে রাজার নন্দিনী।
কুমারের রূপ গুণ কহে নিতম্বিনী॥
কিরূপ দেখিনু সখি প্রবল মোহন।
তিলেক দেখিব্যামাত্র দ্রাবিলেক মন।
জিনিয়্যা কুসুম ধনু ভুরু মনোহর।
ঈষৎ হাসনি কিবা বদন সুন্দর॥
গিধিনি জাপিত দেখি শ্রবণযুগল।
অপরূপ তথি দোলে মকর কুণ্ডল॥
বিহগ নায়ক জিনি নাসিকা উজ্জ্বল।
কিব্যা সে দেখিনু সখি নয়ন চঞ্চল॥
পুরুষরতনবর রূপে গুণে মানি।
কমল কানন বন বাহুর বলনি॥
যদি বা মিলায় বিধি পুরুষরতন।
তবে সে মানিব হার বাহুর বন্ধন॥
পুনরপি কহে ধনী হইয়া বিকল।
কিব্যা সে দেখিনু সখি চাচর কুন্তল॥
অপরূপ যুগল কামরূপ খানি।
যুড়িয়া মারিল বাণ বঙ্কিম চাহনি॥
যত যত অঙ্গ ধরে সেই যুবরায়।
যাহাতে নয়ন পড়ে তাহাতে মিলায়॥
বলহ বলহ সখি কি হব উপায়।
কেমনে মিলিব সেই সুনাগর রায়॥
শুনিয়া বিদ্যার কথা কহে সখীগণ।
জগতে রতন তুমি সেই সে রতন॥

সকলে পূজিলে তুমি শিব-নারায়ণী।
রতনে রতন বিধি মিলায় নয়ানি॥
সেই সে তোমার পতি ইথে নাহি আন।
হইবে তাহার তুমি প্রাণের সমান॥
ভাল মিলায়ল আনি শঙ্করী শঙ্কর।
যেমনি নাগরী তুমি তেমন নাগর।
তোমার জনক পণ করিল যেমন।
সেই মত বটে এই রাজার নন্দন।
আনাইয়া বিচার করিয়া দেখ তার তরে।
জিনিয়া করিব বিভা অলক্ষ্য গোচরে॥
জয়পত্র চাহ তুমি মালিনীর স্থানে।
তাহাতে জানিবে ধীর পুরুষরতনে॥
যেমনি সখীর সনে করিয়া যুকতি।
কোনরূপে গোঙাইল সেই দিবারাতি।
প্রভাতে কুসুম লয়্যা আইল মালিনী॥
বসিতে কবীন্দ্র কহে রাজার নন্দিনী।

— —

মালিনীর প্রতি বিদ্যার বিনয়

মানিনী শুনলো কাতর বাত।
সো জগমনোহর পেখিম কমল সাথ॥
কেমনে গঢ়িল তাহা বিধি।
যৈছে রূপ তনু তৈছে লতা গুণ
ভালি রূপগুণ নিধি॥
তাহাতে অধিক মনে তাপ।
কুসুম সরস জর জর অন্তর
দংশিল কালিনী সাপ॥
কহে মধুসূদন রহ ধনি দুইদিন
পহর কি পঞ্চ উপাস॥

নৃপনন্দিনী নিপুণ কহে মালিনীরে।
রাখিয় তোমার ঘরে সেই কুমারে॥
দিগে দিগে যত যত করিল বিজয়।
[লিখে ছত্র] ছত্র তার পত্র সমুদয়॥
শুনিয়া পত্রের কথা শিশু মনে গুণি।
জানিল পণ্ডিত বটে রাজার নন্দিনী॥
ভাল ভাল দিব পত্র [কহিল কুমার]
[মনোমত] মালিনীরে কৈল পুরস্কার।
আনন্দে পূর্ণিত রায় অন্তর বাহিরে।
জয়পত্র যত ছিল দিলেক মালিনীরে॥

* * *

যাহাতে সহসা বিদ্যা হবে চমকিত॥
মালিনী কৌতুক পাতি বান্ধি লয়া চলে।
কুসুম পুঁড় কাখে চলে কুতুহলে॥
উপনীত।
দেখিল তাহারে তথা বড়ই দুখিত॥
পাইয়া অষ্টমী তথি পড়ে সেই ক্ষণে।
তাহার বিস্তার তনু ক্ষীণ দিনে দিনে॥
করে পঞ্চবাণে।
হরি হরি কি বলিব নিঠুর পরাণে॥
মালিনী দেখিয়া রাম কহিল সুগতি।
কালি যে কহিনু তোমা
সত্য [কহ] মালিনী ঝি যে কহ সমাচার।
কেমন রূপেতে আছে কি বলে কুমার॥
তবে জয়পত্র তারে দিলেক মালিনী।
ভক্তি [ভাবে পড়ে] তথা রাজার নন্দিনী॥
শুভক্ষণে দেখে রামা সুন্দর বিজয়।
পড়িল সখীর সাথে বীর পরাজয়॥
পড়িল সকল পাতি নৃপতিনন্দিনী।
জর্জর কামের বাণে ক্ষীণ তনুখানি॥
পুনরপি বলে রামা শুন গো মালিনি।
কহিবে আমার কথা নিগূঢ় কাহিনী॥
মনেতে রাখিবে যেন কেহ নাহি জানে।
সত্যরূপে কথা কহে সখীগণ শুনে॥
নিশ্চয় সাধন মূল দৈবের করণ।
কুমারের সাথে মোর করায় মিলন॥
দেখিয়া তাহার রূপ স্থির নহে প্রাণ।
পঞ্চবাণ মারে বাণ ঘন দিয়া সান॥
তাহ হইতে যাহা বিধি করায় ঘটন।
তুমি সে মিলাবে সেই পুরুষরতন॥
বান্ধিল মনের সাথে জীবন আমার।
মিলন করাহ ঝাট দিব পুরস্কার॥
শুনিল বিদ্যার কথা কহএ মালিনী।
শ্রীযুত কবীন্দ্র কহে রক্ষ নারায়ণি॥

— —

বিদ্যার নিকটে মালিনীর বার্ত্তা কথন

কল্যাণ রাগ

শুন নৃপতির বালা।
সভে মাত্র জানি তোমার সভায় আনি
যোগাই কুসুম মালা॥

আমি অভাগিনী কোন বরাঙ্গিনী
সহজে অবলা জাতি।
যদি রাজা রাণী শুনে এই বাণী
তবে হব উপঘাতি ॥
পুন কহে ধনী শুন গো মালিনি
পুরাণের অনুসারে।
প্রমাণ যে জন হয়ে প্রীত মন
তবে কি থাকিতে পারে ॥
বাণের দুহিতা নহে বিভাহিতা
আছিল বাপের ঘরে।
চিত্রলেখা সখী তার দুঃখ দেখি
চলিলা দ্বারকাপুরে ॥
অনিরুদ্ধ হরি আনিয়া সুন্দরী
মিলন করাল্য তায়।
তেমতি আমারে দেহ কুমারেরে
তাহা বিনু প্রাণ যায় ॥
মালিনী ঝিএ কয় মনে মানি ভয়
না কহ এমনি কথা।
রাজ কোতোয়াল ফিরে যেন কাল
দিবা নিশি একমতা ॥
পথে পথে থানা রাত্রে যাইতে মানা
সহজে কোটাল পশু।
নিমিষ প্রমাণে হারাবে পরাণে
পরের বাছনি শিশু ॥
তবে যদি হয় মনেতে নিশ্চয়
জানহ ভজিব তারে।
কোন মতে আসি সেই পরবাসী
ভেটিব তোমার তরে ॥
বিদ্যা এক মন কহে সেই জন
সকল গুণ যে ধরে।
আমার এখানে আসিব কেমনে
কত বড় কথা তারে ॥
সেহ গুণনিধি ইথে কিব্যা বিধি
কহিয়া পাঠাব তারে।
বুদ্ধে বুদ্ধে ভর দিয়্যা সুনাগর
আসিব আমার ঘরে ॥
কৌতুকে কামিনী ভাল ভাল মানি
চলিল আপন বাসে।
কুমারের তথি [জানায়] তাবধি
রসিক রসিক ভাবে ॥
শুনিয়া সুন্দর কৌতুক অন্তর
ভাল ভাল অনুমতি।
ভাবে মনে মনে মহাকালী [বিনে]
[আমার] নাহিক গতি ॥
অতি কৌতুহলী পূজে মহাকালী
গুণের নন্দন গুণী।
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ করে নিবেদন
রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্রাণী ॥

সুন্দরের দেবী কালিকার পূজা

মঙ্গল রাগ

পূজা করি কুমার সুন্দর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া আদি পূজা করে বেদ বিধি
মহাকালী ভাবে নিরন্তর ॥
সবধি করিয়া মুখে জপ করে নিশা মুখে
এক ভাবে ভাবিয়া ভাবিনী।
জপ সমাপন কালে বর দিতে কুতুহলে
উপনীত হইল নারায়ণী ॥
গলে দোলে মুণ্ডমালা পরিধান বাঘছাল
শ্রুতিযুগে দনুজকুণ্ডল।
কিঙ্কিণীদনুজকরে ক্ষিতি কাঁপে পদভরে
ভয়ানক মস্তক কুণ্ডল ॥
অতি সোম তনু ক্ষীণ কঠোর নয়ন তিন
লহ লহ লম্বিতরসনা।
বর মাগ মন ভাবে মুখে অট্টভাষে
ঘোরতর বিস্তারবদনা ॥
দেখি সুখে মহামায় উরিল্যা সুন্দর রায়
ভূমিতলে করে দণ্ডবৎ।
দেবীর চরণে ধরি প্রাণপণে স্তুতি করি
পুরাণ বিহিত শত শত ॥
ঘটকচক্রবর্ত্তীসুত কৃষ্ণচন্দ্রপদেরত
শ্রীযুতঘটকচূড়ামণি।
তাহার অনুজ কহে কালীপদে সরোরুহে
রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্রনন্দিনী ॥

সুন্দরের সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার নিকট গমন

দেবীর প্রসাদ পায়্যা কুমার সুন্দর।
পূজার আসন তেজি উঠিল সত্বর ॥
পূজার প্রসাদি যত ছিল উপহার।
সহসা কৌতুক মনে করে ফলাহার ॥

সুবাসিত জলে তবে করে আচমন।
মন্ত্রিত করিয়া করে তাম্বুল ভক্ষণ ॥
মনোহর বেশ করে রাজ যুবরাজ।
সহসা মোহিব গিয়া বিদ্যার সমাজ ॥
কবিতাকমলবনে উদয় তরণি।
আইল দ্বিতীয় কাম হেন মনে মানি ॥
বসিয়া কুমার সুখে দিল ফুৎকার।
তাহাতে সুড়ঙ্গ হৈল লোকে চমৎকার ॥
মালিনী ভবনাবধি বিদ্যার ভবনে।
হইল সুড়ঙ্গ ঘোর কেহ নাহি জানে ॥
তাহার ভিতর চলে কুমার সুন্দর।
অলক্ষ্যে বঞ্চিয়া বীরসিংহ নৃপবর ॥
শুভক্ষণে মালিনীরে করিয়া সম্ভাষ।
সফল করিতে চলে বিদেশ প্রবাস ॥
ওথায় সখীর সনে নৃপতিনন্দিনী।
ব্যাকুল হইয়া কহে কুমার কাহিনী ॥
সুন্দর সুন্দর বিনে মনে নাহি আর।
হেনকালে উপনীত হৈল কুমার ॥
তাহারে দেখিয়া মনে নৃপতিনন্দিনী।
অপরূপ নিশি যোগে প্রভাত রজনী ॥
পুরিলে মনের আশা করিলেক পণ।
কেমন পণ্ডিত কবি এই মহাজন ॥
দেখিব ইহার আগে কেমন শকতি।
তবে সে আসন দিব মানিয়া যুবতী ॥
হেনকালে শুন ভাই দৈবের কারণ।
সময় জানিয়া হৈল মেঘের গর্জ্জন ॥
তাহা দেখি মত্ত শিখী শিখিনীর সঙ্গে।
পর্ব্বত উপরে নিত্য করে মহারঙ্গে ॥
শুনিয়া তাহার ধ্বনি অতি মনোহর।
অনঙ্গ পাইল অঙ্গ দুহার অন্তর ॥
ঘন দগদগি বাড়ে রমণীর মনে।
হেনকালে কহে বিদ্যা সখী সম্বোধনে ॥
কি ডাকে কি ডাকে সখি শুনিয়া সুন্দর।
ইঙ্গিতে কবীন্দ্র কহে কবিত্বকুঞ্জর ॥

——

বিদ্যার প্রশ্নে সুন্দরের উক্তি।

অথ শ্লোক—

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
বাদেন গোভৃদ্ভিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ ॥

পাঠমঞ্জরী

জিত হরি কোটি শুন কুরঙ্গনয়নী।
নগে থাকি ঘন ঘন ঘনরব শুনি ॥
ভুজঙ্গ ভোজনে [লাজে] মহামত্ত হয়্যা।
কবিত্ব শুনিঞা বিদ্যা উঠে চমকিয়া ॥
বুঝিতে বিশেষ মতি রাজার নন্দিনী।
সখী সম্বোধনে বলে পুন কিবা শুনি ॥
পুনরপি ইঙ্গিত পাইয়া যুবরাজ।
কবিত্ব করিয়া মোহে১ বিদ্যার সমাজ ॥

শ্লোক—

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
ররাব কান্তে পবনাশনাশঃ ॥

শুন কান্ত পুনরপি মধুরস বাণী।
স্বযোনি ভোজন ধ্বজনি ধ্বনি শুনি ॥
গিরিগওভরে বিম্বু প্রতিবিম্বধারী।
মধুর নিনাদ করে মউর মউরী ॥
পুনরপি কবিত্ব শুনিয়া নৃপসুতা।
বসিতে আসন দিল হয়্যা হরষিতা ॥
পদ প্রক্ষালিতে দিল সুবাসিত জল।
জিজ্ঞাসা করএ তারে করি কিছু ছল ॥
শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে শুনলো রমণি।
আপনায় যত ভ্রম রাখিব আপনি ॥২

——

বিদ্যার সখী কর্ত্তৃক সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা

কল্যাণ রাগ।

কুমারের সনে কথা কহিতে বীরের সুতা
সখীগণে করিল ইঙ্গিত।
যতেক সঙ্কেত তার মাণিক্য রতন হার (৩)
কহে সভে হইয়া আনন্দিত ॥
শুন ওহে পুরুষরতন।
মনোহর ধরা বেশ রূপে গুণে একশেষ (৪)
দেখি তুমা ভুবনমোহন ॥

---

১ (ক) বলে
২ (ক) আপনার মান তুমি রাখহ আপনি
৩ (ক) পুঁথির পাঠ
৪ (ক) অপশেষ

শুনহে গুণের নিধি তোমারে ধরিল বিধি
রূপ নিল হরিয়া (১) কামেরে।
নয়নে জানিয়া শিখী বধিল হইয়া শিখী
মিথ্যা অপরাধ পুরহরে॥
কিবা তুমি মায়াধর গন্ধর্ব কিন্নর নর
দেহ আপনার পরিচয়।
নিবাস কেমন পুরী কিবা কর্ম মনে করি
এতায় আইলে মহাশয়॥
এতায় পালএ প্রজা বীরসিংহ মহারাজা
প্রতাপে যেমন দিনমণি।
দুর্জ্জন কোটাল তার অখণ্ড প্রতাপ যার
ভ্রমে পুরী দিবসরজনী॥
কেমনে বঞ্চিয়া তারে আইলে বিদ্যার ঘরে
সভার ভয় হইল মনে।
যদি জানে মহারাজ সভামধ্যে পাব লাজ
অবশেষে সংশয় জীবনে॥
শুনিয়া সুন্দর রায় সখী সম্বোধনে কয়
শুন শুন শুন গো রমণী।
কালীপদসরোরুহে শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে
রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্রনন্দিনী॥

সুন্দরের পরিচয় জ্ঞাপন

গান্ধার রাগ

শুনলো রমণী ধনি আমার বচন।২
গুণসিন্ধু মহারাজ অতি যশোধন॥
রত্নাবতী পুরী পালে প্রতাপে ত বলি।
রিপু বিনাশিত তার সহায় ভবানী।
সুন্দর আমার নাম তাহার তনয়।
জগতে পণ্ডিত কবি মানে পরাজয়॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ জিনিলু কর্ণাট।
কলিঙ্গ তেলেঙ্গ ভঙ্গ জিনিলু বিরাট॥
জিনিয়া অনেক দেশ আইনু কাঞ্চিপুরী।
বীরসিংহ মহারাজ পণ্ডিত বেহারি॥৩
জিনিব তাহার সভা বড় আছে মনে।
অপরূপ তথি এক শুনিনু শ্রবণে॥
শুনিয়া নয়ানে কর্ণে বড় হইল রণ।
শান্ত করিতে দুহো এথা আগমন॥

জিনিল শ্রবণ মোর হারিল নয়ন।
অবশ্য বিবাদ করি হারে একজন॥
শুনিয়া কহিল সখী (১) শুন মহাশয়।
নয়ন শ্রবণে রণ কি কারণে হয়॥
শুনিয়া বিশেষ কহে কুমার সুন্দর।
বিদ্যার বর্ণনা রূপ রূপক উত্তর॥
কবীন্দ্র মন্ত্রণা বলে শুন যুবরাজ।
সাবধানে কবে কথা শুন মহারাজ॥ ২

সুন্দরের সহিত বিচার করিতে বিদ্যার সম্মতি

পুনরপি কহে সখী বিশেষ কথন।
প্রথমে উদয় মেঘ তেজিয়া গগন॥
অপরূপ তার তলে রবির উদয়।
মাথায় ধরিল চন্দ্র বৃক্ষ সমুদয়॥
দেখিনু তাহার পাছে কামের কামান।
খঞ্জনযুগল তথি মারে পঞ্চবাণ॥
তার মধ্যে তিলফুল লম্বিত সুন্দর।
বান্ধুলি কুসুম জিনি তনু মনোহর॥ (৩)
করি বিনে করি কর আছএ নির্মল।
কমল বিহনে দেখি কমলযুগল॥
পূর্ণিমার দশ চন্দ্র তথি অপরূপ।
শারদ রজনীকর জিনিয়া স্বরূপ॥
লোকমুখে হেন কথা শুনিল সকল।
দেখিতে আইনু হেথা হইয়া বিকল॥
কিছু বা দেখিনু কিছু না দেখি নয়নে।
জিনিল যৌবন বুঝি হারিল নয়নে॥ (৪)

---

১ (ক) বধিঞা
২ (ক) কথন
৩ (খ) দুআরি

১ (ক) তথা
২ (ক) সাবধানে কহে কথা যেন কহে লাজ।
৩ ইহার পর (ক) পুঁ-র পাঠ
সিন্ধুজ সিন্ধুজ বিনে আছএ কৌতুকে।
হেনরূপ [কভু] নাহি শুনি কোন লোকে॥
মৃণাল কমল সাথে কমল বিহনে।
অপরূপ রুচি [তার] দেখি ক্ষণে ক্ষণে॥
কনক রচিত মুখ কনক কলিকা।
সমুদ্রের মাঝে ভাসে মোহন কারিকা॥
লম্বিত তাহার মাঝে মধুকরগণ।
* *
তেজিঞা আপন রাজ্য ভ্রমর সুন্দর।
মধুর বাজনা বাজে শুনি মনোহর॥
৪) জিনিলা যৌবন বুঝিলাঙ অনুমানে

শুনি কুমারের কথা বিদ্যা রসান্বিত।
অনুমতি দিতে ধনী করিল ইঙ্গিত॥
সত্য সত্য বলি সখী করিল উত্তর।
এই কথা সত্য বটে শুনহে নাগর॥
সদয় তুমার যদি দেব জগন্নাথ।
দেখিলে যে কিছু আর দেখিবে পশ্চাত॥
বিদ্যার নয়নে সখী করিল ইঙ্গিত।
বিচার করহ তুমি কুমারী সহিত॥
অবশ্য জিনিব তোমা হেন লয় মন।
জনকের পণ রাখ করিয়া যতন॥
শুনিয়া সখীর কথা রসিক যুবতী।
বিচারে কবীন্দ্র কহে কুমার সংগতি॥

বিদ্যাসুন্দরের বিচার

গান্ধার

করিয়া কুমারের মেলা বিচারে রাজার বালা
নাম ধাতু কারক সমাস।
সাহিত্য কবিত্ব আদি নাটক-নাটিকা বিধি
একে একে করিল প্রকাশ॥
বিচারিল অলঙ্কার স্মৃতিকে করিয়া হার
দরশন বিচার পশ্চাত।
* *
কামকম্প কমলিনী যেন দুই দিনমণি
গন্ডপন্ড কমল কাননে। •
সুন্দর বিদ্যার তরে কদাপি জিনিতে পারে
বিকল কুমার করে মনে॥
এতেক বিচার করি অবলা জিনিতে পারি
অপযশ রহিল যত পুরী।
পরম পণ্ডিত রামা নাহিক সমান সমা
জিনি আমি করিয়া চাতুরী॥
ঘটকচক্রবর্ত্তীসুত কৃষ্ণচন্দ্র পাছে রত
শ্রীযুতঘটকচূড়ামণি।
তাহার অনুজ কহে কালীপদসরোরুহে
রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্রনন্দিনী॥

বিচারে সুন্দর কর্ত্তৃক চাতুরী প্রকাশ

মল্লারসুই

মনে কর রমণী জিনিব বিচারিয়া।
করিয়া চাতুরী রামা যাহ ছাড়াইয়া॥
পরম পণ্ডিত তুমি ইথে নাহি আন।
একমাত্র কথা কহি কর অবধান॥
বিচারিলে ভালি রামা বিচারিলে ভালি।
আজি সে বুঝিব গো তোমার চাতুরালি॥
সবার সুখের নাম আছএ রমণ।
তাহার শকতি কোথা কিরূপ সাধন॥
অপরূপ হই • শুনিল রমণী।
তবে সে বিচারে আমি পরাজয় মানি॥
এতেক শুনিয়া রামা ভাবে মনে মনে।
রমণী সাধন আমি সাধিব কেমনে॥
কহিব কুলটা মোরে বিদগধ রায়।
না জানি কহিলে হারি আপন ইৎসায়॥
হইল দোলায়মানমতি রূপবতী।
নিশ্চয় করিল মনে না সাধিব রতি॥
রাখিয়া আপন মান হারি সেহ ভাল।
আপনা লাগিয়া কেবা কুল করে কাল॥
মিথ্যায় জিনিল মোরে এই দুঃখ মানি।
কপোতের ফান্দে কিবা পড়িল হরিণী॥
কহিতে লাগিল রামা শুন হে পুরুষ।
পড়িনু অনেক পুঁথি বিচার পীযূষ॥
কদাপি রমণ শব্দ শুনি নাঞী কালে।
ইহার শকতি কোথা জানিব কেমনে॥
হাসিয়া কহিল রায় শুন সুনয়নে।
বিচারিয়া যত শক্তি হারিলে রমণে॥
করহ রমণী মোরে জনকের পণে।
যাহাতে হারিলে তাহা শিখ মোর স্থানে॥
শুনিয়া নৃপতি-কথা নৃপতির সুতা।
বিরলে কবীন্দ্র কহে সখীসনে কথা॥

সুন্দরের সহিত বিবাহে বিদ্যার সম্মতি জ্ঞাপন

বিচারে হারিয়া ধনী সখী সঙ্গে কহে বাণী
অগোচরে করিয়া কুমারে
পুরুষ পণ্ডিতবর না দেখি ইহার পর
হারিলাম করিয়া বিচারে॥
কি যুক্তি বলহ মোরে বরিয়া ইহার তরে
রাখি কিবা জনকের পণ।
বাপার গোচর হৈলে কি জানি কাহারে বলে
পাছে ইথে নাহি দেন মন॥
সখীগণ কহে কথা শুন গো রাজার সুতা
এই বরে করহ বরণ।

না জানিব মহারাজ কদাপি না হব লাজ
এই জন ভুবনমোহন ॥
এই যুক্তি মনে মানি আসিয়া সহসা ধনী
কুমারেরে করে নমস্কার।
যত সখীগণ মেলি হয়্যা মহা কুতুহলী
বিবাহের আনে উপহার ॥
পরম আনন্দ মানি নাগর নাগরী ধনী
বিবাহের দিবস বিচারে।
শ্রীযুতকবীন্দ্র বলে শুন ধনী কুতুহলে
এই ক্ষণে বরহ ইহারে ॥

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ

মঙ্গল রাগ

বিচারে বিবাহ দিন রমণীর মনে।
সেই দিন দেখে দিল১ বড় শুভক্ষণে ॥
বিবাহের উপহার আনি দিল সখী।
দেখি সুখী পীযূষভাষিনী চন্দ্রমুখী।২
বৈদিক মানস আজি৩ করিল সুন্দর।
গুপ্তরূপে বাদ্য বাজে অতি মনোহর ॥৪
যত সখীগণ মেলি করএ ব্যঞ্জন।
পুরুষবিদ্বেষী বিদ্যা জানে সর্বজন ॥
রবাবী রবাব ধরে (?) পিনাকী পিনাক।
এত দিনে মানস পাইল পরিপাক ॥
বীণা বেণী মধুর বাজায় কপিনাস।
সফল করএ শিশু বিদেশী প্রবাস ॥
ভবানী ভাবিয়া মনে জানিল আনন্দ।
দেখিঞা কুসুমধনু নাচে মহারন্দ ॥
মনোহর বেশ করে রমণীরমণ।
অঙ্গেতে লেপিল গন্ধ কুমকুম চন্দন ॥
ভাবিয়া কৌতুক মনে শঙ্করী শঙ্কর।
মিলন করএ দুহে নাগরী নাগর ॥
কুমারেরে প্রদক্ষিণ করে সাতবার।
অনল প্রণাম করি করে নমস্কার ॥
চরণে চালিয়া দধি ধরে নৃপবালা।
শুভক্ষণে কুমারের গলে দিল মালা ॥

১ (ক) দুহে
২ (ক) দেখি শুনি প্রীতি বাসে নিল চন্দ্রমুখী
৩ (ক) কাজ
৪ (ক) গুণে রূপে বিদ্যা রাজে অতি মনোহর

তার গলে দিল সখী মাল্য নিরমল।
পুনরপি দুই জনে করিল বদল ॥
অনল প্রণাম করি রমণীর মনে।
আজি হৈতে পতিপত্নী ভাব দুইজনে ॥
ধন্য ধন্য করে তবে যত সখীগণ।
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন ॥
শুভক্ষণে দেখি দোহে দোহার বদন।
কামেরে করিয়া স্তুতি রাজার নন্দন ॥
বামদেব্য গান করে অতি কুতুহলে।১
ভোজন করিল সুখে সুবর্ণের থালে ॥
সুবাসিত জলেতে করিল আচমন।
কৌতুকে বসিয়া করে তাম্বুল ভক্ষণ ॥
শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে শুন রে সুন্দর।
কুসুম শয়ন দিলে করিবে বাসর ॥

বিদ্যার বাসর সজ্জা ও মিলন

গান্ধার

বিদ্যার সহিত অতি আনন্দিত
বিচারয়ে যুবরাজে।
তার সঙ্গে ধনী নূতন কামিনী
কথা নাহি কহে লাজে ॥
জগতে বিদিত সেই সে উচিত
নবীন রমণী মান।
সবে এক দুখ শুন রে রসিক
ধিক জিএ পঞ্চবাণ ॥
সখীগণ মেলি হয়্যা কুতুহলী
বিদ্যার ইঙ্গিত পর।
কুসুম রচিত করে অভিমত
শয়ন সুন্দরতর ॥২
আনন্দিত মন রমণী রমণ৩
শয়নে শয়ন করে।
দুহার মানস পুরিলা বিশেষ
ধন্য ধন্য বিধি তোরে ॥
হাস পরিহাসে বিচার বিশেষে
রজনী বঞ্চিয়া জিএ।
পুষ্প মনোহর মত্ত মধুকর
গন্ধ লয়ে নাহি পিএ ॥

১ (ক) বন্ধন করিল ধনী অতি কুতুহলে
২ (ক) সুন্দরবর
৩ (ক) বসনে

হেন কালে শুন পূর্ব্বদিগারুণ
ঘন পক্ষিরব শুনি।
বিজনে রজনী প্রভাত রজনী
প্রভাতে মালিনী ধনী॥
নব নব প্রেমে মরম মরমে
মধুর মধুর ভাষে।
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ করে নিবেদন
যুবরাজ গেল বাসে॥

বিদ্যার গৃহে সুন্দরের তিন দিন অনুপস্থিতি

মধুর সম্ভাষ করি কুমার সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে যাইল মলিনীর ঘর॥
মালিনী দেখিয়া তারে হাসে মনে মনে।
কহরে কল্যাণ বাছা আছিলে কেমনে॥
কহিল সকল কথা রাজ যুবরাজ।
তোমার প্রসাদে মাসী সিদ্ধ হৈল কাজ॥
অনেক প্রকারে তারে কৈল পুরস্কার।
ধন্য ধন্য মহাশয় রাজার কুমার॥
মানিল হরিষ মনে শিশু থুয়্যা ঘরে।
ঝটিত করিয়া গেল মালঞ্চ ভিতরে॥
কুসুম চয়ন করি আইল সত্বর
অপরূপ মালারে রচিল মনোহর॥১
একে একে জোগান করিল সভাকারে।
সভার পশ্চাতে গেল বিদ্যার মন্দিরে॥
দেখিয়া তাহারে তবে রাজার নন্দিনী।
মধুর ভাষেতে বলে মধুরস বাণী॥২
মালিনী কৌতুকে তারে করে পরিহাস।
এতদিনে বিধাতা পুরিল তব(৩) আশ॥
হাস পরিহাস হৈল বিদ্যার বিহারে।
মালিনীরে দিল বামা অনেক পুরস্কারে॥
মালিনী কহিল শুন এক সমাচার।
তিন রাত্রি এতায়(৪) না আসিব কুমার॥
এতেক বলিয়া তবে চলিল মালিনী।
কুমারেরে কহে গিয়া যতেক কাহিনী॥
বিবাহ করিয়া ঘরে আইল কুমার।
তারপর তিন রাত্রি দেখা নাহি আর॥

তিনমাস সমান গেলরে তিনদিন।১
স্মরশরে জরজর তনু অতি ক্ষীণ॥
তৃতীয়(২) রজনীপর দিবস সুন্দর।
করিল দেবীর পূজা দিয়্যা উপচার॥
দেবীর পূজার যত উপচার লয়্যা।
ফলাহার করে তাহা কৌতুকী হইয়া॥
হেন কুতূহলে দিন গেও য(৩) সুন্দর
সাজের কবীন্দ্র কহে করিবে(৪) বাসর॥

বিদ্যার মানভঙ্গ ও সখীগণ কর্ত্তৃক সুন্দরের প্রসাধন

গান্ধার রাগ

শুন ভাই সরস কথন।
হইল দিনের অন্ত চক্রবাক মনে(৫) দুন্ত
হরসিত রমণী রমণ॥
পূর্ব্বদিগ মনোহর চন্দ্রিমা উদয় করে
দেখি যেন শুক্ল নারেঙ্গ।
হেন মানি পঞ্চবাণ বাণের নিশান শান
করিলেক তিমিরের ভঙ্গ॥
সভে জানে সুধাকর অকলঙ্ক কলেবর
পুণ্ডরীক যেন বিকশিত।
মানিনী হৃদএ মান এখন করএ স্থান
কোপে কিবা হইল লোহিত॥
পদ্মিনী বান্ধব বরি বিপদে মানিল হরি
প্রবেশিল সমুদ্র ভিতর।
নলিনী পাইয়া শোক পরপুরুষের মুখ
না দেখিতে গুপ্ত কলেবর॥
হেন কালে শুন ভায়্যা সুন্দর কৌতুকী হয়্যা
রাজহিত কৈল সাজ।
মনোহর রূপগুণে অতি আনন্দিত মনে
মোহে গিয়া রমণীসমাজ॥
তাহারে দেখিয়া সখী জল দিল চন্দ্রমুখী
সুললিত বসিতে আসন।

---

১ (ক) অপূর্ব্ব মালা বটে মনোহর
২ (ক) মধুর ভাষণ কর মধুরভাষণী।
৩ (ক) তুয়া
৪ (ক) এখানে

১ (ক) অব সম মানিনীরে গেল দিন দিন
২ (ক) দ্বিতীয়
৩ (ক) গেলজ
৪ (ক) করিব
৫ (ক) মরে

দেখা হৈল পতি সনে কৌতুক বিস্তার মনে
ধন্য ধন্য বিধির লিখন ॥
যতনে সংযোগ আনি বন্ধন করিল ধনী
সুখে ‍ ‍ত করায় ভোজন।
আচমন করি শেষে বসিয়া মধুর ভাষে
করে রায় তাম্বুল ভক্ষণ ॥
শয়ন করিল সখী চন্দ্রমুখ চন্দ্রমুখী
তথি দো ‍হ করিল শয়ন।
যত সখীগণ মেলি সেবা করে কুতুহলি
অঙ্গে লেপে কুঙ্কুম চন্দন।
দেখি নাচে পঞ্চবাণ কেহ বা যোগায় পাণ
কোন সখী চামর ঢুলায়।
কেহ দেখি অনিমেষে কেহ করে পরিহাসে
কেহ থাকে চরণ সেবায় ॥
হেন কালে যুবর তেজিয়া যতেক লাজ
সখীগণে করএ ইঙ্গিত।
কালিকামঙ্গল বাণী শুন শুন নৃপমণি
চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র কল্পিত ॥

বিদ্যাসুন্দরের রতি উপচার

সকল সখীবর মাঝে সুন্দরী সুন্দর।
লাজে যত নাগরী ধনী লজ্জিত নাগর ॥
সভার গোচরে রতি মানে বড় লাজ।
সখীরে ডাকিয়া ছলে বলে যুবরাজ ॥
শুনলো শুনলো সখি অপরূপ কথা।
কৌতুকে শয়ন কৈল নৃপতির সুতা ॥
এহার কারণ তোরা না হৈয়ে চিন্তিত।
দেখ দেখি বাহিরে কি দেখি বিপরীত ॥
দেখিনু উদয় ক‍ রক্ত সুধাকর।
লোহিত লোহিত আভা সংসার গোচর ॥
বিপরীত দেখি কেন উজ্জ্বল অরুণ।
উদয় করিল আসি আর কোন জন ॥
এত যদি ইঙ্গিত পাইল সখীগণে।
হাসিয়া চলিল সবে দেখিতে অঙ্গনে ॥
হেনকালে শুন যত রসিক রসিকা।
পঞ্জরে জাগিতে ছিল মন্দিরে সারিকা ॥
আশীষ করেন সখী গমনের প্রতি।
জয়যুক্ত হয়্যা থাক লহ নিশাপতি ॥
চন্দ্রিমা উদয়কালে রক্ত সুধাকর।
সর্ব্বকাল শুভ তনু সংসার গোচর ॥

ধবল কিরণ তাই ধবল কিরণ।
কিবা দেখিবারে সখী করিল গমন ॥
হাসিঞা রমণী কোলে করিল রমণ।
কম্পমান কলেবর নবীন কামিনী ॥
চুম্বন সময়ে দিল বদনে বসন।
ছলায় নিদ্রিত কুচে হস্ত আরোপন ॥
জঘনে জঘন ঘন করিল মিলন।
রমণী না দেই রতি কাতর রমণ ॥
বিনএ সম্ভাষণ করে রাজযুবরাজ।
শুনিয়া বিরলে হাসে সখীর সমাজ ॥
শুন লো রমণী সখি প্রাণের সমান।
বিনি অপরাধে শাস্তি করে পঞ্চবাণ ॥
* * * *
সুধারস বচনে সিঞ্চহ কলেবর ॥
করপুটে মাগি দেহ সুধারস দান।
করিয়া সুরতি দান রাখহ পরাণ ॥
রমণে কাতর দেখি কুরঙ্গনয়নী।
চাহিয়া কবীন্দ্র বলে সকাতর বাণী ॥

সুন্দরের রতি ভিক্ষা

সুহইরাগ

বলো করপুটে নাথ বলো করপুটে।
যুবতীর জীবন প্রাণ তোমার নিকটে ॥
ভাল মন্দ জান তুমি পরম পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ এমন কেন বিপরীত ॥
শুন মোর বাণী ধনী শুন মোর বাণী।
মদন মারিল বাণ দহে তনুখানি ॥
নিষ্ঠুর মদন মোর করিল পীড়িত।
রতিরস দানে কামে কর পরাজিত ॥
কর অবধান নাথ কর অবধান।
নাটক নাটিকা কেন না লহ প্রমাণ ॥
বিকচ কমলে অলি পিএ মকরন্দ।
কলিকা দেখিয়া কেন বাড়িলা আনন্দ ॥
নবীন কামিনি শুন নবীন কামিনি।
ভজিবে কেমন নাম ধর কমলিনি ॥
শুনিয়া তোমার প্রিয়া বচন মাধুরী।
আমি কোন ছার মুনি আপনা পাসরি ॥
শুন প্রাণপ্রিয় নাথ শুন প্রাণপতি।
ঘন ঘন কাঁপে প্রাণ ভঞ্জিয়া ভারতী ॥

কেমনে থাকিব তুয়া রতি বনমাঝে।
হায় কমলিনী হএ তুই মত্ত গজ
শুনলো রমনি ধনি শুন লো রমণি।
এই মতে নাম ধর কুঞ্জরগামিনী॥
সহকার ফুল কেন সহে ভৃঙ্গভার।
বচনে চাতুরী পিও কত কব আর॥
বুঝি পরিণাম নাথ বুঝি পরিণাম।
সখি রসময় কালে করহ বিশ্রাম॥
কলিকা আসিয়ারে ভ্রমর নিত্য দেখে।
কালমতে ফুটে ফুল মধু পিএ সুখে॥
না কর চাতুরী প্রিয়ে না কর চাতুরী।
করিলে পুরুষ বধ হেন মনে করি॥
এত বলি বসন ধরিল যুবরায়।
রহ রহ বলি বামা কিঞ্চিৎ পাছে যায়॥
কিছু নাহি ভায় মনে কিছু নাহি ভায়।
কাতর নয়নে করি প্রভু পানে চায়॥
শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে সাধ কিছু আর।
যবে বাধিলেক সাধে রাজার কুমার॥

সুন্দরের শৃঙ্গারে বিদ্যার বিনয়

করুণা

নিজগুণে কর মোরে দয়া।

তুমি মত্ত হাতী তোমার সুরতি
রতিদান অতিশয়॥
নূতন রমণী ক্ষীণ তনুখানি
দেখ দেখ প্রাণপতি।
তুমি অপণ্ডিত তোমার সহিত
কেমনে সহিব রতি॥
শুন গুণমণি কাতর রমণী
রাজার নন্দিনী বালা।
কমল উপরি মধু পিএ অলি
যুবতী না সহে লীলা॥
শুন প্রাণনাথ করি প্রণিপাত
সদয় হইবে মোরে।
সাগর কুঞ্জর খেলে তার ভর
কুপতি সহিতে পারে॥
কাতর ভারতী শুনিঞা সুমতি
রাজার সন্ততি ছলে।
মধুর সম্ভাষে হাস পরিহাসে
কামিনী করিল কোলে॥
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ করে নিবেদন
শুন শুন যুবরাজ।
দৃঢ় করি মন রহস্য পীড়ন
বিলম্বে নাহিক কাজ॥

বিদ্যাসুন্দরে বিহার আরম্ভ

মল্লার রাগ

অপরূপ কথা শুন রসিকসকল
বিকচ কমলে ভাই উপরে কমল॥
চক্রবাক যুগলেতে যুগল কমল।
খঞ্জন যুগলে ভাই খঞ্জন যুগল॥
তিলফুলে তিলফুল বড় অপরূপ।
এক রবি হৈল দুই নি দ স্বরূপ॥
বান্ধুলীর ফুল শোভে বান্ধুলীর ফুল।
সহাস দেখিএ কেন কুমুদ আকুল॥
মেঘেতে মেঘের ঘটা অপরূপ বড়।
মদন মাতিল বলে সতে হয়্যা দড়॥
কাতর হইয়্যা তবে রমণীরতন।
নিষেধ করিয়ে বাণী বলে ঘন ঘন॥
সমর [রমণ(ক)] সন্ধান বড় জানে যুবরাজ।
সাবধানে যুঝে হাসে রমণীসমাজ॥
সুরত সময় অতি প্রণয় দেখিয়া।
ভঙ্গ দিয়া পঞ্চবাণ যায় পালাইয়া॥
পালাইল মদন জেতিল রতি রণ।
পরাণ পাইল বাসে রমণীরতন॥
শ্রীযুতকবীন্দ্র বলে শুন সর্ব্ব নর।
পুনরপি কব কিছু বিদ্যার বাসর॥

বিদ্যাসুন্দরের বিহার

রাধার অঙ্গের বসনখানি খসিয়া
পড়ে কানায়ের মুরুলির সানে। ধুয়া।

মন্দ মন্দ বহে ঘন বসন্তের বাত।
কোকিল মাতিল বনে কোকিলীর সাত॥
সরসিজে মধুকর মধু বরি বৈসে।
মধুপানে মাতিয়্যা কুঞ্জরে কৌতূহলে॥
মাতিয়া করিল কোলে খঞ্জন খঞ্জনী।
এথায় মাতিল পুন রমণ রমণী॥
রসিক নাগরী ধনী রসিক নাগর।
পুনরপি অপরূপ ধরএ বাসর॥

কর্পূরে তাম্বুলে মুখ করিল পূর্ণিত।
দুহার নয়ানে হৈল দুহার ইঙ্গিত॥
সুধা দরশনে দোহে দেখে দুই মুখ।
আড়ে থাকি সখীগণ দেখএ কৌতুক॥
রসিক নাগর নাগরী করে কোলে।
অপরূপ শৃঙ্গার করএ কৌতুহলে॥
চুম্বন করিয়া করে মধুর ভাষণ।
বাহু পসারিয়া দোঁহে দিল আলিঙ্গন॥
দেখিয়া মদনরাজ করে অতি দম্ভ।
কেশরী করেতে কি রূপিল করিদম্ভ॥
গণিকার বিন্দ যেন গণিক মেদিল।
হরি হরি বল ভাই মদন মাতিল॥
রমণী কাতর হঞা নব নিতম্বিনী।
করপুটে কহি শুন শুন গুণমণি॥
প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ করি নিবেদন।
কুমার কহিল ছলে মধুর ভাষণ॥
দোহে অতি রতিরসে ভুঞ্জে নানাবন্ধ।
শ্রীযুত কবীন্দ্র বলে মদনের ভঙ্গ॥

বিদ্যা ও সুন্দরের অবসাদ

কল্যাণরাগ

কামদেব ভঙ্গ দিল রণে।
বিচ্ছেদ পড়িল দুই জনে॥
রমণ রমণী করি কোলে।
শয়ন করিয়া কৌতুহলে॥
শয়ন বুঝিয় সখীগণে।
মিলে বসি সন্তাস বদনে॥
অজনের কহে সমাচার।
শুন শুন হে কুমার॥
সালিক কহিল যত কথা।
সত্য বটে মা করিহ অন্যথা
শুনিয়া হাসিল দুই জন।
নিদ্রায় জিনিত নয়ন॥
এইরূপে গোঞাইল নিশি।
অরুণ উদয় পূর্ণশশী॥
রতি রসে কুমার সুন্দর।
শ্রমে অতি নিদ্রায় কাতর॥
রমণী ভাবএ মনে মনে।
জাগাইতে যুক্ত সখীগণে॥
* * *
বসিয়া কবীন্দ্র রস ভণে॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক সুন্দরের ছল-নিদ্রা ভঙ্গ

জাগাহ যাউ কালাকে নিকেতনে। ধুয়া
শুন প্রাণপ্রিয় নাথ অভাগিনীর কথা।
খাইতে বলিতে বড় মনে লাগে ব্যথা॥
রহিলে কি জানি পাছে হয় জানাজানি।
কি যুক্তি করিব প্রভু আমি অভাগিনী।
কি জানি প্রভাতে আজি আসিবেন মাতা।
দেখিল প্রমাদ বড় এই মন কথা॥
জনক দুর্জ্জন মোর দুর্জ্জন কোটাল।
কি জানি কি আছে মোর অভাগ্য কপাল॥
উপায় অনুচিত নিদ্রা তেজ কৌতুহলে।
গা তোল গা তোল অভাগিনী বলে॥
ছলেতে বাড়ায় নিদ্রা রাজযুবরাজ।
মানিল দুর্ব্বার ভয় বিদ্যা রসময়ী॥
জাগাতে তাহারে তবে জাগান না যায়।
যুবতীর কোলে থাকি শুনে যুবরাজ॥
রমণী কাতর দেখি দয়াল রমণ।
ছল নিদ্রা তেয়াগিয়া করিল জাগরণ॥
পুনরপি কহে ধনী কুমারের গলে।
অভাগীরে বিস্মৃত না হয়া কোন কালে॥
কহি আশ্বাসিত কথা কুমার সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে পুন চলিল সত্বর॥
উপনীত হৈল গিয়া মালিনীসদনে।
মালিনী কুমারে দেখি হাসে মনে মনে॥
জিজ্ঞাসে কুশল কথা বিস্তার সহিত।
কহিল সকল কথা হয়্যা হরসিত।
প্রেমনি সরস ভাবে রহিল কৌতুকে॥
দিবসের কর্ম্ম যত শুন সর্ব্বলোকে॥
শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে শুন সভাজন।
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন॥

বিদ্যার সহিত সুন্দরের গোপন জীবন যাপন

গান্ধার

গলায় নামের মাল কাঁধে করি বাঘছাল
কুশাসনে করিয়া জড়িত।
কুশের অঙ্গুরী হাতে দণ্ড কমণ্ডল সাথে
পরিধান কৌপীন লোহিত॥
কপালে ভস্মের কোঁটা মাথায় বান্ধিয়া জটা
উত্তরীয় লোহিত বসন।

দিবসেতে যুবরাজ করিল যেমন কাজ
রাত্রি হইলে ভুবনমোহন ॥
প্রভাতে করিয়া স্নান সমাধির পরিধান
রজনী হইতে মাগে বর ।
এইরূপে কৌতূহলে নগরে নগরে বোলে
কামরূপে কুমার সুন্দর ॥
সভাকার অগোচরে যায় মালিনীর ঘরে
লখিতে না পারে কোন জন ।
মধ্যাহ্ন কালেতে কালী পূজে মহা কুতূহলী
উপহাসে করএ ভোজন ॥
সেইরূপে কবিবরে বৈকালে ভ্রমণ করে
পুনরপি নগরে নগরে ।
জয় ভবানীর বলে কৌতুকে সুন্দর খেলে
জানিতে না পারে কোন নরে ॥
অতি আনন্দিত মনে দিবসের অবসানে
নিজ বাসে বসিয়া সুন্দর ।
তথায় যাব কালে সুগন্ধ কুসুম মালে
বেশ করি অতি মনোহর ॥
সুড়ঙ্গের পথে যায় কুমার সুন্দর রায়
বঞ্চিয়া সকল লোকজনে ।
কালীর চরণতলে শ্রীযুতকবীন্দ্র বলে
উপনীত বিদ্যার ভবনে ॥

বিদ্যার মান

বিদ্যার মন্দিরে আইল কুমার সুন্দর ।
বসিতে আসন সখী দিলেক সত্বর ॥
সুবাসিত জলে কৈল পাদ প্রক্ষালন ।
দুহার নয়নে পড়ে দোহার নয়ন ॥
ঈষৎ সহাস দোহে হরিষ অন্তর ।
দুইজনে মগ্ন হৈলা রসের সাগর ॥
রন্ধন করিয়া ধনী করায় ভোজন ।
রতিরসে দুইজনে করিল শয়ন ॥
রজনী বঞ্চিয়া দুহে কুমার সুন্দর ।
প্রভাতে মালিনী ঘরে যাইল সুন্দর ॥
সন্ন্যাসীর বেশে বুলে সকল নগর ।
দিন হ[ই]লে রাত্রি হ[উ]ক মাগে এই বর ॥
এমনি কুমার অতি আনন্দিত মনে ।
সেইরূপে বাস করে প্রতি দিনে দিনে ॥
এমনি কৌতুকে আছে রাজযুবরাজে ।
দিনে দিনে আনন্দিত বিদ্যার সমাজে ॥

একদিন শুন ভাই আসর কথন ।
বিলম্ব করিয্যা আইল রাজার নন্দন ॥
রাজার নন্দিনী অতি হইল মানিনী ।
মৌন করি হেটমুখী মেলিল নয়নী ॥
তেজিল অঙ্গেতে যত ছিল অলঙ্কার ।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল রাজার কুমার ॥
কোপেতে লোহিত হইল বদন সুন্দর ।
উদয়কালেতে যে রকত সুধাকর ॥
কি করিব মনে মনে ভাবএ কুমার ।
শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে কর পরিহার ॥

বিদ্যার মানভঞ্জন

না কর না কর মান শুন গো মানিনি ।
আনন্দে প্রকাশ কর(১) মুখচন্দ্রখানি ॥
মদনে ধরিল বাণ কমলে রচিত ।
লীলায় করিল যে শিবের চমকিত ॥
হেন জন কোপ করে নাহি পরিত্রাণ ।
প্রকাশ বদনচন্দ্র দূর কর মান ॥
হইল চন্দ্রের যদি উদয় প্রবীণ ।
কমলে রচিত বাণ হইল মলিন ॥
তবে কি করিতে পারে কামের পরাণে ।
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা নিবোধ না মানে ॥
পুনরপি যুবরাজ হইয়া দুঃখিত ।
পলাইয়া কবিবর মোহিবারে চিত ॥
তোমার বদনচন্দ্রে আমি সে চকোর ।
নিতান্ত অন্তর ভয় দূর কর মোর ॥
অধরযুগল সুধা রস কর দান ।
হইব পীযূষ পানে অমর সমান ॥
যৌবন সম্পদ যত নহে সনাতন ।
যে জন ধনম লভে তাহার মরণ ॥
ইহা মনে মানি দয়া করো গো মানিনি ।
নিষ্ঠুর মদন দহে ক্ষীণ তনুখানি ॥
শুনিয়া না শুনে কথা নৃপতির সুতা ।
সুন্দর উপায় ভাবে মনে পায়্যা ব্যথা ॥(২)
শুনিব অশিব(৩) কথা ভাবিয়া সুন্দর ।
নাসিকায় কাঠি দিয়া হাচিল সত্বর ॥

১ (ক) তোর
২ (ক) সুন্দর ভাবেন মনে পাইঞা বড় ব্যথা
৩ (ক) ঈষৎ

শুনিয়া না দিল রামা উত্তর মঙ্গল।
তুলিয়া(১) কর্ণেতে দিল মকরকুণ্ডল॥
কুশলে থাকিয়া যদি নৃপতিকুমার।
তবে সে পরিতে পারি যত অলঙ্কার॥
মকরকুণ্ডল কানে দিল হেন মনে।
না সহে বিরহ-দুঃখ সুন্দর পরাণে॥
পুনরপি আর মত করএ চতুর।
পাষাণে হৃদয়ে মান না হইল দূর॥
দুঃখিত হইয়া দোহে রহিল শয়নে।
হেনকালে নৃপতিনন্দিনী করে মনে।
এতেক সাধিল মোরে রাজার নন্দনে।
না কহিনু কোন কথা রাজার নন্দনে॥২
যদি আর একবার কহে প্রাণপতি।
তবে সে পাপিষ্ঠ মান তেজিব ঝটিতি॥
কোন মতে আছে দেখে বঙ্কিমচাহনী।
সুন্দর যেমন ভাবি করে বিলোকনী॥ (৩)
হেনকালে অপরূপ শুন সভাজন। (৪)
দোহার নয়নে পড়ে দোহার নয়ন॥
হাসিয়া বিকল দোহে দূর গেল মান।
রমণীর মনে দুহে করে পরিত্রাণ॥ (৫)
হেন সুখ ভুঞ্জে দোহে (৬) কুমারীকুমার।
বন্দিয়া কবীন্দ্র কহে কত কব আর॥

সখীগণ কর্ত্তৃক বিদ্যার গর্ভসঞ্চারের সংবাদ জ্ঞাপন

এমনি কৌতুক মনে নিবেসএ দুইজনে
সুন্দরী সুন্দর মনোহর।
সুড়ঙ্গের পথে চলে কেলি করে কুতূহলে
লখিতে না পারে কোন নর॥
হেন অতি রতি রসে আছয়ে বিধির বশে
অবহেলে গেল পঞ্চমাসে।
দেখি শুভক্ষণ বেলা শুভ গর্ভে ধরে বালা
দিনে দিনে হইল প্রকাশ॥

১ (ক) শুনিয়া
২ (ক) না কহিল কোন কথা সাহস বদনে
৩ (ক) সুন্দরী এমন ভাবে করে বিলোচনে।
৪ (ক) সর্ব্বজনে
৫ (ক) রমণে রমণী ধনী পাত্র পরিত্রাণ॥
৬ (ক) নিত্য

সকল লক্ষণ লাগে শ্যামল কুচের আগে
নিরবধি আঁখি ঢল ঢল। ১
দিনে দিনে বল টুটে নিরবধি হাই উঠে
সুপাণ্ডুর বদনমণ্ডল॥
কিবা দিবা কিবা রাতি বসন অঞ্চল পাতি
নিরবধি ভুমেতে শয়ন।
গর্ভের লক্ষণ দেখি হইয়া মলিনমুখী
কানাকানি করে সখীগণ॥
ভয় পায়্যা গুরুতর কহে সবে পরস্পর
বল সখি কি হবে উপায়।
বিদ্যার এমন কাজ যদি জানে মহারাজ
সভাই ঠেকিব এই দায়॥
কি করিল হায় হায় পাপিষ্ঠ বিদ্যার কাজ
কলঙ্ক রহিল নৃপবরে।
পুরুষ-বিদ্বেষী-কন্যা সবে করে ধন্যা ধন্যা
হেন জন হেন কর্ম্ম করে।
সখীগণে কহে বাণী অগোচরে শুনে রাণী
তৎকাল আইল সেইখানে।
চুপ চুপ যত সখী ঠারে ঠোরে করে আঁখি
দেখি রাণী বিস্মিত বদনে॥
চমকিয়া কহে রাণী কি করিলে কহ শুনি
সখীগণ হইল চিন্তিত।
প্রতারণা করি তারে সকল বারণ করে
তথি রাণী না যায় প্রতীত॥
পুনরপি কহে রাণী দৈবের করল বাণী
কেন মোরে করহ বঞ্চন।
জোড় করে কহে সখী তোমার কন্যার দেখি
যত কিছু গর্ভের লক্ষণ॥
শুনিয়া সখীর কথা ধাইল বিদ্যার মাতা
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
কালিকামঙ্গল বাণী শুন শুন নৃপমণি
চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র কল্পিত॥

বিদ্যার প্রতি রাণীর তিরস্কার

পয়ার

না জানি কি হইল রাধার কপালে। ধুয়া
বিদ্যার মন্দিরে রাণী হৈল উপনীত।
সেই সব কালীন যত দেখে বিপরীত॥

১ (ক) ভুমেতে শয়ন

প্রবল যৌবন দশা পুরুষ সংহতি।
গর্ব্ভের লক্ষণ দেখি কহে দুঃখমতি॥
শুনলো অভাগী ঝিয়ে ডাকে অভাগিনী
পুরুষ-বিদ্বেষী তুমি রাজার নন্দিনী॥
নিশ্চয় করিয্যা মোরে কয় না কারণ। (১)

এরূপ সংহতি দেখি পুরুষের সাথ।
অধর সুরঙ্গ কেন কুচে নুখাঘাত॥
বিপরীত কেন দেখি কুচেতে শ্যামল।
পাণ্ডুর বরণ কেন বদনমণ্ডল॥
নিরবধি উঠে হাই বিস্মিত বদন।
তেজিয়া পালঙ্ক কেন ভূমেতে শয়ন॥
কি করিলি ছার ঝিএ খালি মোর মাথা।
কা[হা]রে ভজিলি তুমি স্বরূপ কহ কথা॥
শুনিয়া মাএর কথা রাজার নন্দিনী।
গদগদ ভাষে(২) কহে বিস্মিতবদনী॥
না বুঝিয়া এত মোরে করহ লাঞ্ছিত।
কোন মতে কিবা মারে দেখ বিপরীত॥
নিজ নখাঘাত কুচে কুৎসিত শয়নে।
পাণ্ডুর বরণে গন্ধ কুমকুম লেপনে(৩)।
রাউতে নাহিক নিদ্রা মুখে উঠে হাই।
শীতল ভূমেতে শুয্যা সুখে নিদ্রা যাই॥
শ্যামল কুচের আগে বিধির গঠন।
থাকি আমি এইরূপে প্রমাণ সখীগণ॥
শিবের চরণ বিনে মুখ(৪) নাহি জানি।
মিথ্যা অনুযোগ মোরে কর গো জননি॥
রাণী বলে ছার ঝিয্যা নিজের বঞ্চন।
স্বরূপ দেখিনু তোর গর্ব্ভের লক্ষণ॥
হৈয়া কেনা মরিলিনে কুলকলঙ্কিনী।
ধরিনু উদরে কেন আমি অভাগিনী॥
শুনিঞা লাঞ্ছিত কথা রাজার নন্দিনী।
শ্রীযুত কবীন্দ্র কহে শুন কলঙ্কিনি॥

——

বিদ্যার ছল কান্না

প্রতারণা করি নানা ছান্দে।
রাজার নন্দিনী ঘন কান্দে॥
হায় হায় কি করিল বিধি।
একাকিনী জনম অবধি॥
কার সনে নাই কোন কালে।
মা হইয়া হেন বোল বলে॥
কপালে আছিল বিধি অঙ্ক।
তেঞি মোর মিথ্যা কলঙ্ক॥
নষ্টচন্দ্র দেখিলাম আকাশে।
হস্ত দিনু পূর্ণ কলসে॥
দধি অন্ন খাইলাম নিশি।
বিউনি পাতিয়া তথি বসি॥
আলিপনা লিখিলাম জলে।
তেঞি মিথ্যা কলঙ্ক কপালে॥
মাথায় ধরিলাম রাত্রিবাস।
হেন বোলা সঘনে নিশ্বাস॥
নখেতে লিখিলাম ভূমিতলে।
পদে পদ দিনু কুতুহলে।
মিথ্য এ কলঙ্ক করে মায়।
মোরে বলে মরিতে যুয়ায়॥
প্রতারণা শুনিয়া বিস্তার।
দুঃখে রাণী বলে ছার ছার॥
শুন শুন কুলকলঙ্কিণি।
[মিথ্যা কান্না আর কান্দ কেনি॥](১)
খালি তুঞি আপনি আপনা।
মর পাপি ঘুচুক যন্ত্রণা॥
বিস্তার নয়নে বহে ধারা।
মহিষী ছুটিল যেন তারা॥
রাজার গোচরে উপনীত।
ভ্রম জনে হইঞা মূর্চ্ছিত॥
উঠে ধনী নৃপতিশিখর।
জিজ্ঞাসিল হইয্যা তৎপর॥
কেন কেন কহ সমাচার।
কি কারণে এমতি তোমার॥
রাণী কহে অতি দুঃখমনে।
নিবেদয়ে কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে॥

——

রাজার নিকট রাণীর সংবাদ জ্ঞাপন ও রাজার ক্রোধ

কান্দিতে কান্দিতে কহে রাণী।
শুন শুন মহারাজ পাপিনী বিদ্যার কাজ
কি কহব আমি অভাগিনী॥

১ (ক) নিশ্চয় করিঞা মোরে কহ না কথন
২ (ক) হাসে
৩ (ক) চন্দনে
৪ (ক) আর

১ (ক) মিথ্যা কান্দ মা কান্দ কেন

শুন শুন প্রাণনাথ।
থাক তুমি কুতূহলে   কলঙ্ক রাখিলে কুলে
সঙ্গ দেখি পুরুষের সাথ॥
নিবেদন করি তুয়া পায়।
জনমিয়া না মরিল   কুলশীল মজাইল
গর্ব্ভের লক্ষণ দেখি তায়॥
শুনিয়া চমকে মহাবল।
কি করিব হায় হায়   পাপিনী বিভার দায়
কুলশীল মজিল সকল॥
আমাকে করিল বিধি রঙ্ক।
পুরুষবিবেষী যে   হেন কর্ম্ম করে সে
নিষ্কলঙ্কে রাখিল কলঙ্ক॥
হেন দুঃখ পাসরিব কিসে।
আমার নন্দিনী হয়্যা   কুলশীল মজাইয়া
ভজিলেক কেমনে পুরুষে॥
ছার ঝিএ কি করিলি কাজ।
করিয়া অনলকুণ্ড   শুধিব বিধির দণ্ড
তবে সে ঘুচিব মোর লাজ॥
হায় হায় কি কৈল অভাগিনী।
আসিয়া কেমন চোর   কলঙ্ক রাখিল মোর
মরুক পাপিনী কলঙ্কিনী॥
রাণী বলে শুন নৃপরায়।
তোমার বলাই লয়্যা   পাপিনী মরুক গিয়া
কলঙ্ক না রহে (১) বিধ দায়॥
[কোপে কহে নৃপতিনন্দন।
কোটালিঞা গেল সেথা   আনহ তাহারে হেথা
আজি তার বধিব জীবন॥] ২
যতেক অকার্য্য সেই করে।
যদি দেয় চোরে ধরি   তবে পরিত্রাণ করি
নাহি যম তাহার উপরে॥
ক্রোধ করি কোটালেরে ডাকে।
আসিয়া রজনীপতি   মায়া করি করে স্তুতি
ঘোরতর দেখিয়া বিপাকে॥
কোটালেরে কহে মহারাজ।
শ্রীযুক্তকবীন্দ্র গায়   কোপে করে হায় হায়
তুঞি সে করিলি এত লাজ॥

কোটালের প্রতি রাজার তিরস্কার

তুঞি মূঢ় হীন জাত   করিনু রজনীপতি
তেঞি মোর এমনি(১) ব্যবহার।
মধুপানে মত্ত হয়্যা   সুখে নিদ্রা যায় শুয়্যা
রাজ্যের না লয় সমাচার॥
কলঙ্ক রাখিলি তুঞি মোর।
কোথা হেন নাঞি জানি   অকস্মাত কেন শুনি
বিভার মন্দিরে কেন চোর॥
দুই রাণ্ডী কোলে পিঠে   আর রাণ্ডী তাজ ঘোটে
আর বান্দী চামর ঢুলায়।
এইরূপে দিবানিশি   নিজ গৃহে থাক বসি
রাজকর্ম্মে নাহি লাগে দায়॥
হেন দুঃখ উঠে আজি   জীবনে জীবন তেজি
নহে তোর বধিব জীবন।
নহে ধরি দেহ চোর   পরাণ রাখিব তোর
আর যত আছে বন্ধুজন॥
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি   অন্তকাল ভয় মানি
কোটালিয়া বলে করপুটে।
মনে মানে সর্ব্বনাশ   মুখে গদগদ ভাষ
আপন বিক্রম নাহি টুটে॥
না কর না কর রোষ   ক্ষেম সেবকের দোষ
শুনহে রাজার চূড়ামণি॥
দয়া কর(২) লোকনাথ   নিয়ম রজনী সাত
চোরেরে ধরিয়া দিব আনি॥
ভাল ভাল বলে রাজা   পাত্রমিত্র বলে প্রজা
এহার ভিতরে দিবে চোর।
যদি এই নিয়মেরে   না পার আনিতে চোরে
সর্ব্বনাশ হবে তবে তোর॥
ভাল ভাল করি সায়   উঠিল রজনীরায়
পানফুল দিল নৃপবর।
কটক লইয়া সাথে   নানা অস্ত্রশস্ত্র হাতে
চাহি বুলে সকল নগর॥
কৃষ্ণচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব   অরবিন্দ মকরন্দ
রামচন্দ্র অলি পরানন্দ।
তাহার অনুজ কহে   কালীপদসরোরুহে
বিরচিয়া পাঁচালী প্রবন্ধ॥

---

(১) (ক) রব
(২) (ক) পুঁথির অংশ

১ (ক) এমতি
২ (ক) কৃপাকর

চোর সন্ধানে কোটালের বিফলতা

যে করি মা তুমি যে শুন।
পদছায়া দিয়া এবার কিন॥ ধুয়া(১)

তর্জ্জন গর্জ্জন করে দুর্জ্জন কোটাল।
অরুণ নয়ান করে কোপে যেন কাল॥
বলে কোটালিয়া বলে হান হান।
চোরেরে ধরিয়া সভে লহরে পরাণ॥
বাহিনী বহুত কোপে বলে মার মার।
কটকের পদধূলি করে অন্ধকার॥
ধর ধর করি কেহ গোফে দেই তার।
কেহ খাণ্ডা লোফে কেহ লোফে ভার॥(২)
লাফ দিয়া কত সেনা মারে মালসাট।
নগরে নগরে বুলে(৩) কোটালের চাট॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি রাজার তনয়।
কোটালের আগে আগে চলিল সত্বর॥(৪)
সুন্দরের যত মায়া কোটাল না জানে।
না পায় চোরের দেখা ভাবে মনে মনে॥
কোথা আছে দুষ্ট চোর পাইব কোথায়।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে বলে হায় হায়॥
শুনিয়া সুন্দর তাই ভাবে মনে মনে।(৫)
এইরূপে ভ্রমণ করএ প্রতিদিনে॥
সন্ধ্যায় সুন্দর চলে মালিনীর ঘরে।
নিশিযোগে উপনীত বিদ্যার মন্দিরে॥
পরম কৌতুকে দুহে বঞ্চিয়া রজনী।
পুনরপি করে রায় দিনের সাজনী॥
প্রাণপণে দিবানিশি ভ্রমে(৬) কোটালিয়া।
ফাফর হইল সবে চোরে না পাইয়া॥
নিয়ম দিনের ভঙ্গ গেল সাত রাত্তি।
কোটালে ডাকিয়া কোপে কহে নরপতি॥
কি করিলি ওরে বেটা ঘরেতে বসিয়া।
সাত দিন গেল চোরে না দিলি ধরিয়া॥
সবান্ধবে আজি তোর বধিব জীবন।
কলঙ্ক রাখিলি মোর অকথ্য কথন॥

কোটালিয়া বলে রায় কর অবধান।
কি করি দারুণ বিধি দারুণ পাষাণ॥
তোমার নন্দিনী বিদ্যা চোর তার ঘরে।
কেমন সাহসে যাব বিদ্যার মন্দিরে॥
তথায় না গেলে চোর ধরিতে না পারি।
সমুচিত কর রায় নিবেদন করি॥
বীরসিংহ রায় বলে শুনরে কোটাল।
যেমতে পারিস চোরে ধরিতে তৎকাল॥
সেইরূপে চর দিবে অন্তর বাহিরে।
নির্ভয়ে যাইবি তুঞি বিদ্যার মন্দিরে॥
নিয়ম করিল সেটা আর সপ্তরাত্তি।
ইহার ভিতরে দিব চোর ঝটিতি॥
ইহা যদি নহে তবে বধিব জীবন।
এই যে নিশ্চয় তোরে কহিল কথন॥
ভাল ভাল বলিয়া উঠেন কোটালিয়া।
শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে কালিকা ভাবিয়া॥

কোটাল কর্ত্তৃক বিদ্যার মন্দিরে সিন্দুর লেপন

ত্রিপদী

রাগ গান্ধার

কোটালিয়া চোর চাহে নগরে নগরে।
ভ্রমে দলবল সনে দিবানিশি জাগরণে
তথাপি না পায় দুষ্ট চোরে।
যুবরাজ কুতূহলে সন্ন্যাসীর বেশে বুলে
হাট ঘাট সকল রাজার।
দেখিয়া তাহার তরে কোটাল প্রণাম করে
নিবদয়ে নিজ সমাচার।
আশীষ করহ মোরে যেন দেখা হয় চোরে
নহে প্রাণ লয় মহারাজ।
আশীষ করিএ যদি নারায়ণে,রাখ মতি
সুসিদ্ধি হইব তব কাজ।
এত কহি যুবরায় ঈষৎ হাসিয়া যায়
লখিতে না পারে কোটালিয়া।
না পায় চোরের দেখা কেমনে পাইব রক্ষা
মনে মনে ভাবএ বসিঞা।
চলরে সকল ভাইআ বিদ্যার মন্দিরে গিঞা
সিন্দুরে মণ্ডিত করি পুরী।
বসন লাগিব তায় রজকে ঠেকিব দায়
তবে চোর ধরিবারে পারি॥

---

১ (ক) আজি বড় শুভদিন হইল রে ভাই। ধুয়া।
২ (ক) নেজাফলা
৩ (ক) ফিরে
৪ (ক) নির্ভর
৫ (ক) শুনিঞা সুন্দর ভথি হাসে মনে মনে
৬ (ক) ফিরে

এই যুক্তি করি মনে দিবসে আর সনে
বেড়ি গিঞা বিদ্যার নগরী।
কপাট চৌকাট বলকাট গোবরাট
কপালি সিন্দুরময় করি॥
বিদ্যার সকলি ঘরে সিন্দুরে মণ্ডিত করে
যেমতে ধরিতে পারে চোরে।
রাজার নন্দিনী দেখি কোটালে হইল দুঃখী
জঞ্জাল করিস কেন মোরে॥
সেইরূপে কোটালিআ চারিদিগে চোর দিঞা
উদরে নাহিক অন্নপানি।
শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে *
পোহাইল যাবৎ রজনী॥

——

কোটাল কর্ত্তৃক মালিনী নিগ্রহ

পয়ার

দিবসের অবসানে কুমার সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে আইল কুমারীর ঘর॥
সিন্দুরের কথা শুনি নিষেধ না মানে।
এ দোষ নাহিক তার দোষ পঞ্চবাণে॥
বাহিরে কোটাল [আর] অন্দরে সুন্দর।
কেলি করে কুতূহলে করি অগোচর॥
উষাতে মালিনী ঘরে আইল সুন্দর।
পরিপূর্ণ বসনে দেখিল সিন্দুর॥
মালিনীরে তবে ডাকে কহিল কুমার।
রজকের বাড়ী দেহ বসন আমার॥
তৎপর সিন্দুর যেন খসায় বসনে।
অগোচরে যাবে যেন কেহ নাহি জানে॥
অবিলম্বে চলে সেই লইঞা বসন।
রজকেরে তুষিঞা করিল সমাপন॥
মালিনী আসিঞা ঘরে কহে সমাচার।
স্নান করি কালীপূজা করএ কুমার॥
হেন কালে কোটালিআ চাঞা বুলে চোরে
লঘুগতি গেল সে রজক সরোবরে॥
মেলিঞা দিঞাছে বস্ত্র কাচিঞা ত্বরিত।
সিন্দুরের আভা তথি দেখিয়া কি রীত॥
তাহাতে রজনীপতি ধরে রজকেরে।
এই যে বসন কার বাট বল মোরে॥
প্রতারণা করি তারে রজকনন্দন।
প্রতারণা করে তারে রজনীরাজন॥
রজকেরে কহে যত মধুর ভাষণে।
না মারিলে দুখ হএ কোটালের মনে॥
কুপিঞা বান্ধিল তবে নের কোটালিআ।
পঞ্চাশ চাবুক মারে গণিয়া গণিয়া॥
ভাগ পাইঞা কহে তারে রজকনন্দন।
মালিনীরে আনিঞা দিল এই যে বসন॥
আর কিছু নাহি জানি শুন হে ঠাকুর।
বস্ত্র পাইঞা কোটাল আনন্দে প্রচুর॥
পাইল সন্ধান আজি বধিব চোরেরে।
ধর ধর করি গেল মালিনীর ঘরে॥
চারি চক্ষে চোখাচোখি সুন্দরের সনে।
পাইয়া সুড়ঙ্গ পথে নিমিষ প্রমাণে॥
চোর চোর করি গেল ঘরে অতি ত্বরে।
না দেখি চোরের তথি চিন্তিত অন্তরে॥
মালিনীরে কোপে কহে ক্ষুদ্র পাষাণ।
তোর ঘরে আছে চোর পাইল সন্ধান॥
করপুটে কোটালের কহিয়া মালিনী।
শুনরে রজনীপতি আমি একাকিনী॥
আমার ঘরেতে চোর কে কহে তোমারে।
মিথ্যা অপবাদ কেন করহ আমারে॥
শুনিঞা কহিল কোপে রজনীরাজন।
রজকের বাড়ী দিলি কাহার বসন॥
পুনরপি প্রতারণা করএ মালিনী।
কোটালিআ পুটে কোপে প্রতাপে রজনি।
মালিনীর ঘাড় ধরি মারে কিল দশ।
তুঞি যত রাখিলি রাজার অপযশ॥
কিল খাঞা মালাকার কহে জোড়পুটে।
না মার না মার মোরে কিলে বুক ফাটে॥
সত্য সত্য বটে মোর ঘরে আছে চোর।
না মার না মার মোরে পাএ পড়ি তোর॥
এই পথে যায় চোর কহিল নিশ্চয়।
দেখিয়া চোরের কাজ কোটাল বিস্ময়॥
মালিনীর ঘরে কত চরেরে রাখিঞা।
বেড়িতে বিদ্যার ঘর যায় কোটালিয়া॥
ভয় পাঞা গেল চোর বিদ্যার গোচর।
কবীন্দ্র গোপনে কহে থাকিহ সুন্দর॥

——

কোটাল কর্ত্তৃক পরিখা খনন

যুবরাজ ভয় পায়া বিদ্যার মন্দিরে গিয়া
কহে শুন প্রাণের ঈশ্বরী।
কোটাল ধরিতে আস্তে কহ প্রাণ পাব কিসে
সার যুক্তি বলহ সুন্দরী॥

কহিল রাজার সুতা ঠাকুর শুন হে কথা
তিন কালে তুমি মোর পতি।
ইহাতে নাহিক আন বাঁচাব তোমার প্রাণ
নাথ তুমি স্থির কর মতি॥
সকল সখীর মাঝে বসাইয়া যুবরাজে
কামরূপী হল্য নিতম্বিনী।
শোভে যত অলঙ্কার অঙ্গদ বলয়া হার
রুণু ঝুণু কটিতে কিঙ্কিণী॥
সিন্দুর চন্দন বিন্দু বদন শারদ ইন্দু
হাসি হাসি করে ঝলমল।
পাশুলি অঙ্গুলী আগে নয়নে কজ্জল লাগে
ঝলমল বউলি কুণ্ডল॥
যত অলঙ্কার সাজে সকল রমণীমাঝে
হরষিত দেখিয়া রমণী।
হেনকালে কোটালিয়া তথায় আইল ধায়্যা
দেখি হাসে রাজার নন্দিনী॥
চারিদিকে ছোটে আঁখি চোরেরে নাহিক দেখি
বিদ্যারে কহিল কোটালিয়া।
শুন গো রাজার সুতা চোর যে আইল হেথা
কহ কথা নিশ্চয় করিয়া॥
শুনি কোপে কহে বধূ কেবা চোর কেবা সাধু
একমত না জানি নিশ্চয়।
ঘর দ্বার দেখ মোর কেবা ইথে আছে চোর
যদি বলে না যায় প্রত্যয়॥১
কোটাল বাহির ঘরে কোথাও না দেখে চোরে
কোপে কহে পায়্যা দুঃখভার।
শুন গো রাজার বালা কত তুমি জান ছলা
তোমার চরণে নমস্কার॥
মালিনীর ঘর হৈতে চলিল সুড়ঙ্গ পথে
কোটালেরা ছিল যত জনে।
অন্ধকার দেখি পুরী গেল সবে ত্বরাত্বরি
উঠে গিয়া বিদ্যার ভবনে॥
বিদ্যার ভবন ভরি দেখিয়া সুড়ঙ্গ পুরী২
কোটালিয়া হয় চমকিত।
যত নিজ গণ সাথে যুক্তি করে কোনও মতে
দেখা হব চোরের সহিত॥
সঘনে ফিরায় আঁখি বিদ্যার এগার সখী
বার কেন দেখি আচম্বিত।
শুন ভাই কথা মোর ইহার ভিতরে চোর
আছে এই লয় মোর চিত্ত॥১
নিশ্চয় কেমনে জানি পরমার্থ মনে মানি
পরিখা কাটিল একখান।
কালীপদসরোরুহে শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে
নায়কের করহ কল্যাণ॥

নারীরূপী সুন্দরের পরিখা লঙ্ঘন ও কোটাল কর্ত্তৃক সুন্দরের ধৃত হওয়া

না দেখি উপায় নাথ সবে ভরসা তুমি। ধুয়া

বলহ বলহ সখি কি হবে উপায়।
কি বুদ্ধি করিব আজি বল না আমায়॥
পরীক্ষা করিয়া কহে কোটাল সত্বর।
শুন গো রমণী সবে২ আমার উত্তর॥
সবে আসি মেলি কর পরিখা লঙ্ঘন।
নিয়ম করিনু ইথে৩ শুন সখীগণ॥
বাম পদ আগেতে বাড়াবে নারীগণ।
পুরুষ হৈলে লঙ্ঘিবে দক্ষিণ চরণে॥
এমত অন্যথা যে করে অচমতি।
চৌদ্দ পুরুষ তার নরকে বসতি॥
শুনিয়া যতেক সখী হইল চমকিত।
কুমারী কুমারে করে নয়নে ইঙ্গিত॥
দক্ষিণ চরণে যদি করহ লঙ্ঘন।
আমার শপদি লাগে কৈনু নিবেদন॥
উঠিল সকল সখী লঙ্ঘন করিতে।
অনিমিষে কোটালিয়া রহিল সাক্ষাতে॥
প্রথমে লঙ্ঘিল সখী নাম হারাবতী।
বিচিত্রনয়না তবে লঙ্ঘিল যুবতী॥
তারাবতী লঙ্ঘে তবে কনকলতিকা।
শিরের বসন খসি হইল লঙ্ঘিকা॥
আরম্ভ করিল জয়া বিজয়া লঙ্ঘনে।
লঙ্ঘিতে না পারে দুহে পড়ে মধ্যখানে॥
হাসিতে লাগিল যত কোটালের সেনা।
হেটমুখী হৈল দুহে লজ্জিতনয়না॥
তাহার পশ্চাতে লঙ্ঘে লীলা শশিকলা।
সুলোচনা লঙ্ঘে তবে পশ্চাতে বিমলা॥

---

১ (ক) চোর যদি বোল করহ খণ্ডন
২ (খ) বিবি
৩ (ক) মামা

১ (ক) চোর আছে এই লয় মোর মন
২ (ক) রমণী ধনী
৩ (ক) নিয়ম করিল সভে

কুচের বসন খসে নিতম্বের ভরে।
তাহা দেখি হাসে সব কোটালের চরে॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে রাজার নন্দিনী।
বামপদে পরীক্ষা করিল নিতম্বিনী॥
মনে মনে ভাবে তবে রাজার নন্দন।
যে জন জনম লভে তাহার মরণ॥
পরিখা লঙ্ঘন যদি করি বাম পায়।
চৌদ্দপুরুষে তবে নরকেতে যায়॥
যদি বা লঙ্ঘন করি দক্ষিণ চরণে।
কি জানি কোটাল হাতে হইবে মরণে॥
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ।
যে হবু সে হবু মোর কালীর চরণ॥
অলক্ষে দক্ষিণ পদ দিল বাড়াইয়া।
চোর চোর বলিয়া ধরিল কোটালিয়া॥
ধরাধরি করি যেই খসিল বসন।
ব্যক্ত হইল যত কিছু পুরুষ লক্ষণ॥
দুর দুর করে বুক শুকাইল মুখ।
কোটালিয়া বলে বেটা এত দিলি দুখ॥
কোমরে বান্ধিয়া দড়া গলার সহিত।
ধুলায় ধুসর তনু অধিক দুঃখিত॥
কোটালের পায় পড়ে রাজার নন্দিনী।
কাতরে কবীন্দ্র কহে রক্ষ নারায়ণি॥

——

সুন্দর ধরা পড়ায় বিদ্যার খেদ

[কোটাল হে] পায়ে পড়ি দেহ পতিদান।
নিবেদি চরণে তোর পতি মোর নহে চোর
দেখ রূপ কামের সমান॥
শুন হে রজনীনাথ বল জোড়করি হাত
চোর নহে রাজার কুমারে;
শোকানলে দহে প্রাণ দেহ মোরে পতিদান
লক্ষ তঙ্কা দিব হে তোমারে॥
কোটালিয়া বলে ধনি না কহ এমন বাণী
এই দায় যায় মোর পুরী।
যদি তোমা দিব চোর সবাঙ্কবে মিছে মোর
তবায় কি কাজ তবে করি॥
তবে যদি চাহ চোরে বলিয়া বাপের তরে
তথা হৈতে আন ছাড়াইয়া।
কোটালিয়া এত বলি চলে মহা কুতূহলী
দড়া ধরি চোরেরে টানিয়া॥
আগে দড়া টানি ধরে পাছে কেহ ঢাকা মারে
চল বেটা কেহ বলে কোপে।
কেহ বলে কাট কাট কেহ মারে মালসাট
কেহ বা চোরের কান্ধে চাপে॥
এতেক দুর্গতি দেখি ঝুরয়ে বিদ্যার আঁখি
মূর্চ্ছিত পড়িলা মহীতলে।
যত সখীগণ মেলি আহা উঠ উঠ বলি
সঘনে বিদ্যারে তারা তোলে॥
উচ্চস্বরে কহে ধনী রক্ষ রক্ষ নারায়ণি
মোর পতি বিষম সঙ্কটে।
তিন কালে পতি মোর অকারণে কহে চোর
কোটালিয়া লইল কপটে॥
সখীরে কহিল বাণী দেখত দেখত ধনী
কোনমতে আছে প্রাণপতি।
শ্রীযুতকবীন্দ্র বলে প্রলয় বিপত্তি কালে
এক ভাবে ভাব ভগবতী॥

——

নাগরীগণের খেদ ও দেবী কালিকার সুন্দরের প্রতি দৈববাণী

অবিলম্বে[১] চলে ধনী[২] কুমারে দেখিতে।
ঢেকা মার‍্যা কোটাল লইয়া যায় পথে॥
কোন সখী বিদ্যারে দিলেক সমাচার।
না কর বিমল কথা আছয়ে কুমার॥
কোন সখী তারে ধরি রহিল বসিয়া।
পুনরপি বলে কি করিল কোটালিয়া॥
মিথ্যা করি কহে সখী দিল সমাচার।
কুমার রাজার ঠাঞি পাইল পুরস্কার॥
বিদ্যা বলে হেন দিন হইব আমারে।
আমার শপথি লাগি সত্য কহ মোরে॥
কুশলে আছেন কিবা মোর প্রাণনাথ[৩]
নহে ত অনল সঙ্গে যাব তার সাথ॥
এইমতে আছে তথি রাজার নন্দিনী।
হেনকালে দুঃখ ভাবে বসিয়া মালিনী॥
কি করিল রাজার নন্দিনী অভাগিনী।
মজিল তাহার দোষে পরের বাছনী॥
নগরের লোক ধায় চোর ধরিবারে।
দেখিয়া চোরের রূপ হাহাকার করে॥

---

১ (ক) আর পথে
২ (ক) সখী
৩ (ক) পতি রাজার বরাবরে।
যদি বা না থাকে পতি কোটালের সাথ॥

কোন দেশ হতে আইল অভাগ্য ছাওাল।
হৈল পাপিনী বিদ্যা ইহার কিবা কাল॥
কামের সমান রূপ ভুবনমোহন।
বিদেশে আসিয়া শিশু হারায় জীবন॥
যদি আগু আসিয়া ভেটিত নৃপবরে।
সেইক্ষণে দিত কন্যা ধরিয়া ইহারে॥
এমনি চোরের সাথে চলে সর্ব্বজন।
যাইতে যাইতে কালী ভাবিল সুন্দর॥
মনে মনে স্তুতি করি নমস্কার করে।
পার কর ভগবতী বিপদ-সাগরে॥
ইহার অধিক কিবা বিপত্তি আমারে।
পূর্ব্বের আরতি পান ঘুঘুক সংসারে॥
সেইকালে(১) অবিলম্বে নৃমুণ্ডমালিনি।
রহিয়া অমরপুরে কহিল কাহিনী॥
শুনরে সুন্দর সুখে ডাকে মহামায়া।
যেমতে ভজিল তোরে নৃপতিতনয়া॥
তাহার যৌবন যত দ্বিগুণ করিয়া।
সভামধ্যে কহিবি রাজারে শুনাইয়া॥(২)
কুপিয়া তর্জ্জন যত করিবে ভূপতি।
শুনাইয়া কহিবি বিদ্যার যৌবনভারতী॥
তবে গিয়া তথা তোরে রাখিব পশ্চাৎ।
অলক্ষ্যে সুন্দর তাঁরে করে প্রণিপাত॥
মধুর ভাষণে মাতা চলিল ভবনে।
সুন্দর শুনিল আর কেহ নাহি শুনে॥(৩)
চোরেরে মারিয়া ঢেকা কোটাল সঘরে।
মার মার করি গেলা রাজার গোচরে॥
চোরেরে ধরিল বলি পড্যা গেল সাড়া।
ঢেকা মারি টানে কোপে কাকালির দড়া॥
ছাওাল যুবকবৃন্দ সকল নগরে।
রমণী পুরুষ ধায় চোর ধরিবারে॥
ঠেলাঠেলি হৈল বড় রাজার সভায়।
লাজে করে হেটমুখ বীরসিংহ রায়॥
দেখিয়া চোরের রূপ ভাবে মনে মনে।
কেন বা পাপিষ্ঠ হেন করিলি করণে॥
প্রথমে আসিত যদি আমার সভায়।(৪)
বরিয়া তনয়া বুঝি সঁপিতু ইহায়॥(৫)

কলঙ্ক রাখিলি মোর জুড়িয়া সংসারে।
ইহাকে বধিলে দুঃখ খণ্ডিবে আমারে॥
হেন মনে মহারাজ কহে কোটালেরে।
দক্ষিণ মশানে লয়্যা বধহ চোরেরে॥
কোটালিয়া চুলে ধরি দিল এক টান।
কি বলে রাখহ চোরে বলে নৃপমণি।
কবীন্দ্র বলিল শুন তনয়ার বাণী॥

——

সুন্দর কর্ত্তৃক শ্লোক পাঠ

১ম শ্লোকার্থ

পয়ার

আজি বিদ্যা রূপে গুণে কনকলতিকা।
প্রফুল্ল কমলমুখ সহাস কলিকা॥
শয়ন করিয়াছিল মদনবিহ্বলা।
প্রমাদ গণিয়া উঠে চিন্তিয়া অবলা॥
চোরের বচন শুনি জ্বলে মহারাজ।
পাত্রমিত্র চমকিত সকল সমাজ॥
কলঙ্ক রাখিল আর কহে হেন কথা।
ধরিয়া মশানে চোরে কাট লয়্যা(১) মাথা॥
কোটালিয়া চোরেরে ধরিয়া লয়্যা যায়।
চোর বলে পুনরপি শুন নৃপরায়॥

২য় শ্লোকার্থ

পয়ার

আজি বিদ্যা নবীন যৌবন চন্দ্রমুখী।
সুপীন কঠিন কুচ যদি পুন দেখি॥
মদনের বাণে পুড়ে শরীর সকল।
আজি যদি দেখি তবে হয় সুশীতল॥
পুনরপি শুনি কাঁপে বলে নৃপরায়। (২)
সঘনে ফিরায় আঁখি বলে হায় হায়॥
কোটালিয়া চোরে ধরে পাইয়া আরতি। (৩)
চোর বলে পুন কিছু শুন নরপতি॥

৩য় শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা কমলনয়ানী বিধুমুখী।
না সহে কুচের ভার যদি তাহা দেখি॥
বাহু পসারিয়া তারে করি আলিঙ্গন।
কমলে অলির প্রায় বদনে চুম্বন॥

---

১ (ক) সেইক্ষণে
২ (ক) সভামধ্যে কহিবে রাজারে শুনাঞা
৩ (ক) জানে
৪ (ক) গোচর
৫ (ক) বরিয়া তনয়া দিতাঙ শুনহ উত্তর।

১ (ক) কাট
২ (ক) পুনরপি জ্বলে কোপে শুনি নৃপরায়
৩ (ক) কোটালিয়া ধরে কোপে পাইয়া আরতি

শুনিয়া অধিক কোপে জ্বলে নৃপমণি।
পাত্রমিত্র বলে হেন কোথাই বা শুনি ॥
না কর বিলম্ব বধ চোরের পরাণ।
চোর বলে মহারাজা কর অবধান ॥

৪র্থ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা শৃঙ্গার না সহে নিধুবনে।
চিকুর পাণ্ডুর গণ্ডে কুমকুম লেপনে ॥ (১)
গোপনে করিল গর্ভ ধরিল উদরে।
মোর কণ্ঠে দিল হাত স্মরিয়া তাহারে ॥
রাজা বলে কাট চোরে বিলম্ব না কর।
পুনরপি শুন রাজা কহিল সুন্দর ॥

৫ম শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা রতিরসে কৈল জাগরণ।
তরুণ তারকা কিন্তু ঘূর্ণিত লোচন ॥
রাজহংসী বিদ্যা [রহে] শৃঙ্গার সরোবরে।
লাজে করে হেটমুখ স্মরিয়া তাহারে॥
রাজা কৈল দুষ্ট চোর আইল কোথা হইতে।
কলঙ্ক রাখিল মোর সকল জগতে ॥
না কর বিলম্ব চোরে কাটহ ত্বরিত। (২)
শুন শুন পুন বলে চোরা (৩) আচম্বিত ॥

৬ষ্ঠ শ্লোকার্থ

পয়ার

আজি বিদ্যা রতি রসে রসিক নাটিকা।
পূর্ণচন্দ্রমুখী মদে বিহ্বল নায়িকা ॥
না সহে কুচের ভার বিশালজঘনী।
চঞ্চল কুন্তল ধরে স্মরিয়া রমণী ॥
রাজা বলে ঝাট কাট লয়্যা এই জনে।
চোর বলে নিবেদিব তুমার চরণে ॥

৭ম শ্লোকার্থ

পয়ার

আজি বিদ্যা শীতল চন্দন লেপে গায়।
কুমকুম চন্দন গন্ধ দশ দিকে ধায় ॥
অধরে অধরে দুহে করিলু চুম্বন।
নয়নে সুঙরি তার জিনিয়া খঞ্জন ॥
রাজা বলে হেন দুষ্ট আছিল কোথায়।
বধহ ইহারে ঝাট জিতে না যুয়ায়॥

চুলে ধরি কোটালিয়া দিল এক টান।
চোর বলে মহারাজ কর অবধান ॥

৮ম শ্লোকার্থ

পয়ার

আজি বিদ্যা মধুপানে পায়ে মধুবনে।
অধর চুম্বন [দেখি] চপল নয়ানে ॥
মৃগমদ কুমকুম লেপিল যত সখী।
সুঙরি কর্পূর পূগ পরিপূর্ণ দেখি ॥
রাজা বলে কোটালিয়া লেহরে মশানে।
চোর বলে নিবেদিব তুমার চরণে ॥

৯ম শ্লোকার্থ

পয়ার

আজি বিদ্যা মধুপূর্ণ অধরযুগলে।
চুম্বনে করিনু পান শৃঙ্গারের কালে ॥
না সহে রমণ পীড়া বিনোদনয়নী।
গ্রহপাস্তে চন্দ্র যেন মুখচন্দ্রখানি ॥
শুনিয়া চোরের কথা কোপে মহাবল।
ঘৃত পায়্যা বাড়ে যেন জ্বলন্ত অনল ॥
সঘনে ফিরায় আঁখি বলে মার মার।
বচনেক শুন রায় বলিল কুমার ॥

১০ম শ্লোকার্থ

পয়ার

আজি বিদ্যা মনে পড়ে হইল মানিনী।
হাচিনু শুনিতে জীব মঙ্গল কাহিনী ॥
ছাড়িয়া মঙ্গল কথা বিদগ্ধা নায়িকা।
তুলিয়া [পরিল কর্ণে] কনকপত্রিকা ॥
পুন পুন কোপে রাজা বলে কোটালেরে।
বিলম্ব না কর লয়্যা বধহ চোরেরে ॥
ঢেকা মারি চোরে কোপে লয় কোটালিয়া।
শুন শুন চোর বলে কৃতাঞ্জলি হয়্যা ॥

১১শ শ্লোকার্থ

পয়ার

আজি ধনী বিপরীত শৃঙ্গারে মাতিয়া।
কনককুণ্ডলে ঠেকে বদনে দুলিয়া ॥
দুলিতে কম্পনবিন্দু পড়ে শ্রমজল।
সুশীতল করে তনু নীলমুক্তাফল ॥
শুনিয়া চোরের কথা লাগে চমৎকার।
সভায় সহিত রাজা করে হাহাকার ॥
মার মার কোটালিয়া না কর বিলম্ব।
চোর বলে মোর বোলে করহ বিলম্ব ॥

১ (ক) অগুরু চন্দনে
২ (ক) সত্বর
৩ (ক) চোর

১২শ শ্লোকার্থ

পয়ার

আজি বিদ্যা রতি রস না সহে পরাণে।
মোর পানে চাহে কোপে কুটিল নয়ানে॥
ঘুচাইল পয়োধরের বসনঅঞ্চল।
সরাগ অধর পুট করে ঝলমল॥
রাজা বলে চোরে লয়া যার কোটালিয়া।
নষ্ট দুষ্ট কোথা হইতে মিলিল আসিয়া॥
কোটালিয়া বলে চোর চলরে মশানে।
চোর বলে কব কিছু রাজার চরণে॥

১৩শ শ্লোকার্থ

আজ বিদ্যা অশোক পল্লব হাতে জিনে।
মুকুতার হার শোভে চুচুক চুম্বনে॥
অন্তরে ঈষৎ হাসি বিকসিত গণ্ড।
চিন্তয়ে বল্লভা মোরে রহস্য তরঙ্গ॥
মারহ মারহ চোরে বলে নৃপরায়।
চোর বলে কব কিছু কথা তুয়া পায়॥

১৪শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা উরুদেশ চাপ্তত পরাগে।
কুচযুগে হাত দিতে নখাঘাতে লাগে॥
বসনে ঢাকিয়া তাহা কোপ করি যায়।
হাতেতে ধরিলু যদি রহিল লজ্জায়॥
হান হান করে কোপে বীরসিংহ রায়।
চোর বলে নিবেদন করি তুয়া পায়॥

১৫শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা ধরিলেক নয়ানে কজ্জল।
প্রফুল্লকুসুমমালে বান্ধিল কুন্তল॥
সিন্দুর সিন্দূর জিনি দশনের আভা।
কটিতে কিঙ্কিণী করে অতি শোভা॥
রাজা বলে অবিলম্বে কাট লয়া চোরে।
চোর বলে আর কিছু কহিব তুমারে॥

১৬শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা ধবল মন্দিরে দীপ জ্বালে।
কৌতুকে শয়নে তারে করিলাম কোলে॥
লজ্জায় কাতর হয়া মুখখানি লুকাল।

*   *

কোলেতে থাকিয়া করে মুদিত নয়ান।
ঘন ঘন কোপে রাজা বলে হান হান॥

*   *

এমতি পাপিষ্ঠ চোরে রাখিতে না যুয়ায়
কোটালিয়া মারে ঢেকা লোহিত হইয়া।
শুন শুন চোর বলে কৃতাঞ্জলি হয়্যা॥

১৭শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা শৃঙ্গারে এলাইল কেশপাশ।
খসিল গলার হার বদন সহাস॥
কুচেতে মুকুতা তার করয়ে চুম্বন।
স্মরিয়া নায়িকা কৈল চঞ্চল নয়ন॥
মার মার ঘন রাজা বলে কোটালেরে।
চোর বলে তিলেক বিলম্ব কর মোরে॥

১৮শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যার বিরহে দগধে তনুখানি।
সুরতের পাত্র মোর কুরঙ্গনয়নী॥
আমার পরাণে নাহি সহে অপমান।
কোটালিয়া লয়া যায় দক্ষিণ মশান॥
রাজা বলে লেহ লঘু চোরের পরাণ।
চোর বলে নিবেদিব তোমার চরণে॥

১৯শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা বিরহে না সহে কুচভার।
চুম্বন করয়ে কণ্ঠ মুকুতার হার॥
প্রবেশ করিল রতি রসের মন্দিরে।
দেখি যেন মধুকেতু স্মরিয়া তাহারে॥
পুন ঘন কোপে রাজা চোরের কথায়।
কোথা হইতে আইল চোর আমার সভায়॥
অবিলম্বে বধ চোরে দক্ষিণ মশানে।
চোর বলে কব কিছু রাজার চরণে॥

২০শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা রতি রসে কাতরবিহ্বলা।
মধুর কথায় কত সাধিল অবলা॥
ঘন ঘন কহে প্রাণ রাখ প্রাণনাথ।
বদন মলিন করি শিরে দেই হাত॥
রাজা বলে মার চোরে বিলম্ব না কর।
পুনরপি শুন রায় কহিল সুন্দর॥

২১শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা রতি রসে মিলিত নয়ন।
এলাইল কেশপাশ খসিত বসন॥
রাজহংসী যেন বিদ্যা রতি-সরোবরে।
জন্মান্তরে নিধুবনে সুঙরি তাহারে॥
রাজা বলে বিধিরে করিলি মোরে রঙ্ক।
কোথা হইতে আসি দুষ্ট রাখিল কলঙ্ক॥
শুনিয়া রাজার কথা কোপে কোটালিয়া।
শুন শুন চোর বলে কৃতাঞ্জলি হয়া॥

২২শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা প্রণয়িনী কুরঙ্গনয়নী।
অমৃতের ভার কুচ বহে নিতম্বিনী॥
পুনরপি যদি দেখি দিন অবসানে।
হাতে স্বর্গ পাই তবে হেন লয় মনে॥
ঘন ঘন কোপে রাজা চোরের কথায়।
চোর বলে পুনরপি শুন নৃপরায়॥

২৩শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা চাপিয়া ধরিল মোরে কোলে।
সকল শরীর দহে মদন আনলে॥
আমার স্মরণ বিনা নাহিক সংসারে।
প্রাণের অধিক রামা স্মঙরি তাহারে॥
মার মার বলে রাজা সকল সমাজ।
চোর বলে পুনরপি শুন মহারাজ॥

২৪শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা ক্ষিতিতলে যতেক কামিনী।
সভার গণনা মাঝে আগে তারে গণি॥
সংসার নাটক মাঝে উত্তম রতন।
স্মঙরি শরীর তার দগধে মদন॥
ঘন ঘন কোপে রাজা বলে মার মার।
সংসার জুড়িয়া হৈল কলঙ্ক আমার॥
মাররে পাপিষ্ঠ চোরে লইয়া মশানে।
চোর বলে কব কিছু তোমার চরণে॥

২৫শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা প্রথমে সুন্দরী কুতুহলী।
মমতার পাত্র বালা ননীর পুতুলী॥
শুনরে সকলে লোক না দেখিয়া মোরে।
না সহে বিরহ দুঃখ স্মঙরি তাহারে॥
রাজা বলে মার চোরে অবিলম্বে লয়্যা।
শুন শুন চোর বলে কৃতাঞ্জলি হয়্যা॥

২৬শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা মোর মনে করিল বিস্ময়।
জানিয়া না জানি তথি কি করে উপায়॥
শুনহ পণ্ডিত অন্তে আমার বচন।
আমার বল্লভা রামা হরিলেক মন॥
শুনিয়া তাপিত বড় রাজার অন্তরে।
চোর বলে পুনরপি কহিব তোমারে॥

২৭শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা শুন আমি যাব নিজ দেশে।
চঞ্চল নয়ন করি চায় অনিমিষে॥
কি বলিতে কি বলিলে সঘনে রোদন।
স্মঙরি বিহ্বল শোকে কম্পিত বদন॥
শুনিয়া চোরের কথা বিস্মিত বদনে।
কি করি কি করি কহে অরুণনয়ানে॥
কোটালিয়া চুলে ধরি দিল এক টান।
চোরে বলে মহারাজ কর অবধান॥

২৮শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা যদি কোটাল ধরিল মোর তরে।
ভয়েতে শরীর মোর ঘন কম্প করে॥
আমার রাখিতে যত করিল যতন।
বলিতে না পারি তাহা শুনহ রাজন॥
কি বলে কি বলে বেটা বলে নৃপরায়।
চোর বলে পুনরপি কব তুয়া পায়॥

২৯শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা বিয়োগ না সহে একক্ষণ।
শঙ্কা করি করে সুধা বচনে সিঞ্চন॥
আমার জীবন ধরে মদনের ছাতি।
কিবা বিধি বিরহিণী স্মঙরি যুবতী॥
অতি কোপে কহে রাজা শুনিয়া শুনিয়া।
কোটালিয়া মার চোরে মশানে লইয়া॥
কেহ চেকা মারে কেহ দড়ি দিয়া টানে।
শুন শুন চোর বলে রাজা সন্নিধানে॥

৩০শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা চকোরনয়নসুচঞ্চল।
শীতলাংশুমণ্ডলমুখ কুটিলকুন্তল॥
করিকুম্ভ জিনি কুচ ভারেতে কাতর।
স্মঙরি বান্ধুলি ফুল জিনিয়া অধর॥
রাজা বলে কোটালিয়া লহরে মশানে।
চোর বলে নিবেদিব তুমার চরণে॥

৩১শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা বদন সুন্দর মনোহর।
না দেখিলে নিশিদিবা দহে কলেবর॥
কামের দর্পণ জিনি অপরূপ ধরে।
পুনরপি পুন পুন স্মঙরি তাহারে॥
শুনিয়া অধিক জ্বলে নৃপতিশিখর।
হেন কথা কহে বেটা সভার ভিতর॥
কাটিলে পাপিষ্ঠ চোরে দুঃখ যায় দূরে।
কহি কহি তোমার চরণে কহে চোরে॥

৩২শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা নিরবধি পড়ে মোর মনে।
প্রাণের ঈশ্বরী রামা না দেখি স্বপনে॥

আমা বিনা [আর কারে না জানে যুবতী]।
ইহকালে পরকালে সেই মোর গতি ॥
শুনিয়া অধিক কোপে জ্বলে নৃপরায়।
চোর বলে পুনরপি কহি তুয়া পায় ॥

৩৩শ শ্লোকার্থ

আজি সে দেখিএ বিদ্যা কমল বদন।
দেখিয়া ভ্রমর গণ্ড করয়ে চুম্বন ॥
কেশেতে চঞ্চল কর পল্লব কঙ্কণ।
বলে মোরে জিজ্ঞাসি সুভগ কোনজন ॥
হায় হায় বলে রাজা এক মোর লাজ।
চোর বলে বচনেক শুন মহারাজ ॥

৩৪শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা কুচকুম্ভে সুখে দিল হাত।
মধুপানে মদে তথি লাগে নখাঘাত ॥
ব্যথায় পুলকে চাহে কাতর নয়ানে।
যতন করিয়া রামা রহে জাগরণে ॥
পুন পুন কোপে রাজা শুনিঞা এ কথা।
বিলম্ব না কর চোরে লয়া কাট মাথা ॥
আর যেন কখন না শুনি হেন বাণী।
চোর বলে পুনরপি শুন নৃপমণি ॥

৩৫শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা কোপে যায় কিছু না বলিয়া।
চুম্বন করিয়া মুখে আলিঙ্গন দিয়া ॥
ঘন ঘন কান্দি রামা পড়িনু চরণে।
তোমার সেবক আমি ভজ সুবদনে ॥
ঘন কোপে রাজা [শুনে] চোরের বচনে।
চোর বলে কব কিছু তোমার চরণে ॥
দেখিয়া তার তরে কহিল সুন্দর।
শুন শুন সখি আজি আমার উত্তর ॥

৩৬শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা বসি ঘরে আছে সখীসনে।
যাইয়া তথাই যাই হেন লয় মনে ॥
তার সনে পরিহাসে শুনহে ভূপাল।
শৃঙ্গারের সুখে মোর যাউক সর্ব্বকাল ॥
শুনি মহা কোপে জলে নৃপতিশেখর।
বিলম্ব না কর চোরে কাটহ সত্বর ॥
কোটালিয়া দড়া ধরি দিল এক টান।
চোর বলে পুনরপি কর অবধান ॥

৩৭শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা রূপে গুণে নাহিক অবধি।
জগত মোহিতে তারে নিরমিল বিধি ॥
পুনরপি দেখিতে বাসনা করে ধাতা।
আমাকে মোহিব সে কত বড় কথা ॥
রাজা বলে ঘন ঘন দেহ মোরে লাজ।
চোর বলে পুনরপি শুন মহারাজ ॥

৩৮শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা বর্ণিতে না পারে কোন জন।
আছিল পূর্ব্বেতে রতি হেন লয় মন ॥
তাহার সমান রূপ যদি তারে দেখি।
তবে সে বর্ণিতে পারি সেই চন্দ্রমুখী ॥
ঘন ঘন কোপে রাজা চোরের বচনে।
তখনি বিদ্যার সখী গেল সেইখানে ॥

৩৯শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা গৌরীরে শারদচন্দ্র জিনে।
থাকুক আমার দায় মোহে মুনিজনে ॥
পুন যদি দেখি সুধাপুরিতবদন।
অবিরত আলিঙ্গনে করিয়ে চুম্বন ॥
রাজা বলে এত মোর করে পরিবাদ।
চোর বলে শুন রাজা না ভাব বিষাদ ॥

৪০শ শ্লোকার্থ

আজি বিদ্যা পূর্ণপদ্ম জিনি কলেবরে।
ভালে গোরচনা বিন্দু অতি শোভা করে ॥
মদন অলস [তনু] ঘূর্ণিত দৃষ্টিপাত।
শুন লো সে সব সুখ যায় মোর সাথ ॥
সেই কথা শুনে সখী চলিল লজ্জায়।
বীরসিংহ শুনি কোপে বলে হায় হায় ॥
অবিলম্বে কোটালিয়া কাট লয়া মাথা।
চোর বলে পুনরপি কব কিছু কথা ॥

৪১শ শ্লোকার্থ

আজি যত নববধূ আছএ জগতে।
রতিরসে আনন্দিত বিদ্যার সহিতে ॥
বদনশারদচন্দ্র কুরঙ্গনয়নী।
শোকাকুল দেখি রাজা স্মরিয়া রমণী ॥
কবিত্ব শুনিঞা রাজা তারে হেন মানে।
কোথা হইতে আইল পুরুষরতনে ॥
এই যে জামাতা মোর ইথে নাহি আন।
না কাটিব ইহারে করিব কন্যাদান ॥
অনেক দেবতা আগে যে কৈল শকতি।
হেন মনে বলে রাজা শুন নিশাপতি ॥
শুন হে সকল ভায়া শুনহে ঠাকুর।
বন্ধন কাটি আমার দুঃখ কর দূর ॥

হাসিঞা কহিল তবে নৃপতিশেখর।
এমতি জামাতা মোর দেখ সর্ব্বনর॥
পাইয়া বাক্যের ছল কহে যুবরাজ।
শুনরে সকল ভাই শুনরে সমাজ॥

৫০শ শ্লোকার্থ

অদ্যাপি না ছাড়ে হর বিষ কালকূটে।
অদ্যাপি ধরণী দেখ কূর্ম্ম ধরে পিঠে॥
অদ্যাপি সমুদ্র বহে বাড়ব অনল।
উত্তমের কথা কভু না হয় চঞ্চল॥
কি সত্য করিলে রাজা কিবা পরিহাসে।
আমি সে জামাতা আর কি কব বিশেষে॥
নিষ্ঠুর বন্ধনে মোর কর পরিত্রাণ।
বরিয়া আমারে তবে কন্যা কর দান॥
শুনিয়া কহিল তবে নৃপতিশিখর।
কি নাম কাহার পুত্র কোন দেশে ঘর॥
এমন সময়ে সে আইল গঙ্গারায়।
আশীষ করয়ে আসি রাজার সভায়॥
মনে মনে ভাবে তথি সুন্দর দেখিয়া।
সেই সে কুমার বটে আইল বঞ্চিয়া॥
কি কারণে রাজা দিল ইহার বন্ধন।
কি ব্যাজে হরিল বিদ্যা করিয়া গোপন॥
এই সে বিদ্যার পতি ইথে নাহি আন।
ইহাতে নৃপতি যত কৈল অপমান॥
কেমনে বাঁচিব শিশু ভাবে গঙ্গারায়।
মনে মনে হাসে চোর দেখিয়া তাহায়॥
তথি যুক্তি সহ সার করি মনে মনে।
আশীষ দক্ষিণ হস্তে করে চোর পানে॥
বামকরে আশীর্ব্বাদ করিল রাজার।
সেইরূপে সভাসদ পড়য়ে রায়বার॥
দেখিয়া কুপিল তবে বীরসিংহ রায়।
দশনে অধর চাপে বলে হায় হায়॥
* ঝাট চোর ইহারে যেমন।
এত অপমান মোর হইল কি কারণ॥
বুঝিয়া রাজার মন বলে কিছু গজ।
বন্দিয়া কবীন্দ্র কত বাড়াইল রজ॥

ভাটকর্ত্তৃক সুন্দরের পরিচয় দান

শ্রীগান্ধার রাগ

রাজা হে, অকারণে কর মোরে রোষ।
হৃদয়ে না ভাব ব্যথা শুনিয়া আমার কথা
পশ্চাতে বিচারে পাবে দোষ॥

পালে রত্নাবতী প্রজা গুণসিন্ধু মহারাজা
এই জন তাহার নন্দন।
প্রতাপে যেমন রবি যতেক পণ্ডিত কবি
জিনিলেক সকল সদন॥
ভ্রমিয়া সকল দেশে বর না পাইয়া শেষে
ইহার সভায় উপনীত।
দেখিনু ইহার সভা উপমা না দিব কিবা
নগরী সভার সভাজিত॥
দেখিনু তাহার পিতা মহারাজ মহাদাতা
উপমা নাহিক মহীতল।
কি কব তুমারে আর বিচারিনু সারাৎসার
তার দেশে তুমি হে মণ্ডল॥
দেখি এই বররতন আনিতে করিনু মন
তাহার নাহিক পরিশেষ।
কি বুঝি পুণ্যের কথা আপনি আইল হেথা
হেন জনে কর হেন বেশ॥
শুনিয়া ভাটের বাণী মনে ভাবে নৃপমণি
হেন এই পুরুষরতন।
এই সে জামাতা মোর অকারণে কৈলাম চোর
কন্যা দিব করিয়া বরণ॥
হেন মনে নৃপবরে কোটালে ইঙ্গিত করে
সভাকারে করিয়া গোপনে।
দেখিব ইহার তরে কেমনে শকতি ধরে
না মারিহ লেহয়ে মশানে॥
কহিয়া সঙ্কেত বাণী কুপিলাত নৃপমণি
কোটালেরে কহিল ডাকিয়া।
কলঙ্ক রাখিল মোর না রাখিব হেন চোর
মার মার মশানে লইয়া॥
আজ্ঞা পায়্যা কোটালিয়া ঢেকা মার‍্যা যায় লয়্যা
উপনীত হইল মশানে।
স্নান করাইয়া চোরে বন্যায় তর্জ্জন করে
সম্মুখে কৃপাণ খরশান॥
দেখি কুমারের ত্রাস মুখে গদ গদ ভাষ
চৌতিশে ভাবয়ে নারায়ণী।
কালীপদসরোরুহে শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে
রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্রনন্দিনি॥

সুন্দর কর্ত্তৃক চৌতিশায় স্তব

নারায়ণি [লই] তব চরণে শরণ।
উরো মাতা রাখিতে গো কিঙ্করের প্রাণ।

পতিতপাবনী শ্যামা বলিএ তোমারে।
এ সময়ে এমতি উচিত নহে তোরে ॥
তোমার চরণ বলে পাষাণ বান্ধিছি গলে।
কাল জলে হেলে উর তরায় ॥
জগতজননী শ্যামা নাম তোমার।
শুনিঞা ভরসা বড় হইঞাছে আমার ॥
পড়ি আছি অন্ধকূপে ত্রাণ কর কোনরূপে।
তবে[ত] জানি[ব আমি] মহিমা তোমার ॥
কনকলতিকাসাকৌশিক (?) কলেবরে।
কালীরূপে কৃপাণে কর্পর কর করে ॥
কুটিল কোটাল করে কৃপাণ শাণিত।
কলেবর বিলোকনে করয়ে কম্পিত ॥
খড়্গানী খেচর যেন খট্টাঙ্গধারিণী।
খনখেটক ধরা খেলা বিনাশিনী ॥
খাট কর রিপু দর্প খর্পর ধরিয়া।
খসাহ বন্ধন মোর পুন বিনাশিয়া ॥
গোবিন্দ গণনা করে না পারি গণিতে।
গুণবতী নিজগুণে পালিছ জগতে ॥
গনন গামিনীগণ গমিত গমনে।
ঘন ঘন দণ্ডঘাতে দহে মোর মনে ॥
ঘাঘর দমুজ করে ঘন ঘন বাজে।
ঘর্ঘর আসনে আইস মশানের মাঝে ॥
ঘোরতর বিশ্ব ধরি রাখহ জীবন।
ঘন ঘন দণ্ডাঘাতে দহে মোর মন ॥
ঙ নামে উমাকান্ত হৈল পুরহংস।
উর উর বরপুগণ করিল কাতর ॥
উন্নত উন্নত অস্ত্র ধরি জগন্মাতা।
উখাড়িয়া উদ্ধর রিপুর কাট মাথা ॥
চঞ্চল কোটাল চাহে চঞ্চলচাহনি।
চমকি চমকি উঠে রক্ষ নারায়ণি ॥
চামুণ্ডা চণ্ডিকা মাতা চাচর চিকুরা।
চন্দ্রমুখি সেবকে রাখহ ওগো পরা ॥
ছল নাহি জান মাতা ছাওয়াল সেবকে।
ছিনু রাজপুত্র হইনু ছার ছার লোকে ॥
ছোট বড় যত কিছু আছে বিজ্ঞান।
ছায়ারূপে মোর কাছে বধ সর্ব্বজন ॥
জয়া জয় জননী রিপু জন্মায় জঞ্জাল।
জগতজননী আসি দেহ মায়া জাল।
জয় কর জননি গো জয়যুক্ত হয়্যা।
জাতি প্রাণ যজাইল কাঞ্চীতে আসিয়া ॥
ঝঙ্কারে ঝাঁপতা লেল করে ঝনঝনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিমাঝিয়া পড়ে যেন শুনি ॥

ঝঞ্ঝনা দেখায় মোরে অস্ত্র-ঝাকারিয়া।
ঝাকিয়া ঝাকিয়া উঠে কোটাল তাড়িয়া ॥
ঞি কারে উকার তুমি অকারে মকার।
ঞিচারে ধরিয়া রাখ জীবন আমার ॥
ঞিকার ইন্দিরা হৈরা এতিন ভুবন।
ঞিঙ্গিতে ঈষৎ ভাবে রক্ষ নিজ জন ॥
টলমল করে তনু নিকট কোটাল।
টানিয়া টঙ্কারে ধনু রিপু কর টান ॥
টাকর মারিয়া ঘন দেই টিটকারী।
টানাটানি কাট তটে সহিত না পারি ॥
ঠারে ঠোরে ঠেলাঠেলি করে রিপুগণ।
ঠেকিনু ঠকের হাতে না রহে জীবন ॥
ঠেকি ঠেকি অস্ত্র শস্ত্র শুনি ঠনঠনি।
ঠিকুরে ঠিকর রিপু রক্ষ নারায়ণি ॥
ডাকিলে ডিকরগণ করে ডাকাডাকি।
ডাকিনি যুগিনী সঙ্গে আইস চন্দ্রমুখি ॥
ডম্বরবাদিনী মাতা শঙ্কর শকতি।
ডিম্ভ দেখি দয়া কর ভগবতি ॥
ঢামালি করিয়া ঢেকা মারয়ে কোটাল।
ঢাকঢোলে ফিরাইয়া উঠে ঘন ঢাল ॥
ঢল ঢল ধর তনু মেঘের বরণ।
ঢাকহ কলঙ্ক মোর রাখহ জীবন ॥
তপ জপ নাহি জানি তাপিত অন্তরে।
তর্জ্জনে তর্জ্জনে তনু কম্প কম্প করে ॥
তথাপি না করে দয়া নিষ্ঠুর কোটাল।
তাপ দূর কর মাতা আসিয়া তৎকাল ॥
থানে থানে মোরে [ঢেকা] দিল কোটালিয়া।
থাক থাক ঘন তাজে অধর চাপিয়া ॥
স্থলে জলে থাক নিজ থানার সহিত।
থাকিয়া মশানে রাখ সেবক ত্বরিত ॥
দামামা দক্ষিণ দিকে দেহ ত নিশান।
দুলাইয়া দগদগি দহয়ে পরাণ ॥
দনুজদলনী মাতা দেহ প্রাণদান।
দুর্গ রিপু দর্প করে দেখায় কৃপাণ ॥
ধর করে মোরে ধরে কোটালিয়া।
ধরণী রহিল মোর কলঙ্ক জুড়িয়া ॥
ধমনী গাঁথনী কর কটিতে কিঙ্কিণী।
ধাইয়া রাখহ মোরে ঘুচুক ধরণী ॥
নারায়ণ নাহি জানে মহিমা তোমার।
নারায়ণী নাম নিত্য নমিত্ত সংসার ॥
নরকে নায়কি যদি সুগুরি তোমারে।
সার্দ্ধা কার্য্য রাখি তবে রাখ গিয়া তারে ॥

পূর্ব্বাপর পরাপরে নাহি তোমা বিনে।
পর্ব্বতের পুত্রী মাতা পাল নিজ জনে॥
পরমপুরুষ সেই যারে কর দয়া।
পার কর বিপদ সাগরে মহামায়া॥
ফাকর করিছ মোরে দুর্জ্জন কোটাল।
ফিরাহ ইহার মন দিয়া মায়াজাল॥
ফুৎকার দিয়া মাতা রিপু কর দূর।
ফণীন্দ্রদশন মাতা বন্ধন কর দূর॥
বধয়ে নিষ্ঠুর বিধি বিনি অপরাধে।
বিনীত ভাপিনঃ মাতা বলে চারিবেদে॥
বন্ধনবেদনা জ্বালা বড়ই যন্ত্রণা।
বধয়ে বিধির বিধি তুমি ত্রিনয়না॥
ভ্রূকুটী ভীষণ দৃষ্টি দেখ রিপুগণে।
ভূষণ ভুলালি মাতা রক্ষ নিজ জনে॥
ভবের ভবানী ভীমা ভাবে ত্রিভুবনে।
ভূতনাথ ভজ মাতা ভজ নিজ গুণে॥
মধুমত্ত হয়্যা রিপু বলে মার মার।
মনে মানি নাহি জানি মিথ্যা অহঙ্কার॥
মনে যাতনা দূর কর মধুর ভাষণে।
মারহ মারহ রিপু আসিয়া মশানে॥
যমের যামিনী দিবা রাজার গর্জ্জনে।
যবন যবন মারে রক্ষ নিজ জনে॥
যতনে জলদ যথ জন্মহে সম্বরে।
যবনের হাতে মাতা নিজ জন মরে॥
রাবণ মারিল রাম পূজিয়া তোমারে।
রাখহ আসিয়া মাতা মশান ভিতরে॥
রুষিল দারুণ রিপু ঘোর তরবার।
রণেতে রঙ্গিণী গো রক্ষা হেতু সার॥
ললাটে লিখন মোর বিকল মরণ।
লক্ষ লক্ষ রিপুকুল করয়ে গর্জ্জন॥
লীলাএ লইল যমপুরে দৈত্যকুল।
লাঘবে লজ্জিয়া মাতা করহ নির্ম্মূল॥
শঙ্খিনী শূলিনী শিবা শিবের ঘরণী।
শুভদা শোভিনী সমা শোকনিবারিণী॥
ষড়ানন মাতা তুমি ষড়্‌ভুজধারিণী।
শশিরূপা ষড়াননা ষোড়শজননী॥
সেবকে স্মরণ করে লইঞা স্মরণ।
সর্ব্বজন আগে করি কর আগমন॥
সিদ্ধিমুখী সদা সব সিদ্ধি সনাতনী।
সেবকে স্মরণ করে রক্ষা কর নারায়ণী।
হরিহর বিধি মোর লইল হরিয়া।
হানহান করি মোরে বধে কোটালিয়া॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া মাতা হরষিয়া মন।
হাহা করি মাতা মজে তুয়া জন॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা রক্ষে ক্ষেম অপরাধ।
ক্ষেমণ করি * *
ক্ষেম রিপুগণ নহে উচিত তোমার।
চৌত্রিশ বর্ণেতে স্তুতি করিল সুন্দর॥
সেবকবৎসলা কোপে কুপিত অন্তর।
হইল অসিত মূর্ত্তি প্রভাতের ভানু॥
সেবক রাখিতে কোপে কাঁপে সর্ব্ব তনু॥
গর্জ্জি কহে ঘন ঘন নগেন্দ্রনন্দিনা।
নিধি (?) কবিচন্দ্র কহে বীরের পরানি॥

——

দেবীর কৃপা

নায়িকা সকল চরে যার যে বাহিনী।
টলমল করি কাঁপে সকল নাগিনী॥
দেবীর আরতী পায়্যা ধায় সব দানাগণ।
মার মার বলে ঘন বিকট দশন॥
কুপিয়া (১) ধাইল দানা নামে সজ্জিমুখ।
সমরের কথা শুনি বড়ই কৌতুক॥
কড় কড় করি দন্ত ধাইল দামুদা।
হান হান ঘন করে (২) আকাশে কুমুদা॥
দেবীর আদেশ পাইয়া ধায় নেকাচোকা। (৩)
কুটিল জটিল চলে আর সুকামাকা॥
কপট বিকট (৪) তারা চলে দুই জন।
শিঠা কিঠা মিঠা করে সঘনে গর্জ্জন॥
* * *
টলমল করে ঘন চৌদ্দ ভুবন॥
এমনি ধাইল সভে শুনি রণ কথা।
বেতাল ভৈরব আসিলে আইল মাতা॥
ধাইঞা পিশাচগণ বলে হান হান।
ভূতগণ ধায় যত নাহি পরিমাণ॥
সভে মেলি কলেবরে মাখে রণধূলি।
নাচিতে নাচিতে কেহ দেয় করতালি॥
যার যত অস্ত্র শস্ত্রে করিলা সাজনী।
দৈত্য বধে এত দানা করিল ছায়নী॥
সেবকবৎসলা মাতা সেবক রাখিতে।
করিলা সাজনী এত শুনি মহামতে॥

---

(১) (ক) ছাচমুখ
(২) (ক) করে কোপে
(৩) (ক) দেবীর [illegible] শুনি ধায় তেকাচোকা
(৪) (ক) সাকাষে

লম্ফ ঝম্ফ দেই কোপে যত যত সেনা।
অট্ট হাসে ঘন করি বিস্তারবদনা॥
ধাইল ধরণীতলে নৃমুণ্ডমালিনী।
সঙ্গেতে বিজয়া জয়া অলক্ষ্যবাহিনী॥
সভে মেলি করে কাঁপে তর্জ্জন গর্জ্জন।
টলমল করে ঘন চৌদ্দভুবন॥
সেবক রাখিতে ধায় সেবকবৎসলা।
লহ লহ করে জিহ্বা গলে মুণ্ডমালা॥
মার মার করে যত সেনার সহিত।
ঘোরতর মশানে মাতা হইলা উপনীত॥
উঠিয়া সুন্দর রায় করে দণ্ডবত।
পালাইতে কোটালিয়া নাঞি দেখে পথ॥
সেবকবৎসলা মা কুমার করে কোলে।
বন্ধন কাটেন মাতা অতি কৌতূহলে॥
বন্ধনে ছাড়ান পাইল কুমার সুন্দর।
হরি হরি বল ভাই শুন সর্ব্ব নর।
কোটালের যত ঠাট আছিল মশানে।
যোগিনী দানায় সব ধরিল জলপানে॥
কোটাল পালায় ডরে পড়িতে পড়িতে।
উপনীত হইল গিয়া রাজার সভাতে॥
কহিল সকল কথা রাজ সন্নিধানে।
বিপরীত দেখ রায় আসিয়া মশানে॥
কহিল দেবীর যত যত রূপসাজ।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি উঠে মহারাজ॥
পূজিয়া যাহার তরে পাইনু তনয়া।
উপনীত হইলা আসি সেই মহামায়া॥
পাত্রমিত্রগণ লয়্যা উঠিল ত্বরিত
কুঠার বান্ধিয়া গলে হইল উপনীত॥
কুমার করিয়া কোলে কহে মহামায়।
চরণে পড়িল তার বীরসিংহ রায়॥
স্তুতি নতি করে রাজা রাজ্যের সহিত।
শ্রীযুতকবীন্দ্র দ্বিজে গাইল সঙ্গীত॥

—

দেবীর আবির্ভাব ও বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিবাহে আজ্ঞা দান

মাতঃ রক্ষ রক্ষ নিজ জনে।
সেবকেরে ক্রোধ অকারণে ধুয়া

সত্ত্বগুণে দেহ ভরাভর।
পালই জগত পরাপর॥
ত্রিভুবনে তুমি মহামায়া।
প্রণত জনেরে কর দয়া॥
বিধি যদি তোমা নাহি জানে।
মুঞি পাপী জানিব কেমনে॥
শুনিয়া জননী কন তারে।
এতকাল না জান আমারে॥
ভাল ভাল করল তোমার।
মোর লোকে এমন ব্যবহার॥
গুণসাগর [য] নরপতি।
অপুত্রক পালে বস্তাবত॥
জন্মাইল তাহার তনয়।
বরপুত্র আমার যে হয়।
তোর বাপ হেন জন সনে।
নাহি জান আপনা আপনে॥
করপুটে কহেন নৃপমণি।
কেমনে এতেক কথা জানি॥
ভাল হইল বাদী এই জন।
দেখিলাম তোমার চরণ॥
অতঃপর কি হয় আরতি।
শুন রাজা কহে ভগবতী॥
অবিলম্বে ইহারে বরিয়া।
লহ তুমি আপন তনয়॥
শাল ভাল কহে গদ ভাষে।
ভগবতী গেলা নিজ বাসে॥
সুন্দরেরে কহে নৃপবর।
শুন শুন জামাতা সুন্দর॥ (১)
রাজপুত্র তুমি যুবরাজ।
কেন বা করিলে হেন কাজ॥
আগে যদি ভেটিতে আসিয়া
সেইক্ষণে দিতাম বরিয়া॥ (২)
এত যদি কৈলে অকারণ।
কোটাল চাহিল সেইক্ষণ॥
কেন দেখ না দিলে তখন।
হেটমুখ রাজার নন্দন॥
পুনরপি কহে ত্যজি লাজ।
সারকথা শুন মহারাজ॥
তোমার কোটাল চাহে চোরে।
চোর হইলে দেখা দিতাও তারে॥
যদি কহে রাজার জামাতা।
তখনি মিলিতাও আসি তথা॥

১ (ক) ক্ষম ক্ষম জামাতা সুমতি
২ (ক) তনয়া

রাজা কহে ঈষত সহাস।
ভাল বাপা তোমার সন্তোষ॥
পাত্রমিত্রগণ করি সঙ্গে।
নৃপতি চলিল রঙ্গে॥
সাথে করি জামাতার তরে।
উপনীত হইলা মন্দিরে॥
রাণী হইল আনন্দে পুরিত।
সখী কহে বিদ্যারে ত্বরিত॥
বিদ্যার মনেতে বড় সুখ।
পুলকে দেখিব চান্দমুখ॥
বিবাহের শয্যা রাজা আনে।
নিবেদয়ে কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে॥

——

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ

—মঙ্গলরাগ—

সভা করি বৈসে বীরসিংহ নরপতি।
বিবাহের দিন করে গণক-সম্মতি॥
অদ্য বিনে আর দিন নাহি শুভক্ষণ।
আনন্দে মন্দিরে তনু রমণীর মন॥
আনিলা বিদ্যারে তবে বিদ্যার জননী।
মাখাইল কলেবরে বিমল রজনী॥
হইও (১) বিলাসিনী তথি মিশাইলো জটা
সুগন্ধি হইল তনু কংকের ছটা॥
তেমনি বীরের তনু করায় বিমল।
জয় জয় হুলাহুলি বাজিল মঙ্গল॥
অতি আনন্দিত মন সকল সমাজ।
শুভক্ষণে অধিবাস কৈল মহারাজ॥
সুন্দরের অধিবাস করে পুরোহিত।
দুইজনে কর্ম্ম করে অতি আনন্দিত। (২)
গনেশ পূজিয়া পূজে ষোড়শজননী।
বসুধারা দান করে সুখে নৃপমণি॥
আয়ুষ্য (৩) করিল ছায়ামণ্ডপের তলে।
নান্দীমুখ করে দুহে অতি কুতুহলে॥
দুজনে করিল স্নান আকাটা পুখুরে।
আয়্যাগণে সুতা বান্ধে দুই জনের করে॥
দুজনের হাড়ি তথা করিল মঙ্গল। (৪)
নানাবিধি বাদ্য বাজে পুরিল সকল॥

১ (ক) অষ্ট
২ (ক) দুইজনের শুভকর্ম্মে হৈল বিহিত।
৩ (ক) আশীষ
৪ (ক) দুইজনে রহে হেথা হাতি করি কোলে॥

বিদ্যা সাথে করি রামা আয়্যা সব মিলে।
বাড়ী বাড়ী জলশয় অতি কুতুহলে॥
কোন মতে গেলা দিন আইল রজনী।
ছায়ামণ্ডপের তলে বৈসে নৃপমণি॥
বরিল বরেরে রাজা সভার ভিতরে।
আয্যাগণ আসি লয্যা গেল অন্তঃপুরে॥
রমণী আচার করে রাণী আনন্দিতে।
ঔষধ করয়ে রাণী জাতে যে উঠিতে॥
পূর্ব্বেতে করিল বিধি ঔষধের কাজ।
হেন মতে দাড়াইয়া হাসে যুবরাজ॥
বসাইয়া রত্নপাটে আনিল যুবতী।
সাতবার প্রদক্ষিণে করিল প্রণতি॥
দেখিল দুহারে দোঁহে অতি আনন্দিত
ঈষৎ হাসিয়া করে দুজনে ইঙ্গিত॥
বদল করিল মালা রমণ রমণী।
শুভক্ষণে দুইজনে করিল চাহনী॥
ছায়া মণ্ডপের তলে লয়ে কন্যা বর।
সম্প্রদান করে রাজা সভার ভিতর॥
বেদ-বিধি মত রাজা করি সমর্পণ।
বর কন্যা ঘরে লইঞা করিল গমন॥
বহুত বাজনা বাজে মধুর বাজনে।
ভোজন করিয়া দুহে রহিল শয়নে॥
শুনরে সকল লোক বচন আমার।
দুহার বাসর সব আমি কত কব আর॥
এমনি কৌতুকে হয় রজনী প্রভাত।
দুই চারি মাস গেল রমণীর সাথ॥
আর দিন রামা সঙ্গে বসিয়্যা রমণ।
দেশেরে যাইব কহে কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

বিদ্যার নিকট সুন্দরের বিদায় প্রার্থনা

—ধানসী রাগ—

শুন রামা আমার কথন।
ছয় মাস ভিন্ন দেশে গেল মোর পরবাসে
মাতাপিতা না জানিল কারণ॥
আমা বিনে পুত্র আর কদাচিত নাহি তার
তথি আমি আইনু বঞ্চিয়া।
ঠেকিলাম ধর্ম্মলোকে কি জানি আমার শোকে
জিল কি মরিল না দেখিয়া॥
তেজি যাই পরবাসে যাইব আপন দেশে
সঙ্গে চল যদি লয় মন।

অবশ্য যাইব তথা কহিনু নিশ্চয় কথা
যুক্তি কর উচিত যেমন ॥
শুনিয়া উচিত বাণী করপুটে কহে ধনী
শুন শুন শুন প্রাণনাথ।
তুমি যথা আমি তথা যেমনি করিল ধাতা
চন্দ্রিকা গমন চন্দ্রসাথ ॥
কেন তুমি যাবে তথা বাপারে বলিয়া হেথা
অর্দ্ধ রাজ্য দিব হে তোমারে।
আমি বিনে নাহি সুতা কেমনে জীবেন মাতা
পাঠাইয়া তোমার নগরে॥
ইহা শুনি যুবরায় পুনরপি কহে তায়
না কহ না কহ হেন কথা।
কি কব তুমার তরে অবশ্য যাইব ঘরে
কেমনে দেখিব পিতামাতা॥
বাড়ে বড় মায়া যো না রহে লোচনে লো
রাখিবারে হইল প্রাণপণ।
রসিক কবীন্দ্র ভাষে রসবতী বারমাসে
সুখ দুঃখ করে নিবেদন ॥

বিদ্যার বারমাসী

বৈশাখ মাসেতে রবি প্রচণ্ড কিরণ।
শীতল করয়ে তনু কুমকুম চন্দন ॥
তোমাকে কি বুঝাইব আমি অতি বালা।
দিবসের অবসানে মদনের খেলা ॥
প্রভু হে আমি কহি তোমারে কহি তোমারে
দুজনে বঞ্চিব জলযন্ত্রের মন্দিরে॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে প্রভু রসিক সকল।
রসাল গুবাক পান খর্জ্জু নারিকেল॥
দিন অবসানে [হয়] প্রবল ঝঞ্ঝনা।
তরুলতামূলে বৈসে পাসরে আপনা ॥
আষাঢ় মাসেতে প্রভু [মেঘের গর্জ্জনা]।
তরুণ-তরুণী বৈসে পাসরে আপনা॥
প্রভু তুমি বুঝহ আপনে বুঝহ আপনে।
কি বলিতে পারি আমি অবলা পরাণে ॥
আষাঢ় মাসেতে ঘন ডাকয়ে দাদুরী।
না রহে মানিনী মান মদন চাতুরী ॥
কদম্ব কুসুম দেখি নাচে পঞ্চবাণ।
রমণী বিরহ জন করএ ধেয়ান॥
দগ দগি দুজনের [করে] মনে মনে।
ছাড়িয়া দুহারে দোহে রহিব কেমনে॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন অবিরত ধারা।
যুবতী বিহনে যুবা জীবনেতে মরা ॥
রসিক তরুণী যার বিনয়কারিণী।
পৃথিবী তাহার স্বর্গ দিবস রজনী ॥
প্রভু কেন কর বিষাদ কর বিষাদ।
অভাগিনা বিদ্যা কৈল কোন অপরাধ ॥
ভাদ্র মাসেতে মেঘ শরৎ গর্জ্জনে।
চাতক বঞ্চিত হয় বরিষণ বিনে॥
দিনে দিনে হয় প্রভু নিরমল চাঁদ।
যুবকের মনেতে হয় যুবতীর বান্ধ ॥
প্রভু তুমি যাও ছাড়িয়া যাও ছাড়িয়া।
কেমতে জিবেক বিদ্যা তোমা না দেখিয়া ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ঢাক ঢোলে বাজাইয়া যুবতী বাখানে ॥
শুনিয়া রসিক মনে মদনের তাপ।
যুবতী কোলেতে যুবা পাসরে মা বাপ ॥
প্রভু হে শুন গুণমণি শুন গুণমণি।
শুনিতে শুনিতে দুহা বঞ্চিব রজনী ॥
কার্ত্তিকে হেমন্ত ঋতু করে অবতার।
রবির কিরণজালে শুখায় সংসার ॥
প্রবাসী প্রবাসেতে শুনহে প্রাণপতি।
বিরহে মুরছি পড়ে রসিক যুবতী ॥
প্রভু তেজ অনুতাপ তেজ অনুতাপ।
নানা উপভোগে তুমি করিবে আলাপ ॥
মাইসরে মলিন তনু রবির কিরণে।
রজনীতে বিমল করিব দিনে দিনে ॥
সমাধিক রজনী মানিনী সাধে মান।
নবীন রমণী ভয়ে চমকে পরাণ॥
প্রভু রজনীর যোগে রজনীর যোগে।
দুজনে বঞ্চিব সুখে নানা উপভোগে ॥
পৌষে প্রবল শীতে বাড়ে দিনে দিনে।
দিবসেতে উপশম রবির কিরণে ॥
রচিয়া বিচিত্র শয্যা পরম কৌতুক।
রজনী বঞ্চিব দুহে সুখে থাকি বুকে ॥
মাঘমাসে রজনী বড়ই দুর্ব্বার।
বিরহী জনের হয় বৎসর দুরবার ॥
কমলে কমল কৌতুক করে অবতার। (১)
বিরহে দগধে তনু যুবতী যুবার ॥
যদি বাড়ে দিবস তথাপি বাড়ে রাতি।
অনেক প্রকারে প্রভু ভুঞ্জিব সুরতি ॥

---

১ (ক) মকরে মকর কৌতুক করে অবতার

প্রভু আমি রাজার কুমারী রাজার কুমারী।
কোনকালে কোন দুঃখ সহিতে না পারি॥
নবীন পল্লব তরু দেখিয়া ফাল্গুনে।
কুসুমিত লতা গন্ধ চন্দন পবনে॥
কুসুম তুরগ তথি আসিঞা সোআর।
বসন্ত আইল পদ্ম দেয় সমাচার॥
প্রভু মোর বিদরে হৃদয় বিদরে হৃদয়।
দারুণ বসন্ত ঋতু জীবন সংশয়॥
মুকুলিত বকুল বিকল করে মন।
ঘন ঘন কোকিল কোকিলা গরজন॥
নানা উপভোগ প্রভু বাড়ে মধুমাসে।
অভাগী যুবতী যার পতি পরবাসে॥
প্রভুহে যে জন পুণ্যবান পুণ্যবান।
বার মাসে প্রিয়া সুখে করে মধুপান॥
যত কিছু কহিলে না লয় মোর মনে।
জনক জননী আমি দেখিব কেমনে॥
নিশ্চয় যাবেন পতি আপন মন্দিরে।
প্রভাতে উঠিঞা ধনা কহিল মায়েরে।
[প্রভাতে] ভাবিয়া কালিকা চরণারবিন্দ
বার মাসের যত সুখ সৃজিল কবীন্দ্র।

সুন্দরের প্রতি রাজার অনুরোধ

শ্রীদুর্গাচরণে নিরন্তর রহুক মতি॥ ধু
জামাতা দেশেরে যাবে শুনি।
আন্ধার দেখিল শোকে রাণী॥
ঘন চাহে দুহিতার মুখ।
দেখিতে দেখিতে বাড়ে দুখ॥
উপনীত হৈল সেইখানে।
কান্দিতে কান্দিতে কহে কথা।
শুন প্রভু বিমনা জামাতা॥
দেশেরে যাইব মনে কয়।
লক্ষ দিলে তিলেক না রয়॥
রাজা বড় দুঃখ পায়া মনে।
জামাতারে ডাক দিয়া আনে॥
অনেক প্রকারে কহে তায়।
কেন বাপা যাইবে তথায়॥
অর্দ্ধরাজ্য বৈস সিংহাসনে।
না ভাবিহ কিছু দুঃখ মনে॥
নাই মানে নিষেধ সুন্দর।
পুন পুন কহে যাব ঘর॥
কবীন্দ্র মরম কথা বলে।
রাণী কান্দে কন্যা করি কোলে॥

বিদ্যার বিদায় প্রার্থনায় রাজা রাণীর শোক

পরাণ শুনিয়া মোর কেবা লয়া যায়।
ঝিয়ের গলায় ধরি কান্দে উভরায়॥
কন্যা কোলে করি রাণী কান্দিয়া বিকল।
নিত্যসি খাইতে চক্ষু ভরে অশ্রুজল॥
কি কব অধিক আর আমি অভাগিনী।
পুত্রবতী হয়্যা স্বামী বড় সোহাগিনী॥
শ্বশুর শাশুড়ী সেবা করিহ যতনে।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিব কেমনে॥
ধরিয়া মায়ের গলা রাজার নন্দিনী।
কান্দিতে কান্দিতে কহে গদগদ বাণী॥
পড়িয়া রহিল গিয়া ছয় মাসের পথে।
মরিনু তোমার আজি বলে জোড়হাথে॥
তোমা সনে দেখা মোর না হইব আর।
কি বলিব বিধির লিখন দুরাচার॥
রাণী বলে শুন বাছা তোরে আমি কই।
কেবল প্রাক্তন ফলে বিষাদ ঘুচাই॥
যাহ পরম হরিষে পরম হরিষে।
উল্লাস করিব লোক দিয়া মাসে মাসে॥
বিদ্যা বলে আগো মা বলিব আমি কি।
আজি হইতে মরিব তোমার বিদ্যা ঝি॥
এমনি রূপেতে আছে জননী নন্দিনী।
জামাতারে যৌতুক দিলেন নৃপমণি॥
হস্তী ঘোড়া লাখে লাখ রথ পদাতিক।
অমূল্য কাঞ্চন রত্ন দিলেন অধিক॥
অনেক বাহিনীপতি দিলেক সংহতি।
চৌতুদলে চাপিল বিদ্যা রাজার আরতি॥
মায়ে ঝিয়ে গলাগলি কেহ নাহি ছাড়ে।
সেইরূপে যাইল রাজার আগড়ে॥
রাজার নন্দিনী গিয়া রাজার সম্মুখ।
পুন পুন চাহে মুখ বিদরয়ে বুক॥
বিদায় তোমার পায়ে মাগে বিদ্যাঝি।
দেখা হবে পুনরপি যদি আমি জি॥
তিনজন কান্দিয়া ভাসিল অশ্রুজলে।
বিদায় হইয়া বিদ্যা উঠে চৌতুদোলে॥
আহা আহা করি রাণী কান্দিয়া বিকল।
শোকে বীরসিংহ রায় পড়ে মহীতল॥
পুনরপি উঠি দোঁহে অনিমিষে চায়।
সুন্দর রাজার ঠাঞি হইল বিদায়॥
রাণী বলে মোর বাছা কেবা লয়া যায়।
চান্দমুখ দেখি ডাকে অভাগিনী মায়॥

বসন তুলিয়া মায়ে দেখাইল মুখ।
দেখিতে দেখিতে তনু বিদরয়ে বুক॥
কালিকা ভাবিয়া চলে রাজযুবরাজ।
অনিমিষে এড়াইল রাজার সমাজ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা রাণী যায় ঘরে।
গমনে সুন্দর এথা বিলম্ব না করে॥
মালবার এড়াইয়া গেল নীলগিরি।
দেখিয়া পুজিল তথা দেব নরহরি॥
নিশিযোগে গিয়া পুজে সোনার মাধব।
বৈদর্ভ নগরে গিয়া পুজিল যাদব॥
সুগ্রীব লিলয় ছাড়ে পারাবত গ্রাম।
ভাস্কর পুষ্কর এড়াইল গুণধাম॥
যেমতি ছয় মাস চলে কুমার সুন্দর।
বিশালা কৌশলা কালা বিজয়নগর॥
এইরূপে এড়াইল যত যত দেশ।
রত্নাবতী পুরী তবে করিল প্রবেশ॥
সমাচার পায় গুণসিন্ধু নরপতি।
বীর শোকে তনু খিন হয়্যাছে নিমতি॥
শুনিল দেশেরে তবে আইল কুমার সুন্দর।
সভার সহিত রাজা উঠিল সত্বর
পাত্র মিত্র প্রজাগণ সঙ্গে লয়্যা রাণী।
আনিতে কবীন্দ্র কহে চল নৃপমণি।

বিদ্যাসহ সুন্দরের প্রত্যাগমনে রাজারাণীর আহ্লাদ

গান্ধার রাগ

সুন্দর আইল শুনি হরষিত রাজারাণী
পাত্রমিত্র যত প্রজাগণ।
রাজারাণী আগে করি চলিল সত্বর করি
আনিবারে রাজার নন্দন॥
সুন্দর আইল নিজ দেশে।
পুনরপি নিকতনে আসিব কি ছিল মনে
প্রাণ পাল্য রমণীপুরুষে॥
সভে হাস পরিহাসে নানা রঙ্গ অভিলাষে
কুমার গোচরে উপনীত।
জনক জননী দেখি প্রণাম করিয়া সুখী
চিরকাল লজ্জায় বিদিত॥
দেখিয়া পুত্রের মুখ রাজারাণী হয় সুখ
বাছা বাছা করি কোলে।
আজি যত নিতম্বিনী পুত্রবধূ ঘরে আন
নানা বাদ্যি বাজে কুতুহলে॥

বরণের অবসরে পুত্রবধূ লয়্যা ঘরে
বসাইল কনক আসনে।
রমণী কৌতুকে আনি যৌতুক আনিল ধনী
নানা বিধি রতন কাঞ্চনে॥
সুন্দর সুন্দরী মেলে কৌতুকে ত খেলা খেলে
সুন্দর হারিল ধনা জিনে।
কুললাজ পরিহরি সবে দিল টিটকারি
হারিলে কি দিবে ধন দান॥
দেখি গর্ভবতী ধনী সভে করে কানাকানি
সুন্দর বুঝিয়া সমাচার।
কহে বিবাহের পর আছিনু শ্বশুর ঘর
বহু দিন করিয়া ব্যবহার॥
শুনিয়া সকল বাণী মনেতে বিশেষ মানি
গেল সবে নিজ নিকেতনে
উঠিয়া সুন্দর রায় বাপের সভায় যায়
নিবেদন কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে॥

রাজার নিকট সুন্দরের সকল সংবাদ নিবেদন

বাপের সভায় আসি হৈল উপনীত।
আগু আগু করি সভে বসায় ত্বরিত॥
অপুত্র আছেন রাজা দেখি পুত্রমুখ।
গেল সকল শোক বড়ই কৌতুক॥
হেনকালে ছিল যত বীর অনুচর।
সুন্দর বিজয় কহে রাজার গোচর॥
শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন।
পুণ্যফলে পাইঞাছ এমন নন্দন॥
এথা হৈতে ছয় মাসের পথ কাঞ্চীপুরী।
বীরসিংহ রায় তথি চক্রদণ্ডধারী॥
পরম পণ্ডিত বিদ্যা তাহার নন্দিনী।
পণ করি সভামধ্যে সুখে নৃপবরে॥
বিদ্যার বিচারে যেবা জিনিব বিদ্যারে।
পরম আনন্দ মনে বিভা দিব তারে॥
শুনিঞা আইল যত রাজার কুমার।
কথায় হারিল সভে থাকুক বিচার॥
তোমার নন্দন গিঞা বঞ্চিয়া রাজনে।
বিচারে জিনিয়া [বিভা] করিল গোপনে॥
কত দিনে পরস্পরে ব্যক্ত হইল কথা।
কোটালে পাঠাল রাজা পাইয়া মন ব্যথা॥
* * ধরি আনিল ধরিয়া।
কাটিতে আদেশ কৈল ইহারে দেখিয়া॥

কোটাল লইঞা গেল দক্ষিণ মশানে।
সেবকে রাখিতে কালী ঘোর দরশনে॥
করিলা পঞ্চাশ শ্লোক অবিলম্বে পর।
বন্ধন ঘুচাইয়া দিল নৃপবর॥
* * * *
শুনিয়া পুলকিত হৈল গুণসিন্ধু রায়॥
এইরূপে কৌতুহলে আছে নৃপমণি।
গর্ভবতী বধূ দেখি সাধ দিল রাণী॥
দেখা দেখি গেল * *
উত্তম নন্দিনী ধান কৈল পরকাশ॥
পৌত্র হইল রাজার পায় সমাচার।
কৌতুকে বিদায় নানা রতন ভার॥
* আনিয়া গলে বড়ই শুভক্ষণ।
কালীপদে নিবেদএ কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

সুন্দরের পুত্রসন্তান লাভ

কল্যাণ রাগ

যত আযাগণে আসি পঞ্চদিনে
পটটা করিল সুখে।
ছয় দিনে সূত্রিকা পুজিঞা কালিকা
সুখে পুত্রমুখ দেখে॥
বালক আসিয়া আটকলাইয়া
করিলে আট দিনে।
একাদশে কন্ধ নাম সদানন্দ
রাখে আনন্দিত মনে॥
আনন্দিত বাজয়ে বসিয়ে পুজয়ে
রাণী কৈল এক মাসে।
এক দুই পরিহরি পাঁচ ছয় পরকাশি
* * * *
রাজার নন্দন করায়ে ভোজন
রন্ধন করিঞা কোলে।
বৈসে শিশু রায় হামাগুড়ি যায়
খেলে নানা খেলে॥
আলকুচি দিঞা সময় ভাবিঞা
পথে রহে সদানন্দ।
উঠে পড়ে পড়ে খেলে রড়ে রড়ে
জনক জননী কান্দ॥
দেখিতে দেখিতে কালীর মায়াতে
বৎসর দুই তিন চারি।
হরষিত মনে যত শিশু সনে
সদানন্দ খেলা করি॥
খেলে সদানন্দ পরম আনন্দ
সকল শিশু মেলি।
চাকনড়ি ভাটা খেলে শিশু ঘটা
নগরে নগরে বলি॥
সভার সহিত আছে আনন্দিত
গুণসিন্ধু নৃপমণি।
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ করে নিবেদন
রক্ষ রক্ষ নারায়ণী॥

সদানন্দের অকাল মৃত্যু

এইরূপে সদানন্দ শিশুগণ মেলি।
নগরে নগরে বুলে নানা খেলা করি॥
হেন কালে বিপরীত দেখে সর্ব্বজনে।
রাক্ষসী আছয়ে এক কালিকা সাধনে॥
মনুষ্যের রক্ত দিঞা পুজয়ে কালিকা।
তবে সে ডাকিনী বিদ্যা সাধিব সাধিকা॥
মনুষ্য চাহিঞা সেই ভ্রমে মনে মনে।
শিশু সঙ্গে সদানন্দ দেখিল নির্জ্জনে॥
আনিল করিঞা ঝড় ধুলি অনুবন্ধ।
পাসয়ে শিশুর ঘটা ছাড়ে সদানন্দ॥
একলা পাইয়া তারে হরিল পরাণ।
তাহার রক্তেতে কালী করাইল স্নান॥
তবে সে হইল সিদ্ধ ডাকিনী বিদ্যায়।
পড়িঞা রহিলা তথি সদানন্দ রায়॥
যার যেবা ঘরে গেল যত শিশুগণ।
চিন্তিত হইল বিদ্যা না দেখিল কুন॥
এতক্ষণ হইল কোথা আছে সদানন্দ।
তলাস করিতে * * *॥
লোক পাঠাইঞা দেখে নগরে নগরে।
না দেখিল সদানন্দ * *॥
* * * সমাচার।
না দেখিলাও কোন ঠাঁই তোমার কুমার॥
পুত্র না দেখিঞা বিদ্যা কান্দিয়া বিকল।
ডাকিল খেলার সঙ্গী বালক সকল॥
জিজ্ঞাসিল সভাকারে পুত্র সমাচার।
সদানন্দ কোথা আজি করিল বেহার॥
কহিতে লাগিল সভে সদানন্দ কথা।
খেলাবার ঠাঞি ঝড়ে করিল বিতথা॥
পালাইঞা আলাও সবে এই মাত্র জানি।
সদানন্দ আল্য কি না অস্ত অনুমানি॥

বিদ্যা বলে শুন সভে অভাগীর কথা।
দেখাঅ খেলার স্থান খেলিবার কোথা ॥
লোক সঙ্গে করি চলে যত শিশুগণ।
মরিঞাছে দেখে যাইঞা সুন্দরনন্দন ॥
মরা শিশু কোলে করি কান্দিতে কান্দিতে।
আনিঞা রাখিল লোক বিদ্যার সাক্ষাতে ॥
মৃত পুত্র দেখি রামা হইল মোহিত।
শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে বিদ্যাবিলাপ সঙ্গীত ॥

—বিদ্যাবিলাপ—

বাছা শুন শুন ডাকে অভাগিনী।
উত্তর না দেহ কেনি ॥
শুন ডাকে অভাগিনী মাঅ।
তেজ নিদ্রা সদানন্দ রাঅ ॥
খেলিবে কাহার সঙ্গে খেলা।
উপবাসী আছ এত বেলা ॥
দেহ বাছা সুধা দরশন।
ধূলা গাত্রে দেহ আলিঙ্গন ॥
কেবা হেন করিল তোমাঅ।
সঙ্গে লহ অভাগিনী মাঅ ॥
কাহার করিলাও অপরাধ।
কোন মোরে পড়িল প্রমাদ ॥
শূলপাণি কর আসি কোলে।
বিমুখ হইলে কার বোলে ॥
কান্দে বিদ্যা অতি উচ্চরাঅ।
রাজারাণী শুনিবারে পাঅ ॥
বিস্মিত হইঞা দুই জনে।
অবিলম্বে করিল্যা মনে মনে ॥
মৃত সদানন্দ আসি দেখে।
কান্দিঞা বিকল সর্ব্বলোকে ॥
সুন্দর আইল হেন কালে।
দেখে বিদ্যা মৃত পুত্র কোলে ॥
সহসা হইল অচেতন।
মনে ভাবে রাজার নন্দন ॥
বর পুত্র কালী কৈল মোরে।
* কি করিলে মোরে ॥
এক ভাবে তনয় লইঞা।
কালী গৃহে প্রবেশিল গিঞা ॥
মৃত পুত্র শোয়াইল তথি।
জপে তাহে করিঞা বসতি ॥
কালীর করিল আরাধন।
নিবেদয়ে কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ ॥

সুন্দরের কালী সাধন

এক ভাবে ভাবে কালী কুমার সুন্দর।
পুত্রের উপরে জপ করে নিরন্তর ॥
তাহার ভাবনা বিনে অন্য নাহি মনে।
অস্থির হইল মাতা সেবক সাধনে ॥
বিলম্ব না করে বরে কালী কৈল মনে।
প্রহরে প্রহরে দিল বিঘ্ন দরশনে ॥
* * * *
অনেক আইল সর্প প্রথম প্রহরে ॥
ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার কত শত শত।
মারিতে খাইতে সভে হৈল উনমত্ত ॥
কদাচিত ভয় নাহি সুন্দরের মনে।
এক ভাবে জপে মন্ত্র কালিকা সাধনে ॥
প্রথম প্রহরে গেলা দ্বিতীয় প্রহরে।
অনেক রমণী আইল তাহার গোচরে ॥
কটাক্ষ করিঞা নাচে ভঙ্গ দেখাইঞা।
চামরিকা নাচে রঙ্গে মৃদঙ্গ বাজাইঞা ॥
তথাপি সুন্দর মন নহে বিচলিত।
তৃতীয় প্রহরে দানা নাহি পরিমিত ॥
ঘনঘন তর্জ্জন করে ছুঁতে নাহি পারে।
নগেন্দ্রনন্দিনী মাতা দেখিল সুন্দরে ॥
প্রভাত প্রহরে মাতা গিরিশ-গৃহিণী।
সেবক বিষয়ে মাতা বরদারূপিণী ॥
খড়্গ চক্র কৃপাণ খর্পর শোভে কিঙ্কিণী।
* * * *
মুণ্ডমালা গলে দোলে গগনবসনা।
পরিধান বাঘছাল বিস্তারবদনা ॥
উপনীত হইল মাতা করি অট্টহাস।
বর মাগ বর মাগ ঘন ঘন ভাষ ॥
স্তুতি নতি করে রাজা হইঞা হরষিত।
শ্রীযুত কবীন্দ্র গান মধুর সঙ্গীত ॥

——

সদানন্দের পুনর্জ্জীবন লাভ

তুমি স্রষ্টা তুমি স্থিতি তুমি স্বভাবে ভগবতী
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র অবতার।
কেবা ত্রিভুবন মাঝে তোমার অধিক আছে
অধমেরে করহ উদ্ধার ॥

নত জনে কর দয়া কে জানে তোমার মায়া
অনন্তরূপিণী নারায়ণী।
যারে তুমি কৃপাময়ী সে জন ভুবনজয়ী
অর্দ্ধমাত্রা নাম সনাতনী॥
শুনিঞা এতেক স্তুতি কৃপা করি ভগবতী
কহ বর মাগরে সুন্দর।
পুনশ্চ দণ্ডবত করে রায় শত শত
লোটাইয়া ধূলায় ধূসর॥
নৃমুণ্ডমালিনী মাতা শুনগো কবির কথা
শোকানলে দহে তনু মোর।
নাহি জানিতাম মন্দ মন মোর সদানন্দ
পুত্রমুখচন্দ্রচকোর॥
এত শুনি ভগবতি ভাল ভাল ·
জিঞা উঠে সদানন্দ রায়।
হরি হরি বলাইঞা দেবীর পসাদ পাইঞা
মৃত পুত্র সুন্দর জিয়ায়॥
অম্বরাক্ষ হৈলা মালো সদানন্দ বুলে হেতা
বেলাইঞা সভার গোচরে।
রাণীর সহিত রাজা পাত্র মিত্র যত প্রজা
চমকিত সভার অন্তরে॥
পাণ পাইল মৃত জনে রাজা হরষিত মনে
জিজ্ঞাসিলে ডাকিঞা সুন্দরে।
ইহার কারণ কেবা করিলে কাহার সেবা
কেবা জিয়াইলা মৃত নরে॥
সুন্দর কহিল রাণী শুন রাজা নৃপমণি
সদানন্দ জিয়াইল কালী।
যে জন স্মরণ করে সদয় হইয়া তারে
বর দিতে মহাকৌতূহলী॥
রাজা বলে কিবা গুণী কিবা ধর্ম্ম কোথা জেনি
তার ভবে পাইল কেমনে।
জিজ্ঞাসিল নৃপবরে যুবরাজ কহি তারে
নিবেদিত কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে॥

দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন

পয়ার

দেবীর মহাত্ম্য কিছু শুন মহামতে।
কাহার শকতি পারি বিস্তার করিতে॥
সঙ্ক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান।
যার পদ নিরবধি সেবে ভগবান॥
অপরূপ শুন এই কালী।
বৃষ পৃষ্ঠে শিবশক্তি যান কৌতূহলী॥
সম্ভাষি শিবে [তবে] কহিলা নারায়ণী।
সংশয় ভঞ্জন মোর কর শূলপাণি॥
বিভূতিভূষণ তনু অস্থি গলমালে।
বলদে চাপাইয়া নিত্য ভ্রমে ভিক্ষা করে॥
দিগম্বর সতত নাহি করে বিরাম।
কোন গুণে ধর তুমি মহাদেব নাম॥
শঙ্কর বলেন শুন ত্রিদশ-ঈশ্বরী।
দিগম্বর যোগধর্ম্ম যোগবলে করি॥
যোগবলে মোর কিবা অন্তর বাহির।
যতেক জনম তুমি তেজিলে শরীর॥
সেই অস্থি মালা করে পড়িলাঙ গলে।
সেই শ্মশানে মায়াবিনী তথি শোকজলে॥
শুনিয়া হৈলা দুঃখী নগেন্দ্রনন্দিনী।
আপনার নিত্যতা আনিলা শূলপাণি॥
আমি সে অনিত্য হৈল ইহার গোচরে।
হেন কালে মায়াবিনী তথি মায়া করে॥
বহিল রক্তের নদী অতি তরঙ্গিনী।
তাহা দেখি বিস্মিত হইলা শূলপাণি॥
জিজ্ঞাসিল পুনহর [কহ গে] নগসুতা।
কোথাকার রক্তনদী বহে কেন হেথা॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে অনন্তরূপিণী।
শুনহ কারণ এব রক্ত তরঙ্গিণী॥
যত জন্ম প্রসবিল বিধিহরিহর।
অদ্যাপি তাহার রক্ত বহে নিরন্তর॥
নদী হৈয়া বহে বেগে অতি তরঙ্গিণী।
শুনিয়া এ সব কথা হর চমকিত।
বিধি হরি হর তাহা নাহি জানে।
আর কে জানিতে পারে কাহার শকতি॥
জিয়াইল সদানন্দ আসি হেন জন।
এ কথা শুনিয়া রাজা বিচলিত মন॥
হেন জনে নাহি জানি অভাগ্য আমার।
পূজিব তাহারে তবে কর উপহার॥
বড় বর দিয়া রাজা আনায় পাষাণ।
করিল আসিয়া দুহে দেহারা নির্ম্মাণ॥
পূজা করি বারে বারে করে অনুবন্ধ।
শ্রীযুতকবীন্দ্র গান পাঁচালীর ছন্দ॥

রাজা কর্ত্তৃক দেবীর পূজা

পাত্র মিত্র লইয়া রাজা করে দেবীর পূজা
রাণী সঙ্গে কৌতূকী হৈয়া।

প্রজাগণ লৈয়া সঙ্গে　　পূজা করে নানা রঙ্গে
বেদ বিধি উপহার লৈয়া ॥
দেখিঞা আনন্দিত যুবরাজ।
ধূপ দীপ মাল্য গ্রন্থ　　আদি করি অনুবন্ধ
শত শত মহিষ সাজ ॥
পূজা করিঞা *　　সমাধিক করি বৈসে
নিজ মন্ত্র জপে নিরন্তর।
বান্ধব লয়া কৌতূহলী　　এক ভাবে পূজে কালী
পুলকিত কুমার সুন্দর ॥
কেহ নাচে কেহ গায়　　কেহ বা মৃদঙ্গ বায়
মন্দিরা নূপুর ধ্বনি শুনি।
কপিনাস কন্দজাল　　বাজে কাংশ করতল
শঙ্খ কাড়া বীণাবেণী ॥
কেহ কেহ কৌতূহলে　　কুমকুম প্রদীপ জ্বলে
দণ্ড দীপ জ্বলে শত শত।
এইরূপে দিবারাতি　　গুণসিন্ধু নরপতি
*　*　*　*
প্রভাত প্রহর কালে　　কৃপা করি কৌতূহলে
উরে মাতা নগেন্দ্রনন্দিনী।
গলে দোলে মুণ্ডমাল　　পরিধান বাঘছাল
দৈত্যকর কটিতে কিঙ্কিনী ॥
লম্বিত রসনা সাজে　　চল চল দন্ত মাঝে
অপরূপ সাজে অলঙ্কার।
খড়্গ চর্ম্ম দৈত্য মুণ্ড　　কপালেতে ভুজদণ্ড
পরস্পর করয়ে বিহার ॥
দন্তজকুণ্ডল কর্ণে　　কুণ্ডল পিঙ্গল বর্ণে
নিজ রূপে চলিলা ত্বরিত।
দুই সখী করি সঙ্গে　　রাজার সম্মুখ রঙ্গে
অট্ট অট্ট হাসে উপনীত ॥
নৃপতি দেখিঞা তারে　　উঠিঞা প্রণাম করে
পাত্রামাত্র প্রজাগণ সনে।
কালিদাস ঘোষে দয়া　　কর মাতা মহামায়া
নিবেদিবে কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে ॥

রাজা গুণসিন্ধু কর্ত্তৃক দেবীর স্তব

অধম দেখিঞা কর দয়া।
মহামায়া আপনি তেজ মায়া ॥
রিপুখণ্ড করিলি উপায়া।
*　*　*
মলমূত্র ধরি মানুষ কায়া।
কেমনে জানিব তোমার মায়া ॥
তিন গুণে তোমা সতত ভজে।
চারি দশ লোক তোমারে পূজে ॥
সৃজন পালন সংহার হেতু।
প্রবল বর্ত্ত বরিবাজে কেতু ॥
দনুজদলনী যাহার নাম।
নির্গম গগনে তাহার নাম ॥
জীবন থাকিবে * মরা।
যুবত দশত্রে বহুত জরা ॥
নয়ন থাকিতে সে জন অন্ধ।
বস্তু নিরূপণে কি অনুবন্ধ ॥
যাহারে সদয়া জগতমায়।
মৃত জন তথি জীবন পায় ॥
ইহা নহে মিথ্যা অত্যদ্ভুত।
দেখিল সাক্ষাতে সুতের সুত ॥
এতেক স্তবন কালিকা শুনি।
বর মাগ রাজাকে কহে ভবানী ॥
করপুটে কহে নৃপতি রায়।
ভকতি রহুক তোমার পায় ॥
অন্তে করাইবে নিকটে বাস।
ইহাই রহিল মনেতে আশ ॥
পুন কহে মাতা সহাস মুখে।
সদানন্দ রাজ্য করিবে সুখে ॥
সুন্দর বিস্তারে দিবে মোরে।
লইয়া যাইব আপন ঘরে ॥
সদানন্দ লইঞা পালহ পূজা।
শুনিঞা আহত হইলা রাজা ॥
কান্দিঞা পড়িল দেবীর পায়।
শ্রীযুতকবীন্দ্র রস গান গায় ॥

রাজারাণীর খেদ

শুনিঞা দেবীর কথা　　হৃদয়ে ভাবিঞা ব্যথা
মূর্চ্ছিত পড়িলা রাজরাণী।
চরণপঙ্কজ ধরি　　কহিল বিলাপ করি
রক্ষ রক্ষ নৃমুণ্ডমালিনী ॥
*　*　*
পুত্র একজনে কর দয়া।
নাহিক সুন্দর বিনে　　আর মোর কোন জনে
মা আপনি দূর কর মায়া ॥

কুলের তারকা বধূ যদি নিবে পুত্রবধূ
তবে মোর সকল আন্ধার।
জননী পুত্রের তরে আছাড়িয়া যেন মরে
সেইরূপ করল তোমার॥
কহিতে লাগিলা মাতা শুন রাজা এক কথা
এহ নহে তোমার নন্দন।
লইতে আপন পূজা বরপুত্র করিলাঙ রাজা
জন্মাইল করিঞা যতন॥
* * * *
লইঞা যাব সুরপুরে।
সদানন্দ করি রাজা পালন করহ প্রজা
দৃঢ়রূপে কহিল তোমারে॥
শুনিঞা দেবীর বাণী শোকে কহে রাজরাণী
পুত্রবধূ যদি যাবে লইঞা।
অভাগী মা অভাগিনী যাবে নাহি মনে মানি
হেন দুহে সঙ্গতি করিয়া॥
তেজিঞা সকল মায়া সদানন্দ যাহ লইঞা
শুন মাত সেবকবৎসলা।
কালিকাচরণ তলে শ্রীযুতকবীন্দ্র বলে
সদানন্দ কান্দিঞা বিকলা॥

দেবী কালিকার নিকট সদানন্দের খেদ

শুন মাতা সেবকবৎসলে।
অভাগীয়া সদানন্দ বলে॥
দয়া তুমি করহ যাহারে।
সেই ভাগ্যবান তিন পুরে॥
পায় পুত্র রজত কাঞ্চনে।
সঙ্গে করি লহ না আমারে॥
আমি পুত্র মা বাপের কোলে।
চিরকাল বড় কুতূহলে॥
দেবী বলে আমার বাছনি।
রাজা হইঞা পালহ ধরণী॥
নিত্য নিত্য রাজার আনন্দ।
কান্দিঞা বিকল সদানন্দ॥
শরীরে না সহে এত তাপ।
আর কারে কব মা বাপ॥
ভাল ছিলাঙ আসিলাঙ মরিঞা।
দগদিঞা মাল্য জিআইঞা॥
এ ছার জীবনে কি কাজ।
গড়াগড়ি যায় যুবরাজ॥
ধূলায় ধূসর হইঞা কান্দে।
ভগবতি ঠেলিয়া আমা আনন্দে॥
দেখিঞা তাহার অশ্রুজল।
রাজারাণী কান্দিঞা বিকল॥
কহি পুন শুন মহামায়া।
আমা রাখি যাহ বাপ লইঞা॥
শুনি এত কাতর ভারতী।
মৌন করি রহে ভগবতী॥
কবীন্দ্র সরস কথা বলে।
রাণী কান্দে পুত্র করি কোলে॥

সদানন্দের রাজ্যাভিষেক ও বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গে গমন

জননী তুয়া পদপঙ্কজ সার।
এ তিন ভুবনে ভাবিলাঙ মনে মনে
তুয়া বিনে নাহি আর॥ ধুয়া

পুনরপি রাজা রাণী কান্দিয়া বিকল।
যতেক জীবন সুখ মানিল বিফল॥
পুনরপি কহে দুহে চরণে ধরিঞা।
পরাণ পুতলা যদি যাবে লইঞা॥
সদানন্দের বিভা করাইবা প্রজা।
আশাচ তারে যেন নিত পালে প্রজা॥
তবে তুমি লইঞা যাহ পুত্রবধূ।
অনুমতি দিলা মাতা বলে সাধু সাধু॥
সেইক্ষণে সদানন্দে কৈলা বিভাহিতা।
অভিষেক রাজা করিলা বেদবিহিতা॥
অভিনব কাম জিনি সুন্দর নন্দন।
করএ রামের তুল্য প্রজার পালন॥
লইয়া সুন্দরবিদ্যা চলে মহামায়।
শোকাকুলী রাজারাণী ভূমেতে লোটায়॥
যাইঞা ধরিল রাণী পুত্রবধূ কোলে।
ভগবতী ঠেলিলা বিষম মায়াজালে॥
অভিষেক করুণ ভাবে প্রবোধ করিঞা।
লইঞা সুন্দরি বিদ্যা বিমানে তুলিঞা॥
অন্তরীক্ষ হৈল মাতা নাহি দেখে আর।
অজ্ঞান হইল রাণী লোক চমৎকার॥
নরদেহ দুইজন জীবন লইঞা যায়।
কৌতুকে নারদ গেলা যমের সভায়॥

কহেন ধর্ম্মের ভরে শুন ধর্ম্মরাজ।
বৃথা অধিকার বৃথা তোমার [সমাজ]
বরতনু লইঞা যান নগেন্দ্রনন্দিনী।
নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ কিবা মোরে গুণি॥
এতদিন বৃথা কৈল তোমার অধিকার।
পাপের ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার॥
শুনিঞা কুপিল যম চাহে কোপদৃষ্টে।
পাঠাল • • •
দেখিয়া যমের দূত চাহে মহামায়া।
দেখাইল সভাকারে হুঙ্কার ছাড়িয়া॥
কান্দিয়া আসিল দূত কহিল যমেরে।
পরাজিত হইলাম নিবেদি তোমারে॥
শ্রীযুতকবীন্দ্র কহে জোড় করি পাণি।
কুশলে রাখ মোর বাছা রামধনী॥

——

কালিকার নিকট যম প্রভৃতি দেবতাদিগের পরাভব

কবে জানি দয়া মোরে করিবে ভবানী ধুয়া

মহিষের পিঠে যম চাপে দণ্ডহাতে
কত শত দূত চলে তার সাথে সাথে॥
অযোগ্য সমর কিবা ভাবিয়া অন্তরে।
মহামায়া মায়াবিনী তখি মায়া করে।
তনুতে করিল সৃষ্টি কোটি কোটি জনে।
দেখি ভয়ঙ্কর যম মনে মনে গুণে॥ •
আপন আকার দেখে কোটি কোটি জনে।
ধরিয়া পড়িল তখি দেবীর চরণে॥
নিবর্ত্ত না হয় মাতা মনে ভাবে দুঃখ।
এত ভাবি গেল যম বিধির সম্মুখ।
উপনীত হয়্যা কহে নিজ সমাচার।
কেমনে পাইব রক্ষা করহ নিস্তার॥
যত নর লইঞা কালী চলে সুরপুরে।
মোর অধিকার পাপ ধর্ম্ম বিচারে॥
বিচারেতে গেলাঙ যদি তাহার গোচরে।
কোটি কোটি যম সৃষ্টি করিল শরীরে॥
কেবল আছিলাঙ এক হইব দুই তর।
* • •
শুনিয়া চলিল বিধি যম সঙ্গে করি।
হংসপিঠে চারিমুখ দেখে দিগাম্বরী॥
সেইরূপে কত বিধি সৃজিল শরীরে।
তেমতি হংসের পিঠে চারি মুখ ধরে॥

নিজমূর্ত্তি কোটি জনে দেখিঞা বিস্মিত।
স্তুতি নতি করে বিধি যমের সহিত॥
নৃমুণ্ডমালিনী [তাহা] শুনিয়া না শুনে।
ত্রাস পাইয়া গেল দুহে হরি সন্নিধানে॥
কহিল সকল কথা দুহে বিবরিঞা।
গরুড়বাহনে দেব উঠি চমকিঞা॥
তিনজন উপনীত দেখি দিগম্বরী।
শরীরে করিল সৃষ্টি কোটি কোটি হরি॥
গরুড় চাপিঞা সভে হরি দেখি কাছে।
কোটি যম কোটি ব্রহ্ম কোটি গদাধরে॥
বিধি হরি যম দেখি হইল কাতর।
• • •
ভয় পাইয়া গেলা সভে শিব সন্নিধানে।
নিবেদিল যত কথা তাহার চরণে॥
ঈষৎ হাসিঞা প্রভু চলিল ত্বরিত।
তিন জন সাথে করি হৈল উপনীত॥
নগেন্দ্রনন্দিনী মাতা দেখিঞা শিবেরে।
সৃজিল যতেক সৃষ্টি রাখিলা শরীরে॥
প্রবেশ মাগিলা শিবা শিব তনু মাঝে।
অর্দ্ধনারীশ্বর হইঞা শঙ্কর বিরাজে॥
অধ অধ তনু মেলি শঙ্কর শঙ্করী।
প্রকটে করিঞা নাচে উপরী॥
রহে সুন্দরবিম্বা দুহে দুই পাশে।
স্তুতি নতি জনে কৈল গদগদ ভাবে॥
সম্মত হইঞা বর দিলেন সভারে।
পুনঃপি গেলা সভে যাও যেই ঘরে॥
শিবেরে কহিল মাতা শুন প্রভু হর।
দণ্ড দুই চারি যাব সুরের নগর॥
এথা হৈতে যাব আমি তোমার নিবাস।
ভাল ভাল বলি শিব চলিলা কৈলাস॥
এথা দুই জনে লইঞা চলিলা শঙ্করী।
উপনীত সুরপুরে সঙ্গে সহচরী॥
কালীর আজ্ঞায় গিঞা মন্দাকিনী জলে।
দুইজন মায়া করি শরীর বদলে॥
ঘুচাইলা ভগবতী জয়া অতি জালে।
সেই রামচন্দ্র সেই কলকালে॥
দেবতা সমাজে মাতা হৈল উপনীত।
দেখিঞা সকল দেব উঠিলা ত্বরিত॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা পূজে কনক আসনে।
• • •
দাণ্ডাইলা দুই পাশে দেবতামণ্ডলে।
আসিঞা গন্ধর্ব্ব সব নাচে কুতূহলে॥

হস্তযুগ জোড় করে ইন্দ্র সুরমণি।
বিলম্বে গমন কেন করিলে ভবানী ॥
অন্ধকালের সঙ্গে কোথা অদর্শনে।
তৎকাল হইল কেন পা[প] বিমোচনে ॥
শুনিঞা জগতমাতা ঈষৎ হাসিত।
সখীরে কহিলা তবে নয়ন ইঙ্গিত ॥
জয়া সখী বলে শুন কহি সুররায়।
পৃথিবীতে কৈলা মাতা পূজার উপায় ॥
লইলা বীরের পূজা দেখাইঞা স[প]নে।
দেবীর মাহাত্ম্য [কথা] করিল শ্রবণে ॥
ইন্দ্র বলে বীর কিবা করিল শ্রবণে।
তাহা শুনিবারে ইচ্ছা বড় হয় মনে ॥
সখী বলে যদি বা শুনিবে মহাবল।
ভক্তিভাবে হাতে করি লহ পুষ্প ফল ॥
শ্রীযুতকবীন্দ্র গান অষ্টমঙ্গল ॥

অষ্টমঙ্গলা

বিয়াদে একেক ফল দেবেছে আমারে।
ভগবতী ফলদাত্রী হারেন তোমারে ॥
শুনিঞা পুন ত ইন্দ্র লয় অষ্টফল।
শ্রীযুতকবীন্দ্র গান অষ্টমঙ্গল ॥

বিদ্যাসুন্দর

রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন বিরচিত

বিদ্যাসুন্দর

—:•:—

রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন বিরচিত

—:•:—

অথ গণেশ বন্দনা

পরম পুরুষ প্রভু পুনঃ পুনঃ প্রণমহুঁ
পর্ব্বতেশ-পুত্রী-প্রিয়-সুত।
বিভু বেদবিদাম্বর বিনায়ক বিঘ্নহর
বারণ-বদন গুণযুত॥
তরুণ অরুণ অণু অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু
আজানুলম্বিতভুজদণ্ড।
আভরণ নানা মত মণি হেম মরকত
সিন্দুরে সুন্দর শুণ্ডগণ্ড॥
অদিতি-অঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ আরোহণ আখু পৃষ্ঠ
আসরে উরহ একবার।
জনে যদি জপে নাম যম জিনি যোগ্য ধাম
যায় তার করি অধিকার॥
দেব দেব দীনবন্ধু দাসে[১] দেহি দয়াসিন্ধু
সবিশেষ উপদেশ সার।
শিব কর্ম্মে তুমি মূল হও শীঘ্র অনুকূল
আমি শিশু বঞ্চিত-সংস্কার॥
রামরাম সেন নাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে কহে কোকনদ-পদে
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া॥

—

অথ সরস্বতী বন্দনা

যত্নে পুটাঞ্জলি অতি বন্দে মাতা সরস্বতী
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী।
কুচভর-নমিতাঙ্গী ভুবনমোহন ভঙ্গী
বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ডজননী॥

শ্বেতপদ্ম শ্রীচরণ হংসবধূ অনুক্ষণ
হৃদিমধ্যে বিহর মা নিত্য।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণ পজ্ঞা পাল মাতা নিজ আজ্ঞা
কণ্ঠে বসি কহ সুকবিত্ব॥
নানা যন্ত্র তাল মান আলাপে মোহিত জ্ঞান
রাগ ছয় ছত্রিশ রাগিণী।
ন বিষ্ণু সঙ্গীত-পর যে গানে ত্রিপুরহর
দ্রব কৈলা দেব চক্রপাণি॥
সেই বস্তু এই গঙ্গা নির্ম্মল সুতুঙ্গভঙ্গা
কণামাত্রে মহাপাপ হরে।
সত্য সত্য বেদে উক্তি দর্শনে কৈবল্য মুক্তি
স্নানফল কহিবে কি নরে॥
ব্যাস বাল্মীকাদি-চয় মহাকবি মহাশয়
তব কৃপালেশ প্রস্তাবান।
বহু কষ্টে চিত্তে খেদ সঙ্কলন করি বেদ
না[illegible] শাস্ত্র কহিলা বি[illegible]
তব কৃপাদৃষ্টি যারে জগত জিনিতে পারে
ধরাতলে সেই জন ধন্য।
তুমি গো যাহারে বাম জীয়া তারে কিবা কাম
মূঢ়মতি সে অতি জঘন্য॥
তুমি বিশ্ব-অন্তর্য্যামী স্তব কিবা জানি আমি
বেদাগমে অতুল্য মহিমা।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা স্মর হর হরি ধাতা
কোনরূপে না পাইলা সীমা॥

—

অথ লক্ষ্মী বন্দনা

কমলে কমলা বন্দে কোমল শরীর।
কমলচরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর॥

---

১ (ক) পু-তে দীনে

গুরু উরু ডমরু-সুচারু মধ্যদেশ।
ত্রিবলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ ॥
কান্তিমধ্যে উভ তটে গুপ্ত যুগ্মকোক।
তব রোমাবলী কুচকুম্ভ কহে লোক ॥
পঙ্কে বাস বিস সে কি বাহুদণ্ড অণু।
তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে ক্ষীণ তনু ॥
নাসা তিলফুল তাহে বিলোল বেসোর।
পূর্ণচন্দ্র-শোভা যেন পিবতি চকোর ॥
জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দন্তশোভা।
বিম্বাধর প্রতিবিম্ব মুক্ত মনোলোভা ॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
মনোহর মনোহরা কিঞ্চিত কিঞ্চিত ॥
নিন্দিয়া গিধিনি * শ্রুতি শ্রবণযুগল।
দরিদ্র-দ্রবিণ আশা সুদীর্ঘ কুণ্ডল ॥
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাঁই ঠাঁই।
কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই ॥
সর্ব্বগুণহীন যদি ধনবান হয়।
তৃণতুল্য দ্বারে তার কত গুণালয় ॥
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য।
সত্ত্ব দানে বিত্ত-গুণে সে লভে সাযুজ্য ॥
যে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ।
কি তার ঐহিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ ॥
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।
থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে ॥
কি আর কহিব বাড়া স্ত্রী-পুত্র অবশ।
বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ ॥
এ সর্ব্ব তোমার মায়া জানি গো জননী।
প্রসাদে প্রসন্না হও জলধিনন্দিনী ॥

অথ কালী বন্দনা

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম।
জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্যধাম ॥
কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই।
লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়্গা বটে সেই ॥
রসনাগ্রে মুখ ভরে যত্ন করে লও।
ভক্তি গজ-পৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও ॥
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর।
শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার ॥
নাম নিত্যা নৃত্যতি নিখিলনাথ উরে।
বিপরীত কাজ লাজ পরিহরি দূরে ॥
কাদম্বিনী জিনিয়া নির্ম্মল বর্ণ কালো।
কলেবর কিরণ তিমিরপুঞ্জ আলো ॥
কটিতটে করালি লম্বিত মুণ্ডমাল।
লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল ॥
হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পবান।
বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান ॥
অপরূপ শবযুগ শ্রবণযুগলে।
বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে ॥
বিবস্ত্রা যোগিনী ঘটা দীর্ঘ জটা মাথে।
বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে ॥
সিত পীত লোহিত অসিত রূপছটা।
যুদ্ধে ক্রুদ্ধে ঊর্দ্ধমুখে গিলে রিপুঘটা ॥
হত রথী সারথি তুরঙ্গ করিবর।
শিবাকুলে সঙ্কুল শ্মশান শঙ্কাকর ॥
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল।
অকালে প্রলয় সৃষ্টি মজিল সকল ॥
অখিলজননী তব চরিত্র এমন।
হেদে গো করুণাময়ি এ আর কেমন ॥
যষ্ঠা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এতো বৈমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসীপুত্র হই ॥
অষ্টরসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম।
পরম রহস্য কথা শুন গুণসদ্ম ॥
বিলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে যে রস।
বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্য্যকর্ত্তা যশ ॥
স্বকীয় সুন্দরী-পাদপদ্ম হৃদে রাখি।
প্রাজ্ঞ মাত্র সদাশিব বিঘূর্ণিত আঁখি ॥
মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘৃণা জন্মে মনে।
কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে ॥
দর্পে কহে মন্মথ বিগত যুদ্ধ ভয়।
চির কালান্তরে পরিপূর্ণ পরাজয় ॥
চন্দ্র সূর্য্য এ কোন উদয় ত্রিভুবনে।
ক্রোধযুক্ত বিধুন্তুদ শক্র নিরীক্ষণে ॥
সতী সঙ্গি* সভক্তি হৃদয়পদ্মবৃন্দ।
নিতান্ত বিস্মৃত বিরিঞ্চ্যাদি সুরবৃন্দ ॥

* (ক) পু গৃধিনী
† (ক) পুঃ অসি

* (ক) পুঃ অঙ্গি

মহাভীতা ধরণী সুস্থির নহে প্রাণ।
চিন্তয়তি কোন রূপে পাই পরিত্রাণ॥
স্মেরমুখী সহচরীগণ মহাহ্লাদ।
নয়ন নিমিখ-হীন বিগত বিষাদ॥
ত্রিগুণজননী তব নিরখিয়া পদ।
উথলে করুণাসিন্ধু অঙ্গ গদ গদ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসী-পুত্র হই॥

জাগরণারম্ভ

বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন

বীরসিংহ মহামতি হৃদয়ে চিন্তিত অতি
দুহিতার যোগ্য পতি কই।
রূপে গুণে কুলে শীলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে
বিশেষত বিদ্যালাপে জই॥
সে জন তাহার প্রভু প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কভু
নহে কোথা সুপাত্র এমন।
যত যত ভূপ-সুত রূপেতে বটে অদ্ভুত
বিদ্যা নাই উপায় কেমন॥
নিকটে মাধব ভাট কত মত করে ঠাট
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র।*
শুন শুন মহাশয় এ কথা অন্যথা নয়
কিন্তু কিছু কাল গৌণ মাত্র॥
ভাটবাক্যে অট্টহাসে সুধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে
শিরপা করিলা তাজিঘোড়া।
ছিঁড়িয়া গলার হার নানা রত্ন দিলা আর
খাস পোষাকের খাসা ঘোড়া॥
বিদায় করিলা ভাটে পুনরপি রাজপাটে
রাজকর্ম্মে মন দিলা ভূপ।
মিলিবে উত্তম বর সুপুরুষ গুণধর
মনে মনে জানিলা স্বরূপ॥
মাধব তুরঙ্গ চাপে গোঁপে পাক দিয়া চাপে
সেট্যে† মারে পিছাড়ে চাবুক।
পবন-গমনে যায় পাছু পানে নাহি চায়
প্রসাদেতে পরম কৌতুক॥
ভ্রমিল অনেক ঠাঁই উপযুক্ত মিলে নাই
শেষ কাঞ্চীদেশে উপনীত।
পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে সুকবি সুন্দর রঙ্গে
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত॥
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি যে যে কহে দৃঢ় কোটি
ক্ষণমাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড় ভবানীর ভক্ত বড়
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত॥
চিত্তে চমৎকার লাগে করযোড়ে খাড়া আগে
রায়বার পড়্যা করে স্তব।
শিরে উঠাইয়া হাত কহিতেছে হিন্দি বাত
শুনি সুখী সুন্দর নীরব॥
বাবুজি কুর্ণিস মেরা বর্দ্ধমান বিচ ডেরা
নাম তো হামারা মাধোঁ ভাট।
আরজ করোঁগে পিছে ঘড়ী এক বৈঠে নীচে
আর তো লাগায় তোম হাট॥
আয়া হোঁ যো চড়ে ঘোড়া তস্‌দিয়া পায়া হোঁ বড়া
ওলেকেন্ ভুল গেয়া সব।
খেলাফ না কহোঁ বাবু তোম্‌নে মুঝে কিয়া কাবু
মেই রোই তুঝে দেখা যব॥
চিন্‌লিয়ে দেওকে এয়্‌সে আপকে সুরত যেয়্‌সে
দুনিয়ামে পয়্‌দা কিয়া সোহি।
দেখাহেঁ মুলুক কেত্তা ছত্রিয়েমে রাজা যেত্তা
তেরা মোকাবিলা নাহি কোহি॥
বীরসিংহ নাম রাজা জাতমে হেয়্ বড়া তাজা
শোন হোঁগে ওনকা জেকের।
ওনক ঘরমে লেড়্‌কী এক তারিফ করোঁ মে কেত্তেক
রাত দেন সাদিকা ফেকের॥
কওল এত্‌না কি হেয়ও হজিমত্ হি দেগায়েও
শাস্ত্রমে ওহি ওস্‌কা নাথ।
তোমরা হোঁ এসা জান যো কহোঁ সো কহা মান
তোম সকোগে তাও হামারে সাথ॥
বিরলে ডাকিয়া নিয়া সুন্দর সুস্থির হৈয়া
শুনিলা বিশেষ আর কথা।
বিবাহ হইল বাই পক্ষা হৈয়া উড়ে যাই
নিবসি রমণীমণি যথা॥
পিয়া বিদ্যা নাম সুধা সুন্দরের গেল ক্ষুধা
রত্নাগারে করিলা শয়ন।
ঘোরতর নিশি শেষ ধরি কালী নিজ বেশ
সবিশেষ কহেন সপন॥

---

* গুণবতী নাহি জানে সুন্দরের মাতা।
গুণসাগর রাজা ইহা নাহি জানে।
না কহিল সুন্দর মাধব ভাট স্থানে॥ (বল, ১৬)

† (ক) পুঁ সেটে

ভাব কেন ওরে ভক্ত আমি তব অনুরক্ত
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই একান্ত জানিবে এই
তরুণী তোমার তরে ঘটে ॥
প্রথমেতে গুপ্ত কাজ ব্যক্ত শেষে মহারাজ
কোটালে কহিবে কাটিবারে।
সে কিছু মানস নয় কেবল দর্শাবে ভয়
পরিচয় লইবার তরে ॥
সন্ধান করিবে পুন কারণ ইহার শুন
প্রাতে চল বীরসিংহ-দেশ।
একাকী যাইবা তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি
কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ ॥
দশম দিবস গৌণ এত বলি মাতা মৌন
স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা শিবা।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয় রজনী প্রভাতা হয়
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা।

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা

স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি।
আয়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি ॥
বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইলা গুণধাম।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু জপে দুর্গানাম ॥
সেইক্ষণ মাহেন্দ্র কাহব বাড়া কিবা।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বামে শব শিবা ॥
ধেনু বৎসপ্রযুক্ত সম্মুখে বরাঙ্গনা।
পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে মত্তকুঞ্জরগমনা ॥
বুঝিলা বিনোদবর বিদ্যাবতী লাভ।
প্রসন্না পর্ব্বতপুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব ॥
এড়াইলা স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা
মহারণ্যে মহাকবি প্রবেশিলা একা ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি চলে রাত্রি দিবা।
কি ভয় সঙ্কটে সদা সঙ্গে সঙ্গে শিবা ॥
পথশ্রমে যদ্যপি জন্মায় বড় ক্ষুধা।
শ্রুতিপথে পিয়ে বিদ্যানাম রসসুধা ॥
বনে বনচর কত চরিয়া বেড়ায়।
তুষ্টতর তারা তারে ফিরে না তাকায় ॥
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দেবী ভগবতী।
মায়ায় সৃজিলা নদী বেগবতী অতি ॥
ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গভীর।
তালবৃক্ষ তুল্য ভাসে প্রলয়-কুম্ভীর ॥
সুতুঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে।
ফাঁফর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে ॥
হেনকালে শুনহ অপূর্ব্ব এক কথা।
অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা ॥
বিভূতিভূষিত তনু কণ্ঠে অক্ষমাল
তাম্রবর্ণ জটা তার দুই চক্ষু লাল ॥
করোপরে ত্রিশূল শার্দ্দূলচর্ম্ম কক্ষে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞ্চিত কটাক্ষে ॥
যোগী জেনে যতনে যুড়িয়া দুই পাণি।
ধরা লোটাইয়া পড়ে চরণ দুখানি ॥
যোগী জিজ্ঞাসিলা কহ সত্য সমাচার।
কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহার ॥
সুন্দর কহেন নিবেদন মহাশয়।
কাঞ্চীদেশ ধাম গুণসিন্ধুর তনয় ॥
সুন্দর আমার নাম বিদ্যা-ব্যবসাই।
বিদ্যা অন্বেষণে বীরসিংহ-দেশ যাই ॥
যোগী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে।
পথ-প্রাপ্ত নহ তুমি যাইবা কেমনে ॥
পুনর্ব্বপি কহে আমি পথ-প্রাপ্ত নই।
ভরসা কেবল মাত্র কালী কৃপাময়ী ॥
দনুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার ॥
আর বার যোগী বলে শুন হে বালক।
শিবপদ ভজ তিনি জগত-পালক ॥
আশুতোষ দেবদেব সৌখ্য মোক্ষদাতা।
সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ত্রাতা ॥
স্নান কর শুচি হও দণ্ড দুই রহ।
কালীমন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ ॥
কোপে কাঁপে কলেবর কবি কহে কটু।
বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু ॥
কেন নহিবেক চাহি এমন যে ভক্তি।
কোন্ গুরু কহিছেন শিব ছাড়া শক্তি ॥
শৈল-পুত্রী মুক্তিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী কালী।
মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী ॥
তোমার বাতাসে সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
এত বলি অধোমুখে মৌনভাবে রয় ॥
ক্ষণেক অন্তরে কবি ফিরে দেখে পাছে।
ঘুচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে ॥
শুনিলা শ্রবণে কবি দৈববাণী এই।
মিথ্যা নহে স্বপ্নকথা সত্য সত্য সেই ॥
ভয় নাই ভকত ভুবনে শীঘ্র যাবা।
গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাবা ॥

আনন্দ-সাগরে ভাসে কবি গুণধাম।
সই নিশি সেইখানে করিলা বিশ্রাম ॥
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি করিলা গমন ॥
কাঞ্চীপুর হইতে শহর বর্দ্ধমান।
ছয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ।
দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই
আমি তুয়া দাস দাস দাসী পুত্র হই ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ
রাজধানী ও গড় বর্ণন

প্রভাতে উদয়াদিত্য সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত
প্রবেশিলা বীরসিংহদেশ
স্বচ্ছন্দ সকল লোক নাহি রোগ দুঃখ শোক
নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ ॥
দিব্য পরিচ্ছদ পরে গান বাদ্য ঘরে ঘরে
তিলেক নাহিক তাল ভঙ্গ।
বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা এই রসে রাত্রদিবা
রাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ ॥
পরস্পর সুকৌতুক কাব্য ছাড়া একটুক
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা। *
গোধনরক্ষক যারা সঙ্কীর্ত্তন ভাষে তারা
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা ॥
পরম পবিত্র রাজ্য পরস্পর পূর্ণকার্য্য
সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।
কল্পতরু তুল্য ভূপ আধিপত্য নানারূপ
দীন নাহি সে দেশে অনেক ॥
চৌদিগে চৌপাড়িময় পাঠ চায় পড়ুয়াচয়
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহোত বাড়ী বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী ॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই অতিথির সীমা নাই
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ ভূত-ভবিষ্যত-প্রাজ্ঞ
স্বধর্ম্মে নৈষ্ঠিক সমস্ত ॥
অযাচক লক্ষ লক্ষ বাসনা সাযুজ্য মোক্ষ
ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।
প্রচণ্ড-প্রতাপতর জ্যোতির্ম্ময় কলেবর
যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু ॥
প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য ঔষধে প্রয়োগ সদ্য
ব্যাধিমুক্ত কালেতে বিয়োগ।
ভূপতির আস্থা আছে যাতায়াত নিত্য কাছে
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ ॥
দেখিতে দেখিতে দূর দেখিলেন রাজপুর
অমরাবতীর প্রায় লাগে। *
বাহিরে সহরখানা আগে নেওয়াতির থানা
ধনকে অমনি ভূত ভাগে ॥
থামে বান্ধা কত বাজী ইরাণী তুরকী তাজি
মধ্যে গাজী বসেছে সভাই।
বুকেতে ঝাম্পান ঢাল যুগল লোচন লাল
গোরা গায় চিক্কণ কাবাই ॥
তার আগে দড় দড় পাঠানের চৌকী বড়
ফাটকে আটক আঁটাআঁটী।
বিদেশীর লয় ঝগড়া সেফাই আছয়ে খাড়া
হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি ॥
আফিঙ্গে হামেশা মত্ত হুঁসিয়ার দরবস্ত
ঘুমে আঁখি কুমারের চাক।
ব্যাঘ্রতুল্য বস্তে আছে গোলাম দাঁড়ায় কাছে
গরবেতে গোঁফে দেয় পাক ॥
কিবা কহে বিজিবিজি কত বুঝি নাও বুঝি
বিষম মগজ সদা টেড়া।
ওরে বহিনা ভুরজারি এমলারে খশুরা গারি
বাঙ্গালীরে দেখে যেন ভেড়া ॥
মগদী শোমার যার বিষম কাটাও তার
মহিমা অসাম পরাক্রম।
তাকাইতে † এতটুকু ভয়ে প্রাণ ধুকুধুকু
কেবল সাক্ষাৎ তুল্য যম ॥
তুরাণি মোগল ঘটা চাঁপদাড়ী মেতীকটা
মাথার উপরে হাড্যাপাগ। ‡

---

* দেখিল নৃপতি তথা পাত্রগণ সঙ্গে।
পণ্ডিত বিচার করে নানা কাব্য রঙ্গে ॥
(বল, ৩০)

* শুন হে কুমার দেখিবে রাজার
কেবল অমরাবতী।
(বল, ৩৫)

† পাকাইতে
‡ হেঁড়ে পাগ

পারসি আরবি কয় কভু নাহি মৃত্যুভয়
সময়ে প্রখর যেন বাঘ ॥
মোল্লা মোকাদিমা কাজি আখিল এনসাফ রাজি
ইয়ে হকীজকে কিয়ো আওয়াজ।
কোনরূপে নহে কাঁচা দিন এমানত সাঁচা
পাঁচ ওক্তে করয়ে নমাজ ॥
কোহি দেলমে নাহি সুজে ক্যাহোগা আখের যুঝে
কিয়া হোঁ বহুত বুরা কাম।
সাহেব জি পানা দেও এত নাই আরজ লেও
পড়াতে হুঁ লাচার বড়া হাম ॥
তার আগে খোষখানা নানা রঙ্গে পক্ষী নানা
ময়না মদনা কাকাতুয়া।
টিয়া তোতা ফরিয়ানা কাঙ্গালা চন্দনা আদি
হীরামন লালমন শুয়া ॥
পাহাড়িয়া যত পাখী দেখিতে জুড়ায় আঁখি
ডাঁড়ের উপরে আছে ঝুলি
শিবদুর্গা শিবরাম সদা রাধাকৃষ্ণ নাম
না পড়াতে পড়ে এই বুলি ॥
ফিলখানা তার আগে চিত্তে চমৎকার লাগে
নীলগিরি তুল্য করিবর।
হাজার হাজার আর ঠাণ্ডী ঠাণ্ডে কৃষ্ণসার
নীলগাও বাটট বিস্তার ॥
লোহার জিঞ্জির পায় চক্ষু পাকাইয়া চায়
পাঞ্জরায় পোষা কত শের।
উল্লুক ভল্লুক মেড়া সেয়াগোস ভেঁস গড়া
জোরায়র জানোয়ার ঢের ॥
বামে্য দামোদর নদ গড়ভুক্ত বাঁকা নদ
চৌদিগে বেষ্টিত বেঁড়ুবাঁশ।
বুরুজ বিষম উচ্চ পাহাড় তাহার তুচ্ছ
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস ॥
তোপধ্বনি সীমা কিবা হুড় হুড় রাত্র দিবা
নিরন্তর ভূমিকম্প তথা।
নামজাদা মালগুলা গায় মাখা রাঙ্গা ধূলা
বিক্রমের কত কব কথা ॥
গাথে ডানা মারে আঁটী ধমকেতে মাটী কাটি
গোড়াসুদ্ধা উপাড়ে অমনি।
পিছে হটে মারে তাল দেখিতে সাক্ষাৎ কাল
অকালেতে জলদের ধ্বনি ॥
বাহুযুদ্ধ যুঝে ভেলা ভুমে পড়ে করে খেলা
সন্ধান সভাই ভাল জানে।
পরস্পর ছিদ্র চায় যে যারে পালোটে পায়
হাঁ করিয়া একা চোট হানে ॥

কোটী কোটী তীরন্দাজ যে যা বিন্ধে একান্দাজ
রায়বাঁশে কেহ নহে টুটা।
বাঘে ও মহিষে লড়ে ধারা বয়্যা রক্ত পড়ে
কোমকে সমান যুঝে ছুটা ॥
সপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে সুকবি সুন্দর ভ্রমে
কত ঠাঁই কত চমৎকার।
কালিকার পূর্ণ দৃষ্টি পুরি বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টি
সৃষ্টিতে তুলনা নাহি যার ॥
ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ কি কহব সবিশেষ
সাক্ষাতে শঙ্করী যেন বাসি।
কালীপাদপদ্মতলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥

বাজার বর্ণনা

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার।
বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার ॥
বাণিজ্যি দোকান কত শত শত ঠাঁই।
মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই ॥
বনাত মখমল পটু ভুষনাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাশা ॥
মালদহই নক্সাটী চিকন সরবন্দ।
আর আর কত কব আমির পছন্দ ॥
বিলাতি সস্তুত চিজ বেস কিস্মতের।
খরিদার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের ॥
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই।
বাজারে বেদাতি নাই রাজার দোহাই ॥
হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।
শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল ॥
চৌগোঁফ ব্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল।
সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল ॥
রক্তচন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।
পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে ॥
ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র।
যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র ॥
দুইপাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।
সরদার লোক যত করিছে শেলাম ॥
আগে ডঙ্কা সন্তুরি সন্তুরি চন্দ্রবাণ।
বাজে দামা জগঝম্পা ভেঁওরি বিশান ॥
হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল।
ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল ॥

নকিব ফুকারে সদা হাজারির তুর।
সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর॥
সুন্দর হাসেন মনে থাক দিনকত।
পাছে যাবে বুঝা পড়া বাহাদুরি যত॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস দাস দাসী পুত্র হই॥

সরোবর বর্ণন

তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর।
স্ফটিকে নির্ম্মিত ঘাট পরম সুন্দর॥
তীর তরু সুবর্ণ নিবদ্ধ শাখা মূল।
মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল॥
নিরমল জল শতদল বিকসিত।
ঈষদ্ পাণ্ডুর সিতাসিত রক্তপীত॥
হংস হংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া।
বিয়োগীজনার চিত্তে জন্মে মহাপীড়া॥
শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন।
তত্র মনোভব আবির্ভাব অনুক্ষণ॥
ধন্য বঞ্জুস্থল সেই কি কহিব কথা।
একেকালে মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা॥
অতি চিত্র বিচিত্র শুনহ ক্রমে ক্রমে।
ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে॥
ক্ষণে শীত বিপরীত কম্পমান তনু।
সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু॥
বলবন্ত বসন্ত দুরন্ত অদভুত।
রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত॥
এমত রহস্য কাম সে নিজে অনঙ্গ।
ধৃত পুষ্পধনু চারু গুণচয় ভৃঙ্গ॥
মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই।
তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত জই॥
অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু।
গুঞ্জরে মঞ্জিম রব পরভৃতবধূ॥
পুষ্করাগ্রে পুষ্কর করিতে লয় তুলি।
নিকটে করিণী মুখে যাচে কুতূহলি॥
চক্রবাক চক্রবাকী খেলে চঞ্চুপুটে।
খঞ্জন খঞ্জনী প্রেম তিলেক না টুটে॥
ক্ষণে বিষতুল্য কর প্রতাপিত মহী।
সুপ্ত শিখী তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
মৃগেন্দ্রে গজেন্দ্রে নিবসতি একঠাঁই।
এমন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রমধ্যে নাই॥
কষ্টতাপে চাতকচাতকী উর্দ্ধে ডাকে।
বুঝা যায় সটীক ফটিকজল ডাকে॥
ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব।
সখি দেখি শিখী শিখি সঘনে তাণ্ডব॥
ডাহুকা ডাহুকী ডাকে ভেকের কৌতুক।
প্রমদা প্রমদে নাহি ত্যজে একটুক॥
সারস সারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান।
বিষম মকরকেতু তাহে বলবান্॥
উচ্চ তরু বিকসিত কদম্ব মঞ্জুল।
বিরহিণী কামিনীজনার নেত্রশূল॥
ক্ষণে ক্ষণে গুরুতর গরজে জলদ।
বিন্দুপাত নাহিমাত্র কেবল শরদ॥
প্রসাদ কহিছে কালী-চরণকমলে।
বসিল বিনোদবর বকুলের তলে॥

বকুলতলায় সুন্দর দর্শনে নগরনাগরীদিগের উক্তি

রাগিণী বাহার তাল যৎ॥ ধুয়া
কি মনোহর রূপপুঞ্জ সখি ঐ,
তুলনা কব কি বল না সই।
নিকটে বারেক চলনা যাই॥
কি মেরুশিখর কিবা বিধুবর
বিবেচনা কর কি তরুতলে।
শিখরী অচল এ দেখি সচল
সপক্ষ সমল সকলে বলে॥

বলরামের কালিকামঙ্গলে সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে সুন্দর কর্ত্তৃক শুকপক্ষীর দৌত্যের বিবরণ পাওয়া যায়:—

কুমার বলেন সুয়া হইবে বিদায়।
কুমারীর সমাচার জিজ্ঞাসিব কায়॥
আপনি জানহ তুমি কুমারীর মন।
তবে সে তাহার পুরে করিব গমন॥
সুয়া বলে এই স্থলে বৈসহ কুমার।
রূপ গুণ জ্ঞান জান্যা আসিব বিদ্যার॥
কুমার বসিয়া তথা রহে তরুমূলে।

শুকপক্ষী বিদ্যার নিকট গিয়া সুন্দরের পরিচয় এইরূপ ভাবে দেয়;—

সুয়া বলে পুন মন দিয়া শুন
তুষিল যে জন মোরে।
আদ্য অন্তে রয় সূর্য্য নাম কয়
অথ মধ্যম ধরাক্ষরে॥

কেহ কহে হাসি মনে হেন বাসি
সৌদামিনীরাশি এমনি হবে।
আর জন কহে যে কহ সে নহে
সৌদামিনী রহে স্থিরতা কবে॥
কি রূপ-লাবণ্য এ পুরুষ ধন্য
বিধি কার জন্য গঠিল বটে।
কহে এক সতী সেই ভাগ্যবতী
সুন্দর এ পতি যাবে লো ঘটে॥
হৃদয়-মাঝারে রাখিয়ে ইহারে
নয়ন দুয়ারে কুলুপ দিয়া।
রূপ নহে কালো নিরখিতে আলো
দেখ সখি আলো আঁখি মুদিয়া॥
কহে রামা আর গলে পরি হার
এ হার কি ছার ফেলি গো টেনে।
আশা পূরে তবে হেন দিন হবে
কোন জন কবে ঘটাবে এনে॥
কহে কোন আই আমি যদি পাই
পলাইয়া যাই এদেশ থেকে।
নারী কলা ফান্দে বান্ধি নানা ছান্দে
প্রাণ বড় কান্দে দেনা লো ডেকে॥
কেহ কহে আজি ওকে করে্য রাজী
শেষে দিয়া বাজী না দিব ছেড়ে।
শাশুড়ী-শ্বশুর নাহি পতি দূর
শূন্য মোর পুর কে দিবে তেড়ে॥
কহে কোন নারী হয় আজ্ঞাকারী
ভুলাইতে পারি এ গুণ আছে।
বিধবা যেগুলা বিষম ব্যাকুলা
চক্ষে দিয়া ধুলা লবে গো পাছে॥
কেহ বলে চল দাঁড়ায়্যে কি ফল
হৃদয়ে বিকল হৈয়াছি মোরা।
কামানলচয় করিছে সঞ্চয়
তনু অপচয় হবে গো ত্বরা॥
তুমি মনোরথ বুঝে সুঝে ব্রত
আগুলিলা পথ না পারি যেতে।
পরস্পর বলে চরণ না চলে
আইলাম জলে আপনা খেতে॥
কত কুল দারা চকোরীর পারা
নিরখিছে তারা সে মুখশশী।
কে ভরে জল সে ভাসায়্যা কলসে
অতনু অলসে রহিল বসি॥
শ্রীপ্রসাদে ভণে পীড়া দিয়া মনে
নিজ নিকেতনে সকলে চলো।
শুন সার কই এ কবি বিভই
বিদ্যা হেতু অই এসেছে ওলো॥

—

কবি দর্শনে কামিনীগণের কামোদ্দীপন

কুলের কামিনী কুঞ্জরগামিনী
কি অপরূপ রূপসী।
নাভি সরোবর পীন পয়োধর
বদন বিমল শশী॥
দশন মুকুতা মৃদুহাস্যযুতা
অমিয়া জড়িত ভাষা।
সুনীল উত্‌পল লোচন চঞ্চল
বেসোরে ভূসিত নাসা॥
কি ভুরু ভঙ্গিমা দিঠী সুরঙ্গিমা
যোগীজন মনোহরে।
নিন্দি তপনীয় কান্তি কমনীয়
চপলা চমকে ডরে॥
চারু কৃশোদরী গর্ব্ব পরিহরি
হরি বনবাসী ওই।
রম্ভাতরু উরু অতিশয় গুরু
নিতম্ব তুলনা কই॥
যুবতী নবোঢ়া কত বেনে প্রৌঢ়া
স্নান হেতু চলে জলে।
যুবক সুন্দর রূপ মনোহর
বিশ্রাম বকুল-তলে॥
জাগত অনঙ্গ ঘন কাঁপে অঙ্গ
কক্ষচ্যুত হেমঘট।
রূপ পানে চেয়ে ধৈর্য্য মাথা খেয়ে
হিয়ে করে ছটফট॥
কেহ কহে রাম কেহ কহে কাম *
কহে আর এক সতী।
রাম কাম নয় এই মহাশয়
অমরাবতীর পতি॥
কেহ কহে সই নাগো আমি কই
পুরুষের কালা কানু।
ইথে নাহি বাধা বিদ্যাবতী রাধা
এবে দোঁহে গোরাতনু॥

---

* আর সখী বলে হরকোপে ভস্ম হৈয়া।
সেই কাম বুলে কিবা শিবেরে চাহিয়া॥
(বল, ৩৭)

মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয়

* * * *

মালাকারদারা হীরা পুষ্প দিয়া ঘরে ফিরা
যেতে পথে শুনে লোকমুখে।
তরুতলে রূপ রাশি নিরখে নিকটে আসি
আপনা পাসরে রামা সুখে॥
জিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর হেদে হে পুরুষবর
কোথা ঘর কাহার নন্দন।
মনুষ্য শরীরছলে সহস্রাক্ষ ক্ষিতিতলে
কিবা হবে রোহিণী-রমণ॥
অথবা মকরকেতু বিদ্যাবতী লাভ হেতু
আগমন কারণ বিশেষ।
পূর্ব্বে পোড়াইল হর হারাইলা পঞ্চশর
গুণাপিও জয়ী সর্ব্বদেশ॥
কিবা রূপ কি লাবণ্য জনক তোমার ধন্য
কত পুণ্যে জন্মে হেন পুত্র।
সে তব প্রসবস্থলী ভাগ্যবতী তারে বলি
সে ধনী সমান নাহি কুত্র॥
হাসি কহে গুণধাম সুন্দর আমার নাম
গুণসিন্ধু রাজার নন্দন। ১
কিন্তু বিদ্যাব্যবসাই বিদ্যা অন্বেষণে যাই
বিদ্যা হেতু বিদেশে গমন॥২
অধিক কহিব কিবা বিদ্যা বিদ্যা রাত্রি দিবা
মনে মনে একান্ত ভাবনা।
সেবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি হইয়াছি দেশত্যাগি
যদি বিদ্যা পূরাণ কামনা॥
বুঝিয়া বাক্যের ছল হীরাবতী খল খল
হাসে ভাবে বটেহে বুঝেছি।
বিদ্যায় ভকতি আছে বিদ্যালাভ হবে পাছে
আমি পরিচয় যে দিতেছি॥
হীরাবতী নাম ধরি বাসে বক্তি একেশ্বরী
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই।
উদর উপায় মূল রাজকন্যা লয় ফুল
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাঁই॥
পরম রূপসী রামা তুষ্টা শ্যামা গুণধামা
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তার হৃদয়েশ খ্যাত ইহা সর্ব্ব দেশ
বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ॥
বাকি কোথা আছে কেটা যতেক রাজার বেটা
এসে হাসাইয়া গেল মুখ।
আগে শুনি বড় ভুর শেষে হয় দর্প চুর
কিন্তু নৃপতির নাহি সুখ॥
সে ধনী পাইবে যেই বড় ভাগ্যবন্ত সেই
তুলনা তাহার কার সঙ্গে।
সমুদ্র মন্থনে নিধি উপজিল যতবিধি
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে॥
আর শুন গুণযুত তব নামে তগীসুত
কহিতে বড়ই ভয় বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণা কর থাকহ আমার ঘর
যথার্থ তোমার আমি মাসী॥৩
গুণরাশি কহে হাসি ভাল গো ভাল গো মাসি
বল মাসি বাড়ী কতদূর।
মালিনী কহিছে দূর নহে বাপু ওই পুর
এস মোর বাপের ঠাকুর॥
মালিমহিলার সঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে
সেনারূপে পথ করে আলো।
কালীপাদপদ্ম তলে শ্রীকবিরঞ্জনে বলে
বাসা ত মিলিয়া গেলো ভাল॥

---

* মালিনীর কোন নাম বলরামের কালিকা মঙ্গলে পাওয়া যায় না।

১ সুন্দর বলেন মাসি করি নিবেদন।
বারে বারে জিজ্ঞাসহ কতেক বচন॥
নাম মোর সুন্দর জননী গুণবতী।
বাপ মোর শ্রীগুণসাগর মহামতি॥
(বল, ৪৪)

২ বলেন কুমার বসতি আমার
বটে বহু দূর দেশে।
ছাড়িয়া বসতি লৈয়া খুঙ্গি পুথি
এথা পড়িবার আশে॥
অনেক পণ্ডিত তর্ক শাস্ত্রযুত
আছয়ে এই নগরে।
যদি বাসা পাই থাকি সেই ঠাঁই
কহিনু তোমার তরে॥
(বল, ৪০)

৩ পতি পুত্রহীনা আমি ত কুলীনা
নাহি মোর অন্য জন।
তুমি পুত্র সম ইথে নাহি ক্রম
বল মোর নিকেতন॥
বলেন সুন্দর কোনখানে ঘর
নামে হইলে মোর মাসী॥
(বল, ৪১)

অথ বিদ্যার রূপ বর্ণন

সুন্দর কহেন মাসি মোর দিব্য লাগে।
বিদ্যার রূপের কথা কহ শুনি আগে॥
আগো মেনে একি ঠাট ঠাটে কহে হীরা।
বালাই বেটের বাছা কেনো দেও কিরা॥
সে রূপের সীমা কবে এত শক্তি কার।
সে পারে কহিতে কিছু শত মুখ যার॥
পৃথিবীতে বড় আর কেবা তোমা বই।
না কহিলে নয় তাই যা জানি তা কই॥
চাঁচর চিকুরজাল জলধর জিনি।
শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গীধিনী॥
ডুবিল কুরঙ্গ-শিশু মুখেন্দু সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।
অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্ম ভোগ করে॥
অমিয়াজড়িত ভাষা নাসা তিলফুল।
বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল॥
পুষ্পধনু-ধনু অণু কি ভুরুভঙ্গিমা।
বাহু তুল নহে বিসে কিসের গরিমা॥
যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ।
উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধুপান।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণকুম্ভস্থান॥
কিম্বা লোমরাজিছলে বিধি বিচক্ষণ।
যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন॥
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।
কেহ বলে দেব-সৃষ্টি থাকিবে অবশ্য॥
সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।
বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ॥
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।
কাম-পারাবার-পার-সার অবলম্ব॥
যদ্যপি অচিরপ্রভা চিরস্থিরা হয়।
তবে বুঝি তনুশোভা হয় কিবা নয়॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভব পরাভব লইয়া পলায়॥
কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তূণে।
কত কোটি খর শর সে নয়নকোণে॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।
তাঁহার অসহ্য জ্বালা হানে দৃষ্টিশর॥
রূপবান্ বট বাপু গুণ কত ঘটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে॥
হৃদয়ে সন্তোষ গুণরাশি কহে হাসি।
গুণ না থাকিলে মাসি এত দূরে আসি॥
কালীপাদপদ্মেতে যদ্যপি মন রহে।
অবলা বিচারে জিনা বড় কর্ম্ম নহে॥
ফিরে বলে হীরে শুন পুরুষরতন।
তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন॥
ক্ষণেমাত্র উপনীত মালিনী-নিলয়।
রন্ধন ভোজন্ করে কবি মহাশয়॥
বিনোদ-শয্যায় সুখে করিল শয়ন।
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন॥
শ্রীরামপ্রসাদ কহে কালীপদতলে।
নিদ্রা ত্যজি সুন্দর উঠিলা কুতূহলে॥

অথ মালঞ্চ বৃত্তান্ত

অদূরে উদয় রবি নিদ্রা তেজি উঠে কবি।
শিরসি-কমলে দশ-শতদলে
চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছবি॥
জপয়ে শ্রীদুর্গানাম পূর্ণহেতু মনস্কাম।
প্রাতঃস্নান করি ধৌত ধুতি পরি
সসকল্প গুণধাম॥
নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক দেখি মনে বড় দুঃখ।
সে জন গমনে কুসুম-কাননে
বিকশিত হয় পুষ্প॥
কাঞ্চন কস্তুরী বক অপরাজিতা চম্পক।
মালতী মল্লিকা কুন্দ সেফালিকা
কেতকী বর্ণে কনক॥
জুতি গন্ধরাজ ফুল নাগকেশর বকুল।
কিংশুক রঞ্জন কদম্ব মঞ্জন
কামিনীনয়নশূল॥
সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।
নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ স্মরে দহে প্রাণ
চমকিয়া হীরা উঠে॥
গতি গজ জিনি মন্দ হৃদয় পরমানন্দ।
কোকিল কূজিত ভ্রমর গুঞ্জিত
ফুলে পিয়ে মকরন্দ॥
ভ্রমিতে কানন-মাঝ সম্মুখে যুবকরাজ।
পুটাঞ্জলি পাণি মুখে মৃদু বাণী
কহে তব এই কাজ॥

সামান্য পুরুষ নহ স্বরূপে আমাকে কহ।
পূর্ণ ব্রহ্ম হরি নররূপ ধরি
কি হেতু তুমি ভ্রমহ॥
কত পুণ্যপুঞ্জ মম ধন্য কেবা মম সম
শুন মহাশয় ধন্য মমালয়
অতিথি শ্রীনরোত্তম॥
গুণরাশি কহে হাসি একথা না ভালবাসি।
হেদে শুন কই সাপরাধি হই
তুমি গো ধর্ম্মত মাসী॥
হীরাবতী মনে হাসে সুধার সাগরে ভাসে।
শ্রীপ্রসাদ বলে কবি কুতূহলে
চলিল মালিনী-বাসে॥

—

মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন

সুন্দর চলিয়া গেলা মালিনী-নিলয়।
পরম কৌতুকে রামা তোলে পুষ্পচয়॥
তোলে বক চম্পক কস্তুরী সেফালিকা।
জাতি জুতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা॥
শতদল স্থলপদ্ম সূর্য্যমণি ফুল।
কুন্দ জবা কৃষ্ণকেলি টগর বকুল॥
কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্ব্বজয়া।
অশোক অপরাজিতা নিশিগন্ধা কেয়া॥
সেঁউতি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ।
কিংশুক ধাতকি ঝিন্টি তোলে মুচকুন্দ॥
তুলিল কুসুম যত কত কব নাম।
পাঁচ সাত সাঝি পুরি চলে নিজ ধাম॥
বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে।
বাসনা বলিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে॥
ভাবে কবি এমাগী বয়সে দেখি পোড়া।
ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া॥
কটির কাপড় গাটি কতবার খোলে।
ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাঁই তোলে॥
হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে।
কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে॥
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার।
বিশেষত নীচ জাতি নীচ ব্যবহার॥
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি।
গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মাসি॥
প্রথমপতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে।
এতো বলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে॥

আমি আজি গাঁথি মালা তোমার বদলে।
দেখ দেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে॥
ভাল বাপু বলিয়া আঁচলে বান্ধে তঙ্কা।
হাটে যায় মালিনী সংপ্রতি ঘুচে শঙ্কা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার।
বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার॥

—

সুন্দরের মাল্য গ্রন্থন

বিনা সুত কি অদ্ভুত গাঁথে পুষ্পহার।
কিবা শোভা মনোলোভা অতি চমৎকার॥
জবা বক সুচম্পক কুন্দ শেফালিকা।
জাতিফুল ও বকুল মালতী মল্লিকা॥
গাঁথে বীর করবীর অশোক কিংশুক।
বাছি ভায় পুষ্পচয় পরম কৌতুক॥
পদ্ম সঙ্গে গাঁথে রঙ্গে স্থলপদ্ম ভালো।
মাঝে মাঝে গন্ধরাজে আরো করে আলো॥
সমভাগ গাঁথে নাগা কেশর ধাতকী।
সর্ব্বশেষ গাঁথে বেশ কুসুম কেতকী॥
তুলা নাই কোন ঠাঁই একি অসম্ভব।
দৃষ্টিমাত্র কাঁপে গাত্র জন্মে মনোভব॥
কহে রাম মনস্কাম পূর্ণ কর কালী।
নৃপবালা পাবে জ্বালা এ গাঁথনী ভালী॥

—

কবির মাল্য-সংক্রান্ত পরিচয় লিখন

যতনে লইয়া কবি ফুল্ল সরসিজ।
প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ॥
গুণসিন্ধু মহারাজা গুণের গরিমা।
প্রবল প্রতাপ যাঁর কি কব মহিমা॥
নির্ম্মল সুযশ দশ দিগ করে আলো।
সেই অভিমানে চন্দ্র অন্তরেতে কালো॥
সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযুক্ত রবি।
উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি॥
ক্রমে সব তেজ প্রকাশিল নানারূপে।
তথাপিও কদাচ সমতা নহে ভূপে॥
স্ত্রী পাইয়া হ্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়।
ভাস্কর ভাস্করে করে প্রদোষ সময়॥
রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র।
নৃপ-রত্নাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র॥

অধিকন্তু দোষ তাহে অপেয় সে নীর।
ক্ষণজন্মা ক্ষিতিপতি নির্দ্দোষ শরীর॥
কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে।
চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নহে॥
বিস্তারিত বার্ত্তা কি বদনে যায় কহা।
ক্ষমাগুণে সমা নহে ১ যিনি সর্ব্বসহা॥
সেই মহাশয় পিতা কাঞ্চীগুণধাম ২।
শঙ্করীর কিঙ্কর সুন্দর কবি নাম॥
শ্রুতমাত্র পণপ্রাণ হেতু সে তোমার।
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ সকল আমার॥
কর্ণ কহে প্রথমে জন্মিল মম সুখ।
চক্ষু কহে দর্শন কর্ত্তব্য বিধুমুখ।
কাতর রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা।
বাসনা বড়ই বিধুবদনের সুধা॥
নাসা কহে পদ্মিনী সে তদঙ্গসুঘ্রাণ।
প্রাপ্তমাত্র যাবদীয় দুঃখ-পরিত্রাণ॥
বিকলে সকলে সাক্ষী করে কহে বাহু।
তমু হেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছা বহু॥
মন কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি।
তোমরা পশ্চাদে রহ হই অগ্রগামী॥
দেহরাজ্যে রাজা সেই কমলিনী শুন।
রহিল নিকটে তব না বাহুড়ে পুন॥
নপুংসক মন তবু সুখে করে ক্রীড়া।
পাণিনী ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া॥
কি গুণে বন্দিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্যা।
অবিচার কর কেন তুমি রাজকন্যা॥
সাঝির ভিতরে রাখে সাজাইয়া হার।
প্রসাদ কহিছে বালা যায় কোথা আর॥

মালিনীর হাট পরিচয়

হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে।
কোঁথাইয়া বসিল কবির বরাবরে॥
হারামের হাড় মাগী কথা কহে ঠাটে।
মাটী খেয়ে বাপু আজি গিয়াছিনু হাটে॥
প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা।
টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা॥
ছাটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী।
হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি॥

বাটাবাদে পাইলাম আড়কাট নয়।
কিনিতে বণিক দ্রব্য খোকে গেল ছয়॥
তবে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে।
মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে॥
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি।
দু-টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥
এক টাকা সবেমাত্র রহে অবশেষ।
কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ॥
উপহার দ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই।
হাতকর্জ্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই॥
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত।
খুজ্‌রার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥
স্নান করি খাইদাই লেখা দিব শেষে।
উচক্ক সময় এত মনে নাহি আসে॥
পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই।
প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুঁই॥
টাকা সিকা কোন্ বস্তু কত কাল খাব।
বিশ্বাসঘাতকী করে নরকেতে যাব॥
পূর্ব্বজন্ম-পাপে এত পরিতাপ পাই।
দুকুলে এমন নাই তার মুখ চাই॥
বিধি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন।
চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন॥
এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা।
কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা॥
পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা।
ফাঁকি দিয়া চাকি ভুক্তে গায় করে ফিরা॥
সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর।
চাতুরী করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর॥
কবি বলে মরি পাইয়াছ বড় দুঃখ।
স্নানে যাও মাথা খাও শুখায়েছে মুখ॥
হীরা বলে আরে বাছা স্নানে যাব কি।
না জানি কি করে মোরে নৃপতির ঝি॥
বিষাদ ভাবিয়া হীরা করে লয় সাঝি।
প্রসাদে কহিছে কালী রক্ষা কর আজি॥

পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন

মনে বড় ভয় না জানি কি হয়
গগনে উঠ্যাছে বেলা।
বীরসিংহ-সুতা আছে কোপযুতা
কহিবে করিল হেলা॥

১ নন (বং-স)
২ কাঞ্চীপুরধাম (বং-স)

যা করেন শিবা আর চারা কিবা
না গেলে এড়ান নাই।
দাঁড়াইল এই ত্বরা করি সেই
চলিল বিদ্যার ঠাঁই ॥
দাঁড়াইল আগে সতী কহে রাগে
হেদে বা কোথায় ছিলা।
সকল যোগান করি সমাধান
কি ভাগ্য যে দেখা দিলা ॥
ভুলিলা সে কাল এবে ঠাকুরাল
গরবে উলসে গা।
কানে দোলে গেঁটে পথে যাও হেঁটে
ঠাহরে না পড়ে পা ॥
তোরে বৃথা কই নিজে ভাল নই
এ পাপ চক্ষের লাজ।
নতুবা ইহার জানি প্রতিকার
যেমন তোমার কাজ ॥
ভূমে সাক্ষি রাখি ছল ছল আঁখি
কৃতাঞ্জলি হীরা কহে।
রুষ্ট নবগ্রহ বচন নিগ্রহ
বিগ্রহ আমার দহে ॥
ছিল উপরোধ ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ
এত কি উচিত তব।
বটি নিজ দাসী চিত্তে এই বাসি
ক্ষমহ বাড়া কি কব ॥
এতেক বলিয়া চলিল কান্দিয়া
হীরা ফিরে যায় ঘরে।
কালীপদতলে শ্রীপ্রসাদ বলে
ত্রাহি মা নিজ কিঙ্করে ॥

মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা

স্নান করি বিধুমুখী হৃদয়ে পরম সুখী
পূজে ইষ্টদেবতা শারদা।
চিকন গাঁথনি ফুল অতিশয় চিন্তাকুল
অনিমিখে নিরখে প্রমদা ॥
দেখিয়া পুষ্পের হার পূজা করে কেবা কার
ধ্যান জ্ঞান দুই গেল দূরে।
কাছে ডাকি সুলোচনা পাত্তি পড়ে বিচক্ষণা
অব্যাজে যুগল আঁখি ঝুরে ॥
মনেতে জানিল এই পুরুষরতন সেই
দরশন পাইব কিরূপে।
তিলেক বৎসর প্রায় বুক ফেটে জিউ যায়
সখী প্রতি কহে চুপে চুপে ॥
হেদে কি হইল সই দেখ দেখি হীরা কই
ফিরা আমি পায় ধরি তার।
যদি ক্ষমা করে রোষ এতে কিছু নাহি দোষ
শুনি গো সকল সমাচার ॥
কারে ঘরে দিলা ঠাঁই বুঝি বা তেমন নাই
বিদ্যাধর ধরণীমণ্ডলে।
বিরহিণী দেখি আমা প্রসন্না হইলা শ্যামা
বিধু মিলাইলা করতলে ॥
সখী কয় ধৈর্য্য হও আজিকার দিন রও
প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা।
এতই কেন উন্মত্ত মিলিবে সকল তত্ত্ব
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা ॥
বিদ্যা বলে বল বটে এখনি প্রমাদ ঘটে
আজি সে বাঁচিলে হৈবে কালি।
চের কণ্ঠাগত প্রাণ ঝাঁট কর পরিত্রাণ
সব শেষে যত দেও গালি ॥
বুঝি হারা পুন তারা কহে সারা হও পারা
বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে।
রাণী ঠাকুরাণী যথা যাই তথা সব কথা
নিবেদন করি তাঁর কাছে ॥
ভয় দর্শাইয়া নানা জনে জনে করে মানা
কষ্টেশ্রেষ্টে শান্তাইয়া রাখে।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে জলনিধি উথলিলে
বালির বন্ধন কোথা থাকে ॥

মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়

যথোচিত মনোভঙ্গ দুঃখানলে দহে অঙ্গ
হীরাবতী ভবনে চলিল।
সুকবি সুন্দরবরে পাছু দিয়া ঢোকে ঘরে
অনশনে রজনী বঞ্চিল ॥
কুহরে কোকিলকুল ফুটে বনে নানা ফুল
তুলি গাঁথে মনোহর মালা।
নৃপতিনন্দিনী যথা লঘুগতি চলে তথা
বলে লও নৃপতির বালা ॥
রাখি হার পরিহার করে করে ধরি তার
বলে বিদ্যা বচন মধুর।
কন্যা প্রতি কর কোপ বুড়ি নও বুদ্ধি লোপ
মমতা সকল গেল দূর ॥

আদ্যোপান্ত এইধারা ক্রোধে হই জ্ঞানহারা
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে।
অস্তকে ডয়ান পিতা ভতোধিক মাতা ভীতা
জান না গো তুমি কি আমাকে॥
সহস্র মাথার কিরা ওগো হীরা চাও ফিরা
বুক চিরা হৃদে থুই তোরে।
যে কহি সে কথা মান পুরুষরতন আন
দুঃখে পরিত্রাণ কর মোরে॥
হীরা কহে করি ছল ভাল পাইলাম ফল
বাকি বল আর কিবা আছে।
মরি শোকে নিত্য যোকে হাসে লোকে কহে তোকে
বিদ্যা বিনোদিনী ডাকে কাছে॥
তুমি মান্যা রাজকন্যা বট ধন্যা এত অন্যা-
সনে করিয়াছ কিবা কাজ।
রসময়ই শুন কই যুবা নই বৃদ্ধ হই
একা রই আই মা কি লাজ॥
এতোকাল আছি নিষ্ঠা দেখ মিথ্যা অপ্রতিষ্ঠা
কহ কি শুনিলা কার ঠাঁই।
ক্ষমা কর ঠাকুরাণী ভব্যতা তোমার জানি
নির্লজ্জ আমার পর নাই॥
পুন রামা কহে ভাষ ছাড় হীরা পরিহাস
তোমার চিহ্নিত আমি বটি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে মিথ্যা নহে দেহ দহে
বিদ্যার ধরেছে ছটফটি॥

মালিনী ও বিদ্যার পরস্পর কথোপকথন

একান্ত কাতরা বুঝি বিদ্যা বিনোদিনী।
কহে হীরাবতী হাসি শুন কমলিনী॥
জন্মে জন্মে নানা পুণ্যপুঞ্জ তব ছিল।
সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল॥
দৃষ্ট নহে শ্রুত নহে রূপ হেন রূপ।
গুণসিন্ধু-সুত গুণসিন্ধুর স্বরূপ॥
কাঞ্চীনামে দেশ ধাম সুধাময় হাস্য।
সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মসুন্দরাস্য॥
বদনে বিরাজ বাণী বিদ্যান বিপুল।
পঞ্চবক্ত্র পদ্মযোনি প্রায় সমতুল॥
দৃষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি।
বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী॥
অপরূপ কথা এই কে শুনেছে কবে।
কুটিল মালক্ষ শুষ্ক যার অনুভবে॥

বিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কাজ।
স্নানছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ॥ *
এ দুঃখ সাগরে হীরা তুমি এক তরী।
হের দাঁতে করি কুটা দুটা পায়ে ধরি॥
ইহা বলি ছিঁড়িয়া দিলেন গলহার।
হীরা কহে ঘটকের পাছে পুরস্কার॥ †
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসীপুত্র হই॥

মালিনীর সুন্দর-নিকটে বিদ্যার বার্ত্তা কথন

হার দিলা নৃপসুতা হীরাবতী হাস্যযুতা
হৃষ্টমতি শীঘ্রগতি চলে।
যথা কবি গুণরাশি আসি হাসি কহে বসি
তব জন্ম ধন্য ধরাতলে॥
হীরা কহে শুন শুন যে করেছি নিবেদন
তার সাক্ষী হাতে হাতে এই।
জনে করে বহু যত্ন কোন রূপে মিলে রত্ন
রত্নজনে যত্ন করে সেই॥
সে ধনী রতন বটে যতনে পুরুষ ঘটে
তার ইচ্ছা তুমি হও কান্ত।
চিত্তে বিবেচনা কর ভাগ্য কি ইহার পর
শিব শিবা সদয় নিতান্ত॥
তব পত্র পাবামাত্র শিহরিল সর্ব্বগাত্র
চেতনা-রহিত পড়ে মহী।
সখী ডাকে পরিত্রাহি রামা করে আই ভাহি
মরমে দংশিল কাম-অহি॥
ক্ষণেকে ক্ষণেকে জ্ঞান কহে দহে মোর প্রাণ
পরিত্রাণ কর মোরে সই।

---

* বিদ্যা বলে মালিনী কহিল তোর তরে।
অবশ্য দেখিব আমি তব ভাগিনারে॥
সরোবর স্নান আমি করিব যখন।
কেমন ভাগিনা তোর দেখিব তখন॥
(বলরাম, ৬৪ পৃঃ)

† শুনি তার বাণী নৃপতিনন্দিনী
দিলেন গলার হার।
(বলরাম, ৬৩ পৃঃ)

বিলম্ব বিহিত নয়   না জানি কি পরে হয়
        ফিরাও ফিরাও হীরা কই ॥
আমারে কহিল মন্দ   চিত্তে বড় নিরানন্দ
        প্রভাতে গেলাম তার কাছে ।
বিনয় করিল যত   এক মুখে কব কত
        তাহা কি সকল মনে আছে ॥
দশনে লইয়া কুটা   যত্নে ধরে হাত দুটা
        পুনঃ পুনঃ বলে মাথা খাও ;
স্নানছলে সরোবরে   সুপুরুষ গুণধরে
        যাও যাও বারেক দেখাও ॥
হীরাবতী যত ভাষে   সুকবি সুন্দর হাসে
        হাতে পায় আকাশের ইন্দু ।
কালী-পাদপদ্ম তলে   শ্রীকবিরঞ্জন বলে
        তারিণী তরাও ভবসিন্ধু ॥

—

বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শন

সুপুরুষ সুন্দর সুধীর ধীরে ধীরে ।
মিলিল সঙ্কেত সেই সরোবর-তীরে ॥
বিদ্যা বিনোদিনী বসি বাতায়ন-তলে ॥
বিদগ্ধ বিনোদ চলে বকুলের তলে ॥ *
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকন ।
দৃষ্টি-শর পরস্পর জর জর মন ॥
মোহিতা মহীতে পড়ে মহীপাল-বালা ।
শান্তি নাই বিষম কুসুম-শর-জ্বালা ॥
উথলে বিরহসিন্ধু ভাঙ্গে শান্তিসেতু ।
মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু ॥
কলেবর কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে ।
বিভার বাসনা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥
সতী কহে কাম-অহি দংশিল মরমে ।
লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাণ সরমে ॥
নিকটে দশম দশা চেষ্টা কর সই ।
কোথা সেই সোঝা ওঝা ধন্বন্তরি সেই ॥
সখী কহে সুবদনি সাবধান হও ।
হীরা ডেকে কিরা দিয়া কিবা তত্ত্ব লও ॥
সহসা এমত কার্য্য তুমিত অভব্যা ।
যদ্যপি পণ্ডিতা হও তথাপিও নব্যা ॥
বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত জগতে ।
পরাস্ত নহিলে বল বরিবা কি মতে ॥
ভূপতিকে জানাও আনাও সমুদয় ।
পশ্চাৎ যাহাতে লাজ কাজ ভাল নয় ॥
বন-মত্ত-হস্তী মন দুষ্টাচারী বড় ।
ক্ষমাঙ্কুশক্ষেপে কর কুম্ভে দড় দড় ॥
রসময়ী কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত ।
স্মরশরে ভেদ তনু নহেক যাবত ॥
ক্ষমাঙ্কুশ খোয়া গেল অনঙ্গ অনলে ।
মনমত্ত-বারণ বারণ হবে কিসে ॥
কান্ত-তনু একান্ত একান্ত মোর বটে ।
আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে ॥
সুন্দর সুরূপ রূপ ভূপসুত কই ।
যত্নেতে মিলাইল কালী কৃপাময়ী ॥
দেবীপুত্র দীপ্তিমান মহাজন এই ।
এজনে যে কহে মূর্খ মহামূর্খ সেই ॥
সুন্দর লইয়া কিছু শুন বিবরণ ।
রূপস রূপসী-রূপ করে নিরীক্ষণ ॥
শ্রীরামপ্রসাদ কহে ঘনায়েছে দিন ।
মিলিবে সুন্দর বর সকলে প্রবীণ ॥

—

* সকল সখীরে বলে   স্নান করিবার ছলে
        আজি আমি যাব সরোবরে ।
যত সখীগণ রঙ্গে   চলহ আমার সঙ্গে
        যেন করি জলের বিহারে ॥
*   *   *   *
*   *   কুমার স্নানের ছলে
        সরোবরে হৈল উপনীতে ।
দুঁহে দুঁহা করে দৃষ্টি   যেন চন্দ্রে সুধাবৃষ্টি
        চিত্র যেন নিরমিলে রীতে ॥
*   *   *   *
        দুই ঘাটে থাকি দুইজন ।
অন্য ছলে কথা কহে   কেহ নাহি লখয়ে
        অন্য ছলে অন্য বিবরণ ॥   (বলরাম, ৩৮)

স্নান ব্যপদেশে সরোবরে বিদ্যাসুন্দরের সাক্ষাৎ হয়. সেই সরোবরে কমল বনে খঞ্জনকে দেখিয়া বিদ্যা সুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—

শুনহ খঞ্জন তুমি বড়ই চতুর ।
উড়িয়া যাইবে তুমি মোর নিজপুর ॥
তোমারে রাখিব আমি করিয়া যতন ।
মোরপুরে থাকিলে বাড়িব তোর মান ॥

বিদ্যা এই কথা বলিয়া আপনার বিরহ প্রকাশ করিলেন ;—

এমত সময়ে বৈসে কমলে ভ্রমরী ।
দেখিয়া কুমার কিছু বলেন চাতুরী ॥

সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখীপ্রতি উক্তি

সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি।
দড় দড় কি কব কহ কি শুনে আলি ॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখ-কমলজ।
কি রূপ কি রূপ করি কৈল কমলজ ॥
তনু তনু চিন্তায় কেমনে আলা সই।
জীবন জীবন মধ্যে ত্যজি মেনে সই ॥
মন্দ মন্দগ্রহ মোর বুঝেছি একান্ত।
কালী কালি দিলা মনে না দিলা একান্ত ॥
বারণ বারণ-মন কদাচ না মানে।
ক্ষপা ক্ষপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে।
সর্ব্ব সর্ব্বকাল পুঁজ পীড়া এই ধারা।
নিত্যা নিত্যাবধি দিলা দুনয়নে ধারা ॥
তারা তারাপতি যদি মিলাইলা করে।
ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে ॥
হর হরবধূ দুঃখ তনয় প্রসাদে।
বিদ্যা বিদ্যা কবিবরে করহ প্রসাদে ॥

—

বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ

কি রূপসী	অঙ্গে বসি	অঙ্গ খসি	পড়ে।
প্রাণ দহে	কত সহে	নাহি রহে	ধড়ে ॥
মধ্যে ক্ষীণ	কুচ পীন	শশহীন	শশী।
আম্বর	হাস্তোদর	বিম্বাধর	রাশি ॥
নাসাতুল	তিলফুল	চিন্তাকুল	ঈশ।
বাক্যসৃষ্টি	সুধাবৃষ্টি	লোলদৃষ্টি	বিষ।
দন্তাবলী	শিশু অলি	কুন্দকলি	মাঝে।
ভুরু ধনু	কামধনু	হেমতনু	সাজে ॥
নীলগিরি	শুকপুরি	তনুপরি	ভূজ।
মঞ্জুরব	মনোভব	মহোৎসব	রজ ॥
নৃপসুত	মোহযুত	এ অদ্ভুত	দেখি।
কহে রাম	অনুপাম	গুণধাম	একি ॥

—

শুন মধুকরী আমি বলি তোর তরে।
বলিব তোমারে কিছু বিরহ কাতরে ॥
সকল বান্ধব ছাড়ি ফিরি একাকিনী।
তোর কুচে আলিঙ্গন করিয়া বাহুনি ॥
আজি মনোরথ মোর পুরিব নিশ্চয়।
শুন মধুকরি তোর যাইব নিলয় ॥

(বলরাম, ৭২)

বিদ্যা কর্তৃক ভগবতীর স্তব

বিদ্যা রূপবতী সতী কৃতাঞ্জলি শুদ্ধমতি
কায়মনোবাক্যে করে স্তব।
তুমি নিত্যা পরাৎপরা জন্মজরামৃত্যুহরা
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব ॥
তুমি জল তুমি স্থল ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল
তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী।
তুমি কুলাচল সিন্ধু তুমি রবি তুমি ইন্দু
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী ॥
তুমি শান্তি পুষ্টি সুধা তুমি লজ্জা তুমি মেধা
মহামায়া করালরূপিণী।
শক্তিরূপা সর্ব্বভূতে বিহরসি শৈলসুতে
কুণ্ডলিনী চক্রবিভেদিনী ॥
ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ রূপিণী লিখনকন্দ
স্থূলসূক্ষ্মা ধরণী-ধারিণী।
অপর্ণা অভয়া উমা ভবানী ভৈরবী ভীমা
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী ॥
কৃপা কর কৃপাময়ই কেহ নাহি তোমা বই
শঙ্করী কিঙ্করী তব ডাকে।
সুন্দর সুন্দর তনু অভিন্ন কুসুমধনু
সেই পতি দেহি মা আমাকে ॥
একান্ত কাতরা বিদ্যা তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্যা
পড়িলা প্রসাদ জবাফুল।
শ্রবণে শুনিল এই তোমার হৃদেশ সেই
আজি নিশি সকল প্রতুল ॥
পুলকিতা পঙ্কজিনী হাসি কহে মৃদুবাণী
কর সখী উচিত যে কাজ।
ভাগ্যের নাহিক লেখা নিশিযোগে হবে দেখা
ভেটিবে সুন্দর যুবরাজ ॥
বিদ্যার মনের কথা বুঝি সখীচয় তথা
কৌতুকে করয়ে চারুবেশ।
কালীপাদপদ্ম তলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে
দূর কর নিজ সুত ক্লেশ ॥

—

বিদ্যার বাসর সজ্জা

সুন্দরীর সহচরী ভালো জানে চর্য্যা।
রতনমন্দিরে করে মনোহর শয্যা ॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুইপাশে।
রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে ॥

বড় এক গিরদা শিয়রে সখী রাখে।
এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে॥
ডৌল ডাজি টাঙাইল চিকন মশারি।
ভৃঙ্গারে পূরিত রাখে সুবাসিত বারি॥
ভক্ষ দ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা।
সরভাজা নিখতি বাতাসা রসকরা॥
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা॥
সাজাইল বাটাতে কর্পূর বাঁচি বিড়া।
ভক্ষণে যুবক জনা সুখে করে ক্রীড়া॥
কৌটা ভরা ছাঁকা চুণ কর্পূরের সঙ্গ।
এলাইচ জায়ফল জইত্রি লবঙ্গ॥
কালাগুরু মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তূরী।
সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরি॥
মল্লিকা মালতি মালা সুবর্ণের পাত্রে।
যুবক যুবতী দেহ দহে ঘ্রাণ মাত্রে॥
প্রসাদে প্রফুল্লা * হও কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কবির ভগবতী স্তব

হেথা কবিবর সুন্দর সুন্দর
নিরখি নৃপজারূপ।
ভাবে গদগদ নাহি চলে পদ
শর হানে স্মর ভূপ॥
কহ উপদেশ কিরূপে প্রবেশ
হব বিভাবতী বাসে।
দুরন্ত প্রহরী দিবা বিভাবরী
জাগে তনু কাঁপে ত্রাসে॥
নমো ভগবতি কিবা জানি স্তুতি
প্রধানা প্রকৃতি কালী।
শ্মশানবাসিনী দনুজনাশিনী
মুণ্ডমালী মা করালী॥
ত্রৈলোক্যবন্দিনী ভূধরনন্দিনী
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মাতা।
সকল সিদ্ধিদা গিরীশ-প্রমদা
তুমি হরি হর ধাতা॥
স্তব করে কবি পরিতুষ্টা দেবী
পুনরপি আজ্ঞা হয়।
ভয় নাহি বৎস ইহা কোন্ তুচ্ছ
সুখে কর পরিণয়॥
অপরূপ কথা অকস্মাৎ তথা
হইল সুড়ঙ্গ পথ।
প্রসাদের বাণী ভক্তের ভবানী
পূরাইলা মনোরথ॥

কবির সুড়ঙ্গ পথে গমনোদ্যোগ

বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট।
শ্রীরূপিনী হ্রীরাখিনী হৃদয়েতে হৃষ্ট॥
নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে।
চন্দনে চর্চ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে॥
কম্বুকণ্ঠে কলিত কাঞ্চন কণ্ঠমাল।
মস্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-মিশাল॥
মোহন মুকুরে মঞ্জু মুখ নিরখিয়া।
উথলে অমিয়া-সিন্ধু উল্লাসিত হিয়া॥
যামিনী যামার্দ্ধে যাত্রা জায়া হেতু কবি।
আলো করে আন্ধারে আপন অঙ্গছবি॥
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে।
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপামই।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসী-পুত্র হই॥

বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন

ধন্য সে যামিনী মধু কুহরে কোকিলবধূ
পূর্ণবিধু উদয় গগনে।
মত্ত মধুকরবৃন্দ ফুলে পিয়ে মকরন্দ
মুখরিত কুসুমকাননে॥
গগনেতে মেঘ দেখি আনন্দ-অপার শিখী
মন্দ মন্দ মলয় সমীর।
সুচারু কুসুম ঘ্রাণ স্মরশরে দহে প্রাণ
বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্থির॥

* প্রসন্না (বংস)

রসময়ই কহে সই কহ সে নাগর কই
তাহা বই মনে নাহি ভায়।
নাহি সুখ একটুকু মহাদুঃখে ফাটে বুক
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যায়॥
এই যুক্তি করে যদি শরদ-পূর্ণিমা-শশী
হেনকালে উপস্থিত কবি।
রূপতুল্য বটে নাম মহাকবি গুণধাম
প্রাংশু প্রতাপে যেন রবি॥
সব-সখী-সমন্বিতা চন্দ্রমুখী চমকিতা
নিরখই চঞ্চল নয়নে।
কিঙ্করী যোগায় বারি পদযুগ ধৌত করি
বসিলা রতন-সিংহাসনে॥ •
ধনবন্ত মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ই॥
সেই বংশ সম্ভূত ধীর সর্ব্বগুণযুত
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ি মরি কুরু দয়া॥

বিদ্যাসুন্দরের বিচার

কামদেব-ব্যাধ-তুল্য কুমার সুন্দর।
ভুরু ছলে ধৃত ধনু দৃষ্টি খরশর॥

কিঞ্চিৎ সন্ধানে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ।
কি আর করিবে বিদ্যা বিদ্যার প্রসঙ্গ॥
জ্ঞানহারা গোমধ্যা গোযুগে জল ঝরে।
ধূলায় ধূসর ধড় ধড়পড় করে॥
চমকিতা চঞ্চলাক্ষী চেতনা জন্মিল।
সলজ্জিতা শশিমুখী সম্ভ্রমে বসিল॥
ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে।
হেনকালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকে॥
হাস্যযুতা সখী প্রতি কহে কমলিনী।
সুলোচনা সুধাও কিসের রব শুনি॥
ভাব বুঝি গুণরাশি মন্দ মন্দ হাসে।
অমিয়া সদৃশ শ্লোক অন্যোত্তর ভাষে॥

শ্লোক :

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধর হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাং।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

অস্যার্থ :

হে গোমধ্যমধ্যে বাল-কুরঙ্গলোচনি।
সহস্রগোভূষণ কিঙ্কর-নাদ শুনি॥
গোভৃৎশিখরে মত্ত পরম উৎসব।
গোকর্ণ-শরীর-ভক্ষ করয়ে তাণ্ডব॥
সখী সম্বোধিয়া কহে বুঝা নাহি যায়।
পুনরপি হাসি কহে সুবিদগ্ধ রায়॥ †

• কুমারী ভাবেন যথা হেনকালে গেল তথা
সুন্দর নৃপতি কুমার।
কপট নাহিক যসে বসিলা বিদ্যার পাশে
দেখি ত্রাস হইল বিদ্যার॥ (বল, ৮৪)

বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রথম আগমনে বিদ্যার সহিত সুন্দরের রহস্যালাপ হয়; বলরামের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে ইহা দৃষ্ট হয়; যথা, বিদ্যার উক্তি :—

ছাড় ছাড় কুমার না ছোঁয় মোর অঙ্গ।
না ধর বসন মোর ব্রত হৈল ভঙ্গ॥
এত বাক্য কুমারী বলিল যদি ছলে।
হাসিয়া কুমার তার মন তুষি বলে॥ (বল, ৮৫)

• কালিদাস জিনি কবি শুনি নিজ কানে।
সে কথা শুনিতে চাহি নিজ বিদ্যমানে॥
এমত সময়ে তথা ময়ূর ডাকিল।
রহ রহ বলি বিদ্যা কুমারে বলিল॥
না জানি কি ডাকে হোর শুন মন দিয়া।
কুমার বলেন কিছু তারে বর্ণাইয়া॥ (বল, ৮৬)

† এতেক কুমার যদি বলিল বিদ্যারে।
বিস্ময় হইয়া বিদ্যা ভাবিল অন্তরে॥
কিবা সে পরের কবি কুমার পড়িল।
না জানি আপনি কিবা কবিতা করিল॥
পুনরপি পড়ে যদি এই ত বচন।
তবে সে জানিব মিথ্যা সকল কারণ॥
পুনরপি বিদ্যা সতী কুমারে জিজ্ঞাসে।
কালীপদে শ্রীকবিশেখর রস ভাষে॥ (বল, ৮৬)

শ্লোক :

স্বযোনিভক্ষকধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তযোহরি বিম্বপ্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

অন্বার্থ :

স্বযোনিভক্ষকধ্বজ তাহাতে উৎপত্তি।
তার মধ্যে উন্মত্ত গিরিমধ্যে স্থিতি॥
তিমিরারি-বিম্বপ্রতিবিম্বধারী যেই।
পবনভক্ষের ভক্ষ ঘন ডাকে সেই॥
চমৎকার কথা শুনি বটে গুণধাম।
পুনরপি হে সখি সুধাও দেখি নাম॥
কৃতাঞ্জলি সহচরী কহে পুনর্ব্বার।
কহ শুনি মহাশয় কি নাম তোমার॥

শ্লোক :

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রান্তে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহং॥

অন্বার্থ :

বসু হেতু সুমূর্খ মানব গুণযুত।
বন্দয়ে মন্দ যে জাতি লোভে অনুগত॥
করভোরু রতিপ্রান্তে তিষ্ঠ মন্দ যাম।
চিন্তা কর দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নাম॥
এক বস্তু তিন কিন্তু একে তিন লাভ॥
কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব॥
আদ্য অন্তে যেটা সেটা কামনা সদাই।
আদ্য অন্তে পাঠে তুল্য কৃপালেশ পাই॥
চারি মধ্যে সুবিখ্যাত বর্ণ চারি সার।
আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ সুপ্রচার॥
কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার।
বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে যার॥
হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাম আমি।
সুপুরুষ সুন্দর সুধীর সত্য স্বামী॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীকৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ

পরাভব মানি সুখি বীরসিংহ-বালা।
স্বয়ম্বরা কান্ত কণ্ঠে আরোপিল মালা॥
শুভক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতূহলি।
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলি॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার।
সুধার সাগরে ভাসে তনু দোঁহাকার॥
সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে।
সুন্দর সিন্দুর দিলা সুন্দরীর মাথে॥
এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে।
আড়ালে আসিয়া অলি আড়িপাতি রহে॥
নানা উপহার কবি করিয়া ভোজন।
কর্পূর তাম্বূলে করে মুখের শোধন॥
সুশীতল মরুত মলয় মন্দ বহে।
স্মরহানে খরশর ভর কত সহে॥
মাস মধু ডাকে মধুকরবধূচয়।
কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয়॥
সুশীত সময় মন্দ মন্দ বহে।
স্মর হানে খরশর ভর কত সহে॥
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা তার।
বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার॥
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন।
বিদ্যালাপছলে বুঝি পড়াল বচন॥
উলু দিছে ঘন ঘন পিকসীমন্তিনী।
নয়নচকোরী সুখে নাচিছে নাচনী।
বরযাত্র মলয় পবন বিধুবর।
মধুকরনিকর হইল বাদ্যকর॥
কান্তাকুচে জ্বলদগ্নি বিচারিয়া কবি।
করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি॥
উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর।
পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর॥
যুগল নিতম্ব উরু জালাজি ফকির।
বিজাতীয় শব্দ করে কাঁথায়ে মঞ্জীর॥
নূপুর কিঙ্কিণীজালে নানা শব্দ হয়।
দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দনসময়॥
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার।
কামিনীর করুণা ভাটের রায়বার॥
সস্ত্রীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক।
দম্পতিকে পঞ্চশর দিলেন যৌতুক॥
দম্পতিরে তুষ্ট হয়ে দম্পতি চলিল।
দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয়

রমণীমণি নাগররাজ কবি।
রতিনাথ-বিনিন্দিত চারু ছবি ॥
ধনি-মুখ-চিবুক ধরে যতনে।
মুখ চুম্বতি সুন্দর হৃষ্টমনে ॥
নাগরী রসিকা রসিক প্রবীণা।
যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা ॥
কুচপদ্ম কলি করপদ্ম ধরে।
তনু লোমাঞ্চিত রস-রঙ্গভরে ॥
চমকি চমকি কহে কি করহে।
নখ যাতন যাতন খেদ কহে ॥
যুবরাজ এ কাজ তোমার নহে।
নহি ধীর এবস্তু নহে পিব হে ॥
দশনে জ্বলিছে সহেনা সহেনা।
পুন তো প্রাণ তো রহেনা রহেনা ॥
বঁধু জীবন জীবন দান কর।
গুণরাশি এ দাসীর বাক্য ধর ॥
রসকাল নহে হও কাল কেন।
দেহ মর্ম্মপীড়া ছিছি কর্ম্ম হেন ॥
লাজ না বাস কি হাস বুক ফাটে।
কি করে পিরিতে এ রীতে না আঁটে ॥
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশান্তপনা।
প্রাণবল্লভ দুর্লভ সুল্লভনা ॥
কহজে সহজে নহ যে সে ধারা।
এহি কাজ অকাজ কুকাজ করা ॥
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে।
হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুন হে ॥
একি সাধ কি সাধহ বাধ কহি।
তাব যে রূপ সে রূপ কিন্তু নহি ॥
প্রভু মত্তকরী আমি পঙ্কজিনী।
করি-শৃঙ্গার-যোগ্য বটে করিণী ॥
একবার প্রকার রূপে ভরিলে।
হবে না হবে না হবে না মরিলে ॥
শুন আজি ত কালি কুগালি দিবে।
প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে ॥
মরিহে মরিহে ধরিহে চরণে।
রমণে এমনে জানিহে কেমনে ॥
রসিকঃ সুজনঃ প্রভুহে চতুর।
মরি বালজনে কেন হে নিঠুর ॥
বলে মুহ মুহ মুখে উঁহু উঁহু।
যথা কোকিল কূজিত কুহু কুহু ॥
নয়নযুগলে সলিল গলিত।
কনক-মুকুরে মুকুতা রচিত ॥
মদন-জ্বর না কর ছাটকটী।
কবিরাজ কহে কবিরাজ বটী ॥
কুচমর্দ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো।
শুন এই ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো ॥
যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নহে।
রসনারস পানে কি রোগ রহে ॥
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে।
করি ধীর সমীর সুধীর ভাসে ॥
কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভণে।
করুণাঙ্কুর কালি সুদীন জনে ॥

শৃঙ্গারে পরস্পর উক্তি

কাতর কামিনী বদন যামিনী
নাথ মলিন হি ভেল।
মুকুতা জৈসন সোহত ঐসন
সরম জল উপজেল ॥
সঘন রোদিতি বদতি পতি প্রতি
রহত বিদগধ রাজ।
বাল দুরবল ধরম কৈসল
নাহিক ভয় কটু লাজ ॥
কোটি পরণাম হে প্রভু গুণধাম
সুরতরস দেহ ভঙ্গ।
হায় কৃশোদরী পুরুষকেশরী
কৈসে সম তুহ সঙ্গ ॥
কহই কবিবর কুসুমশরবর
দহনে জর জর দেহ।
রমণীমণি ধনী নব সরোজিনী
সবহু চাতুরী এহ ॥
কণতি পরভৃত মনহি কুতহুত
উয়ল নিরমল ছন্দ।
মধু বিভাবরী হে বর-সুন্দরী
মলয়ানিলগতি মন্দ ॥
রসিক সো বিধি বিরহ বারিধি
তরণী দেয়ল তোরে।
কপট কহোসি বিচেড় বয়েসি
কাহে নিকরুণ মোরে ॥

শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি

অকার চকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।
উহু উহু মুহু মুহু কেশপাশ মুক্ত॥
কাতরা কামিনী কান্দে কহে কণস্বরে।
দিয়া পীড়া ক্রোড়া ব্রীড়া না বাস অন্তরে॥
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়।
আধার সহিত সুধা পান ভাল নয়॥
যে পর্য্যন্ত কাননে কুসুম থাকে কলি।
তদবধি তাহে মধু নাহি পিয়ে অলি॥
সময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত।
অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত॥
শীতে সুধাসম বহ্নি গ্রীষ্মেতে সে নহে।
বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কহে॥
হত্যা চট চটক মেনে হাস যুবরাজ।
ক্ষ ণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাপারা কাজ॥
ভার্য্যা সঙ্গে চর্য্যা ইহা শুনি নাহি কভু।
আজি ঘং কালি কি পান্দাড় ভাব প্রভু॥
আড়ে আলি হেস্যে পড়ে এ উহার গায়।
মলি লো গোল্লায় গেলি লাজ খেলি হায়॥
ঘুম গেল ধূম বড় ঘর মেনে ছাড়ি।
বিয়া-রাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি॥
মিথ্যা কন্যা অবলাঁ অবলা বোল ছাড়।
নামমাত্র বালা দেখি ইচ্ছা বড় গাঢ়॥
মুখে মুখে ফাস্ফুস একি প্রেম ঈষ।
আমরাই হইলাম দুচক্ষের বিষ॥
কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেন্যা * বড়।
ঘাগী বটে কত ঠাটে কথা দড় দড়॥
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে কেন টীল।
শুন নাই আচট ভুয়ের ভাঙ্গে খীল॥
মর্দ্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে।
অনুমানি বুঝি ক্ষেতে শস্য ফল ফলে॥
সহ্য নহে ক্রোধে কহে আলো আণি শোন।
হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘন্যা দিস লোন॥
শিথিল অনঙ্গ রস অঙ্গ ভঙ্গ দিয়া।
হস্ত পদ পাখালিল বাহিরেতে গিয়া॥
পুনরপি শয্যায় বিহরে দোঁহে রঙ্গে।
দোঁহে সমীরণ করে দোঁহাকার অঙ্গে॥
পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন।
হেসে হেসে উভয়ত বদন চুম্বন॥
শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

অথ বিপরীত শৃঙ্গার

ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি।
বিপরীত রতি দান দেহ লো যুবতী॥
নেকা ঢঙ্গ হয়্যে রামা কহে সেই কি।
প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি॥
অন্তরে আনন্দ অতি সায় দি'ত নারে।
পুরুষের কাজ প্রভু রমণী কি পারে॥
বিদগ্ধ বটহে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও।
কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও॥
সাঁতারে হাঁপায়্যে শেষে স্রোতে ঢাল গা।
সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা॥
একথা না ভুলি আর মরমে রহিল।
এমন সময় নহে কালেতে হইল॥
মিছে পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাষ।
ভাবে বুঝি ভর্ত্তা বধে ভয় নাহি বাস॥
লংঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ।
সুধাংশুবদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥
বিদ্যা বলে পায় পড়ি সে কি এত মধু।
গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ॥
কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া।
রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া॥
নহিলে হে তাহা আমি যদি মরি আজি।
ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি॥
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট।
প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট॥
বিগলিত জঘনে সঘনে বেণী দোলে।
যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে॥
অদ্ভুত চরিত্র চিত্ত মধ্যে লাগে ধন্দ।
প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ॥
চকোর খঞ্জনে প্রেম-আলিঙ্গন করে।
বিকচ কমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে॥
মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা।
মুখে মন্দ মন্দ হাস বাস পরে রামা॥
রূপস-রূপসী নিশি শেষে নিদ্রা যায়।
প্রভাকর প্রকাশিত রজনী পোহায়॥
সুকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে।
কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে॥

---

* হানফেনে (বং-স)

শ্রীকবিরঞ্জনে কালি হও কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই।

পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন

শুনিয়া নিশির কথা মনে মনে হাস্যযুতা
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে।
নানা ফুলে নানা ভাতি যেন মুকুতার পাঁতি
হার গাঁথি লইল সত্বরে॥
গেল নৃপসুতাপাশে রামা হাসে লাজ বাসে
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।
আগুসারি যত্ন করি মালিনীর হাতে ধরি
সমাদরে বসাইল তাকে॥
হীরা বলে রও রও কেন গো উতলা হও
আজি এত কেন ঠাকুরালি।
হেদে বাছা ছাড় লাজ সারাসোরা হল্যো কাজ
দেহ পুরস্কার ঘটকালি॥
কুশল সম্বাদ কহ ভাব যদি ভিন্ন নহ
তুমি বধূ বটি গো শাশুড়ী।
হবে গো দুলাল তোর সে দিন কেমন মোর
সে ডাকিবে কোথা আইবুড়ী॥
কাছে আস্যা হাস্যা আলি শিরে তৈল দিল ঢালি
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ।
কত ঠাট জানে হীরা পুনরপি কহে ফিরা
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ॥
বিদ্যা বলে নহ বুড়ী মাশাশ্ রসের শুঁড়ী
মৰ্ মাগী এত এসে তোরে।
ছাই কথা কি কহিস পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস
পায় পড়ি ক্ষেমা কর মোরে॥
যেতে হবে ঠাঁই ঠাঁই ভুলিয়াছি মনে নাই
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি।
হইল স্নানের কাল মিছা করি গল্পগাল
সকলি শুনিব কাল আসি॥
বিদ্যা দিল চাপু কড়ী কলাই কুমুড়া বড়ী
হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে।
কি কর শাশুড়ে বসে কহে হেসে শুন এসে
যে কথা হইল তার সঙ্গে॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিযুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয়-চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

বিদ্যার মানভঞ্জন

কবি কহে বটে মাসি পরামর্শ পাকা।
হীরা বলে চাহি বাপু ঘটকালি টাকা॥
দেখাইল সে যে দ্রব্য পেয়েছিল তথা।
দণ্ড দুই বসি কহে নানা রস কথা॥
স্নান করি পূজে কবি শঙ্করঘরণী।
যে পদপঙ্কজ ভব-সাগর-তরণী॥
রন্ধন ভোজন করে রাজার নন্দন।
নিদ্রালস্যে কিছু কাল করিল শয়ন॥
নিশিযোগে নিজাঙ্গনা বাসে গেল রঙ্গে।
কৌতুকে রমণসুখ রমণীর সঙ্গে॥
দিবাভাগে নানা বেশ ধরে গুণধর।
ভ্রমণ করয়ে নিত্য রাজার সহর॥
কখন পরমহংস যতি ব্রহ্মচারী।
কখন ব'ঠৈ ষ্ণব তিলক-কণ্ঠিধারী॥
নগরের লোক কেহ লক্ষিতে না পারে।
পরম পুরুষ জানি ভক্তি করে তারে॥
এক দিন কৈল কবি ঔদাস্য উদয়।
না গেল সে দিন বিদ্যাবতীর আলয়॥
পতির বিরহে সতী অতি দুঃখযুতা।
জাগিয়া যামিনী পোহাইল নৃপসুতা॥
পরদিন উপনীত সুন্দরীর বাসে।
কান্তমুখ হেরি মুখ যত্নে ঢাকে বাসে॥
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দিল কিরা।
না কহে বচন রামা নাহি চায় ফিরা॥
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের বসন।
মানভঙ্গ না হয় বিমর্ষ বিচক্ষণ॥
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে।
কপটে নিকটে গিয়া তৃণ দিয়া হাঁচে॥
মৌনব্রত ভঙ্গ-ভয়ে না কহিল জীব।
তাড়ঙ্গ দোলায় বালা চিন্তা করে শিব॥
অপ্রতিভ যুবরাজ অধোমুখে রহে।
মৃদু মৃদু হাসি পুনরপি কিছু কহে॥
রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ।
আমার হৃদয়ে সবে এই মাত্র খেদ॥
গলিত সাঞ্জনধারা তাহে ম্লান মুখ।
চিরদুঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক॥
সহজে কলঙ্কী সে তথাস্তু সম নহে।
লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা গুপ্তে রহে॥
কদাচ না কহি কান্তে মিথ্যাকথাগুলা।
হের হির কর প্রিয়ে ও বদন তুলা॥

ক্রোধে প্রিয়ভয়ে তব ভয়ে কিবা কাজ।
আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ ॥
ফিরা দেহ মদর্পিত চুম্ব আলিঙ্গন।
আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন ॥
কবিবর বিনোদ বৈদগ্ধগুণে ভাষে।
ফুরাইল মান ফিরে ফিক্ ফিক্ হাসে ॥
আবেশে অধিক আরো আঁট্যা ধরে গলা।
আলিগণ বলে মাগো এতজান ছলা ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ই।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের নানা যুক্তি চিন্তা *.

কত কাল গোপে বিদ্যা নবকুসুমিতা।
সুলোচনা প্রভৃতি সকলে পুলকিতা ॥
পুনর্বিভা করে গুণসিন্ধুর তনয়।
রজোযোগে রূপবতী গর্ভবতী হয় ॥
দুই তিন চারি পাঁচ মাসেতে প্রবর্ত্ত।
সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ ॥
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে জনে জনে। †
কেহ বলে এই দায় এড়াব কেমনে ॥
কেহ বলে ভাবিয়া জন্মিল মোর বাই।
কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই ॥
কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কাণ ॥
কেহ বলে অকস্মাৎ হেদে কি উৎপাত।
চেষ্টা কর কোন রূপে গর্ভ হয় পাত ॥
কেহ বলে বিদ্যা যেনে কামগাতিশয়।
রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয় ॥
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ী।
রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ী ॥
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দপারা।
ছুড়ীর হাঁপানে ছোঁড়া হল তন্তসারা ॥
কহিলাম কত মত ভূপতিকে বল।
তখন করিল তুচ্ছ এখন এ ফল ॥
কেহ বলে স্ত্রীবুদ্ধিতে পরমাদ ঘটে।
কেহ বলে এই কথা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে ॥
স্ত্রীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক।
স্ত্রীবুদ্ধে মজিল লঙ্কা খ্যাত তিন লোক ॥
লয়েছি সবাই শিরে কলঙ্কের ডালী।
কেহ বলে চারা নাই যে করেন কালী ॥
কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সই।
রাণীর নিকটে গিয়া সবিশেষ কই ॥
ভাল মন্দ তাঁর ঘাড়ে আরের তা কি।
উদরে ধরেছে কেন কুলখাকী ঝি ॥
অতি বাম যো সবারে দূর করে দিবে।
পৃথিবীটা পড়্যা আছে ঠাঁই না মিলিবে ॥
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার।
সে প্রভুকে লাগে সই সবাকার ভার ॥
ভাল ভাল বলিয়া সখীরা উঠে ঝেড়ে।
কেহ বলে তোরে যেনে প্রাণ দিব কেড়ে ॥
রাণীর নিকটে সব সহচরী যায়।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তারা প্রণমিল পায় ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ই।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসী-পুত্র হই ॥

সখীগণ কর্ত্তৃক রাণীর নিকট গর্ভবার্ত্তা প্রদান *

আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে রাণী সতী।
ভালতো গো আছে মোর বিদ্যা গুণবতী ॥

---

* বলরামের বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ গল্প আছে যে, বৎসরাধিক বিদ্যাসুন্দর গোপনে অতিবাহিত করিলে দেবী কালিকা আপনার পূজার প্রচার-বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়েন, তখন দেবীর দাসী,

বিমলা বলেন কলঙ্ক মালিনি।
গর্ভবতী হয় যদি রাজার নন্দিনী ॥
তবে সে কোটাল ধরে নৃপতি সুন্দরে।
বিপত্তে রাখিলে পূজা হইব সংসারে ॥
এতেক শুনিঞা মাতা দেবী কাত্যায়নী।
পাতালে আছিল দৈত্য ডাক দিয়া আনি ॥
পান দিয়া তার তরে দিলেন আরতি।
বিদ্যার উদরে গিয়া জন্ম শীঘ্রগতি ॥ (বল, ৯৪)
বিদ্যারে সকল সখী জিজ্ঞাসে কারণ।
গর্ভের লক্ষণ তব দেখি কি কারণ ॥
লাজ পরিহরি বিদ্যা কহিল সভারে।
মোর দিব্য এই কথা না কহিবে কারে ॥
হইল বিষম সখী ভাবে নিরন্তর।
পাছে না সভার প্রাণ বধে নৃপবর ॥ (বল, ৯৫)

* বড়ই বিষম সখী   নাম বিকটামুখী
চলিল কহিতে গর্ভ দেখি।

চিরদিন দেখি নাই সে চাঁদবয়ান।
বড়ই দুরাত্মা আমি হৃদয় পাষাণ॥
তোমরাও ভাল মন্দ না কহ সংবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কিবা পরমাদ॥
উষাকালে এসেছ অবশ্য হেতু আছে।
আমার শপথ লাগে সত্য কহ কাছে॥
বিরস বদনে কেন বসিলা নিকটে।
প্রাণ করে উড়ু উড়ু হেরে বুক ফাটে॥
নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখি ডানি চক্ষু নাচে।
বড় ভয় বৃদ্ধ কালে শোক পাই পাছে॥
সহচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণি।
কি রোগ জন্মিল তার কারণ না জানি॥
এবে দেখি বিরূপ সে রূপ গেল দূর।
উদর ডাগর বড় বরণ পাণ্ডুর॥
শয়ন সতত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ।
মাথা ঘোরে উকি তোলে ইকি অলক্ষণ॥
রাণী বলে কি কহিলে সর্ব্বনেশে কথা।
বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর মাথা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে দেও সাদ ভেট।
সে বড় জোয়াল মেয়ে বাদায়েছে পেট॥

গর্ভ-দর্শনে রাণীর বিদ্যাপ্রতি ভৎসন

শুনি চমৎকার রাণী উঠে।
পাছে শোনে চুপ চুপ বুক করে দুপ দুপ
কাঁপে কায় কালঘাম ছুটে॥
ভয়ে মুখে উড়ে ধূলা পাছে রহে সখীগুলা
উপনীত নন্দিনী নিকটে।
যে কহিল রামাচয় একথা অন্যথা নয়
গর্ভের লক্ষণ যত বটে॥
পূর্ব্বরূপ ছারখার উদরের বড় ভার
ধরাতলে শুয়েছে রূপসী।
শিথিল কটির বাস ঘন বহে মৃদুশ্বাস
আশু-আভা প্রভাতের শশী॥
সম্মুখে প্রসবস্থলী উঠে বিদ্যা কৃতাঞ্জলি
প্রণমিল লাজে নত মুখ।
কান্দে কথা কহে শুষ্ক দেখিলাম মুখপদ্ম
কব কি জন্মিল যত সুখ॥
অনাথিনী থাকি একা ছমাস বৎসরে দেখা
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই।
জননী জীয়ন্ত যার এতেক খোয়ার তার
গর্ভে কেন দিয়াছিলে ঠাঁই॥
হেদে এক কথা শোন যদি খাওয়াতিস লোন
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মোরে।
বালাই যাইত তবে এত কথা কেন হবে
অনুযোগ কে করিতো তোরে॥
চর্য্যা বুঝিলাম আমি মানব-রাক্ষসী তুমি
যমের দোসর সেই বাপ।
আমার কপাল পোড়া বিধাতা নষ্টের গোড়া
পূর্ব্ব জন্মে ছিল কত পাপ॥
রাণী বলে পাপীয়সি প্রাণ ছাড় নীরে পশি
কিম্বা বিদ্যা খা লো তুই বিষ।
নহে খড়্গ কর ভর এইক্ষণে মর মর
কলঙ্কিনি কোন্ সুখে জিস॥ *
নির্ম্মল রাজার কুল তুই কলঙ্কের মূল
জন্মিলি আমার গর্ভে আলো।
এই রাজ্য ত্যজ্য করে যত্তপি ভাতার ধরে
বেরুতিস সেও ছিল ভালো॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয়-চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাণী সহ বিদ্যার বাক্চাতুরী

বিদ্যা মরলো কলঙ্কিনি কি।
আমার কপাল পোড়া তোর দোষ কি॥
বাপের দুলালী ছিলি তাহে তিলাঞ্জলি দিলি
কুলে খোঁটা কুলটা হলি ছিছি।
কার ঘরে নাই মেয়ে চক্ষু খেয়ে দেখ চেয়ে
পাপক্ষণে তোরে উদরে ধরেছি॥

গর্ভ ধরে বিদ্যা সতী দেখিয়া বিষম অতি
এইসে হইয়া অশ্রুমুখী॥
কাঁদিয়া রাণীর স্থলে করযোড় হইয়া বলে
অবধান কর পাটরাণী। (বল, ৯৬)

* উজ্জ্বল বরণ তোর গর্ভের লক্ষণ।
সত্য করি কহ ঝিয়ে কিসের কারণ॥
শিশুকাল হৈতে তোরে শাস্ত্র পড়াইল।
তোমার কারণে কত বর আনাইল॥ (বল, ৯৮)

প্রসাদ কহিছে দড় হেন মেয়ে আইবড়
লাজে লোক দাঁতে কাটে জি। ॥ ধুয়া ॥

আলো হেদে লো পাপিনি ঝি।
বিদ্যা বলে দোষ বা দেখিলা কি ॥
আলো কেমনে মিলিল স্বামী।
বিদ্যা বলে পুরুষ না দেখি আমি ॥
আলো কারে কর প্রত্তারণা।
বিদ্যা বলে চক্ষু নাই বুঝি কাণা ॥
আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব্ব।
বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ ॥
আলো উদর ডাগর তোর। •
বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর ॥
আলো স্তনে ক্ষরে কেন পয়।
বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয় ॥
আলো কুচাগ্র ভাগেতে কালি।
বিদ্যা বলে প্রলেপ দিয়াছি আলি ॥
আলো শয়ন কেন ভূতলে।
বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে ॥
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম।
বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধর্ম্ম ॥
আলো পূর্ব্বরূপ গেল দূর।
বিদ্যা বলে দেখ লক্ষণ পাণ্ডুর ॥
আলো ঘন ঘন উঠে হাই।
বিদ্যা বলে বলাধান মাত্র নাই ॥
আলো ভক্ষণ যে পোড়া মাটি।
বিদ্যা বলে ছি মাগি তোরে না আঁটি ॥
তারা মায় ঝিয়ে যত ভাষে।
আড়ে থাকি বসি আলি হাসে ॥

বিদ্যার উক্তি

তুমি যে কহিলে লোকে যে শুনিলে
হইবে বড় পরমাদ ॥
গায়ে কণ্ডু দেখ কুচে নখরেখ
বিষম কণ্ডুর জালে।
যেবা পাণ্ডুগণ্ড দেখিলে প্রচণ্ড
লেপিত চন্দন কালে ॥
জ্বর কৈল পূর্ব্বে তেঞি দেখ গর্ভে
না জানি কেমন ব্যাধি।

(বল, ১০০)

রস শ্রীকবিরঞ্জনে কহে।
কভু গর্ভ ছাপা নাহি রহে ॥ †

রাণীসহ বিদ্যা ও সখীগণের পুন বাক্‌ছল

এতক্ষণ জিয়া আছ তাই আমি চাই।
বাসনা এমনি হয় আমি বিষ খাই ॥
প্রাণসম বাসি পিতা পড়াইল তোকে।
গালে দিলি কালি চুণ হাসিবেক লোকে ॥
সমুচিত শাস্তি বিদ্যা তুই পাবি কালি।
উল্টা চোরে গৃহী বান্ধে মোরে দিস্ গালি ॥
বিদ্যা বলে পুনঃ পুনঃ কত কটু কও।
চারা নাই মাগো তুমি গুরু লোক হও ॥
গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাশ।
আপনিই আপনার কর সর্ব্বনাশ ॥
কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ।
খুঁড়িতে কেচুয়া পাছে উঠে কাল সাপ ॥
কিবা ডাক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড়।
ভাল বটে জীয়ন্ত মাছেতে পোকা পাড় ॥
বারে বারে যত কহি কথা নাহি মান।
যেমন আমার রীত সুন্দর তা জান ॥
অনাথিনী প্রায় পড়ে থাকি এই ঠাঁই।
পুরুষ কেমন কভু চক্ষে দেখি নাই ॥
সবে মাত্র স্নেহ ভাবে দেখেছেন বাপ।
গর্ভ গর্ভ বলে কেন দেহ মনস্তাপ।
দুঃখের উপরে দুঃখ এ বড় উৎপাত।
কোথা বাজিবেক ভাগা শিরে সর্পাঘাত ॥
রাণী বলে মর মেনে একি আর পাপ।
তবে বুঝি এ কর্ম্ম করেছে তোর বাপ ॥
তোর একথায় গায় কাটে যেন বিছা।
পেটে ছেলে নড়ে চড়ে তবু বলে মিছা ॥
ক্রোধে কম্পবান তনু ঘূর্ণিত লোচন।
সখীগণ প্রতি কহে কর্কশ বচন ॥
জাতিরক্ষা হেতু আছ বিদ্যার নিকটে।
আপনারা ঘটক হইয়াছিলা বটে ॥
তো সবার দোষ নাহি কাল নহে ভালো।
মাথায় করাত দিব কি ভেবেছ আলো ॥

---

† ভারতচন্দ্রেও আছে যে বিদ্যা এই সময়ে তাহার মাতার সহিত বাকচাতুরী করিয়াছিলেন, তবে রামপ্রসাদের বিদ্যার ন্যায় তাহার কথায় অবজ্ঞা প্রকাশ পায় নাই।

করযোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ।
বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ॥
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ কেমন।
রাজরাণী বট কেন কথা গো এমন॥
বাহিরে প্রহরী থাকে দুরন্ত কোটাল।
মনুষ্য সঞ্চার নাই একি ঠাকুরাল॥
উচিত কহিতে কিন্তু মর্ম্মে পাবে পীড়া।
রমণী রমণী সঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া॥
ভগীরথজন্মকথা শুনিয়াছি কাণে।
সে কালের মেয়ে তারা একালে না জানে॥
তবে কে করিল গর্ভ এত বড় রঙ্গ।
ছাড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপপ্রসঙ্গ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি।
লোকে বলে কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকি॥
আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে।
বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বাড়ে॥
অবিচারে কর নষ্ট তার চারা কিবা।
যার রীত যেমন জানেন মাত্র শিবা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শ্রবণে ভূপতির কোটালকে ধরিতে অনুমতি

নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত।
গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণানিষ্ঠা গত॥
বিগলিত কুন্তল জলদ-পুঞ্জ-ছটা।
নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা॥
ভূপ উপে উপনীত মলিন বদন।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরণীভূষণ॥
বিমল কমল মুখ ম্লান কেন কবে।
অন্ত কান্তে কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে॥
শিরে হানি পাণি রাণী বলে কব কি।
শোন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝি॥
কি বল কাঁপিয়া উঠে মুখে উড়ে ফাক্কা।
ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ খায় ভাক্কা॥
সমূলে রুষিল যেন মাতাল মাতঙ্গ।
সুষুপ্তি সময়ে যেন দংশিল ভুজঙ্গ॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নিকটে যেমন।
সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন॥
আপদ পর্য্যন্ত অগ্নি শিখা যেন দহে।
কোটালের কর্ম্ম এই আর কারু নহে॥
আরবার দরবার মধ্যে গিয়া ভূপ।
কাঁপে গুরু উরু ওষ্ঠ লোচন বিরূপ॥
ক্রোধে কহে তোমরা সওয়ার দশ যাও।
এহি ওয়াক্ত মেরে পাশ বাধাই ম'ঙাও॥
যো হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে।
কেহ তাজি তুরকী টাঙ্গন পৃষ্ঠে চড়ে॥
দড় বড় গড় পাড়ে উড়াইয়া ঘোড়া।
রজপুত যমদূত গোঁপে দেয় মোড়া॥
ঘেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেসাব।
কাঁহা কোতোয়ালগিরি নেকাল সোতাব॥
বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে খাটে।
সোয়ারের ঘটা দেখি ভয়ে মার্গ কাটে॥
ধুতি পরি লেজা শির হইল হাজির।
অমনি ঢেকায় করে বেড়ায় বাহির॥
পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া।
আকটে পাপোষ মারে হাড় করে গুঁড়া॥
* কোটালমহিলা কাঁদে করে হায় হায়।
এক দণ্ডে নিয়া গেল রাজার সভায়॥
নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির।
নজর দৌলত এই বাধাই হাজির॥
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভূপতির তর্জ্জনে কোতোয়ালের বিনয়

মৌনরূপে ভূপ আছে   কোতোয়াল খাড়া কাছে
কোপে কহে ঘন বাহু নাড়া।
কুকুরে প্রশ্রয় দিলে   কান্ধে চড়ে এক তিলে
বিশেষ কহিব কিবা বাড়া॥
ক্রোধে কাঁপে মহীপাল   কহে ওরে কোতোয়াল
বুঝিলাম তোর নাহি দোষ।

---

* এত যদি কুন্তীরাণী কহিল রাজারে।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপে পড়ে নৃপবরে॥
মোহ গেল নৃপতি পড়িল ভূমিতলে।
চারিদিকে পাত্রগণ শিরে জল ঢালে॥ (বঙ্গ, ১০৩)

যেমন যুগের ধর্ম্ম তেমন উচিত কর্ম্ম
মিছামিছি আমি করি রোষ॥
কারে কব কাব্য কহ যে যাহারে সোঁপে দেহ
সে নাকি তাহার কাটে শির।
করিয়া হারামখুরি পশিয়া আমার পুরী
রাজ্যে চুরী নাকে দিব তির॥ *
মনেতে আগুন জ্বলে পুনঃ পুনঃ কটু বলে
শান্তি নহে আরো ক্রোধ বাড়ে।
বিষম বিষয়ে মত্ত না লও বিদ্যার তত্ত্ব
সবংশে গাড়িব এক গাড়ে॥ †
সুরাপানে রাগরঙ্গে থাক বারবধূ সঙ্গে
অধর্ম্মে একান্ত পূর্ণ দৃষ্টি। ‡
বিশ্বাসঘাতকী বেটা হেন কাজ করে কেটা
এই পাপে খাবে তোর সৃষ্টি॥
কোতোয়াল বিদ্যমান থর থর কাঁপে প্রাণ
ধীরে কহে কি করেছি আমি।
ক্রোধ সম্বরণ কর সকলি করিতে পার
মহারাজ আপনি ভূস্বামী॥
বিষ খেতে দেন মাতা ধন লোভে বেচে পিতা
অতিবাদ যদি দেয় দারা।
অবিচার রাজদণ্ড গৃহ দহে বহ্নি চণ্ড
কি আছে ইহার আর চারা॥
কিন্তু শুন মহাশয় বিচার করিতে হয়
দোষ দেখে একে গাড়ে গাড়।

যদ্যপি না ঘাটী থাকে প্রাণ লও মিছা পাকে
এ নহে বিহিত ক্রোধ ছাড়॥
আর শুন গুণধাম লইলা বিদ্যার নাম
তারে রক্ষা করি আমি সদা।
অন্তরে বিষম ভয় রাত্রে নাহি নিদ্রা হয়
সাক্ষী মাত্র কেবল শারদা॥
সতত সতর্ক থাকি দণ্ডে দশ বার ডাকি
সখী কহে প্রবোধ বচন।
হুসিয়ারে আছি ভাই আমরা কি নিদ্রা যাই
সবে বিদ্যা ঘুমে অচেতন॥
পিপীড়ার নাহি সন্ধি নজরেতে হয় বন্দি
ইহাতে মনুষ্য কোন ছাড়।
তবে যদি যায় চোরে বিধাতা বিমুখ মোরে
নিতান্ত এ কর্ম্ম দেবতার॥
রাজা বলে সে যা হউক সাত দিন প্রাণ রউক
ইতি মধ্যে চোর দিবে ধরে। *
ধরিয়া আনিলে চোর সম্মান করিব তোর
জায়গির দিব বহু করে॥
যে হুকুম এই বাত শিরে উঠাইয়া হাত
ঘরে যায় সম্প্রতি সুসার।
পিছে দিল মহসিল সরিবারে এক তিল
নারে হুসিয়ার হুসিয়ার॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয়চরণ সেতু
উমা আমা উর গো মানসে॥

——

চৌর্য্য সংবাদার্থ কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণীর সহ কথোপকথন †

কহিল বিরূপ ভূপ দুঃখে অঙ্গ দহে।
ঘৃণা বড় ঘরে গিয়া ঘরণীকে কহে॥
সৃষ্টি লোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও।
এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও॥

---

* আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন॥
কোটাল দেখিয়া রাজা অধর কাঁপয়।
নিজ খড়্গ হাতে লৈয়া কাটিবারে ধায়॥
দেশ খাসি বেটা দেশের কোটাল।
ভাল মন্দ মোর পুরে না কর বিচার॥
মোর পুরে চোর আসি করয়ে প্রবেশ।
বিচার না কর বেটা লুট্যা খাও দেশ॥ (বল, ১০৪)

† ভারতচন্দ্র এই ব্যাপারে ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—
জান বাচ্ছা একখাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবে মোর দম্ভ।

‡ ভারতচন্দ্র রাজার মুখে এইরূপ কথা না বলিয়া হীরার মুখ দিয়া বলিয়াছেন;—
লোকের ঝি বহু লয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে॥

* গলায় কাপড় দিয়া বলেন কোটাল।
অপরাধ বড় মোর বটে মহীপাল॥
দশরোজ ভিতরে ধরিয়া দিব চোর।
না পারিলে সবংশে পরাণ যায় মোর॥ (রাম, ১০৪)

† বলরামের কালিকামঙ্গলে এইরূপ কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমনের কাহিনী নাই।

বিদ্যার মন্দিরে কিবা দ্রব্য গেল চোরে।
সেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজা মোরে॥
শ্রুতমাত্র বিলম্ব না করে একটুক।
অমনি চলিল ত্রস্ত ভয়ে কাঁপে বুক॥
নানা উপহার দ্রব্য সংহতি লইল।
অবিলম্বে রাণীর নিকটে উত্তরিল॥
ভূমে লুটি প্রণমিল করি যোড়পাণি।
পরম দুঃখিতা রাণী না কহেন বাণী॥
সে ধারা দেখিয়া তার হৃদে জন্মে ভয়।
সকরুণে কোটাল-মহিলা তবু কয়॥
এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার।
কৃপা করি কহ শুনি সত্য সমাচার॥
কি দ্রব্য হইল চুরি রাজকন্যা-বাসে।
জীয়ন্তে জীবনে মরা কোটাল হুতাশে॥
বিশেষ জানিলে চোর তবে ধরা যায়।
নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায়॥
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে সুধাও।
মিলিবে সকল তত্ত্ব সেইখানে যাও॥
সে বড় দারুণ কথা যাড়া কব কি।
অভিমানে মরমে মরিয়া রয়েছি॥
পুনঃ কহে যোড় হাতে নিশিনাথ-দারা।
বিড়ম্বনা কর যদি তবে নাই চারা॥
অবিচারে মহাপ্রাণি হত্যা বড় পাপ।
কি কারণে ঠাকুরাণি দেহ মনস্তাপ॥
দুগ্ধপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত।
ভালত না শুনি মাগো বল তুমি যত॥
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন।
ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ম হেন॥
রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর।
বিদ্যাবতী গর্ভবতী এই সমাচার॥
কহিবার কথা একি মৃত্যু ইচ্ছা হয়।
শুনিলা এখন তুমি যাও নিজালয়॥
দশনে রসনা চাপে চমকিয়া উঠে।
বামা-করাঙ্গুলী তুলি দিল নাসাপুটে॥
আর কিছু না কহিল গেল নিজ বাসে।
কোতোয়াল শুনি বার্ত্তা মনে মনে হাসে॥
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান কৈল নিশিনাথ।
রাম রাম বলি দুই কর্ণে দিল হাত॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের ভূপতি প্রতি নিন্দা

ভূপতি কেবল অজা যে জন লুটিল মজা
এড়াইল সেই আমি চোর। *
কহিতে সরম করে কন্যার ছিনালি ধরে
গর্দ্দান লৈতে চাহে মোর॥
রাজলক্ষ্মী থাকে যার সূক্ষ্ম বিবেচনা তার
সত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড।
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু কৃপান্বিত বৃষকেতু
তেঁই ধরে শিরে ছত্রদণ্ড॥
নতুবা কি কোন রূপে এ ছার অধম ভূপে
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়।
মনেতে জন্মেছে অগ্নি সে বিদ্যা ধর্ম্মত ভগ্নী
কেমনে এমন কথা কয়॥
গ্রামের সম্বন্ধে যারে মা বলিয়া ডাকে তারে
সেই ভাব করণ কর্ত্তব্য।
এ আমি নেমকে পালা হায় হায় এ কি জ্বালা
রাজা বেটা বড়ত অভব্য॥
বিতুষ্টা জননী কালী খেদযুক্ত কোতোয়ালী
গালাগালি লতায় দুতায়।
নাহি গণে আগা পিছা যার যার খড়গাছা
প্রথমেতে আমাকে শুঁতায়॥
মারিয়া করিল ক্ষীণ দেখি পাঁচ সাত দিন
চোরের নাগাল যদি পাই।
মনেতে সকল আছে দিয়া নৃপতির কাছে
অধিকার ছাড়া হয়ে যাই॥
হইল সুন্দর শিক্ষা মেগে খাব মুষ্টি-ভিক্ষা
এমন সম্পদে কাজ নাই।
প্রসাদ বলিছে রও এ দায় খালাস হও
তবে তুমি যাও অন্য ঠাঁই॥

কোটালিনী কর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি ও প্রসাদ পুষ্প নাথে প্রদান

কোটাল-কামিনী হেথা পূজে ভদ্রকালী।
করপুটে কহে মাগো একি ঠাকুরালী॥

---

* ভারতচন্দ্রে এইরূপ আছে:—
পরে করি গেল সুখ আমার কপালে দুখ
ধড়রে কোটালি খেদযুক্ত

ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে।
অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে॥
দয়া কর দাসে দয়াময়ি দাক্ষায়ণি।
দনুজদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
ধব তব ভব কব তাঁর গুণ কিবা।
আশুতোষ আখ্যা এক গুন মাগো শিবা॥
সদাশিব সদাশিব সমূহ বিনাশে।
কৃপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে॥
শৈলরাজপুত্রি মাগো বিশ্ববিভুদারা।
কৃপণতা অনুচিত নাম ধর তারা॥
তবে যদি কাতর কিঙ্করে দয়া নহে।
তোমাকে করুণাময়ী কেন লোকে কহে॥
তুষ্টা মহামায়া তার ঐকান্তিক ভক্তি।
ভয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈব-উক্তি॥
অচিরে অবশ্য ধরা পড়িবেক চোর।
সে কিন্তু মনুষ্য নহে বরপুত্র মোর॥
দেবী-অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ।
হাস্যযুতা বিধুমুখি হৃদয়ে আহ্লাদ॥
যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথ হাতে।
ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে॥
প্রমদার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে।
হুঁকে উঠে হুপ বাড়ে হুহুঙ্কার ছাড়ে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা

সাজে কোতোয়াল লে খঞ্জর ঢাল
দো আঁখিয়া লাল সোবাণ পতঙ্গ
চড়ে গজতুঙ্গ ঘুমাও ত অঙ্গ
সেতাব করি।

যোবায়তে সাত তুঝে দেওয়ে হাত
কহে মিঠী বাত পিছে হোকে আও
কোহি মত যাও মেরে সের খাও
হো পাঁও পারি॥

দেখো এহি যাও ওঁহি চোর পাও
মেনে গারি গাও কহে মুঝে ভুপ
সো বাত সরূপ আবি রহ চুপ
জি এক ধরি।

চলে কেত্তে ঠাট হাঁকে কাট কাট
ভরে পুর বাট খেলাওব দোহি
লই ধুলি ভোঁহি পড়ে লোকাঁহি
হাম চোর ধরি॥

কো ফৌজ হাজার আপএটে বাজার
লোক হোয়ে লাচার ফুকরে দোহাই
কহে লুট ভাই হজুরমে যাই
ক্যাকিয়া হোঁ চুরী।

কহি কহে আঁট ইসে আও হাঁট
মুড়ায়ে গা ঝাঁট হারাম কি হাড়
আভি গাঁড় ফাড় মারো উল্টা গাঁড়
দোহাই তেরি॥

কহে কবি রাম হোঁ পামর হাম
তারা তেরে নাম পড়া হোঁ লাচার
ওহি পদ সার মুঝে কর পার
শমন কো ডরি॥

সহরে চোর-ধরণার্থে কোটালের দৌরাত্ম্য

চোর হেতু ঘরে ঘরে বিষম বেদাতি করে
বিদেশিকে বেন্ধে মারে কোড়া।
যাহার বাটীতে থাকে ইটে খাড়া করে তাকে
কোটালিয়া বিনষ্টের গোড়া॥
স্তব্ধ হয় সব লোক দিবারাত্রি ভাবে শোক
উৎপাতের সীমা কিছু নাই।
শিষ্ট লোক যত ছিল আগে ভাগে পলাইল
দুরাদূরে গেল ঠাঁই ঠাঁই॥
গাদাও সহর তার কত লোক আইসে যায়
সদা দেখা পথিকের সাতে।
ফাটকেতে রাখে বন্দি কে বুঝে তাহার ফন্দী
সাবল তাওইয়্যা দেয় হাতে॥
মাগ্যা খায় যারা যারা তা সবার অন্নমারা
ভয়ে কেহ সহরে না ঢোকে।
পড্যা পড্যা থাকে মাঠে কত বা নদীর ঘাটে
তক্তসারা মাছি পড়ে মুখে॥
নিশিতে প্রহর বাজে তার পর কেহ কাজে
দুই চারি দণ্ড যদি থাকে।
সে যেন প্রকৃত চোর দুঃখের না থাকে ওর
সারা রাত্রি হাড়্যা ঠুক্যা রাখে॥ *

---

* ঠকঠকি হাড়ির কোড়াব পটপটি (ভারতচন্দ্র)

যে যেটারা ছেঁচা বোঁচা বড় বড় লম্বা কোঁচা
হয় কোটালের হরকরা।
বুকে ঠোকা দিয়া কয় বসে থাক মহাশয়
একে দিনে যাবে চোর ধরা ॥
হর্ষযুক্ত কোতোয়াল মাথায় জড়ায় শাল
পিঠ ঠুক্যা কহে ভাই রহ।
চোর ল্যানে লুকো যব আরজি ইলাম তব
দেওজা ফেকের এস্থা কহ ॥
হজুরে নালিস রোজ রাজা ভাবে বুঝি খোজ
কোন রূপে পেয়েছে বাবাই।
নতুবা কি এত জোর হামেসা হাঙ্গামা সোর
তথা কারু কথা লাগে নাই ॥
এথা চোরচূড়ামণি দণ্ড কমণ্ডলু-পাণি
কখন বা ব্রহ্মচারী-বেশ।
অবধৌত কোন দিন আসন শার্দ্দূলাজিন
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ ॥
কোতোয়াল করপুটে স্তব করে সন্নিকটে
নিজ দুঃখে বিশেষ রোদন।
পুরীশুদ্ধ হই নষ্ট আশীর্ব্বাদ কর কষ্ট
দূর হউক রহুক জীবন ॥
হাসি কহে গুণনিধি অচিরে তোমাকে বিধি
অবশ্য হবেন অনুকূল।
বাক্য মিথ্যা নহে মোর ধরা পড়িবেক চোর
ভয় নাই হের ধর ফুল ॥
পুলকিত নিশীশ্বর ফুল নিল পাতি কর
পুনরপি প্রণিপাত করে।
কালীপাদপদ্ম ভাবি রচিল প্রসাদ কবি
কোটাল চলিল স্থানান্তরে ॥

কোতোয়াল চর সমূহের ছদ্মবেশে চৌর অন্বেষণ

কূটবুদ্ধি কোতোয়াল তঙ্ক করে নানা।
ঠাঁই ঠাঁই বসাইল মজবুত থানা ॥
বিড়া উঠাইল পাঁচ শত হরকরা।
বুক ঠুক্যা কহে চোর জানা গেল ধরা ॥
কত পাটনির ঠাটে খেয়া দেয় ঘাটে।
কতবা দানির ছলে দান সাধে বাটে ॥
দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ।
কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ ॥
কাটিতে কৌপীন মাত্র তাহাতে গিরস।
সদা করে কেবল ভক্ষণ মাস রস ॥
গৌড় রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে-ঠাটে।
সে-রূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাটে ॥
খাসা চৌরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চৌরা মাথে।
চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁত্কা হাতে ॥
মুক্ত-গুঞ্জ-ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টি ছাড়া ভাব ॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ বোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥
এক এক জনার ধুমড়া ছুটি ছুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী ॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত ॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভাল মতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ॥
গোষ্ঠীশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পত্রশেষ চাটে ॥
বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায় ॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝি ॥
শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী।
অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি ॥
পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরন্ত।
অনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত ॥
দেখন দেখিলে যেন পায় ভক্ত লাড়ু।
ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু ॥
মার পিঠে ধুম ধাম করয়ে লহর।
ভয় নাই লুট্যা খায় রাজার সহর ॥
কেহ বা বিষম বাঁকা জালালি ফকীর।
কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির ॥
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা।
কান্ধে ঝুলী গলে কত তর তর মালা ॥
সার বাটী যায় তার নাকে আসে দম।
কয়েফেতে চুর চুর নদারদ গম ॥
কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী।
হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী ॥
হেকমতে কত গুলা হইল কাঙ্গালি।
মরা পারা পড়্যা পড়্যা থাকে গলী গলী ॥

লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা
দুই চক্ষু থেকে থেকে করে হা ॥
মেয়ে ছেলেরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে।
চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে ॥
নিদ্রা না হয় যার লোক কোটালের ডরে।
খেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে ॥
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি।
রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী ॥
পুরমধ্যে গান বাদ্য নাহি রাগ রঙ্গ।
মহাভয়যুক্ত লোক সদা রঙ্গ ভঙ্গ ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

চোর সন্ধানে বিদ্যু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত

না মিলে চোরের তত্ত্ব গেল পঞ্চ দিন।
ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন ॥
হীরা রায় নামে এক কোটালের খুড়া।
বয়স বিস্তর বড় বুদ্ধিমান বুড়া ॥
কহে বাপু কেন ভাপু গণ যুক্তি আছে।
সঙ্গোপনে যাও বিদ্যু ব্রাহ্মণীর কাছে ॥
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ভূমণ্ডলে নাই।
অবশ্য চোরের তত্ত্ব পাবে তার ঠাঁই ॥
এ কথা শুনিয়া কোতোয়াল কুতূহলী।
শিরে বন্দে প্রযত্নে পিতৃব্যপদধূলি ॥
চলিল বাধাই একা মধ্যাহ্ন সময়।
উপনীত সেই বিদ্যুব্রাহ্মণী-নিলয় ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে।
বৈস বাপু বিদ্যু মৃদু হেসে হেসে কহে।
কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়ে ছিনু মুই।
বৌও বেটী বুঝেছি নিঠুর বড় তুই ॥
ভাগ্যের ফলে বাপু কুড়ায়েছি ফুল।
সুবচনী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল ॥
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন।
মৃত্যুকালে হাতে হাতে সঁপেছে তখন ॥
এবে বাছা ঠাকুরাল দেশের ঠাকুর।
আমি সেই ভাব ভাবী তুমি সে নিঠুর ॥
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথা থো।
বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন-পো ॥
শুনিয়া থাকিবে গো বিদ্যার সমাচার।
এ ঘোর সঙ্কট মোকে করহ নিস্তার ॥

তোমা বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর।
পূজিব চরণ দুটি যদি পাই চোর ॥
বিদ্যু বলে হাসি হাসি এত বড় দায়।
আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায় ॥
বাহু তুলি কুতূহলী নাচে নিশিনাথে।
আকাশের চাঁদ যেন পায় নিজ হাতে ॥
কোটাল চলিয়া গেল আপনার ঘর।
বিদ্যু যায় বিদ্যা বিনোদিনীর গোচর ॥
প্রণাম করিয়া বিদ্যা বসিতে বলিল।
ব্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাঁপিল ॥
কৌতুকে কপট কথা কহে বিদ্যু হাসি
শুনেছি সকল তত্ত্ব শুন গো রূপসি ॥
চিন্তা কি গো চন্দ্রমুখি চূপ করে রও।
কিবা লাজ কার কাজ তার নাম লও ॥
তার হাতে ঔষধ খাইয়া শীঘ্র গতি।
যাবে গো উৎপাত গর্ভপাত হবে সতি ॥
একান্ত চিহ্নিত ২টী শঙ্কা নাহি মাত্র।
তুমি গুণবতী দেখি সে কেমন পাত্র ॥
কোটালের আনিত এ বুঝ বিনোদিনী।
সখীগণ প্রতি কহে বড় আপ্ত ইনি ॥
ইহঁার গুণের কথা কহা নাহি যায়।
পুরস্কার দেও সখি মনে যেবা চায় ॥
ইঙ্গিত পাইয়া উঠে উষা নামে আলি।
এক গালে চূণ দিল আর গালে কালী ॥
ঠেসে ধর্যা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া।
ঘন ঘন মুখ ঘসে মাটীতে ফেলিয়া ॥
কেবল ব্রাহ্মণী হেতু জীবন রহিল।
ঢেকা মেরে বাড়ীর বাহির করে দিল ॥
হাঁই ফাঁই করে দুই চক্ষে পড়ে জল।
মনে ভাবে অসৎকর্ম্মে বিপরীত ফল ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাসে মাঘাইর হিতোপদেশ

অর্দ্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি।
অমনি পড়িল শেষে মরি মরি বলি ॥
আমলিন শরীর উঠিতে শক্তি নাই।
কেন্দে কহে এত দুঃখ দিলা হে গোঁসাই ॥

প্রভাত হইল নিশা নিশানাথ আসি।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কহে কি কর গো মাসি॥
কোঁথায়ে কোঁথায়ে কহে আরে বাপু মরি।
অতি বৃদ্ধে পোঁদে দড়ী তার ভোগ করি॥
স্বার্থ নাহি পরার্থে যে করে পরানিষ্ট।
দেবতা তাহারে দেন বিধিমত কষ্ট॥
যে জাতীয় দুঃখ দিল নৃপতির ঝি।
মেয়ে জাতি পাপ মুখে কব আর কি॥
সেট্যে ধরে আঁটা কিল মর্ম্মে পাই.পীড়া।
কর্ম্মকারে পিটে যেন বড় লোহা ভিড়া॥
গালে গুতা গণে গণে গোটা বিশ গায়।
শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ ফেটে যায়॥
অস্থানে গস্তান গুলা শাস্তি দিল বড়ি।
স্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছা শক্তি নাই লড়ি॥
বিদ্ধ বাক্যে বিস্তর হাসিল নিশানাথ।
ক্ষমাকর মাসি বল্যে ধরে দুটী হাত॥
বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল দুটী।
বিদায় মাগিল কিন্তু লাগে ছটফটী॥
কেন্দে কহে কি কর মা কৃপাময়ী কালি।
আজ্ঞা তব বৃথা হয় একি ঠাকুরালি॥
যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লবে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নাম কেন তবে॥
ছয় দিন গেল কালি কালি সপ্ত দিবা।
মরণ নিকটে মাগো বাড়া কব কিবা॥
চিন্তযুক্ত বৃক্ষতলে বসিল বাধাই।
করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বট মহাশয়।
বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয়॥
ভাধ্যা বাক্যে ভগবান ভুলিলা আপনি।
কনককুরঙ্গ পাছে গেলা রঘুমণি॥
নল হেন মহারাজ বিপদে পড়িয়া।
ঘোর বনে পলাইলা ঘরণী ছাড়িয়া॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হৈয়া বুদ্ধিহারা।
পাশায় করিলা পণ আপনার দারা॥
যত বুদ্ধি পাও দাদা মনে নাহি ধরে।
সবে মেলি যাই চল রাজকন্যা ঘরে॥
সিন্দূরে মণ্ডিত কর রাজকন্যা-গৃহ। *
নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ॥

* কোটাল বলেন ভাই এই চোরতবে পাই
এই যুক্তি করিতে জুয়ায়॥

কুতূহলে কোতোয়াল কোলে করে তাই।
ভাল কথা বলেছিস ভাইরে মাধাই॥
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভূপে।
রাজা বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে॥
ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ হিষ্টিলৈ ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥

চৌরধরণার্থে বিদ্যার মন্দিরে সিন্দূর লেপন

তখনি পঞ্চাশ মোণ আনিল সিন্দূর।
পাঁচ সাত জন গেল রাজকন্যা-পুর॥
কোটালে সম্মুখে দেখি চমকিত রামা।
সখীসঙ্গে স্থানান্তরে গেলা গুণধামা॥
কূটবুদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দী।
সিন্দূরে মণ্ডিত কৈল না রাখিল সন্ধি॥
খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ।
সিন্দূরে মাখিয়া রাখে রজনীরাজন॥
মুহূর্ত্তেকে পুনরপি হইল বাহির।
বন্ধুবর্গ সঙ্গে রঙ্গে যুক্তি করে স্থির॥
বাপীতটে রজকে যথায় বস্ত্র কাচে।
অলক্ষিতে অনুচর রাখে তার কাছে॥
কোতোয়াল গেল জানি বিদ্যা বিধুমুখী।
প্রবেশিলা নিজ গৃহে সঙ্গে যত সখী॥
গৃহ খট্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন।
সকলি সিন্দূর মাখা উচাটন মন॥

চল বণিকের পুর কিন্তা আন সিন্দুর
সিন্দূরে মণ্ডিত কর ঘর।
বসনে পাইব চিহ্ন এই বাক্য নহে ভিন্ন
চোর ধরা পড়িব সত্বর॥

* * * *

হৈল রজনী কাল দুর্ব্বার কোটায়াল
সিন্দূরে মণ্ডিত কৈল ঘর।

(বল ১০৯)

কিবা তঙ্ক করে গেল কাল কোতোয়াল।
প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল॥
ছিলা হর্ষ হরিণাক্ষী হুতাশে শুকায়।
কি আছে কপালে মোর কহা নাহি যায়॥
ভাবিতে চিন্তিতে গেল নিশি অর্দ্ধযাম।
হেনকালে উপস্থিত কবি গুণধাম॥
ভার্য্যাকে ভাবিতা দেখি ভয় পেয়ে মনে।
যতনে জিজ্ঞাসে কবি মধুর বচনে॥
কহ লা কমলমুখি কি নিমিত্তে হেন।
পেয়েছ পরমপীড়া প্রায় বুঝি যেন॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথা।
কে কহিল তোমাকে আসিতে আজি এথা॥
কি তঙ্ক করিয়া গেল কোটাল চতুর।
সকল গৃহেতে ছেদে দেখনা সিন্দুর॥
অকস্মাত্‌ কান্দে প্রাণ নাচে বামা আঁখি।
পড়িবে প্রমাদ প্রভু এই তার সাক্ষী॥
হেসে কহে কবি হরি এ অজ্ঞে ভাবনা।
কোন চিন্তা নাহি শুন কুরঙ্গনয়না॥
সহস্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ।
তথাচ কদাচ তার নাহি হবে হাত॥
রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনী।
উষাকালে উঠে গেলা কবিশিরোমণি॥
বসনে সিন্দুর লাগা দেখি কবিবর।
হীরা প্রতি কহে মাসি এক কর্ম্ম কর॥
নিশিযোগে বস্ত্রখানা দিও ধোপা-বাড়ী।
সংগোপনে কাচে যেন দুনা দিব কড়ী॥
এত বলি স্বীয় কর্ম্মে চলিলা সুন্দর।
সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর॥
চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া।
গুপ্তে একখানি বস্ত্র দিবে হে কাচিয়া॥
অন্য ঠাঁই যে পাও দ্বিগুণ দিব আমি।
প্রকাশ না কর যেন বুদ্ধিমান তুমি॥
ভাল ভাল বলিয়া রজক দিল সায়।
হেসে হেসে হীরাবতী হাত নেড়ে যায়॥
বন্ধ দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সিন্দুরচিহ্ন বস্ত্র দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি এবং সুন্দরের সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন

প্রভাতে রজক গেল সরোবর-তীর।
আগে ভাগে সেই বস্ত্র করিল বাহির॥
কোটালের অনুচর আছিল নিকটে।
সিন্দুরের চিহ্ন বুঝে চোরের এ বটে॥
দৌড়ে যেয়ে ঘাড় ধরে দেয় পাকনাড়া॥
তখনি কাপড় দিয়ে বান্ধে পিঠমোড়া॥
টেকাইয়া নিল যথা কোতোয়াল আছে।
সিন্দুরের চিহ্নিত বস্ত্র ফেলো দিল কাছে॥
কোপে কোতোয়াল কহে মুখে লাগে থুবী।
কাঁহা চোর সেতাব বাতাওগে বে ধুবী॥
কোই কহে সাহেব জি রহো এক সাত।
হকীকত বুঝা যাগা কহনে দেও বাত॥
করপুটে সংমুখে রজক কহে বাণী।
কার বস্ত্র ভাল মন্দ আমি তো না জানি॥
কালি রাত্রি মোর বাড়ী এসেছিল হীরা।
বস্ত্র দিয়া বিস্তর দিলেক মাথা কিরা॥
যে পাও দ্বিগুণ তার পাবা মোর ঠাঁই।
লুকায়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই॥
ইহা বই আমি নাহি জানি মহাশয়।
অবিচারে নষ্ট কর উপযুক্ত নয়॥
বাত এস্‌কা এহি হ্যায় চল ওস্‌কা পাশ।
বেতকুসির বেচারা কো দেওজী খালাস॥
ওকে নিয়া মাথায় বান্ধিয়া দিল চিরা।
যাও শীঘ্র কি জানি পলায় পাছে হীরা॥
কালান্তক যম যেন করি পৃষ্ঠে উঠে।
মুখপানে তাকাইতে গায়ে ঘর্ম্ম ছুটে॥
পেঙ্গা সোয়ার হাতে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
কাঁহা হীরা হীরা ডাকে করে হাঁকাহাঁকী॥
সরদার গেল যদি তবে থাকে কে।
ঝাঁটায়ে চলিল পাছে বাকি ছিল যে॥
ঘোড়া উড়াইল বেগে সোয়ার হাজার।
কাঁপে মাটী ডাকে হাঁকে রাজার বাজার॥
ঘোর ঘটা ঘেরে ঘরবাড়ী মালিনীর।
ডেকো হেঁকে হীরা বুড়ী হইল বাহির॥
হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জ্বলে।
অগ্নিতে ফেলিলে ঘৃত যেমত উথলে॥
কেঁওরে হারামজাদী এহি কাম তেরা।
সাত রোজ ফাকা লবেজান হুয়া মেরা॥

কাঁহাসে লেয়াও চোর কৌন জাতি ওহি।
কহ তুঝে কেত্তা মালিয়াত দিয়া সোহি॥
খেলাপ কহোগী বাত শের মোড়াওঙ্গা।
গাঞ্জামে চড়ায়কে চিমাইল তোড়ঙ্গা॥
কোটালের কটু বাক্যে কুপিল অধীরা।
ভয় নাহি চোট পাট কথা কহে হীরা॥ *
এই সি র রাড় নাহিংহীঁা দাবায় আওগে।
যে হেসাব কহগে হব্ সাজাই পাওগে॥
মু সামালো খুব নাহি কহো বের বের।
রাজা কি সহরমে বেটা তেঁই হুঁয়া সের॥
কোতোয়াল কহো খান্দী তওভি কবৃতি সের।
ঝুট নাহি কহো সেই তেরে ঘরমে চোর॥
হাত নেড়ে হীরা বলে থাক মেনে থাক।
বুঝা গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ॥
আমি ঘরে চোর পুষি কহোগা রাজারে।
ওরে বেটা ঠেটা এটা কহে কেটা মোরে॥
লাফ দিয়া কোতোয়াল চুলে ধরে তার।
দেখতো হারামজাদী এ কাপড়া কার॥
মজাইতে কুল ফুল যোগাইতে নিত্য।
এ কলঙ্ক রহিল যাবৎ চন্দ্রাদিত্য॥
নিষ্মল রাজার কুলে তুই দিলি কালী।
আরো কর আঁটনী কুটনী মাগী শালী॥
পয়জার চড় চট কিল গুম গুম।
আঁকপাঁক পড়াইল আর কোথা ঘুম॥
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে।
বুকে হাঁটু দিয়া ঠেঙ্গ তুল্যা বান্ধে ঘাড়ে॥
তখনি কান্দিয়া কহে ভাইরে বাঘাই।
নারী হত্যা করিও না জল দেও খাই॥
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল।
হাসিয়া কোটাল তারে ধরিয়া তুলিল॥
রাখিল নজর বন্দী সোয়ার হাওয়ালে।
কই চোর চোর বলি চৌদিগে নেহালে॥
ফুলের বাগান ভেঙ্গ্যে ছচ নচ করে।
নেজা হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে॥
সুন্দর সানন্দে জপে মহাকালী মন্ত্র।
কোন কিছু নাহি জানে কোটালের তন্ত্র॥
ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিলা।
ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সুড়ঙ্গে পশিল॥

* আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিরা (ভারত)

শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চৌর ধরণার্থ কোটালের সুড়ঙ্গ খনন

অনিমিখে নিরখে বিবর নিশানাথ।
অদ্ভুত মানিয়া চিত্তে নাকে দেয় হাত॥
কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে।
কেহ বলে তবে ধরা না গেল ইহাকে॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে কোটাল বাঘাই।
আমি যাহা বলি তাহা শুনহ সবাই॥
এই পথে আসে যায় বিদ্যার নিকটে।
সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথা বটে॥
দেউড়ি জিনিয়া কেহ প্রবেশে বিবরে।
হাত পাঁচ সাত গিয়া হাঁপাইয়া মরে॥
আকুরে চুরুরে পুনঃ উপরে উঠিল।
বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল॥
যে পার সে যা ও ভাই যাও জায়গীর।
বিদ্যার মন্দির নহে চোরের মন্দির॥
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম।
সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম।
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়।
পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়॥
তখনি হাজার তিন আনিল কোদালি।
মজুরের নিঘাবানা পাঁচ শত চালী॥
খোদবন্ধু কোতোয়াল ঘন ঘন ডঙ্কা।
নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা॥
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা।
কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছা॥
সহরে গুজব উঠে একে একশত।
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় বস্যে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
পথের মানুষ ডেকে জাগাইছে হাট॥
এক সরা ভরা টিকা হুঁকা চলে ছুটা।
পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু চোঁকি-কুট॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল করে।
চোরের সহিত নাকি ছিল ছুটো মেয়ে॥
পরম রূপসী তারা স্বর্গ বিদ্যাধরী।
বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী॥

চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে।
সেইক্ষণে তারা পুড়ে রৈল তার সাথে॥
এথায় খন্দক খনে মজুর সকল।
বড় বড় গৃহস্থের বাড়া গেল তল॥
সীমা যুড়া পর্য্যন্ত কাটিল খাই যদি।
দেখিয়া ডরায় লোক যেন এক নদী॥
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা।
শুনি নাহি জন্মে কভু হেন কহে তারা॥
কতকাল খন্দক খুঁদন দিবে রেতে।
কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে॥
জ্ঞানী কহে থাকিবেক গূঢ় কিছু মর্ম্ম।
মনে নাহি বুঝি ইহা সামান্যের কর্ম্ম॥
পরম পুরুষ সেই চোররূপে ছলে।
দেবকন্যা বিদ্যাবতী শাপে ধরাতলে॥
কেহ কহে মিথ্যা নহে সত্য বটে ভাই।
এখনি সভার কাছে কয়েছে বাঘাই॥
চাকিতে দেখেছে চোর বলেছে সমস্ত।
সুড়ঙ্গে পশিল যেন সূর্য্য গেল অস্ত॥
প্রথমে যে দেখিল সে কহে শুন এই।
ইহাতে কে কহিবে সামান্য ব্যক্তি সেই॥
কেহ কহে সে যে হউক এ বড় সহর।
খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর॥
কেহ কহে এত দিনে গেল মেনে ভয়।
কেহ কহে দেখ আরো কিবা হয়॥
তথা কবি উপনীত সুন্দরীর পাশে।
বিমল কমল মুখ মলিন হুতাশে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বাপা স্থির রও।
ভয় কি ভবানী বাণী বদনেতে কও॥

বিদ্যা বাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ

নিরখিয়া পতি সতী অতি দুঃখযুক্তা।
সজলনয়নে কহে বীরসিংহসুতা॥
অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমাকে।
রমণী নিমিত্তে কিছু না কবে আমাকে॥
ধরিবে মরিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল।
পশ্চাতে উপায় নাহি গর্ত্তে ঘোর কাল॥
তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অভাগীর।
বিজ্ঞ বট প্রভু বিবেচিয়া কর স্থির॥
এক নিবেদন করি অবধান কর।
দোষ নাহি প্রভু তুমি নারীবেশ ধর॥ *
আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ।
ভুলাইলা কামরিপু ঠাকুর মহেশ॥
ভীম পরাক্রম ভীম শমন দোসর।
নারীবেশে বধিলা কীচক বীরবর॥
সূর্য্যবংশে জন্মে দশরথ নাম ভূপ।
বিপদ সময়ে রাজা ধরে নারীরূপ॥
জাতি প্রাণ হেতু লোক ভক্ষ করে নানা
পরিণামদর্শি যেবা কি তার যন্ত্রণা॥
সর্ব্বগুণ-বাক্য শুনি সায় দিলা রায়।
সুন্দরীসমূহ সুখে সুন্দরে সাজায়॥
আঁচড়ে চিরুণে চারু চাঁচর চিকুর।
ললাটে সিন্দুর শোভা তম করে দূর॥
সহজে সুন্দর মুখ বিনিন্দিত ইন্দু।
চন্দ্রমধ্যে চন্দ্রদ প্রু সুচন্দন বিন্দু॥
দশন মুকুতাবলী ওষ্ঠ বিম্বফল।
শতনরী হার গলে শ্রবণে কুণ্ডল॥
চঞ্চল নয়নকোণে কত কামশর।
বস্ত্রাবৃত দাড়িম্ব যুগল পয়োধর॥
ভূষণে ভূষিত তনু যেখানে যা সাজে।
হেরি রূপ রূপবতী নত মুখ লাজে॥
সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান।
সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই ভান॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ কহে সহচরী।
কাহার রমণী গো নিছুনি লয়ে মরি॥
নিশিযোগে যদ্যপি পুরুষ করে বিধি।
বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি॥
কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই।
ইচ্ছা হয় কিছুকাল এই বেশে রই॥
বাঘাই কোটাল উপস্থিত হেন কালে
সঙ্গেতে ঘেরল পুরী চৌদিগ নেহালে॥

* দেখিয়া কোটালে তথা নৃপতি সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা বিদ্যাবতীর ঘর॥
কপাট দুয়ারে বিদ্যা শুয়্যাছিল ঘরে।
বেড়িয়া কোটালগণ আছয়ে বাহিরে॥
বিদ্যারে সকল কথা কহিল সুন্দর।
কোটাল বেড়িল গিয়া মালিনীর ঘর॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ ধর নারী বেশ।
সকল সখীর মাঝে করহ প্রবেশ॥ (বল, ১১৩)

সকলি রমণী-ঘটা পুরুষ না দেখে।
বুদ্ধিহারা ভাক্কা পারা ধুলা উড়ে মুখে॥
সাহসে করিয়া ভর বিচারিল মনে।
নারীরূপে আছে চোর সহচরী সনে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চোরের স্ত্রী বেশানুভবে বিদ্যার সহচরীগণের খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা

তক্ক করে নিশানাথ দীর্ঘে কাটে দশ হাত
পরিসর হাত তিন সাড়ে।
করে ধরে খড়্গ ঢাল হাঁটু পাতি কোতোয়াল
খাবটি করিয়া বৈসে পাড়ে॥
ক্রোধে কহে পুনঃ পুনঃ সহচরীগণ শুন
তোমরা সকলে হও ধীরা।
মাতিয়া যৌবন মদে রমণী দক্ষিণ পদে
লঙ্ঘিবে যে তার বড় কিরা॥ •
অথবা পুরুষ যেই লঙ্ঘিবে পরীক্ষা এই
কদাচিত বাম পদে কেহ।
সারোদ্ধার কহি আমি হইবে রৌরবগামী
সপ্তম পুরুষ শুদ্ধ সেহ॥
কহিলাম আগে ভাগে শত ব্রহ্মহত্যা লাগে
ধর্ম্মপথে থাকিলে মঙ্গল।
জন্মিলে মরণ আছে ভোগাভোগ হয় পাছে
নারকির জনম বিফল॥
কোটালের কটু কথা কবি করে হেঁট মাথা
বিচারিল ধরিল কোটাল।
পূর্ব্ব জগদম্বাদেশ কদাচ না রবে ক্লেশ
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি জঞ্জাল॥
যা করেন কৃপাময়ী যাম্য পদে পার হই
কতকাল হৈয়া রব চোর।
যদি তরি বাম পায় কোটাল সবংশে যায়
ইহা কি উচিত কর্ম্ম মোর॥

• নারীর আছয়ে ধর্ম্ম বাম পদে যায়।
পুরুষের ধর্ম্ম এই ডানি পা বাড়ায়॥
এই ধর্ম্ম যেই জন করিব লঙ্ঘন।
নরকের কুণ্ডে তার হইবে বন্ধন॥
ধর্ম্ম বই সাক্ষী ইথে নাহি অন্য জন।
বাহিরে আইস যত আছ সখীগণ॥ (বল, ১১৭)

শশিমুখী শকুন্তলা সত্যবতী শশিকলা
সর্ব্বাণী সুশীলা সত্যভামা।
রাধিকা রুক্মিণী রমা রাজেশ্বরী রম্ভা উমা
অর্পণা অম্বিকা উষা শ্যামা॥
জয়ন্তী যশোদা জয়া মহেশ্বরী মহামায়া
হৈমবতী হীরা হারপ্রিয়া। •
একে একে সহচরী বাম পদে গেল তরি
ও কূলেতে দাঁড়াইল গিয়া॥
যম তুল্য নিশানাথ কখন দাড়িতে হাত
কখন বা গোঁপে দেয় পাক।
সবাকার কাঁপে বুক প্রাণ করে ধুক ধুক
কখন গভীর ছাড়ে ডাক॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত করগো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরের বিদ্যার সহ কথোপকথন

একে একে পার হয় যত সহচরী।
গদ গদ কহে বিদ্যা কান্ত করে ধরি॥
শুন শুন প্রাণনাথ বাক্য সারোদ্ধার।
বাম পদে একান্ত খন্দক হও পার॥
ধরা গেলে কাটা যাবে নৃপতি দুর্জ্জন।
তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ॥
নহে শাস্ত্র সম্মত সসত্বা সহমৃতা।
দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনা শূন্য পিতা॥
অপমৃত্যু হবে তার যে করুন কালী।
তুমিতো পণ্ডিত প্রভু একি ঠাকুরালী॥
পূর্ব্বাপর শ্রুত বটে রাজনীতি ধর্ম্ম
জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে দুষ্ট কর্ম্ম॥

প্রথমে মদনা সখী গর্ত্ত হইল পার।
ধর্ম্ম সাক্ষী সাক্ষী ডাকেন দুইবার॥
দ্বিতীয়েতে পার হইল সখী চন্দ্রাবলী।
তৃতীয়ে সন্তোষা যায় চতুর্থে মুরারি॥
পঞ্চমেতে পার হইল মালতী সুন্দরী।
ষষ্ঠমেতে পার হইল সখী মন্দোদরী॥
সপ্তমেতে পার হৈয়া গেল তিলোত্তমা।
অষ্টমেতে পার হৈল সখী সত্যভামা॥
নবমেতে পার হৈয়া গেল পদ্মাবতী।
কুমার পার হৈলা বিদ্যা সতী॥ (বল, ১১৮)

ভার্য্যা হেতু রামচন্দ্র সুগ্রীবে মিতালী।
বধিলা নিরপরাধে বানরেশ বালী ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর শুন কার্য্য।
অশ্বত্থামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য ॥
সুন্দরীর কথা শুনি কবি বিচক্ষণ।
হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ ॥
কাল করে যুক্তি প্রশ্ন রামচন্দ্র সনে।
কেহ মাত্র সঙ্গে নাহি দোঁহে সঙ্গোপনে ॥
কহে কৃপাময় কিন্তু কর সত্য পণ।
এখানে দেখিবা যারে করিবা বর্জ্জন ॥
কালবাক্যে কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা স্বীকার।
লক্ষ্মণ ঠাকুরে দিলা রক্ষা হেতু দ্বার ॥
দৈবে নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়।
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি মিলিলা তথায় ॥
ভক্তিযুক্ত প্রণমিলা মুনীন্দ্র চরণে।
মুনি বলে যাব শীঘ্র রাম-সম্ভাষণে ॥
মুনি বাক্যে মহাবীর কম্পিত শরীর।
কোন রূপে চিত্তে বিবেচনা নহে স্থির ॥
যদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সম্ভাষণ।
শ্রীরামের আজ্ঞা তবে হইবে কেমন ॥
একান্ত বিহিত নহে গমনাবরোধ।
বংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোধ ॥
ত্যাজ্য হব যদ্যপি চ আমি যাই তথা।
সেই ভাল প্রভুকে জানাই এই কথা ॥
মুনি প্রবোধিয়া গেলা রঘুনাথ কাছে।
কাল কহে প্রভু তব আজ্ঞা পূর্ব্ব আছে ॥
এইক্ষণে ত্যাগ কর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মহা শোকাকুল চিত্ত কমললোচন ॥
সত্যবদ্ধ হেতু প্রভু বর্জ্জিলা লক্ষ্মণ।
সরযূর নীরে বীর ত্যজিলা জীবন ॥
সৌমিত্রেয়-শোকে প্রভু সম্বরিলা লীলা।
রামায়ণে মহামুনি বাল্মীক রচিলা ॥
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাণপ্রিয়া।
প্রাণ গেলে সল্লোকে কি করে দুষ্ট ক্রিয়া ॥
সেই রাজা যুধিষ্ঠির তার শুন কর্ম্ম।
বক রূপে যে কালে বলিলা তাঁরে ধর্ম্ম ॥
প্রশ্ন যদি কহিলেন কুন্তীর নন্দন।
তথাপি কপটে প্রভু কহেন বচন ॥
তুষ্ট হইলাম তুমি বর মাগো যাই।
যারে ইচ্ছা তারে চাহ জীবে এক ভাই ॥
ধর্ম্মবাক্য শুনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
পরিণামদর্শি রাজা করিলেন স্থির ॥
সহদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল।
তবেত নৈরাশ তার মাতামহকুল ॥
কিঞ্চিৎ থাকিয়া কহে সর্ব্বগুণযুত।
বাঁচাও জনেক প্রভু ভাই মাদ্রীসুত ॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম্ম দিলা সাধুবাদ।
চারি ভাই জীয়া উঠে ঘুচিল প্রমাদ ॥
জমদগ্নি সুত জামদগ্ন্য মহাবীর।
জনক আজ্ঞায় কাটে জননীর শির ॥
পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুঞ্জে মুক্ত
মিথ্যা কথা নহে মহাভারতেতে উক্ত ॥
সত্যবাক্য রক্ষা পায় যদি যায় প্রাণ।
সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ ॥
সত্য হীন ধর্ম্ম হীন বৃথা জন্ম তার।
যতোধর্ম্মস্ততোজয় বাক্য সারোদ্ধার ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

অথ চৌর ধরণ

অশ্বত্থামা হতঃ প্রিয়ে কহিলে বচন।
সেই পাপে নৃপতির নরক দর্শন ॥
অবিচারে রঘুনাথ বালি কৈলা বধ।
ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙ্গদ ॥
কর্ম্মভোগ কার খণ্ডে ধরণীমণ্ডলে।
অন্য কে কোথায় থাকে রামচন্দ্রে ফলে ॥
মম হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোটাল।
কহ প্রিয়ে কিরূপে রহিবে পরকাল ॥
বিদ্যা কহে প্রাণনাথ যে কহ সে বটে।
কি কথা কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে ॥
সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাস।
সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ ॥
ভবিষ্যত কর্ম্ম এইক্ষণে কেন ভাবি।
তখনি তেমন কব যে কহান দেবী ॥
কোন চিন্তা নাহি মত্তকুঞ্জরগামিনি।
দুঃখ দূর করিবেন পুরারি-কামিনী ॥
ভক্তি ভাবে ভাব ভয় ভাঙ্গা-রাঙ্গা পদ।
শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ ॥
করালবদনী বলি বাড়াইল পা।
কেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাঁপে গা ॥

দক্ষিণ চরণে ভরি দাঁড়াইল পাড়ে।
ব্যাঘ্র প্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে॥
সুবস্ত্র ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে।
কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহনাদ পূরে॥
কেহ বা বড়শি হানে কেহ তরোয়ার।
ফিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার॥
কেহ বলে বহু দুঃখ পেয়েছি হে ভাই।
ঘাড় ভেঙ্গ্যা এ বেটার রক্ত আমি খাই॥
কেহ বলে লাঠী ভ মাথার ভাঙ্গি খুলী।
কেহ বলে থাক তুমি আমি করি শুলী॥
কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়ি।
কাঁকালি পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি॥
তিরে তিরে জর জর করিছে ইহারে।
পোড়াইয়া মার রাজা কি করিতে পারে॥
পটুকা খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত।
বিদ্যা কহে বর্ম্ম কোথা ওহে প্রাণনাথ॥
মর্ম্ম দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছেড়ে।
বুক চিরা মাণিক্য লইল কেবা কেড়ে॥
সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু।
তোমা পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃষকেতু॥
পূর্ব্বের কঠোর পাপে কামদেব বাম।
হারাইল তোমা হেন রূপ গুণধাম॥
কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে।
ঢেকা মেরা দূরেতে ফেলিল শিশীবরে॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে।
চুল ছিল এলো শীঘ্র ঝুঁট করে বান্ধে॥
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে।
মনে সাধে ধরা দিল ভর্ৎসিতে রাজারে॥
মদনমোহনরূপে সবে মোহ যায়।
অনিমেষে বাধাই সুন্দর পানে চায়॥
কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর।
বিদ্যা বলে পরাণ-পুতুলি বটে মোর॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি

দয়িত দুর্গতি দেখি দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী
দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে ধাহারা ধূচয় বাড়ে
ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্ম্ম ছুটে॥
মণিহারা ফণি পারা জীয়ন্তে মরমে মরা
মোহযুতা মুনি-মনোহরা।
নয়নে নির্গত নীর নিশায় নিম্নগাতীর
নাথার্থে পদ্মিনী যেন জরা॥
স্বপ্নে সতী স্বামী সঙ্গে সরস চাতুরী রঙ্গে
সুখে মুখে মুখ দিয়া রয়।
বিদ্যা বিনোদিনী বালা বিনোদ বকুলমালা
বিভু গুণে দিতে জ্ঞান হয়॥
বিদ্যা কহে হে মা কই কি করিলা কৃপাময়ি
কোথা যাব কি হবে উপায়।
এই যে ছিলাম সুখে একি দশা এক টুকে
আত্মহত্যা দিব গো তোমায়॥
বিষম বিরহানলে বপু বিপরীত জ্বলে
বিদগ্ধ বল্লভ দিলা আনি।
রোপিলাম প্রেমতরু না ফলিল ফল চারু
উপাড়িলা অঙ্কুরে আপনি॥
পেত্ত পূর্ব্বে প্রাণ বলে পশ্চাৎ পাবকে ফেলে
পলাইলা পাপে দিলা মন।
তোমার তুলনা তুমি তরুণ তরুণী আমি
ত্যাগ কর তরলজ জন॥
জনক যমের তুল জননী যাতনা মূল
জামাতা জীবনে করে বধ।
ভাবিয়া ভরসা সার ভুবনে না দেখি আর
ভব ভাঙ্গা ভবানীর পদ॥
কাঁপরে ফেপর রূপা ফলত করগো কৃপা
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে এমত উচিত নহে
দূর কর দাসের উৎপাত॥

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি

ভূতলে আছাড়ে গা কপালে কঙ্কণ ঘা *
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার অশোক কিংশুক হার
গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত॥
যথোচিত স্বামি দণ্ড কোতোয়াল ভানুচণ্ড
প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্নিকটে।
রাকা সুধাকরমুখী ফুল্ল ইন্দীবর আঁখী
এবে কর্ম্ম ব্যক্ত সেই বটে॥

* কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির-বাণে (ভারত)

বিদ্যা বলে প্রভু ভাল　　না বুঝিল কালাকাল
দেখ যুগধর্ম্ম এ সকল।
পরিণামে তব দৃষ্টি　　অভাগীর মজে সৃষ্টি
তার ত সাক্ষাতে এই ফল॥
হেদে হে কোটাল ভাই　　ভগ্নী আমি ভিক্ষা চাই
ছাড়হ আমার প্রাণনাথ।
ধর্ম্মপথে দৃষ্টি কর　　দ্বারেক বচন ধর
হের এই যোড় করি হাত॥
প্রাণ মোর নহে চোর　　এ তো জোর মিছা সোর
এতে তব লাভ আছে কি।
পরিত্রাণ কর প্রাণ　　দেহ দান রাখ মান
পুণ্যবান তুমি শুনিয়াছি॥
মম কান্ত শিষ্ট শান্ত　　রাজা ভ্রান্ত কি দুর্দ্দান্ত
আদ্যোপান্ত কৃতান্ত সমান।
শুন ওহে মিথ্যা নহে　　তনু দহে কত সহে
সৃষ্টি রহে বলহে বিধান॥
কোন্ ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম　　পোড়ে মর্ম্ম গাত্র চর্ম্ম
দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ এই বেশ　　পায় ক্লেশ কৃপালেশ
কর ভাই অকাল মরণে॥
চক্ষু লাল কোতোয়াল　　কহে ভাল ঠাকুরাল
এই কাল জঞ্জালের মূল। *
জান আমা ওগো রামা　　গুণধামা কর ক্ষমা
ভাব শ্যামা হইবে প্রতুল॥
তুমি সতী গুণবতি　　ভগবতী প্রতি মতি
সামান্য মানুষ নহে এহ।
রঘুবর হলধর　　পুরন্দর সুধাকর
পঞ্চশর ইতি মধ্যে কেহ॥
এত বল্যে বাক্য-ছলে　　যায় চল্যে রামা টল্যে
পুনরপি পড়ে মহীতলে।
কহে রাম দুর্গা নাম　　অর্দ্ধ যায় জপ কাম
পূর্ণ হবে দেবী অনুবলে॥

---

* যে কর পশ্চাতে　　মোর প্রাণনাথে
আগে মোরে ফেল হানি॥
চল নৃপ স্থলে　　ভূজ্য পরিমলে
ভূষিত করিব তোরে।
রাখ নিবেদন　　খসাহ বন্ধন
নাহি মার আর চোরে॥
কুমারীর বাণী　　কোটালিয়া শুনি
বন্ধন করিল দূর।
করেতে বসনে　　করিল বন্ধনে
বাদ্য বাজে রণপুর॥　　(বল, ১২০)

চৌর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ

শুনি লোক মুখে　　রাণী মনোদুঃখে
গেল বিদ্যাবতী বাসে।
নন্দিনীর পতি　　নিরখিয়া সতী
নয়নসলিলে ভাসে॥
অভিন্ন মদন　　পূর্ণেন্দুবদন
কনকচম্পক কান্তি।
এ নহে তস্কর　　শশী কি ভাস্কর
পামর লোকের ভ্রান্তি॥
রূপ কব কিবা　　চারু কম্বুগ্রীবা
শুক-চঞ্চু তুল্য নাসা।
নিন্দি কুন্দকলি　　শোভে দন্তাবলী
সুধাধিক মৃদু ভাষা॥
আজানুলম্বিত　　বাহু সুললিত
করি কর দর্প হর।
ফুল্ল কোকনদ　　মঞ্জু যুগপদ
নাভি ভূধর বিবর॥
বিদ্যাবতী মুখে　　মুখ দিয়া দুঃখে
ডুকরিয়া কান্দে রাণী।
জন্মে জন্মে পাপ　　হেন মনস্তাপ
ভুঞ্জিব স্বপ্নে না জানি॥
কি বিদগ্ধ বিধি　　রসময় নিধি
নিরমিল তোর লাগি।
অনেক যতনে　　লভ্য এ রতনে
হারালি ছি ছি অভাগী॥
আরাধিলি বিদ্যা　　ত্রিভুবনারাধ্যা
মহাবিদ্যা ভদ্রকালী।
পূর্ব্ব কর্ম্ম ভোগ　　স্বামীর বিয়োগ
যত তাঁর ঠাকুরালী॥
কিবা কব তোরে　　না কহিলি মোরে
গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা।
বিধির লিখন　　না হয় খণ্ডন
এখন কে পায় জ্বালা॥
ভূপতি দুর্ব্বার　　নাহিক নিস্তার *
নিতান্ত কাটিবে চোরে।
হয়্যে থাক রাঁড়ী　　পোড়াইতে নাড়ী
এতেক দুষ্কর্ম্ম তোরে॥

রাজার হয়েছে ক্রোধ　　না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই।

শ্রীপ্রসাদ কহে কথা মিথ্যা নহে
কালীর কিঙ্কর যেই।
তার দুঃখ কিবা সদা সঙ্গে শিবা
ভুবনবিজয়ী সেই॥

বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান

স্নান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী।
মুদ্রিত লোচনে ভাবে রূপ কাদম্বিনী॥
কৃতাঞ্জলি কহে কৃপা কর কৃপাময়ি।
দাস তব দয়িত দুঃখিনী দাসী হই॥
আজ্ঞা ছিল তব সে আসিবে এথা একা।
এখন এ দশা এ কি অদৃষ্টের লেখা॥
ক্ষিতিপতি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে স্বামী।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষম দোষ ক্ষীণা দীনা আমি॥
নিতান্ত দেখিনু দুর্গামন্ত্র জপে যেই।
হেদে গো করুণাময়ি তার দশা এই॥
কি কব মহিমা সীমা পদতলে তব।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব॥
তপস্বিনী ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রি।
যশোদা-জঠরজাতা জায়া জগদ্ধাত্রী॥
পার্ব্বতী পরমেশ্বরী পশুপতিদারা।
প্রভাকর-পুত্রি-পীড়া-হরা পরাৎপরা॥
বিদেশে বল্লভ বীরসিংহ করে নষ্ট।
দনুজদলনি দেবী কেন দেও কষ্ট॥
দৈববাণী শুনে রামা ভয় নাহি তোর।
সুন্দর সামান্য নহে বরপুত্র মোর॥
প্রহরের পরে পুন পতি পাবে সতি।
কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি॥
এ কথা কহিলা যদি শঙ্করঘরণী।
জলধিতরণে যেন মিলিল তরণী॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চৌর দর্শনে নাগরিকজনের খেদ

ধরা গেল চোর. সোর পড়িল নগরে।
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় নাহি রয় ঘরে॥
স্তন পান করে শিশু কোলে যে ধনীর।
মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির॥
রন্ধনশালায় রামা রন্ধনে যে ছিল।
মাথার উপরে হাঁড়ী রাখিয়া চলিল॥
বেগে ধায় নাহি চায় পিছু পানে ফিরা।
কেহ বলে দাঁড়ালো মাথার লাগে কিরা॥
এক জন প্রতি আর জন বলে কই।
সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখ্ ওই॥
হেরি হেরি বদন মদনে অঙ্গ দহে।
কুলবধূ চিত্রিত পুতুলী যেন রহে॥
কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি।
হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি॥
সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে।
আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে॥
রাজা লবে প্রাণ সই কোন্ মূর্খ কহে।
সাধ্য নহে তার যার দেহে আত্মা রহে॥
নিরখিয়া নরপতি এ রূপ বিচিত্র।
না হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিত্র॥
আছাড়ি পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা।
ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা॥
পতি-পুত্রহীনা দীনা শুন গুণরাশি।
কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী॥
দ্বাদশ বৎসর বাছা খেয়েছি গোঁসাই।
তারপর কিছু মাত্র শোক জানি নাই॥
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর।
লোকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর॥
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে।
তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে॥
তব মৃত্যু কথা তব শুনিলে মা বাপ।
তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ॥
বয়স্যতা তব যার যার সঙ্গে আছে।
ছাড়িবেক প্রাণ তারা বার্ত্তা গেলে কাছে॥
তোমার মরণে এত লোকের মরণ।
কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন॥
দরবারে বার দিয়া বসেছে ভূপাল।
হেনকালে চোর নিয়া গেল কোতোয়াল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি পুটাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেও পদধূলি॥

রাজার সহ চৌরের ব্যঙ্গোক্তি

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীয় তনু তারাপতি প্রায়॥

প্রমথেশপ্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন।
ভালে বিন্দু বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন॥
প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চি চয় চতুর্দ্দিগে দ্বিজ।
পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মখভুজ॥
কিঙ্কর নিকরে করে চামর ব্যজন।
মস্তকে ধবল ছত্র কিবা সুশোভন॥
তদুপরি চন্দ্রাতপ তমো করে দূর।
বাম ভাগে মহাপাত্র পরম চতুর॥
পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য।
যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত॥
দুদিগে সোয়ার খাড়া বুকে ধরে ঢাল।
কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল॥
সেলাম করয়ে হাতী সম্মুখে মাহুত।
পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যমদূত॥
চোবদার নকীব হজুরে খাড়া আছে।
বাঘাই কোটাল চোরে নিয়া গেল কাছে॥
গরীব নেওয়াজ বলি আদবে সেলাম।
নজর দৌলত এই চোর ল্যায়া হাম॥
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি।
সতত নির্ভর দীপ্যমান যেন রবি॥
অপাঙ্গলোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ।
পরমপুরুষ চিত্তে জানিলা স্বরূপ॥
ধন্যা কন্যা অন্বেষণে মিলাইল পতি।
নররূপে কোন্ দেব ভ্রমে বসুমতি॥
রেবতীরমণ কিম্বা হবে বৃষকেতু।
কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরম্ভা হেতু॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই।
রাজা বলে কাট চোরে মশানে বাঘাই॥
আঁখি ঠারে আরবার করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন॥
পর্ব্বতজা-পাদপদ্ম মানসে প্রণাম।
হাসি হাসি সুধাভাষা কহে গুণধাম॥
কাট রাজা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যুভয়।
গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয়॥

১ম শ্লোক

অদ্যাপিতাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিং।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

অস্যার্থঃ

অদ্যাপি সা কনকচম্পকদামতনু।
প্রফুল্লকমলমুখী ভুরু কামধনু॥
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদন বিহ্বল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কথা শুনি কাঁপে তনু কুপিত ভূপাল।
কহে মশানেতে চোরে কাটরে কোটাল॥
কবি কহে কিছু কাল থাকরে বাঘাই।
গোটা দুই চারি কথা আরো কহ' চাই॥

২য় শ্লোকঃ

অদ্যাপিতাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং॥
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি গাত্রাণি।
সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি॥

অস্যার্থঃ

অদ্যাপি সে শশিমুখী সুলভ যৌবনা।
পীনপয়োধরা বাল কুরঙ্গনয়না॥
তদঙ্গ পরশে অঙ্গ সদা সুশীতল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কাট কাট শব্দ রাজা করে পুনঃ পুনঃ।
কবি কহে গোটা দুই কথা আরো শুন॥

৩য় শ্লোকঃ

অদ্যাপিতাং মলয়পঙ্কজগন্ধলুব্ধ-
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাং।
কেশাবধূতকরপল্লবকঙ্কণানাং
তাং নোদপৈতি নিচয়ঃ সুরতং মদীয়ং॥

অস্যার্থঃ

অদ্যাপি মুখারবিন্দ সুগন্ধ বিশেষ।
অলিকুল ব্যাকুল চুম্বিত গণ্ডদেশ॥
কম্পিত চিকুর কর-কঙ্কণ সুধ্বনি।
মন মম মোহিত স্মরাত নিতম্বিনী॥
রাজা বলে নিয়া যাও মশানে বাঘাই।
কবি কহে গোটা দুই বচন শুনাই॥

হেন কালে চোর লৈয়া ভেটিল কোটাল।
দেখিয়া চোরের রূপ ভাবে মহাপাল॥

মনে মনে ভাবে রাজা সেরূপ দেখিয়া।
না ধরে এমত রূপ মানুষ হইয়া॥
লোকলাজে বীরসিংহ বলে মার মার।
দক্ষিণ মশানে মাথা হানরে চোরের॥

(বল, ১২৪)

২৮ম শ্লোকঃ

অদ্যাপি বাসগৃহতো ময়ি নীয়মানে
দুর্ব্বারভীষণকরৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতাং মদর্থে
কর্ত্তুং ন পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনোমে॥

অস্যার্থঃ

অদ্যাপি আমাকে বাসগৃহ হতে চর।
কেশে ধরে নিল যেন শমনকিঙ্কর॥
কি কি চেষ্টা না পাইল মদর্থে কামিনী।
কিবা কব দহে দেহ দিবসরজনী॥
অদ্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহরতি।
নিরখি মুদিলে আঁখি বিদ্যার মুরতি॥
সুপ্ত পতি মৃতপ্রায় বাক্য নাহি মুখে।
বিপরীত কামে বিদ্যা চড়ে তার বুকে॥
নগ্ন বিদ্যা মুক্তকেশী দন্তে কাটে জি।
নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি॥
থর থর কাঁপে ভূপ ক্রোধ ভাবে চায়।
রাজা বলে কাট চোরে খরখড়্গা ঘায়॥
কবি কহে কন্যা তব পরম রূপসী।
তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অসি॥
পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া।
জীয়ায় যুবতী বিম্বধরামৃত দিয়া॥
ঘূর্ণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে।
এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে॥
কবি কহে কামান বিদ্যার যোড়া ভুরু।
সতত নিকটে ধরা বটি কল্পতরু॥
তাহাতে নয়নবাণ বিষম সন্ধান।
শশিমুখী হাসি ভস্মরাশি করে প্রাণ॥
কি জানি কি মন্ত্র জানে বিদ্যা গুণবতী।
পুনরপি প্রাণ দান পাই নরপতি॥
বাক্য পীড়া মহা ব্রীড়া বীরসিংহ বলে।
এ বেটাকে ফেল নিয়া করিপদতলে॥
মনোমত্ত কুঞ্জর মাহুত পুষ্পধনু।
সতত হুলায় হাতী কমলিনী তনু॥
তার তলে পড়ো রাজা প্রাণ যায় মোর।
চোর চোর বল্যে তুমি মিছা কর সোর॥
আপনি সাক্ষাৎ যম মৃত্যুরূপা কন্যা।
রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এইরূপ ধন্যা॥
মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা।
বিদ্যায় ঘটায়্যে কবীশ্বর কহে তা॥

রাজা বলে মিথ্যা বাক্য ছলে কাজ নাই।
মশানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই॥
হাসি হাসি গুণরাশি সভা সাক্ষী করে।
জামাতা কহিলা সত্যবাদি নৃপবরে॥

৫০ম শ্লোকঃ

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং নিজপৃষ্ঠকেন
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

অস্যার্থঃ

অদ্যাপিও হলাহল ন মুঞ্চতি হর।
অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কূর্ম্মবর॥
অদ্যাপিও বাড়বাগ্নি জলনিধি বহে।
সাধুর বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে॥
রাজচক্রবর্ত্তী কিন্তু রীতি কদাচার।
লোক ভয় ধর্ম্ম ভয় না দেখি তোমার॥
মম বীর্য্যে ভূপতি যে জন্মিবে সন্তান।
পরম দুর্লভ সে দিবেক পিণ্ডদান॥
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল।
তথাপিও শাম্য নহ এ কি ঠাকুরাল॥
একান্ত লজ্জিত রাজা কুমার বচনে।
অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে॥
ভূপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র ধীর।
দুরক্ষর বাক্য কহ নির্ভয় শরীর॥
সত্য কথা কহ চোর থাক কোন্ গ্রাম।
কাহার তনয় কোন্ জাতি কিবা নাম॥
দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়।
যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয়॥
কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মূঢ়।
খাও হে বাপের কলা দিয়া ঝোলা গুড়॥
দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র।
হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র॥
বন পশু বুঝেছি বলিয়া দেন তুড়ি।
রাজা বট যেন সার কাঁঠালের গুঁড়ি॥
ছয় মাস গতে কর্ম্ম সুধাও কি জাতি।
কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি॥
তব চর্য্যা চার্চ্চলাম আলাপে ক্ষণেক।
দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে অনেক॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর।
চাষায় পরশ পায় দুনা বাড়ে দর॥

অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান।
সভাস্থ পণ্ডিতগণ হন হতজ্ঞান॥
দ্বিজগণ কহে কহ রূপগুণযুত।
কোন্ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুত॥
কহে গুণরাশি হাসি শুন ধীরচয়।
তোমা সবাকারে কহি নিজ পরিচয়॥
জনম মানবকুলে শম্ভুধাম ধাম।
পিতামাতা শিব শিবা কালিদাস নাম॥
কোনরূপে নিতান্ত না পরিচয় মিলে।
কোতোয়াল সঙ্গে রাজা বসিলা বিরলে॥
হেদে নিশিনাথ সুতানাথ এই বটে।
এমন সুপাত্র বহু ভাগ্য হেতু ঘটে॥
বধ করা মত নহে দিব কন্যাদান।
কিন্তু তুমি নিয়া যাও দক্ষিণ মসান॥
কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে যুক্তি।
কৌশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি॥
পুনঃ পুনঃ কহি যত কাটিবারে চোর।
রেয়াতি করিস বেটা ওকি বাপ তোর॥
ভূপতি ভারতি শুনি কপিল কোটাল।
ছুই চক্ষু ঘুরায় ঘুরায় খড়্গা ঢাল॥
চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা।
কবি কহে কৃপাময়ই কালি কোথা গেলা॥
ক্ষণমাত্র উত্তরিল দক্ষিণ মশানে।
কেহ চড় মারে কেহ চুল ধরে টানে॥
বড়শি হানিতে বুকে চাহে কেহ কেহ।
ফাঁফর হইল থর থর কাঁপে দেহ॥
মার মার কাট্ কাট্ করে মহাধুম।
ফাকি ফুকি সার নাই কাটিতে হুকুম॥
কিছুকাল ছিল কবি ডরেতে নীরব।
কৃতাঞ্জলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের কালীস্তুতি ॥ চৌত্রিশ ॥

ক

কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি।
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি॥
কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার।
কপর্দ্দি-কামিনি কিবা করুণা তোমার॥

খ

খ ভবে ভ্রমহ মাগো হের হর ভয়।
খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয়॥
খর খড়্গা করে ধর্যে খল খল হাসি।
খলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আসি॥

গ

গিরিবরসুতা গৌরি গণেশ-জননি।
গগনবাসিনি চিন্তা গিরিশ-গৃহিণি॥
গয়া গঙ্গা গৌতমি গোমতি গোদাবরি।
গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শঙ্করি॥

ঘ

ঘনাঘনরূপা দেবি ঘননিনাদিনি।
ঘেরিল কোটাল বেটা ঘোর শব্দ শুনি॥
ঘৃণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ।
ঘরে ঘরে ঘোষণা কুযশ তব এহ॥

চ

চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
চতুর্দ্দল ক্রমে চক্রভয়বিভেদিনি॥
চঞ্চল চরণ ভরে চমকিত ফণি।
চাঁচর চিকুর চারু চুম্বিত ধরণি॥

ছ

ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা।
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মা গো কিবা॥
ছল ছল চক্ষু ছাতি ফাটে গো বন্ধনে।
ছট্ ফট্ করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে॥

জ

জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী জকার পঞ্চ দুর্লভ বচন॥
জন্মিলাম কোথায় জীবনে হেথা মরি।
জয়ঙ্করি রক্ষা কর জগতঈশ্বরি॥

ঝ

ঝিকি মিকি খড়্গা করে ঝেকে উঠে ঢালী।
ঝাটা পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কর কালি॥
ঝাড়া ঝাড়ে কোটালিয়া ঝাড়া লয়্যে হাতে।
ঝিমাইতে মনগো ঝঞ্ঝনা পড়ে মাথে॥

ট

টঙ্কার ধনুক শব্দ টোটাই মা বলে।
টল টল কাঁপে দেহ টাঙ্গী মারে গলে॥

টিকী ধর‍্যে টানে টন টন করে শির।
টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর ॥

ঠ

ঠগগুলা ঠেসে ধরে ঠোঁটে এল প্রাণ।
ঠাকুরাণি ঠাকুরালি ছাড় কর ত্রাণ ॥
ঠাহর না পাই ঠাট ঠাটে কত ধায়।
ঠেঁটা দায় ঠেকিলাম ঠাঁই দেহ পায় ॥

ড

ডুকরিয়া কান্দি ভয়ে বান্ধা দুটি হাত।
ডরাইয়া উঠি ডাক ছাড়ে নিশিনাথ ॥
ডিঙ্গিয়া ডাইন পায় মারা যাই প্রাণে।
ডাকিনী সহিত শীঘ্র উর গো মশানে ॥

ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে ঢেকা মারে ঢালি।
ঢঙ্গ বেটা ঢেমন বলিয়া দেয় গালি ॥
ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়া ঢুলিয়া পড়ে গায়।
ঢল ঢল করে আঁখি আড়ে আড়ে চায় ॥

ত

তপস্বিনি ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রি।
ত্রিপুরারি ত্রিপুরা-তারিণি জগদ্ধাত্রি ॥
তব তত্ত্ব ত্রিলোচন সবে মাত্র জ্ঞাত।
তথাপি তাঁহার তরে মায়া কর কত ॥

থ

থর থর কাঁপে স্থির কর মহামায়া।
স্থান দেহ স্থলপদ্মপদে শম্ভুজায়া ॥
স্থাবরজঙ্গম তোমা ভিন্ন কিছু নহে।
স্থান দিলে মোরে কৃপাময়ী নাম রহে ॥

দিগম্বরি দনুজদলনি দাক্ষায়ণি।
দুর্গতিতারাণি দুর্গে দুরিতমোচনি ॥
দাসে দুঃখ দেখ মা কিরূপ দয়াময়ী।
দাসীপুত্র দাসীর দয়িত দৈবে হই ॥

ধূর্জ্জটিবামনি ধরাধরেশকুমারি।
ধামান ধিয়ায় ধাম ধৈর্য্য মানা করি ॥
ধরণীভূষণ ধীর ধর্ম্ম কিছু নাই।
ধিক ধিক ধর‍্যে বধে বলিয়া জামাই ॥

ন

নমো নিত্য নারায়ণি নৃমুণ্ডমালিনি।
নবীননীরদনীলানিন্দিতবরণি ॥
নলিননির্জ্জিতে নেত্র কোণে চাও শিবে।
নতুবা নিশ্চয় নরহত্যা মা লাগিবে ॥

প

পতিতপাবনি পরা পর্ব্বত-নন্দিনি।
প্রমথেশ-প্রিয়া পাপপুঞ্জবিমর্দ্দিনি ॥
পদ্মযোনি প্রভৃতি পঙ্কজপদভারে।
পার নাহি মহিমার পামর কি পারে ॥

ফ

ফাঁপরে ফিরিয়া চাও ফণীন্দ্ররূপিণি।
ফের দিয়া ফান্দে ফেলে বধে গো জননী ॥
ফট করে‍্য কটু কহে ফিক্ ফিক্ হাসে।
ফুৎকারে কোটাল মারে রক্ষ নিজ দাসে ॥

ব

বিশ্ববিভুদারা গো বারেক দয়া কর।
বিধির বিধাতা বট বিঘ্নরাশি হর ॥
বলিতে বদন এক বাক্য কব কি।
বিবেক বিদরে বুক ব্যস্ত হইয়াছি ॥

ভ

ভবানি ভৈরবি ভীমা ভবের বনিতা।
ভেশ ভয়ঙ্করা রাজি ভূধরদুহিতা ॥
ভগবতি ভারতি গো ভবের ভাবিনি।
ভক্তজনবৎসলা মা ভুবনপালিনি ॥

ম

মহেশ্বরি মহামায়া মহেশমোহিনি।
মূঢ়মতি মানব মহিমা কিবা জানি ॥
মহীপতি মন্দমতি মত্ত ধনমদে।
মহিষমর্দ্দিনি মাগো স্থান দেহি পদে ॥

য

যোগরূপা যশস্বিনি যশোদানন্দিনি।
যোগেন্দ্রযোষিতা যজ্ঞসমূলঘাতিনি ॥
যুগলচরণপদ্মে যদি দেহ স্থান।
যশ থাকে যদি মা করগো পরিত্রাণ ॥

র

রণরসে রত রমা রুক্মিণী রোহিণি।
রাক্ষসসংহারকর্ত্রি রাঘবরমণি ॥
রঙ্গিণি রুদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মশানে।
রাজা করে বধ রাখ আসিয়া আপনে ॥

লহ লহ লোলজিহ্ব ললিত বদন।
লীলায় বধিলা যত দুষ্ট দৈত্যগণ॥
লখিতে না পারি মাগো চরিত্র তোমার।
লক্ষ্মীরূপা ক্ষম দোষ সতেক আমার॥

ব

বিধিমত বিদ্যাবতী বিচারে হারিল।
বাপে না বলিয়া বিদ্যা বিরলে বরিল॥
বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিংহ রায়।
বিরহিণী বিনোদিনী কি তার উপায়॥

শ

শিবে শবাসনা শবশিশু শোভে কানে।
শত্রুগণে শিরে ধরি বধে গো শ্মশানে॥
শঙ্করি শরণমাত্র তোমার চরণ।
শীঘ্র শান্ত কর শ্যামা নিকট মরণ॥

স

সংসার-সাগরে সার সবে মাত্র তুমি।
স্মরণ লয়েছি সরসিজপদে আমি॥
সবে সুখসম্পদদায়িনি সনাতনি।
সমর্পিলা শক্র হস্তে শিবসীমন্তিনি॥
শঙ্করসুন্দরি সত্য তব ঠাকুরালি
সুন্দর শ্বশুরপুরে সারা হয় কালি॥

হ

হত্যা হই হুতাশে হিংসার তুমি মূল।
হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অনুকূল॥
হা করিয়া হান হান কাট কাট ডাকে।
হুঙ্কারে হিয়া ফাটে পড়্যেছি বিপাকে॥

ক্ষ

ক্ষীণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষমা নাহি করে।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে মোরে॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষুণ্ণ মন সদা।
ক্ষপা দিবা জ্ঞান নাহি ক্ষম মা শারদা॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দর প্রতি কালীর অভয় দান এবং মশানে মাধব ভট্টের আগমন

চতুস্ত্রিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কবি।
দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতুষ্টা দেবী॥
কহেন করুণাময়ী কেন ভয় পাও।
নৃপতিপূজিত হৈয়া নিজ দেশে যাও॥
ভয় নাই ভয় নাই বাছারে সুন্দর।
কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিঙ্কর॥
পর্ব্বত চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ।
ছায়ারূপে সদা আমি থাকি তব সঙ্গ॥
ভাবরে ভকত নর কালী কল্পতরু।
তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু॥
চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লভে একান্ত।
আজ্ঞা কিন্তু আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত॥
ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে।
ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে॥
শিষ্ট কষ্ট রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেহ কহে।
দ্বিতীয় ব্যক্তিস্তো সে সামান্য সাধ্য নহে॥
হলাহলামৃতামৃত রস হলাহল।
ক্রিয়াক্রিয়া কলিকালে শীঘ্র ফলাফল॥
পরম সংস্কৃত বিদ্যা গুরুরতিগম্যা।
বীর্য্যবন্ত সাধকজনার মনোরম্যা॥
সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথ।
কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত॥
কিরূপ কালীর কৃপা কহা নাহি যায়।
মাধব নামেতে ভট্ট মিলিল তথায়॥
জরির পোষাক পরা বেশ চিরা মাথে।
কনকে জড়িত হীরা নবরত্ন হাতে॥
চিক্কণ পাথর শিরে চক মক করে।
বহুমূল্য তরুণতপনতেজো ধরে॥
ডোরে লট্‌কা তলোয়ার কোমরে খঞ্জর।
চাঁদমুখে চাঁপ দাড়ি পরম সুন্দর॥
বুকেতে চাপ পানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে।
মাধাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে॥
ক্রোধেতে আরক্ত বক্তু দেহ স্থির নহে।
কোটালের প্রতি কোপে কটু কথা কহে॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের প্রতি মাধবভট্টের উক্তি

ভট্টভাখা

থর থর দেহ কোপযুত ঘন
ঘন নিরখই যামিনীনাথ বয়ান।
রকত রদ ছদ দহি রাজন দারুণ দরপ
ছোড়ল তুহ জ্ঞান॥

লালন সুন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ হোরত রোয়তভাট।
ধৃত করপর খর খঞ্জর ঝাঁকই হাঁকই বে
পহেলা মুঝে কাট ॥
সুন্দর ছো গুণসিন্ধু কি নন্দন ক্যা কহুঁ
যাকো ভয়ানী ছহায়।
জাকর লাগি জাগি বহু যামিনী চিরদিন
পূজন পড়নি ধেয়ায় ॥
পরমনরবর তুহ বি মুরখ বুঝা হাম
বাতমে ছাত মেরা আও।
রাজাকি পাছু খালাছ করো যাকর
সুন্দর কো গজরাজ ঠাহরাও ॥
দো আঁখিয়া ঘুমাইয়া বের বের কোটালিয়া
দেওতোর মুঝে গারি।
মট দোহাই লাগে তুজে ভট্ট সেতাব কাঁহা
চোর কোতোয়াল তোহারি ॥
ভট্ট কহে কোতোয়ালরে এয়ছারে
গারি মত দিজিয়ে।
ঘড়ি এক বিচমে গাবি জান খোয়ায়ে গা
বুঝ ছমুজকে বাত কিজিয়ে ॥
ঐছন হেরবি ঐছন কবি ছবি বদন
বিরাজিত নিরমল চান্দ।
কহে পরসাদ চোর কহো ছোঁ মূঢ়
কুলরমণী মনমোহন কান্দ ॥

মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য

কহো কোতোয়ালরে হুকুম কেয়ে দিয়া।
ভয়ানি ছেবক কো এত্তরে হাল কিয়া ॥
মহারাজকে বেটা বিদ্যা পূজকে মহাদেও।
সুন্দর কো খষম পায়া মেরে বাত লেও ॥
ছবকা খয়ের হোগা বের বের কহোঁ মেই।
মেরে বাত না শুনেগা শাজা পাওগে তেঁই ॥
ছোড় দিজে কানলাল কো লেকে চল সাত।
আপকে বরাবর যাকে কহো এহি বাত ॥
কোপে কহে কোতোয়াল যৌত লাগা পাজি।
ফের এয়ছা কহেগা করোজা জুতি বাজী ॥
চোরকো ছরদার তেঁই বুঝা গেয়া এহি।
রাজা কি দোহাই ভাই ছোড় মত কহি ॥
কোহি কহে বেলফেয়াল মোচতো উখাড়ো।
কোহি কহে চোরকে সাথিল লেকে গাড়ো ॥
কোহি কহে চোরকো গাধেমে চড়াও।
এহি ওক্ত ছের মুড়ায়কে সহর ঘুমাও ॥
কোহি কহে জানে দেও জি জেয়ছা হিঁয়া আয়া।
বুঝা গেয়া বাতমে ছাজাই তেয়ছা পায়া ॥
মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোদুঃখে।
কাষ্ঠবৎ কার কথা নাহি সরে মুখে ॥
পন্থ দেখি গন্থ কথা যত্তপিহ করে।
বৈন্ত গ্রন্থে সন্তফল বৈন্তক হা করে ॥
নব্য লোক ভব্য হয় সভ্য সঙ্গে বটে।
গুণ যেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

ভাটমুখে সুন্দরের বার্ত্তা শ্রবণে ভূপতির সভাশুদ্ধ মশানে গমন

কোটালিয়া কটু বলে, রাজার নিকটে চলে,
ভাট কহে নির্ভয় উত্তর।
শুন শুন মহারাজ, বিপরীত তব কায,
যথোচিত উঠে যেয়্যে কর ॥
গুণসিন্ধু ধরাধিপ, খ্যাত নামে জম্বুদ্বীপ,
কলিযুগে যেন রঘুবীর।
নির্ম্মল যাহার যশ, প্রকাশিত দিগ দশ,
ত৷র পুত্র সুন্দর সুধীর ॥
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু, কৃপান্বিত বৃষকেতু,
জামাতা মিলিল তেঁই হেন।
তুমি বিচক্ষণ ভূপ চরিত্র এমন রূপ
পেয়্যে নিধি ঘৃণা কর কেন ॥
বিদ্যা বিনোদিনী কন্যা, ধরণীমণ্ডলে ধন্যা,
শাপভ্রষ্টা জন্ম তব ঘরে।
সুন্দর সামান্য নর, না জানিও নৃপবর,
সত্য কহি তোমার গোচরে ॥
জানকী-জীবন রাম, কিম্বা শ্যাম কিম্বা কাম,
কিম্বা পুরন্দর কিম্বা শশী।
সন্দেহ নাহিক মাত্র, ভুবনে এমন পাত্র,
দৃষ্ট নহে শুন গুণরাশি ॥
ভট্টমুখে সুধাভাব, নৃপমুখে মৃদুহাস,
উঠে দিল প্রেম আলিঙ্গন।
খুলিয়া অঙ্গের যোড়া, বাছিয়া তুরুকি ঘোড়া,
আর দিল বহুরত্ন ধন ॥

সভাশুদ্ধ নিয়া সঙ্গে, ভূপতি পরম রঙ্গে,
উপস্থিত দক্ষিণ মশানে।
কালীর কিঙ্কর যেই, ভুবন বিজয়ী সেই,
মহিমা তাহার কেবা জানে॥
রাজ্যশুদ্ধ ভেকধর, সভাই সাধক নর,
মুখে কহে রাধাকৃষ্ণ বাণী।
চিত্তে বান্ধা কালপ্রিয়া, আজ্ঞামত করে ক্রিয়া,
এইরূপে কাল কাটে প্রাণী॥
বৈশ্য ক্ষত্র বৈদ্য শূদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র,
কর্ম্ম ভাল নহে যেবা কহে।
তার কিন্তু নাহি স্বর্গ, শুন কহি ধীরবর্গ,
সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জন বাণী,
বিমুক্ত করহ মায়া পাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি

শীঘ্রগতি নৃপবর ধরে্য জামাতার কর
মুক্ত কৈল নিগড়বন্ধন।
গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে নিকটে অঞ্জলিপুটে
সবিনয় কহে সুবচন॥
যেমন গোকুলপুরী কৌতুকে নবনি চুরী
কৈলা প্রভু ত্রিভুবনপতি।
গোপীমুখে শুনি বাণী রজ্জু বান্ধে যুগপাণি
তমোগুণে রাণী যশোমতী॥
অথবা অজ্ঞাত বাসে বিরাট ভূপতি পাশে
বৎসরেক ছিলা যুধিষ্ঠির।
বিধাতা বিমুখ তারে অক্ষপাটী ফেলে মারে
ফুটো ভালে পড়িল রুধির॥
শেষে পেয়ে পরিচয় হৃদয়ে বিষম ভয়
সকরুণে কহে গদ গদ।
চিত্তে না জন্মিল রোষ ক্ষমা কৈল তাঁর দোষ
ধর্ম্মপুত্র শাস্ত্রবিশারদ॥
যেমত বিরাটরাজ না জানিয়া কৈল কায
আমি সেইরূপ জ্ঞানহত।
তুমি গুণসিন্ধু-সুত বীর সর্ব্বগুণযুত
মর্য্যাদা করহ দোষ যত॥

মাণিক নীচের ঠাঁই যেন মূর্খে বুঝে নাই
দুঃদৃষ্ট হেতু জম্মে হেলা।
কিম্বা শিশু বুদ্ধিহীন বান্ধা থাকে রাত্রিদিন
শিলাপুত্র সঙ্গে রঙ্গে খেলা॥
শুন শুন কল্পতরু পর্য্যায় পরম গুরু
বটি বাপা তোমার শ্বশুর।
অধিকন্তু কব কিবা মনে কিছু না করিবা
তুমি মোর বাপের ঠাকুর॥
শ্বশুর-বিনয় শুনি মহাকবি-শিরোমণি
কহে কেন হেন ঠাকুরালি।
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ পরে বৃথা অনুযোগ
সকলি করেন ভদ্রকালী॥
যেন রথচক্রাকৃতি নরভাগ্য নরপতি
চিরকাল সমান না যায়।
দুঃসময়ে বীর যেবা তারে নিন্দা করে কেবা
উগ্রমতি মূর্খ কহি তায়॥
ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশ সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

কবির বিমোচন শ্রবণে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিনয়

একাবলীছন্দ॥

বাঁচিল সুকবি সুন্দর চোর।
সাধুচিত্তে নাহি সুখের ওর॥
বিদ্যার গোচর সকলে কহে।
কমলিনি কথা মিথ্যা এ নহে॥
বাঁচিল তোমার জীবননাথ।
নিকটে নৃপতি যুড়িয়া হাত॥

সজল যুগল লোচন লোল।
গদগদ কহে মধুর বোল॥
সখী মুখে শুনি সুন্দর-বাণী।
নন্দিনী নিকটে চলিল রাণী॥
ধুলা ঝাড়ি তোলে কোলেতে করি।
চুম্বিত বদন চিবুক ধরি॥
বারেক বদন তুলিয়া চাও।
অভাগী মায়ের মাথাটি খাও॥
রাগে কত কটু কয়েছি তোরে।
জননী জানিয়া ক্ষমহ মোরে॥
এ মহীমণ্ডলে বটী গো ধন্যা।
উদরে ধরেছি তো হেন কন্যা॥
বিনোদিনী কহে ঈষদ হাসি।
আগো মাগো আমি তোমার দাসী॥
কন্যাকে বিনয় কি হেতু কর।
গুরু কেবা মোর তোমার পর॥
মনো দিয়া শুন করুণাময়ি।
গোটা দুই কথা তোমাকে কই॥
পুনরপি ধরা জন্ম লভিলে।
তোমা হেন যেন জননী মিলে॥
হাসি হাসি কহে যতেক আলি।
সকলি কেবল করেন কালী॥
কাতর শ্রীকবিরঞ্জনে কয়।
তরাও তারিণি শমনভয়॥

সুন্দরের বন্ধনমোচন সংবাদে বিদ্যার উল্লাস

স্নান করি শশিমুখী মহাহৃষ্ট মনে।
ভবানী ভাবয়ে ভীমা মুদ্রিত নয়নে॥
পূজে পর্ব্বতেশ-পুত্রী পরম কৌতুকে।
মেষ মহিষাদি বলি দিল মুহূর্ত্তেকে॥
বদনে রসনা-রব যত সীমন্তনী।
শঙ্খঘণ্টাকোলাহল করে জয়ধ্বনি॥
সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশঙ্খমালা।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংবালা॥
কৃতাঞ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদগদ।
পরকালে পাই যেন পদকোকনদ॥
দীনদ্বিজবর্গে দিল নানারত্ন ধন।
সাবিত্রী সমানা ভব কহে বিপ্রগণ॥
করালবদনা কালী কলুষহারিণী।
সংসারসাগরে ঘোরে নিস্তারতারিণী॥
তুমি কৃপাময়ী মাগো কৃপানাথ ভর্ত্তা।
জগদম্বা জননী জনক বিশ্বকর্ত্তা॥
তথাপিও দুঃখরাশি না হইল দূর।
সকলে করুণাময়ী এ দীনে নিঠুর॥
অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাসি।
অসুরনাশিনী আশু দয়া কর আসি॥
বদরিকোমল পূর্ণ সুধারস ভরা।
সুবোধ কুবোধ বোধগম্য নহে ত্বরা॥
রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশতি সুধা॥
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে।
গবাগণ শুপ্তে গো-ভঙ্গিমা করে হাসে॥
অরসিক নিকটে রসস্য নিবেদন।
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হয় যে মরণ॥
গ্রন্থ মধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে।
মা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তরা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মানপ্রাপ্তি

বীরসিংহ গুণনিধি পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিধি
তোমরা জানহ শাস্ত্রমর্ম্ম।
বিচারে পরাস্ত বালা সুন্দরে দিলেক মালা
একণে কিরূপ হবে কর্ম্ম॥
এক কালে ধীচয় কহে শুন মহাশয়
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এহ।
গান্ধর্ব্ববিবাহ পরে পুনরপি নৃপবরে
বিবাহ না করে কোথা কেহ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কুতূহলে রুক্মিণী হরিলা বলে
ভাব দেখি কোথা সংস্কার।
পার্থবীর ব্রহ্মচারী ভাজিলা সুভদ্রা নারী
সত্যভামা যুক্ত পাত্র আর॥
গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত তার কিন্তু এই মত
স্বামীটিকায় নাহি কর্ম্ম নাশে।
আদিপর্ব্বে হলায়ুধ পরিহরি সর্ব্ব ক্রোধ
পুনঃ সম্প্রদান কৈলা পার্থে॥

কর্ম্মভেদে মতভেদ মুনিবাক্য বটে বেদ
পুনরপি বিবাহে কি ফল।
বিধিলিপি থাকে যেই সংঘটন হয় সেই
নরনাথ নাহি হবে বিকল ॥
স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সঙ্গে নানা সুখভোগরঙ্গে
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণসুতা।
বিরহে শরীর দহে কদাচিত শাম্য নহে
কান্দে রামা মহাদুঃখযুতা ॥
চিত্ররেখা সঙ্গে ছিল অনিরুদ্ধে মিলাইল
যাবতীয় দুঃখ গেল দূর।
শেষে সেই অনিরুদ্ধ বাণ রাজা করে রুদ্ধ
প্রভু তার কৈলা দর্পচুর ॥
আছে পূর্ব্বাপর গীত কিবা তব অবিদিত
কি ভাবনা কর মহীপাল।
দ্বিজে দেহ রত্নদান জামাতার রাখ মান
ঘুষিবেক কীর্ত্তি চিরকাল ॥
ভূপতির শুদ্ধ মন রত্ন করে বিতরণ
অদৈন্য করিল দ্বিজ বর্গ।
নরেন্দ্র নিকটে থাকি বাহু তুলি কহে ডাকি
নৃপতি অক্ষয় তব স্বর্গ ॥
রত্নসিংহাসনমাঝে বসাইল যুবরাজে *
মন্দ মন্দ চামরসমীর।
সিফাই শাস্ত্রি যারা কুরনিস করে তারা
আদবেতে লোটাইয়া শির ॥
বাধাই কোটাল কাছে বুকে হাত খাড় আছে
নকীবেতে করিছে সেলাম।
নিরখি কোটাল মুখ হৃদে জন্মে লজ্জা সুখ
ঈষদ হাসিল গুণধাম।
ঘুচিল সকল দুঃখ হৃদে জন্মে পুনঃ সুখ
দম্পতি মিলিল পুনর্ব্বার।
দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম মাণিক্য জড়িত হেম
সেইরূপ ভাব দোঁহাকার ॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিযুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে ॥

---

* সিংহাসনে বসাইয়া বসনভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈলা সমর্পণ

ইহাতে মনে হয় ভারতচন্দ্র পুর্ণবার বিদ্যাকে সুন্দরের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, রামপ্রসাদে কিন্তু এইরূপ নাই।

সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্ন দান

শ্বশুরবাসেতে রহে কবি যুবরাজ।
ভাবেন ভুবন-মাতা ভাল এই কায ॥
শাপভ্রষ্ট জন্মধরা আমার সুন্দর।
মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর ॥
কামিনী পাইয়া সুখে ভুলিলা কুমার।
তবেতো আমার পূজা হবে না প্রচার ॥
ক্ষণমাত্রে ধরি তার জননীর বেশ।
চক্ষে বহে শত ধারা বিগলিত কেশ ॥
মলিন বসন ভাতি শোকেতে ব্যাকুলা।
কান্দে রাণী সকল শরীরে মাখা ধূলা ॥
নিশি অর্দ্ধযাম শেষে স্বপ্নে কহে শিবা।
ওহে পুত্র সুন্দর তোমারে কব কিবা ॥
এই হেতু করে লোক সন্তান কামনা।
পেয়ে পিণ্ডদান খণ্ডে সকল যাতনা ॥
বৃদ্ধকালে নানা জাতি সেবা করে সুত।
কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত ॥
তোমার সুখ্যাতি পুত্র শুনি ঠাঁই ঠাঁই।
সুন্দর সমান ধীর ত্রিভুবনে নাই ॥
কেন নহিবেক বাছা সন্তানের কার্য্য।
পিতামাতা ছাড়িলা ছাড়িলা নিজ রাজ্য ॥
কি দোষ তোমার কলিযুগের এ ধর্ম্ম।
ছাড়ান বিষম বটে রমণীর মর্ম্ম ॥
ভাল বাছা তুমি কোনরূপে ভাল থাক।
জুড়াক পরাণ মুখে মা বলিয়া ডাক ॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠি কবি কান্দে উভরায়।
কহে মাগো মোরে ছেড়ে গেলে গো কোথায়
পতি করে রোদন রোদন করে সতী।
কোন মতে শাম্য নহে ভূপতিসন্ততি ॥
শ্রীকবিরঞ্জনে কহে কবি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি ॥

সুন্দরের স্বদেশগমনার্থ বিদ্যার নিকটে বিদায় প্রার্থনা

কান্তকরে ধরে কহে মৃদু স্বরে
বিদ্যাবতী বিনোদিনী।
আমি তুয়া দাসী কহ গুণরাশি
বিশেষ কারণ শুনি ॥

চিত্তে কেন দুঃখ   ম্লান বিধুমুখ
নয়নে সহস্র ধারা।
তুমি যুবরাজ   নাহি বাস লাজ
কান্দিছ অবলা পারা॥
কবিবর কহে   শোকে তনু দহে
মস্তেতে পড়েছে মাত্তা।
প্রভাতে যামিনী   প্রত্যুষে কামিনী
যাব যে কয়ে বিধাতা॥
অনুচিত কার্য্য   পরিহরি রাজ্য
চিরদিন গৌড়ে ভ্রমি।
গমনবিষয়   প্রেয়সিকে কয়
যাবে কি না যাবে তুমি॥ *
বিষম ভারতী   শুনি কহে সতী
নাথ কি কব তোমাকে।
পতি পূজে যেবা   করে পতিসেবা
সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে॥ †
প্রভু কিন্তু কই   বৎসরেক বই
নিতান্ত যাব সে দেশ।
কান্তা কথা রাখ   বৎসরেক থাক
পাইয়াছ বহু ক্লেশ॥ ‡
নিকটে ললনা   সুখভোগ নানা
পরম কৌতুক কয়।
যে মাসে যে গুণ   প্রভু শুন শুন
বিদগধ কবিবর॥
ভীমসীমন্তিনী   ভূধরনন্দিনী
ভুবনবন্দিনী শ্যামা॥
কিঙ্কর প্রসাদে   স্থান দেহ পদে
দোষপুঞ্জ কর ক্ষমা॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক বারমাস বর্ণন

প্রথমে প্রবেশ মেষ   কান্ত যায় দূর দেশ
সদা ক্লেশ রসলেশ নাই।
বিষম কুসুমশর   শরে তনু জর জর
কিবা সুখ বিমুখ গোঁসাই।

* যদি মোরে ভালবাস সংহতি চলহ (ভারত)
† বিধিকৃত স্ত্রীপুরুষ কে ছাড়ে কাহারে (ভারত)
‡ কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ। (ভারত)

মলিন বদনশশী   ভাবয়ে ভুবনে বসি
ন'রে পশি নহে তক্ষি শিব।
নেত্রানলে ভস্ম যেই   মরে৷ জীয়ে পুনঃ সেই
বাণে হানে বিরূপাক্ষ ঈশ॥
বৃষে বিষতুল্য কর   বপু দহে নিরন্তর
নিদাঘে শরীর যায় দহি।
সুনবীন তরুছায়   সুখে শিখী নিদ্রা যায়
তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
শুন শুন গুণরাশি   আমি তুয়া প্রিয়দাসী
আমায় তোমায় বড় কেবা।
মলয়জপঙ্করঙ্গে   চর্চ্চিত করিব অঙ্গে
ইচ্ছা আছে এইরূপ সেবা॥
মিথুনে মিথুন যেই   ধন্য পুণ্যবন্ত সেই
অন্য কেবা সে জন সমান।
বিরহিণী কুলদারা   যারা তারা সেবে তারা
প্রায় মরা কণ্ঠাগত প্রাণ॥
ঘন ঘন ঘন রব   অবশ শরীর সব
মনোভব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্বকুসুম ফুটে   বনতটে মন ছুটে
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত॥
কর্কটে বরিষা বাড়ে   পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে
যাতায়াত সকলে রহিত।
ঘরছাড়া পতি যার   অভাগ্য কপাল তার
ধীরে ধীর বিধি বিড়ম্বিত॥
ধরাধর গুরু গর্জ্জে   যে বুঝি মদন তর্জ্জে
আঁটনি দামনি বাহু নাড়া।
দেবরাজ দণ্ডে মর্ম্ম   দেখ কি অনীত বর্ম্ম
মড়ার উপরে হানে খাঁড়া॥
সিংহে মহী একাকার   জল ভিন্ন স্থল আর
তিল অর্দ্ধ নাহি দেখি মাত্র।
ভেকের পরম সুখ   কাল কোকিলের দুঃখ
কামিনীর কেঁপে উঠে গাত্র॥
দিবা যায় গৃহকাটে   রজনীতে বুক ফাটে
আবেশে বালিস চাপে কোলে।
যে সুখ পতির সঙ্গে   প্রসঙ্গ কি তার সঙ্গে
ঘৃতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে॥
কন্যায় কেবল যুক্তি   ভক্তিভাবে পুজে শক্তি
মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে।
যে গৃহী সাধক দীন   সেই সে দিবস তিন
মরমে মরিয়া থাকে খেদে॥
মৃণ্ময়ী দশভুজা   করিব তাঁহার পূজা
দাসীর বচন রাখ প্রভু।

যে আজ্ঞা করিবে যবে   জপেকে বিস্তর পাবে
এ কথা অন্যথা নহে কভু ॥
তুল্য তুলা আর নাই   তুলা কর এই ঠাঁই
দ্বিজে দান দিতে পুণ্যচয় ।
তুমি সুরতরুবর   আমি রামা অতি অম্ম
মনে বুঝি দেখ হয় নয় ॥
প্রথমতঃ হিমাগম   বিরহিজনার যম
নলিনীর দর্প করে চুর ।
যে যুবতী নহে দুই   শয্যে করে হাই ফুই
কান্দে সতী পতি অতি দূর ॥
শুন প্রভু হৃদয়েশ   নিবেদন সবিশেষ
বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ ।
মাস নিজে ভগবান   হাটে ঘাটে মাঠে ধান
সর্ব্ব দ্রব্য দুর্লভ নূতন ॥
ত্রিবিধ প্রকার লোক   নাহি দুঃখ রোগ শোক
পার্ব্বণাদি করে চিত্তসুখে ।
অগ্রে দিয়া কাকবলি   সবান্ধবে কুতূহলি
নূতন তণ্ডুল দেয় মুখে ॥
একান্ত বিষম মনু   শীতে কম্পবান তনু
তরুণী তপন তুলা সার ।
কিসের ভাবনা আছে   সতত থাকিব কাছে
সেবা হেতু চরণ তোমার ॥
নিত্য উষ্ণ জলে স্নান   উচিত বটে হে প্রাণ
উষ্ণ অন্ন ঘৃতাদি ভোজন ।
দশ দণ্ড মধ্যে হবে   দেশে কেন যাবে তবে
ধীর তুমি ধৈর্য্য কর মন ॥
হেদে প্রাণনাথ কবি   মকরে প্রখর রবি
এই মাস বিখ্যাত ভুবনে ।
প্রাতঃস্নানে মহাপুণ্য   করে যেবা সেই ধন্য
পারে লোক জিনিতে শমনে ॥
সবিশেষ কব কিবা   জপহোমে রাত্রি দিবা
প্রভু তুমি থাকহ নিযুক্ত ।
চেতনবিশিষ্ট মনু   জপেতে নিষ্পাপ তনু
সংসার সাগরে হবা মুক্ত ॥
আর এক শুন বোল   কুম্ভেতে গোবিন্দ দোল
দরশনে সর্ব্বপাপ নাশে ।
বিজ্ঞ বট কি না জান   দেখ হে থাকি কেমন
কিছুকাল গৌণে যাবে বাসে ॥
পরম সুখদ মাস   শিশিরে যাতনা হ্রাস
মন্দ মন্দ মলয় পবন ।
যুবক যুবতী সঙ্গে   রঙ্গে নিশি রসরঙ্গে
উভরত বিদেশে মরণ ॥
মীনে মীনকেতু পাপ   দ্বিগুণ জনার তাপ
সহচর সখা সেই মধু ।
তার বৈরে নাই লাজ   কলঙ্কী সে দ্বিজরাজ
মৃত্যুরূপা পরভৃতবধূ ॥
কহে করি প্রণিপাত   শুন শুন প্রাণনাথ
বসন্ত দুরন্ত মন্দকারী ।
রামা মূর্খ মূর্খ পাত্র   ধর্ম্ম জ্ঞান নাহি মাত্র
বধ করে বিরহিণী নারী ॥
একাল বিলম্ব কর   পশ্চাতে যাইবা ঘর
দাসীবাক্যে কান্ত হও শান্ত ।
শ্রীকবিরঞ্জনে কহে   গমন বারণ নহে
দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত ॥

বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ মাতৃ নিকটে বিদায় প্রার্থনা

কবিবর কহে বাণী   কহ যত ভাল জানি
চিত্তে কিন্তু প্রবোধ না মানে ।
শুন শুন কুরঙ্গাক্ষি   সত্য কহি প্রাণ সাক্ষী
যাতনা যেমন সেই জানে ॥
কবি কহে প্রবোধিয়া   শুন শুন প্রাণপ্রিয়া
মহাগুরু জনক জননী ।
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা এহ   যা হতে দুর্লভ দেহ
বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি ॥
শ্রেষ্ঠ পুত্র হয় যেবা   করে পিতামাতা সেবা
লয়কালে লয় গঙ্গাতীর ।
সজ্ঞানে ত্যজিলে তনু   ধন্য মানে নিজ জনু
গয়া শ্রাদ্ধে সার্থক শরীর ॥
মম সম দুষ্ট পুত্র   ধরণী মণ্ডলে কুত্র
লোকভয় ধর্ম্মভয় নাই ।
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে   শোকে দেহ ত্যাগ করে
কুবুদ্ধি কি লওয়াল গোঁসাই ॥
যদি ভাব যাব দূর   থাক নিজ পিতৃপুর
কিছুকাল কর সুখ ভোগ ।
হও তুমি পুত্রবতী   নিয়া যাব পরে সতী
কিন্তু দুঃখ সংপ্রতি বিয়োগ ॥
হৃদয়েশ ক্লেশকথা   মরমে মরম ব্যথা
অভিমানে উঠিল অমনি ।
গোযুগে গলিত নীর   গজেন্দ্রগমন ধীর
গতি যথা বৈসেছে জননী ॥

দুহিতা দুঃখিত দেখি রাণী বলে বাছা একি
মলিননয়নে কেন নীর।
কার সনে কৈলা দ্বন্দ্ব কে কহিল কিবা মন্দ
ফাটে বুক প্রাণ নহে স্থির॥
মায়ের মাথাটি খাও মাগো মুখ তুলে চাও
মনের কি দুঃখ নাহি জানি।
বিদ্যা বলে কিবা কব নিশ্চয় জামাতা তব
দেশে যান মাগি গো মেলানি॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু অভয়চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাজার প্রতি বিদ্যার প্রবোধ বচন

এ কথা কহিল যদি মুনিমনোহরা।
মহীপতি-মহিলা মূর্চ্ছিত পড়ে ধরা॥
চেতন পাইয়া কহে কহ চন্দ্রমুখি।
মাতৃহত্যাভয় বাছা নাহি এক টুকি॥
কেমনে এমন কথা কহ তুমি ঝিয়ে।
বিদেশে পাঠায়ে তোমা অভাগী কি জীয়ে॥
দশ মাস গর্ভে বটে দিয়াছি গো ঠাঁই।
পাইয়াছি যত কষ্ট তার সীমা নাই॥
পালিলাম এতকাল নিত্য চিত্তসুখে।
এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে॥
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিষ্ঠুর।
শঙ্কা নাই তাই বিদ্যা যাবে এত দূর॥
হরি হরি কারে কব ললাটের লেখা।
জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখা॥
বিদ্যা বলে মাগো তুমি যে কহ প্রমাণ।
ধৈর্য্যাবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান॥
কার পুত্র কার কন্যা কার মাতাপিতা।
সর্ব্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্রদুহিতা॥
বিষম যাহার মায়া সংসারব্যাপিনী।
কৌতুক দেখেন কর্ম্মভোগ করে প্রাণি॥
বেদেতে বিদ্বান্ বেদব্যাস মহামুনি।
মায়াতে ভুলিলা তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি॥
শুকদেব জন্মিলেন তাঁহার তনয়।
সুখদুঃখহীন তত্ত্ব জ্ঞানী মহাশয়॥
ভূমিগত হবামাত্র স্বকর্ম্মে প্রস্থান।
কেঁদে কেঁদে বল্যে মুনি পাছে পাছে যান॥
কত দূরে নারীচয় করে জল ক্রীড়া।
নগ্ন,তারা শুকে দেখি না করিল ব্রীড়া॥
কালগোণে তথা উপস্থিত ব্যাস মুনি।
সলজ্জতা কূলে উঠে যত সীমন্তিনী॥
কাঁপে গুরু উরু চারু বসন পরিল।
কৃতাঞ্জলি মুনীন্দ্র-নিকটে দাঁড়াইল॥
হাসিয়া কহেন মুনি এই কোন কর্ম্ম।
বুঝিতে না পারি তোমা,সবাকার মর্ম্ম॥
যুবা পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া।
লজ্জা না পাইলা মনে সে জনে দেখিয়া॥
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা।
বসনাদি পরিলা ধরিলা পূর্ব্ব সজ্জা॥
সবিনয় কহে তারা শুনহ গোসাই।
মহাযোগী শুকদেব বাহ্যজ্ঞান নাই॥
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয়।
তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জাভয়॥
সুতস্নেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ।
শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত॥
লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজপুরে।
প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দূরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্বালা।
কি দোষ তোমার মাগো তুমি ত অবলা॥
নিবৃত্তি মার্গের কথা কহিলাম মাতা।
প্রবৃত্তি মার্গের সৃষ্টি সৃজিলা বিধাতা॥
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ।
কন্যা পুত্র জন্মিলে কেবল কর্ম্মভোগ॥
তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন।
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন॥
পরপুত্র জননি গো হয় হর্ত্তাকর্ত্তা।
শাস্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্ত্তা॥
রাণী কহে চন্দ্রাননে তুমি রমাসমা।
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা॥
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্রনীত।
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত॥
জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির।
ক্ষণেকে বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর॥
পুনরপি কহে বিদ্যা মন কর দড়।
শোকে সর্ব্বধর্ম্মলোপ শোক পাপ বড়॥
সজলনয়নে কহে যত সহচরী।
ছাড়িয়া মমতা তুমি যাবে কি সুন্দরি॥
কেন্দে কহে বিমলা কমলা ছেড়্যে যাও।
জন্মশোধ দেখি চাঁদমুখ তুল্যে চাও।

সঙ্গে যাবে যারা তারা সহর্ষ বদন।
যে না যাবে কত কব তাহার যতন
রাজার নিকটে রাণী কহে সবিশেষ
দুহিতা জামাতা তব অস্ত যান দেশ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলাল মাতা দেহ পদধূলি॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশে গমন

বীরসিংহ নৃপ্রধান শুনিলা জামাতা যান
হায় হায় রোদন বদনে।
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহী খেদ করে রহি রহি
বিধাতার এই ছিল মনে॥
হৃদয়ে পরম ব্যথা কহে কথা যাব কোথা
কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল।
স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা ভেঙ্গে গেল ধূলা খেলা
শোক শেল হৃদয়ে পশিল॥
ক্ষণকাল মৌনে থেকে সুন্দর জামাতা ডেকে
স্তব করে বাক্য সকরুণে।
বাপা এই বৃদ্ধকাল ভাল তব ঠাকুরাল
বিহিত করহ নিজ গুণে॥
দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাও রাজকার্য্য
আনাই তোমার মাতাপিতা। *
বেহাই বেহাই সুখে রাইব উত্তর মুখে
তুমি রাজা মহিষী দুহিতা॥
শ্বশুরের সন্নিকটে কবিবর কহে বটে
স্বরূপ কহিলা মহারাজ।
কিন্তু একবার যাই দেখি বন্ধু বাপ ভাই
না যাওন ভাল নহে কায॥
সত্য সত্য শুন শুন আগমন শীঘ্র পুনঃ
হবে তব রাজ্যে মহাশয়।
সংপ্রতি বিদায় মাগি আমা দোঁহাকার লাগি
বৃথা শোক করহ হৃদয়॥
অপরাহ্নে তরুছায় অতি দূরতর যায়
সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্তস্তম ভাব পাছে মানস তোমার কাছে
থাকিল গমন সেই তুল॥

দানে রাজা কর্ণ তুল্য দিলা দ্রব্য বহু মূল্য
ছত্র গজ রথ দাসদাসী।
হাজার সোয়ার সাথ হামরাই নিশিনাথ
আনন্দিত কবি গুণরাশি॥
কন্যা কোলে করি রাণী কহিলা গদগদ বাণী
তুমি রাজলক্ষ্মী ছিলা মাতা।
ছাড়িয়া চলিলা দেশ বুঝি পরমায়ুঃ শেষ
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা॥
পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি তোমা বুঝিবার শক্তি
ভূমণ্ডলে আর কারু নাই।
কিন্তু ব্যবহার আছে তেঁই গো তোমার কাছে
গোটা দুই কথা বাছা কই॥
পুরে গুরুলোক যত তাহা সবাকার মত
হবে-রবে মানায়ো সেবায়।
দয়া পরিজন প্রতি যার থাকে গুণবতী
সেই সে গৃহিণীপদ পায়॥
জনকজননী পদ ধরি করে গদগদ
কহে বিদ্যা সজলনয়নে।
এই তুমি জন্মদাতা নিকটে বটেন মাতা
দুঃখিনীরে যেন থাকে মনে॥
সুন্দর সুন্দর নাম দেবীপুত্র গুণধাম
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুখে॥
দশদণ্ড মাত্র দিবা দম্পতি স্মরিয়া শিবা
রথে উঠে চলে দেশমুখে॥
গ্রামবাসি যত লোক সকলের মহাশোক
সর্ব্বাচয় চিত্রিত পুতুলী।
শোকে বুক নাহি বান্ধে রাজরাণী দোঁহে কান্দে
কলেবর ধূসরিত ধূলি॥
দশ দিবসের পথ দশ দণ্ডে যায় রথ
ত্বরা করে গুণের গরিমা।
বিদ্যা কহে প্রভু ক্রোধ ত্যজ দেখি অন্য শোধ
জনকের অধিকার সীমা॥
এড়াইল দেশ নানা দূরে স্বাধিকার থানা
মনে মনে পরম কৌতুক।
ত্বরাতে নাহিক কায সারথিরে যুবরাজ
কহে রথ রাখ একটুক॥
ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশ সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।

---

* শুনিঞা ত বীরসিংহ হরষিত মন।
হরিষ বিষাদ মনে ডাকে পাত্রগণ॥
পঞ্চ পাত্র সঙ্গে রাজা বুঝায় সুন্দরে। (বঙ্গ. ১৫৫)

অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয় ॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া ।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে ।
সহস্রবদন হয় কৈতে পারে তবে ॥
দ্বিগুণ উথলে প্রেম নিরখিয়া বধূ ।
সঘনে চুম্বতি রাণী মুখরাকাবিধু ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ই ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দরকে আনয়নার্থ পিতামাতার প্রত্যুদ্গমন

অধিকারে উপনীত গুণসিন্ধুসুত ।
শীঘ্রগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দূত ॥
দূতমুখে নরপতি শুনি শুভ ভ'য ।
মৃত যেন পুনঃ পি পায় জীবশ্বাস ॥
আনন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে ।
অমনি উঠিয়া গেল মহিষীর কাছে ।
হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতী ।
পুত্রবধূ দেখ গিয়া উঠ শীঘ্রগতি ॥
রাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিলা কথা ।
সুন্দর গুণের নিধি বাছা মোর কোথা ॥
আর কি এমন দিন আমার হইবে ।
চাঁদমুখে মা কথাটি সুন্দর কহিবে ॥
পুরবাসি সহ রাজারাণী রথে উঠে ।
বাল বৃদ্ধ যুবা লোক পাছে পাছে ছুটে ॥
সৈন্য কোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালী ।
কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালী ॥
প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি ঘোড়া ঘোড়া ।
লস্করের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া ॥
ঘন ঘন ডঙ্কা শঙ্কা রিপু চমকিত ।
উড়িছে পতাকা সিতাসিত রক্ত পীত ॥
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী ।
ফুকারে নকিব জয় করালবদনী ॥
স্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাপাত্র ।
উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবামাত্র ॥
পথ করে পরিষ্কার চিত্তে কুতূহলী ।
দোধারি রোপিল চারু শ্রীরামকদলি ॥
আম্রশাখাযুক্ত বারি পূর্ণ স্বর্ণঘট ।
শীঘ্র করে স্থাপনা শ্রীগৃহসন্নিকট ॥
পিতা মাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে ॥
সন্তোষসাগরমধ্যে ভাসে রাজারাণী ।
পুত্র কোলে করে দোঁহে প্রসারিয়া পাণি ॥

বিদ্যাকে দর্শনার্থ পুরবাসি নারীগণের আগমন

মঙ্গলাচরণে কুলাচার যত ছিল ।
পুত্রবধূ নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল ॥
গুণসিন্ধু দয়াসিন্ধু কল্পতরুরূপ ।
রতনভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ ।
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে ।
পরস্পর সকলে সকল বার্ত্তা কহে ॥
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ ।
জনে জনে দিলা রাণী রত্নসিংহাসন ॥
আসন থাকুক আগে এসে শুন রাণী ।
বধূ তব কেমন দেখাও দেখি আনি ॥
কুতূহলী পদধূলি শিরে বান্ধে সতী ।
সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী ॥
করে ধরে টেনে্য নিয়া বসায় নিকটে ।
হাসি হাসি কহে ঘংভরা বউ বটে ॥
কোন রামা বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট ।
মরমে লজ্জিতা ধনী মাথা করে হেঁট ॥
মুখ কোঁড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল ।
আইবড় বাপ ঘরে ছিল এত কাল ॥
বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণ বণিতা ।
এ মেয়ে সামান্যা নহে পরম পণ্ডিতা ॥
পণ ছিল শাস্ত্রে যেবা করে পরাভব ।
তারে দিবে বালা বালা সেই হবে ধব ॥
নিরখিয়া নববধূ দ্বিজবধূচয় ।
সকলে সদনে গেলা সদয়হৃদয় ॥
জগদীশ্বরীকে কৃপা কর মহামায়া ।
মহাগুরু বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥
যে গাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল ।
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল ॥
বন্ধ্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে ॥
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব ।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥

প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি

নৃপ শুভক্ষণে রত্নসিংহাসনে
পুত্রে করে অভিষেক।
ধরে ছত্রদণ্ড সুখী রাজ্যখণ্ড
সমস্ত প্রজা যতেক ॥
বামেতে মহিষী পরম রূপসী
গৌড়াধিকারিদুহিতা।
মনে বাসি হেন রামচন্দ্র যেন
সঙ্গে শশিমুখী সীতা ॥
কবিরাজ রাজা পুত্রসম প্রজা
পালয়ে পূর্ণাভিলাষ।
ভূপ জরাগ্রস্ত দারা সহ ত্রস্ত
কৈলা বারাণসিবাস ॥
বিদ্যাবতী সতী প্রসবে সন্ততি
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
অভেদ সুন্দর রূপ মনোহর
যেমত শরদশশী ॥
নিজ দেহছবি নিরখিয়া কবি
তনয়ে তনু নেহালে।
মন্দ মন্দ হাসে এই মনে বাসে
যেন দীপে দীপ জলে ॥
করে বিতরণ রত্ন বসন
কুঞ্জর ঘোটক ধেনু।
মহা কুতূহলী শিরে দিল তুলি
লক্ষ দ্বিজ পদরেণু ॥
জাতদিনাবধি কুলাচার বিধি
করে কবি গুণধাম।
ষষ্ঠ মাসে মুখে অন্ন দিল সুখে
পদ্মনাভ রাখে নাম। *

* পূজা নিত্যা ভদ্রকালী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
সুন্দরের রাজা কৈল অনেক সম্মান ॥
পঞ্চ শত ঘোড়া দিল হেমথালা ঝাড়ি।
দুই শত দাসী দিল পরম সুন্দরী ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে কুকরে কাহাল।
হরষিত রাজ্যখণ্ড আছে মহাপাল ॥
দশ মাস দশ দিন সম্পূর্ণ হইল।
শুভক্ষণে বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিল ॥ (বঙ্গ, ১৪৭)

পঞ্চম বৎসরে কর্ণবেধ করে
বিদ্যারম্ভ শুভ দিনে।
সপ্ত দিন মাত্র লেখে তালপত্র
পঞ্চাশত বর্ণ চিনে ॥
বালক ত্বরায় ব্যাকরণ সায়
ভট্টি অভিধান গণ।
রঘুকুমারাদি সাঙ্গ হল যদি
অলঙ্কারে দিল মন ॥
কৃপান্বিতা চণ্ডী পাঠ করে দণ্ডী
তদনু কাব্যপ্রকাশে।
ন্যায়শাস্ত্রে ঘৃণ কত কব গুণ
কবি চিত্তে মহোল্লাসে ॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল সাঙ্খ্য পাতঞ্জল
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র।
কোন ক্ষোভ নাই জননীর ঠাঁই
নিল একাক্ষরী মন্ত্র ॥
যেমন জনক তেমন বালক
উভয়ত মহাকবি।
কালীপদতলে শ্রীপ্রসাদে বলে
ভাবে ত্রাণ কর দেবি ॥

সুন্দরের দক্ষিণকালিকা মূর্ত্তি সংস্থাপন এবং শব সাধনোদ্‌যোগ

ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ।
জনকজননীচিত্তে জন্মে মহাহর্ষ ॥
বিবাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্যা।
রূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা ॥
কত কাল গৌণে মনে জন্মিল ভাবনা।
পুরি মধ্যে থাকে ইষ্টদেবতা স্থাপনা ॥
গাঁথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষ্ণুপদ।
চতুর্দ্দিগে পুষ্পোদ্যান সন্নিকটে হ্রদ ॥
পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণা।
শবারূঢ়া মুক্তকেশী বসনবিহীনা ॥
মুণ্ডমালাবিভূষণা খড়্গামুণ্ডধরা।
বামে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ॥
অসঙ্খ্য মহিষ মেষ ছাগ নানা বলি।
কনকচম্পকে দিল চরণে অঞ্জলি ॥
উপহার দ্রব্যজাত সীমা কব কত।
ধূপ দীপ পর্ব্বত প্রমাণে ঘৃতাক্ত ॥

তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত।
শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য॥
প্রযত্নে সংগতি করে চণ্ডালের শব।
সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব॥
ভৌমবারযুতা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি।
শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী॥
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হবে ব্যস্ত॥
জ্ঞাত নাহি বল্যে কেহ না করিবা হেলা।
বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
তন্ত্রীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু কয়ে যাই॥
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে।
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে॥
দ্বিকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

শবসাধন

পূর্ব্ব উক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্রগতি।
সামান্যার্ঘ্যে সুবিধান করে মহামতি॥
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র।
সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র॥
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী।
পূর্ব্বদিক ক্রমে পূজে কবিশিরোমণি॥
বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে।
যে চাত্র বচন কহে মহা কুতূহলে॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া করে প্রাণিপাত।
পূর্ব্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ॥
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ।
সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ॥
ভূতশুদ্ধিন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়।
জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ সর্ষপ ছড়ায়॥
তিলোঽসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেই রূপ।
তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ॥
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন।
আছে যে প্রকার তন্ত্রসারের বচন॥
শূলে খড়্গে বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে।
যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে॥
কিন্তু যে সে ঘায় মরে না লবে সে শব।
বলেছেন গোবিপ্র স্ত্রীরূপা গ্রাহ্য ভব॥

সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে নষ্ট যে শরীর।
সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা বীর॥
সর্ব্বদা না লবে ভাই শব পর্য্যুষিত।
শাস্ত্রমত কর্ম্ম করে সে জন পণ্ডিত॥
মূলমন্ত্র পাঠ করে পূজাস্থানে নিল।
উক্ত মন্ত্রে সুকৌতুকে জলবিন্দু দিল॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রণাম।
বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম॥
ক্ষালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে।
নব বস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতূহলে॥
ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন।
সেই মত চন্দনাদি করিল লেপন॥
রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে।
শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে॥
নিজ করে যত্নে ধরে শবকটিদেশ।
পূজা স্থানে নিল মহাসুবুদ্ধি নরেশ॥
অতঃপরে কুশশয্যা করে গুণনিধি।
পূর্ব্ব শির রাখে শব আছে যেবা বিধি॥
এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল।
তাম্বুলাদি শবমুখে দিলেক সকল॥
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ।
তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে মহাসুখ॥
বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার।
চতুরস্র মধ্যে পদ্ম তাহে চতুর্দ্বার॥
দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যে পৃষ্ঠে মন্ত্র।
লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র॥
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে।
ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা ব্যক্ত বটে॥
উপদ্রব যদ্যপি জন্মায় যত্ন করে।
নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধরে॥
তদুপরি রক্তকম্বলাদি দিব্যাসন।
শীঘ্র গতি করে পুনরপি প্রক্ষালন॥
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ।
দশদিক্ পূর্ব্বমত রাখে স্থানে স্থান॥
ইন্দ্রাদি দেবতা পূজে স্বামি সম্বোধনে।
বিঘ্ন নিবারণ করে মহা সাবধানে॥
চতুঃষষ্টি ডাকিনী যোগিনীগণ যত।
সবাকার পূজা কৈল ভক্তিযুক্তনত॥
মূলমন্ত্রে শবাসন পূজে মহাকবি।
ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি॥
স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন।
শব কেশ ধর্য্যে করে বুটিকাবন্ধন॥

গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম।
বড়ঙ্গন্যাসাদি মত কৈল প্রাণায়াম॥
ক্ষেপ করে দশ দিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্জনে।
তদন্তে সঙ্কল্প কৈল উল্লসিত মনে॥
অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবখুটিকায়।
আসন পূজিয়া পীঠ পূজা কৈল তায়॥
তদন্তরে পূজে দেবী সুখে শক্তিরূপ।
শব মুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ॥
ততঃ শব ফুলিলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
বসোমে ভারতি মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া॥
পট্টসূত্রে বান্ধে কবি যুগল চরণ।
শবপদতলে যন্ত্র লিখিল ত্রিকোণ॥
শবকর যুগ্মপার্শ্ব প্রযত্নে প্রসার্য্য।
তদুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য্য॥
তদুপরি নিজ পদ নৃপতি নিধায়।
পুনঃ প্রাণায়াম করে ভক্তিযুক্ত কায়॥
শিব শিবা গুরু ভাবে হৃদিমধ্যে দেবী।
মহাশঙ্খমালা জপ করে মহাকবি॥
করে অসি রূপসী মহিষী প্রেমময়ী।
কিছু দূর থাকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ॥
কহেন করুণাময়ী থাকি বিমানেতে।
দেহি মে কুঞ্জর বলি আশু ধরাপতে॥
দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি।
অদ্য নহে দিনান্তরে দাস্যামি জননি॥
মহামায়া মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি।
বরং বৃণু বরং বৃণু সঘনে ভারতী॥
নলিননয়নে নীর নিরখিয়া ইষ্ট।
প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট॥
ধরে ধরাধরপুত্রীপদ কবিবর।
ধরাতলে ধরাপতি ধূলায় ধূসর॥
সুন্দর সুস্বরে কহে সুধাধিক উক্তি।
দর্শনে তোমার মাগো চতুর্বিধ মুক্তি॥
নাহি চাহি কুঞ্জরাশী বাজিরাজি রাজ্য।
জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য॥
মনো মম হংস পাদপদ্মে বিহরতু।
অঙ্গীকার কৈলা মাতা তথাস্তু তথাস্তু॥
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি।
সবেমাত্র রবে এক বর্ণ ভবিষ্যতি॥
ব্রাহ্মণে করিবে বেদবহিষ্কৃত কর্ম্ম।
অধর্ম্মণ্য রাজা হবে রাজ্য শূন্যধর্ম্ম॥
অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য।
মিথ্যা কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য॥
অবলা চঞ্চলা চলা মন্দ কলা হবে।
ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে॥
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই।
শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যধাম সেই॥
সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্ব কথা কহি।
শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম মহী॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছে নর॥
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল।
পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল॥
এত কহি কৈলাসশিখরে গেলা দেবী।
মনে মনে আপনাকে শ্লাঘ্য মনে কবি॥
লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণীভূষণ।
পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন॥
সেই তিন দিবসেতে আছে কত জ্বালা।
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হয় কালা॥
নৃত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক।
যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মূক॥
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ।
অকর্ত্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ॥
এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর।
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা হও কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

পুত্রে পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গারোহণ

চতুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে বীর।
বিরাজিত তেজোময় যেমত মিহির॥
কুলপুরোহিত ডাকে মহাহর্ষযুক্ত।
নিজ রাজ্যে নিজ পুত্রে করে অভিষিক্ত॥
বিরলে বালক প্রতি কহে রাজনীত।
শিশু কিন্তু সর্ব্ব কার্য্যে বড়ই পণ্ডিত॥
আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তেকারণে কহি।
এইরূপে পালন করহ সুখে মহী॥
পরস্ত্রী জননী তুল্যা থাকে যেন মনে।
কদাচ না লোভ যেন হয় পর ধনে॥
একান্ত বিহিত নহে মানি-মান-ভঙ্গ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ॥

নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য।
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য॥
ব্রাহ্মণ মামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞা বটে।
সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে॥
ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥
গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম্ম।
ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম॥
গুরু আজ্ঞা বিনা শিক্ষাগুরু করে যে।
গুরু ত্যাগে যে পাপ সে পাপ লভে সে॥
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে যায় যথা তথা।
সেই মন্ত্রে কদাচ না কবে গুহ্য কথা॥
পদ্মনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ।
বুঝিতে না পারি মহাশয় তব ভাব॥
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে।
শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রুধারা বহে॥
পর্ব্বতের আড়ে পিতা আছি এত কাল।
এত শীঘ্র ছাড়ি যাবা একি ঠাকুরাল॥
এককালে পিতা মাতা বিয়োগ যাহার।
পৃথিবীতে জীয়া সুখ কি ছার তাহার॥
পুনঃ কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ।
অন্ত বান্ধশতান্তে বা নিতান্ত মরণ॥
কার মাতা কার পিতা কার অধিকার।
বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার॥
মানধাতা প্রভৃতি যতো ত্যজিয়াছে দেহ।
ভূমণ্ডলে পুত্র চিরজীবি নহে কেহ॥
কালক্রমে কহ কে কালের নহে বশ।
জ্ঞানী তুমি খেদ কর এত বড় রস॥
কালী পদ সার কর জপ কালী নাম।
পরলোকে গমন না হবে যমধাম॥
কত মত কহে পুরাণের কথা নানা।
বহু যত্নে করে কবি তনয়ে সান্ত্বনা॥
পদ্মনাভ বিস্ময় হইল যে যে কথা।
কহা নাহি যায় তাহা মর্ম্মে লাগে ব্যথা॥
সেই দিন রহে রাজারানী উপবাসী।
প্রাতঃস্নান করে গুণবতী গুণরাশি॥
দেবীপুর মধ্যে চারু বিল্ববৃক্ষতলে।
যোগাসনে দোঁহে তথা বৈসে কুতূহলে॥
হৃদাহ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান।
যোগবলে এককালে দোঁহে ত্যজে প্রাণ॥
ধরে অপরূপ পূর্ব্বরূপ কলেবর।
আছিল যেমন হারাবতী মালাধর॥
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে মাতা চলিলা বিমানে
মুহূর্ত্তেকে উপনীত শিবসন্নিধানে॥
রত্নসিংহাসন মাঝে পার্ব্বতী শঙ্কর।
মালাধর হারাবতী ঢুলায় চামর॥
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী
যার পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি।
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাকে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাগো দেহ পদধূলি॥

ইতি ভাগবত পালা সমাপ্ত

অষ্ট মঙ্গলা

•

নমো বিশ্ববিভাবিনী   দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী
জনমিলা পর্ব্বতেশঘরে।
কার্ত্তিকেয় জন্মহেতু   ভস্মরাশি মীনকেতু
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে॥
দুরন্ত মহিষাসুর   তার দর্প কৈলা চূর
লীলায় হইলা দশভুজা।
মহিষমর্দ্দিনী নাম   সেতুবন্ধে প্রভু রাম
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা॥
শুম্ভনিশুম্ভের গর্ব্ব   সম্মুখ সমরে খর্ব্ব
শক্তি লভে সুরথ সমাধি।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা   জন্মজরা মৃত্যুহরা
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি॥
বিধি হরি ত্রিলোচনে   মহাকালী দরশনে
গতমাত্র প্রথমত মায়া।
শেষ জন্মে কৃপালেশ   গত যাবতীয় ক্লেশ
দিলা পদসরসিজ ছায়া॥

নৃপতি বিক্রমাদিত্য তোমা পূজে নিত্য নিত্য
লভিল রমণী ভানুমতী।
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা মূঢ়মতি জানি কিবা
কৃপাময়ী অগতির গতি॥
মালাধর হারাবতী পাপে জন্ম বসুমতী
ব্রতকথা জগতে প্রচার।
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ পুনরপি পরিত্রাণ
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার॥
যন হেতু মহাকুল • পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ই॥
সেই বংশ সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজে এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

সাধক রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ সর্বত্র 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' নামেই প্রসিদ্ধ। এই রামপ্রসাদের উপাধি ছিল 'কবিরঞ্জন' এবং ইহা তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়েই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন; উভয়েই মহারাজের অনুরোধে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। এই কবিদ্বয়ের মধ্যে কে সর্বপ্রথম 'বিদ্যাসুন্দর' লিখিয়াছিলেন, সেই লইয়া সাহিত্য-জগতে বাগ্‌বিতণ্ডার অভাব নাই। আমাদের ধারণা সাধক রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ও কবি রাধাকান্তের পর বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ণনা বা বিষয়বস্তুর অবতারণায় ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বিশেষ সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমন বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। আমাদের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিষয় লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করা হইল। [সঃ প্রফুল্ল পাল]

সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্

মুখবন্ধ

১২৭৯ সালে ময়নাগড় হইতে 'সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্' নামে একটী গ্রন্থ সংস্কৃত টীকাসমেত প্রাকৃত যন্ত্রে বঙ্গীয় অক্ষরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের সম্পাদকের নাম উহাতে পাওয়া যায় নাই, প্রকাশকের নাম ঈশানচন্দ্র ঘোষ—ইহাই কেবল গ্রন্থে উল্লেখিত হইতে দেখা যায়। মুদ্রিত গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ১০৫টি। গ্রন্থের প্রথমভাগে ৫৪টী শ্লোকে কাব্যের মূল কাহিনী বিবৃত হইয়াছে,—কোনও পর্বতে বিদ্যাসুন্দরের পরস্পরের সাক্ষাৎ, সুন্দরের প্রতি বিদ্যার অনুরাগ, পরস্পরের আলাপ, উভয়ের প্রেমোৎপত্তি, সখীর বেশে সুন্দরের বিদ্যার নিকট গমন ও উভয়ের মিলন, ঘাতকগণ কর্তৃক সুন্দরের বন্ধন ও রাজার নিকট প্রেরণ, সুন্দরের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ ও শেষে সুন্দর কর্তৃক ইষ্টদেবতার স্মরণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরে প্রত্যেক শ্লোকে 'অদ্যাপি' এই কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া ৫০টী শ্লোকে সুন্দর কর্তৃক মহাবিদ্যার স্তুতি করা হইয়াছে। পরিশেষে একটী শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম জানান হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক কাব্যটীকে বররুচির প্রণীত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সংস্কৃত পুঁথিশালায় উক্ত গ্রন্থের যে কয়েকটী পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে কোথাও গ্রন্থকারের নাম 'বররুচি' দেখিতে পাই নাই।

কালিকামঙ্গলের (বলরাম কবিশেখরের) ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"লোকে বলে বিদ্যাসুন্দর বররুচির লেখা। কোন্ বররুচির তার ঠিকানা নাই। কাত্যায়ন বররুচির লেখা?—না, 'বাররুচং কাব্যং' যাঁর, সেই বররুচির লেখা? —না বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের বররুচির লেখা? —কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। অনেকে অনেক রকম পুঁথি পাইতেছেন, এবং অনেক রকম মত প্রকাশ করিতেছেন।"

উক্ত গ্রন্থের দুই একটী পুথিতে—আমরা 'কালিদাসকৃত বিদ্যাসুন্দরঃ সমাপ্তঃ'—এমনতর ভণিতাও পাইয়াছি।

যাহা হউক, এই 'সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্' গ্রন্থের রচয়িতা বররুচি কি না, সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকায়, আমরা উক্ত গ্রন্থের সম্পাদকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না।

বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দরের সহিত এই 'সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্' গ্রন্থটী মিলাইলে দেখা যাইবে যে, সুন্দরের পড়ুয়া-বেশে বিদ্যার জন্মভূমির উদ্দেশে অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা, মালিনীর সহিত সাক্ষাৎ, মালিনীর বাটীতে অবস্থিতি, মালিনীর দৌত্য, বিদ্যাসুন্দরের সরোবরতীরে প্রথম দর্শন, কালীর বরে সিঁদকাঠি প্রাপ্তি, সুড়ঙ্গ খনন, কোটালের চোর-ধরা, সুন্দরের মুক্তি, বিদ্যার নিকট সুন্দরের দেশে যাইবার জন্য অনুরোধ, বিদ্যাসুন্দরের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও পুত্রসন্তান লাভ ও পরিশেষে কালিকার আদেশে বিদ্যাসুন্দরের দেহত্যাগ—প্রভৃতি কোনও বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে নাই।

তবে এই 'সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অনেক শ্লোকের প্রভাব আমরা বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলিতে দেখিতে পাই। গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

'সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের ন্যায় আমরা আর একটী মুদ্রিত 'বিদ্যাসুন্দরচরিতম্' গ্রন্থের সংবাদ পাইয়াছি—এই গ্রন্থ ও 'সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্' গ্রন্থ মূলত এক। তবে 'বিদ্যাসুন্দরচরিতম্' গ্রন্থে ৪৫টী শ্লোক অতিরিক্ত আছে এবং কয়েকস্থলে শ্লোকগুলির পারম্পর্যের মধ্যে অল্প বিস্তর পরিবর্তন দেখা যায়। আরও উল্লেখযোগ্য যে, 'সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্' গ্রন্থে কেবল বিদ্যা ও সুন্দরের উক্তি ও প্রত্যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, ফলে উক্ত গ্রন্থ পাঠে পূর্বাপর প্রসঙ্গ সম্বন্ধে ধারণা করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। পরন্তু 'বিদ্যাসুন্দরচরিতম্' গ্রন্থে পূর্বাপর প্রসঙ্গ থাকায় আমাদের সে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না।

বর্তমানে আমরা উপরি উক্ত দুইটী গ্রন্থের আদর্শ মিলাইয়া 'সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্' গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

[সঃ প্রফুল্ল পাল]

সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্‌

-:০:-

কালিন্দীতটসন্নিধাবুপবনে গোপাঙ্গনালিঙ্গন-
ক্রীড়াকর্ষণচুম্বনাদিরসিতঃ সংমূর্চ্ছিতো বেণুনা।
স্থিত্বা কল্পমহীরুহাশ্রিতলতাবাসে সুপুষ্পান্বিতে
নানাভূষণভূষিতো বিহসিতঃ কৃষ্ণঃ প্রসন্নোঽস্তুবঃ॥১॥ *

সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, যিনি কালিন্দীতটসন্নিহিত উপবনে কল্পবৃক্ষাশ্রিত পুষ্পিত লতাগৃহে নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া হাসিতে হাসিতে গোপাঙ্গনাদিগের সহিত আলিঙ্গন, ক্রীড়া, আকর্ষণ ও চুম্বনাদি রঙ্গে রসিত হইয়া নিজের মুরলীর স্বরে নিজেই মূর্চ্ছিত হইতেছেন। ১।

সঙ্কেতলেখেন মালাকারবাটীস্থো বিদ্যাং প্রতি সুন্দরঃ প্রাহ

রাজাত্মজে কামকলাকলাপে
সংগীতবিদ্যারসিকেঽম্বুজাক্ষি।
হেমপ্রভে পীননিতম্ববিম্বে
বিম্বোষ্ঠি রম্ভোরু ময়ি প্রসীদ॥ ২॥

বিদ্যাকে উদ্দেশ করিয়া সুন্দর কহিতেছে—হে রাজপুত্রি! তুমি কামকলাসমূহে বিদগ্ধা, সঙ্গীত-বিদ্যায় রসিকা, পদ্মের ন্যায় তোমার নয়ন, স্বর্ণের ন্যায় (দেহ) প্রভা, নিতম্ব তোমার স্থূল, বিম্বফলের ন্যায় তোমার ওষ্ঠ, রম্ভার ন্যায় উরু, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। ২॥

* প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকটী ১ পু-তে নাই। ২, ৩ ও ৪ চাই তিন পুঁ-তে আছে। সংসাধিতো বেণুনা, ২। সংস্তুচিতো বেণুনা ৩, ৪।

এই শ্লোকের পর ৪ পুঁ-তে আছে; উহারা এই—
কশ্চিদ্‌-ভূপতিসূনুরুত্তমমতির্যুক্তঃ কবিঃ সুন্দরঃ
কাপি স্ত্রী কমনীয়মূর্ত্তিরতুলা ভূপস্য কন্যাত্মজা।
বিদ্যাখ্যা বিদুষী তয়ো-র্বিবিধশাস্ত্রালাহৃতং মন্দিরে
বৃত্তং কস্যচিদেকদা সমভবৎ প্রত্যক্ষরূপৈঃ গুণৈঃ॥
মালাকারোপনীতে তু মাল্যচ্ছদ্মান্তরেঽলিখৎ।
সুন্দরঃ পদ্যযুগলং পদ্যমেকং নৃপাত্মজা॥
বহুনি প্রত্যহং তানি লিখিতানীহ কৈশ্চন।
বিদ্যাসুন্দর নাম্না তৈঃ পুস্তকং কথিতং বুধৈঃ॥

সুন্দরঃ বালেঽবলারত্নদয়ার্দ্রচিত্তে
প্রাণেশ্বরি শ্রীমতি সুপ্রসন্নে।
দাসোঽস্মি তে সুন্দরি রাজপুত্রি
প্রাণান্‌ রক্ষস্ব হি মে মৃগাক্ষি॥ ৩॥

সুন্দর—হে কুমারি! তুমি অবলাদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপ এবং তোমার চিত্ত করুণাধারায় সিক্ত, তুমি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হে শ্রীমতি, সুপ্রসন্নে, হে মৃগনয়নে, রাজকন্যে তুমি দেখিতে অতি সুন্দর, আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর। ৩॥

এতচ্ছ্রুত্বা বিদ্যাপি সংকেতপত্রেনাহ
হে পান্থ চিন্তাকুলিতাতিমূঢ়
সংস্তৌষি কিং মামবলাং কৃশাঙ্গীম্।
অর্থং যদি প্রার্থয়সে ভজেশং
মোক্ষঞ্চ লক্ষ্মীপতিমম্বুজাক্ষম্॥ ৪॥

বিদ্যা—হে চিন্তাকুল মূঢ় পথিক, আমার মত ক্ষীণাঙ্গী অবলাকে স্তব করিতেছ কেন? যদি অর্থ এমন কি মোক্ষও প্রার্থনা কর, তবে পদ্মলোচন লক্ষ্মীপতি সেই ঈশের ভজনা কর।

সুন্দরঃ ধনং ত্বমেবাত্র সুবর্ণবর্ণে
স্ত্রীরত্নভূতে মম রত্নভূষা।
সেবাপি তে ভূপতিজে প্রসন্নে
সৌখ্যপ্রদে মোক্ষদবাসুদেবঃ॥ ৫॥

সুন্দর—হে হেমপ্রভে, এ স্থলে তুমিই ত আমার ধন, স্ত্রীরত্নস্বরূপা, তুমিই আমার রত্নভূষণ। হে প্রসন্নে সুখদায়িনি রাজকন্যে, তোমার সেবাই মোক্ষপ্রদানকারী বাসুদেবের তুল্য। ৫॥

সুন্দরঃ প্রিয়ে সদা পূর্ণতরং মনোহরং
তবাকলঙ্কং মুখচন্দ্রমণ্ডলম্।
বিলোক্য সব্রীড়তয়া নিশাপতি-
র্গতঃ প্রতপ্তো জলধের্জলান্তরম্॥ ৬॥

সুন্দর—প্রিয়ে। তোমার মুখমণ্ডল সর্বদাই অধিকতর মনোহর, পূর্ণতর ও নিষ্কলঙ্ক দেখিয়া লজ্জাবশত প্রতপ্ত হইয়াই চন্দ্র যেন সমুদ্রের জলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।৬॥

বিদ্যা কিং কেতকীপরিমলোত্থিতগন্ধলুব্ধো
গুঞ্জন্ ভ্রমন্ ভ্রমর * বাঞ্ছসি রন্তুমেতাম্।
যৎকণ্টকৈঃ পরিবৃতামতুলামগম্যাং
সংরক্ষিতাং ব্রজ নিকুঞ্জলতাং সপুষ্পাম্॥ ৭॥

বিদ্যা—হে ভ্রমর, কেতকীর পরিমলে লুব্ধ হইয়া গুন্ গুন্ করিয়া ভ্রমণ করিতেছ, তুমি কি কণ্টকের দ্বারা পরিবৃত, তুলনারহিত, অগম্য ও সংরক্ষিত কেতকীর সহিত রমণ করিতে বাসনা করিতেছ? পুষ্পিত কুঞ্জলতার নিকট গমন কর। ৭॥

সুন্দর: যৎকেতকীকুসুমসৌরভগন্ধলুব্ধো-
ভৃঙ্গস্তদর্পিতরসোদিতচিত্তবৃত্তিঃ।
কিং কণ্টকৈর্ভবতু † দুর্গম এব কিংবা ‡
জানাতি সুভ্রু § বরকুঞ্জলতাং নচৈচ্ছৎ॥ ৮॥

সুন্দর—হে সুন্দরি, ভ্রমর কেতকী পুষ্পের পরিমলের গন্ধে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে; এবং কেতকী পুষ্পের অনুরাগবশত সে তাহাতে তাহার মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। সে কেতকীকেই চায়। কণ্টকেই বা তাহার কি করিবে; আর সে দুর্গমও বুঝে না। হে সুভ্রু! সে কুঞ্জলতার প্রত্যাশী নহে। ৮॥

সুন্দর: সুবর্ত্তুলস্থূলসুবর্ণকান্তি-
রম্যস্তনশ্রীফলযুগ্মমেতৎ।
দৃষ্ট্বা বনে শ্রীফলসঙ্কুলং কিং
লজ্জাভিরালম্বিতমেব বৃক্ষে॥ ৯॥

সুন্দর—হে সুন্দরি, পরিপুষ্ট গোলগাল, সোনার মত রঙ এমন যে সুন্দর তোমার স্তনদ্বয়, তাহা দেখিয়া বিল্বফলসকল কি লজ্জায় বনে গিয়া বৃক্ষে লম্বিত হইয়া রহিয়াছে? ৯॥

বিদ্যা হে কোকিলাখিললতাসু ফলানি সন্তি
সংত্যজ্য তানি ননু চূতলতাং সপুষ্পাম্।
কিং কাঙ্ক্ষসীহ রন্তুম্ ¥ ফলভোক্তুকামঃ
ন জ্ঞায়সে £ নৃপতিসেবকভীষণীয়াম্॥ ১০॥

বিদ্যা—হে কোকিল, পৃথিবীতে অনেক লতাবৃক্ষ রহিয়াছে, এবং সমস্ত লতাতেই ত ফল আছে; তবে সে সকল ত্যাগ করিয়া কেন ফলভক্ষণাশায় কেবলমাত্র মুকুলিত আম্র লতাকেই চাও? তুমি কি জান না যে, রাজার অনুচরগণ বিদ্যমান থাকায় উহা ভয়াবহ হইয়াছে। ১০॥

সুন্দর: যচ্চাতকোঽন্যানি জলানি হিত্বা
ধারাজলপ্রাপ্তিমতিং করোতি।
তথা পিকশ্চূতফলানি তানি
রম্যাণি দৃষ্ট্বান্যফলং জহাতি॥ ১১॥

সুন্দর—হে সুন্দরি, (তুমি কি জান না যে) চাতকপক্ষী অন্য জলাশয়ের (তড়াগ, হ্রদ বা সমুদ্রের) জল ত্যাগ করিয়া কেবল বৃষ্টির জল পাইতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ কোকিলও সুন্দর আম্রফল দেখিলে অন্য সকল ফলের আশা ত্যাগ করে। ১১॥

সুন্দর: বিচক্ষণে পদ্মিনি পদ্মগন্ধে
প্রমত্তমাতঙ্গগতেঽনুরক্তে।
নৃপাত্মজে জীবয় মাং মনোজ্ঞে
মনোজবাণব্রণখিন্নগাত্রম্॥ ১২॥

সুন্দর—হে পণ্ডিতে, হে পদ্মগন্ধে, হে মত্তমাতঙ্গগমনে, হে অনুরাগিনি, হে রাজকন্যে, হে মনোজ্ঞে, আমার শরীর কামদেবের বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর। ১২॥

বিদ্যা মৃদাদিপাত্রে সলিলং যথা স্যাৎ
তৃষ্ণাহরং স্বাদু সুশীতলঞ্চ।
সুবর্ণরত্নৈরপি নির্ম্মিতে তু
গতং সুপাত্রেঽম্বু তথা ন কিং স্যাৎ॥ ১৩॥

বিদ্যা—মৃত্তিকাদি পাত্রের জল যেমন তৃষ্ণানাশক, সুমিষ্ট ও সুশীতল হয়, সুবর্ণরত্নাদি-নির্ম্মিত মনোরম পাত্রের জল কি তেমন হয় না? ১৩॥

সুন্দর: সদ্ধেমরত্নচয়নির্ম্মিতবারিপাত্রে
গাঙ্গং সুনির্ম্মলহিমং পরমং সুরম্যম্।
কর্পূরবাসিতজলং সুখদং যথা স্যাৎ
কৌপং পয়ঃ কিমু ভবেচ্চ তথাবিধানম্॥ ১৪॥

সুন্দর—রত্নখচিত স্বর্ণনির্ম্মিত জলপাত্রে সুনির্ম্মল, শীতল পরম সুরম্য কর্পূরবাসিত গঙ্গাজল যেরূপ সুখদ হয়, তথাস্থিত কূপের জল কি সেরূপ হইতে পারে? ১৪॥

---

* গুঞ্জদ্ ভ্রমদ্ ভ্রমর ১, ২, ৩। গুঞ্জন্ ভ্রমন্ ভ্রমর ৪।
† বি-চ, কিং কণ্টকং ভবতু
‡ ১. দুর্গ৷ত্যৈব কিম্বো
§ বি-চ জানাসি সুভ্রু
¥ সকল পু-তে রমিতুং পাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা ভুল। রন্তুম্ করিয়া দেওয়া গেল।
£ বি-চ, নো বুধ্যসে।

সুন্দরঃ বলিত্রয়াবদ্ধসুসূক্ষ্মমধ্যে
বিষাপহার্য্যৌষধমন্ত্ররূপে।
মনোজবাণৌঘবিষার্ত্তগাত্রম্
অনুগ্রহং মাং কুরু সম্প্রতি ত্বম্॥ ১৫॥

সুন্দর—হে সূক্ষ্মকটিবিশিষ্টে, তোমার মধ্যদেশ বলিত্রয় দ্বারা আবদ্ধ। তুমি বিষাপহারক ঔষধি ও মন্ত্রস্বরূপা, আমিও কামবাণবিষপ্রাচুর্যবশত আর্ত দেহ। সম্প্রতি তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর।

বিদ্যা কন্দর্পবাণাবশচিত্তবৃত্তে
কিমর্থমেবং বচসি স্মরার্ত্ত।
জ্ঞাতব্যমেবং যদি মে চ পিত্রা
কথং ত্বয়া কামুক জীবিতব্যম্॥ ১৬॥

বিদ্যা—হে কামাতুর, কন্দর্পের বাণে অবশ চিত্ত হইয়া কেন এরূপ বলিতেছ; যদি আমার পিতা তোমার ঈদৃশ আচরণের কথা জানিতে পাবেন, তবে তোমার জীবনের আশা আর নাই। ১৬॥

সুন্দরঃ জঘান বাণৈর্দশভির্দশাস্য-
শিরাংসি সীতাহরণে স রামঃ।
ত্বদঙ্গসঙ্গায় সদানুরক্তে
প্রয়াতু মে মস্তকমেকমেব॥ ১৭॥

সুন্দর—সীতাহরণকালে রাম দশটি বাণে রাবণের দশ দশটি মুণ্ড ছেদন করিয়াছিলেন, হে অনুরাগিনি প্রিয়ে, তোমার সঙ্গমলাভের জন্য আমার একমাত্র মস্তক ছিন্ন হয় হউক। ১৭॥

সুন্দরঃ স্বরূপসন্দর্শনমেব দেহি
চক্ষুর্দ্বয়ং মে সফলীকুরুষ্ব।
তপঃকৃতং যেন নরোত্তমেন
তেনাঙ্গসঙ্গস্তব লভ্যতে চ॥ ১৮॥

সুন্দর—তুমি আমাকে তোমার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া আমার চক্ষুর্দ্বয় সফল কর। যে নরশ্রেষ্ঠ তপস্যা করিয়াছে, সেই তোমার সঙ্গ লাভ করুক। ১৮॥

সুন্দরঃ প্রপূর্য্যতে কিং ননু দর্শনেন
বিনাপি কুক্ষির্বরভোজনেন।
সখণ্ডমারীচপয়োভবেন
রসান্বিতস্বাদুসুধোপমেন॥ ১৯॥

সুন্দর—শুধু দর্শন করিয়া কি কোন পূর্ণতা লাভ হয়, ভোজন ব্যতিরেকে কি উদর পরিপূর্ণ হয়? (উপভোগ ছাড়া কখনও আশাপূর্ণ হয় না।) মিশ্রী, মরিচ এবং ক্ষীরের দ্বারা প্রস্তুত রসান্বিত, স্বাদু ও অমৃতোপম দ্রব্যের আস্বাদ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র দর্শনের দ্বারাই কি উদরের পূর্তি হইয়া থাকে? ১৯॥

সুন্দরঃ ভো দেবি সুভ্রু কৃশশীতলকোমলাঙ্গি
নানাভূষণ-বিভূষিতচারুগাত্রে।
আজ্ঞাং বিধেহি কিমহং করবাণি হন্তে
প্রাণপ্রদেঽস্য পরিপূরয় মেঽভিলাষম্॥ ২০॥

সুন্দর—হে দেবি, সুন্দর ভ্রূযুক্তে, তোমার শরীর ক্ষীণ স্নিগ্ধ ও কোমল, তোমার সুন্দর অঙ্গে তুমি নানাপ্রকার অলঙ্কার-বস্ত্রাদির দ্বারা বিভূষিত হইয়া রহিয়াছ। হে মনোহারিণি, আমাকে তুমি আজ্ঞা কর, আমি কি করিব। জীবনদায়িনি, তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। ২০॥

সুন্দরঃ বিদ্যাবিনোদরসিকে সুরতৈকপাত্রি
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি নরাধিপতিপ্রসূতে।
যদ্যস্তি মেঽস্য সদয়েন দয়া তবৈব *
ত্বৎপ্রাপ্তয়ে সুরসরিৎসু তনুং ত্যজামি॥ ২১॥

সুন্দর—হে রাজকুমারি, বিদ্যা ও বিনোদন ক্রিয়ায় তুমি রসিকা। রতি সম্ভোগের একমাত্র আশ্রয় তুমি। হে সর্বাঙ্গ-সুন্দরি রাজকন্যে, তুমি যদি এ জন্মে আমার দয়া না কর, তবে আমি পরজন্মে তোমাকে যাহাতে পাইতে পারি, সেই আশায় এ দেহ গঙ্গায় ত্যাগ করিব। ২১॥

বিদ্যা সুরক্ষকৈরেষ বিনোদসৌধঃ
সুদুর্গমোঽন্তঃপুরচারিভিশ্চ।
সখীজনৈরিঙ্গিতহেতুবিজ্ঞৈঃ
কথং হি তে বাঞ্ছিতসিদ্ধিরস্তু॥ ২২॥

বিদ্যা—হে দেব, আমার বিনোদ-মন্দির সুদক্ষ রক্ষক-কর্তৃক অনুক্ষণ বেষ্টিত রহিয়াছে। আমার অন্তঃপুরে নিযুক্ত যে সখীগণ রহিয়াছে, তাহারা সকলে আকার ইঙ্গিতে পটু। এই কারণে আমার বিহার-ভবন বিশেষ দুর্গম। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি কেমন করিয়া হইবে? (তাহাই আমি বলি, তুমি কি কারণে অসম্ভব অভিলাষ করিতেছ)। ২২॥

সুন্দরঃ প্রসন্নতায়াং তব রাজকন্যে
ভবেৎ সুসিদ্ধির্মম বাঞ্ছিতস্য।
অভীষ্টদা কল্পলতেব ভাসি
সুকেশি চিন্তামণিরেব কিং ত্বম্॥ ২৩॥

---

* বি-চ, যদ্যস্তি চেৎ সুন্দরে ন দয়া তবৈব।

সুন্দর—তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হইলে আমার ঈপ্সিত কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইবে। হে সুকেশি রাজকন্যে, তুমি কি চিন্তামণি! তুমি অভিষ্টপ্রদানকারী কল্পলতার ন্যায় শোভা পাইতেছ। ২৩॥

সুন্দর: মৃদুলকনককান্তং শ্বাসসৌরভ্যরম্যং
বদনকমলমেতন্নেত্রমত্তদ্বিরেফম্।
তব কিমু সুসমীক্ষ্য ব্রীড়য়া পদ্মবৃন্দং
সরসি সলিলপূর্ণে মর্ত্তুকামং বিবেশ॥ ২৪॥

সুন্দর—স্বর্ণের ন্যায় তোমার কমনীয় রুচি, তোমার নিঃশ্বাসে সুগন্ধ বহিতেছে। তোমার কমলরূপ বদনে মত্তভ্রমররূপ চক্ষুগোলোক ক্রীড়া করিতেছে, ইহা দেখিয়া পদ্মসকল লজ্জিত হইয়াই কি বারিপূর্ণ সরোবরে মরিবার জন্য প্রবেশ করিয়াছে? ২৪।

বিদ্যা জ্যোৎস্না দিবং গচ্ছতি বাঞ্ছিতস্য
সিদ্ধির্ভবেৎ কর্ম্মবলেন পুংসাম্।
পুনঃ পুনর্ব্বাক্যমিদং সুলক্ষং
বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্‌ক্তে॥ ২৫॥

বিদ্যা—তুমি বারংবার একথা অবগত আছ যে চন্দ্রের আলোক কর্ম্ম বলে অন্তরীক্ষেও গমন করিয়া থাকে পুরুষের ইষ্টসিদ্ধি কর্ম্ম বলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইলে কি দুই হাতে ভক্ষণ করিয়া থাকে? ২৫।

সুন্দর: প্রাণাধিকে প্রিয়তমে তব রূপরজ্জু-
বদ্ধোঽস্মি সংপ্রতি কথং ভবনে বসামি।
রাজাত্মজে ত্বমসি সুন্দরি কর্ম্মরূপা
ত্বৎপ্রীতিরম্যসুরতৈর্ম্মম কার্য্যসিদ্ধিঃ॥ ২৬॥

সুন্দর—হে প্রিয়তমে, হে প্রাণাধিকে, তুমি আমাকে তোমার রূপরজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছ, এরূপ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া বাটীতে বাস করিতে পারি? হে নরেন্দ্রনন্দিনি, তুমি আমার শুভাদৃষ্ট। তোমার সহিত আনন্দদায়ক সুরত ক্রিয়ায় আমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে। ২৬॥

সুন্দর: চন্দ্রাননে শ্রীফলপীনতুঙ্গ-
রম্যস্তনি স্মেরসুধাংশুবক্ত্রে।
বিদ্যাবিনোদে সুবিচক্ষণা ত্বং
স্ত্রীরত্নভূতে ময়ি ভোঃ প্রসীদ॥ ২৭॥

সুন্দর—হে চন্দ্রমুখি, তোমার স্তন বিল্বফলের তুল্য স্থূল, উন্নত এবং রমণীয়; তোমার চন্দ্রবদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তুমি বিদ্যাবিলাসিনী ও অতি বিচক্ষণা। তুমি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রত্নবিশেষ। তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। ২৭॥

বিদ্যা— কামাতিরাম কামার্ত্ত
প্রীতিবিস্রম্ভভাজন
সাকং সখ্যা সমাগচ্ছ
ত্যক্তমার্গোঽন্যরূপধৃক্॥ ২৮॥

বিদ্যা.—হে কামাতুর, তুমি কামদেবের তুল্য রূপবান্। তোমাকে দেখিয়া আমার মনে হয় যে, প্রণয়কার্য্যাদিতে তোমার প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। তুমি আমার সখীর সহিত অন্যবেশ (নারীবেশ) ধারণপূর্ব্বক পথ পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আগমন কর। ২৮॥

ততো যথোক্তপ্রকারেণ বিদ্যয়া
সমাগত্য সুন্দরঃ

অদ্যৈব পুণ্যদিবসো মম দেবি বালে
ত্বৎপাদপঙ্কজযুগন্ত্ববলোক্যতে যৎ।
রম্যাঙ্ঘ্রি পাণিজঘনস্তনসেবকং * মাং
মুগ্ধে বিধেহি সদয়েঽধরসল্লিলুব্ধম্ †॥২৯॥

অতঃপর উল্লিখিত উপায়ে বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া সুন্দর বিদ্যাকে বলিতেছেন—হে দেবি, তোমার চরণপদ্ম-যুগল আজ দেখিতে পাইলাম। এই কারণে আজ অতি পুণ্যের দিন বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আমি তোমার অধর পানেতে লোলুপ। স্বহস্তে যাহাতে তোমার চরণ, কর, স্তন আর জঘনকে সেবা করিতে পারি —এই দয়া তুমি আমার প্রতি কর। আমি তোমাতে অতিশয় মুগ্ধ।২৯॥

বিদ্যা— জাগর্ত্তি লোকো জ্বলতি প্রদীপঃ
সখীগণঃ পশ্যতি কৌতুকেন।
মুহূর্ত্তমেকং কুরু কান্ত ধৈর্য্যং
বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্‌ক্তে ‡॥৩০॥

বিদ্যা—ঘরেতে লোক জাগিয়া রহিয়াছে, আর ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে সখীরা কৌতুহলে দেখিতেছে। হে কান্ত! তুমি কিছুক্ষণের মত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক। ক্ষুধার্ত্ত হইলেই কি লোকে দুই হাত দিয়া ভোজন করে ৩০॥

---

* ইহা বি-চ-র পাঠ. সকল পুঁথিতেই 'রম্যাতিপাণি-জঘন' এই পাঠ দেখা যায়।

† সং বি-তে এই শ্লোক নাই।

‡ এই শ্লোকটী ১-তে এই স্থানে আছে। ৩ ও ৪ পু-তে ৩৩নং শ্লোকের 'পবননাশ নাশঃ' ইহার পরে আছে। ২ পু তে ঐ ৩৩নং শ্লোকের পর 'বসুধা

গিরৌ সমাকর্ণ্য ময়ূরনাদং
জগাদ বিদ্যা বচসা কুমারম্।
পদ্যেন কোঽয়ং বদ রৌতি শৈলে
মৃদুস্বরং প্রাজ্ঞবরো যদি স্যাৎ ॥৩১॥

পর্ব্বতস্থিত ময়ূরের কেকারব শুনিতে পাইয়া বিদ্যা কুমারকে বলিলেন "যদি তুমি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হও, তবে পর্ব্বতে মৃদুস্বরে কে ডাকিতেছে, ইহা শ্লোকে বর্ণনা করিয়া বল।" ৩১॥

সুন্দরঃ গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ ॥৩২॥

হে সিংহকটিযুক্তে, হে মৃগনয়নে, সহস্র নয়ন দেহের ভূষণস্বরূপ এমন যে ইন্দ্র তাহার যত অনুচরগণের (মেঘের) গর্জ্জন শুনিয়া পর্ব্বতের উপরে ময়ূর কামে মাতিয়া ডাকিয়া উঠিল ।৩২॥

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরস্থঃ।
তযোঽরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
ররাব কান্তে পবনাশনাশঃ ॥৩৩॥

(আপনার জন্মস্থান ভক্ষণকারী) অগ্নির ধূম হইতে জাত মেঘের ধ্বনি শুনিয়া গিরিগহ্বরে স্থিত ভুজঙ্গভোজনকারী ময়ূর আপনার বহুচন্দ্রকশোভিত পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ডাকিয়া উঠিল ।৩৩॥

বিদ্যা পুনঃ সুন্দরস্য নাম পৃচ্ছয়া জগাদ। ততঃ সুন্দরঃ

বসুধা বসুনা লোকে বন্দ্যতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিং প্রেপ্সু—দ্বিতীয়ে পঞ্চমেপ্যহম্ ।৩৪॥*

বিদ্যা পুনর্বার সুন্দরের নাম জানিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন। তাহাতে সুন্দর কহিতেছেন।

এ পৃথিবীতে অর্থ হেতু লোকে হীন জাতীয়কেও বন্দনা করে, তোমার উরুদেশ করভের শুঁড়ের ন্যায় আকার, আমি তোমার প্রতি রতিকামী। তিন চরণেতে দ্বিতীয় ধরিয়া অথবা পঞ্চম গণনা করিয়া অক্ষর সব মিলিয়া দেখ, আমার নাম উদ্ভব হইবে ৩৪॥

বসুনা' ইত্যাদি শ্লোক অনন্তর কিমদ্ভুত মধুনৈব ইত্যাদি শ্লোক অনন্তর এই পদ্যে আছে।

* এই শ্লোক ১পু-তে ৩৩ শ্লোকের "পবননাশনাশঃ" ইহার পর আছে। কিন্তু ১-তে ইহা ৫২ শ্লোকের

তেনাক্ষিরম্যৈব বিধানমন্ত্র-
বিনির্ম্মিতা ত্বং নৃপজে বিধাত্রা।
বিধেস্তদসৌ কৌশলমস্তিবাস্তৎ
সুরূপিতেয়ং যদি দৃশ্যতে তে ॥৩৫॥

সুন্দর—হে ধনি, তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হয় যে বিধাতার তুমি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বিধাতা যেন তোমার রূপ হস্তের দ্বারা স্পর্শ না করিয়া কোন মন্ত্রবলে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছে। তোমার মত সুরূপা যদি বিধাত আবার সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে বিধাতার শিল্প কৌশল আছে—বলিতে পারা যায় ।৩৫॥

ততো বিদ্যয়াপ্যুক্তং—

ভাগ্যেন বহুনা প্রাপ্তঃ প্রাণেশঃ সুন্দরো বরঃ।
কিন্তু ভাগ্যবলেনৈব ত্যক্ত্বা মাং প্রতিযাস্যসি ॥৩৬॥

অতঃপর বিদ্যা বলিল, বড় ভাগ্যফলে আমি আমার জীবিতেশ্বরকে সুন্দর বররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুষ্কৃতির ফলে তুমি আজ ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছ ।৩৬॥

"নিজপ্রেমাভিঃ" ইহার পরে আছে। ৩-তে ২৯ শ্লোকের "অধরসক্কিলুব্ধং" ইহার পরে আছে। ৪-তে ইহা নাই। সং-বি-তে ইহা নাই। ভারতচন্দ্র শ্লোকটী সুন্দরের প্রেরিত মালায় গুপ্তভাবে নিহিত করিয়াছেন। রামপ্রসাদ এই শ্লোক ৩৩ শ্লোকের পবননাশনাশঃ ইহার পরে ধরিয়াছেন।

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের অতিরিক্ত পাঠ

গুণাকরস্যেব বিধানমন্ত্র
ত্বং নির্ম্মিতা দেবি তথা বিধাত্রা।
বিধেস্তু জানামি সুকৌশলত্বং
তদ্রূপকন্যা যদি দৃশ্যতেঽন্যা॥

উক্তং ত্বয়া মদনসুন্দরঃ পূর্ব্বমত্বৎ-
সন্দর্শনায় ননু সাম্প্রতমেব দৃষ্টম্।
গচ্ছ স্বকীয়ভবনং ত্বরিতঞ্চ পশ্য
প্রাণেশ্বরীং তব মনোরথসিদ্ধিরস্তু ॥

ত্বমেব মে ভূপতিজে নিবাস-
স্ত্বমেব জীবেশ্বরি নাস্তি মেঽন্যা।
প্রসন্নতা তে সকলেষ্টসিদ্ধি-
র্মনোজসংমোহিনি মাধব ত্বম্॥

উক্তং ত্বয়া মদনসুন্দর পূর্ব্বমস্মৎ-
সন্দর্শনায় ননু সাম্প্রতমেব দৃষ্টম্।
গচ্ছ স্বকীয়ভবনং ত্বরিতঞ্চ পশ্য
প্রাণেশ্বরীং তব মনোরথসিদ্ধিরাসীৎ ॥৩৭॥

হে মদনতুল্য রূপবান পুরুষ তুমি যে আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলে, সে দেখা এই হইল। তোমার বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে তুমি শীঘ্র তোমার প্রেয়সীর নিকট ফিরিয়া যাও।৩৭॥

সুন্দরঃ ত্বমেব মে ভূপতিজে নিবাস-
ত্বমেব নাস্তা মম জীবিতেশা।
প্রসন্নতা তে সকলেষ্টসিদ্ধি-
র্মনোজসংমোহিনি মামব ত্বম্ ॥৩৮॥

সুন্দর—হে রাজকুমারি, তুমিই আমার বাসভূমি। আমার অন্য কোনও প্রিয়া নাই, তুমিই মোর প্রাণেশ্বরী। তোমার অনুগ্রহ হইলে আমার ইষ্টসিদ্ধি হয়। হে মদনমোহিনি, তুমি আমাকে এ সঙ্কটে রক্ষা কর।৩৮॥

তব নিশিতকটাক্ষক্ষিপ্তবাণব্রণার্ত্তিং †
মম তনুমনুরক্তে জীবয়ত্বৌষধেন।
ত্বদধরমধুপানাক্ষেপ এবোপরন্তঃ ‡
স্তনজঘনবিলগ্নালিঙ্গনং গাত্রলেপঃ ॥ ৩৯ ॥

হে সুন্দরি, তোমার শাণিত কটাক্ষ শর ক্ষেপণে আমার শরীর অতিশয় ক্ষত হইয়াছে। তুমি অনুরক্তা হইয়া আমাকে ঔষধ প্রদান করিলে আমি এ রোগ হইতে ত্রাণ পাইতে পারি। তোমার অধরমধু পান করিলে আমার অন্তরের বিকার দূর হইবে। তুমি আমাকে প্রতি অঙ্গে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর এবং ইহা আমার পক্ষে বাহ্যপ্রলেপনস্বরূপ হইবে। ৩৯॥

ততঃ

ক্রীড়ার্থং মদনাতুরাং স্মমুদিতাং § সঞ্জাতলজ্জাভয়াং
কান্তাং কেলিনিকেতনং নৃপসুতাং নীত্বা চ শয্যোপরি।
সংস্থাপ্যাগুরুচন্দনং সকুসুমং কর্পূরপূগং পুরো-
দাত্রী প্রীতিসখী করপ্রহসিতা কান্তেন দূরীকৃতা ¶ ॥ ৪০॥

বিদ্যা মদনের শরে ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে আনন্দিত হইতেছিলেন বটে কিন্তু লাজে ও ভয়েতে তিনি অতিশয় জড়সড় হইয়া উঠিলেন। বিদ্যার সখী বিদ্যাকে ক্রীড়াস্থলী পালঙ্কের উপর ধরিয়া তুলিয়া দিল এবং তাহার পাশে কুসুম, চন্দন, চুয়া, কর্পূর, তাম্বুল, গুয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চতুর সুন্দর তাহাকে হস্তভঙ্গিপূর্বক অপবিত্ত করিয়া তাড়াইয়া দিল। ৪০॥

সব্রীড়াং হি বহির্গতাং * প্রিয়সখীং দৃষ্ট্বা স কামাতুর-
স্তস্যাঃ পীনঘনস্তনোরুযুগলাদাকৃষ্য চীনাংশুকম্।
[কৃত্বালিঙ্গনপীড়িতাং নৃপসুতাং পীত্বাধরং তাড়য়ন্
মর্দ্দন্ † দন্তনখক্ষতানি কুরুতে মোক্ষঞ্চ নীব্যাস্ততঃ] ‡ ॥৪১॥

বিদ্যার সখী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলে সেই চতুর কুমার কামান্ধ হইয়া বিদ্যার কাঁচলী আকর্ষণ করিল। বারংবার অধরপান করিয়া সুন্দর তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে পীড়িতা করিল। নখ ও দন্তের দ্বারা বিদ্যাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার নীবীবন্ধন খুলিয়া ফেলিল ৪১॥

দ্রাগ্দৃষ্টং § জঘনস্থলং স্তনযুগং লজ্জাভয়াদ্ব্যাকুলা
বালা সৎকবরীনিবদ্ধবিলসন্মালাহতে ৺ দীপকে।

---

† সং বি-র পাঃ—তব নয়নকটাক্ষক্ষিপ্তবাণব্রণার্ত্তাং
‡ সং বি—ত্বদধরমধুপানং ক্ষেমমেকং পরন্তু।
১—একোপরোহস্তঃ ২—এবোপ.স্তঃ, ৩—একো-
পরস্ত, ৪—একোপরস্তঃ।
§ সং বি—প্রিয়তমা,
¶ ১—দত্ত্বা প্রীতিসখীকরং প্রহসিতা কান্তেন ভূরীকৃতা
২—দত্ত্বা প্রীতিসুখীকরং প্রহসিতা কান্তেন ভূষিকৃতা।

* সং বি—বিনির্গতাং
† সং বি—মন্দং
‡ এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের যেরূপ বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উল্লেখিত হইল ;—
১পু—কৃত্বালিঙ্গনচুম্বনং নৃপসুতাং পীত্বাধরং তাড়নং
মর্দ্দন্ দন্তনখক্ষতানি কুরুতে ক্ষোগঞ্চ যেনোস্তনঃ ॥
২পু—কৃত্বালিঙ্গনচুম্বনং নৃপসুতাং পীত্বাধরাতাড়নং
মর্দ্দন্ দন্তনখক্ষতানি কুরুতে ভোগ্যঞ্চ নাভ্যাস্ততঃ ॥
৩পু—কৃত্বালিঙ্গনচুম্বনাং নৃপসুতাং পীত্বাধরস্তাস্তনং
মর্দ্দন্ দন্তনখক্ষতঞ্চ কুরুতে ক্ষোভঞ্চ লভ্যোত্যসৌ ॥
৪পু—কৃত্বালিঙ্গনচুম্বনং নৃপসুতা পীত্বাধরং তাড়নং
মর্দ্দন্ দন্তনখক্ষতঞ্চ কুরুতে ক্ষোভঞ্চ লভ্যোত্যসৌ ॥
§ প্রাগ্দৃষ্টং—সকল পুঁথির পাঠ। ইহা সঙ্গত মনে না হওয়ায় দ্রাগ্দৃষ্টং করা হইল।—বি-চ-পৃঃ ৭২
৺ সং বি, ৫পু—বালাসৎকবরীসুপুষ্পবিলসন্
২—বালা সা কবরীসুপুষ্পবিলসন্
৩—বক্ষোজেকবরীসুপুষ্পবিলসন্

চন্দ্রস্থূলতেজসা সুবিলসদ্দীপোপমেন * স্ফুটং
দৃষ্ট্বা কান্তগুণেঽধিকং স্মিতমুখী সন্ত্যক্তলজ্জাভবৎ ॥৪২॥

স্তনযুগল ও জঘনমণ্ডল প্রকাশিত হইয়া গেলে বিদ্যা লজ্জা ও ত্রাসে ব্যাকুল হইয়া কবরীস্থ কুসুমের মালার দ্বারা দীপ নির্ব্বাপিত করিল। তথাপি প্রজ্জ্বলিত দীপের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট রত্নের প্রভায় দ্বারা নিজের (নগ্নদেহের) সৌন্দর্য্য অধিকতর কমনীয় দেখিয়া ঈষৎ হাস্যবদনা হইয়া বিদ্যা লজ্জা পরিত্যাগ করিল।৪২॥

বিদ্যা—সংভোগ্যং সুমনোহরং সুমধুরালাপঞ্চ পাদদ্বয়-
ত্যানন্তং মম নূপুরদ্বয়মিদং শান্তং রণৎকঙ্কণং।
পশ্য ত্বৎসুরতোপচারকথনং প্রোচ্চৈঃ করোত্যাশ্রিতং
বিশ্বাসান্ন বহিষ্কৃতং ফলতি তৎ কস্মৈ তু বিশ্বস্যতে ॥৪৩॥

বিদ্যা—আমার যে দুইটী নূপুর সম্ভোগের যোগ্য ও সুমধুর প্রতি পাদক্ষেপেই সৃষ্টি করিত, তাহারা এক্ষণে মৌনভাবে আমার চরণযুগলে নম্রভাবে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু আমার কঙ্কণদ্বয় মৌনভাবে আশ্রয় লইয়াও তাহারা এক্ষণে ঝঙ্কার করিয়া তোমার রতি উপচারের কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিতেছে। বিশ্বাস করিয়া তাহাদের আমি খুলি নাই বলিয়া তাহারা এই ফল দিতেছে, কে যে বিশ্বাসযোগ্য আর কে যে নয়, ইহা আমি বুঝিতে পারি না ॥৪৩॥

সুন্দরঃ শৃঙ্গারমেতদ্বিপরীতমত্র
সমাচরন্ত্যাঃ সুভগেঽতিলোলঃ।
মন্যে শশী কুণ্ডললক্ষ্যরূপো
গণ্ডস্থলং চুম্বতি তে সকামঃ ॥৪৪॥

সুন্দর—তুমি আমার নিকট বিপরীত রতি যাচ্ঞা করিতেছ, তোমার কানবালা দুলিতেছে, দেখিয়া মনে হইতেছে যেন শশী কানবালার আকারে তোমার গণ্ডে কামভরে চুম্বন করিতেছে ॥৪৪॥

উত্তুঙ্গস্তনযুগ্মনিৰ্দয়দৃঢ়াশ্লেষেণ তেঽদ্য প্রিয়ে
দন্তাঘাতনখক্ষতৈঃ সুমধুরালাপৈস্তথা চুম্বনৈঃ।
নানাবন্ধবিনোদতোঽধিকরসেনৈতৎ কৃতং সার্থকং
গাত্রং মে পুরুষায়িতেন শমিতা কন্দর্পবাণব্যথা ॥৪৫॥

হে প্রিয়ে, সুরতক্রিয়ার বিবিধ বন্ধনে, তোমার নখ ও দন্তের আঘাতে, তোমার উন্নত স্তনযুগলের নিবিড় চাপে, মধুর আলাপে ও চুম্বনে তুমি আজ আমার জীবন কৃতার্থ করিলে। তুমি স্ত্রী হইয়া পুরুষের ন্যায় রতিরসে সমধিক মজিয়া আজ আমার মদনবাণের জ্বালা নিবারিত করিলে ॥৪৫॥

যন্মাহং মুখরঞ্চ নিগুর্ণমিদং পাদাহতং কর্কশং
নিঃশব্দং ভবতীহ নূপুরযুগং যেতৎ কৃতে মে প্রিয়ে।
গোপ্যস্থা কটিমেখলা ঘনরবা বিজ্ঞাপয়ত্যাশ্রিতা
মধ্যস্থা মধুরধ্বনিগুর্ণবতী সুপ্রীতিকারিণ্যপি ॥৪৬॥ *

হে প্রিয়ে, তোমার যে নূপুরদ্বয় বহির্দৃশ্যমান ও সতত মুখর হইয়া থাকিত, তাহা এক্ষণে পদাঘাতবশত কর্কশতাপন্ন ও বন্ধনসূত্রহীন হইয়া ঐ নিঃশব্দে পড়িয়া আছে, আর গোপ্যস্থানে রক্ষিতা তোমার যে চন্দ্রহার মধুর ধ্বনিতে প্রীতিদান করিত সে তোমার আশ্রিত হইয়াও বারংবার করিয়া কহিয়া দিতেছে। গোপনীয় স্থানে যত্নে তাহাকে রাখিয়াছিলে, সেই হেতু সে তোমার প্রতিশোধ দিতেছে ॥৪৬॥

তদ্বক্ত্রং রুচিরাননে ত্বদধরাদিব্যামৃতং স্বাদিতং
যাভ্যাং তে নয়নে নিচোলরহিতং সর্ব্বাঙ্গমালোকিতম্।
তৌ হস্তৌ জঘনস্থলং স্তনযুগং তে সন্দধানৌ চ যৌ
তদ্গাত্রং তপসার্জ্জিতং রতিসুখং প্রাপ্তাঙ্গসঙ্গঞ্চ যৎ ॥৪৭॥

হে রাজকুমারি, তোমার অধরসুধার আস্বাদন যে লাভ করিয়াছে সেই মুখ বটে, তোমাকে যে বস্ত্রশূন্য অবস্থায় দর্শন করিয়াছে, সেই নয়নকে আমি নয়ন বলিয়া গণ্য করি, তোমার জঘনস্থলে কিংবা স্তনতটে যাহার হস্তস্পর্শ ঘটিয়াছে, সেই হস্তই যথার্থ হস্ত বলিয়া আমি মনে করি। বহু তপস্যায় যে তোমার অঙ্গ স্পর্শসুখ লাভ করিয়াছে, তাহার অঙ্গকে আমি প্রকৃত অঙ্গ বলিয়া মনে করি ॥৪৭॥

---

* ১ ও ২ পু-তে সমন্তবদ্ধাপোপমেন স্ফুটং দৃষ্টং
৩ ও ৪ পু-তে সমন্তবদ্ গাত্রোত্তমেন স্ফুটং দৃষ্টং

* সং বি র পাঠ:—
যদ্বক্ত্রং মুখরঞ্চ কুণ্ডলযুগং লোলায়মানং প্রিয়ে
নিঃশব্দং বভতীহ নূপুরযুগং যস্তৎকৃতং ভাবিনি।
নিঃশব্দা কটিমেখলা ঘনরবং বিজ্ঞাপয়ন্তী স্বয়ং
কুর্ব্বন্তী জয়ডিণ্ডিমধ্বনিমসৌ শৃঙ্গারসন্তাণ্ডবে।
সং বি-র অতিরিক্ত পাঠ—
স্বন্দীব্যপীনস্তনযুগ্মমাস্যং
তুচ্ছাকৃরূপং জঘনস্থলঞ্চ।
ত্বৎপীবরং রম্যনিতম্ববিম্বং
মজ্জীবনং জীবয়তি স্ম কান্তে ॥৪৫।

বিদ্যা। নিশাবশেষে রমণাভিলাষ-
সিদ্ধিস্তবাসীৎ কিমতঃপরন্তু।
যথা ন জানাতি জনোঽপি কশ্চিৎ
তথা তথা যাহি পুনস্তমেহি ॥৪৮॥

বিদ্যা—হে আর্য্যপুত্র, রজনী প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল, তোমার ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, আর কেন? এইখান হইতে সাবধানে তুমি বাহির হইয়া যাও যেন পথে তোমাকে অন্য লোক কেহ না দেখে।৪৮॥

সুন্দরঃ তবাস্তু মেঽনুগ্রহ এব দেবি
ত্বদঙ্গসঙ্গাৎ সফলং হি জন্ম *
ন চ প্রিয়ে মাং বিজহাসি নূনং
মনোব্যথাভৈষজমত্র নাস্তি ॥৪৯॥

সুন্দর—হে দেবি, আমি তোমারই অনুগ্রহ বাঞ্ছা করি, তোমার সঙ্গমে আমার জন্ম সফল হইয়াছে। আমাকে তুমি ত্যাগ করিও না—কেননা আমার মনোব্যথা জুড়াইতে এ জগতে তোমাকে ছাড়া আর কোনও ঔষধ দেখি না।৪৯॥

ন স্নানং ন চ ভোজনং ন পঠনং নান্যত্র সৌখ্যং ধৃতি-
র্নান্যস্ত্রীজনসেবনং ন চ কথা নিদ্রাবিলাসোদ্যমঃ।
কিন্তু ত্বাং পরিচিন্তয়ামি সততং ধ্যানেন চেতঃস্থিতাং
স্বপ্নালোকনকামকেলিবিধিনা জীবামি কান্তে তব ॥৫০॥†

অন্যত্র স্নান, ভোজন, পঠন, সৌখ্য, অন্যস্ত্রীজনসেবন বা নিদ্রাবিলাস কিছুতেই আমার উৎসাহ নাই। আমি কিন্তু সর্ব্বদাই হৃদয়স্থিতা তোমাকে ধ্যানযোগে চিন্তা করি। হে প্রিয়ে তোমার সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট কামকেলি ভাবিয়াই জীবনধারণ করিতেছি।৫০॥

চন্দ্রঃ স্বাচ্ছন্দভাস্করো মম ভবেদ্রাত্রির্যুগানাং শতং
মিষ্টং তিক্তরসং বিলেপনমহো দীপ্তানলো মে তব।
বিচ্ছেদান্মলয়ানিলঃ প্রিয়তমে কিং কালকূটঃ ক্রতো
গীতাদিধ্বনিরেব বজ্রসদৃশো ঽরণ্যং বিচিত্রং গৃহম্ ॥৫১॥

হে প্রিয়তমে! তোমার বিরহে আমার নিকট (এ সংসার অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে) শশী শত সূর্য্যের মত উত্তপ্ত বলিয়া মনে হইতেছে রাত্রি যুগশতের মত সুদীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার মুখেতে মিষ্ট রস তিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, চন্দনাদির বিলেপনকে জ্বলন্ত অগ্নি সম বোধ হইতেছে, মলয় পবন গরল বলিয়া বোধ হইতেছে, গীতবাদ্য বজ্রের ধ্বনির মত বোধ হইতেছে, এবং বিচিত্র গৃহ অরণ্য সদৃশ বলিয়া বোধ হইতেছে।৫১॥

নানাকথাকৌতুককেলিভিঃ সা
সার্দ্ধন্তু তেনৈব রমেত নিত্যম্।
হর্ম্যে সুরম্যে রমণেন যুক্তা
বরাসখীভিঃ পরমপ্রিয়াভিঃ ॥৫২॥

(এইরূপে রাজপুত্র বিদ্যার ভবনে প্রতিদিন সংগোপনে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন।) রজনীতে রমণীর প্রাসাদে বিদ্যা প্রিয়তমের সহিত বিশ্বস্ত প্রিয়সখী সমভিব্যাহারে আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। সরস আলাপে, রতিরঙ্গে, হাস্যপরিহাসে ও কৌতুকে তাহারা কালক্ষেপণ করেন।৫২॥

অথ কদাচিৎ বাসগৃহদ্বারি রাজকিঙ্করঃ খড়্গহস্তস্তিষ্ঠতি,
তৎ দৃষ্ট্বা আহ সুন্দরঃ
দুষ্টমূর্ত্তির্দয়াহীনো দ্বারে তিষ্ঠতি কিঙ্করঃ।
অস্ত্র ভ্রান্তি কুরঙ্গাক্ষি বিদ্ধে তৎ কিং করোম্যহম্ * ॥৫৩॥

অনন্তর একদিন বিদ্যার বাসগৃহের দ্বারে খড়্গ হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান ঘাতককে দেখিয়া সুন্দর বিদ্যাকে বলিল, হে হরিণনয়নে, ক্রূরমূর্ত্তি, নিষ্ঠুর ঘাতক অস্ত্র হাতে করিয়া দ্বারেতে রহিয়াছে। হে রাজপুত্রি, তুমি বল এখন আমি কি উপায় করিব, আমার প্রাণ বুঝি যায়।৫৩॥

---

* ২পু—তব প্রিয়ে যে বিমুখাঃ কদাপি মন্যে বৃথা জন্ম সুদাস্ত তেষাম্।

এই স্থানে ৫০ শ্লোকের পর ৪ পু-তে এই শ্লোক অধিক আছে। শ্লোকটি এই,—
রাত্রিঃ কান্ত যুগোপমা মলয়জা গন্ধানিলাঃ কিং বিষং
সোমঃ সূর্য্য ইবাভবন্ মলয়জালেপঃ স্ফুলিঙ্গোপমঃ।
সুব্যক্তং স্বরগীতকাব্যমধুনা যন্ত্রাদিবাদ্যধ্বনি-
বজ্রস্যাহতিরেব কর্ণযুগলে বিচ্ছেদতো মে তব॥

এ স্থানে কান্ত এই সম্বোধন থাকায় ইহা বিদ্যার উক্তি মনে হয়, এবং ইহা ৫১ শ্লোকের অনুরূপ। সুতরাং ইহা ৫১ র পাঠভেদ বলিয়া মনে হয়।

৫১ শ্লোকের পর ৪ পু-তে একটি শ্লোক অতিরিক্ত আছে।
মানং মানিনি মুঞ্চ সুভ্রু দয়িতে মিথ্যা বচঃ শ্রূয়তে
কিং কোপাগ্নিজসেবকে যদি বচঃ সত্যং ত্বয়া গৃহ্যতে।
দোর্ভ্যাং বন্ধনমাশু দন্তদলনং পীনস্তনাস্ফালনং
দোষশ্চেন্মম তে কটাক্ষবিশিখৈঃ শাস্তিপ্রহারং কুরু॥

† সং বি-র অতিরিক্ত পাঠ—
রাত্রিঃ কালযুগোপমা মলয়জা গন্ধানিলাঃ কিং বিষং
সোমঃ সূর্য্য ইবাভবন্মলয়জালেপঃ স্ফুলিঙ্গোপমঃ।
তিক্তঃ সুস্বরগীতবাদ্যপরভৃত্ পারাবতাদিধ্বনি-
র্বজ্রস্যাহতিরেব কর্ণযুগলে বিচ্ছেদতো মে তব॥

* এই শ্লোক সং বি ও পু ১এ কেবল পাওয়া যায়।

ততো রাজকিঙ্করেণ ধৃতঃ সন্নাহ
কিমদ্ভুতমধুনৈব মম দৈবনিয়োজিতাৎ।
চৌরং প্রাপ্তমিতি ব্রুবং কৃত্বা দোষাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৫৪॥

অনন্তর রাজভৃত্য কর্তৃক ধৃত হইয়া সুন্দর বলিল, 'কি আশ্চর্য্য আমারই দৈবের দুর্বিপাকে এক্ষণেই রক্ষিগণ আমাকে ধরিয়া ফেলিল। চোর ধরিতে পাইয়াছি, এমন কথা বলিল। আমার দোষ বিঘোষিত হইল'।৫৪॥

•

কামার্ত্তোনবযৌবনঃ কবিবরো ভূপালপুত্র্যা সমং
নানাবন্ধবিনোদনির্ভররতিক্রীড়ারসানন্দিতঃ।
গত্বান্তঃপুরতো বহির্বিলসিতো রাজাগ্রতো নীয়তে
চৌরো-রাজনিয়োজিতৈঃ স্বপুরুষৈশ্চারৈরুপায়জ্ঞৈঃ ॥৫৫॥

নূতন যৌবনযুক্ত ও কামার্ত্ত কবিবর রাজপুত্রী বিদ্যার প্রেমে মগ্ন হইয়া বিভিন্ন সুরত বন্ধনে রতিসুখ প্রচুর ভোগ করিল। ইহার অনুসন্ধান পাইয়া রাজার বুদ্ধিমান ও সুপুরুষ সকল অনুচর বিদ্যার মহলে গিয়া সুন্দরকে চোর বলিয়া ধরিয়া আনিল এবং নৃপতির নিকট ধরিয়া লইয়া গেল।৫৫॥

রাজা তানপি সেবকান্ সুবসনালঙ্কারভূষীকৃতান্
কৃত্বা দ্রুত বিপক্ষকং খরতরং খড়্গং সমর্পনীয় তে।
নীত্বা তং ভবনাদ্বহির্বিলসিতং রাজাত্মজং সাহসং
দৃষ্ট্বা সংস্মর দেবতামিতিতদাপ্যূচুঃ স চৌরোঽবদৎ ॥৫৬॥

রাজা সেই সেবকগণকে সুন্দর বসন ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিলেন এবং তীক্ষ্ণ খড়্গ আনয়ন করিয়া শত্রুকে বধ করিতে আদেশ করিলেন। দীপ্তিমান রাজপুত্রকে প্রাসাদের বাহিরে লইয়া গিয়া ঘাতকগণ বলিল "তুমি এখন ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর।" এই কথা শুনিয়া সেই চোর বলিল।৫৬॥

ততো রাজ্ঞঃ শুভাশীর্ব্বাদং সুন্দরঃ করোতি
গোগজবাহনভোজনভক্ষ্যো-
দ্ভুতপমিত্রসপত্নজশত্রোঃ।
বাহনবৈরিকৃতাসমহৃষ্টা
ত্বামিহ পাতু জগত্রয়তুষ্টা ॥৫৭॥*

অনন্তর সুন্দর রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতেছেন
বৃষ আরোহণে যিনি করেন গমন।
তার জ্যেষ্ঠ তনয়ের যে হয় বাহন॥
তাহার ভোজন যাহা তার যে ভোজন।
তাহার পুত্রের হয় রক্ষক যে জন॥
তার মিত্র যেই জন শত্রু যেই তার।
তার তনয়ের সঙ্গে বিরোধ যাহার॥
তার বাহনের প্রতি শত্রুতা যে করে।
তার পৃষ্ঠে গতি যার সানন্দ অন্তরে॥
সেই ভগবতী তব করুন পালন।
প্রীতিতে পালেন যিনি এ তিন ভুবন॥†

ততঃ সুন্দরঃ স্বেষ্টদেবতাং পঞ্চাশৎশ্লোকৈস্তুষ্টূষুরাহ।
অনন্তর সুন্দর পঞ্চাশ শ্লোকে আপনার অভীষ্ট দেবতাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করিয়া কহিতেছেন

---

* এইটি ২-তে নাই। তৎস্থলে 'অরণ্যং বিচিত্রং গৃহং' ইত্যন্ত পদ্যের পর ইতি বিদ্যাসুন্দরসংবাদাখ্যং কাব্যং সমাপ্তম্ এইরূপে সমাপ্তি বাক্য আছে। এবং তৎপরে অদ্যাপি তাং ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা চোরপঞ্চাশী আরব্ধ হইয়াছে।

১ পু-তে বিদ্যাসুন্দর আখ্যান ও চোর পঞ্চাশী ভাগের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই এবং শ্লোক সংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে অবিচ্ছেদেই দেওয়া হইয়াছে। ৩ ও ৪ পু-তে স চৌরোঽবদৎ ইত্যন্ত পদ্যের পর নিম্নলিখিতরূপ সমাপ্তি বাক্য আছে এবং এই স্থানেই পুস্তক সমাপ্তি হইয়াছে। সুতরাং ইহার পরে চোরপঞ্চাশী শ্লোক সকল আর নাই।

সমাপ্তি বাক্য যথা—

ইতি বিদ্যাসুন্দর শ্লোকাঃ সমাপ্তাঃ—৪ পু।

† এই শ্লোকার্থ ও পাদটীকায় যে বিভিন্ন পাঠ দেওয়া হইল তাহা বি-চ হইতে সংগৃহীত হইল।

সঃ প্রফুল্ল পাল।

চৌরপঞ্চাশৎ

নন্দকুমার কবিরত্নঅনূদিত

গ্রন্থ-পরিচয়

আমরা 'চৌরপঞ্চাশৎ' নামে যে পঞ্চাশটি শ্লোক প্রকাশিত করিতেছি,—তাহার রচয়িতার নাম বিল্হণ। ইনি কাশ্মীরে একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, এই গ্রন্থের শেষ সর্গ হইতে কবির জীবনের অনেক ঘটনাই জ্ঞাত হওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে আছে যে, কবি বিল্হণ বিদ্যা শিক্ষা সমাপন করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিবার উদ্দেশে কাশ্মীর ত্যাগ করেন এবং মথুরা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ, বারাণসী, গুর্জর ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে চালুক্য নৃপতি বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের রাজধানী কল্যাণ নগরে গিয়া উপস্থিত হন। এই স্থলে নৃপতি বিক্রমাদিত্য কবি বিল্হণকে 'বিদ্যাপতি' উপাধি দিয়া সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। কবি বিল্হণ এই কল্যাণ নগরে থাকিয়া 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য রচনা করেন।

চৌরপঞ্চাশৎ-এর 'পঞ্চাশৎ' শব্দটি যুক্ত হইবার কারণ অনুমান করা যায় যে, কাব্যটি ৫০টি শ্লোকের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু উক্ত নামটির পূর্বে 'চৌর' শব্দের প্রয়োগের সার্থকতা কি? এই প্রশ্নের জবাবে কিন্তু মতদ্বৈধ আছে—আমরা তাহা উল্লেখ করিতেছি। অনেকে বলেন যে চাবরা বা চাপোৎকট বংশ উদ্ভূত কোনও রাজপুত্রীর বিষয় এই পঞ্চাশটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কাব্যটির নামকরণ চৌরপঞ্চাশৎ দেওয়া হইয়াছে। এই উত্তরে আমরা কিন্তু আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। অনেকে বলেন যে, 'চৌর' শব্দটি কোন বংশের নাম নয়, ইহা কোনও কবিবিশেষের নাম। 'চৌর' নামে আমরা এক প্রাচীন কবির পরিচয় জানি, বহু সুভাষিতের সহিত এই 'চৌর' কবির নামের সংযোগ দেখা যায়। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়দেবের প্রসন্নরাঘব নাটকের প্রারম্ভে 'চৌর' কবির নামোল্লেখ আছে—যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো। ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ॥ হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ। কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়॥—এই শ্লোকে রূপকচ্ছলে এক একটি কবিকে কবিতাকামিনীর অঙ্গ, ভূষা ও বিভিন্ন ভাবের প্রতীকস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। চোর কবিকে কবিতাসুন্দরীর কৃষ্ণবর্ণ কেশদামের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে 'চৌর' কবির এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যে নাট্যকার কৃষ্ণবর্ণ কেশদামের সহিত তাহাকে তুলনা করেন। Dr. Solf কর্তৃক প্রকাশিত কাশ্মীরী সংস্করণের শেষ ভণিতায় আমরা গ্রন্থের আর একটি নাম 'চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা' বলিয়া পাইতেছি; এই নাম হইতে উক্ত প্রশ্নের জবাব এইভাবে দেওয়া যায় যে, চৌর্যভাবে সুরতভোগ করা হইয়াছে এরূপ কাহিনী পঞ্চাশৎ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত পঞ্চাশৎ শ্লোকের রচয়িতা পরবর্তীযুগে 'চোর' এই আখ্যা পাইয়া থাকিবেন—এবং ঠিক এই কারণে এই চৌর কবিকে কৃষ্ণবর্ণ কেশদামের সহিত তুলনা করিলে অযৌক্তিক হয় না।

আমাদের আরও বিশ্বাস যে, কবি বিল্হণ ও চৌর কবি অভিন্ন, 'চৌর' বলিয়া পৃথক কোনও কবির অস্তিত্ব ছিল না, কবি বিল্হণই পরবর্তীযুগে 'চৌর' কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

চৌরপঞ্চাশতের যে কয়েকটি বিভিন্ন সংস্করণ এই 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে প্রকাশিত হইল, সেইগুলির অন্তর্ভুক্ত শ্লোকগুলি মিলাইলে দেখা যাইবে যে মাত্র ৩৪টি শ্লোক সম্পূর্ণভাবে সকল চৌরপঞ্চাশৎ গ্রন্থগুলিতে স্থান পাইয়াছে। শ্লোকগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টি মূল চৌরপঞ্চাশৎ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা বলা শক্ত। বিভিন্ন সংস্করণে শ্লোকগুলির নূতন ও বিভিন্নরূপ দেখিয়া মনে হয় যে, মূল 'চৌর পঞ্চাশৎ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শ্লোকগুলির অনুকরণে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন শ্লোক রচনা করিয়া থাকিবেন।

আমরা এই স্থলে বঙ্গদেশে প্রচারিত 'চৌরপঞ্চাশৎ' গ্রন্থের সঙ্গে শ্লোকগুলির 'বিদ্যা ও কালীপক্ষে' ব্যাখ্যার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত করিতেছি। এই অনুবাদকের নাম নন্দকুমার কবিরত্ন; ইনি এই ব্যাখ্যাগুলি কাশীনাথ সার্বভৌম নামক কোনও পণ্ডিতের টীকা অনুযায়ী বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করেন। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অনেক প্রাচীন সংস্করণে অন্নদামঙ্গলের পরিশিষ্টে চৌরপঞ্চাশৎ গ্রন্থের শ্লোকগুলির যে দ্ব্যর্থবোধক অনুবাদ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তাহা আর এই নন্দকুমার কবিরত্নের অনুবাদ অভিন্ন, তবে এই গ্রন্থে 'নন্দকুমার' এই নামে যে সকল ভণিতা পাওয়া যায়, তাহা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভণিতাশূন্য অবস্থায় নন্দকুমারের এই দ্ব্যর্থক ব্যাখ্যা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে স্থান পাওয়ায় সাধারণ সাহিত্যসেবিদিগের মনে এই ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, এই গ্রন্থটির রচয়িতা ভারতচন্দ্র।

তবে সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের এই ভ্রম প্রথম অপনোদন করেন হরিমোহন সেনগুপ্ত। ১৭৭৫ শকের 'বিবিধার্থ সন্দর্ভ' নামক মাসিক পত্রিকায় 'ভারতচন্দ্র রায়' নামক এক প্রবন্ধে এই লেখক বলেন, "চৌর পঞ্চাশৎ কাব্য, নন্দকুমার কবিরত্ন বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যচ্ছন্দে অনুবাদ করেন যাহা অধুনা পূর্ণচন্দ্রোদয়, চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কবিরত্নকৃত চোরপঞ্চাশৎ কাব্য বহুকাল মুদ্রিত প্রযুক্ত একণে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যাঁহাদিগের রচনার দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের কবিরত্ন কালীকৈবল্যদায়িনী ও শুকবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের রচনার সহিত ঐক্য করিলেই ইহার গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। যাহা হউক, চোর-পঞ্চাশৎ কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ রায় গুণাকরের নয়।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত নন্দকুমারের বিরচিত এই 'চৌরপঞ্চাশৎ' গ্রন্থের এক প্রাচীন সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি, গ্রন্থটীতে নিম্নলিখিত ভণিতা পাওয়া যায়,—

(১) নন্দকুমার ভাবে পয়ারে রচিত।
অন্তকালে কালী কর যা হয় উচিত॥

(২) শ্রীনন্দকুমারে বলে অভয়ামঙ্গল।
শুনিলে অবশ্য হয় চতুর্বর্গফল॥

ইহা ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের চল্লিশটী শ্লোকের পর 'দ্বিতীয় উল্লাসে'র পরিসমাপ্তিতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়,—

সুন্দর কাতর অতি জানি মনে ভগবতী
উপনীত হৈলা মশানেতে।
ভারত ব্যাখ্যানে তার আছে অতি সুবিস্তার
দেখ যথা বিদ্যাসুন্দরেতে।
চোরপঞ্চাশিকা নামা গ্রন্থ অতি নিরুপমা
টীকা মতে অর্থ করি সার।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীনন্দকুমার॥

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, চৌরপঞ্চাশতের দ্ব্যর্থবোধক যে ব্যাখ্যা আমরা এইস্থলে প্রকাশ করিতেছি, সেগুলি নন্দকুমার কবিরত্নের লেখা; তবে কিছুদিন পূর্বেও এই দ্ব্যর্থবোধক ব্যাখ্যাগুলি ভারতচন্দ্রের রচনা বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সে ভ্রম অপনোদন হইয়াছে।

* * * *

এ বিষয়ে আমরা 'বিদ্যাসুন্দরে'র ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। —সঃ প্রফুল্ল পাল

চৌরপঞ্চাশৎ

—:•:—

নন্দকুমার কবিরত্ন-অনূদিত

—:•:—

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্। ১
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং ২
বিদ্যাং প্রমাদগলিতামিব ৩ চিন্তয়ামি ॥১॥

অগ্রার্থ:—বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে পড়ে হারাই জীবন
তথাপি বারেক চিন্তা বিদ্যার কারণ ॥
বরণ চম্পকদাম তুল্যরূপ তার।
গৌরাঙ্গ তেমতি শোভা তব তনয়ার ॥
অরুণ-উদয়ে যেন প্রফুল্ল কমল।
বিদ্যার বদন শোভে তেমতি বিমল ॥
গৌর দেহে কিবা শোভে কৃষ্ণ লোমাবলী।
সিন্দূরের বিন্দুমাঝে অলকা-আবলী ॥
যখন শয়ন হৈতে নিদ্রা হয় ভঙ্গ।
বিহ্বল লালস রসে হয় আর অঙ্গ ॥
প্রমাদেতে পড়ি আমি পরাণ হারাই।
মুহূর্ত্তেকে বিদ্যারূপ চিন্তা ক'রে যাই ॥

দ্বিতীয়ার্থ:—কালীপক্ষে।

কনক-চম্পকদাম মুদ্রা দক্ষকরে।
আশীর্ব্বাদ বরাভয়যুক্ত সব্যে ধরে ॥
যে গুণে বিভব নাম হয়েছে অভয়া।
নিজ গুণে দয়া করি কর মোরে দয়া ॥
অগৌরী শব্দেতে মহামেঘপ্রভা জানি।
নীলপদ্ম-প্রকাশিত বদন খানি ॥
শিবের বচনে যোগতন্ত্র-মতে বলি।
নাভিদেশে আছে তব নীলরোমবলী ॥
সুপ্ত-শব্দে নয়নে আছেন ত্রিলোচন।
তদোপরি দিগম্বরী কর আরোহণ ॥

কার্ত্তিকের জন্মকালে শুনেছি পুরাণে।
উপস্থিত হ'ল কাম শিব-সন্নিধানে ॥
ভ্রূকুটী লোচনে ভস্ম হইল মদন।
মদন-বিহ্বল নাম হইল তখন ॥
তাঁহার সহিত যেবা লালসিত অঙ্গ।
প্রমাদেতে প'ড়ে করি তাঁহার প্রসঙ্গ ॥
বিদ্যা নামে দশ মহাবিদ্যার বর্ণনা।
তন্ত্রসারে আগে যারে করেছে গণনা ॥ ॥

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি ৪
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি ॥২॥

অগ্রার্থ: —বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি অশেষ ক্লেশ রজ্জুর বন্ধনে।
বিশেষত শরানলে দহিছে মদনে ॥
এ তাপ নাশের হেতু সেই সুলোচনা।
নবযৌবনেতে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥
তাহে উচ্চ স্তনভার গৌরবর্ণ কান্তি।
কামবাণ-পীড়িতের সুমঙ্গল শান্তি ॥
এখন বারেক যদি পাই দরশন।
সকল শরীরে হয় সুধা-বরিষণ ॥

দ্বিতীয়ার্থ:—কালীপক্ষে।

যেমন আমারে পূর্ব্বে করেছিলে দয়া।
অদ্যাপি সেরূপ যদি দেখি গো অভয়া ॥
কিবা রূপ চন্দ্রতুল্য আস্য শোভে যাঁর।
শশিমুখী বলি তেঁই স্তুতি করি তাঁর ॥
অরি বলি মহাকালী বীজ প্রকরণে।
চন্দ্রমুখে চন্দ্রবিন্দু তন্ত্রের কথনে ॥

উপমার কথা শুন এক মত নয়।
কখন সদৃশ কোথা গুণে গণ্য হয়॥
পুনরপি শ্যামরূপ করে বিবেচনা।
চিরকাল বিদ্যমান নূতন-যৌবনা॥
পীন শব্দে উচ্চ আর স্তন শব্দে রব।
বড় ঘোর শব্দযুক্ত বুঝায় ভৈরব॥
অভিধানে গৌর শব্দে শ্বেতবর্ণ কয়।
সেই বর্ণযুক্ত শিব বুঝায় নিশ্চয়॥
সেই দেবকান্ত যাঁর নাম গৌরকান্তি।
কৃপা করি মাহেশ্বরী মোরে কর শান্তি॥
দেব আদি সবাকার হরে লয় মন।
তাহাতে মন্মথ নাম ধরিল মদন॥
মন্মথের শর করে শর শব্দে নাশ।
হইল মন্মথ শর নামের প্রকাশ॥
সেই নামে শক্তি হয় অগ্নিরূপ যাঁর।
এমন শিবের কাছে সদা ক্রীড়া তাঁর॥
সেরূপ সম্প্রতি যদি পাই দরশন।
সুশীতল তনু তবে করি এইক্ষণ॥২॥

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং
পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাম্।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্র-
মুন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টম্॥৩॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

যে সুখেতে এত কাল সুখী ছিল মন।*
অদ্যাপি মরণ কালে হতেছে স্মরণ॥
পুনরপি যদি পাই কমললোচনী।
ইহজন্ম মত সাধ সাধিব এখনি।
কিবা উচ্চ-পয়োধরভারে দেহ ক্ষীণ।
তিলেক অন্তরে যারে নাহি ভাবে ভিন॥
সেই উচ্চ কুচ দৃষ্ট হয় এ সময়।
সংপীড়নে সুখী তবে বাহুযুগ হয়॥
তার মুখপদ্মে নিজ মুখ মিশাইয়ে।
পুরাব মনের আশা তার মধু খেয়ে॥
উন্মত্ত অলিতে বহু করি অন্বেষণ।
সম্মুখেতে পায় যদি কমল-কানন॥
যেমন সে মধুকর হয়ে হর্ষবান্।
উদর পূরিয়ে অলি করে মধুপান॥
তেমন হরিষযুক্ত হয় মোর মন।
মরণকালেতে সুধা করিব ভোজন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

যাঁর লীলা পূর্ব্বকালে পাষাণ-তনয়া।
অদ্যাপি উদয় মনে সে রূপে অভয়া॥
অবোধ তনয়ে কৃপা কর গো প্রকাশ।
সঙ্কটে অভয় দেহ পাইয়াছি ত্রাস॥
প্রফুল্লকমলতুল্য চক্ষু যাঁর জানি।
কমলায়তাক্ষী বলে তাঁহারে বাখানি॥
কমলা শব্দেতে হয় বিষ্ণুর রমণী।
সেই বিষ্ণু নিজ চক্ষু দিলেন আপনি॥
দান পায়ে মহাদেব করেন ধারণ।
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি সে কারণ॥
পুরাণেতে উক্ত আছে হর পূজে হরি।
সহস্রেক পদ্ম তাহে নিরূপণ করি॥
একদিন হরি ভক্তি পরীক্ষা কারণে।
যোগেশ্বর এক পদ্ম রাখিলা গোপনে॥
পূজাকালে এক পদ্ম অমিল হইল
উঠায়ে আপন চক্ষু শিবে পূজা কৈল॥
কমলাক্ষ নাম শিব হইল তখনি।
কমলায়তাক্ষী কালী তাঁহার রমণী॥
পীবর শব্দেতে পুষ্ট পয়োধর তাঁর।
মহামেঘ সম প্রভা হইয়াছে যাঁর॥
অদ্য যদি সেই রূপ পাই দরশন।
এ সঙ্কটে হয় তবে সফল জীবন॥
সংপীড়া নামেতে কালী শুন ত্যজি ভ্রম
যে কালে হইল নাম ক্রমে বলি ক্রম॥
সং শব্দেতে সমুদায় পীড়ার জনম।
সংসার মধ্যেতে করিলেন ত্রিনয়ন॥
তাহাতে সংপীড় নাম ধরে ত্রিপুরারি।
সংপীড়িতা হয় নাম পাষাণকুমারী॥
অ শব্দে বিষ্ণুর নাম পুরাণে বিদিত।
বাহুযুগে চতুর্ভুজ অতি সুশোভিত॥
বিষ্ণুর জননীরূপে যথা বিষ্ণুমুখে।
অতি স্নেহে চুম্বন করিলা মহাসুখে॥
বালকের অতিশয় স্নেহের কারণে।
অলি যেন মধুপান করে পদ্মবনে॥
সেইরূপ কৃপা যদি কর গো জননী।
গর্ভধারিণীর রূপ ধর মা আপনি॥৩॥
ইহা বলে স্তুতি করে মনে মনে।
বিরচয়ে নন্দকুমার ভাষা উপাখ্যানে॥

* মূলগ্রন্থের পাঠ
যে সকল সুখে কাল করেছি যাপন।

সুন্দর কহিছে পুনঃ রাজা বিদ্যমানে।
এক নিবেদন মোর কর অবধানে॥
তব বাক্য রক্ষা হেতু প্রাণ যদি দিব।
অন্তঃকালে উদর পূরিয়া আগে খাব॥
যে দ্রব্য ভোজনে বড় হৈয়াছে প্রয়াস।
অদ্যাপি যাহার লাগি মনে করি আশ॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গী- ৫
মাপাণ্ডুগণ্ডপতিতালককুন্তলাক্ষীম্।
প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্থরপাবয়ন্তীং ৬
কণ্ঠাবসিক্তমৃদুবাহুলতাং স্মরামি॥৪॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে

নিধুবন শব্দে রতি-বিহার বুঝায়।
তাহার যে ক্লম ক্লেশ সয়েছেন তায়॥
আর এক শোভা তার কিবা মনোহর।
অলকা শোভিত পাণ্ডু গণ্ডের উপর॥
তাহাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়িয়াছে কেশ।
কমলেতে ভ্রমে যেন ভ্রমর বিশেষ॥
তাহার নিকটে কিবা শোভা চমৎকার।
খঞ্জন গঞ্জিত আঁখি দেখিছে তাহার॥
পুনরপি শুন বলি মনের বেদনা।
অনিবার প্রেম-রসে ছিল যে যাতনা॥
বিদ্যার সে রূপ যদি অন্তরেতে আসে।
ছন্ন ছন্ন হয়ে পাপ পলায় তরাসে॥
সুকোমল বাহুলতা বদ্ধ ভুজপাশে।
কণ্ঠে অবসক্ত আছি প্রেমের আবেশে॥
এখন বধিবে যদি জীবন আমার।
সে প্রেমে করহ রাজা আগেতে উদ্ধার॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর শুন নরপতি।
বিদ্যার স্মরণে আমি স্থির করি মতি॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

অদ্ভুত প্রমাদে যথা নিধুবন জানি।
তাহার যে ক্লম ক্লেশ সহে শূলপাণি॥
বিপরীত রতাতুর হইয়া মহেশ।
অধেতে পুরুষ ঊর্দ্ধে নারী তেঁই ক্লেশ॥
এমন শিবের সহ রয়েছে অর্দ্ধাঙ্গী।
তাহাতে শ্যামার নাম ক্লমনিঃসহাঙ্গী॥
কিবা কালিকার শোভা উপমা কি দিব।
পাণ্ডু বর্ণ আভা পদতলে পড়ে শিব॥

বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ শরণাভিলাষে।
আলুয়ে পড়েছে কেশ শ্যামা-পদপাশে॥
সেই যে পতিত কেশ শিবগণ্ডে শোভে।
মত্ত অলিগণ যেন ভ্রমে মধুলোভে॥
ধবল বর্ণেতে কেশ অলকা-আবলি।
সেই কেশ হতে মাকে মুক্তকেশী বলি॥
শ্বেত কৃষ্ণ মধ্যে দেখ অরুণ-বরণ।
কিবা শোভা হয়েছে শিবের ত্রিনয়ন॥
এমন শিবের নারী হয়েছেন যিনি।
ইহাতে অলকাবলি কুণ্ডলাক্ষী তিনি॥
অন্তরের যত পাপ করেন প্রকাশ।
সে দেহে আচ্ছন্ন করি করিছেন বাস॥
কণ্ঠে আভরণ শব মুণ্ডমালা পরি।
অবলা হইয়া রামা বিক্রমে কেশরী॥
অসুরের বাহুলতা কটিতে বিরাজে।
কিবা শোভা হতেছে কিঙ্কিণীরূপ সাজে॥
এরূপ সুন্দর করে কালীপদ সার।
পয়ারে রচিল তাহা শ্রীনন্দকুমার॥৪॥

অদ্যাপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণ্যমানাং
তির্য্যগ্‌গলত্তরলতারকমাবহন্তীম্। ৭
শৃঙ্গাররসারকমলাকররাজহংসীং
ব্রীড়াবনম্রবদনামুরসি ৮ স্মরামি॥৫॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

যে যাতে অপূর্ব্ব রত সেই ত সুরত।
সুরতেতে জাগরণ করে অবিরত॥
নিদ্রাবশে প্রেমরসে হয়ে পতিপ্রাণা।
এই হেতু সুরতজাগরঘূর্ণ্যমানা॥
কামোল্লাসে প্রেমরসে হয়ে বিবসনা।
সচঞ্চল ঝলমল সহাস্য-বদনা॥
সে সময় কিবা হয় বদনের শোভা।
গ্রাসমান শশী হেন হয় মধুলোভা॥
ভালে সিন্দুরের বিন্দু বিজলী খেলায়।
বিমানেতে তারাগণ পতনের প্রায়॥
কমল শব্দেতে জন্মস্থান পদ্মাকর।
এই হেতু বুঝালেক নাম সরোবর॥
শৃঙ্গারের সারাৎসার সরোবর-মাঝে।
রাজহংসীরূপ ধরে অদ্ভুত বিরাজে॥
কামিনী স্বভাবধর্ম্মে সলজ্জিত হয়।
মধু দান দিয়া অধোবদনেতে রয়॥

আমার হৃদয়ে সেই অদ্যাপি তেমন।
অতুল সঙ্কটে তবু না ভুলিল মন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

সুরত শব্দেতে জেনো এ ভব সংসার।
তাহার সংহাররূপে জাগরণ যার॥
সুরতজাগর রূপ ধরেন মহেশ।
তাহার সহিত ক্রীড়া যে করে বিশেষ॥
বিপরীতরতাতুরা হয়েছে শিবানী।
অতি ব্যস্তরূপা তেঁই ঘূর্ণ্যমানা জানি॥
বিমানেতে মহামেঘঘটা মধ্যভাগে।
তারাগণ পতন যেমন শোভে আগে॥
বক্রগতি ভ্রমে অতি চপলা যেমন।
সিন্দুরবিন্দুর পাশে শোভিছে চন্দন॥
উপাদান করে সার শৃঙ্গার রসের।
হয়েছে শৃঙ্গার সার নাম মদনের॥
তাহার কমলাকর কান্তি যে শোভার।
সে শোভা বিনাশে প্রভা দেখি হেন যার॥
তথাপি শৃঙ্গারসার করি ত্রিলোচন।
ক্রীড়া পক্ষিরূপা যেবা তাহাতে মগন॥
অকথ্য ঐশ্বর্য্য যার কে করে গণনা।
অশেষ বিশেষরূপে করে বিবেচনা॥
লজ্জামাত্র লজ্জা পেয়ে করেছে পয়াণ।
দিগম্বর নাম তাহে হয়েছে বিধান॥
সেই শিবে অবলম্ব বদন যাঁহার।
এমন শ্যামার পদযুগ করি সার॥
অন্তকালে অন্তরীক্ষে ভবানীকে পাবে।
নন্দকুমার বলে চতুর্বর্গ পাবে॥৫॥

অদ্যাপি তাং সুরতভাণ্ডবসূত্রধারীং
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং মদবিহ্বলাঙ্গীম্।
তন্বীং বিশালজঘনাং স্তনভারনম্রাং,
ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি॥৬॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

কন্দর্পের লীলাছল কত কব আর।
গীত বাদ্য নাট্য আদি নানা রস তার॥
পৌর্ণমাসী শশিমুখী মনোবিহারিণী।
কামরস নর্ত্তকের সূত্রবিধায়িনী।
স্থূলাকার জঙ্ঘা তার উচ্চ পয়োধর।
সুশোভনা কুঞ্চকেশী মধ্য ক্ষীণতর।
এইরূপ গুন ভূপ দেখিয়া বিদ্যারে।
আকুল হয়েছে প্রাণ অকূল পাথারে॥
এখন আমারে কর লক্ষ অপমান।
বিদ্যার কারণে হয় সুখময় জ্ঞান॥

দ্বিতীয়ার্থ—কালীপক্ষে।

পুরাণেতে ব্যক্ত আছে ত্রিপুরারি-লীলা।
ভ্রূকুটী ভঙ্গিমা করি নৃত্য আরম্ভিলা॥
পদাঘাতে মহী তাতে যায় রসাতল।
ইন্দ্র আদি বিধি বিষ্ণু হইল অবল॥
নর্ত্তকের মূলসূত্র বিধি করে দিয়া।
অচেতন ত্রিভুবন সকলি রাখিয়া॥
তাহাতে আপনি রক্ষা কর ত্রিলোচনী।
ধরিয়া মোহিনীরূপ হরসম্মোহিনী॥
ভালে আসি বসি শশী হৈল দীপ্তিকর।
সুশোভনা মধ্যক্ষীণা পুষ্ট পয়োধর॥
আলুয়ে পড়েছে কেশ আপাদ অবধি।
কোটি কামদেব লজ্জা পায় নিরবধি॥
এ বেশে মহেশে স্থির করেছে অমনি।
বন্ধুহীনে অকিঞ্চনে তার গো জননী॥
অদ্যাপি আশয় করি শুন মহামায়া।
নন্দকুমার বলে মা গো দেহ পদছায়া॥৬॥

অদ্যাপি তাং মসৃণচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গীং
কস্তূরিকাপরিমলেন বিসর্পিগন্ধাম্।
অর্দ্ধেন্দুরেখপরিশীলিতভালরেখাং,
মুগ্ধাতিবামনয়নাং শয়নে স্মরামি॥৭॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

সুচারু চন্দন সর্ব্বদেহে লিপ্ত করে।
কুঙ্কুম কস্তূরী গন্ধ আদি যুক্ত পরে॥
চন্দ্রখণ্ড সম রেখা কপালে ভূষণ।
শুভমল্লিকার মাল্য গলেতে শোভন॥
শুভ্র বর্ণে সর্ব্ব গাত্র রাখে মিশাইয়া।
মুগ্ধবেশে দ্বারদেশে শয়ন করিয়া॥
লুকায়ে রাখিল পরম যতনে।
আমাকে দর্শন দিল বহু অন্বেষণে॥
সেই দিন সেই রূপ হলো চমৎকার।
অদ্যাপি স্মরণ মনে হয় বার বার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

একদিন ভক্তিভাবে পরীক্ষার তরে।
ছল করি আসিছিলে ছদ্মবেশ ধ'রে॥
কালীরূপে ভাবে মোরে সন্তত কুমার।
অন্তরূপ আজি দেখি কি ভাব তাহার॥
সে দিন যে রূপে মোরে দিলা দরশন।
এ সঙ্কটে সেইরূপ করি যে ভাবন॥
এত বলি আর বার করুণা করুণ।
কালী-পদে কবিতার অর্থ নিরূপণ॥
মেঘ কাদম্বিনী রূপ করিতে উত্যক্ত।
অগুরু চন্দনে দেহ করে শোভা ব্যক্ত॥
কস্তুরী কক্কোল আদি লেপন করিয়া।
কেশাদির কৃষ্ণবর্ণ গোপনে রাখিয়া॥
ভালে অর্দ্ধশশী ভাল হইল উদিত।
মালতী শিরীষ পুষ্প দেহেতে ভূষিত॥
শঙ্করের সন্তত জানিবে সমাচার।
অতিশয় তেঁই অতি রাম নাম তাঁর।
অতিশয় বামে শিবে যাঁহার লোচন।
মুগ্ধ হয় এই বামনয়না লক্ষণ॥
পুনরপি বলি আর তন্ত্রের লিখন।
সেই শিবোপরি যার হয়েছে শয়ন॥
শিবশক্তি করি ভক্তি ডাকি একবারে।
শয়নে স্মরণ করি তার গো আমারে॥৭॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনে মধুপানপাত্রীং ১০
নীচাম্বরাং কৃশতনুং চপলায়তাক্ষীম্।
কাশ্মীরকর্দ্দমমৃগনাভিকৃতাঙ্গরাগাং
কর্পূরপূগপরিপূর্ণমুখীং স্মরামি॥৮॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

তব কন্যা নিধুবনে বিহারের স্থানে।
মধুপানপাত্রী হয়ে তোষে মধুদানে॥
পুনরপি সেইকালে তোমার যে সুতা।
পানে অতি স্বাচ্ছবতী হলো রসযুতা॥
মদনের মত্ত গজ শাসনের তরে।
অপূর্ব্ব অঙ্কুশ-চিহ্ন তনু শোভা করে॥
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি বিজলীর প্রায়।
মেঘ সম শোভা করে কজ্জল তাহায়॥
মৃগনাভি আদি করি সুগন্ধ যাহার।
কর্পূরাদি পূর্ণমুখী সুধার আধার॥
তার মধুপানে মোর না হবে মরণ।
তেঁই করি এ সঙ্কটে তাহারে স্মরণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

নিধুবন বলি সম বিহার বিধান।
মধুপানপাত্রী হয়ে কর অবধান॥
মধুবন ব্যক্ত আছে তন্ত্রের বচনে।
তাহার দৃষ্টান্ত এই শুনেছি শ্রবণে॥
সর্ব্বদেব-তেজোময় হন যে সময়।
দেবগণ ভূষণ দিলেন অতিশয়॥
মধুপানমাত্র দিল কুবের যখন।
মহিষমর্দ্দনে মধুপান-যুক্ত হন॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে ব্যক্ত সমুদয়।
সেই হেতু মধুপানপাত্রী বলে কয়॥
অতিশয় আস্বাদনে হইয়া নিযুক্ত।
মুখের বাহিরে জিহ্বা করে পরিযুক্ত॥
বরাননা সুবদনা পিঙ্গললোচনী।
কাশ্মীর কস্তুরী আদি সুগন্ধ-মোহিনী॥
লবঙ্গ কর্পূর মুখ মিলিত তাম্বুল।
পরিপূর্ণ মুখে আজ হয়েছে অতুল॥
সেই মুখশশী চিন্তা করি বারে বারে।
অন্তকালে যেন শ্যামা নিস্তার আমারে॥৮॥

অদ্যাপি তৎক্রমপতন্মদিরাপরাগ- ১১
প্রস্বেদবিন্দুবিততং বদনং প্রিয়ায়াঃ।
অন্তে স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রে
রাহূপরাগ-পরিমুক্তমুখং ১২ স্মরামি॥৯॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

ক্রমে ক্রমে যার সুধামধু সার
ধারা পতনের শোভা।
সেই ইন্দুকণা শোভে সুবদনা
চকোরের মনোলোভা॥
রাহুমুক্ত শশী বদন হরষি
লোচনের কি ভঙ্গিমা।
যার দেখা তরে রতি খেদ করে
রূপের নাহিক সীমা॥
এই অন্তকালে যা থাকে কপালে
প্রাণ চায় দেখিবারে।
শুন নরবর কম্পে কলেবর
রায় ভাবে কালিকারে॥

অস্যার্থঃ—কালীপক্ষে

সুরাপানে মত ক্রমাগত তত
হতেছে কত পতন।

ধারা সম করে   সুধাবিন্দু ঝরে
ইন্দুখণ্ড সুবদন ॥
শরদিন্দু মত   সে বদনে কত
কিবা শোভা সুলোচনে।
রতি-অভিলাষ   করে সর্ব্বনাশ
মহেশে রাখে মোহনে ॥
মুখ ইন্দীবর   নিন্দি সুধাকর
স্মরণে মরণ যায়।
কাল সম রায়   বধে বা আমায়
না দেখি কোন উপায় ॥৯॥

অদ্যাপি তন্মুখশশী১৩ পরিবর্ত্ততে১৪ মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥১০॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

মানে মৌনী হয়ে দুখী   বিরসেতে শশীমুখী
একা বসিয়াছে ক্রোধাগারে।
মান করি অতি তায়   ত্যজে নিজ অলঙ্কার
সখীগণ প্রবোধিতে নারে ॥
আলু থালু করে কেশ   হয়ে অতি ছিন্ন বেশ
অর্দ্ধ অঙ্গে আছয়ে বসন।
হয়ে অতি অভিমানী   গণ্ডে দিয়া সব্য পাণি
নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনে ঘন ॥
এ বেশে দেখিয়া তায়   ভাবি কত ভাবনায়
কখন না দেখি যে এমন।
আমি বলি এ কি ধনি   সে তো নাহি করে ধ্বনি
তাহাতে দুঃখিত মোর মন ॥
যত বলি অপরাধ   তত ঘটে পরমাদ
কটাক্ষদর্শনে নাহি চায়।
হেঁট করি রহে মুণ্ড   বিধৃত হয়েছে তুণ্ড
বিচ্ছেদ অনল জ্বলে তায় ॥
আমি নহি অপরাধী   মিথ্যা মনে কর বাদী
ক্ষমা কর নিজ দাস ব'লে।
হ'লে তব মতে মত   নহে কোন অন্যমত
প্রতিফল তারি মত ফলে ॥
যার সঙ্গে বার মাস   করি একত্রেতে বাস
তার সনে বিরোধ বারেক।
তাহাতে না কহে কথা   আমি যাব যথা তথা
প্রাতে উঠি ধরি কোন ভেক ॥
এরূপে কুণ্ঠিত হয়ে   সাধিলাম কত কয়ে
মৌনে রয় হয়ে অভিমানী।
তবে আমি সে সময়ে   নাসিকাতে তৃণ লয়ে
হাঁচিলাম বলিবারে বাণী ॥
ক্ষুৎপতন জন্তু সব   জীবতিষ্ঠাদ্ধ্বনী সব
ব্রহ্মবধ-পাপ না বলিলে।
না কহিল সে বচন   ত্যজেছিল আভরণ
কর্ণফুল কর্ণ-মূলে দিলে ॥
দেখিলাম বিধিমতে   পতির কল্যাণ মতে
জীব বলা হইল এ প্রকারে।
দুবুদ্ধি এরূপ যার   তারে মোর পরিহার
কি কহিব রাজার গোচরে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

কৃতাঞ্জলি-করে কই   নাহি জানি তোমা বই
ছাড়িলে কি সে সকল মায়া ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু ব'লে   পূর্ব্বেতে সদয় হ'লে
সে দয়া লুকালে মহামায়া ॥
কৃপাদৃষ্টি আমা পানে   তখন এ সব স্থানে
মূর্ত্তিভেদ করিলে অশেষ।
একদিন রাত্রিভাগে   শ্মশানে প্রকট আগে
ক্রোধবেশে করি কৃপাবেশ ॥
অতিশয় প্রয়োজনে   প্রাণপণ আবাহনে
ডাকি গো শ্মশানে হয়ে বাসী।
না আইলে শীঘ্রগতি   ভ্রান্ত হলো মোর মতি
ক্রোধ কৈলে পুনরপি আসি ॥
তখনি অমনি দেখা   ভালে শশিখণ্ড-রেখা
কালান্তক বিকট দশন।
করাল-বদনী ভীতি   পদভরে কাঁপে ক্ষিতি
কোকনদ-ছবি ত্রিনয়ন ॥
ভয়ে জ্ঞান পরিহরি   ভাবি কি উপায় করি
বিধি হয় হরি পরিহারে।
এক যুক্তি সে সময়   মনেতে উদয় হয়
আশীর্ব্বাদ লইব প্রকারে ॥
শুনি লোক-ব্যবহারে   শাস্ত্রমত অনুসারে
যে কর্ম্মেতে জীব বাক্য বলে।
ক্ষুৎকার করিলে পর   না করিলে প্রত্যুত্তর
আশীর্ব্বাদ করিলে মা ছলে।
তার মূল কথা বলি   কর্ণে ছিল যে পুত্তলি
ভূতলে ত্যজিলে তার রাগে।
পতিত সে শিশুবর   কৃপাদৃষ্টি পুনঃ হয়
উঠায়ে রাখিলা কর্ণভাগে ॥

শিশু শবে দয়া করে দেখাইয়া মায়া পরে
আমাকে করিলা কৃপা শেষে।
শঙ্কিত হই শঙ্করি এত দিন রক্ষা করি
পরায় কি হারাব বিদেশে॥
অদ্যাপি আমার মন না ভুলিবে ও চরণ
যা কর মা তোমার উচিত।
সুন্দর সুরস ভাবে থাকি কালীপদে-আশে
মায়াবশে হয়েছি মোহিত॥ ১০॥

অদ্যাপি তৎ কনককুণ্ডলঘৃষ্টগণ্ডং ১৫
তস্যাঃ স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।
আন্দোলনশ্রমজলস্ফুটসান্দ্রবিন্দু-
মুক্তাফলপ্রচয়বিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ॥১১॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

শুন অপূর্ব্ব কথন শুন অপূর্ব্ব কথন
রমণ করিল মোরে করি আরোহণ॥
সে যে ক্ষণেক রমণে সে যে ক্ষণেক রমণে
স্বভাবত নারী জাতি শ্রান্ত হয় মনে।
দোলে কর্ণের কুণ্ডল দোলে কর্ণের কুণ্ডল
পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডে যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥
শোভা কি কব তাহার শোভা কি কব তাহার
ললাটে ঘর্ম্মের বিন্দু যেন মুক্তাহার॥
সীঁথি আভরণ তার সীঁথি আভরণ তার
ঘর্ম্মবিন্দু যতি তার কিবা শোভা পায়॥
অল্প সিন্দুরের বিন্দু অল্প সিন্দুরের বিন্দু
মুকুতা সহিত শোভে যেন পূর্ণ-ইন্দু।
সেই প্রেয়সী-বদন সেই প্রেয়সী-বদন
অদ্যাপি মরণ দিনে করি গো স্মরণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে

আমি নিধনের কালে আমি নিধনের কালে
কালিকা স্মরণ করি যা থাকে কপালে।
যোগতন্ত্রেতে শুনেছি যোগতন্ত্রেতে শুনেছি
কালিকাপুরাণমত ধ্যানেতে দেখেছি॥
যথা পুরুষ-প্রকৃতি যথা পুরুষ-প্রকৃতি
পুরুষ উত্থিত নারী রমণ বিকৃতি॥
বিপরীত-রতিকালে বিপরীত-রতিকালে
কিবা শোভা অলঙ্কার সাজিয়াছে ভালে॥
আরো কর্ণেতে কুণ্ডল আরো কর্ণেতে কুণ্ডল
দোলন-ঘর্ষণে মুখ করেছে উজ্জ্বল॥

কিবা কবরী-বন্ধন কিবা কবরী-বন্ধন
মণি-মুক্তা যুক্ত তাহে সীঁথি-আভরণ॥
আছে সীমন্ত-মাঝারে আছে সীমন্ত-মাঝারে
সিন্দুরের বিন্দু যেন ইন্দু নিন্দিবারে॥
আর দেখ তার পাশে আর দেখ তার পাশে
চন্দনের কণা যেন চপলা প্রকাশে॥
রতি আন্দোলন-শ্রমে রতি আন্দোলন-শ্রমে
প্রতি লোমে ঘর্ম্ম দেখা দিল ক্রমে ক্রমে॥
ভালে অর্দ্ধখণ্ড শশী ভালে অর্দ্ধখণ্ড শশী
ঈষৎ মিশালে ঘর্ম্ম মুক্তাশ্রেণী বসি॥
দেখ কি কব শোভার দেখ কি কব শোভার
অদ্যাপি জাগিছে সদা অন্তরে আমার॥
আমি ডাকি অকিঞ্চনে আমি ডাকি অকিঞ্চনে
করুণা করিয়া রাখ এ ঘোর বন্ধনে॥১১॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়ভঙ্গুরদৃষ্টিপাতং
তস্যাং স্মরামি পরিবিভ্রমগাত্রভঙ্গম্।
বস্ত্রাঞ্চলেন পরিধার্য্য পয়োধরাগ্রং ১৬
দন্তচ্ছদং দশনখণ্ডিতমণ্ডনঞ্চ॥ ১২॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

কিবা তার চমৎকার নয়ন-ভঙ্গিমা।
কুটিল ভ্রূকুটী যার দিতে নাই সীমা॥
সজল জলদ তুল্য কজ্জল তাহায়।
কন্দর্পের ধনু যেন ভুরু শোভা পায়॥
দশন কুন্দরে পাঁতি ইন্দুর কিরণ।
নয়নের তারা তাহে হয়েছে মিলন॥
সেই নয়নেতে যেন হয় দৃষ্টিপাত।
বল বুদ্ধি হীন হয় যেন অকস্মাৎ॥
কুশাঙ্গ কুরঙ্গ যেন শরজালে জরে।
একদৃষ্টে চাহি থাকে ব্যাধের উপরে॥
কে করিতে পারে তার দৃষ্টির বর্ণন।
যার দৃষ্টিপাতে হয় সাহস ভঞ্জন॥
পুনর্ব্বার শুন বলি স্বতন্ত্র লক্ষণ।
যখন করেন তিনি আলস্য মোক্ষণ॥
গাত্রভঙ্গ হ'লে হয় তনু দীর্ঘাকার।
কটি কণ্ঠ জানু ঈষদ্ বক্রের আকার॥
সে কালীন ভুজদ্বয় ঊর্দ্ধে অবসরে।
অল্প উন্মীলন চক্ষু পার্শ্বদৃষ্টি করে॥
বিরসের তুল্য হয় বদনের ছটা।
ঘন ঘন উঠে মুখে জৃম্ভণের ঘটা॥

নাসাগ্রেতে সুদীর্ঘ নিশ্বাস করে গতি।
এলোকেশ শুদ্ধবেশ মনোহর অতি॥
তৃতীয় সৌন্দর্য্য আর করি বিবরণ।
সুন্দরীকে কিবা শোভা করেছে বসন॥
হেমাদি-জড়িত চিত্র বিচিত্র বরণ।
কোটি বিধু ভানু যেন উদিত তখন॥
হৃদিপরে উচ্চ কুচ কাঁচলি উপরে।
বস্ত্রের অঞ্চল তাহে কিবা শোভা করে॥
আর এক স্বভাব স্ত্রীলোকমাত্রে আছে।
তাম্বুল চর্ব্বণ করি দেখে তার পাছে॥
জিহ্বা মোর রক্তবর্ণ কিংবা আছে ভিন্ন।
খদিরাদি ভোজনের দেখে তার চিহ্ন॥
সে সময় দুই ওষ্ঠ দুই দিকে রয়।
মধ্যদেশে কিবা শোভা করে দন্তচয়॥
সিন্দূর-বরণ সব মেঘের মাঝারে।
চন্দ্রের মণ্ডল তাহে সাজে পরিহারে॥
এই চারি শোভা তার করি নিরূপণ।
অদ্যাপি আমার মন করিছে চিন্তন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

কাতরে করুণাময়ি চাহ আমা পানে।
কৃপাসিন্ধু শুকাবে না কণামাত্র দানে॥
ভবানী ভরসা মাত্র সঙ্কটে এবার।
এ সঙ্কটে ভব-জায়া কর গো নিস্তার॥
কিবা চারু শোভা দেহে আছয়ে বিদিত।
দিবানিশি সেই রূপ অন্তরে গ্রথিত॥
প্রণয় শব্দেতে বহু সাহস বাখানি।
তারে ভদ্র করে তব দৃষ্টিপাত জানি॥
ঘোরতর ভয়ঙ্কর রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
শশী ভানু কৃশানুকে করেছ সৃজন॥
প্রজাপতি প্রভৃতি নম্রতা ভাব যাতে।
সুরাসুর সুনির্ম্মল সেই দৃষ্টিপাতে॥
সদা সশঙ্কিত প্রভা দর্শনেতে যার।
অন্তকালে সেই দৃষ্টি চিন্তি বারে বার॥
দনুজ দলনে বহু শ্রমযুক্তা হয়ে।
আলস্য ভঞ্জন কর অবকাশ লয়ে॥
গাত্রভঙ্গ কি ভঙ্গিমা লাঞ্ছিত চন্দ্রিমা।
ঈষৎ বক্রেতে দেহ রূপ নাহি সীমা॥
নয়নের কোণে কর কটাক্ষ দর্শন।
পরিশ্রম শ্রমে ভুজ করয়ে ভ্রমণ॥
চালন সকল তব হয় অলঙ্কার।
তড়িতের প্রায় যেন শোভে চমৎকার॥

সরোজ বিকট মূর্ত্তি মুখের আভাস।
রিপু বিমোচন যেন সুদীর্ঘ নিশ্বাস॥
অরুণ-উদয় দিকে প্রভা কিবা হয়।
সেই দিগ্বসনে সবে দিগম্বরী কয়॥
দিগ্বসন বিশেষতঃ হৃদয়-উপর।
বস্ত্রের অঞ্চল যেন শোভে মনোহর॥
আর এক শোভা বড় দেখেছি শ্যামার।
মুখ হৈতে মুক্ত জিহ্বা হয়েছে তাঁহার॥
বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর যেন নব রবি।
নখরেন্দু কুন্দ সম দন্তপাঁতি ছবি॥
কিবা শোভা কালীপদে রক্ত-ইন্দীবরে।
মুখেতে সুধার ধারা ধরিছে অধরে॥
দন্তচয় রিপুক্ষয় করে অজস্রয়।
অদ্যাপি চিন্তনে শ্যামা দিবেন অভয়॥ ১২॥

অদ্যাপ্যশোকনবপল্লবরক্তহস্তাং
মুক্তাফলপ্রচয়চুম্বিতচুচুকাগ্রাম্।
অন্তঃস্মিতোচ্ছ্বসিতপাণ্ডুরগণ্ডদেশাং॥ ১৭
তাং বল্লভাং রহসি সংবলিতাং ১৮ স্মরামি॥ ১৩।

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে॥

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
কুচাগ্রে শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥
অন্তরে ঈষৎ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরতের চন্দ্র যেন ত্রিলোক-মোহিত।
নির্জ্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

রুধির-খর্পর হস্তে দিবানিশি যার।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার॥
উচ্চ পয়োধরপরি বান্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥
অন্তরে গভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্য কালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোক বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী-মাঝে॥
স্ববল্লভ সংবলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জ্জনে স্মরি তার গো তারিণী॥ ১৩॥

অদ্যাপি তৎ কুসুমরেণুসুগন্ধিমিশ্রং ১৯
স্তনং স্মরামি নখরক্ষতলক্ষ্ম তস্যাঃ।
আকৃষ্টহেমরুচিরাম্বরমুত্থিতায়াঃ,
লজ্জাবশাৎ করধৃতং কুটিলং ২০ ব্রজন্ত্যাঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

শুন হে শুন হে বিচ্ছেদ বিরহে।
বসনে বদন আবৃত কর হে ॥
সময়ে ভরম জানায় আমারে।
শিশুকালে হলো বড় লাজ তারে ॥
কি কব বিভব বসনের কত।
মল্লিকা মালতী আর পুষ্প যত ॥
চন্দনে চর্চ্চিত গন্ধিত প্রখরা।
কাঞ্চনের রুচি অতি মনোহরা ॥
এমন বসন ললাট হইতে।
ধনী টান দিল মুখ আচ্ছাদিতে ॥
বায়ুবেগ আসি ধরে দক্ষকরে।
নখাঘাতে ক্ষত হলো বক্ষোপরে ॥
চলে ধীরে ধীরে অতি লাজভরে।
মুখে বাক্য হরি মৌনব্রত করে ॥
মুখপদ্মদেশে নখছিন্ন বাসে।
মাণিকের ছটা যেন ধান্ত নাশে ॥
একে প্রেমে জরা অভিমানে ভরা।
তাহে লজ্জাকরা শশিকান্তিহরা ॥
পদ নাহি চলে চলে শীঘ্র ভরে।
দেখে ফিরে ফিরে জলে প্রেমজ্বরে ॥
পদযুগভরে রেণু নাহি সরে।
রাজহংসশ্রেণী যেন কেলি করে ॥
নীরবেতে ধনী চলে প্রেমভাবে।
অজানত মত যেন চৌর্য্যভাবে ॥
বলি শুন ধনি আমি যুড়ি পাণি।
ছাড় ছদ্মবেশ ভাষ রসবাণী ॥
শুনে মান বাড়ে আরো দীর্ঘাকারে।
চলে রোষভরে বলে কেবা কারে ॥
পরিহার মানি আমি পায় ধরে।
বাঁধা তার গুণে জীবনের তরে ॥
সঙ্কটেতে সদা মনে ভাবি যারে।
এত দুঃখে তবু নাহি ভুলি তারে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

ওগো ভদ্রকালী মুণ্ডমালি উমে।
পদতলে শূলী ছিন্নমস্তা ধূমে ॥
পট্টবস্ত্র-পরা রবিদীপ্তহরা।
মণিমুক্তাবৃতা নানা চিত্রকরা ॥
জিনি সূর্য্যলোকে ঠেকে মৌলি তব।
গুণ নাহি জেনে পদ ভাবে ভব ॥
অতি উচ্চতর ধর ভীমকায়া।
ত্রিলোক-বিজয়ী মহামোহমায়া ॥
বামহস্তে ধৃত নরমুণ্ড নত।
হয়ে আন্দোলিত নখচিহ্নক্ষত ॥
শ্মশানেতে সদা গতিযুক্তরত।
কর দৈত্য কত অনায়াসে হত ॥
হয়ে লজ্জাযুত আছে মোর মতি।
নাহি শক্তি কিছু করিবারে নতি ॥
রতি-সঙ্গে করে বাঁধা যুগ্ম করে।
মোরে চোর করে শেষে প্রাণ হরে ॥
ক্রিয়াদোষী আমি পড়ি চৌর্য্যদোষে।
নাহি কোন গতি অতি ভূপ রোষে ॥
তবে আছে শুন তন্ত্রসারে জানা।
বিনা মাতৃদেবী আর নাহি মানা ॥
সে যে অর্থ আর লেখে তন্ত্রসার।
যোগিমতে মত নাহি ব্যবহার ॥
শ্যামা লজ্জা-বীজে আছে তার মাঝে।
যদি মন মজে সেই মন্ত্ররাজে ॥
কর মোরে দয়া তবে যোগমায়া।
পদযুগ ছায়া দিবে ভবজায়া ॥
করি সেই আশা বর্দ্ধমানে আসা।
মুখে কালী বিনা অন্য নাহি ভাষা ॥ ১৪ ॥

অদ্যাপি তাং ২১ সুরতজাগরঘূর্ণমানতির্য্যগ্বলত্তরলতারকদীর্ঘনেত্রাম্ —

অদ্যাপি তাং ২১ স্ফুরতকজ্জললোলনেত্রাং,
পৃথ্বিপ্রভিন্নকুসুমাকুলকেশপাশাম্।
সিন্দূরবিন্দুকৃতমৌক্তিকচক্রমিশ্রাং, ২২
প্রাবদ্ধহেমকটিকাং ২৩ রহসি স্মরামি ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

কজ্জল-কিরণে শোভা করেছে নয়ন।
মেঘের আবলীমাঝে শোভে তারাগণ ॥
কেশ তার ক্ষিতিতলে হইয়া পতন।
অলিগণ ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ ॥
অরুণ উদয় যেন হতেছে আকাশে।
এলোকেশমধ্যে ভালে সিন্দুর প্রকাশে ॥
বিমানে বিদ্যুত যথা হয় চমকিত।
হেমচন্দ্রহারে তার নিতম্ব শোভিত ॥

সুকোমল দেহে কিবা শোভে আভরণ।
অদ্যাপি তাহার লাগি চিন্তা করে মন॥
ত্যজে সব ধর্ম্ম-কর্ম্ম সদা ভাবি মনে।
দিবানিশি সেইরূপ ভাবি হে গোপনে॥
বিরক্ত হইল তবে শুনে নরবর।
ঐ শ্লোকে স্তুতি বাদ করিছে সুন্দর॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

কালিকা খর্পরধরা কজ্জলনয়নী।
পৃষ্ঠদেশে ব্যাপ্ত কেশ পরশে অবনী॥
কপালেতে কিবা শোভা সিন্দুরের বিন্দু।
দশ দিক্ করে আলো পৌর্ণমাসী ইন্দু॥
কাঞ্চন-কিঙ্কিণী কটিদেশে শোভাকর।
অদ্যাপি সে রূপ আমি ভাবি নিরন্তর॥
আলোক অচিন্ত্যরূপ দেখি নিরবধি।
ঘুচাইল বিধি বুঝি তাহা অদ্যাবধি॥
তবু যেন অন্তে সেই রূপ হয় প্রাপ্ত।
পঞ্চদশ শ্লোক-অর্থ হইল সমাপ্ত॥১৫॥

অদ্যাপি তাং ধবলবেশ্মনি রত্নদীপাং,
মালাময়ূখপটলৈর্গলিতান্ধকারাম্।
সুপ্তোত্থিতাং রহসি হাস্যমুখীং প্রসন্নাং,
লজ্জাভয়ার্দ্রনয়নাং পরিচিন্তয়ামি ২৪॥১৬॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

প্রজ্বলিত স্বর্ণদীপ অট্টালিকা-মাঝে।
অন্ধকার ধ্বংস করে অদ্ভুত বিরাজে॥
তাহার সমান শোভা তোমার কন্যার।
বিদ্যার রূপের কথা কহা কিছু ভার॥
সুমুখী শয়নে যদি থাকেন নীরবে।
অভিপ্রায় নাহি হয় না জানি কি হবে
সুপ্রসন্না হাস্যমুখী প্রফুল্লবদনা।
লজ্জাভরে আর্দ্র হয়ে ললিত নয়না॥
তন্ত্র মন্ত্র জপ যজ্ঞ পূজা যেইরূপ।
সত্য কথা কহি রাজা নাহি অন্যরূপ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

ধবল শব্দেতে শুভ্র অভিধানে জানি।
তাহাতে ধবল নাম ধরে শূলপাণি॥
রজত-পর্ব্বত আভা ধ্যানেতে বাখানে।
তাঁহার বসতি হয় নিরত শ্মশানে॥

শিবের সহিত বাস করে কাত্যায়নী।
সেই তাঁর চিন্তা করি ধবলবেশ্মনি॥
সুবর্ণের দীপমালা প্রজ্বলিত হ'লে।
তিমির বিনাশে যেন রবির মণ্ডলে॥
হৃদিপদ্ম-মাঝে থাকি চৈতন্যরূপিণী।
অশেষ তিমির নাশে মহেশমোহিনী॥
শয়নে আছেন শিব তাহে ত্রিলোচনা।
প্রসন্নবদনী কালী ভৈরবী ভীষণা॥
লজ্জা যাতে লজ্জা পায়ে পরিহার মানে।
লজ্জাভার নাম ধরে তন্ত্রের বিধানে॥
লজ্জাভরে শিবে হেরে আক্রিত-নয়না।
কালিকাকে বুঝা যায় দেখি বিবেচনা॥
এমন জননী যার আছয়ে ভুবনে।
নিজ দাসে দুঃখ তিনি দেখেন কেমনে॥
কৃপা করি যদি মা বন্ধনে দেহ মুক্তি।
দেশে চ'লে যাই কালী কালী করি উক্তি॥১৬॥

অদ্যাপি তাং গলিতবন্ধনকেশপাশাং,
সংগ্রথিতাং ২৫ স্মিতসুধামধুরাধরৌষ্ঠীম্।
পীনোন্নতস্তনযুগোপরিচারুচুম্ব-
মুক্তাবলিং রহসি পদ্মমুখীং ২৬ স্মরামি॥১৭॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

কৃষ্ণকেশ শোভা করে ত্যজিয়া বন্ধন।
পুরাণাদি গ্রন্থ যার শুনেছে শ্রবণ॥
সমুদ্রমন্থন-সুধা অধিকতা পায়।
দুই ওষ্ঠ আছে অতি মধুরতা তায়॥
মুক্তাবলী শোভে পুষ্ট পয়োধরোপরি।
কমলনয়নী বিদ্যা বিপদেতে স্মরি॥

দ্বিতীয়ার্থ—কালীপক্ষে।

অভয়াচরণে কিছু আছে নিবেদন।
যে চরণ-মহিমা জানেন ত্রিলোচন॥
বিধি বিষ্ণু আদি যাঁকে সর্ব্বদা ধেয়ায়।
বেদান্ত বেদেতে যাঁর মহিমা জানায়॥
ও পদ পাবার লাগি করিয়া যতন।
মস্তক হইতে কেশ করিল বন্ধন॥
গলিত-বন্ধন কেশ হয়েছে ভূষণ।
আগম নিগম গ্রন্থ তোমার শ্রবণ॥
সর্ব্ববিদ্যাময়ী তুমি পুরাণেতে কয়।
সেই হেতু গ্রন্থ যত তব কর্ণে হয়॥

সুধাধারা-রসে আর্দ্র ওষ্ঠ হয় যাঁর।
বদন-মাঝারে যাঁর আছে সুধাসার॥
উচ্চ কুচযুগোপরি শোভে মতিহার।
ললিতনয়নী কালী চিন্তি বারে বার॥১৭॥

অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিনিপীড়িতাঙ্গীং,
তন্বীং কুরঙ্গনয়নাং সুরতৈকপাত্রীম্।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমাবহন্তীং
তাং রাজহংসগমনাং সুদতীং স্মরামি॥১৮॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

বিরহ-অনল সব সকলেতে বলে।
অধিকতা গুণ আছে বিরহ-অনলে॥
অনল-প্রবেশে ভস্ম করে একেবারে।
তখনি তদন্ত হয় নিস্তারে তাহারে॥
বাড়বানলের মত বিরহ-আগুন।
তার সনে চিন্তানল বাড়ায় দ্বিগুণ॥
চিন্তানলে সুধানল অনুগত হয়ে।
প্রভাকরে একেবারে একত্তরে রয়ে॥
এমন যখন যার কি কব তুলনা।
যে জান ইহার ভাব কর বিবেচনা॥
বিরহ-বহ্নিতে যার পীড়িত শরীর।
সে তাপ নিবারি যেবা করয়ে সুস্থির॥
তনু-কৃশা মধ্য-ক্ষীণা বিশাল-নয়না।
মোর মনে যার আর না দেখি তুলনা॥
নানা বিচিত্রমণ্ডল প্রভা যার।
রাজহংস মত গতি হইয়াছে তার॥
শতদলপদ্মমাঝে সুন্দদল সাজে।
বিদ্যামুখপদ্মে দন্ত তেমতি বিরাজে॥
যে দেখেছি বার বার না ভুলি তিলেক।
অদ্যাপি স্মরণ যেন পাষাণের রেখ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

বিরহ-অনলরূপ হতেছে মদন।
তাহার পীড়নকর্ত্তা দেব ত্রিলোচন॥
সে দেবে সর্ব্বদা যার অঙ্গ শোভা করে।
এমন শ্যামার পদ চিন্তিত অন্তরে॥
গুরুভার জঘনেতে ক্ষীণদেহ তায়।
সভৈরব ঘোর ভাষা মুখ শোভা পায়॥
বিচিত্র মণ্ডন শোভা কুরঙ্গনয়না।
গমনেতে দেখ রাজহংসের তুলনা॥

রাজহংস-গমনের অর্থ শুন আর।
সংক্ষেপে গোপন অর্থ লেখে তন্ত্রসার॥
ভূতশুদ্ধি-সময়ে জানিবে ব্রহ্মপুরে।
সহস্রকমলদল কর্ণিকা-ভিতরে॥
চতুর্থ বিংশতি তত্ত্ব করিয়া স্থাপন।
সর্ব্বদেহ ভস্মরাশি করিলে তখন॥
পুনর্ব্বার সেই দেহ করিয়া নির্ম্মাণ।
যে মন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কর প্রাণ॥
সেই যে মন্ত্রের নাম শুন রাজহংস।
অধিষ্ঠাত্রী-রূপেতে বিরাজে যেই অংশ॥
সর্ব্ব জীবে গতি উক্ত মন্ত্র আরোহণা।
অতএব কালী রাজহংস-সুগমনা॥
দিবা-নিশি স্নিগ্ধরস করেন ভোজন।
সে রসে মগন থাকে সতত দশন॥
তাই কালী-পুরাণে শীতল দন্ত কয়।
মতান্তরে আর কিছু শুনেছি নিশ্চয়॥
রুধির সংযোগে আর কৃষ্ণ রেখা-লেশ।
শ্বেতবর্ণ দন্তে কিবা হয়েছে সুবেশ॥
মতান্তে দন্তুরা বলি শ্যামাকে বর্ণনে।
সেই রূপ ধ্যান করি অদ্যাপি মরণে॥১৮॥

অদ্যাপি তাং বিহসিতাং কুচভারনম্রাং
মুক্তাকলাপবিমলীকৃতকণ্ঠদেশাম্।
তৎকেলিমন্দিরগতাং কুসুমায়ুধস্য
কান্তাং স্মরামি রুচিরোজ্জ্বলধূমকেতুম্ ২৪॥১৯॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

অতি হাস্যমুখী বিদ্যা প্রসন্নবদনী।
উচ্চ কুচভারে সদা নম্র সেই ধনী॥
মতিহার শোভা যার করে কণ্ঠদেশে।
প্রভাকর কণ্ঠে যেন নির্ম্মলতা বেশে॥
শয়ন-মন্দিরে দেখি শোভা অতিশয়।
মদন-মন্দির বলি সদা ভ্রম হয়॥
শ্বেতবর্ণ আভা তার চপলা প্রকাশে।
ধূমকেতু হয় যেন উজ্জ্বল আকাশে॥
এমন সুন্দর মোর বিবাহিতা নারী।
সঙ্কটেতে প'ড়ে আমি চিন্তা করি তারি॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

দেবদেব-বরে ইন্দ্র হ'ল বৃত্রাসুর।
স্বর্গ হ'তে দেবাদিকে করিলেক দূর॥

মর্ত্ত্যে আসি দেবদেবী করেন ভ্রমণ।
শিববীর্য্যে সন্তানের উৎপত্তি-কারণ॥
ঘোর তপে তখন আছেন ত্রিলোচন।
কিরূপে হইবে তাঁর তপস্যা ভঞ্জন॥
যুক্তি সার করি কাম গেলেন তথায়।
কোপ-দৃষ্টিপাতে তিনি হন ভস্মকায়॥
মদন-মন্দিরে রতি বসি একা রয়।
লোকমুখে শুনে কাম হৈল ভস্মময়॥
আকুল হইলা অতি ধৈরয না ধরে।
কোথা গেলা প্রাণনাথ রতি প্রাণে মরে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তবে প্রাণের দেবতা।
আত্মকার্য্য সাধিয়া ঘুচালে পতিব্রতা॥
রতির রোদন বড় শুনি ভগবতী।
তাহার মন্দিরে কালী করিলেন গতি॥
রতির প্রণামে তুষ্ট হইলেন অতি।
কিছু কাল থাক তুমি পাবে নিজ পতি॥
বহুকাল হয়ে থাক সাবিত্রী-সমান।
আশীর্ব্বাদ করি শ্যামা হন অন্তর্দ্ধান॥
যুক্তহস্ত হয়ে রতি করিছে বিনয়।
কপাল ভেঙ্গেছে মোর শুন পরিচয়॥
ত্রিলোচন-কোপানলে মারা গেছে মার।
এখন কি হবে বল করি যুক্তি সার॥
দয়া করি দয়াময়ী বরদাত্রী হ'লে।
অনঙ্গরূপেতে কাম রাখিল কুশলে॥
শব্দার্থ প্রমাণ অর্থ এই পুরাণেতে।
ইহার গোপন অর্থ আছে গোপনেতে॥
বীজমাত্র আছে যত আগ্রভরূপিণী।
তদ্রূপে বসতি তাতে কর গো তারিণী॥
বীজ নাম ধর তুমি জীবে দিতে জ্ঞান।
কামবীজে সদা তুমি কর অধিষ্ঠান॥
সেই হেতু কামকেলি মন্দির-সঙ্গতা।
শব্দের উদ্ধারের কহি কিছু কথা॥
কুসুম শব্দের আদি বর্ণ বিবরণ।
নাম বিন্দুযুক্ত হ'লে বাক্যের কারণ॥
রতিবাসে গমনের কি বর্ণিব আর।
কণ্ঠদেশে কিবা শোভা করে মুক্তাহার॥
কুচকুম্ভভরে নম্র কিঞ্চিৎ জানায়।
সুপ্রসন্নে হাস্যমুখী বিহার তাহায়॥
কান্তা শব্দে নারী মাত্র বলে অভিধানে।
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে বিশেষ বাখানে॥
ত্রিজগতে আছে যত সমস্ত প্রকৃতি।
সকলে বলিছে তুমি শক্তি একাকৃতি॥

আর এক শুনিয়াছি কালিকাপুরাণে।
ধূম্রবর্ণ বহু শোভা করিছে নিশানে॥
স্থানে স্থানে বহুরূপা কামরূপা কালী।
অদ্যাপি সঙ্কটে ত্রাণ কর মুণ্ডমালী॥১৭॥

অদ্যাপি চাটুবচনোল্লসিতাম্বি ২৫ তূর্ণং,
তস্যাঃ স্মরামি সুরতক্লমবিহ্বলায়াঃ।
অব্যাজনিস্তিমিতকাতরকাকুকণ্ঠ- ২৬
সঙ্কীর্ণবর্ণরুচিরং বদনং প্রিয়ায়াঃ ২০॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

কামেতে বিহ্বল হয়ে সুশোভন রত হয়ে
সম্ভোগ দিলেন নৃপসুতা।
মদনে হয়েছে জ্ঞান না দেখিয়া অনুষ্ঠান
সহে ক্লেশ হয়ে দুঃখযুতা॥
মিথ্যা বাক্য প্রিয় করে শুনিয়া উল্লাসভরে
যথা হয় সহাস্যবদন।
তেমনি ছিল বয়ান ক্লেশ পেয়ে হ'ল ম্লান
শুন বলি উপমা যেমন॥
অকস্মাৎ মেঘরব শুনিয়া সভায় সব
বজ্রাঘাতে মরিবার তরে।
হইয়া ব্যাকুলমনে স্থানে স্থানে পলায়নে
পরস্পরে কাকুবাদ করে॥
কেহ হয়ে গলাগলি শ্রীহরির নামাবলি
স্মরণ করিছে একেবারে।
কেহ কহে রাম রাম কেহ বা জৈমিনি নাম
কেহ ভজে ইষ্ট দেবতারে॥
সবে জান সে সময় বদন যেমন হয়
তদ্রূপ বিদ্যার মুখ মসী।
যেমন আকাশে আসি পেয়ে রাহু পৌর্ণমাসী
গ্রাসিতেছে যেন পূর্ণশশী॥
মনে হলে সেই মুখ অদ্যাপি বিদরে বুক
দেখা হ'লে করি উপকার।
ইহ জনমের মত মনে রৈল শত শত
বিধিকৃত না হ'ল আমার॥
দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।
শিব-উক্তি তন্ত্রসার ধ্যানেতে প্রকার তার
বিপরীত-রতাতুরা বলে।
সুরত শব্দেতে শিব কি তার উপমা দিব
সম্ভোগ করিল কিবা ছলে॥

সম্ভোগেতে বহু সুখী   পরে হলে ম্লানমুখী
সে সুখের নাহিক তুলনা।
ঈষৎ যে ছিল হাস   ক্লেশেতে করিল নাশ
হ'লে যেন বিরস-বদনা॥
ভূমিকম্পে উল্কাপাতে   কিংবা দেখি বজ্রাঘাতে
ম্লান মুখ যেন হয় প্রাণী।
সে ভাব কে জানে আর   কেবল সে সারাৎসার
যে হয় জানেন শূলপাণি॥
দেখিবারে সে বদন   অদ্যাপি আমার মন
মরণেতে চিন্তা সদা করি।
যদি না নিস্তার তারা   দেখ চেয়ে ভবদারা
নামের গুণেতে ভবে তরি॥
অপাঙ্গে হয়ে কাতরা   দেখ চেয়ে ভবদারা
ভব দাস মশানেতে মরে
শুনয়াছি বেদাগমে   কাল নাহি কোনক্রমে
কালী নামে ভবসিন্ধু তরে ॥২০॥

অদ্যাপি তাং সুরতঘূর্ণনিমীলিতাক্ষীং ২৭
স্রস্তাঙ্গযষ্টিগলনাং কুশকেশনম্রাম্। ২৮
শৃঙ্গারবারিকমলাম্বুজরাজহংসীং ২৯
জন্মান্তরে নিধুবনেঽপ্যনুচিন্তয়ামি ॥২১॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

প্রেমরসে উন্মীলন ঘূর্ণিত নয়ন।
কুশের সদৃশ কেশ জলদবরণ॥
বিহারের জলমধ্যে কমল-মাঝারে।
রাজহংসী রাজহংস যেমন বিহরে॥
হাতে নিধি দিয়া বিধি ঘুচালে আমারে।
দেহান্তরে নিধুবনে লইব তাহারে॥
সে শরীর মন প্রাণ করে সমর্পণ।
দণ্ড চারি আসি যেন করিয়া ভ্রমণ॥
অদ্যাপি আমার মনে সেই মুখশশী।
জন্মান্তরে মম আশা পুরাইব বাস॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

পাষাণনন্দিনি তুমি হয়েছ পাষাণী।
তথাপি জননী বিনা আর নাহি জানি॥
জন্মের যে অন্তকাল মৃত্যু বলি তাকে।
তদবধি বিহারের অভিলাষ থাকে॥
অতএব জন্মান্তর শব্দে নিধুবন।
শিবের সহিত যেথা করেন ক্রীড়ন॥
সুরত শব্দেতে জেনো দেব ত্রিলোচন।
তাহে নিমীলিত যার ঘূর্ণিত নয়ন॥
কুশব্দে পৃথিবী তাতে করিয়া শয়ন।
কুশ ইতি নাম শিবে হ'ল নিরূপণ॥
তদুপরি দিগম্বরী হইয়া মগন।
পদতলে শিব-অঙ্গে কেশের পতন॥
শৃঙ্গ শব্দে পরভাষা শিঙ্গা বলে যাকে।
তাতে রব করে ভব সদা সুখে থাকে॥
তাহাতে শৃঙ্গার রব হয় তার নাম।
সে দেবের অরি হইয়াছে যেন কাম॥
তাহার ক্রীড়নস্থান হৃদিপদ্মে সাজে।
তাহে রাজহংসীরূপা কালিকা বিরাজে॥
অদ্যাপি শ্যামার পদ চিন্তা করি সার।
পয়ারে রচিল তথা শ্রীনন্দকুমার ॥২১॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং মৃগশাবকাক্ষীং
পীযূষপূর্ণকুচকুম্ভযুগং বহন্তীম্।
পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দিবসাবসানে,
স্বর্গাপবর্গনবরাজ্যসুখং ত্যজামি ॥২২॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

প্রাণের অধিক প্রিয়ে মোর প্রণয়িনী।
মৃগসার মত চক্ষু খঞ্জরীট জিনি॥
পীযূষ-পূর্ণিত কুচকুম্ভবিধায়িনী।
এমন সময়ে যদি দেখা দেন তিনি॥
যদি বা দর্শন পাই দিবাবসানে।
স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সব ত্যজি তুচ্ছ জ্ঞানে॥
অদ্যাপি আমার মনে হতেছে বাসনা।
সতত বিদ্যার লাগি করিছে কামনা॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

অতি স্নেহ শব্দকে প্রণয় ক'রে বলে।
প্রণয়-জননী তাই প্রণয়িনী হ'লে॥
কুরঙ্গনয়না কালী ব্রহ্মাণ্ডকারিণী।
সুধারসপূর্ণ-কুচকুম্ভবিধায়িনী।
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন।
স্বর্গ মোক্ষ রাজ্যসুখে নাহি প্রয়োজন॥
অদ্যাপি আমার মনে না হয় সংশয়।
তারিণীর বাক্য কভু প্রতারণা নয়॥ ২২॥

অদ্যাপি তাং স্তিমিতবস্ত্রনিবাজলগ্নাং,
প্রৌঢ়প্রতাপ মদনানল-তপ্তদেহাম্।
বালাং মদেকশরণাম ৩০ মনুকম্পনীয়াং
প্রাণাধিকাং ক্ষণমহং ন হি বিস্মরামি ॥২৩॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

প্রবল প্রতাপ রাখে মদন অনল।
তার দেহ-প্রভাবে না হয় সুশীতল॥
সে অনলে তপ্ত হয়ে রাজার নন্দিনী।
আমার দেহের তাপ নাশে বিনোদিনী॥
স্নিগ্ধ হয়ে দেহ যেন জলমধ্যে থাকে।
বিদ্যার কোমল দেহ তেমতি আমাকে॥
অতুলনা নিরুপমা কি বলিব আর।
ন হায় তুলনা দিতে সংসারেতে তার॥
প্রাণের অধিক প্রিয়া দয়াযুক্তা তায়।
ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরণে মরি হায় হায়॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে॥

ত্রিজগত-তপ্তকারী হয় যে মদন।
তার দেহ তপ্ত করে দেব ত্রিলোচন॥
সে দেহেতে দেহ যার লগ্ন হয়ে রয়।
তাহার রূপের আর শুন পরিচয়॥
স্তিমিত শব্দেতে সর্ব্ব বস্ত্র উপাসনে:
কৃত্তিবাস দিগম্বর শোভে ত্রিভুবনে॥
তাঁহার কামিনী হয়ে সে বসন পরে।
দিগম্বরী নাম তাঁর সংসার-ভিতরে॥
অদ্বিতীয় দয়াময়ী প্রাণের ঈশ্বরী।
ক্ষণমাত্র আমি যেন নাহিক বিস্মরি॥
অদ্যাপি আমার মন করিছে ঘোষণ।
প্রাণ বিমোচনে যেন পাই ও চরণ ॥২৩॥

অদ্যাপি তাং ক্ষিতিতলে বরকামিনীনাং,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতয়া প্রথমৈকরেখাম্।
সংসারনাটক-রসোত্তমরত্নপাত্রীং,
কান্তাং৩৪ স্মরামি কুসুমায়ুধবাণখিন্নাম্ ৩৫ ॥২৪॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

ক্ষিতিতলে পৃথিবীতে যতেক সুন্দরী।
একে একে সর্ব্বজনে গণনা যে করি॥
বিদ্যার নামেতে রেখা পড়ে অগ্রভাগে।
সে কথা সর্ব্বদা মোর হৃদিমাঝে জাগে॥
সংসারের মধ্যে নিত্য নৃত্যকারী হয়ে।
নর্ত্তন করেন সব হৃদিমাঝে রয়ে॥
সংসার-নাটক তাই কন্দর্প বুঝায়।
তাহাতে উত্তম রস হয় অভিপ্রায়॥
যে রসে মোহিত হয় দেবাদি দানব।
পশু পক্ষী কীট আর পতঙ্গ মানব॥
সেই রস-ধারণের সুবর্ণের পাত্র।
সৃজন করেছে বিধি জানি সেই মাত্র॥
পুষ্পধনু সহ পঞ্চবাণ অনুপাম।
কুসুম-আয়ুধ বলে মদনের নাম॥
সেই বাণাঘাতে ছিন্ন দেহ হয় যার।
এমন কান্তাকে সদা স্মরণ আমার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

ক্ষিতি যার তলে আছে সেই স্বর্গ হয়।
ক্ষিতিতল শব্দে তাই স্বর্গকে নিশ্চয়॥
ক্ষিতির তলেতে আছে রসাতল জানি।
ক্ষিতিতল বলে তাতে পাতাল বাখানি॥
স্বভাবতঃ ভূমণ্ডল বলে ক্ষিতিতলে।
ত্রিভুবন বোধ হয় ক্ষিতিতল বলে॥
এক দিন দেবগণ সকলেতে মিলে।
ত্রিভুবন-মধ্যে যত সুন্দরী গণিলে॥
ক্রমে ক্রমে একে একে রেখাপাত করে।
প্রথম রেখাতে আগে কালীনাম ধরে॥
তার পর আর যত করে নিরূপণ।
পুরাণে লিখেছে আমি করেছি শ্রবণ॥
আর এক শুন বলি শঙ্করের লীলা।
উল্লাসিত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করিলা॥
পদাঘাতে মহী তাহে করে টলমল।
গেল গেল শব্দ হলো যায় রসাতল॥
বাহুর পসারে যত স্বর্গলোক ছিল।
আলু থালু হয়ে কত ভূমেতে পড়িল॥
পুনরপি মোহ যায় স্বর্গ সে আপান।
জটার তাড়নে কষ্ট হইল তখনি॥
উত্তর দিকেতে হ'ল দক্ষিণের গতি।
পশ্চিমদিকেতে পূর্ব্বদিগের বসতি॥
চন্দ্র সূর্য্য খ'সে পড়ে পৃথিবীর তলে।
তারাগণ অচেতন কোথা যাব বলে॥
আসুরিকগণ যায় পর্ব্বত-গহ্বরে।
[illegible]

পাতালবাসীর বড় ঘটিল প্রমাদ।
শব্দমাত্র শুনে কিন্তু হইল বিষাদ॥
সে দেবে সুস্থির তুমি করিলে ভবানি।
এ সকল কথা ব্রহ্মপুরাণেতে জানি॥
সংসার-নাটক নাম ধরেন মহেশ।
সে দেহে উত্তম রস আছে সবিশেষ॥
সে রস ধারণে তুমি সুবর্ণ-আধার।
ব্রহ্মপুর-মাঝে আমি চিন্তা করি তার॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে লেখে স্বর্ণাধার।
তাহার অসুর কথা শুন চমৎকার॥
শুম্ভ আর নিশুম্ভ যে দুই মহাসুর।
শিব-বরে যুদ্ধে ক'রে নিল ইন্দ্রপুর॥
দিক্‌পাল দেবগণে দিলে দূর ক'রে।
সূর্য্যাদি দেবত্ব যত সব নিল হরে॥
নিজগণে প্রেরণ করিল স্থানে স্থানে।
ভ্রমণ করিছে বেগে নাহি কারে মানে॥
বনমধ্যে ছিলে তুমি সিংহের উপরে।
সেখানেতে শুম্ভ দূত দেখিল তোমারে॥
রূপেতে করেছে আলো চমকে ভুবন।
নৃপতির নারী হৈতে বলিল তখন॥
কহিল যে ইন্দ্র মোর বহু রত্নভোগী।
নারী-রত্ন হয়ে হও তাহাকে সম্ভোগী॥
সেই হেতু রত্নপাত্র বলিবারে পারি।
কান্তা বলি অভিধানে বাখানেছে নারী॥
অদ্যাপি সে পদে মন মজিয়াছে যার।
তথাপি আমাকে দুঃখ দেহ বারংবার॥২৪॥

অদ্যাপি তাং প্রথমতো বরসুন্দরী মে ৩৬
স্নেহৈকপাত্রঘটিতাবনিনাথপুত্রী ৩৭।
হে হে জনা মম বিয়োগহুতাশতাপান্
সোঢুং ন শক্যত ইতি প্রতিচিন্তয়ামি॥২৫॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

প্রথম কালেতে সেই প্রেয়সী সুন্দরী।
স্থাপন করেছে মোরে সযতন করি॥
নৃপের নন্দিনী তিনি কি বলিতে পারি।
এখন হুতাশে মরি অদর্শনে তারি॥
তথাপিহ কিছু কাল থাকিতে জীবন।
জ্বালায় জ্বলিত করে নিশাচরগণ॥
হে হে মহাশয় সব সভাসদ্‌জন।
কোটালিয়া বেটাদিকে কর না বারণ॥

প্রাণে মোর নাহি সহে দেখ সুকুমার।
সকলেতে ব'লে ক'য়ে কর না উদ্ধার॥
তোমরা তিলেক যদি কর নিবারণ।
দণ্ড দুই করি আমি বিদ্যার চিন্তন॥
সভাগণ হাস্য সবে দূর বাক্য বলে।
সুন্দরের মন কালীচরণকমলে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

বর শব্দে মহাদেব তাঁহার কামিনী।
আগেতে অধিক দয়া করেছ তারিণী॥
গিরিরাজ-সুকুমারী বরদাত্রী হয়ে।
মরণ-কালেতে দেখা না দিলে অভয়ে॥
না দেখে হুতাশ-তাপে না বাঁচি জীবনে।
দ্বিগুণ অনল জ্বলে কোটাল-বচনে॥
নৃপতির কোপানলে দুঃখিত শরীর।
সভ্যগণ-বচনে না হ'তে দেয় স্থির॥
না সহে প্রাণেতে মোর শুন গো অভয়া।
কি জানি কেমন তুমি ছাড়িয়াছ দয়া॥
ওহে স্বর্গবাসিগণ করি এ নিয়োগ।
আমায় একান্ত কালী হয়েছে বিয়োগ॥

অদ্যাপি বিস্ময়করী ত্রিদশান্ বিহায়
বুদ্ধির্বলাচ্চলতিত৩৮ তৎ কিমহং করোমি।
জানন্নপি প্রতিমুহূর্ত্তমিহান্তকালে,
কষ্টা তু বল্লভতরে মম সান্তিধায়া ৩৯॥২৬॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

সুন্দর কহিছে বড় দেখি বিপরীত।
সতত বুদ্ধি যে মোর হতেছে বিস্মিত॥
জেনে শুনে ভাল মন্দ না করি বিচার।
দেবতার প্রতি মতি নাহি থাকে আর॥
যদি বা বারেক শুভ চিন্তিবারে চায়।
তখনি বিদ্যার পানে ধ'রে লয়ে যায়॥
ক্ষণে ক্ষণে পলায়ন করে ঘট হ'তে।
কি করিব বারণ না মানে কোন মতে॥
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে বহু যত্নে পায়।
তার অতি ক্রোধমতি হয়েছে বুঝায়॥
কোপের কারণ তার করি অনুমান।
গোপনে রোপণ প্রীতি এমতি বিধান॥
সে যখন জন্মে যেন বিমান হইতে।
বিমান দেখায় সেই প্রকাশ পাইতে॥

ায় জোরে নিত্য যারে আরাধনা করি।
স কোথা পড়িয়া থাকে অপমানে মরি॥
াই যে বিদ্যার দেখি অপমান সার।
র্ব্বিত ভৎর্সনে তার প্রাণ বাঁচা ভার॥
প্রাণপণ জ্বালাতন হয়েছে শরীর।
চিন্তানলে বারেবার করিছে অস্থির॥
াপে মারে বন্ধুজনে দিতেছে গঞ্জনা।
্যাপিত হইল তার কলঙ্ক-লাঞ্ছনা॥
বিধবা হইবে ব'লে বড় পায় ভয়।
স্তান করিয়া কোলে বিবাহ বা হয়॥
রণ না হয় কেন করিনু এমন।
ীরিতের দায় ঠেকে ভাবিছে এখন॥
সকল ভেবে যদি মোরে দেয় দোষ।
ক জানি আমাকে যদি ক'রে থাকে রোষ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

নে মনে করে রায় কালিকা ভজন।
কি করিবে নৃপদূত কি করে শমন॥
কালীর কিঙ্কর আমি কালী মাত্র জানি।
কালীপদে সমর্পণ আছে মোর প্রাণী॥
কালিকা-কৃপার কথা কি ব'লে বর্ণিব।
শত মুখে কথা নয় আমি কি করিব॥
ক্ষণে ক্ষণে যত আমি আরাধনা করি।
তখনি সেখানে দেখি ত্রিপুরাসুন্দরী॥
কহিছেন কতবার আমাকে আপনি।
তব হেতু দেবগণ ত্যজিব এখনি॥
দেবগণে আরাধনে পূজা করেছিল।
মম সন্নিধানে ইষ্ট সাধিতে বসিল॥
এমন সময় তুমি পূজিলে আমায়।
তখনি ত্যজিয়া সব আইনু হেথায়॥
আমাকে এমন দয়া ছিল চিরদিন।
মৃত্যুকালে ত্যজিলেন হয়ে দয়াহীন॥
নির্দ্দয় দেখিয়া বুদ্ধি হতেছে বিস্ময়।
পূর্ব্বমত দয়ামায়া কিছুই কি নয়॥
তাতে অভিপ্রায় হয় করেছেন রোষ।
হ'লে হ'তে পারে আমি করেছি যা দোষ॥
ভজনেতে ভঙ্গ দিয়ে প্রেমে ছিল মতি।
ক্ষম অপরাধ মোর হীনবুদ্ধি অতি॥
তাতে এক সন্দেহ হতেছে মোর মনে।
উমা বুঝি ব্রহ্মলোকে স্থিত বা নির্জ্জনে॥
মনের গমন নাহি হয় তত দূরে।
আমার কি দোষ আছে আমি আছি দূরে॥

না হবে এমন বুঝে গেলে সেহ স্থান।
অবশ্য যতনে পাবে করিয়া সন্ধান॥
শুনেছি যে বুদ্ধি যত সকলি ব্রাহ্মণী।
তাতে অনুগত হয়ে আছে কি অমনি॥
সেই যে আমার বুদ্ধি বড় প্রিয়তরা।
ঘটে হ'তে গেল যদি হব বুদ্ধিহারা॥
বুদ্ধি ছাড়া হ'লে হয় পাগলের মত।
তাই সকলের কাছে বলি শত শত॥
কুপুত্র অনেক হয় আছে চিরকালে।
কুমাতা না হয় নন্দকুমারেতে বলে॥ ২৬॥

অদ্যাপি তাং গমনমিত্যুদিতাং মদীয়ং
শ্রুত্বৈব ভীতহরিণীশিশুচঞ্চলাক্ষীম্।
অত্যাকুলাং বিগলদশ্রুকলাকুলাক্ষীং,
সঞ্চিন্তয়ামি গুরুশোকবিনম্রবক্ত্রাম্॥ ২৭॥

প্রস্তার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

যথানে গোপনে আছেন নির্জ্জনে
সেখানেতে লোকে যায়ে।
সুন্দরের কথা কহিছে সর্ব্বথা
সে কি করে লজ্জা খায়ে॥
শুনে সমাচার কি বলিব তার
সে যে সহজে অবলা।
শিশু মৃগী সমা নয়ন উপমা
ভীত আছে সে চঞ্চলা॥
যেন দেখি তারে সাক্ষাতে আমারে
মনেতে উদয় কত।
ঝুরে অন্তরে অশ্রুধারা ক্ষরে
ম্লানমুখ অবিরত॥
করে দুঃখ ভোগ অন্তরে বিয়োগ
অধোমুখে বাস রয়।
এমন সুন্দরী তারে চিন্তা করি
মরমে নাহিক ভয়॥
অদ্যাপি আমার এত দুঃখ সার
তথাপি ভাবিছি তায়।
কি করি উপায় প্রয়োজন তায়
বিধি বাদা হ'ল তায়॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

মা হয়ে কখন ত্যজে সুতগণ
এমন না দেখি কারে।

যদি কুসন্তান তথাপি সন্তান
করেন অবশ্য তারে।
আমার মরণ শুনে এতক্ষণ
স্নেহের কারণ হয়।
অতি ক্লেশে থাকি শিশু মৃগ আঁখি
নিরবধি চেয়ে রয়।
হয়ে শিশু হারা নয়নের ধারা
পড়েছে অবনীতল।
শোকেতে গম্ভীর হইয়া অস্থির
অধোবদনে বিকল।
আমার এমন সদা হয় মন
সকরুণা দয়াময়ী।
অন্তাপি আমাকে যদি দয়া থাকে
স্মরণেতে হব জয়ী।২৭॥

অদ্যাপি বাসগৃহতো ৪১ ময়ি নীয়মানে,
দুর্ব্বারভীষণকরৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে,
কর্ত্তুং ন পার্য্যত ৪২ ইতি ব্যথতে মনো মে॥২৮॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

এক দিন বিদ্যাসহ শয়ন-আগারে।
স্বপন দেখিয়া মরি বিপদ্-পাথারে॥
সে দিনের স্বপনের কি কব তাহার।
প্রাণ যায় মার মরি বড়ই বিস্তার॥
বিবরণ শুন তার শুয়ে আছি সুখে।
দৈবাধীন পদাতিক দেখিনু সম্মুখে॥
ভয়ঙ্কর বেশ তার ঘূর্ণিত নয়ন।
আসচর্ম্মধারী আর বিকটদশন॥
অঙ্গার হইতে আরো কাল তার অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে চায় করে ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গ॥
কেশের অগ্রেতে মোরে ধরিবারে যায়।
অস্ত্রাঘাত করিবে বুঝিনু অভিপ্রায়॥
কম্পিত হৃদয়ে আমি ভাবিলাম তবে।
বুঝিলাম এই লোক যমদূত হবে॥
তবে তারে ভাল ক'রে করি দরশন।
দেখি যেন তার সনে আর কত জন॥
কেহ বা রক্তের ভার করিয়াছে কাঁধে।
কেহ বা কতেক জনে রাখিয়াছে বেঁধে॥
কেহ বা প্রাণীর অস্থি করিছে চর্ব্বণ।
কেহ করতালি দিয়া করিছে নর্ত্তন॥

তাহা দেখে প্রাণ মোর অচেতন প্রায়।
উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠি প্রাণ যায় যায়॥
তখনি ধরিয়া মোরে বিদ্যা কোলে করে।
কর্ণে মোর কালীনাম শুনালে তৎপরে॥
ব্যাকুল হইয়া তোষে নানামত রীতি।
তোমার তুলনা আমি পারি কিসে দিতে॥
তার সমুচিত করা মনেতে আছিল।
না করিতে পারি বড় বেদনা রহিল॥
সভ্যগণ শুনে তবে করে পরিহাস।
সুন্দর করিছে কালীপদে অভিলাস॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

এক দিন অপকাসে বসিয়া শ্মশানে।
বিভীষিকা-ভয় পেয়েছিলাম অজ্ঞানে॥
মৃততুল্য হয়ে যেন শবের আকার।
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আমার॥
মৃত সম দেহ দেখে মাংস খেতে যায়।
যমদূত সম তারা অনিবার তায়॥
সে সকল নিবারণ করিলে তারিণী।
অচেতন হ'লে যেন চৈতন্যরূপিণী॥
প্রাণ দান দিলে মোর বহু যতনেতে।
সে দিন করেছ রক্ষা ঘোর বিপদেতে॥
এমন কালীর পদ ভজনা না হয়।
হায় বৃথা দিন হয় বিফলেতে ক্ষয়॥
এখন শঙ্করী কিসে হব গো উদ্ধার।
শ্রীনন্দকুমারে বলে ও চরণ সার॥২৮॥

অদ্যাপি তাং ক্ষণবিয়োগনিমীলিতাক্ষীং,
শকে পুনর্বহুতরামৃতশোকধারাম্।
সঞ্জীবধারণকরীং মদলালসাঙ্গীং
কিং ব্রহ্মকেশবহরেঃ সুদতীং স্মরামি ৪৩॥২৯॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

ক্ষণমাত্র অদর্শনে মৃতের আকার।
মৃত্যুশোকে ধারারূপা হয়েছে বিদ্যার॥
জীবনধারণ হেতু এই সুলোচনা।
হরি হর ব্রহ্ম আদি না করি গণনা॥
বিদ্যার দর্শন-শোভা তুল্য করি কার।
অদ্যাপি সঙ্কটে আমি চিন্তা করি তার॥
সভ্যগণ মধ্যে থেকে রাজার বুঝায়।
মনে মনে কালীকারে স্তুতি করে রায়॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

কি হেতু করুণাময়ী ছাড় সব মায়া।
ক্ষণেক দর্শনাভাবে নাহি থাকে কায়া॥
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে মানি শত কোটি বর্ষ।
করি হর ত্যজে যারে জেনেছি নিষ্কর্ষ।
মৃত্যুরূপী মহেশের শোকবিনাশিনী।
কালকূট পানে তবে নিস্তারকারিণী॥
মম জীবনধারণের হেতু নিস্তারিণী।
সঙ্কটেতে স্মরি তাই তার গো তারিণী। ২৯॥

অদ্যাপি তাং চলচকোরবিলোলনেত্রাং,
শীতাংশুমণ্ডলমুখীং কুটিলাগ্রকেশাম্।
মত্তেভকুম্ভসদৃশস্তনভারনম্রাং
বন্ধূকপুষ্পসদৃশৌষ্ঠপুটাং স্মরামি। ৩০॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

চকোরের কোমল সদৃশ নেত্র যার।
চন্দ্রের মণ্ডল-শোভা মুখেতে বিস্তার॥
কি শোভা পেয়েছে তাতে কুটিলাগ্র-কেশে।
মত্ত গজকুম্ভ-কুচভারে নম্রাবেশে॥
জবা পুষ্প সম দুই ওষ্ঠ জানি যার।
এমন বিদ্যাকে মোর পাসরণ ভার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

চকোর-নয়নী শ্যামা সুধাংশুবয়ানী।
করিকুম্ভ সম স্তন-ভারে নম্রা জানি॥
অসুর-রুধিরধারা পান নিরন্তর।
ওড্রপুষ্পসম ওষ্ঠ উত্তম অধর॥
মৃত্যুকালে সদা তারে চিন্তি বারে বার।
এ দুঃখ-সাগরে তিনি করেন উদ্ধার॥৩০॥

অদ্যাপি সা নিশিদিবা হৃদয়ং দুনোতি,
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখী মম বল্লভা যা।
লাবণ্যনির্জ্জিতমনোজরুকামদর্পা ৪০
ভূয়ঃ পুনঃ প্রতি মুহূর্ত্ত বিলোকতে যৎ॥৩১॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

যার লাগি দিবানিশি ধৈর্য্য নাহি ধরে।
পূর্ণ শশিমুখী বিনা হৃদয় বিদরে॥
অতিশয় প্রিয়তরা সম্মোহকারিণী।
পুনঃ পুনঃ কামরসাক্ষেপনিবারিণী॥
আশ্বাস সদৃশ যার নিবারণ নাই।
ক্ষণে ক্ষণে সুধাপান পাই যার ঠাঁই॥
এমন বিদ্যারে আমি কি ক'রে ভুলিব।
তথাপি স্মরণ করি যতক্ষণ জীব॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

পূর্ণেন্দু-সদৃশমুখী প্রাণের ঈশ্বরী।
দিবানিশি চিন্তা যার হৃদয়েতে করি॥
জগতবিজয়ী কামে করি দর্প শেষ।
কাম-দর্পহারা নাম হইল মহেশ॥
তাঁহার রমণী যিনি মমেষ্টদেবতা।
সেই পদ চিন্তা করি ক'রে তৎপরতা।৩১॥

অদ্যাপি তামরহিতাং মনসা চ নিত্যং ৪৫
সংচিন্তয়ামি সততং মম জীবিতেশাম্। ৪৬
লাবণ্যভোগযৌবনভারসারাং ৪৭
জন্মান্তরেঽপি মম সৈব গতির্যথা স্যাৎ।৩২॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

যদি থাকি শতকোটি লক্ষ যোজনেতে।
নেত্রের অঞ্জন যেন দেখি নিকটেতে॥
মনের মাঝারে নিত্য অবস্থিত হয়ে।
সকলি সাক্ষাৎ যেন ভোগ দেন রয়ে॥
জন্ম অবসানে মনোযোগ যে সন্ধানে।
সেই ফল দেহান্তরে শুনেছি পুরাণে॥
সে হেতু অনেক চিন্তা বিদ্যা কবি সার।
দেহান্তরে সেই গতি হইবে আমার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

অন্তরীক্ষে থাকি না দিলেন দরশন।
মনোমাঝারেতে সদা করি নিরীক্ষণ॥
জীবের জীবন তুল্য আশারূপ তাতে।
সুখ-মোক্ষ-ভোগ-দাতা জীবের যাহাতে॥
পরাণ-পয়াণকালে কালী ব'লে যাই।
পুনর্ব্বার দেহে যেন এই গতি পাই॥৩২॥

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলুব্ধ-৪৮
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাম্।
কেশাবধৃতকরপল্লবকঙ্কণাঢ্যাং
সংক্ষোভয়ত্যভিতরাং স্মরতং মদীয়ম্ ৪৯॥৩৩॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

সঙ্কেত-বচনে কবি করিছে বর্ণন।
সহচরী সহিত বিদ্যার বিবরণ॥
মলয়-পঙ্কজ-গন্ধে হয়ে আমোদিত।
মত্ত অলিকুল সব হইয়া মোহিত॥
ভ্রমে ভুলে মুখপদ্ম গণ্ডদেশে শোভে।
সুধাকর গন্ধ পেয়ে থাকে মধু-লোভে॥
গৌরগণ্ডে মধুকর কিবা মনোহর।
অলকা-আবলি যেন হয় শোভাকর॥
কেশের বিন্যাস যবে করে সখীগণ।
করপল্লবেতে হয় কঙ্কণের স্বন॥
সেই সখীগণ সব কিবা নিরুপমা।
রম্ভাকে বিজয়ী তারা যেন তিলোত্তমা॥
মদীয় সুরত-চিত্ত কঙ্কণের রবে।
চমৎকার পাইয়াছে বিদ্যার বৈভবে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

ইন্দ্র আদি পারিজাতে পূজে দেবী যবে।
পুষ্প হ'তে মকরন্দ গণ্ডদেশে স্রবে॥
সেই মধুলোভে গন্ধে শোভে অলিগণ।
মলয়-পঙ্কজ-গন্ধ লোভেতে মগন॥
আর যত দেবগণ আছে আবরণ।
করপল্লবেতে করে জটা-নিবন্ধন॥
যোগিনী যতেক তার কুব্জা আদি যত।
তাদের কঙ্কণ-রব চমৎকার মত॥
আমার হৃদয় তার সুরত হইয়া।
আবরণ দেবীগণ সহিত বন্দিয়া॥৩৩॥

অদ্যাপি তন্নখপদং স্তনমণ্ডলেষু ৫০
দত্তং ময়ৈব মধুপানবিমোহিতেন।
উদ্ভিন্নরোমপুলকৈর্বহুভিঃ সমন্তা-
জ্জাগর্ত্তি রক্ষতি বিলোকয়তি প্রযত্নাৎ॥৩৪॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

মদন মোহিত হয়ে মধুপানে মত্ত।
সেই কালে নাহি রয় গুণাগুণ তত্ত্ব॥
করপ্রদানেতে হ'ল কুচে নখাঘাত।
সুখ-ভোগ ছাড়ি দেখ দুঃখ অকস্মাৎ॥
বিদ্যার শরীরে হ'ল কোপের উদয়।
লোমহর্ষ ভয়ে তার তথা মৌনে রয়॥
আমার কুকর্ম হ'তে রসহীন হয়।
দিন-হীন স্বভাবেতে থাকিনু নিশ্চয়॥

সে দুঃখ-বদন মোর হেরে, সুলোচনা।
তৎক্ষণে আমার প্রতি করে বিবেচনা॥
পুনর্ব্বার যতনেতে রক্ষা ক'রে প্রাণ।
মমতা করিল সব ত্যাজ্য করে মান॥
সেই অপরাধ মোর যবে হয় মনে।
যেরূপে বঞ্চনা করি কব কার সনে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

শ্মশানেতে প্রতিদিন জপ করি তাঁর।
উপহার নাহি কিছু মানসোপচার॥
নখপদ নামেতে শূন্য তাও নাই দান।
স্তনেতে মণ্ডল কিবা বাক্যের বিধান॥
বিশেষতঃ মধুপানে মত্তরূপ হয়ে।
পূজার নৈবেদ্য বিধি কেবা আনে লয়ে॥
তন্ত্রের লিখন আছে যে যার পূজক।
তাঁর প্রসাদেতে সে যে অবশ্য সূচক॥
অতএব দেখি পূজা অঙ্গহীন হয়ে।
কুপিত করুণাময়ী অবোধ তনয়ে॥
দেহে লোমাবলি যত উর্দ্ধমুখ হয়।
ক'রয়ে অনেক স্তুতি দয়া উপজয়॥
করিলা আমাকে রক্ষা অনেক যতনে।
অদ্যাপি শরণ মোর অভয়া-চরণে॥৩৪॥

অদ্যাপি সা শশিমুখী কৃতরাগভারা,
সোচ্চৈর্ব্বচঃ প্রতিবদাতি যদৈব নক্তম্।৫১
চুম্বামি রোদিমি ভৃশং পতিতোঽস্মি পাদে,
দাসস্তব প্রিয়তমে ভজ মাং স্মরামি॥৩৫॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

এক দিন দিবসেতে বিদ্যা নিজ মন্দিরেতে
শয়নে ছিলেন রসবতী।
নিশি ক'রে জাগরণ রসরঙ্গে ক্লেশ মন
ঘোর নিদ্রা পেয়েছেন অতি॥
সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে আমি উপস্থিত গিয়ে
একাকী শয়নে দেখি তাঁরে।
কাছে নাই দাসীগণ নিদ্রাবশে বিবসন
হস্ত-পদ পালঙ্কে পসারে॥
সে রূপে হরিল মন দেখিলাম অচেতন
মদনের বাণ আরম্ভিনু।
নিদ্রাবশে রতিসঙ্গে সুখেতে পরম রঙ্গে
শেষে কিছু লজ্জিত হইনু॥

রতিরঙ্গ রাগভরে নিদ্রা হৈতে উঠে পরে
রাগে করে গর্ব্বিত ভর্ৎসন।
দেখি কোপে কম্পমান ত্যজিলাম সেই স্থান
সিঁদ-পথে করিনু গমন ॥
পুনরপি রাত্রিযোগে আইলাম কোন যোগে
তবু দেখি তেমনি কুপিত।
পায়ে ধরি দাস-মত রোদন করিনু কত
প্রিয়তমা না ছাড়ে নিশ্চিত ॥
চুম্বনাদি আলিঙ্গন কত মান বিমর্দ্দন
করিলাম না হয় গণন।
তবে বিধুমুখী তায় আহা মরি হায় হায়
অদ্যাপিও হয় যে স্মরণ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

এক দিন দিবসেতে প্রয়োজন শ্মশানেতে
ভক্তিভাবে বসিনু পূজাতে।
সে সময়ে যোগমায়া ভব-সঙ্গে ভবজায়া
আছিলেন রহস্য-কলাতে ॥
পাইয়া আমার ধ্যান করিবারে অপমান
ক্রোধমুখে আগমন করে।
কোপযুক্তা উচ্চভাষে প্রথমে শুনিয়া ত্রাসে
পলায়ন করিনু অন্তরে ॥
অস্ত গেল দিবাকর হইলাম সকাতর
অপরাধ ভঞ্জন কারণে।
পড়িলাম পদতলে যা কর মা দাস ব'লে
দুঃখ-লেশ জানাই রোদনে ॥
চুম্ব যে কুম্ভক ন্যাস ব্রহ্মতত্ত্ব অভিলাষ
বাঁধিলাম রক্ষা করিবারে।
বিধুমুখী অতঃপরে কৃপা করি দেখি পরে
অপরাধ নিস্তারে আমারে ॥
অদ্যাপি আমার মন করিতেছে সুস্মরণ
দিবানিশি না ভুলি অন্তরে।

অদ্যাপি ধাবতি মনঃ কিমহং করোমি,
সার্দ্ধং সখীভিরিতি বাসগৃহে সুকান্তে।
কান্তাসু গীতপরিহাসবিচিত্র-বাদ্য-
ক্রীড়াসুখৈরিহ ৫২ তু যাতু মদীয়কালঃ ॥৩৬॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে তবু লজ্জাভয় নাই।
সতত ধাবন মন বিদ্যা যেই ঠাঁই।
কি করিতে পারি মন ধৈরয না ধরে।
বিদ্যার বসতি-গৃহে সদা বাস করে ॥
যেমন সম্পদ্ সুখে পূর্ব্বে সুখী ছিল।
সখী সহ গীত-বাদ্যে রজনী বঞ্চিল ॥
সে সকল সুখ-লেশ না ভুলি কখন।
পাষাণের চিহ্ন মত হৃদয়ে যেমন ॥
সে সুখে বঞ্চিয়া মন হয়েছে পাগল।
আমি কি করিব তাই সতত চঞ্চল ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

রতি শঙ্খে মহাদেব তাহার ভবনে।
শ্মশানে বসতি অষ্ট নায়িকার সনে ॥
সেইখানে বেদধ্বনি মঙ্গল গায়ন।
করতালি নূপুরাদি কিঙ্কিণী-বাদন ॥
তত্র সন্নিধানে বসি করি আরাধন।
চিত্ত মোর শ্যামাপদে হয়েছে মগন ॥
অদ্যাপি পড়েছি দেখ সঙ্কটসাগরে।
তথাপি ধাবন সেই শ্মশানের তরে ॥
হয়েছে স্বভাব দেখ আমি বা কি করি।
নিস্তার করুণাময়ি ভবে হয়ে তরী ॥ ৩৬ ॥

অদ্যাপি তাং ন খলু বেদ্মি কিমীশপত্নী,
সা বা শচী সুরপতেরথ কৃষ্ণলক্ষ্মীঃ। ৫৩
ধাত্রৈব কিং ত্রিজগতাং পরিমোহনায়,
সৃষ্টা কুলে যুবতীরাজি-৫৪ দিদৃক্ষয়ৈব ॥৩৭॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

[শুন নরপতি কিছু করি নিবেদন।
অদ্যাপি না জান বিদ্যাবতী সে কেমন ॥
কি কব রূপের কথা না হয় উপমা।
মহেশ-মহিষী হবে কিংবা হবে রমা ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিংবা ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী।
এ সব হইতে রূপ অধিক বাখানি ॥
ত্রিজগত মোহ যায় মুনিমন টলে।
এমন যুবতী আমি না দেখি ভূতলে ॥
অতএব মহারাজ শুন হে কাহিনী।
রূপে গুণে নিরুপমা তোমার নন্দিনী ॥] *

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

দিবানিশি কালী ব'লে স্তুতি করি নতি।
নাহি জানি কালীরূপ কালীর বসতি ॥

---

* ইহা মূল গ্রন্থে নাই।

কিছুই নিশ্চয় তাঁর না পারি করিতে।
ক্ষণে ক্ষণে বিতর্ক হতেছে মোর চিতে ॥
মহেশমোহিনী কিংবা শক্রের রমণী।
বারেক মনেতে দেখি কৃষ্ণের ঘরণী ॥
কভু জানি বিধাতার সাবিত্রী বা হন।
ভুবনমোহিনী রূপে জগত-মোহন ॥
কখন অভেদরূপ পুরুষ-প্রকৃতি।
জগতজননী চিরযৌবনা আকৃতি ॥
দিগম্বরী-বেশ কিন্তু লজ্জারূপা তিনি।
সুকোমল অঙ্গ তাঁর পাষাণনন্দিনী ॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ ধ্যানে দেখা তায়।
শ্রীনন্দকুমার বলে ঐ পদ সার ॥

অদ্যাপি তাং জগতি বর্ণয়িতুং ন কোঽপি
শক্নোত্যদৃষ্টসদৃশপ্রতিরূপলক্ষ্মীম্। ৫৫
দৃষ্টং তথা ৫৬ সদৃশরূপমমুষ্কণং চেৎ ৫৭
শক্তো ভবেদপি স এব পরো ন চান্যঃ ॥৩৮॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

সংসারেতে বিদ্যাকে বর্ণিতে কে পারিবে।
নিশ্চয় তাহার গুণ কেমনে জানিবে ॥
স্থূল মূল যদি কিছু করয়ে বর্ণন।
অদৃষ্ট সমান প্রতি রূপের লক্ষণ ॥
তবে সেই রূপে গুণে বিজ্ঞ কেহ হয়ে।
চিরদিন সেই রূপ সতত চিত্তয়ে ॥
নতুবা অন্যের কর্ম কোনমতে নয়।
সেই রূপ গুণ জ্ঞান কাহার বিষয় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

শ্যামারূপ বর্ণনের সাধ্য নাহি কার।
বিধি বিষ্ণু আদি যাঁরে মানে পরিহার ॥
স্তুতিবাক্যে যদি কয় জ্ঞান অনুসারে।
আকাশ-বর্ণন যথা হয় নিরাকারে ॥
যথার্থ কি রূপ গুণ গগনমণ্ডল।
কে করিবে নিরূপণ অবস্থ সকল ॥
আর যথা প্রথা আছে ললাটের লেখা।
শুনেছে সকল লোক কার আছে দেখা ॥
এইরূপ অনুমানে যে যত বাখানে।
তবে তার তুল্য যদি থাকে কোন স্থানে ॥
বর্ণিতে পারিবে সেই ধরে মোর মনে।
অপরে না জানে শুনে বেদের বচনে ॥৩৮॥

অদ্যাপি নির্ম্মলশরচ্ছশিগৌরকান্তিং
চেতো মুনেরপি হরেৎ কিমুতাস্মদীয়ম্। ৫৮
বক্তুং ৫৯ সুধাময়মহং যদি তৎ প্রপদ্যে
চুম্বামি চাপ্যবিরতং ব্যথতে ন চেতঃ ৬০ ॥৩৯॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

নির্ম্মল শারদ-শশী গৌরকান্তি যার।
নিতান্ত হতেছে দেখ যে মুখ-শোভার ॥
ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে যে মুনি থাকিলে।
সে মন হরণ হয় এ মুখ দেখিলে ॥
কি ছার আমার মন ভুলিতে কি পারে।
যে মুখ উপমা হয় সুধার আধারে ॥
অবিরত সে বদন করিলে চুম্বন।
নতুবা ঘুচিবে নাহি মনের বেদন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

ভূতশুদ্ধিকালেতে জানিবে বিবরণ।
ললাটে যে চন্দ্রবীজ করিবে ধারণ ॥
সে বীজ মুখের শোভা তন্ত্রেতে বাখানে।
শরদের শশী যেন নির্ম্মল বিধানে ॥
চক্রভেদ ভাবেন যখন যোগিগণ।
তাঁহাদের চিত্ত হরে আমি কোন্ জন ॥
ভস্মীকৃত দেহ যবে নির্ম্মাইতে চায়।
ও বীজ তখন সুধা-সাগরের প্রায় ॥
সে সুধা লইয়া করে দেহের নির্ম্মাণ।
চুম্বনাদি চতুর্থ বিংশতি অধিষ্ঠান ॥
সে আনন্দে শ্যামারসে থাকি গো সর্ব্বথা।
না হয় যখন বড় মনে পাই ব্যথা ॥ ৩৯ ॥

অদ্যাপি তে প্রতিমুহুঃ প্রতিভাব্যমানা-
শ্চেতো হরন্তি হরিণীশিশুলোচনায়াঃ।
অন্তর্নিমগ্নমধুপাকুলকুন্দবৃন্দ-
সন্দর্ভসুন্দররুচো নয়নোর্দ্ধপাতাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সে প্রতিক্ষণে হতেছে ভাবনা।
নিরবধি করে চিত্ত কামিনী কামনা ॥
শাবক মৃগের সম নয়ন-ভঙ্গিমা।
কি শোভা হতেছে তার যার নাহি সীমা ॥
অন্তরে নিমগ্ন রূপ আছে অবিরত।
যথা মধুপানে অলি না হয় বিরত ॥

কুন্দশ্রেণী মত আভা হয়েছে দশন।
সুধাপানে শোভে যেন উদ্ভিত নয়ন॥
এমন সুন্দর রূপ না দেখি কাহার।
ভুলিতে কি পারি আমি সে রূপ বিস্তার॥
বিনা মূল্যে কেনা হয়ে আছি সদা তার।
কি গুণে বান্ধিল মন তনয়া তোমার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

সুষুম্নার মধ্যগত আছেন চিত্রিণী।
তাহাতে নিমগ্নরূপা বীজ-স্বরূপিণী॥
মূলাধার-চক্র হ'তে যথা ব্রহ্মপুরে।
সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করে সুরাসুরে॥
শিশু-মৃগলোচনীর নীরেতে আকার।
অঙ্করূপে নাদবিন্দু তাতে শোভা যার॥
ক্ষণে ক্ষণে ভাসমান হইতেছে হৃদয়।
চৈতন্যরূপিণী যিনি আছেন সদয়॥৪০॥ *

অদ্যাপি তৎ৬১ কমলরেণুসুগন্ধিগন্ধং
সৎপ্রেমবারিণি৬২ করধ্বজতাপহারি।৬৩
প্রাপ্নোম্যহং যদি পুনঃ সুরতৈকতীর্থঃ
প্রাণাংস্ত্যজামি নিয়তং পুনরাপ্তিহেতোঃ॥৪১॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

বিদ্যারূপ প্রেম-সাগরেতে কিবা বারি।
অনঙ্গ-তাপেতে তাপী তার তাপহারী॥
সে জলের শোভা কিবা কহিব বর্ণন,
শতদল বিকশিত হয়েছে শোভন॥
সেই পদ্মরেণু সব উড়ে বায়ুভরে।
তজ্জলে পড়িয়া গন্ধে আমোদিত করে॥
পুষ্কর তীর্থের ন্যায় সংসারের মাঝে।
সর্ব্বতীর্থসার যেন অদ্ভুত বিরাজে॥
সেই তীর্থ পাই যদি এমন সময়।
তবে তাতে প্রাণ ত্যজে হয় সুখময়॥
অধিক বাসনা আমি কিছু করি আর।
জন্মান্তরে পাই যেন তাঁরে পুনর্ব্বার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

সুশোভনা অতি যার দেব ত্রিলোচন।
সেই মহাদেব যাতে সতত মগন॥
সর্ব্বতীর্থময়ীরূপা ভেবে ভগবান্।
একান্ত হৃদয়ে যাতে করেন সন্ধান॥
ধ্যানকালে অধিষ্ঠান হৃদি-পদ্মরাজে।
হৃদি-সরসিজ-রেণু সে পদে বিরাজে॥
পদ্মরেণুযুক্ত তেঁই সুগন্ধি-পূরিত।
তত্ত্ব চিন্তা করি অশ্রু হতেছে পতিত॥
সদা চিন্তা করে সর্ব্বপাপতাপহারী।
সংপ্রতি জননী কিছু হও উপকারী॥
বারেক দর্শন দেও প্রাণ আমি ত্যজি
পুনরপি জন্মে যেন সেই পদে মজি॥৪১॥

অদ্যাপি সা যদি পুনঃ সুতটিনীবসন্তে
রোমাঞ্চভীতিবিলসচ্চপলাঙ্গযষ্টিঃ।
কাদম্বকেশররুচঃ ক্ষণমাত্রসঙ্গাৎ,
কিঞ্চিৎ ক্রমং শ্লথয়তি প্রিয়রাজহংসী৬৪ ॥৪২॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

ঘোরতর মোর ক্লেশ তাতে ক'রে কৃপা-লেশ
কিঞ্চিৎ কষ্টের নিবারণে।
রাজহংসী প্রিয়তর মোর সুখ ভাবি পর
বারেক করেন যদি মনে।
সদা আমি করি মনে নদীতটে তপোবনে
কোন স্থলে বসিয়া প্রান্তরে।
নিত্য তার চিন্তা করি তাহাতে দুঃখ নিবারি
বরদাতা হও দয়া ক'রে॥
কবি কয় করপুটে সভ্যগণ হেসে উঠে
এবারে উদ্ধার হবে চোর।
বিদ্যা হ'তে বর নিলে মশানেতে বলি দিলে
এড়াবে যমের যত জোর॥
কবি ভাবে সত্য বটে আর মহাবিদ্যা বই
কেবা আছে নিস্তারকারিণী।
পুনরপি করি তার শ্যামপদে অর্থ আর
করিলেন ভাবিয়া তারিণী॥

দ্বিতীয়ার্থ—কালীপক্ষে।

প্রিয় রাজহংসী তিনি আগম পুরাণে যিনি
তাঁর অর্থ করিতে প্রচার।
প্রিয় শব্দে মনোনীত তাহাতে করেন হিত
তেঁই শিব প্রিয় রসভার।

* ইতি শ্রীঅন্নদামঙ্গলে বীরসিংহ রাজসান্নিধ্যে গুণসিন্ধু রাজসুত সুন্দরকৃত পঞ্চাশৎ শ্লোক ভারতচন্দ্র ব্যাখ্যার শেষ পূর্ব্বাচার্য টীকামতে শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌম বিস্তারিত তদর্থ প্রতিপন্ন তাহা প্রকাশিত শ্রীনন্দকুমার চোরপঞ্চাশিকা নামা গ্রন্থ দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

অজ নামে যেন হরি আর যেবা হংসোপরি
থাকে তাতে ব্রহ্মাকে বুঝায়।
ত্রিদেব রমণী করে বাখানেছে একান্তরে
প্রিয় রাজহংসী শব্দ তায়॥
কাদম্ব-কেশররজ ত্রিগুণিত সত্ত্ব রজ
ক শব্দেতে বিধিকে বাখানি।
অমক জানিবে হর তার পর যে ঈশ্বর
তাহাতে কৃষ্ণের নাম জানি॥
তাঁদের যে পদরজ ক্ষণমাত্র যদি তজ
নদী নদ তটে বনান্তরে।
চপলাঙ্গ যষ্টি বামা রোমাঞ্চরী তথা শ্যামা
দুঃখ শেষে করেন তৎপরে॥৪২॥

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজকন্যাং৬৫
সংপূর্ণযৌবনমদালসতঙ্গগাত্রীম্ ৬৬
গন্ধর্ব্বযক্ষসুরকিন্নররাজকন্যাং৬৭
স্বর্গাদিমাং৬৮ নিপতিতামিব চিন্তয়ামি॥৪৩।

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

গবাক্ষের দ্বারে কিবা শোভা নিরুপম।
স্বর্গ হ'তে বুঝি এসেছেন দেবগণ॥
কিংবা সে গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ বা কিন্নর।
এদের নৃপতি-কন্যা হবে নিরন্তর॥
অথবা সংসারে যত আছেন নৃপতি।
তাহার উপরে যেবা হবে অধিপতি॥
এমন যে মহারাজ কন্যা হবে তাঁর।
তাহার রূপের কথা বর্ণে সাধ্য কার॥
শুন শুন ঠাকুরাণী প্রার্থনা যে করি।
আজ্ঞা কর কোনমতে সঙ্কটেতে তরি॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

সম্বোধনে বলে ওগো নৃপতিশেখর।
তোমার কন্যাকে চিন্তা করি বহুতর॥
বুঝে দেখ সেই কন্যা মানবী ত নয়।
স্বর্গ হ'তে তব গৃহে দেবীর উদয়॥
কি জানি গন্ধর্ব্ব-নারী যক্ষ বা কিন্নরী।
সম্পূর্ণ যৌবনে কিছু সন্দেহ যে করি॥
অলস ভঙ্গনে যবে ত্রিভঙ্গিমা গাত্র।
চমৎকার চিন্তা তার মনে করি মাত্র॥

তৃতীয়ার্থঃ—মহাবিদ্যাপক্ষে।

গিরিরাজ-তনয়ার কে জানিবে লীলা।
পুরাণে শুনেছি যবে ব্রহ্মকন্যা ছিলা॥
আত্মজা কন্যাকে দেখি পরমেষ্ঠী যিনি।
মনোহরা-রূপেতে মগন হন তিনি॥
পিতাকে কামুক দেখি কন্যাটি পলায়।
ওই কন্য-পাছে ব্রহ্মা ত্রিভুবন ধায়॥
মর্ত্ত্যে আসি বনবাসী মৃগীরূপ ধরে।
মৃগী হন তাতে ব্রহ্ম মৃগ হন পরে॥
এইরূপ বহুকাল ধাবমান বনে।
ব্যাধবেশে তথা শিব বিরোধ-ভঞ্জনে॥
স্বর্গ হ'তে নিপাতন মর্ত্ত্যে আগমন।
যখন যেরূপ ইচ্ছা তখনি তেমন॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর তার পতি।
নাগরাজ স্থাবর জঙ্গমে মান্য অতি॥
সে রাজার কন্যা সদা কোমল-যৌবনা।
অনন্ত বিহীন অন্ত না পায় তুলনা॥
সদা চিন্তা করি তাঁর যা হয় উচিত।
এ ঘোর বিপদ্ হ'তে কর গো বিহিত॥৪৩॥

অদ্যাপি তৎসুরতকেলিনিবদ্ধবুদ্ধি-
রকোপবদ্ধপতিতস্মিতশূন্যহস্তাম।৬৯
দন্তৌষ্ঠপীড়ননখক্ষতরক্তসিক্তাং
তস্যাঃ স্মরামি রতিবন্ধনগাত্রযষ্টিম্ ৭০॥৪৪॥

অন্যার্থঃ—কালীপক্ষে

সুরত-কেলির স্থান যে সকল বিদ্যমান
বিদ্যার সহিত যে সময়।
বুদ্ধি হয়ে নির্ব্বন্ধন অদ্যাপি তথায় মন
সব ত্যজি নিরবধি রয়॥
কি কব তাহার কথা ব্যথা লাগে হৃদে যথা
শুন এক তার বিবরণ।
বিদ্যা হয়ে আনন্দিত ঊর্দ্ধে বাহু প্রসারিত
প্রেমভরে দিল আলিঙ্গন॥
আমি আনন্দেতে বাস ধ'রে তার মুখশশী
চুম্বন করিতে বারে বার।
তবে হয়ে জ্ঞানহত সুবদনে দন্ত ক্ষত
ওষ্ঠ-দশে চিহ্ন হৈল তার॥
আর যে কুকর্ম্ম কার ধ'রে আমি কুচোপরি
নখাঘাতে রুধির-পতন।
ছাড় ছাড় বলে মোরে আমি মদনের জোরে
ছাড়িবারে হয় বিলম্বন॥
ত্যজিলাম তার পরে সাধিলাম কত ক'রে
অপরাধ ক্ষমিল আমার।

যে সকল রূপ তার মনে হ'লে পুনর্ব্বার
প্রাণে কিন্তু বেঁচে থাকা ভার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

সুরত যে ত্রিনয়ন তার কেলি যে ভবন
শ্মশানেতে করেন বসতি।
ঊর্দ্ধে দুই বাহু যাঁর দশনে পীড়ন আর
ওষ্ঠ আছে সঙ্কোচেতে অতি ॥
সন্ত নখ ছিন্ন করে অসুর-মস্তক হরে
সে রুধির করেছে ধারণ।
সে রুধির আভরণ হয়ে তাহে নিগমন
করিতেছে দনুজ দলন ॥
অদ্যাপি আমার মন সেই পদে অনুক্ষণ
চিন্তা করে তিলেক না ভুলে।
আমি অতি শিশুমতি না জানি ভকতি নতি
যা করবে এ ভবের কূলে ॥৪৪॥

অদ্যাপি তাং নিজবপুঃকৃতবেদিমধ্যাং
তৎসঙ্গসংবৃতসুধাস্তনভারনম্রাম্। ৭১
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমণ্ডিতাঙ্গীং
সুপ্তোত্থিতাং নিশি দিবা ন হি বিস্মরামি ॥৪৫॥

অন্যার্থ—বিদ্যাপক্ষে।

কাল্পনিক বপু তার শুনহ লক্ষণ।
শুদ্ধ-দেহে জ্ঞানরূপে থাকে অদর্শন ॥
তাঁর অধিষ্ঠান সদা যে শরীরে থাকে।
স্তন শব্দে বাক্য বধ করে নম্রতাকে ॥
নানা সুবিচিত্র যেন আভরণ প্রায়।
বিদ্যা-ভূষণেতে সেই মত শোভা পায় ॥
সুপ্ত শব্দে হৃদয়েতে শয়নরূপিণী।
বিচারে উত্থিত হয়ে জাগ্রতকারিণী ॥
দোষের মধ্যেতে থাকে না করেন তার।
দিবানিশি সদা আমি চিন্তা করি তাঁর ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

বেদি পরিষ্কৃত মধ্যে সুস্থিতি বিস্তার।
যে দেহেতে আলম্বন আছে সুধাধার ॥
স্তনভারে বিনম্রা হয়েছে সে কামিনী।
বহুল বিচিত্র কত মণ্ডলরূপিণী ॥
সুপ্ত শব্দে শয্যা হ'তে যখন উত্থিতা।
সম্মোহ কমলরূপা দেখি চমকিতা ॥
এইরূপে চিন্তা মোর সদা করে মন।
দিবানিশি কখন না হয় বিস্মরণ ॥

তৃতীয়ার্থঃ—মহাবিদ্যাপক্ষে।

বিধি বিষ্ণু শিব যে খট্টাঙ্গে তিন পায়া।
সেই খট্টে পরমশিব তাতে মহামায়া ॥
যার স্তন সুধাভারে নম্র তাকে করে।
সে স্তনের দুগ্ধ পানে মৃত্যু যায় হরে।
অশেষ বিচিত্র-কৃত মণ্ডল আকারে।
শোভা বিবরণ তাঁর কে বর্ণিতে পারে ॥
সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন।
উত্থিতা তারিণী তাতে হইয়া মগন ॥
অহর্নিশ তাঁর চিন্তা করি বার বার।
শমন দমন হয় নৃপ কোন্ ছার ॥৪৫॥

অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদালসাঙ্গীং,
ক্রীড়োৎসুকাভিজনভীষণবেপমানাম্। ৭২
অঙ্কাঙ্কসঙ্গপরিচুম্বিতমোহভঙ্গাং ৭৩
মজ্জীবনৌষধমিব ৭৪ প্রমদাং স্মরামি ॥৪৬॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

মম জীবন-ধারণের ঔষধ কারণ।
মনেতে করেছি চিন্তা করিব ধারণ ॥
সুবর্ণ-ঘটিত যত ঔষধের সার।
বিবিধ সুজন মধু অনুপান তার ॥
কনক বর্ণের তুল্য কান্তির পুঞ্জার।
মদন-রসেতে দ্রব্য লালসাঙ্গ তার ॥
হৃদয়েতে সুখী সখীগণের সহিত।
কম্পমান তনু তার সতত মোহিত ॥
সেই মৃত্যুহারী মোর ঔষধ-আকার।
সমাদর সম্ভাষণ অনুমত তার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

কনক-বর্ষণ শিলা কান্তি বপু যাঁর।
সে শিবের মদরসে অনুসঙ্গ তাঁর ॥
নানা সখী আবরণ বর্গের সহিত।
ভয়ানক কম্পমান হন বিপরীত ॥
অঙ্ক শব্দে কলঙ্ক অঙ্কেতে যাঁর স্থিত।
সেই চন্দ্র ললাটেতে শিবের ভূষিত ॥
তাঁহার চুম্বিত মোহভঙ্গকারী যিনি।
তিনি মম জীবনের ঔষধরূপিণী ॥
যদি এ সময় সে ঔষধ নাহি পাই।
তবু প্রাণ দিব ব'লে কালীর দোহাই ॥৪৬॥

অদ্যাপি তাং নববধূসুরতাভিয়োগাৎ
সম্পূর্ণকালবিধিনা রচিতাং কদাচিৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং হরিণায়তাক্ষী-
মুন্নিদ্রকোকনদপত্রনখাং স্মরামি ॥৪৭॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

সম্পূর্ণ হয়েছে কাল বাকী নাই আর।
পূর্ণশশীমুখী বিদ্যা স্মরি একবার ॥
হরিণের প্রসারিত চক্ষের তুলনা।
ফুল্ল রক্তপদ্মপত্র নখের বর্ণনা ॥
নববধূ সহ যেন প্রণয়-সন্তোষ।
লীলাচ্ছলে নানারসে করেন প্রকাশ ॥
কিছুকাল চিন্তা করি সঙ্কট জীবনে।
বিদ্যারূপে হেরি যদি কি চিন্তা মরণে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

সংসারের সকল সম্পূর্ণকারী যিনি।
সম্পূর্ণ নামেতে হরি হয়েছেন তিনি ॥
কাল নামে শিব কালান্তক কর্ম্ম করে।
বিধি নাম ধরে ধাতা রূপান্তর ধ'রে ॥
তাহাতে সম্পূর্ণ কাল বিধি তিন জন।
তৎকালেতে তাঁর পদ করেন পূজন ॥
সম্পূর্ণ সুধাংশুমুখী কুরঙ্গ-নয়না।
নববধূগণ সহ আনন্দে মগনা ॥
প্রফুল্লপঙ্কজদল তাহার সমান।
হয়েছে সদৃশ যাঁর নখরে বিধান ॥
যথেষ্টদেবতা তাঁর চিন্তা বারে বীর।
ব্রহ্মা হরি হর যাঁর চিন্তা করা ভার ॥৪৭॥

অদ্যাপি তদ্বিকসিতাম্বুজগৌরমধ্যাং
গোরোচনাতিলকবিন্দুকৃতৈকদেশাম্।
ঈষন্মদালসবিঘূর্ণিতদৃষ্টিপাতং
কান্তামুখং সখি ময়া সহ গচ্ছতীব ॥৪৮॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

বিকসিত ইন্দীবরে　　　গোরোচনা তছুপরে
যেমন কুসুমের রেণু শোভে।
গৌরবর্ণ তাহে সাজে　　　মধ্য হেরি মৃগরাজে
লয়ে বনে যায় আত ক্ষোভে ॥
[illegible]পানে　　　ঈষৎ কটাক্ষ হানে
মোহিত করিছে প্রতিক্ষণে।
রয়া অলি　　　ভ্রমে যায় পদ্ম বলি
মধু খাব এই করে মনে ॥
সখী সহ রসবতী　　　গমন করিলে অতি
হংসসমূহেতে লাজ পায়।
এমন কান্তার মুখ　　　না হেরে বিদরে বুক
কেমনে ভুলিতে পারি তায় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

স্ফুটিত পদ্মের মাঝে　　　গৌরবর্ণ কিবা সাজে
গোরোচনা সম রেণু তায়।
যে রেণু গণ্ডেতে শোভে　　　অলিকুল মধুলোভে
উড়ে বসে কিবা শোভা পায় ॥
মধুপানে অলসেতে　　　বিঘূর্ণিত দর্শনেতে
কি শোভিছে কমল-বদনে।
সখী শব্দে প্রিয়তরা　　　তাতে সম্বোধন করা
কৃপা কর করুণ-নয়নে ॥৪৮॥

অদ্যাপ্যহং নববধূসুরতাভিযোগাং
শক্নোমি নান্যবিধিনা রচিতঃ কদাচিৎ ৭৫।
তদ্ভোগতো মরণমেব হি দুঃখশান্ত্যৈ
বিজ্ঞাপয়ামি বিনয়াৎ ত্বয়ি শক্তিহীনঃ ৭৬ ॥৪৯॥

অন্যার্থঃ—বিদ্যাপক্ষে।

এখন হয়েছি আমি শক্তিহীন অতি।
নববধূ সহযোগ নাহিক সম্প্রতি ॥
অন্য বিধি মত তাহে রস কদাচিত।
মরণে হতেছে শ্রম তাহাতে নিশ্চিত ॥
অতএব এই দুঃখ-শান্তির কারণ।
তোমার সদনে করি ইহার জ্ঞাপন ॥
বিহীন হয়েছি আমি সেই সুলোচনা।
ভক্তিভাবে করি সদা বিদ্যা-উপাসনা ॥
অদ্যাপি আমার মন না ভুলে বিদ্যায়।
বারেক হেরিলে ঘুচে মরণের দায় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

শক্তি নাহি নববধূ কুমারী সে যায়।
অন্য বিধিমতে সেবি কদাচিত তায় ॥
দুঃখ দূর করিবার জ্ঞাপন কারণে।
ভাক্তভাবে স্তুতিবাদে জানাই মরণে ॥৪৯॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন। ৭৭
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্ব্বহ ৭৮ বাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥৫০॥